শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক পত্রিকা।

১২শ খণ্ড { বৈশাখ মাস ১৩২৬ সাল। } ১ম সংখ্যা

নববর্ষ।

দেখিতে দেখিতে বঙ্গের তমসাবৃত যুগের একটী তরঙ্গ অতীতের মহাকাল সাগরে নিমজ্জিত হইল। নববেশ ধারণ করিয়া, নবরাগে রঞ্জিত হইয়া নববর্ষ ১৩২৬ আমাদের মধ্যে উদয় হইল। ভীষণ পাশ্চাত্য মহাসমর গত বৎসর অতীতের কুক্ষিগত হইয়াছে। পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হইলেও আমাদের দুঃখের অবসান হয় নাই। যদিও শ্রীভগবানের কৃপায় এবং আশীর্ব্বাদে আমরা ইংরেজ জাতির ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয় ও সুবিচারপরায়ণ জাতির অধীনে পরম সুখে বাস করিতেছি তথাপি আমাদের দারিদ্র্যের অবসান হইল না। আমাদের খাদ্য ও নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য সমূহের মূল্য অসম্ভব রূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। গতবর্ষে এইরূপ সময়ে চাউলের মূল্য [illegible] পরিমাণ ছিল অর্থাৎ ৩।০ টাকা বর্ত্তমান সময়ে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ ৬॥০ টাকা হইয়াছে। কেবল চাউল বলিয়া নহে অন্যান্য সকল দ্রব্য অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। অনেকেই পর্য্যাপ্ত আহারাভাবে রোগের আক্রমণে মুহ্যমান হইয়াছে।

২। গতবর্ষ আমাদিগকে যে দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করিয়াছিল তাহা

আমরা সকলেই উপলব্ধি করিতেছি। পর্য্যাপ্ত আহারাভাবে লোক যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, ততোধিক বস্ত্রাভাবে আমরা বহুকষ্টে কাল কাটাইতেছি; লোকের সুখশান্তি নাই তাহার উপর রোগের ভীষণ যন্ত্রণা। জ্বর, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি মহামারী সমূহ ইনফ্লুএঞ্জার সহিত যোগদান করিয়া সহর এবং পল্লীগ্রামে শ্মশানের তয়ারহ চিত্র প্রকটিত করিতেছে।

৩। এইরূপ অবস্থার মধ্যে নববর্ষের অভ্যুত্থান। একটু পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক কায়স্থগণ তাহাদের স্বধর্ম্ম পালনে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ সমাজ বিদ্বেষ অনলে প্রজ্বলিত হইতেছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ বিদ্বেষ অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে। কায়স্থ সমাজ মধ্যে একতা ও সমবেদনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিমান করি কিন্তু ক্ষত্রিয়ের সাহস এবং একতা আমাদের নাই। পৌরাণিক সময়ে ক্ষত্রিয়গণের যে সমস্ত অধিকার ছিল তাহা হইতে আমরা বিচ্যুত হইয়াছি। "ক্ষত্রিয়ান্নং পয়স্মৃতম" অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের অন্ন দুগ্ধবৎ সমাদরের সহিত ব্রাহ্মণগণ ব্যবহার করিতেন কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের অন্ন ব্রাহ্মণগণ ব্যবহার করেন না। পূজা পার্ব্বণাদিতে ক্ষত্রিয়দিগের যে অধিকার ছিল বর্ত্তমান সময়ে তাহা নাই। আমরা নিজে কোন পূজা উপাসনা করিতে পারি না। অনেক সময়েই ব্রাহ্মণ সাহায্য আবশ্যক হয়। অনেকে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করেন নাই। উপনয়ন কার্য্য যে ভাবে প্রসারিত হইয়াছিল এইক্ষণ তাহা হইতেছে না। অনেকেই যজ্ঞোপবীতের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। গায়ত্রী পাঠ না করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিতেছেন। কায়স্থ সমাজের দুর্গতির অবস্থা আমরা বারংবার সমাজে উপস্থাপিত করিতেছি। কিন্তু আমাদের ক্রন্দন অরণ্যে পর্য্যবসিত হইতেছে।

৪। নববর্ষের অভ্যুত্থানে আমরা সমাজের উন্নতি ও কল্যাণ কামনা করিতেছি। আমরা আশাকরি ভগবানের কৃপায় সমাজ চৈতন্য লাভ করিবেন এবং স্বধর্ম্ম পালনে বদ্ধ-পরিকর হইবেন।

৫। অর্থাভাবে "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা"র অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়াছে। আমরা আশাকরি গ্রাহক মহোদয়গণ আমাদের প্রতি অনুকম্পা

প্রদর্শন পূর্ব্বক কোন অবস্থায় আমাদের প্রেরিত ভি:পি: গুলি প্রত্যাহার না করেন। অধিক আর কি লিখিব ওঁ শুভমস্তু সর্ব্ব জগতাং।

সম্পাদক।

যজ্ঞসূত্রের উৎপত্তি ও অর্থ।

(শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত)

যজ্ঞসূত্রের উৎপত্তি, যজ্ঞসূত্রধারী তিন বর্ণেরই অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। তবে ব্রাহ্মণগণের হস্তেই ক্রিয়াকাণ্ড প্রভৃতি ন্যস্ত ছিল বলিয়া, প্রধানতঃ ব্রাহ্মণদিগকে উল্লেখ করিয়া শাস্ত্র বলিতেছেন যে, যে সকল ব্রাহ্মণ যজ্ঞসূত্রের উৎপত্তি না জানেন তাঁহাদিগের সমস্ত কর্ম্মই ভস্মসাৎ অর্থাৎ বৃথা হয়। এক্ষণে অসিজীবী ও মসীজীবী উভয়জীবী ক্ষত্রিয়ই বিশেষতঃ বঙ্গের কায়স্থ ক্ষত্রিয় মহাশয়গণ যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করণান্তর অনেক দেব কার্য্য তাঁহারা স্বয়ংই নির্ব্বাহ করিতেছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের অবগতির নিমিত্ত যজ্ঞসূত্রের উৎপত্তি ও অর্থ এইস্থানে লিখিত হইল। শিক্ষিত কায়স্থ কুলের অনেকেই এ বিষয় অবগত আছেন তাহাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই; অল্পসংখ্যক উপবীতী কায়স্থ যাঁহারা না জানেন, কেবল তাঁহাদিগের অবগতির জন্যই এই অংশ অদ্য 'আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা'য় লিপিবদ্ধ করা হইল শ্লোকটী এই :—

"উৎপত্তিং যজ্ঞসূত্রস্য যে ন জানন্তি ব্রাহ্মণাঃ।
তেষাং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ভবন্তি ভস্মসাৎ কিল॥"

ইহার অর্থ এই যে, যে সকল ব্রাহ্মণ যজ্ঞসূত্রের উৎপত্তি না জানেন তাঁহাদিগের সমস্ত কর্ম্মই ভস্মসাৎ অর্থাৎ বৃথা হয়।

এই যজ্ঞসূত্র ব্রহ্মজ্ঞাপক। ইহার অপর একটির নাম ব্রহ্মসূত্র। ব্রহ্মই জগতের কারণ। মণিমুক্তাদি যেরূপ সূত্রদ্বারা গ্রথিত হইলে, বিশেষ সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে, এ জগৎ ব্রহ্মাণ্ডও সেইরূপ ব্রহ্মসূত্রে গ্রথিত হইয়া বিচিত্র শোভা সম্পাদন

করিতেছে। এই যজ্ঞসূত্র সেই মূল ব্রহ্মসূত্রের অবরোধক মাত্র। ইহার দ্বারা সর্ব্বদাই সেই ব্রহ্মকে স্মরণ করিয়া দেয়। এই নিমিত্ত শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে :—

সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহুঃ সূত্রং নাম পরং পদম্।
তৎসূত্রং বিদিতং যেন স বিপ্রো বেদপারগঃ

ব্রহ্মোপনিষৎ।

যজ্ঞোপবীত সেই ব্রহ্মকে সূচনা করে বলিয়া ইহাকে সূত্র বলা যায়। পুনরপি সূত্রার্থে পরমপদ ব্রহ্মকেই বুঝায়। যে বিপ্র সূত্রের এইরূপ প্রকৃত অর্থ অবগত আছেন তিনিই বেদপারগ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হন।

"ব্রহ্মভাব ময়ং সূত্রং ধারয়েদ্ যঃ সচেতনঃ

ব্রহ্মোপনিষদের ২৫ শ্লোক।

ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ এই যে, যে সাধকের অন্তঃকরণে এই ব্রহ্মভাবময় সূত্রার্থ সর্ব্বদা প্রতিভাসিত হয়, তিনিই বাহ্যতঃ এই সূত্র ধারণ করিয়া সচেতন থাকেন। সূত্রধারণে মনকে উচ্ছিষ্ট ও অশুচি ভাব হইতে নিবৃত্তি রাখে। যে সকল যজ্ঞোপবীতধারিগণ সূত্রের এইরূপ অর্থ অবগত আছেন, তাঁহারাই এই সূত্রের মাহাত্ম্য জানেন এবং তাঁহাদিগকেই প্রকৃত যজ্ঞোপবীতধারী বলা যায়।

কায়স্থ মহাশয়গণ! ব্রহ্মোপনিষতের ২৬ শ্লোকে কি লিখিত আছে দেখুন।

কর্ম্মণ্যধিকৃতা যে তু বৈদিকে ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
তৈঃ সন্ধার্য্যমিদং সূত্রং ক্রিয়াঙ্গং তদ্ধিবৈস্মৃতম্॥ ২৬॥

অর্থাৎ বৈদিক ক্রিয়ার অধিকারী ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় অবশ্য অবশ্য বাহ্য যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবেন। যেহেতু অপরাপর ব্রহ্মস্মারকক্রিয়া মধ্যে এটিও একটী অঙ্গ/ অঙ্গ বৈগুণ্য হইলে ক্রিয়া অসিদ্ধ হয়; অর্থাৎ যখনই যাহা কিছু করা যায়, সকল সময়েই ব্রহ্মস্মারক যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে হয়, যেন কোন রূপেই সেই ব্রহ্মভাব মন হইতে অন্তর্হিত হইতে না পারে।

তন্ত্রে "কার্পাস সম্ভবং সূত্রং যজ্ঞসূত্রং ইত্যাদি" চারি পংক্তি শ্লোকের অর্থ এই যে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মৃণালসূত্রস্বরূপা কুণ্ডলিনীতে যেমন সকল দেবতারই অবস্থান, এই কার্পাস সম্ভূত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যজ্ঞসূত্রও সেইরূপ সর্ব্বদেবময়।

যজ্ঞসূত্রটীতে সমুদায় দেবতার অধিষ্ঠানের স্থান বলিয়া গ্রন্থিকালে দেব, ঋষি, মুনি, মানব সকলকেই স্মরণ করিতে হয়। গ্রন্থি মন্ত্রটী দেখুন।

ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভি জানাতি মামেভ্যঃ পরম ব্যয়ং॥

ছান্দোগ্য উপনিষদের পরিশিষ্ট পাঠে জানা যায় যে, বাহ্যতঃ যেরূপ কার্পাসসূত্রকে ত্রিগুণ করিয়া বামকর উর্দ্ধে ও দক্ষিণকর নিম্নে করিয়া গ্রন্থি বন্ধন করিতে হয়, এই জগৎ প্রপঞ্চও সেইরূপ, গুণত্রয়ের তারতম্যরূপ গ্রন্থিতে আবদ্ধ আছে।

যজ্ঞসূত্রের অপর একটী নাম ত্রিবৃৎ যথা—

উর্দ্ধন্তু ত্রিবৃতং কার্য্যং তন্তুত্রয়মধোবৃতং।
ত্রিবৃতঞ্চোপবীতং স্যাৎ তস্যৈকো গ্রন্থিরিষ্যতে॥

ছান্দোগ্য পরিশিষ্টে।

ব্রহ্মোপনিষতের ২২শ শ্লোকটী দেখুন :—

হৃদিস্থা দেবতাঃ সর্ব্বা হৃদিপ্রাণা প্রতিষ্ঠিতাঃ।
হৃদি প্রাণশ্চ জ্যোতিশ্চ ত্রিবৃৎ সূত্রঞ্চ বন্মহৎ॥

অর্থাৎ সমুদয় দেবতা, প্রাণ, প্রাণের অধীশ্বর জ্যোতিঃ এই মহৎ ত্রিবৃৎ সূত্রেও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

এই যজ্ঞসূত্রের আর একটী নাম ত্রিদণ্ডী। অর্থাৎ যিনি শরীরকে নিগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, মনকে দমন করিতে পারিয়াছেন, এবং বাক্যকে সংযম করিতে পারিয়াছেন তিনিই ত্রিদণ্ডী। যথা :—

বাগ্দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈবচ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥

মনু

অর্থাৎ—কায়মনোবাক্যে এই তিনই সম্যক্‌রূপে দমন করিতে হইবে, এইটি যাঁহার বুদ্ধিতে সদা নিহিত আছে, তিনিই ত্রিদণ্ডী।

এই যজ্ঞসূত্ররূপ চিহ্ন দ্বারা, সেই ত্রিদণ্ডীর ক্ষমতাত্রয় ঘোষণা করিয়া থাকে। যজ্ঞসূত্ররূপ ত্রিদণ্ডীর মধ্যে সত্ব, রজঃ ও তমোরূপা গুণত্রয় জন্য নয়গাছি তন্তু থাকে। উহার এক এক তন্তুতে এক এক দেবতার অধিষ্ঠান আছে প্রমাণ যথা :—

ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চৈব বাসুকিঃ পবনোঽনলঃ।
শুক্রঃ সূর্য্যঃ সুরাচার্য্যস্তন্তূনাং নবদেবতা॥

দেবল।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা, বিদ্যাবিনোদ, কাব্যরত্নাকর, কবিরত্ন
কোন্নগর।

সদুক্তি কর্ণামৃত।

যে ব্যক্তি চিরকাল পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা নিয়ত সুখ ও শান্তি উপভোগ করেন, তিনি দীর্ঘজীবী না হইলেও, তাঁহার কৃতকার্য্যের যশঃ ও সুখ্যাতি তাঁহাকে সুদীর্ঘ কাল প্রাতঃস্মরণীয় করিয়া রাখে। তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার সুনাম বজায় থাকে।১।

উচ্চমনা ও সদাশয় এবং বিনয়ী ব্যক্তিবৃন্দের অন্তঃকরণে অহঙ্কার—আর নীচমনা, কুটিল, ও দুরাচারদিগের হৃদয়ে সাধুতা কোন সময়েই দেখিতে পাওয়া যায় না।২।

যে জিহ্বা মানবের হিতের নিমিত্ত জ্ঞান বা উপদেশমূলক কথা না বলে এবং উপযুক্ত সময়ে সত্য ও উচিত বাক্য না বলে, সে অসার মাংসখণ্ড কর্ত্তন করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।৩।

যে ব্যক্তি প্রতিনিয়তই অত্যধিক কথা কহে, নিজের বাক্যকেই জ্ঞান করে, আপনাকে অত্যধিক বুদ্ধিমান বলিয়া বুঝে নিজের কথায় কার্য্যে মিল রাখিতে সমর্থ না হয়, বিজ্ঞের কথায় উপহাস করে, অপরের কথার উপর কথা কহে এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই আত্মমত পরিকর্ত্তন করে, সে ব্যক্তি নিতান্ত অসার ও অপদার্থ।৪।

কে মহৎ কে ইতর, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির কার্য্য বা ব্যবহারেই প্রকাশমান হইয়া থাকে। কার্য্যের দ্বারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেহে আপনার ভাবের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া থাকে।৫

চিন্তাশীল সুধীর ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ স্বল্পকথা কহিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সেই স্বল্পকথাই বাক্‌সর্ব্বস্বদিগের বহুভাষণ অপেক্ষা সহস্রগুণে সুফলপ্রদ। অসারশূন্য ব্যক্তিরাই সর্ব্বদা নানাপ্রকার অনাবশ্যক কথায় অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করিয়া থাকে।৬

ধনবান হইয়া অখ্যাতি লাভ করা অপেক্ষা নির্ধন অবস্থায় যশঃ ও সুখ্যাতি লাভ করা বহুগুণে শ্রেয়ঃ।৭।

পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য ও মূর্খের মূর্খতা, প্রথম আলাপেই বুঝিতে পারা যায়। পরস্পর পরিচয়ের আবশ্যক হয় না।৮।

বিভিন্ন ব্যক্তির, ভিন্ন ভিন্ন বাক্য শ্রবণে, স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, সকলের রসনার উপাদান একরূপ নহে।৯।

সুধীর ব্যক্তিগণ সকল সময়েই সত্য, মৃদু, প্রিয় ও হিতজনক বাক্য বলিয়া থাকেন, তাঁহারা কখনও আত্ম প্রশংসা এবং পরনিন্দা করিয়া রসনা কলঙ্কিত করেন না।১০।

যাঁহার মানসক্ষেত্রে বিষয় বাসনা বিদ্যমান থাকে, বিজন বিপিনে গমন করিলেও তাহার বহুবিধ দোষ ঘটিয়া থাকে আর যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় দমনে সমর্থ হইয়াছে, গৃহে বাস করিলেও তাহার তপস্যার ফললাভ হইয়া থাকে। ঘৃণিত-কার্য্য পরিহার পূর্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে পারিলে, গৃহ ও তপোবন উভয়ই তুল্য জ্ঞান হইয়া থাকে।১১।

মানবেরা সুবাক্যরূপ অলঙ্কার দ্বারা যদ্রূপ শোভা প্রাপ্ত হয়, সুবর্ণ মাণিক্যাদির বহুমূল্য অলঙ্কারে, চন্দনাদি সুগন্ধি লেপনে, অথবা কুসুম দ্বারা কলেবর অলঙ্কৃত করিলেও তদ্রূপ শোভা প্রাপ্ত হয় না। ভূষণাদির ক্ষয় আছে; সুবাক্যরূপ ভূষণের ক্ষয় নাই।১২

বলবান ব্যক্তির পক্ষে কিছুই গুরুভার নহে; ব্যবসায়ীর পক্ষে কোন দেশই দূর নহে; এবং মিষ্টভাষীর পক্ষে কেহই শত্রু নহে।১৩

দেহিগণের সম্বন্ধে প্রিয় অপ্রিয় সকল বিষয়েই যে সমভাব, বেদজ্ঞ মনীষীরা তাহাকেই ক্ষমা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।১৪।

Tight Binding

ক্ষমা দ্বারাই জগতের সকলকেই বশীভূত করিতে পারা যায়। ক্ষমার অসাধ্য কিছুই নাই। ক্ষমারূপ বর্ম্মদ্বারা যাহার শরীর আবৃত থাকে, দুর্জ্জন তাঁহার কোন অপকারই করিতে সমর্থ হয় না।১৫।

সত্য যাহার ব্রত, দীনহীনের প্রতি যাহার করুণা, এবং কামাদি রিপু যাহার বশীভূত, সেই ব্যক্তিই ত্রিলোক বিজয়ী পুরুষ।১৬।

লোভ হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হয়, এবং ঐ লোভ হইতেই বহু অভিলাষ জন্মে। লোভ হইতে মোহ উপস্থিত হয়, পরিশেষে বিনষ্ট হইতে হয়। অতএব লোভই পাপের সোপান স্বরূপ।১৭।

পণ্ডিতেরা বহুশাস্ত্র অবগত হইয়া এবং নিখিল সন্দেহের ছেদন করিয়াও, তাঁহারা কখন কখন, লোভে বিমুগ্ধ হইয়া, অত্যন্ত ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।১৮।

বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, বিষয়ের সঙ্গে বিশেষরূপ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। বিষয় সম্বন্ধ হইতে কামের উৎপত্তি হয়, এবং বিষয়াভিলাষ হইতে ক্রোধ জন্মিয়া থাকে।১৯।

ক্রোধ হইলে হিতাহিত জ্ঞান নষ্ট হয়, এবং শাস্ত্র ও শিক্ষকের সদুপদেশ বিস্মৃত হইতে হয়। এইরূপ বিস্মৃতি হইতে বুদ্ধির চেতনা বিলুপ্ত হইয়া থাকে সে অবস্থায় মানবেরা জড়ভাব ধারণ করে।২০।

যিনি অপরিশ্রান্ত ও অক্লান্ত হইয়া শত বৎসর কাল, প্রতি মাসেই যাগ ক্রিয়া সম্পাদন করেন আর যিনি সর্ব্বজীবে ক্রোধশূন্য হন, এতদুভয়ের মধ্যে ক্রোধহীন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।২১

যে মানব ক্রোধ সংযত করেন, নিন্দাবাদ অনায়াসে সহ্য করেন; এবং স্বয়ং সন্তপ্ত হইয়াও অন্য ব্যক্তিকে তাপিত না করেন, তিনি যথার্থ পুরুষার্থের পাত্র।২২।

রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন কাম ও ক্রোধ ইহারা অতীব ভোগলোলুপ এবং পাপকর। সুতরাং জ্ঞানিগণ ইহাদের ইহসংসারে ঘোর রিপু বলিয়া জ্ঞান করেন।২৩।

কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটী আত্মার নাশক ও নরকের দ্বার স্বরূপ।২৪

যখন কোন ব্যক্তি কামনা পূরণার্থে কায়মনোবাক্যে, কোন প্রাণীর প্রতিই কোনরূপ পাপাচরণ না করেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।২৫।

পরদুঃখে উপকার এবং সদাচরণ করিবার জ্ঞান যে ব্যক্তির দেহে প্রকাশিত না হয়, সেই ব্যক্তি ব্যাধির আকর স্বরূপ কলেবর বৃথাই ধারণ ও বহন করিয়া থাকে।২৬।

বৃক্ষ ফলবান হইলেই নম্র হয়, মেঘ নবীন নীরে পূর্ণ হইলেই নত হয়, এবং সৎপুরুষেরা ধনবান হইলেই নম্র হইয়া থাকেন। কিন্তু পরোপকার পরায়ণ মানবগণ স্বভাবতঃ নম্র হইয়া থাকেন।২৭।

তুল দ্বারা একদিকে সহস্র অশ্বমেধ এবং অন্যদিকে একটী মাত্র সত্যস্থাপন পূর্ব্বক পরিমাণ করিলে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা এক সত্যই—গুরুতর হইবে।২৮।

যে সভায় বৃদ্ধ নাই সে সভা সভাই নহে; যে বৃদ্ধেরা ধর্ম্মকথা না বলে তাহারা বৃদ্ধই নহে; যে ধর্ম্মে সত্য নাই সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে; এবং যে সত্যের মধ্যে ছল আছে সে সত্য সত্যই নহে।২৯

সত্যের সমান ধর্ম্ম আর নাই, সত্য হইতে শ্রেষ্ঠতর পদার্থ কিছুই নাই। মিথ্যা অপেক্ষা তীব্রতর বস্তু এ জগতে কিছুই দেখা যায় না।৩০।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ কাব্যরত্নাকর।

স্নেহের বন্ধন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

—:—

নিতান্ত অসহ্য হওয়াতে একদিন স্বামীকে বলিল 'চলনা একদিন অমূল্যকে দেখে আসি খালি একবারটি দেখেই চলে আসব! নির্ম্মলচন্দ্রও যে অমূল্যের কথা না ভাবিত তাহা নহে অমূল্য কি করিতেছে—অমূল্য কেমন আছে যদি অমূল্যের

অসুখ হইয়া থাকে ? অমনি নির্ম্মলের প্রাণ চমকিয়া উঠিল মনে মনে বলি হে ভগবান্! অমূল্যকে ভাল রাখ। সুরমার কথা শুনিয়া ভাবিল 'একবা দেখে আসব বই ত নয় তাতে আর দোষ কি ? আমাদের ভার ত আ দাদাকে দোব না। নির্ম্মল স্ত্রীর বাক্যে সম্মত হইল একখানি গাড়ীভা করিয়া সস্ত্রীক একবার অমূল্যধনকে দেখিয়া আসিবে বলিয়া পৈতৃক বা ভবনোদ্দেশে যাত্রা করিল। গাড়ী হইতে নামিয়া বাটী পৌছাইয়া তাহা পা যেন আর উঠিতে ছিল না দেহের সমস্ত শক্তিটা যেন অসাড় জমাট বাঁধি যাইতেছিল। অমূল্য যখন শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতেছিল এবং বিকা স্নের খেয়ালে বলিতেছিল "কাকাবাবু আমি তোমার কাতে দা মায়েল কাতে থাকব না। সেই সময় নিতান্ত অপরাধীটী মত কক্ষদ্বারের নিকটে আসিয়া নির্ম্মল ডাকিল 'অমূল অমূ! অমূল্যধন!' সরোজিনী চমকিত হইয়া বলিল 'কে ঠাকুরপো,—নির্ম্ম ভয়ে ভয়ে বলিল 'হাঁ বউদি, একবারটি কেবল অমূল্যধনকে দেখতে এসেছি, দেখেই চলে যাব। সরোজিনী আবেগকম্পিতকণ্ঠে কাতরস্বরে বলি 'এস ভাই এস, তোমার, অমূল্যধনকে বাঁচাও, ঠাকুরপো বাঁচাও ওগো তাকে তুমি নিও আমরা চাই না, তুমি তাকে বাঁচাও গো বাঁচাও নির্ম্মলে সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল 'কেন অমূল্যধনের কি হয়েছে বউদি বলিয়া নির্ম্মল সভয়ে সরোজিনীর দিকে চাহিয়া রহিল সরোজিনী সেই ভাবে বলিল 'তার বড় অসুক ঠাকুরপো, বড় অসুক বোধ হয় বাঁচবে না' বলি সরোজিনী কাঁদিতে লাগিল। ঘরের ভিতর হইতে বিমলচন্দ্র বাহির হই আসিয়া নির্ম্মলের ডান হাতখানা ধরিয়া বলিলেন—'নির্ম্মল ভাই আমার আমি নির্ব্বোধ না বুঝে তোকে পৃথক হতে বলছিলাম দাদা ব'লে আমায় ক্ষমা কর ভাই! দেখ তোর অমূল্যকে যদি বাঁচাতে পারিস সে বুঝি ফাঁকি দিয়া পালায়। নির্ম্মল আর কিছু না বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়াকে প্রণাম করিল তারপর ধীরে ধীরে অমূল্যের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িল সরো জিনী বলিল ঠাকুরপো, আমাকে মাপ কর ভাই, ছোট বউকে নিয়ে এস তার অমূল্যকে সে নিগ। তখন সুরমা অবগুণ্ঠিত হইয়া ধীরে ধীরে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সরোজিনীর পদধুলী গ্রহণ করিল অমূল্য পূর্ব্ববৎ খেয়ালবশে

বলিয়া উঠিল "আমি কাকাবাবুর ছনে ভাত খাব।" নির্ম্মল দুই হস্তে অশ্রু মুছিয়া বলিল "আচ্ছা আচ্ছা তাই খাস, আগে জ্বরটা ভাল হোক। অমূল্য চাহিয়া দেখিল তাহার সেই চিরপরিচিত সেই স্নেহময় কণ্ঠস্বর যেন তাহার সেই অন্তরের গোপনতম প্রদেশে পৌঁছিল। নির্ম্মল ধীরে ধীরে অমূল্যের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। অমূল্য আবার বলিল 'কাকাবাবু আমার কাচে এসো, আমার ভয় কচ্চে।' নির্ম্মল তাহার কাছে ঘেঁসিয়া বলিল 'ভয় কি বাবা, এই যে আমি তোমার কাছে বসে রয়েছি অমূল্য আবার চাহিয়া দেখিল, বলিল 'কে কাকাবাবু' নির্ম্মল বলিল হ্যাঁ অমূল্য ধীরে ধীরে তার জ্বরতপ্ত শীর্ণ হস্ত একখানি নির্ম্মলের কোলের উপর তুলিয়া দিল যেন সে তাহার কাকাবাবুকে বেষ্টন করিয়া ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে চাহিতেছিল। ক্রমে শিশু ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল নির্ম্মল অক্লান্ত পরিশ্রমে দিনরাত্র অমূল্যের কাছে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ঘড়ি ধরিয়া নিয়মিতরূপে ঔষধ পথ্য দিতে লাগিল। সরোজিনী যেন হাপ ছাড়িয়া বাঁচিল। পরদিন ডাক্তার আসিয়া অমূল্যকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"অপর দিনের অপেক্ষা আজকার অবস্থা অনেক ভাল। ক্রমে অমূল্য সুস্থ হইয়া উঠিল। নারীর প্রাণে বিদ্বেষবহ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিয়া যে একটী পরিবার গৃহবিচ্ছেদে চিরদিনের মত ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিল। বিধাতার অপূর্ব্ব কৌশলে একটী ক্ষুদ্র শিশু তাহার ক্ষুদ্র শক্তিটুকু দিয়া তা মিলনের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল। মিলনের মধুর হাস্যে গৃহ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। যথাসময়ে বি, এ পরীক্ষার ফল বাহির হইল, নির্ম্মল প্রশংসার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তাহার পর ডেপুটিগিরি পরীক্ষা দিয়া তৎপদ প্রাপ্ত হইলেন। যখন মাহিনার টাকাগুলি লইয়া বিমলচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিল "দাদা, অনেক কষ্টে আমাকে মানুষ করেছেন এখন আপনি আর এ কষ্টকর চাকুরিটা না করে দিনকতক বিশ্রাম করলে ভাল হয়।" তখন বিমলচন্দ্র সাশ্রুনয়নে ভ্রাতাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন।

শ্রীমতীচারুশীলা দেবী,
পালপুখুর রোড, হুগলি।

নববর্ষ।

মহাকালীর বক্ষের মুণ্ডমালায় ১৩২৫ সালের মুণ্ড গাঁথা পড়িয়া গিয়াছে; বাঙ্গালা ১৩২৫ সাল এখন অতীত ইতিহাসের কুক্ষিগত। তাহার শ্মশানে শেষ "হরিবোল" বলিয়া বিষুব সংক্রান্তি বাসরে আমরা বাঙ্গালা ১৩২৬ সালকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছি। রাজার সিংহাসনের মত বৎসরের সিংহাসন ও এক দিনের জন্যও শূন্য থাকে না,—সদাই পূর্ণ। জয়, নূতন বৎসরের জয়।

১৩২৫ সাল আজ পরলোকগত। মৃত মানবের দোষের কিছু অতিবড় শত্রুতেও ঘোষণা করে না,—গত ১৩২৫ সাল ত বাঙ্গালী মাত্রেরই পরম আত্মীয় ছিলেন। তাই, আজ আমরা তাঁহার দোষোদ্ঘাটন করিব না। আজ তাঁহার প্রশংসার কথাই কহিব।

চারি বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ মহাপ্রাণী পৃথিবীব্যাপী মহাসমরক্ষেত্রে রণচণ্ডীর শ্রীচরণে আত্মবলি প্রদান করিবার পরে গত ১৩২৫ সালে সমর-শক্তির একনিষ্ঠ সেবক, পৌরাণিক মহিষাসুরের ন্যায় দুর্দ্দান্ত জর্ম্মাণসম্রাট্ মিত্রশক্তির একীভূত এবং মিলিত তেজোবহ্নি প্রসূত তেজোময়ীর তেজে ভস্মীভূত প্রায় হইয়া সাম্রাজ্য এবং সম্মানপৃষ্ঠে রাখিয়া প্রাণমাত্র লইয়া পলায়নপর হইয়াছেন, এবং তাঁহার দ্বারা প্রজ্জ্বলিত বিষম সমর হুতাশন আপাততঃ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। ১৩২৫ সালের এই মহতীকীর্ত্তি চিরকাল ইতিহাসের মুখে কীর্ত্তিত হইবে।

গত বৎসরের অন্যান্য দুঃখদুর্দ্দশার কথা তুলিব না। সামাজিক আন্দোলন লইয়াই আমাদের "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা"র প্রতিভা বিকাশিত হইয়া থাকে। গত বৎসর ভারতগভর্ণমেণ্টের আইনসভার সদস্য মাননীয় মিঃ পেটেল মহোদয় হিন্দু বিবহসংস্কারের এক বিল উপস্থাপিত করায় দেশব্যাপী সামান্যরূপ একটু আন্দোলন হইয়াছিল। গত ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সার এণ্ড্রু স্কোবলের সম্মতি আইনের বিলে আমাদের নিদ্রিত সমাজের নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ার লক্ষণ আমরা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তাহার পর সামাজিক আন্দোলন আর তেমন হয় নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুজ মহাশয় বিবাহ-সংস্কার সম্বন্ধে একটী বিল প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশের হিন্দু এবং অহিন্দু-সম্প্রদায়ের মিলিত প্রতিবাদে ঐ বিল আইনের পরিণত হইতে পারে নাই। মিঃ পেটেলের বিল অনেকটা বসুজের বিলেরই অনুরূপ; কিন্তু ইহাতে হিন্দু-সম্প্রদায় ভিন্ন আর কাহারও স্বার্থহানির আশঙ্কা না থাকায় অহিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার আন্দোলন হয় নাই। নিষ্ঠবান্ (Orthodox) হিন্দুসম্প্রদায় হইতেই যথা কথঞ্চিৎভাবে পেটেল বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অধিকতর গুরু রাজনৈতিক আন্দোলনে "নেতারা" মত্ত থাকায় এই বিলের আন্দোলন তেমন জোরদার হয় নাই।

আমরা ক্ষুদ্র ব্যক্তি,—আমাদের মতের মূল্য "নেতা"দের নিকট কিছুই নাই; তথাপি আমাদের মত বলিব। পেটেল বিল প্রকৃতপক্ষে হিন্দুর বিবাহ-সংস্কারের মূল দেশে অতি গুরুতর আঘাত করিবে। আমাদের মতে এই আইনের কোন আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা বিবাহকে "সংস্কার" মনে না করিয়া "চুক্তি" মাত্র মনে করেন,—তাঁহারা মিশ্র-বিবাহের প্রার্থী হইলে অনায়াসেই ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩ আইনমতে বিবাহ করিতে পারেন। এই আইনের অবশ্য দোষ আছে। এই আইন অনুসারে বিবাহ করিতে হইলে বরকন্যাকে "আমি হিন্দু নহি" এই মর্ম্মে স্বীকারপত্রে স্বাক্ষর করিতে হয়। অনেকে ইহাতে আপত্তি করেন। আমাদের মতে এই আপত্তি আদৌ কোন কাজের নহে। যাঁহারা বিবাহকে "সংস্কার" বলিয়া মানেন না এবং শাস্ত্রের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে (বর্ণের,—জাতির নহে) অবাধ মিশ্র-বিবাহে মিলিতে চাহেন, তাঁহারা যে বিবাহ সম্বন্ধে আদৌ "হিন্দু" নহেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই একমাত্র বিবাহ ভিন্ন আর সকল ব্যাপারেই তাঁহারা হিন্দু এবং হিন্দু-আইন (Hindu Law) তাঁহাদের এবং তাহাদের সন্তানসন্ততিগণের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বলবৎ—সে সম্বন্ধেও কোন সংশয় নাই। তবে ঐ আইনের প্রকৃত দোষ এই যে, উহাতে পত্যন্তর গ্রহণের আদৌ কোন উপায় নাই;—আর এই দোষই আমাদের "হিন্দু Idea" তে বড়ই বিকট লাগে! ধরুন, যদি ঐ ১৮৭২।৩ আইনমতে বিবাহিত কোন ভদ্রলোকের স্ত্রী কোন কারণে স্বামীর ঘর করিতে অসম্মত হন,—স্বামী বেচারার আর কোন উপায়ই নাই। "হিন্দু"র মত কথায় কথায় "আর একটা বে করব" বলায় উপায় তাঁহার নাই; সে কার্য্য করিলে সেই "বিচারক"

স্বামী মহাশয়কে দণ্ডবিধির ৩৯৪ ধারা অনুসারে দীর্ঘকালের জন্য শ্রীঘরে বসবা করিতে হইবে। তবে মুন্‌সেফী আদালতে "দাম্পত্যস্বত্ব-উদ্ধারের" নালিশ ক তিনি হইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে কি ফল হইবে? "ডিক্রীর ভাগজখানি গলায় বাঁধিয়া রাখিলে ত আর বধূ ঘরের শোভা বেড়াইতে আসিবে না বেচারী বৌকে অবশ্য জেলে দিলে গায়ের জ্বালা কতকটা মিটিতে পারে, কি তাহাতে মনের বিরহ-বেদনা ত কিছুমাত্রও কমিবে না। শ্রীযুক্ত পেটে সাহেবের আইনে অবশ্যই এই দোষ থাকিবে না। এই আইনের প্রসাদে এ ব্রাহ্মণ মৃচ্ছকটিকের চারুদত্তের মত দিব্য একটি বসন্তসেনাকে আনিয়া সতী করিয়া দিতে পারিবেন।

আমাদের মতে,—হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করিয়া আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তাহার ফলে বলিতেছি,—বর্ণান্তরের অবাধ মিশ্র বিবাহ কোন কালেই হিন্দু শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। যাঁহারা মন্বাদি প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে অনুলোম বিবা এবং তজ্জাত সন্তানের দায়ক্রম সম্বন্ধে বিধান দেখিয়া অন্যরূপ মনে করে তাঁহারা খুব সম্ভব, এ মূল কথাটা ভুলিয়া গিয়াছেন। আমরা বলিতেছি কো শাস্ত্রই হীনবর্ণা কন্যার সহিত উচ্চবর্ণের বরের বিবাহকে 'সংস্কার' বলেন নাই;- এমন কি অসবর্ণার বিবাহে 'পাণিগ্রহণ' সংস্কারও হয় না; এবং অসবর্ণা 'পত্নী' বাচ্য হইতে পারেন না। তবে কিরূপে শাস্ত্রকারগণ এর বিবাহের বিধি দিয়াছিলেন?

ইহা তাঁহাদের বিধি নহে;—কোন ঋষি এরূপ বিবাহের প্রশংসা করে নাই। তবে সমাজে নাকি ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তির অস্তিত্ব চিরকালই আছে;- তাই যে সকল মহাশয় নিজ প্রবৃত্তি বিশেষের উত্তেজনা চরিতার্থ করিবা উদ্দেশ্যে (গার্হস্থাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালনের এবং পুত্র উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নহে হীনবর্ণা কোন বালিকাকে গৃহে রাখিয়া তাহাকে শয্যাসঙ্গিনী এবং সন্তানে জননী করিবেন,—স্বভাবতঃ দয়ালু শাস্ত্রকার সেই সকল নারী এবং তাহাদে সন্তান সন্ততিকে রক্ষা করিবার জন্যই এইরূপ 'হীনতর বিবাহ'(Left handed marriage) অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। কোন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অথবা বৈ ধর্ম্ম প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে কোন হীনবর্ণা কন্যাকেবিবাহ করিয়া তাহাকে সহধর্ম্মিনীর সম্মান দিতে পারিতেন না;—অগ্রে তাহাকে সবর্ণা কন্যা এব

বিবাহ করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিতে হইবে; পরে ঐ রূপ হীনবর্ণা বালিকাকে বিবাহ করিয়া 'কামপত্নী' করিতে পারিতেন। আমরা এস্থলে মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রের ভাষ্যস্থানীয় মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণের একটী প্রমাণের অধ্যাহার করিব—

সূর্য্যবংশীয় যুবরাজ নাভাগ একটী বৈশ্যকন্যার রূপলাবণ্য এবং চরিত্রে মোহিত হইয়া তাঁহাকে সহধর্ম্মিণী করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, ঋষিগণ ধর্ম্মশাস্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন:—

"রাজপুত্রস্যানুরাগঃ যদ্যস্যাং বৈশ্যসন্ততৌ।
তদস্তু ধর্ম্ম এবৈষ কিন্তু ন্যায় ক্রমেণ সঃ॥
মূর্দ্ধাভিষিক্ত তনয়া পাণিগ্রাহো ভবেৎ পুরা।
ভবত্বনন্তরঞ্চেয়ং ত্বস্য ভার্য্যা ভবিষ্যতি॥
এবং ন দোষো ভবতি তথেমামুপভুঞ্জতঃ।
অন্যথাভ্যেতি সা জাতিরুৎকৃষ্টা বালিকাং হরন্॥
ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণীপূর্ব্বং কুর্ব্বন্ দারপরিগ্রহম্।
ব্রাহ্মণাৎ সর্ব্ববর্ণেষু ন হানিমুপগচ্ছতি॥
তথৈব ক্ষত্রিয় সুতাং ক্ষত্রিয়ঃ পূর্ব্বমুদ্বহন্।
ইতরে চ ততো রাজংশ্চ্যবন্তে ন স্বধর্ম্মতঃ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ সবর্ণা পাণিসংগ্রহম্।
অকৃত্বান্যতরাপাণেঃ পতন্তি নৃপ সংগ্রহাৎ॥

ইহার অনুবাদ করার ফল কি? মোটকথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য যদি অগ্রে সবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ না করিয়া হীনবর্ণা কোন বালিকাকে বিবাহ করেন তাহা হইলে তাহার জাতিনাশ হইয়া যাইবে উচ্চবর্ণের বর যেরূপ নীচবর্ণের কন্যা গ্রহণ করিবেন সেইরূপ নীচবর্ণে তিনি পতিত হইবেন। যুবরাজ নাভাগ শাস্ত্রবিদ্ ঋষিগণের কথা অগ্রাহ্য করিয়া ঐ বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করায় তিনি বৈশ্যবর্ণে অবনত হইয়াছিলেন।

এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি,—বর্ণাশ্রমে আস্থাবান্ এমন কোন ধার্ম্মিক পুরুষ হীনবর্ণা কন্যাকে এইরূপ অশাস্ত্রীয় প্রথা মতে বিবাহ করিয়া পতিত হইতে চাহিবেন? এবং তিনি কোন কারণে মোহবশতঃ সেরূপ ইচ্ছা করিলেও কোন কন্যার পিতা জানিয়া শুনিয়া স্বকীয় দুহিতাকে কাহারও

"কামপত্নী" করিয়া দিতে স্বীকৃত হইবেন? সামাজিকগণের নিকট নিবে এই যে তাঁহারা হুজুগে না মাতিয়া স্থিরচিত্তে বিচার করুন। যাঁহারা বর্ণা ধর্ম্ম মানেন না,—আমাদের এ অনুরোধ তাঁহাদের জন্য নহে।

একই বর্ণের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ অর্থাৎ রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র-বৈ ব্রাহ্মণেরা অথবা বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থ অথবা ক্ষত্রিয়বর্ণের মা আন্তর্গণিক বিবাহ অবশ্যই হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত সংস্কার। এ সম্বন্ধে ক্ষুদ্রক 'প্রতিভায়' বিস্তৃত আলোচনার স্থানাভাব বিধায় এতাবতা নি হইতেছি।

আমাদের নিজের কথা। গত বৎসর কায়স্থমহাশয়েরা জাতীয় উন্নি আন্দোলন সম্বন্ধে কি করিয়াছেন? কায়স্থান্দোলনের প্রথম এবং প্র নেতা,—সে কার্য্যে কতজন ধনী, জমীদার, কুলীন অর্থাৎ সমাজের স্বাভাবি 'ন্যাতা' অগ্রসর হইয়া জাতীয় কলঙ্ক মোচনের চেষ্টা করিয়াছেন বোম্বাই হাইকোর্টের চীফ জষ্টিস সার মাইকেল রবার্ট ওয়েষ্ট্রপ বাহাদুর একটি পোষ্যপুত্রের বৈধতা বিষয়ক মোকদ্দমায় শূদ্রের বিবাহ সম্ ত্রানুমোদিত উপপত্নী রাখার প্রথা অপেক্ষা উন্নততর নহে" (Their (Sudra's) marriages are little better than licens concubinage—(I. L. R. 3 Bombay, p 273 at page 281) বলিয়া ম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমাদের শূদ্রতাবিনোদী কায়স্থ মহাশয় লিখিয়াছেন কি? স্বর্গগত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী (সরকার) এম, এ, বি, এ মহাশয় যে হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, তৎসম্বন্ধে সন্দে নাই; তিনিও কিন্তু এই বোম্বাই চীফ্ জজের মতকে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বা কাটিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার ঠাকুর লেক্‌চারে (On adoption) এ হিন্দু আইন সম্বন্ধের গ্রন্থে এই বিষয়টির প্রতিবাদ করিবার বিফল চে করিয়াছেন মাত্র। তাঁহার প্রতিবাদের মর্ম্ম এই যে আজকাল ত ব্রাহ্মণে বেদপাঠী অথবা অগ্নিহোত্রী নহেন, সুতরাং শাস্ত্রানুসারে শূদ্রধর্ম্মা তাহাদে বিবাহও তাহা হইলে—ইত্যাদি।" যে সকল ধনী, মানী কুলীন কায় মহাশয় কায়স্থ সভার কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য খুব উঠিয়া পড়ি লাগিয়াছেন, তাঁহারা একবার এই নজীরটী পাঠ করুন, এবং

ঙ্গে সঙ্গে হিন্দুশাস্ত্রাদির আলোচনা করিয়া মনে মনে নিজ অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহারা প্রকৃতপক্ষে শূদ্র কিনা? এবং তাহাদের অন্তরাত্মা যদি উত্তর দেন 'না না আমরা শূদ্র নহি, পরন্তু চিত্রগুপ্তবংশী মসীজীবী ক্ষত্রিয়," তাহা হইলে যতশীঘ্র সম্ভব একটি শুভদিন দেখিয়া 'পুত্র মিত্র আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব সহকারে' শুভকার্য্যটা সম্পন্ন করিয়া ফেলুন। তাহা হইলে ১৩২৬ সাল কায়স্থ সমাজের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে।

জমীদার, ধনী এবং কুলীন কায়স্থসন্তানগণ যদি শীঘ্রই ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়া শূদ্রতাপবাদ গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া সাবিত্রী মন্ত্রে দীক্ষা এবং যজ্ঞসূত্রে ভূষিত হন, যদি তাঁহারা দরিদ্র কায়স্থ সন্তান-সন্ততির সুশিক্ষার এবং গত্যন্তর বিহীনা বিধবা ঠাকুরাণীদের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন এবং "কায়স্থের কন্যাদায়" রূপ কুপ্রথার নিরাকরণ করেন,—অর্থাৎ যদি প্রকৃতই তাঁহারা সমাজের স্বাভাবিক নেতৃত্বপদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, সমাজ তাহা হইলে নিশ্চয়ই সানন্দে তাঁহাদিগকে মাথায় করিয়া রাখিবে এবং একটা "কায়স্থসভা" কেন, সমস্ত কায়স্থজাতি তাঁহাদিগের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিবে। কিন্তু "ভাত" না দিয়া "ভাতার" (সাধ্বীভাষায় ভর্ত্তৃপদস্থ) হইতে চাহিলে চলিবে কেন? হায়! কলিকাতা নগরে মুষ্টীমেয় ব্রাহ্ম এবং ততোধিক স্বল্পায়তন আর্য্যসমাজের বিশাল ভবন আমাদিগকে কি দারুণ লজ্জাই দিতেছে! আমরা যখনই কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট দিয়া যাই,—তখনই আর্য্যসমাজের সভাভবনটী আমাদের চক্ষুকে আকর্ষণ করে,—এবং তখনই আমাদের মনে হয়, "এই মুষ্টিমেয় বিদেশী দোকানদারগণ ও মানুষ আর আমাদের জাতির কলিকাতা নগরীর এরিষ্টোক্রাট কায়স্থ জমিদার, ধনী, মানী সমাজিকগণও মানুষ।" অবশ্য প্রাতঃস্মরণীয় সার পালিত, সার ঘোষ এবং সার বসু—এই তিনজনের সুকীর্ত্তি কায়স্থজাতিকে "সসার"—অসার নহে—প্রমাণিত করিতেছে বটে,—ডাক্তার সুরেশপ্রসাদের দ্বারা কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব হাতে কলমে সপ্রমাণ করিয়াছে বটে,—লর্ড সিংহ সাহেবের দ্বারা মসীজীবীর জীবিকা কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছে বটে, বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বীরত্বে রাজর্ষি জনকের জাতির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু যে জাতি দুই সহস্র বৎসরেরও অধিককাল প্রাচ্য ভারতবর্ষে অখণ্ড প্রতাপে সাম্রাজ্য পরিপালন করিয়াছে এবং স্মরণাতীত কাল হইতে

আজ পর্য্যন্ত সুবিশাল ভারতবর্ষের রাজন্যসম্প্রদায়কে রাজ্যশাসনের সহায়কল্পে আর্য্যসভ্যতা বিস্তারের হেতু হইয়াছে,—তাহাদের জাতীয় স উপযুক্ত স্মারক এখনও দেশে কিছুই হয় নাই। হে কায়স্থ, তুমি জড়তা ত্যাগ কর;—তুমি একবার ইচ্ছা কর,—ইচ্ছা করিলেই তুমি তোমাকে সমাজের ধর্ম্ম-কর্ম্ম-শিক্ষা-সভ্যতা-শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি সকল বিভাগের শ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে। উন্নতি তোমার পথপ্রদর্শিকা হইবে একবার তামসিক জড়তা পরিত্যাগ কর।

১৩২৫ সালে আমাদের মাতৃভাষার বড় একটা সম্মানের সূত্রপাত হ মাতৃভাষা আমাদের বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাণ্ড প্রাসাদের তেতালার কক্ষে একখানি আসন পাইয়াছেন। বাঙ্গালীর মাতৃভাষাতেও এম্, এ লওয়া হইবে। বাঙ্গালা ভাষার সেবা করিয়া বাঙ্গালী আজ জগতে পরিচ লজ্জা করিবে না; বাঙ্গালা ভাষার সেবার ফলে সে "মাষ্টার" উপাধি অহো ভাগ্য! আজ প্রাতঃস্মরণীয় কর্ম্মবীর রাজর্ষি স্বর্গত সারদাচরণ মি মনে করিয়া আমাদের চক্ষুদ্বয় অশ্রুতে ভাসিয়া যাইতেছে! তিনি যে মহা দুর্দ্দিনে মাকে "মা" বলিয়া ডাকিতে লজ্জা করেন নাই। তিনি যে হিন্দুকলেজের ছাত্র হইয়াও দরিদ্র কবিকঙ্কণ, চণ্ডীদাস ও বিদ্য "সভ্যঃসভ্য" ইয়ং বেঙ্গলের টেবিলে আনিতেলজ্জা বোধ করেন নাই। রাত্রিদিন কার্য্যবশে আকণ্ঠ ইংরাজী সাহিত্যে ডুবিয়া থাকিতে হইলেও মাতৃভাষার সেবা ভুলিতে পারেন নাই। আজ তিনি বাঁচিয়া থাকিলে সুখ পাইতেন,—হর্ষে তাঁহার মুখশ্রী যে কেমন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত, কল্প তাহাই দেখিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইতেছি এবং উদ্দেশ্যে তাঁহাকে বারবা করিতেছি।

বাঙ্গালার প্রকৃত বীর, বাঙ্গালীর আদর্শ, বাঙ্গালাভাষার সত্যসেবক ম আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জয় হউক। তিনি প্রকৃতই আমাদের অন্ধে দরিদ্রের ঘরে সাত রাজার ধন মাণিক। দরিদ্র আমরা,—বিশ্ববিদ্যালয়ের বিহীন আমরা,—দেশের সর্ব্বসাধারণ আমরা; কি বলিয়া সার মুখো মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, জানি না। দেশের ভগবান আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, আনন্দোজ্জ্বল বদনা জননী জন্মভূমি এবং

ার মস্তকে কমনীয় করার্পণ করিয়া কুশলকামনা করিতেছেন,—দেশের চহাস তাঁহার নাম নিজ হৃদয়ে রত্নের মত যত্নে ধারণ করিতেছে। কি নন্দ! বাঙ্গালীর দেশে বাঙ্গালাভাষার সাহিত্য এম্, এ পরীক্ষায় স্থান য়াছে! আরও শুনিতেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নাকি বাঙ্গালী বালকেরা ভাষাতেই শিখিতে পাইবে। কি আনন্দ! সত্যই বড় আনন্দে বলিতেছি, শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জয় হউক।

বঙ্গীয় সিভিলিয়ানকুলের রত্নস্বরূপ, সাচ্চা ইংরেজবংশের ভূষণ স্বরূপ মিঃ লে মহোদয়—যিনি এক্ষণে বিলাতে আমাদের লর্ড সিংহ সাহেবের প্রাইভেট রটারী আছেন এবং শীঘ্রই বাঙ্গালার গভর্ণর সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী া ফিরিতেছেন, বাঙ্গালাদেশের একখানি প্রকৃত ইতিহাস যাহাতে লিখিত হয়, ন্য চেষ্টা করিতেছেন। সে দিন হইল, তিনি এ সম্বন্ধে একটী অতি উপাদেয় ন বিলাতের "রাজকীয় শিল্পসভায়" পাঠ করিয়াছেন। লর্ড কারমাইকেল ন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালার প্রকৃত হিত- অনেকগুলি ইংরেজ ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত থাকিয়া গুরুলে সাহেবের বের অনুমোদন করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস যে আমরা শীঘ্রই আমাদের ভূমির একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস দেখিতে পাইব। ইহাও ১৩২৫ সালের কীর্ত্তি।

গত বিপদবার্ত্তা ভুলিয়া আমরা ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশায় মঙ্গলময় পরমেশ্বরের ক স্বরূপ মহাকালের অংশাবতার সন ১৩২৬ সালের স্বাগত সম্ভাষণ তেছি। হে নববর্ষ, তুমি সুখে আগমন কর। তুমি সুখে, সুস্থহৃদয়ে আমা- মধ্যে বাস কর এবং আমাদের সকলকে তোমার মঙ্গলময়ী আশীর্ব্বাণী রণ কর। তোমার প্রসাদে রাজার, রাজ্যের এবং প্রজার আধ্যাত্মিক, ধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ পীড়া দূরীভূত হউক,—তোমার াদে রাজার কুশল হউক, প্রজার উন্নতি হউক, দেশ উচ্চ হইতে উচ্চতর াগ্যে অগ্রসর হউক। তোমার প্রসাদে মেঘে সুবৃষ্টি হউক, জলে অমৃত ত হউক, অন্ন বর্দ্ধিত হউক। সকলের সুখশান্তি এবং স্বাস্থ্য অব্যাহত । সূর্য্যচন্দ্র হইতে মধু ঝরিয়া পড়ুক, সমীরণে মধু বহিয়া আসুক, পৃথিবীর ারাশি মধুময় হউক। নরনারীর হৃদয় মধুতে পূর্ণ হউক, সমাজে সমাজ,

রাজায় রাজায়, প্রজায়, প্রজায় জাতিতে জাতিতে সকল ক্ষেত্রে প্রীতির মধু
গতিতে প্রবাহিত হউক। হে নববর্ষ, আমরা তোমাকে প্রণাম করি
হে মহাকাল,—আমরা অবনত হৃদয়ে তোমার চরণে প্রণত হইতেছি
সৌম্য শান্ত মূর্ত্তিতে আমাদের নিকট প্রকাশিত হও। হে রুদ্র তোমার দা
আমাদিগকে নিয়ত রক্ষা করুক।

হে ভগবন্ শঙ্কর প্রতিও আমাদের মন যেন প্রীতিপ্রবণ হয়,—
যেন আমাদের হৃদয়দেশ হইতে দূরীভূত হয়, আমরা যেন তোমার
আলোকে কর্ত্তব্যপথ সুস্পষ্ট দেখিতে দেখিতে নূতনবর্ষে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর
পারি। ওঁ স্বস্তি। শিবং ভবতু।

ওঁ তৎ সৎ।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতী

নববর্ষ।

(১৩২৬ সাল)

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণি
মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি ॥৯" বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৫।
৮ম ব্রাহ্মণ।

বিশাল অসীম সেই মহাকাল বুকে
আদ্যাশক্তি মহাকালী নাচেন কৌতুকে
রঙ্গে রঙ্গে কতভঙ্গে, পদতলে তাঁর
সুখসুপ্ত মহাকাল নিত্য নির্ব্বিকার।
কখনো সে লাস্যলীলা বিলাস-চটুল,
ভঙ্গিমা ভঙ্গিমা ভরা মধুর অতুল;
কখনো বা ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড তাণ্ডব,
পদাঘাতে মূর্চ্ছা যায় দিগ্‌হস্তী সব;

নৃত্যের সে তালে তালে বিশ্ব শত শত,
সৃষ্ট হয় পুনঃ লয় পায় অবিরত;
চলিতেছে এই নৃত্য কতকাল ধ'রে,—
জানেন তাঁহারা নিজে,—কি জানিবে পরে?

২

এই যে অদ্ভুত নৃত্য, তালে তালে যার,
সৃষ্ট হয়, লয় পায় বিশ্ব অনিবার,
মহাপারাবার বুকে তরঙ্গের মত
মহাকাল-বুকে এই নৃত্য অবিরত
চলিছে অনন্ত তরে, থামেনা কখন;
সেই নৃত্যেকাল করে জনম গ্রহণ,
মহানৃত্যে উসৃঙ্খল টলিয়া টলিয়া
উন্মত্তের মত দ্রুত যাইছে চলিয়া,
প্রতি পদক্ষেপ তার করিয়া যতন
অবোধ মানব হায় করিছে গণন,
সেই গণনার চিহ্ন রেখেছে সকল
মাস বর্ষযুগ পক্ষ দিন দণ্ড পল।

৩

পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে চ'লে যায় দিন,
দিন মাসে, মাস পুনঃ বরষে বিলীন;
এইরূপ কতবর্ষ আসে বারে বার,
আসে আর যায় চলে শেষ নাহি তার,
"নববর্ষ নামে করে জগতে প্রবেশ,
বৎসরের মধ্যে নাম রাখি 'পুরাতন'
ছিন্ন ভিন্ন ম্লানবেশে করে পলায়ন;
কতকাল চলিতেছে এই লীলা তার,
কে পারে বলিতে তাহা সাধ্য আছে কার?

৪

'প্রাচীন' বৎসর সেই গিয়াছে আবার,
আবার হয়েছে 'নূতনের' অধিকার ;
কত ব্যথা, কত পীড়া লয়ে পুরাতন—
তেরশ পঁচিশ সাল করিল গমন,
বসুন্ধরাব্যাপী ঘোর ভীষণ সমর,
দুর্দ্দান্ত দারুণ ব্যাধি আরো ঘোরতর,
অন্নবস্ত্র অনাটন শুধু হাহাকার,
রেখে গেছে পুরাতন স্মৃতিচিহ্ন তার ;
শমনের প্রিয়বন্ধু তেরশ পঁচিশ,
দিয়াছে মানব মনে জ্বালা অহর্নিশ,—
গিয়াছে ঘালাই গেছে না আইসে আর,
কি হবে বলিয়া এবে তার ব্যবহার ?
এস এস নববর্ষ করি সম্ভাষণ।
কর তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ।
আশীর্ব্বাদ অনাময় দুহাতে লইয়া
আমাদের দেশে প্রভু দাও বিলাইয়া।
মঙ্গল মঙ্গল শুধু কর বিতরণ,
আমরা আহ্লাদে করি বিজয়-ঘোষণ।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

বর্ষ আবাহন।

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাল পূর্ণ হইয়া গেল। ১৩২৫ সাল মহাশয়, এক বৎসর কাল মাত্র রাজত্ব করিয়া এক্ষণে কালের অনন্তগর্ভে বিলীন হইলেন। অনন্ত গগণ বিহারী ধ্বান্তহারী প্রবল প্রতাপ প্রভাকর, চতুর্ব্বিংশতি পক্ষ পরিমিত দ্বাদশরাশি পরিক্রমনান্তর এক্ষণে, অদ্য এই শুভ ১লা বৈশাখে, ১৩২৬ নামক নূতন বৎসরের অধ্যক্ষ হইয়া মেষারোহণে স্বকীয় প্রখর করে ভুবন সন্দীপন করিতেছেন। এই সম্পূর্ণ এক বৎসর কাল এই ভূমণ্ডলবাসী যাবতীয় প্রাণিপুঞ্জ দিবসকরের উদয়ে দিবাভাগ, এবং বিকর্ত্তনের অস্তগমনে নিশা নিরূপণ পূর্ব্বক স্ব স্ব ভাবে স্বভাবজাত সুখসম্ভোগ পূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। অদ্যকার এই ১লা বৈশাখ হইতে দৈবাধীনে, অথবা নিজ নিজ কর্ম্মাধীনে, শুভাশুভ যে সমুদয় ঘটনা সংঘটিত হইবে, এই নূতন বৎসর ১৩২৬ সালের দিনেরই অধীনে, সেই সেই শুভাশুভ ঘটনার গণনা হইবে। আমরা যাহাকে এক্ষণে, অদ্য বলিয়া অভিহিত করিতেছি এই অদ্য চিরদিনই অদ্য আছে, ইহার কিছুমাত্রও ব্যতিক্রম নাই। কেবল মাত্র আমাদের জীবিত কালের সংখ্যাও তদ্‌বর্ত্তিত অপরাপর বহু ব্যাপারের স্থিরতা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার নিমিত্তই, এই চির অদ্যকে আমরা অদ্য, কল্য, পরশ্ব ইত্যাদি ইত্যাদি উপনাম মাত্র প্রদান করিয়া থাকি। দিবাভাগ ও বিভাবরীর গমনাক্রমে, এই একমাত্র অদ্যই সপ্তাহ হইতেছে ; এক এক অদ্যইপক্ষ হইতেছে, এই এক অদ্যই মাস, অয়ন, বৎসর, যুগ এবং শতাব্দী হইতেছে। কি অদ্য, কি কল্য, কি পরশ্ব, কি সপ্তাহ, কি পক্ষ, কি মাস, কি ঋতু, কি অয়ন, কি বর্ষ এবং কি যুগ, ইহাদিগের প্রত্যেকেই কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত অদ্য অদ্য বলিয়া ক্ষয় বা ছোট করা হইয়া থাকে।

১৩২৫ সাল মহারাজ তাঁহার সমুদয় প্রজাপুঞ্জকে চিরদিনের নিমিত্ত

'প্রাচীন' বৎসর সেই গিয়াছে আবার,
আবার হয়েছে 'নূতনের' অধিকার ;
কত ব্যথা, কত পীড়া লয়ে পুরাতন—
তেরশ পঁচিশ সাল করিল গমন,
বসুন্ধরাব্যাপী ঘোর ভীষণ সমর,
দুর্দ্দান্ত দারুণ ব্যাধি আরো ঘোরতর,
অন্নবস্ত্র অনাটন শুধু হাহাকার,
রেখে গেছে পুরাতন স্মৃতিচিহ্ন তার ;
শমনের প্রিয়বন্ধু তেরশ পঁচিশ,
দিয়াছে মানব মনে জ্বালা অহর্নিশ,—
গিয়াছে ঘালাই গেছে না আইসে আর,
কি হবে বলিয়া এবে তার ব্যবহার ?
এস এস নববর্ষ করি সম্ভাষণ।
কর তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ।
আশীর্ব্বাদ অনাময় দুহাতে লইয়া
আমাদের দেশে প্রভু দাও বিলাইয়া।
মঙ্গল মঙ্গল শুধু কর বিতরণ,
আমরা আহ্লাদে করি বিজয়-ঘোষণ।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

বর্ষ আবাহন।

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাল পূর্ণ হইয়া গেল। ১৩২৫ সাল মহাশয়, এক বৎসর কাল মাত্র রাজত্ব করিয়া এক্ষণে কালের অনন্তগর্ভে বিলীন হইলেন! অনন্ত গগণ বিহারী ধ্বান্তহারী প্রবল প্রতাপ প্রভাকর, চতুর্ব্বিংশতি পক্ষ পরিমিত দ্বাদশরাশি পরিক্রমনান্তর এক্ষণে, অদ্য এই শুভ ১লা বৈশাখে, ১৩২৬ নামক নূতন বৎসরের অধ্যক্ষ হইয়া মেষারোহণে স্বকীয় প্রখর করে ভুবন সন্দীপন করিতেছেন। এই সম্পূর্ণ এক বৎসর কাল এই ভূমণ্ডলবাসী যাবতীয় প্রাণিপুঞ্জ দিবসকরের উদয়ে দিবাভাগ, এবং বিকর্ত্তনের অস্তগমনে নিশা নিরূপণ পূর্ব্বক স্ব স্ব ভাবে স্বভাবজাত সুখসম্ভোগ পূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। অদ্যকার এই ১লা বৈশাখ হইতে দৈবাধীনে, অথবা নিজ নিজ কর্ম্মাধীনে, শুভাশুভ যে সমুদয় ঘটনা সংঘটিত হইবে, এই নূতন বৎসর ১৩২৬ সালের দিনেরই অধীনে, সেই সেই শুভাশুভ ঘটনার গণনা হইবে। আমরা যাহাকে এক্ষণে, অদ্য বলিয়া অভিহিত করিতেছি এই অদ্য চিরদিনই অদ্য আছে, ইহার কিছুমাত্রও ব্যতিক্রম নাই। কেবল মাত্র আমাদের জীবিত কালের সংখ্যাও তদ্‌বর্টিত অপরাপর বহু ব্যাপারের স্থিরতা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার নিমিত্তই, এই চির অদ্যকে আমরা অদ্য, কল্য, পরশ্ব ইত্যাদি ইত্যাদি উপনাম মাত্র প্রদান করিয়া থাকি। দিবাভাগ ও বিভাবরীর গমনাক্রমে, এই একমাত্র অদ্যই সপ্তাহ হইতেছে ; এক এক অদ্যইপক্ষ হইতেছে, এই এক অদ্যই মাস, অয়ন, বৎসর, যুগ এবং শতাব্দী হইতেছে। কি অদ্য, কি কল্য, কি পরশ্ব, কি সপ্তাহ, কি পক্ষ, কি মাস, কি ঋতু, কি অয়ন, কি বর্ষ এবং কি যুগ, ইহাদিগের প্রত্যেকেই কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত অদ্য অদ্য বলিয়া ক্ষয় বা ছোট করা হইয়া থাকে।

১৩২৫ সাল মহারাজ তাঁহার সমুদয় প্রজাপুঞ্জকে চিরদিনের নিমিত্ত

পরিহার পূর্ব্বক কাল মহার্ণবে বিলীন হইলেন। তাঁহার সহিত আর কথনও আমাদিগের সাক্ষাৎ হইবে না। তিনি চপলের ন্যায় একান্ত চঞ্চল হইয়া নভোমণ্ডল শোভাকারী পরম রমণীয় হিমাংশু অস্তের সহিত চিরান্ত হইয়াছেন। তাহার পরিজনের মধ্যে কাহাকেও আর নিরীক্ষণ করিতে পারিতেছি না। তাঁহারা সকলেই ইতঃপূর্ব্বেই অগ্রগামী হইয়াছেন। ভারতক্ষেত্রে মহারাজ ১৩২৫ সালের আর কোন চিহ্নই রহিল না। তাঁহার অধীনে যে সকল শুভাশুভ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, কেবলমাত্র তাহাদিগেরই নিদর্শন রহিয়াছে। ১৩২৫ সাল মহারাজ কিরূপ ভদ্রলোক ছিলেন, তাহা তাঁহার ব্যবহারে সম্যক অবগত হওয়া গিয়াছে। তাঁহার বিষয় জানিতে আমাদের অবশিষ্ট কিছুই নাই। তাঁহার রাজ্যাধিকার কালে পুণ্যভূমি ভরেতবর্ষের অশেষবিধ অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে বাণিজ্যকে তিনি একেবারে উদরস্থ করিয়া গিয়াছেন। শান্তি তাঁহার শঙ্কায় লোকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আমাদিগের সুখ ও শান্তি তাঁহার আগমনেই লয় পাইয়াছিল। নানাবিধ রোগ, শোক, মড়ক দুঃখ, তাপ, বিবাদ, দাঙ্গাহাঙ্গামা,, দ্বেষ হিংসা ঈর্ষা ইত্যাদি তাঁহার নিত্য অনুচর হইয়াছিল। তিনি প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পরম প্রি অনিষ্ট অত্যাচার এবং অবিচারগুলাকে এ পর্য্যন্ত দেশত্যাগ করিয় পলায়ন করিতে দেখিতেছি না। বরং তাঁহারা আরও দলবল সহ দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কার্য্য দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে ১৩২৫ সাল মহাশয় উহাদিগকে ভারতক্ষেত্রে মৌরসী পাট্টা দিয়া গিয়াছেন, তাহারা নূতন মহারাজ ১৩২৬ সালকে ঐ মৌরসী পাট্টা দেখাইয়া, উপযুক্তরূপ নজর ও পাট্টাসেলামী দিয়া পুরুষানুক্রমে চিরকাল ভারতবর্ষ ভোগদখল করিবে।

মাত্র এক বৎসর কাল হইল ১৩২৫ সাল মহারাজের সহিত আমাদে আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে আমরা তাঁহাকে জানিতে বা চিনিতে পারি নাই। এই স্বল্পকাল এক বৎসর মধ্যেই তিনি আমাদের যেরূপ কা দিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা কোন কালেই বিস্মৃত হইতে পারিব না। নূতন অধিপতি ১৩২৬ সাল—যিনি এইমাত্র আগমন করিয়া ১৩২৫ সালের শূ

সিংহাসন অধিকার করিতেছেন,—তিনি কেমন লোক, তাঁহার চরিত্র কিরূপ ংশমর্য্যাদাই বা কেমন, তাহা এখনও আমরা জ্ঞাত হইতে পারি নাই। তিনি কালরূপ সমুদ্র হইতে জাহাজযোগে আসিয়া এইমাত্র ভারতবর্ষে দার্পণ করিয়াছেন। অতি অল্পক্ষণ হইল, কেবল চার্জ্জটি মাত্র বুঝিয়া ইয়া সদলবলে চা পানে নিযুক্ত আছেন। নূতন সাল মহাশয় যদি পুরাতন লের ন্যায় স্বভাব ধারণ করেন, তাহা হইলে এই অবধিই ভারতক্ষেত্রের শলের ইতি হইবে, আর পাঠ লিখিতে হইবে না।

গবর্ণর জেনারেল বা গবর্ণর বাহাদুরেরা আমাদের ভারতবর্ষে াগমন সময়ে, বিলাতের কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টারর্স (Court of irectors) সভায় সুরাদেবীর শরীর স্পর্শ পুরঃসর যেরূপ প্রতিজ্ঞা রিয়া থাকেন, 'সাল মহাশয়' দিগের মর্ত্ত্যভূমিতে শুভাগমন করিবার সময়েও কি কৃতি দেবীর দেবসভায় সেইরূপ সুরাঠাকুরাণীর কোমল অঙ্গ স্পর্শপূর্ব্বক তিজ্ঞা করিয়া আসিতে হয়? আমাদিগের একান্ত মন্দভাগ্য বশতঃ, এক্ষণে শ, কাল, পাত্র তিনই বিপরীত দর্শন করিতেছি। দেশ,কাল, এই দুই লক্ষ্য াছে; যখন যে সাল মহাশয় অধ্যক্ষ হইয়া শুভাগমন করেন, তখনই তিনি দেশের জল ও বায়ুর প্রভাবে) রাক্ষস হইয়া থাকেন। নূতন সাল মহাশয় রুণ দেবকে সমভিব্যাহারে লইয়া পূর্ব্বদিক হইতে কালের কন্যাকে বিবাহ ার্থে, বরসজ্জায় সুন্দর নটবরবেশে মেষারোহণে বঙ্গের দিকে আগমন রতেছেন। ১৩২৫ সালরূপ সম্রাটের বিবাহ অতিশয় সমারোহে সম্পন্ন য়াছিল। সে বিবাহে বিকর্ত্তন গুরু এবং কলানিধি পুরোহিত হইয়াছিলেন। নহত্যা, কলহ, দস্যুতা, বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, জ্বর, বিসূচিকা, দুর্ভিক্ষ, ক, চিন্তা, অত্যাচার, অবিচার, পরিতাপ ইত্যাদি অমঙ্গলের পরিবারবর্গ হুত বা রবাহূত হইয়া বিবাহ সভায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। দুইটী অয়ন হার জ্ঞাতি, চব্বিশটী পক্ষ তাঁহার কুটুম্ব এবং দ্বাদশটীরাশি অধ্যাপক ব্রাহ্মণ য়াছিল। গ্রীষ্ম ঋতু ঘোরতর ধুমধামে অগ্নিক্রীড়া সম্পাদন করিয়াছিল। দ্মিনী-স্ত্রী আচার করত, কত শঙ্খধ্বনি, কত উলুধ্বনি ও কতপ্রকার বাদ্য- ন করিয়াছিল। সৌদামিনী বাসরঘরে কৌতুক পূর্ব্বক কত হাস্য পরিহাস

করিয়াছিল। প্রাবৃট ঋতু বিবাহের জল সইয়াছিল। শরৎ ঋতু বর মহাশা।
বিবাহের পরিধেয় ধবল গরদ বসন হইয়াছিল। শীত ঋতু বরকে কুব
শুভ্র ও কোমল শয্যায় উপবিষ্ট করাইয়া পরমরমণীয় সুচারু নীহারের হায়ে
করিয়াছিল। ঋতুরাজ বসন্ত স্বদল সমভিব্যাহারে আগমনপূর্ব্বক, কুলচার্য্য
শেষে বরের কুলজী পাঠকরাতে, তিনি অপূর্ব্ব শোভা স্বরূপ উপযুক্ত বিদায়
ঘটক বিদায় করিয়া শেষে আপনিও বিদায় হইয়া গেলেন। আমরা সকলে
সাধ্য, বৌভাতে যৌতুক দিয়াছিলাম। এক্ষণে আমরা আর তাহার কি
নব মহারাজের শুভ-পরিণয়েও এই সকল শুভ কার্য্য সুনিয়মে সুসম্পন্ন
উদ্যোগ এখন হইতেই হইতেছে। নবীন সম্রাট্ ১৩২৬ সাল মহাশয় বো
অভদ্র লোক হইবেন না। তাঁহাকে আমরা সাদরে আবাহন করিতেছি
সাহেবদিগের এদেশে আগমনসময়ে, দুর্গ (Fort) হইতে যেমন সম্ভ্রম সূচক
ধ্বনি হইয়া থাকে, সেইরূপ আমরা রাজা ছাব্বিশের সম্মানার্থে আমা
রসনারূপ দুর্গ হইতে মঙ্গলসূচক তোপধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হই। পুরাতন
আমরা কুলার বাতাস দিয়া বৈতরণী পার করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে ছোট
ছেলেমেয়েগুলিকে লইয়া এই নববর্ষে আমরা আমোদ আহ্লাদ করি।

হে ১৩২৬ সাল মহাশয়! আমরা আপনাকে আবাহন ও অভিবাদন
সাদরে সম্ভাষণ করি; আসুন, আসুন, আপনার আগমনে বৈশাখ যাহা
প্রথম দিবস বলিয়া গণ্য হইল। আজি এই শুভ ১লা বৈশাখে, হিমাংশু
শুক্ল চতুর্দ্দশী তিথিতে, হস্তা নক্ষত্রে আপনি কালরাজ্যের অদ্বিতীয়
হইলেন। রিক্তা তিথিতে যাত্রা নিষেধ। আপনি কার্য্যানুরোধে বোধ হ
জ্ঞান মতে পি, এম্, বাক্‌চির পঞ্জিকা দেখিয়া শুভ যাত্রা করিয়া থা
দিবাকর, নিশাকর, অদ্য হইতে সম্পূর্ণ দ্বাদশ মাস আপনার রাজ্যের পা
হইয়া যাবতীয় কার্য্য ধার্য্য করিবে। তাহাদের দ্বারাই আমারা সকলে
অধিকারের আয়, ব্যয় ও স্থিতি জানিতে পারিব। মাস, পক্ষ, বার,
প্রহর, দণ্ড, পল, বিপল ও অনুপল প্রভৃতি গত অধীশ্বরকে অতি সং
বিদায় দিয়া এক্ষণে আপনার অধীনে নিজ নিজ কার্য্য পরিচালনে নিযুক্ত
আমি ইহাদিগকে বহু বৎসর পূর্ব্বেও যে প্রকার দর্শন করিয়াছিলাম,
অবিকল সেইরূপ নিরীক্ষণ করিতেছি, কিছুমাত্রও ব্যতিক্রম দেখিতে পা

ইহারা প্রত্যেকেই নির্দ্দিষ্টকালে সর্ব্বভুক্ কালের অনন্ত উদরে প্রবিষ্ট
ইয়াছিল, ইহাদের মধ্যে কেহই জীবিত ছিল না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দৈবের
অলঙ্ঘনীয় নিয়মের বশে উহারা পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া উঠিল।

হে কালরাজ ১৩২৬ সাল! এক্ষণ হইতে আপনি দ্বাদশ মাসকালের স্কন্ধে
বিয়ারোহণ করত, সকল বিষয়েই এই পবিত্রক্ষেত্র ভারতবর্ষের উপর একাধিপত্য
সঞ্চারিবেন। আমরা সম্পূর্ণরূপেই আপনার অধীন হইলাম। আমাদিগের সুখ
দুঃখ আপনার উপরেই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে। অতএব অস্মদাদির
প্রতি যথোচিত স্নেহ প্রকাশ করা আপনার রাজধর্ম্মের অন্তর্ভূক্ত। আমরা
আপনাকেই আমাদের সমুদয় সুখদুঃখের বিধানকর্ত্তা বলিয়াই বিবেচনা করিব।
তঃপূর্ব্বে আপনার সহিত আমাদিগের প্রণয় বা আলাপ পরিচয় ছিল না, এইমাত্র
তন সাক্ষাৎ হইল। আপনি, কোন এক নির্দ্দিষ্টকালের কর্ত্তা—কাল। আপ-
র নাম সাল। দোহাই মহাশয়! আপনি কাল হইয়া আমাদিগের কাল
রূপ, অথবা সাল হইয়া অস্মদাদির সাল স্বরূপ হইবেন না। আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী
বাধিকারী, পুরাতন সাল মহাশয় একেবারে এ দেশ উচ্ছিন্ন দিয়া গিয়াছেন;
পনি আবার নূতন সাল হইয়া এ দেশবাসিগণের কিরূপ সাল হইয়া বসেন
হা ক্রমশঃ জানিতে পারিব, বড় অধিক বিলম্ব হইবে না। বঙ্গপঞ্জিকায়
ায় লিখিত থাকে, অনেক সময়েই দেখা যায়—অমুক মাসে—সিংহের রাজ-
জা ও মেষের বন্ধনভয়। সিংহ পশুরাজ, তাহার রাজপূজা হয় হউক,
হাতে মানবের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; কিন্তু নিরপরাধ, নিরীহ, দুর্ব্বল মেষগণের
নভয় কি-নিমিত্ত? তাহাদের বন্ধনভয় ঘুচিবে না কি?

হে ১৩২৬ সাল! আপনি কালরাজ্যে সম্রাটের পদ প্রাপ্ত হইলেন।
তরাং রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করা আপনার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য হইতেছে।
জা হইয়া পক্ষপাত করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। পূর্ব্বতন মহাশয় যে
কল নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত এবং গর্হিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই
ত্যাক্ষ রহিয়াছে। তাঁহার সেই সমুদয় কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই উত্ত-
ধম বিবেচনা করিতে পারিবেন। তন্মধ্যে যাহা অসৎ তাহাই পরিত্যাগ করুন
বং যাহা সৎ মঙ্গলকর, তাহাই গ্রহণ করুন। তাহা হইলেই ভারতের এই
রীহ গরীব প্রজারা আপনার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ঈশ্বরের সমীপে আপ-

নার আত্মার মঙ্গল কামনা করিবে। প্রজাগণের হিতসাধন করিলে আ
ইহলোকে আপনার যশঃ সুখ্যাতির প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। সেও বড়
সৌভাগ্যের বিষয় নহে। আপনি আপনার চন্দ্রবদন তুলিয়া একবার বঙ্গে
চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করুন, দেখিতে পাইবেন গত সাল মহাশয়ের অধিকারে বা
কি দুর্গতি ও অধোগতি এবং লোক ক্ষয় হইয়াছে। জ্বর, বসন্ত, ইন্‌ফলুয়ে
বিসূচিকা, নিউমনিয়া প্রভৃতি ব্যাধিসমূহ গত অধীশ্বরের অধিকারকালে মৌ
পাট্টা লইয়া যারপর নাই অত্যাচার ও লোকক্ষয় করিয়াছে এবং এখনও সমভ
করিতেছে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই যথার্থ রাজধর্ম্ম। কিন্তু
রাজার আমলে তাহার বিপরীত ব্যবস্থা দেখা গিয়াছে। রাজার পাপেই
নষ্ট হইয়াছে।

হে ১৩২৬, আপনার এইমাত্র শুভাগমন হইল। এক্ষণে পান ভোজন ব
কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করুন। এ সময়ে আপনাকে অধিক বিরক্ত করা উ
মনে করি না। অগ্রে ভাল করিয়া চার্জ্জ বুঝিয়া লউন; পরে সময়মত আ
লম্বা আরজিতে সকল বিষয় সবিশেষ নিবেদন করিব। আশা করি, গরীবগ
আরজির উপর উপযুক্ত আদেশ প্রদান করিবেন। প্রজানিবহের কাতর প্রার্থ
কর্ণপাত করিয়া তাহাদের দুঃখ মোচনের সুব্যবস্থা করিবেন। "আর্জ্জি সেরে
থাক" "আরজি ফাইলে রাখা হয়" এইরূপ আদেশ দিয়া যেন আমাদিগের
কষ্টের কারণ না হন। ভরসা করি, আমাদিগকে আরজির নকল রাখিতে
পুনঃপুনঃ তাগিদ দিতে হইবে না।

মহাশয়ের শুভাগমন মাত্রেই আমরা আপনার আহারের স্বর্ণপাত্রে মেষ
(১লা বৈশাখে সূর্য্য মেষরাশিতে উদয় হয়) ধরিয়া দিলাম। পরমসুখে আ
করুন। আমাদের মঙ্গল বিধান করিলে এ দেশ হইতে প্রত্যাগমনকালে ম
মুড়া (চৈত্র সংক্রান্তি মীনরাশিতে শেষ হয়) ভাত দিয়া মনের সুখে বিদায়

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা, বিদ্যাবিনোদ, কবি
কোরগর।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার
সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন।

বিগত ৬ই বৈশাখ শনিবার ও ৭ই বৈশাখ রবিবার (ইং ১৯শে ও ২০শে এপ্রিল) দিবসদ্বয় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যশোহরের নড়াইল—ব্রাহ্মণডাঙ্গার জমিদার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ (গঙ্গাদাস) রায় মহাশয়ের হাট বাড়ীয়াস্থ ভবনে উক্ত জমীদার মহাশয়ের যত্নে এবং রায় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর ও মাননীয় ভবেন্দ্রচন্দ্র রায়, পণ্ডিত গোপালচন্দ্র দেববর্ম্মা কবিকুসুম, হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসবর্ম্মা, নড়াইলের প্রথম মুন্‌সেফ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বসু, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ মিত্রবর্ম্মা, কুঞ্জবিহারী বসু, নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রভৃতি উকিল এবং শশিকুমার বসু, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ রায়, অমৃতলাল ঘোষ রায়, যোগেন্দ্রনাথ বসু, হরিপদ ঘোষবর্ম্মা, শ্যামলাল মিত্র, ভুবনমোহন মিত্র, যোগীন্দ্রনাথ সরকারবর্ম্মা, কেশবলাল রায় চৌধুরী, প্রমুখ স্বজাতির মঙ্গলকামী কায়স্থ মহোদয়দিগের বিশেষ উদ্যোগে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

সভার পূর্ব্বদিবস হইতে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত নানাদিগ্দেশ হইতে উত্তর রাঢ়ীয়, দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বঙ্গজ, বারেন্দ্র চতুশ্রেণীস্থ কায়স্থ মহোদয়গণের সমাগমে প্রকৃতির বিচিত্র শোভাময়ী প্রশান্তবক্ষা স্বচ্ছতোয়া তরঙ্গিণী 'চিত্রা'র তীরবর্ত্তী বঙ্গীয় কায়স্থসমাজে সুপরিচিত এবং বিখ্যাত জমীদার স্বর্গীয় বাবু গুরুদাস দত্ত রায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত দিব্য অট্টালিকা, শ্বেতপদ্মাদি পরিশোভিত পুষ্করিণী নানাবিধ বৃক্ষ সমন্বিত উদ্যান ও কৃত্রিম পাহাড়াদির দ্বারা বেষ্টিত সুরম্য প্রাসাদভবন জনকোলাহলে মুখরিত হইয়াছিল। নহবতের নানারাগরাগিণী মিশ্রিত স্বরলহরী এবং নিয়ত সমাগত জনমণ্ডলীর "দিয়তাং ভোজ্যতাং" প্রভৃতি অশেষ প্রকার শ্রুতিসুখকর শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনি করতঃ প্রাসাদের চতুঃস্থল ব্যাপী অনির্ব্বচনীয় আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। উপস্থিত সভ্যবৃন্দের প্রাণে

মিলনের শান্তি ও উন্নতির আশ্বাস বাণী নানাভাবে জাগ্রত করিয়া দিতেছিল এ
প্রাসাদমালা যেন অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শোভা বিকীর্ণ করিতেছিল।

সভার প্রথম দিনে জমীদার মহাশয়ের প্রাসাদের সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে (ময়দানে) বিচিত্র চন্দ্রাতপ (দরবার সামিয়ানা) তলে এবং দ্বিতীয় দিবস বৃষ্টির জন্য বহির্ব্বাটীস্থ সুবৃহৎ নাটমন্দির দালানে প্রায় সহস্রাধিক কায়স্থ প্রতিনিধি বর্গের নানাস্থান হইতে সভায় সম্মিলিত হইয়াছিলেন। প্রতিনিধিবর্গ এবং দর্শকগণে সভাস্থল পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ব্যতীত অন্যান্য জাতীয় ব্যক্তিও সভাস্থানে উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপকদিগের মধ্যে কলিকাতা হইতে সমাগত বঙ্গের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় রাজকুমার ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র কায়স্থাচার্য্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন, দিনাজপুরাধিপতি শ্রীমন্মহারাজা বাহাদুরের সভাপণ্ডিত নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, নড়াইল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ কাব্যতীর্থ প্রভৃতি মহাশয়দিগের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কায়স্থদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত সদস্যগণ ব্যতীত অন্যান্য অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণনগরের রায় শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর এম, এ, বি, এল, এম, বি, ই, যোগীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা এম, এ, বি, এল রাজসাহী হইতে কৃষ্ণচরণ সরকার বর্ম্মা, রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী বর্ম্মা, রংপুর কাকিনানিবাসী রজনীকান্ত রায়, মুর্শিদাবাদের পাঁচথুপীনিবাসী ঋষিপ্রতিম ধর্ম্মানন্দ গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা, দিনাজপুর রাজবাটী হইতে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রায় বর্ম্মা, গৌরাঙ্গচন্দ্র মিত্র এম, এ, বি, এল নড়াইলের প্রথম মুন্সেফ ঢাকা, বিক্রমপুর নিবাসী যতীন্দ্রকুমার বসু এম, এ, বি, এল, শৈলেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বি, এ, ফরিদপুর দৌলতপুরনিবাসী 'কায়স্থ-কুলভাস্কর' কেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মা, কলিকাতা হইতে রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা, প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব, সিদ্ধান্ত বারিধি, শব্দরত্নাকর, পণ্ডিত অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাভূষণ (অধ্যাপক মেট্রপলিটন কলেজ), রায় বিনোদবিহারী বসু বি, এ, নিবারণচন্দ্র দত্ত, ললিতাপ্রসাদ দত্তবর্ম্মা, সুরেন্দ্রকুমার

ঘোষ, জমিদার জিতেন্দ্রনাথ রায়, কুমার নলিনীনাথ রায়, সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী প্রচারক, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মা, প্রচারক মাখনলাল ধর বর্ম্মা, হেমচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা শাস্ত্রী, ত্রিপুরাজিলার জগচ্চন্দ্র পালবর্ম্মা, কিতীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা জিয়াগঞ্জনিবাসী জ্ঞানদাচরণ মজুমদার বর্ম্মা, ময়মনসিংহের মহেন্দ্রচন্দ্র দেব, বাঘুটীয়ানিবাসী ভূধরকৃষ্ণ ঘোষ বর্ম্মা, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা, কেদারনাথ ঘোষ, জলধর ঘোষ কলোয়ানিবাসী শ্যামলাল মিত্র, ইন্দুভূষণ মিত্র যশোহর উকিল, পাঁজিয়ানিবাসী অধিকাচরণ বসুবর্ম্মা, এম, এ, বি, এল, বিজয়কৃষ্ণ মিত্র বি, এল, কেশবলাল বসু, লক্ষ্মীপাশা বার্কমায়ার কোং ম্যানেজার হরিপদ ঘোষ বর্ম্মা, কাটাকোলের জমিদার যোগীন্দ্রনাথ সরকার, জাঙ্গলবাঁধানের মন্মথনাথ বসু বি, এল, কিরণচন্দ্র বসু, রসিকলাল বসু, খুলনা কায়স্থসভার সম্পাদক যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা, উকিল চারুচন্দ্র নাগ এম, এ, বি, এল, (সাং বাসাবাটী) উপেন্দ্রনাথ বসু বি, এল, হরিনাথ বসু বি, এল, খুলনা বেলকুলীয়াসমাজের অক্ষয়কুমার বসু রায় চৌধুরী, দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক চারুচন্দ্র বসু এম, এ, সতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ, আলিপুরের উকিল নেপালচন্দ্র দেব বি, এল, রামলাল বসু বি, এ, (ফুকুরার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক) পঞ্চানন ভৌমিক এম, এ, (ইতনা স্কুলের প্রধান শিক্ষক) বীরেশ্বর রায় চৌধুরী, (নড়াইল ষ্টেটের ম্যানেজার), হৃদয়কৃষ্ণ দত্ত বি, এল, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (দেওয়ান) প্রভৃতিও যশোহর নড়াইল, মাগুড়া, ঝিনাইদহ সবডিভিসনের অন্তর্গত নানাগ্রামের বহু কায়স্থ উভয় দিনের সভায় উৎসাহচিত্তে যোগদান করিয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন নড়াইল সবডিভিসনের ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী তবীবর রহমান ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণ, উকিল, মোক্তার প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ৬ই বৈশাখ বেলা ৩ ঘটিকার সময় প্রথম দিনের সভার কার্য্যারম্ভ হয়। প্রারম্ভে পূজ্যপাদ ঋত্বিকল্প পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ এবং নবদ্বীপের পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়দ্বয় পৃথক পৃথক ভাবে সংস্কৃত শ্লোকে সভার মঙ্গলাচরণও আশীর্ব্বচন পাঠ করেন। কায়স্থপণ্ডিত কবিকুসুম শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দেববর্ম্মা বাচস্পতি মহাশয় অনুদাত্ত, উদাত্ত স্বরসংযোগে সংস্কৃত বৈদীক মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে শ্রীভগবানের কৃপা ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। তদনন্তর উক্ত

'কবিকুসুম' মহাশয়ের রচিত নিম্নলিখিত মঙ্গলাচরণ সঙ্গীত তানলয় বিশুদ্ধ যন্ত্র সংযোগে দুইটী তরুণ বঙ্গীয় কায়স্থ-বালকের দ্বারা গীত হয় ;—

"জয়তি জয়তি জগদীশ হে।
চিন্ময় সত্য সনাতন হে॥
তোমারি চরণ তলে, তারকা আলোক জ্বলে
পবন গভীরে তব মঙ্গল গায়,—
তট ভূমি চুম্বিত, তটিনী তরঙ্গিত।
সুমধুর কল্লোলে স্তুতি-স্বরে॥
স্বজাতি-কুশল তরে, আকুল আবেগ ভরে,
সমাগত যত সজ্জনগণ,—
জাতীয়-মহিমা গানে লক্ষ কোটি প্রাণে,
বিতর করুণা রাশি শতধারে॥

সঙ্গীত শেষে শ্রীযুক্ত কবিকুসুম মহাশয় তদীয় "হৃদয়োচ্ছ্বাস" কবিতা এবং শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মিত্র বর্ম্মা মহাশয় তদীয় "উদ্বোধন" কবিতা পাঠ করিলেন। কবিতা দুইটীর ভাষা অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী শ্রবণে উপস্থিত সভ্যবৃন্দের প্রাণে নবীন ভাবের অবতারণা করিয়া দিয়াছিল :—

হৃদয়োচ্ছ্বাস।

স্বাগত হে সুধীগণ! কায়স্থভূষণ!
স্বাগত সজ্জনবৃন্দ! সাধু সম্ভাষণ
করি সবে সমাদরে। আজি শুভদিনে
আজি এই স্বজাতির হিত কামনায়
পবিত্র মাহেন্দ্রক্ষণে নমি সবাকারে!
দেশ দেশান্তর হ'তে বহিয়া হৃদয়ে
পবিত্র স্বজাতি প্রীতি, আকুল কামনা।
নয়নের অন্তঃস্থলে যতনে সঞ্চিত,

জাতীয়-উন্নতি-আশা হৃদয়ে ধরিয়া,
হইয়াছি সম্মিলিত বর্ষকাল পরে।
ধন্য আজি নড়াইল, ধন্য যশোরের
কায়স্থ সন্তানগণ ;—বিশাল বঙ্গের
চারিশ্রেণী কায়স্থের আনন্দ মিলনে
ধন্য মোরা লভিয়াছি সেবা-অধিকার।
কিন্তু আজি কিবা দিয়া কোন উপচারে
করিব অর্চ্চনা? তাই আকুল হৃদয়।
কি আছে মোদের তাই দিব উপহার।
আমাদের ভাগ্যদোষে বিধাতার শাপে
জীবন্মৃতা যশোহীনা যশোহর-ভূমি!
কোথা আজি বীরত্বের পূর্ণ অবতার
প্রতাপ-আদিত্যশূর, বঙ্গ-অলঙ্কার!
বাঙ্গলার শেষবীর—ধরণীভূষণ!
কোথা মহম্মদপুরে বীর সীতারাম?
কায়স্থ-গৌরব-রবি! কোথা সেনাপতি
বীরবর মেনাহাতী, অতি খ্যাতিমান?
মূর্ত্তিমান ক্ষাত্র-বীর্য্য কায়স্থ-কৌস্তুভ!
হায় আজি অস্তমিত শ্রীমধুসূদন!
কবিত্বের দীপ্ত সূর্য্য, ভারত-গগণে!
যাহার অমিত্রছন্দে দুন্দুভি নিনাদে
বীররসে মাতাইল বাঙ্গালী-হৃদয়!
সুকুমারী বঙ্গভাষা লভিল যৌবন!
খেলিয়া বিদ্যুৎবিভা বাঁধিল নয়ন
যে পবিত্র তীব্র ক্ষাত্র শোণিতের ধারা
সে দিনো বহিয়াছিল ধমনী উপরে
আজিকে বিশুষ্ক হায় দৈব বিড়ম্বনে!

সেই যশোহরে সেই ক্ষত্রলীলাভূমে
মেষপাল সম, বীর্য্যহীন যশোহীন
তেজোহীন মোরা হায় লভেছি জনম।
শত অবমাননায় শত পদাঘাতে
ঘৃণ্য শূদ্র অপবাদে, শত লাঞ্ছনায়
জাগেনা কায়স্থ জাতি! ভ্রাতার পীড়নে
অনায়াসে অন্যদিকে ফিরায় বদন।
কত নিরাশ্রয় দুঃস্থ কায়স্থ সন্তান
অন্নাভাবে অর্থাভাবে ফিরি দ্বারে দ্বারে
না পারে শিখিতে বিদ্যা, চির দুঃখমাঝে
হতাশার অগাধ সলিলে ডুবে যায়,
ধীরে ধীরে হায় তার কে লয় সন্ধান?
কত প্রতিভার ফুল, গৌরব আলয়,
অকালে শুকায়ে যায় দারিদ্র-দহনে!
বলিতে বিদরে বুক, জীর্ণ অন্তঃস্তল,
ছিন্ন হৃদয়ের গ্রন্থি দারুণ বেদন,
হতভাগ্য বিধিপৃষ্ট কায়স্থ-ললাটে
একি দুঃখ, একি ঘোর অশনি-সম্পাত?
কায়স্থ উত্তর-রাঢ়ী, বারেন্দ্র বঙ্গজ,
একে, সকলেই করি পরিহার
শূদ্রত্বের জঘণ্য নির্ম্মোক দ্রুতবেগে,
লভিলা ক্ষত্রিয়াচার; শুধু যশোহরে
দক্ষিণ-রাঢ়ীয়গণ রহিল নিদ্রিত
শূদ্রত্বের অবজ্ঞাত ঘৃণিত শয্যায়!
যশোহরে সুবিশাল কায়স্থ সমাজ,
হীনবীর্য্য, মৃত প্রায় ধূলি বিলুণ্ঠিত!
সেই যশোহর ভূমে অতুল্য বিক্রম
প্রদীপ্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ভারত বিখ্যাত,

মহামান্য নড়াইল জমিদারগণ,
চাঁচড়ার রাজবংশ আজও বিদ্যমান!
নপাড়া, শ্রীধরপুর, রামনগরের
প্রবল-প্রতাপান্বিত জমিদার কুল
বিরাজিত, একি লজ্জা পাই যশোহরে
বিরাট কায়স্থ জাতি সবার অধম
হিন্দুত্বের ভারবাহী গর্দ্দভের প্রায়।
ঘৃণ্য শূদ্র পরিচয়ে যাপিতেছে কাল।
কে বলিবে কেন হায় কোন কর্ম্মফলে
হেন দৈব বিড়ম্বনা! যাঁদের ইঙ্গিতে
যাঁহাদের বিন্দুমাত্র অঙ্গুলি চালনে
জাগিয়া উঠিতে পারে সহস্র পরাণ
নির্জ্জীব, নিস্তেজ, হীনমৃত্যুশয্যা হ'তে
তাঁহাদের দৃষ্টিপাত চিত্ত আকর্ষণে
প্রবঞ্চিত পরাভূত যশোহর ভূমি।
অভাগিনী জননীর অরণ্যে রোদন।
জাগরে কায়স্থজাতি, ক্ষত্রিয় সন্তান!
মোহনিদ্রা পরিহরি দেখহ বিচারি
দেখ আসি, কোথা তব মহোচ্চ আসন,
সেই ভীষ্ম জনকের পবিত্র শোণিত
শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ যাঁরা স্বয়ং ভগবান।
শিরায় শিরায় তব, কর অনুভব
তন্দ্রালস পরিহরি চাহ একবার,
দেখ তুমি কোন মহা গিরিশৃঙ্গ হ'তে
নিপতিত কত নিম্নে—গুহা অন্ধকারে,
সুপবিত্র ক্ষাত্রতেজে প্রদীপ্ত করিয়া
চতুর্দ্দিক দূর করি মোহের কালিমা।
বিনাশ তিমির রাশি উঠ একবার

গাও মহিমার গাঁথা জাগাও সম্মান,
প্রাণে প্রাণে ঢাল পুত অমৃতের ধারা।
আবার বহিয়া যাও উন্নতির পথে
সুমঙ্গল যশোগানে মাতাও ভুবন।
আজি এই শুভক্ষণে উড়াও আবার,
বিজয়ের বৈজয়ন্তী ভারত-অম্বরে।

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম বাচস্পতি

ওঁ উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্য বরান্নিবোধতঃ

১

জাগরে কায়স্থ জাতি জাগ একবার,
আর কতকাল বল ঘুমাইয়া রবে ?
দিনে দিনে ঘিরিতেছে শূদ্রত্ব আঁধার
দেখিয়েও ফিরে হায় দেখিছ না সবে ?

২

শূদ্রত্ব কলঙ্ক মসি সর্ব্বাঙ্গেতে মাখি,
কি সুখে এখনো বল রয়েছ ধরায় ?
ক্ষত্রিয় সন্তান তুমি মনে পড়ে নাকি ?
একের সন্তান ছি ছি অন্য পরিচয়।

৩

রাজার সন্তান হয়ে ভিখারী তনয়,
এর চেয়ে কিবা দুঃখ বল আছে আর,
ভুলিও না কভু আর বিদ্বেষী কথায়
আপনার পথ চিনি হও অগ্রসর।

৪

শূদ্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সেবা মাত্র সার,
ছিন্নবস্ত্র হবে শুধু তার পরিধান,
উচ্চ কোন কার্য্যে তার নাহি অধিকার,
কে আছে ঘৃণিত হেন শূদ্রের সমান।

৫

প্রণবে শূদ্রের নাহি কোন অধিকার,
উচ্চারণ মাত্র হয় জিহ্বার কর্ত্তন।
যা কিছু পবিত্র বস্তু কিছু নাহি তার
জেনে রেখ এই সার মুনির শাসন।

৬

হেন শূদ্র হতে যদি সাধ তব মনে
কেন মিছে লেখনীর কর অপমান ?
ত্রিবর্ণের সেবা কর ঐকান্তিক মনে।
তাতেই তোমার গ্রাস তাতে আচ্ছাদন।

৭

লেখনীতে একমাত্র তব অধিকার
তাইতে লেখক জাতি প্রখ্যাত ধরায়,
সতত কায়স্থ বলি গৌরব তোমার,
কোন মুখে দাও পুনঃ শূদ্র পরিচয়।

৮

ক্ষত্রিয়ের দুইবৃত্তি অসি মসী হয়,
এ দুয়েতে তোমা ছাড়া কার অধিকার ?
কত শত মহাবীর তেজস্বী দুর্জ্জয়
জন্মিয়াছে একমাত্র বংশেতে তোমার।

৯

খুলে দেখ বেদ স্মৃতি পুরাণাদি তন্ত্র
যা কিছু হিন্দুর গ্রন্থ এ মহীমণ্ডলে।
সকলেই একবাক্যে বলে তোমা ক্ষত্র
কেন তবে বাঁধা আছ অজ্ঞানতা জালে

১০

যে কায়স্থ একদিন গৌরব শিখরে
আরোহণ করেছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হ'য়ে।
তারা কিনা এবে হায় বিষণ্ণ অন্তরে,
রয়েছে শূদ্রত্ব মসী সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়ে।

১১

চিরদিন লোকবাদ আছে ভূমণ্ডলে,
সুখ দুঃখ চক্রবৎ ভ্রমে অবিরত।
কায়স্থ অদৃষ্টাকাশে সুখ সুবিমল,
হইবে প্রদীপ্ত পুনঃ বিধির নিয়ত।

১২

সীতারাম প্রতাপাদি কত মহাবীর
যে বংশে জনম লভি ক্ষত্রিয় মহিমা।
বিঘোষিছে কত শত দেশ দেশান্তর
তাঁরি বংশে কেন হায় শূদ্রত্ব কালিমা।

১৩

প্রতিভায় যাঁরা চির আদর্শের স্থল,
রাজার প্রধান কার্য্যে যাঁরা নিয়োজিত,
বুদ্ধিমন্ত বলি যারা খ্যাত চিরকাল
তাঁরা কি কখন হয় শূদ্র অভিহিত ?

১৪

তাঁরা যদি শূদ্র হবে কে হবে ক্ষত্রিয়,
তাঁরা যদি দাস হবে কে হইবে প্রভু।
তাঁরা যদি রক্ষ হবে কে হবে রক্ষক।
কায়স্থের জাতি কভু শূদ্র নয় নয়।
যে বলে কায়স্থ শূদ্র মূর্খ সে নিশ্চয়।
মূর্খের বচন কভু ধরা যোগ্য নয়।

১৫

কায়স্থ !
বিন্দু ক্ষত্র রক্ত যদি থাকে ধমনীতে
কিছুমাত্র ক্ষত্র-তেজ যদি থাকে হৃদি,
শূদ্রত্ব কলঙ্ক যেন না হয় সহিতে,
এ কথাটি হৃদে যেন জাগে নিরবধি।
কেশরী শাবক হয়ে, জন্মুক অখ্যাতি।
কায়স্থ,
ক্ষত্রিয় হইয়ে তব কেন শূদ্র বাদ
একবার জ্ঞাননেত্রে হের ভাল করি,
উপবীত ত্যাগ হেতু শুধু এ প্রমাদ
(কলঙ্কী হতেছ তাই শূদ্রাচার ধরি।)

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মিত্র দেববর্ম্মা

কবিতা দুইটী পাঠ শেষ হইবার পরে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর মহোদয়ের অনুপস্থিতি জন্য সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় প্রতিনিধিগণকে স্বাগত অভ্যর্থনা করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় তদীয় বক্তৃতা পাঠের দ্বারা সমবেত স্বজাতি মহোদয়দিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। উক্ত অভিভাষণের ভাষা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, তন্মধ্যে

কাজের অনেক কথা আছে, তাহা কায়স্থ যুবকদিগের পক্ষে বি
প্রয়োজনীয় এবং সর্ব্বতোভাবে করণীয়। জিতেন বাবু এক মহাত
অনুপ্রাণিত হইয়া অভিভাষণ লিখিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক বাক্যে সক
চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল; কিন্তু যজ্ঞোপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়া
তাহার অবশ্য কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে বিষদভাবে অধিকতর দৃঢ়তারসহ উল্লেখ করি
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য (দ্বিজাতি) দিগের উপনয়ন সং
নির্দ্দিষ্ট একটা কাল আছে তাহা অতীত হইলে তিনি হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী ব্রাত্য
প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া থাকেন। দ্বিজাতির পক্ষে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ অ
কর্ত্তব্য (Compulsory) বলিয়া মন্বাদি সংহিতাকার এবং পূর্ব্বাচার্য্য (মহা
গণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

জিতেন্দ্র বাবুর অভিভাষণ পাঠ সমাপ্ত হইলে কবিকুসুম মহাশয় ব
সুমধুর কণ্ঠে তদীয় রচিত উদ্বোধন সঙ্গীতটী গীত হইল।

উদ্বোধন সঙ্গীত।

—০:)(:০—

ছিন্ন আমরা ভিন্ন আমরা তবুও আমরা সোদর ভাই।
হে প্রিয় তোমার চরণে ধরিয়ে অতীতের স্মৃতি ফিরাতে চাই॥

বিস্মৃতি-মোহে নিদ্রিত হায়, কতকাল বল রহিবে আর?
অতি পবিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জাননা জনম হল তোমার।
অতি জঘন্য শূদ্র আচারে, আপনা ভুলিয়া যাপিছ দিন;—
সিন্ধু সমান হিন্দু সমাজে দেখ আজ কত হয়েছ হীন!!

যে দিন ক্ষাত্র-মহিমা-দীপ্ত আছিল ভারত গরিমাময়
বিশ্বমাঝারে শাশ্বত বিভা এখনো সেদিন স্মরণে হয়
সে দিন দুলিত যজ্ঞোপবীত, বর্ম্ম কৃপাণে বেড়িয়া তায়,
হায়রে পুণ্য জাতীয় চিহ্ন, আমরা ক্ষিন্ন হয়েছি হায়।

যে দিন উদিলা চিত্রগুপ্ত ভেদিয়া বিরাট ব্রহ্মকায়,
মসীর পাত্র লেখনী হস্তে দাঁড়াইলা যমরাজ সভায়;
সেদিন হইতে 'কায়স্থ' নাম বিখ্যাত হল ধরণীতলে।
ব্রাহ্মণ যাঁরে সম্মান করি তর্পণ করে গঙ্গা-জলে!

জগত-পূজ্য ভীষ্মবর্ম্মা উজল করিলা যাঁদের নাম,
তাঁরা ক্ষুদ্র শূদ্র হইয়ে রহিবে অধম ধরণীধাম?
আর ঘুমায়োনা দেখ আঁখি মেলি, কর আজি হ'তে সুদৃঢ় পণ;—
"ক্ষত্রিয় মোরা, নহি হীন জাতি",—যজ্ঞসূত্র কর গ্রহণ!!

—

দনন্তর সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়। সভার গতবর্ষের নিরূপিত সভাপতি তারাশের
মার শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় বাহাদুর অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে না
ারায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে এবং শ্রীযুক্ত
াগীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা এম, এ, বি, এল মহাশয়ের অনুমোদনে ও প্রচারক
যুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে কৃষ্ণনগরের
কারী উকিল রায় শ্রীযুক্ত বিশ্বাম্ভর রায় বাহাদুর এম, এ, বি, এল, মহাশয় সভা-
তির আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পূত শ্বেতপদ্ম তুল্য প্রফুল্ল আনন, সরলতা-
া পবিত্র মূর্ত্তি এবং সর্ব্বোপরি অতি বিনয় নম্র সম্ভাষণ উপস্থিত ব্যক্তিমণ্ডলীর
কট অত্যন্ত প্রীতিদায়ক হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় তাঁহার চিরাভ্যস্ত
তি সুললিত অথচ মৃদু-ওজস্বিনী ভাষায় সর্ব্বপ্রথমে করুণাময় শ্রীভগবানের নিকট
লাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া কায়স্থ আদি পিতা শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের ও
দনীয় ব্রাহ্মণগণের চরণ বন্দনা করত বারংবার তাহাদের কৃপা ও আশী-
দ প্রার্থনা করেন তদনন্তর রাজরাজেশ্বর ভারত-সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জের যুদ্ধ
জয়ে আনন্দ প্রকাশ এবং আমাদের প্রিয়সম্রাটের একটি পুত্র অকালে
লোক গমন করায়, তজ্জন্য শোক প্রকাশ করিয়া জগদীশ্বর সমীপে
হার শান্তি প্রার্থনা করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বক্তৃতাদ্বারা

তারস্বরে সমস্ত কায়স্থ মণ্ডলীকে ক্ষত্রোচিত স্বধর্ম্মপালন এবং তদনুরূপ ব্যবহার প্রতিপালন চতুঃশ্রেণী মধ্যে আদান প্রদান সমগ্র ভারতবর্ষের দিগের এক সমাজভুক্ত ও সকলের শাস্ত্রবিহিত সমান সদাচারী হওয়ার হাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যয় সঙ্কোচ করার, এবং সমাজের সর্ব্বনাশকর প্রথার উচ্ছেদ সাধনের উপায়, দরিদ্র কায়স্থ বালক বালিকার শিক্ষা ও নি সহায়হীনা কায়স্থবিধবাদিগের সাহায্য করার জন্য বঙ্গদেশীয় কায়স্থ স্থাপিত চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে অর্থের সংস্থান, কলিকাতা মহানগরীতে স্থলে কায়স্থ জাতির বীজ পুরুষ ভগবান শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের একটী প্রতিষ্ঠা এবং সভার কার্য্যালয় তৎসঙ্গে ধর্ম্মগ্রন্থ ও নানাবিধ পুস্তকাদি স জন্য লাইব্রেরীর গৃহাদি নির্ম্মাণের আবশ্যকতা, কায়স্থ মাত্রেরই উ বিশেষতঃ সংস্কৃত শিক্ষার বহুল প্রচার, হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত ও সময়োপ স্ত্রী শিক্ষার বিস্তৃতি, কায়স্থ স্ত্রী পুরুষ মাত্রেরই ক্ষত্রিয়ত্ব ব্যঞ্জক নাম ও ব্যবহারের বিশেষ কর্ত্তব্যতা, সমুদ্রযাত্রার আবশ্যকতা ও ব্যবহার্য্যতা, সভার উদ্দেশ্যাবলী কার্য্যে পরিণত করিতে দেশব্যাপী আন্দোলনের জন্য কায়স্থ প্রধান স্থানে শাখা সমিতির গঠন এবং সর্ব্বদার জন্য বেতন সংখ্যাধিক প্রচারক নিয়োগের আবশ্যকতা কায়স্থ সমাজের একনিষ্ঠ স্বর্গীয় মহাত্মাদিগের উপযুক্ত স্মৃতি সংরক্ষণ বিশেষতঃ কায়স্থসভার বিষয়ে প্রত্যেক কায়স্থের মন প্রাণ নিয়োগের কর্ত্তব্যতা প্রভৃতি কায়স্থ স উন্নতিকর এবং প্রকৃত মঙ্গলজনক অত্যাবশ্যকীয় নানা বিষয় সম্বন্ধে শান্ত যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সকলকে বিষদভাবে বুঝাইয়া দেন। সভাপতি শয়ের বক্তৃতা শেষ হইলে সভার সুযোগ্য সম্পাদক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগে বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দকে যথাযোগ্য স সাদর সম্ভাষণ প্রীতি নমস্কার জানাইয়া স্নিগ্ধ গম্ভীর স্বরে তদীয় বক্তৃতা সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতা অন্তে কুমার শ্রীযুক্ত রা ভূষণ রায় বাহাদুরের প্রেরিত অভিভাষণ পাঠ করিলেন। উক্ত অভি মধ্যে মহামতি শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ কায়স্থ মহাত্মাদিগের রা প্রাপ্তিতে সকলে অতীব আনন্দিত এবং সভার কতিপয় সভ্যের বিয়োগ ব্যথিত হইয়াছিলেন।

অনিবার্য্য কারণে যাহারা সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সভার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জানাইয়া টেলিগ্রাম ও পত্র লিখিয়াছেন, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাহা পাঠ করিলেন। তন্মধ্যে মহারাজা স্যার গিরিজানাথ ঘোষ রায়বর্ম্মা, বাহাদুর কে, সি, আই, রায় কিরণচন্দ্র দত্ত রায় বাহাদুর, চাঁচড়ার কুমার সতীশকণ্ঠ রায়বর্ম্মা, দিনাজপুরের কুমার শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষবর্ম্মা, আসাম গৌরীপুরের রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর, কাকিনার রাজা মহেন্দ্র-রঞ্জন রায় বাহাদুর, কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বর্ম্মা বাহাদুর, বিক্রমপুর শেখরনগরের রায় শ্রীনাথ রায়বর্ম্মা বাহাদুর প্রভৃতি কায়স্থ সমাজের বিশিষ্ট গণ্যমান্য প্রধান অনেকেরই নাম শুনিলাম। ইহা দ্বারা বিশেষভাবে অনুমিত হয় ,সভার প্রতি সমাজের শীর্ষস্থানীয় প্রত্যেকেরই যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আছে। তবে এখন আমরা ইহাও আশা করিতে পারি তাঁহারা সভার সংস্কার এবং সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করিয়া প্রকৃত কার্য্যের দিকে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা মহোদয় তদীয় মাতৃদেবীর আদ্যকৃত্য শ্রাদ্ধকার্য্যের জন্য এবার সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সম্পাদকীয় কার্য্যবিবরণী ও গতবর্ষের আয় ব্যয়ের হিসাব সম্বন্ধে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বিশেষ গুরুতর একটি আপত্তি উত্থাপন করেন এবং ঐ বিবরণী যে তাহার সম্মতিতে মুদ্রিত হয় নাই তাহা প্রকাশ করেন। উহার ভিতরে আপত্তিকর যে সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা বাদ না দিলে তাঁহার নাম ঐ বিবরণীতে থাকা সম্বন্ধে তিনি প্রতিবাদ করায়,—কোন বিষয় আপত্তিজনক তাহা জানিবার জন্য সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয় উক্ত কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলেন;—তৎকালে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের নির্দ্দেশিত অংশ সম্বন্ধে উপস্থিত সভ্য-মহোদয়দিগের অধিকাংশেরই আপত্তির কারণ জন্মে। এমত সময় যশোহরের উকিল শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মিত্র মহাশয় ঐ সম্বন্ধে যাহা বলেন, তদুত্তরে নগেন্দ্রবাবু বলিলেন,—উক্ত কার্য্য বিবরণীতে উভয় সম্পাদকের নামের স্থলে তাঁহার নাম মুদ্রিত হওয়া সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তির কারণ আছে। কার্য্যবিবরণী মুদ্রিত হইবার পরে অবগত হইয়া তিনি এ বিষয় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন,

তদুত্তরে সম্পাদক শরৎবাবু তাঁহাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন উক্ত তিনি এস্থলে পাঠ করেন। অনেক আন্দোলনের পর জানা গেল গত নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে ঐ কার্য্যবিবরণী যথোচিত আলোচিত না হইয়া মুদ্রিত হওয়ায় এমত ঘটিয়াছে। এই সমস্ত নানা ব মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ১৩২৫ সালের সম্পা কার্য্যবিবরণী সভায় গৃহিত হইল না।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সুবক্তা শ্রীযুক্ত সর ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয় তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় নানা শাস্ত্রযুক্তি ব্যবহা দ্বারা কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করেন। আচারাদির বৈলক্ষণ্য সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন এবং যজ্ঞোপবীত করিবার জন্য কায়স্থ মাত্রকেই উদ্বোধিত করেন। তাঁহার অমি সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রভাবে উপস্থিত জনমণ্ডলী অত্যন্ত মে হইয়াছিলেন। রাত্র ৭ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হয়।

সভা ভঙ্গ হইবার সময় নড়াইল ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত হৃদয়কৃষ্ণ বি, এল মহাশয় প্রস্তাব করেন,—বক্তৃতা দ্বারা সাময়িক ক্ষণিক কালের লোকের চিত্তকে উত্তেজিত করিয়া থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাতে ফল এবং লোকের যথার্থ অনুভূতি হয় বলিয়া তাহার আদৌ বিশ্বাস কোন স্থানে উভয় পক্ষ উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন ও উত্তরচ্ছলে বাদানুবাদ মনের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারিলে অতি সহজেই সুফল পাওয়া যায়। অতএব তিনি ইচ্ছা করেন আগামী কল্য প্রাতে তাঁ নড়াইল বাটীর সভাপণ্ডিত পুজ্যাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার স্মৃতিতীর্থ এবং গঙ্গারামপুর নিবাসী পূজনীয় নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয়কে লইয়া তা সকলে আসিবেন। বিচারের দ্বারা তাঁহাদের পক্ষের বিরুদ্ধমত খণ্ডিত সুমীমাংসা হইলে তাঁহাদের মনের অন্ধকার দূরীভূত হইতে পারে এবং আ তাঁহারা ক্ষত্রোচিত আচার ও উপনয়ন গ্রহণ করিতে পারেন। প্রস্তাব সভাপতি রায় বাহাদুর ও সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় শীর্ষক কায়স্থের উপবীত গ্রহণের সমর্থনকারী পূজনীয় অধ্যাপকগণ সর্ব্বান্তঃকরণে

স্বীকৃত হইয়া তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী আগামী কল্য প্রাতঃকালে প্রস্তুত হইয়া আসিবার জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করেন।

৬ই বৈশাখ তারিখে সায়ং সন্ধ্যোপাসনা শেষ করিয়া জলযোগান্তে রাত্র ৮ ঘটীকার সময় আমরা সকলে জমিদার মহাশয়ের বহির্বাটীস্থ দ্বিতলের সুসজ্জিত বৈঠকখানা গৃহের বিস্তীর্ণ হলে সম্মিলিত হইলাম। এথায় মফঃস্বল হইতে আগত প্রতিনিধি এবং স্থানীয় ও অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যবৃন্দের উপস্থিতিতে ও সভাপতি রায় বাহাদুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে রাত্র ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমাখনলাল ধরবর্ম্মা।
কায়স্থ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচারক।

নেত্রার্পণ শলাকা। (ক)

বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের অন্যতম সুহৃদ, কায়স্থ সভার হিতৈষী বন্ধু, ফরিদপুর প্রচার সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহাশয় 'কালীপ্রসন্ন বাবুর পক্ষপাত' শীর্ষক এক প্রবন্ধ গত চৈত্রসংখ্যা 'কায়স্থ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত করিয়াছেন, ইহা কাল্পনের প্রতিভায় শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক লিখিত "প্রচারের আবশ্যকতার" প্রতিবাদ। কালীপ্রসন্ন বাবুর 'ক্ষুদ্র' প্রবন্ধের ইনি যে উদার প্রতিবাদ লিখিয়াছেন তাহাতে "দল বিশেষের পক্ষপাত করিবার জন্যই .....বিনানুসন্ধানে শ্রুত বাক্যের সাহায্যে অপবাদ রটনা" ইত্যাদি অনেক

(ক) "কায়স্থ-পত্রিকার চৈত্রসংখ্যায় প্রকাশিত "কালীপ্রসন্নবাবুর পক্ষপাত" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ অনুগ্রহ করিয়া উহার সহিত মিলাইয়া পড়িবেন।

লেখক।

কথা লিখিয়া তাঁহাকে অসত্যবাদী স্থির করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে
চাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়া উদারতার পরিচয় ও 'ক্ষুদ্র' প্রবন্ধ প্রত্যাহার করি
প্রত্যাদেশ দিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন বাবু কায়স্থ সভার বর্ত্তমান অবস্থা বু
যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন। ইহাতে তাহার কো
স্বার্থ নাই। তিনি কায়স্থ সভার সম্পাদক পদের ভিখারী নহেন, কি
তাঁহার পুত্র বা পৌত্র আদিকে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার আকাঙ্ক্ষা ন
এই প্রবন্ধ লিখেন নাই। সভার প্রকৃত হিতৈষিগণ স্বার্থশূন্য ভাবে যে
প্রচার করিতেছেন ইনি তাহার প্রতিধ্বনি করিতেছেন মাত্র। সভাতে
দুইটা দল হয় নাই। দুইটা মত হইয়াছে। একটী স্বার্থ বিজড়িত অপ
স্বার্থশূন্য। একটী সাধারণের সভাকে মৌরসী পাট্টা করিতে চাহেন—কত
করিয়াছেন; অপরটী সাধারণের জিনিষে সাধারণের অধিকার যে
করিতেছেন। এই গণতন্ত্র বাদের দিনে আত্মতন্ত্র চলিতে পারে না, চা
না। সকলকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া আজ ১০ বৎসর কাল যে সভা হাম
তন্ত্র চালাইয়া আসিয়াছে ইহা তাহারই প্রতিক্রিয়া অবজ্ঞা রূপ বিষ ভক্ষ
স্বাধিকার ভ্রষ্টরূপ বিষময় ফল। ইহার জন্য দুঃখ করলে কি হই
যিনি এ বিষ স্বেচ্ছায় ভক্ষণ করিয়াছেন, ফল তাহাকে অবশ্য ভু
হইবে। দশবৎসর সভার সম্পাদিকতা করিয়া কায়স্থজাতির বিশেষত্ব ভা
যিনি আজ অবধি শিখিলেন না তাহার আর সামাজিক সভায় সে দ
যত প্রকাশ না হয় ততই মঙ্গল! তাহার বাড়ীতে কোন ভদ্রলোক য
বসিতে বলার শিষ্টাচারটাও তিনি আজ অবধি শিখেন নাই।
সংক্রান্ত বিষয় লইয়া কয়েকবার তাহার নিকটে গিয়া
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। কর্ম্মাধ্যক্ষ উপেন বাবুকে এ কথা
তিনি বলিয়াছিলেন—"উনি বেশী কথা কন না, ঐ রূপ ভাবেই থা
কিন্তু নিজের স্বার্থ রক্ষা করিতে পরের নাম দিয়া ত বেশ বাক্‌যুদ্ধ ক
পারেন।

"আমার মতে পৈতাটা স্নান করিয়া জপ করিবার সময় প্রয়োজ
যেমন তুলসীর মালা প্রভৃতি একথা একদিন তাহার শ্রীমুখ হইতে
হইয়াছিল। বেশী দিনের কথা নয়—তখন তাঁহার বাটী মেরামত হইতে

তিনি তাঁহাদের বাটীর পূর্ব্ব দিকের ও আস্তাবলের পশ্চিম দিকের বড় ঘরে, (যে ঘরে কয়েকটী আলমারী মধ্যে Law reports পুস্তক ছিল) বসিয়াছিলেন সেই ঘরে প্রবেশ করিবার পথে একগাদা সুরকী ফেলা ছিল। গৃহের মধ্যে তাঁহার কয়েক জন খেলুড়ে বন্ধু (tennis player) বসিয়াছিলেন এবং ২।৩ জন ছোকরা দরজার নিকট দাঁড়াইয়া দুএকটী ইংরাজী বহি চাহিতেছিলেন। গৃহের অপর অংশে তাঁহার কন্যা শিক্ষকের নিকট পড়িতেছিলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার বন্ধুদিগের মধ্যে দাঁড়ি গোঁপ কামান এক হৃষ্ট পুষ্ট যুবক ব্রাহ্মণও কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, তাঁহার হাতে একটি ছড়ি ছিল এবং তিনি ঘাড় বাকাইয়া চেয়ারের উপর বসিয়া কথা কহিতেছিলেন, মাঝে মাঝে নস্য লইতেছিলেন; তাহার পরণে কালাপাড় ধুতি, গায়ে ফিনফিনে পাঞ্জাবীর মধ্য হইতে ভিতরকার মিহি গেঞ্জির শোভা বাহির হইতেছিল, পায়ে সাদা লপেটী জুতা এবং চাদরটী খুলিয়া বুক দিয়া পিঠ বেষ্টন করিয়া দেওয়া ছিল কথার ভাবে তাঁহাকে উদার প্রকৃতির ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে হইল। তাঁহার দক্ষিণে অনৈক গৌরবর্ণ ভদ্রলোক ছিলেন কোন জাতি বুঝিতে পারি নাই। তবে তাঁহার গোপ কিছু বড়—সাধারণ লোকের মত নহে, এবং স্মরণ হয় তাহার মস্তকের সম্মুখ দিকে টাক ছিল। আমি ঘরে ঢুকিয়া ১০।১২ মিনিট দাঁড়াইয়া রহিলাম, তাহাদের বাক্যালাপ চলিতে লাগিল, সেই বাক্যালাপের মধ্যে শরৎ বাবু যখন পৈতাটা তুলসি মালার মত জপ করিবার সময় প্রয়োজন এই অভিমত প্রকাশ করিলেন তখন আর আমার সেখানে থাকিবার ইচ্ছা হইল না এবং শরৎ বাবুকে আমার প্রয়োজনীয় ২।১ টা কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন "আফিসে উপেন বাবু আছেন।" তাহার নিকট জানিয়া লউন আমি আফিসে গিয়া উপেন বাবুকে দেখিলাম না। একটি বালক পড়িতেছিল, সে বলিল উপেনবাবু বাসায় গিয়াছেন এখনি আসিবেন। আমি আর একদিন আসিব বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বাবু যাহা শ্রুতবাক্য বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহা মিথ্যা নহে। এবং তাহার মত লোকে বিনানুসন্ধানে কোন শ্রুতবাক্যের

সাহায্যে অপরাধ রটনা করিবেন ইহা প্রচার সমিতির সম্পাদক মহাশয়ে
লেখনী হইতে বহির্গত হইতে পারে ইহা আমাদের জানা ছিল না।
কায়স্থ সভার সম্পাদক বাবু প্রচারের বিরোধী নহেন এ কথা স্বীকার করিতে
পারি না। তিনি স্বয়ং অনেক বার বলিয়াছেন 'প্রচারের আবশ্যকতা
নাই *"Example is better than Precept"* সাধারণে টাকা দিয়া প্রচা
করে করুক, সভার ব্যয়ে প্রচার করিবার আবশ্যক নাই ইহাই তাহা
সম্পাদকীয় মত। কায়স্থ-পত্রিকা এবং সভার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে
ইহা প্রমাণ করিতে দেরী হইবে না। তবুও কি তাহার খোসামুদী করিবা
জন্য স্বীকার করিতে হইবে তিনি প্রচার বিরোধী নহেন। যদি বেত
ভোগী প্রচারক সমর্থন না করেন? তবে নিজেও তাঁহার অধীন কর্ম্মাধ্যক্ষকে
দিয়া প্রচার করেন না কেন? এবং স্বেচ্ছা প্রচারক যদি কেহ হন তাঁহা
পাথেয় রাহাখরচ ও সভ্যবাবদ কমিশন কাটিয়া ছাটিয়া এব
দুর্ব্ব্যবহার করেন যাহাতে আত্ম সম্মান সম্পন্ন কোন ভদ্রসন্তা
নিজের মান বাঁচাইয়া পলাইতে বাধ্য হন। নিজেরা প্রচার করিতে পারি
না, স্বেচ্ছায় কেহ প্রচারে ব্রতী হইবেন তাঁহাকে তাড়াইবার ব্যবস্থা করিব
এবং বেতনভোগী প্রচারকও সমর্থন করিব না অথচ সভার ৩।৪ হাজার টাক
আয় বাৎসরিক ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করিব এই ত তাঁহার দশ বৎসরের কার্য্য
কালের নমুনা। রায় বিনোদবিহারী বসু মহাশয় উপবীতী হন নাই সত্য
কিন্তু তাঁহার স্বার্থশূন্যতা ও স্বজাতি প্রীতি সভায় পৈতাধারী জ্ঞাতাদের শিক্ষা
করিতে এখন বহুজন্ম অতিবাহিত হইবে। যাহারা পৈতার মধ্যে ব্যবসা ও
স্বার্থ দেখে, নিদ্রাভঙ্গে নীচে আসিলে চাকরে বিছানা হইতে পৈতা আনিয়া
দেয়, পৈতা সাবান দিয়া পরিষ্কার করেন এবং কাহারও বা সহধর্ম্মিণী স্বামীর
নিদ্রিতাবস্থায় কাঁচি দিয়া পৈতা কাটিয়া দিয়া রসিকতার চূড়ান্ত করেন এ
প্রকার পৈতাধারীও কায়স্থ সভার চিড়িয়াখানায় বিরল নহে। পৈতাধারীদে
এই প্রকার হীন আদর্শই কলিকাতার বিশিষ্ট কায়স্থ সমাজে উপনয়ন প্র
প্রবর্ত্তনের অন্তরায় হইয়াছে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষণীভূষণ রাহা বর্ম্মা

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক পত্রিকা।

১২শ খণ্ড { জ্যৈষ্ঠ মাস ১৩২৬ সাল। } ২য় সংখ্যা

কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন

মহাশয়ের মত।

(পঞ্চবিংশ বৎসরের পুরাতন)

বাঙ্গালা দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে আজি কালি কায়স্থের পৈতার বড় অধিক নাই। যাঁহারা আছেন তাঁহাদের মধ্যে ভট্টপল্লীর যুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন একজন প্রধান, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। করত্ন মহাশয়ের বর্ত্তমান মত ঠিক কি, তাহা আমরা জানি না। মুখে হাই বলুন, মনে মনে তিনি কিন্তু কায়স্থকে বড় ভালবাসেন। "কায়স্থ" বাসীর সহিত অতিশয় গাঢ় বন্ধুত্ব-বন্ধনে তিনি বদ্ধ। যদি তিনি কায়স্থকে মনে াণে 'শ্মশান সদৃশ শূদ্র' বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহা হইলে কখনই এত ধিককাল এরূপ গভীরভাবে বঙ্গবাসীর সহিত আত্মীয়তা করিতে পারিতেন । পণ্ডিত মহাশয় নিশ্চয়ই বঙ্গবাসীর অন্নকে 'শূদ্রান্ন' এবং বঙ্গবাসীর পর্ককে 'শূদ্র সম্পর্ক' বলিয়া মনে করেন না।

করিয়াছিল। প্রাবৃট ঋতু বিবাহের জল সইয়াছিল। শরৎ ঋতু বর মহাশয়ে বিবাহের পরিধেয় ধবল গরদ বসন হইয়াছিল। শীত ঋতু বরকে কুঙ্কুমচিকা শুভ্র ও কোমল শয্যায় উপবিষ্ট করাইয়া পরমরমণীয় সুচারু নীহারের হারে ভূষি করিয়াছিল। ঋতুরাজ বসন্ত স্বদল সমভিব্যাহারে আগমনপূর্ব্বক, কুলাচার্য্য হইয়া শেষে বরের কুলজী পাঠকরাতে, তিনি অপূর্ব্ব শোভা স্বরূপ উপযুক্ত বিত্তবান ঘটক বিদায় করিয়া শেষে আপনিও বিদায় হইয়া গেলেন। আমরা সকলে বা সাধ্য, যৌতাতে যৌতুক দিয়াছিলাম। এক্ষণে আমরা আর তাহার কি করিব নব মহারাজের শুভ-পরিণয়েও এই সকল শুভ কার্য্যসুনিয়মে সুসম্পন্ন হইবা উদ্যোগ এখন হইতেই হইতেছে। নবীন সম্রাট্ ১৩২৬ সাল মহাশয় বোধ হ অভদ্র-লোক হইবেন না। তাঁহাকে আমরা সাদরে আবাহন করিতেছি। লা সাহেবদিগের এদেশে আগমনসময়ে, দুর্গ (Fort) হইতে যেমন সম্ভ্রম সূচক তোপ ধ্বনি হইয়া থাকে, সেইরূপ আমরা রাজা ছাব্বিশের সম্মানার্থ আমাদিগে রসনারূপ দুর্গ হইতে মঙ্গলসূচক তোপধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হই। পুরাতন বর্ষকে আমরা কুলার বাতাস দিয়া বৈতরণী পার করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে ছোট ছো ছেলেমেয়েগুলিকে লইয়া এই নববর্ষে আমরা আমোদ আহ্লাদ করি।

হে ১৩২৬ সাল মহাশয়! আমরা আপনাকে আবাহন ও অভিবাদন করি সাদরে সম্ভাষণ করি; আসুন, আসুন, আপনার আগমনে বৈশাখ যাহার আ প্রথম দিবস বলিয়া গণ্য হইল। আজি এই শুভ ১লা বৈশাখে, হিমাংশু বাসরে শুক্ল চতুর্দ্দশী তিথিতে, হস্তা নক্ষত্রে আপনি কালরাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্ব হইলেন। রিক্তা তিথিতে যাত্রা নিষেধ। আপনি কার্য্যানুরোধে বোধ হয় শি জ্ঞান মতে পি, এম্, বাক্‌চির পঞ্জিকা দেখিয়া শুভ যাত্রা করিয়া থাকিবেন দিবাকর, নিশাকর, অদ্য হইতে সম্পূর্ণ দ্বাদশ মাস আপনার রাজ্যের পরিচারা হইয়া যাবতীয় কার্য্য ধার্য্য করিবে। তাহাদের দ্বারাই আমরা সকলে আপনা অধিকারের আয়, ব্যয় ও স্থিতি জানিতে পারিব। মাস, পক্ষ, বার, তিথি প্রহর, দণ্ড, পল, বিপল ও অনুপল প্রভৃতি গত অধীশ্বরকে অতি সংগোপনে বিদায় দিয়া এক্ষণে আপনার অধীনে নিজ নিজ কার্য্য পরিচালনে নিযুক্ত হইল আমি ইহাদিগকে বহু বৎসর পূর্ব্বেও যে প্রকার দর্শন করিয়াছিলাম, অধুনা অবিকল সেইরূপ নিরীক্ষণ করিতেছি, কিছুমাত্রও ব্যতিক্রম দেখিতে পাইতে

না। ইহারা প্রত্যেকেই নির্দ্দিষ্টকালে সর্ব্বভুক্ কালের অনন্ত উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, ইহাদের মধ্যে কেহই জীবিত ছিল না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দৈবের অলঙ্ঘনীয় নিয়মের বশে উহারা পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া উঠিল।

হে কালরাজ ১৩২৬ সাল! এক্ষণ হইতে আপনি দ্বাদশ মাসকালের স্কন্ধে আরোহণ করত, সকল বিষয়েই এই পবিত্রক্ষেত্র ভারতবর্ষের উপর একাধিপত্য করিবেন। আমরা সম্পূর্ণরূপেই আপনার অধীন হইলাম। আমাদিগের সুখ ও দুঃখ আপনার উপরেই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে। অতএব অস্মদাদির প্রতি যথোচিত স্নেহ প্রকাশ করা আপনার রাজধর্ম্মের অন্তর্ভূত। আমরা আপনাকেই আমাদের সমুদয় সুখদুঃখের বিধানকর্ত্তা বলিয়াই বিবেচনা করিব। ইতঃপূর্ব্বে আপনার সহিত আমাদিগের প্রণয় বা আলাপ পরিচয় ছিল না, এইমাত্র নূতন সাক্ষাৎ হইল। আপনি, কোন এক নির্দ্দিষ্টকালের কর্ত্তা—কাল। আপনার নাম সাল। দোহাই মহাশয়! আপনি কাল হইয়া আমাদিগের কাল স্বরূপ, অথবা সাল হইয়া অস্মদাদির সাল স্বরূপ হইবেন না। আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী পূর্ব্বাধিকারী, পুরাতন সাল মহাশয় একেবারে এ দেশ উচ্ছিন্ন দিয়া গিয়াছেন; আপনি আবার নূতন সাল হইয়া এ দেশবাসিগণের কিরূপ সাল হইয়া বসেন তাহা ক্রমশঃ জানিতে পারিব, বড় অধিক বিলম্ব হইবে না। বঙ্গপঞ্জিকার পৃষ্ঠায় লিখিত থাকে, অনেক সময়েই দেখা যায়—অমুক মাসে—সিংহের রাজপূজা ও মেষের বন্ধনভয়। সিংহ পশুরাজ, তাহার রাজপূজা হয় হউক, তাহাতে মানবের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; কিন্তু নিরপরাধ, নিরীহ, দুর্ব্বল মেষগণের বন্ধনভয় কি-নিমিত্ত? তাহাদের বন্ধনভয় ঘুচিবে না কি?

হে ১৩২৬ সাল! আপনি কালরাজ্যে সম্রাটের পদ প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করা আপনার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য হইতেছে। রাজা হইয়া পক্ষপাত করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। পূর্ব্বতন মহাশয় যে সকল নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত এবং গর্হিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই প্রত্যক্ষ রহিয়াছে। তাঁহার সেই সমুদয় কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই উত্তমাধম বিবেচনা করিতে পারিবেন। তন্মধ্যে যাহা অসৎ তাহাই পরিত্যাগ করুন এবং যাহা সৎ মঙ্গলকর, তাহাই গ্রহণ করুন। তাহা হইলেই ভারতের এই নিরীহ গরীব প্রজারা আপনার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ঈশ্বরের সমীপে আপ-

নার আত্মার মঙ্গল কামনা করিবে। প্রজাগণের হিতসাধন করিলে আপনি ইহলোকে আপনার যশঃ সুখ্যাতির প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। সেও বড় ম সৌভাগ্যের বিষয় নহে। আপনি আপনার চন্দ্রবদন তুলিয়া একবার বঙ্গদেশে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করুন, দেখিতে পাইবেন গত সাল মহাশয়ের অধিকারে বঙ্গে কি দুর্গতি ও অধোগতি এবং লোক ক্ষয় হইয়াছে। জ্বর, বসন্ত, ইন্‌ফলুয়েঞ্জা, বিসূচিকা, নিউমনিয়া প্রভৃতি ব্যাধিসমূহ গত অধীশ্বরের অধিকারকালে মৌরসী পাট্টা লইয়া যারপর নাই অত্যাচার ও লোকক্ষয় করিয়াছে এবং এখনও সমভাবে করিতেছে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই যথার্থ রাজধর্ম্ম। কিন্তু গত রাজার আমলে তাহার বিপরীত ব্যবস্থা দেখা গিয়াছে। রাজার পাপেই রাজ্য নষ্ট হইয়াছে।

হে ১৩২৬, আপনার এইমাত্র শুভাগমন হইল। এক্ষণে পান ভোজন করিয়া কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করুন। এ সময়ে আপনাকে অধিক বিরক্ত করা উচিত মনে করি না। অগ্রে ভাল করিয়া চার্জ্জ বুঝিয়া লউন; পরে সময়মত আমরা লম্বা আরজিতে সকল বিষয় সবিশেষ নিবেদন করিব। আশা করি, গরীবগণের আরজির উপর উপযুক্ত আদেশ প্রদান করিবেন। প্রজানিবহের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া তাহাদের দুঃখ মোচনের সুব্যবস্থা করিবেন। "আর্জ্জি সেরেস্তায় থাক" "আরজি ফাইলে রাখা হয়" এইরূপ আদেশ দিয়া যেন আমাদিগের মনে কষ্টের কারণ না হন। ভরসা করি, আমাদিগকে আরজির নকল রাখিতে ব পুনঃপুনঃ তাগিদ দিতে হইবে না।

মহাশয়ের শুভাগমন মাত্রেই আমরা আপনার আহারের স্বর্ণপাত্রে মেষমাং (১লা বৈশাখে সূর্য্য মেষরাশিতে উদয় হয়) ধরিয়া দিলাম। পরমসুখে আহা করুন। আমাদের মঙ্গল বিধান করিলে এ দেশ হইতে প্রত্যাগমনকালে মাছে মুড়া (চৈত্র সংক্রান্তি মীনরাশিতে শেষ হয়) ভাত দিয়া মনের সুখে বিদায় দিব।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা, বিদ্যাবিনোদ, কবিরত্ন,
কোন্নগর।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার
সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন।

বিগত ৬ই বৈশাখ শনিবার ও ৭ই বৈশাখ রবিবার (ইং ১৯শে ও ২০শে এপ্রিল) দিবসদ্বয় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যশোহরের নড়াইল—ব্রাহ্মণডাঙ্গার জমিদার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ (গঙ্গাদাস) রায় মহাশয়ের হাট বাড়ীয়াস্থ ভবনে উক্ত জমীদার মহাশয়ের যত্নে এবং রায় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর ও মাননীয় ভবেন্দ্রচন্দ্র রায়, পণ্ডিত গোপালচন্দ্র দেববর্ম্মা কবিকুসুম, হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসবর্ম্মা, নড়াইলের প্রথম মুন্‌সেফ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বসু, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ মিত্রবর্ম্মা, কুঞ্জবিহারী বসু, নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রভৃতি উকিল এবং শশিকুমার বসু, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ রায়, অমৃতলাল ঘোষ রায়, যোগেন্দ্রনাথ বসু, হরিপদ ঘোষবর্ম্মা, শ্যামলাল মিত্র, ভুবনমোহন মিত্র, যোগীন্দ্রনাথ সরকারবর্ম্মা, কেশবলাল রায় চৌধুরী, প্রমুখ স্বজাতির মঙ্গলকামী কায়স্থ মহোদয়দিগের বিশেষ উদ্যোগে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

সভার পূর্ব্বদিবস হইতে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত নানাদিদেশ হইতে উত্তর রাঢ়ীয়, দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বঙ্গজ, বারেন্দ্র চতুশ্রেণীস্থ কায়স্থ মহোদয়গণের সমাগমে প্রকৃতির বিচিত্র শোভাময়ী প্রশান্তবক্ষা স্বচ্ছতোয়া তরঙ্গিণী 'চিত্রা'র তীরবর্ত্তী বঙ্গীয় কায়স্থসমাজে সুপরিচিত এবং বিখ্যাত জমীদার স্বর্গীয় বাবু গুরুদাস দত্ত রায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত দিব্য অট্টালিকা, শ্বেতপদ্মাদি পরিশোভিত পুষ্করিণী নানাবিধ বৃক্ষ সমন্বিত উদ্যান ও কৃত্রিম পাহাড়াদির দ্বারা বেষ্টিত সুরম্য প্রাসাদভবন জনকোলাহলে মুখরিত হইয়াছিল। নহবতের নানারাগরাগিণী মিশ্রিত স্বরলহরী এবং নিয়ত সমাগত জনমণ্ডলীর "দিয়তাং ভোজ্যতাং" প্রভৃতি অশেষ প্রকার শ্রুতিসুখকর শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনি করতঃ প্রাসাদের চতুঃর্ম্মহল ব্যাপী অনির্ব্বচনীয় আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। উপস্থিত সভ্যবৃন্দের প্রাণে

মিলনের শান্তি ও উন্নতির আশ্বাস বাণী নানাভাবে জাগ্রত করিয়া দিতেছিল এবং প্রাসাদমালা যেন অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শোভা বিকীর্ণ করিতেছিল।

সভার প্রথম দিনে জমীদার মহাশয়ের প্রাসাদের সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে (ময়দানে) বিচিত্র চন্দ্রাতপ (দরবার সামিয়ানা) তলে এবং দ্বিতীয় দিবস বৃষ্টির জন্য বহির্ব্বাটীস্থ সুবৃহৎ নাটমন্দির দালানে প্রায় সহস্রাধিক কায়স্থ প্রতিনিধি বর্গের নানাস্থান হইতে সভায় সম্মিলিত হইয়াছিলেন। প্রতিনিধিবর্গ এবং দর্শকগণে সভাস্থল পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ব্যতীত অন্যান্য জাতীয় ব্যক্তিও সভাস্থানে উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপকদিগের মধ্যে কলিকাতা হইতে সমাগত বঙ্গের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় রাজকুমার ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র কায়স্থাচার্য্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন, দিনাজপুরাধিপতি শ্রীমন্মহারাজা বাহাদুরের সভাপণ্ডিত নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, নড়াইল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ কাব্যতীর্থ প্রভৃতি মহাশয়দিগের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কায়স্থদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত সদস্যগণ ব্যতীত অন্যান্য অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণনগরের রায় শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর এম, এ, বি, এল, এম, বি, ই, যোগীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা এম, এ, বি, এল রাজসাহী হইতে কৃষ্ণচরণ সরকার বর্ম্মা, রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী বর্ম্মা, রংপুর কাকিনানিবাসী রজনীকান্ত রায়, মুর্শীদাবাদের পাঁচথুপীনিবাসী ঋষিপ্রতিম ধর্ম্মানন্দ গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা, দিনাজপুর রাজবাটী হইতে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রায় বর্ম্মা, গৌরাঙ্গচন্দ্র মিত্র এম, এ, বি, এল নড়াইলের প্রথম মুন্সেফ ঢাকা, বিক্রমপুরনিবাসী যতীন্দ্রকুমার বসু এম, এ, বি, এল, শৈলেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বি, এ, ফরিদপুর দৌলতপুরনিবাসী 'কায়স্থ-কুলভাস্কর' কেদারনাথ দেব বর্ম্মা, কলিকাতা হইতে রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা, প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব, সিদ্ধান্ত বারিধি, শব্দরত্নাকর, পণ্ডিত অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাভূষণ (অধ্যাপক মেট্রপলিটন কলেজ), রায় বিনোদবিহারী বসু বি, এ, নিবারণচন্দ্র দত্ত, ললিতাপ্রসাদ দত্তবর্ম্মা, সুরেন্দ্রকুমার

ঘোষ, জমিদার জিতেন্দ্রনাথ রায়, কুমার নলিনীনাথ রায়, সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী প্রচারক, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মা, প্রচারক মাখনলাল ধর বর্ম্মা, হেমচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা শাস্ত্রী, ত্রিপুরাজিলার জগচ্চন্দ্র পালবর্ম্মা, ক্ষিতীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা জিয়াগঞ্জনিবাসী জ্ঞানদাচরণ মজুমদার বর্ম্মা, ময়মনসিংহের মহেন্দ্রচন্দ্র দেব, বাঘুটীয়ানিবাসী ভূধরকৃষ্ণ ঘোষ বর্ম্মা, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা, কেদারনাথ ঘোষ, জলধর ঘোষ কলোয়ানিবাসী শ্যামলাল মিত্র, ইন্দুভূষণ মিত্র যশোহর উকিল, পাঁজিয়ানিবাসী অম্বিকাচরণ বসুবর্ম্মা, এম, এ, বি, এল, বিজয়কৃষ্ণ মিত্র বি, এল, কেশবলাল বসু, লক্ষ্মীপাশা বার্কমায়ার কোং ম্যানেজার হরিপদ ঘোষ বর্ম্মা, কাটাকোলের জমিদার যোগীন্দ্রনাথ সরকার, জাঙ্গলবাঁধানের মন্মথনাথ বসু বি, এল, কিরণচন্দ্র বসু, রসিকলাল বসু, খুলনা কায়স্থসভার সম্পাদক যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা, উকিল চারুচন্দ্র নাগ এম, এ, বি, এল, (সাং বাসাবাটী) উপেন্দ্রনাথ বসু বি, এল, হরিনাথ বসু বি, এল, খুলনা বেলকুলীয়াসমাজের অক্ষয়কুমার বসু রায় চৌধুরী, দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক চারুচন্দ্র বসু এম, এ, সতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ, আলিপুরের উকিল নেপালচন্দ্র দেব বি, এল, রামলাল বসু বি, এ, (ফুলুয়ার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক) পঞ্চানন ভৌমিক এম, এ, (ইতনা স্কুলের প্রধান শিক্ষক) বীরেশ্বর রায় চৌধুরী, (নড়াইল ষ্টেটের ম্যানেজার), হৃদয়কৃষ্ণ দত্ত বি, এল, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (দেওয়ান) প্রভৃতিও যশোহর নড়াইল, মাগুড়া, ঝিনাইদহ সবডিভিসনের অন্তর্গত নানাগ্রামের বহু কায়স্থ উভয় দিনের সভায় উৎসাহচিত্তে যোগদান করিয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন নড়াইল সবডিভিসনের ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী তবীবর রহমান ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণ, উকিল, মোক্তার প্রতি উপস্থিত ছিলেন। ৬ই বৈশাখ বেলা ৩ ঘটিকার সময় প্রথম দিনের সভার কার্য্যারম্ভ হয়। প্রারম্ভে পূজ্যপাদ ঋত্বিকল্প পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ এবং নবদ্বীপের পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়দ্বয় পৃথক পৃথক ভাবে সংস্কৃত শ্লোকে সভার মঙ্গলাচরণও আশীর্ব্বচন পাঠ করেন। কায়স্থপণ্ডিত কবিকুসুম শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দেববর্ম্মা বাচস্পতি মহাশয় অনুদাত্ত, উদাত্ত স্বরসংযোগে সংস্কৃত বৈদীক মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে শ্রীভগবানের কৃপা ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। তদনন্তর উক্ত

'কবিকুসুম' মহাশয়ের রচিত নিম্নলিখিত মঙ্গলাচরণ সঙ্গীত তানলয় বিশুদ্ধ স্বর-সংযোগে দুইটী তরুণ বঙ্গীয় কায়স্থ-বালকের দ্বারা গীত হয় ;—

"জয়তি জয়তি জগদীশ হে।
চিন্ময় সত্য সনাতন হে॥
তোমারি চরণ তলে, তারকা আলোক জ্বলে
পবন গভীরে তব মঙ্গল গায়,—
তট ভূমি চুম্বিত, তটিনী তরঙ্গিত।
সুমধুর কল্লোলে স্তুতি করে॥
স্বজাতি-কুশল তরে, আকুল আবেগ ভরে,
সমাগত যত সজ্জনগণ,—
জাতীয়-মহিমা গানে লক্ষ কোটি প্রাণে,
বিতর করুণা রাশি শতধারে॥

সঙ্গীত শেষে শ্রীযুক্ত কবিকুসুম মহাশয় তদীয় "হৃদয়োচ্ছ্বাস" কবিতা এবং শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মিত্র বর্ম্মা মহাশয় তদীয় "উদ্বোধন" কবিতা পাঠ করিলেন কবিতা দুইটীর ভাষা অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী শ্রবণে উপস্থিত সভ্যবৃন্দের প্রাণে নবীন ভাবের অবতারণা করিয়া দিয়াছিল :—

হৃদয়োচ্ছ্বাস।

—•:)*(:•—

স্বাগত হে সুধীগণ! কায়স্থভূষণ!
স্বাগত সজ্জনবৃন্দ! সাধু সম্ভাষণ
করি সবে সমাদরে। আজি শুভদিনে
আজি এই স্বজাতির হিত কামনায়
পবিত্র মাহেন্দ্রক্ষণে নমি সবাকারে!
দেশ দেশান্তর হ'তে বহিয়া হৃদয়ে
পবিত্র স্বজাতি প্রীতি, আকুল কামনা!
নয়নের অন্তঃস্থলে যতনে সঞ্চিত,

জাতীয়-উন্নতি-আশা হৃদয়ে ধরিয়া,
হইয়াছি সম্মিলিত বর্ষকাল পরে।
ধন্য আজি নড়াইল, ধন্য যশোরের
কায়স্থ সন্তানগণ ;—বিশাল বঙ্গের
চারিশ্রেণী কায়স্থের আনন্দ মিলনে
ধন্য মোরা লভিয়াছি সেবা-অধিকার।
কিন্তু আজি কিবা দিয়া কোন উপচারে
করিব অর্চ্চনা? তাই আকুল হৃদয়।
কি আছে মোদের তাই দিব উপহার!
আমাদের ভাগ্যদোষে বিধাতার শাপে
জীবন্মৃতা যশোহীনা যশোহর-ভূমি!
কোথা আজি বীরত্বের পূর্ণ অবতার
প্রতাপ-আদিত্যশূর, বঙ্গ-অলঙ্কার!
বাঙ্গলার শেষবীর—ধরণীভূষণ!
কোথা মহম্মদপুরে বীর সীতারাম?
কায়স্থ-গৌরব-রবি! কোথা সেনাপতি
বীরবর মেনাহাতী, অতি খ্যাতিমান?
মূর্ত্তিমান ক্ষাত্র-বীর্য্য কায়স্থ-কৌস্তুভ!
হায় আজি অস্তমিত শ্রীমধুসূদন!
কবিত্বের দীপ্ত সূর্য্য, ভারত-গগণে!
যাহার অমিত্রছন্দে দুন্দুভি নিনাদে
বীররসে মাতাইল বাঙ্গালী-হৃদয়!
সুকুমারী বঙ্গভাষা লভিল যৌবন!
খেলিয়া বিদ্যুৎবিভা বাঁধিল নয়ন
যে পবিত্র তীব্র ক্ষাত্র শোণিতের ধারা
সে দিনো বহিয়াছিল ধমনী উপরে
আজিকে বিশুষ্ক হায় দৈব বিড়ম্বনে!

সেই যশোহরে সেই ক্ষত্রলীলাভূমে
মেষপাল সম, বীর্য্যহীন যশোহীন
তেজোহীন মোরা হায় লভেছি জনম।
শত অবমাননায় শত পদাঘাতে
ঘৃণ্য শূদ্র অপবাদে, শত লাঞ্ছনায়
জাগেনা কায়স্থ জাতি! ভ্রাতার পীড়নে
অনায়াসে অন্যদিকে ফিরায় বদন।
কত নিরাশ্রয় দুঃস্থ কায়স্থ সন্তান
অন্নাভাবে অর্থাভাবে ফিরি দ্বারে দ্বারে
না পারে শিখিতে বিদ্যা, চির দুঃখমাঝে
হতাশার অগাধ সলিলে ডুবে যায়,
ধীরে ধীরে হায় তার কে লয় সন্ধান?
কত প্রতিভার ফুল, গৌরব আলয়,
অকালে শুকায়ে যায় দারিদ্র-দহনে!
বলিতে বিদরে বুক, জীর্ণ অন্তঃস্তল,
ছিন্ন হৃদয়ের গ্রন্থি দারুণ বেদন,
হতভাগ্য বিধিশপ্ত কায়স্থ-ললাটে
একি দুঃখ, একি ঘোর অশনি-সম্পাত?
কায়স্থ উত্তর-রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ,
একে, সকলেই করি পরিহার
শূদ্রত্বের জঘণ্য নির্ম্মোক দ্রুতবেগে,
লভিয়া ক্ষত্রিয়াচার; শুধু যশোহরে
দক্ষিণ-রাঢ়ীয়গণ রহিল নিদ্রিত
শূদ্রত্বের অবজ্ঞাত ঘৃণিত শয্যায়!
যশোহরে সুবিশাল কায়স্থ সমাজ,
হীনবীর্য্য, মৃত প্রায় ধূলি বিলুণ্ঠিত!
সেই যশোহর ভূমে অতুল্য বিক্রম
প্রদীপ্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ভারত বিখ্যাত,

মহামান্য নড়াইল জমিদারগণ,
চাঁচড়ার রাজবংশ আজও বিদ্যমান!
নপাড়া, শ্রীধরপুর, রামনগরের
প্রবল-প্রতাপান্বিত জমিদার কুল
বিরাজিত, একি লজ্জা পাই যশোহরে
বিরাট কায়স্থ জাতি সবার অধম
হিন্দুত্বের ভারবাহী গর্দ্দভের প্রায়।
ঘৃণ্য শূদ্র পরিচয়ে যাপিতেছে কাল।
কে বলিবে কেন হায় কোন কর্ম্মফলে
হেন দৈব বিড়ম্বনা! যাঁদের ইঙ্গিতে
যাঁহাদের বিন্দুমাত্র অঙ্গুলি চালনে
জাগিয়া উঠিতে পারে সহস্র পরাণ
নির্জ্জীব, নিস্তেজ, হীনমৃত্যুশয্যা হ'তে
তাঁহাদের দৃষ্টিপাত চিত্ত আকর্ষণে
প্রবঞ্চিত পরাভূত যশোহর ভূমি।
অভাগিনী জননীর অরণ্যে রোদন।
জাগরে কায়স্থজাতি, ক্ষত্রিয় সন্তান!
মোহনিদ্রা পরিহরি দেখহ বিচারি
দেখ আসি, কোথা তব মহোচ্চ আসন,
সেই ভীষ্ম জনকের পবিত্র শোণিত
শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ যাঁরা স্বয়ং ভগবান।
শিরায় শিরায় তব, কর অনুভব
তন্দ্রালস পরিহরি চাহ একবার,
দেখ তুমি কোন মহা গিরিশৃঙ্গ হ'তে
নিপতিত কত নিম্নে—গুহা অন্ধকারে,
সুপবিত্র ক্ষাত্রতেজে প্রদীপ্ত করিয়া
চতুর্দ্দিক দূর করি মোহের কালিমা।
বিনাশ তিমির রাশি উঠ একবার

গাও মহিমার গাঁথা জাগাও সম্মান,
প্রাণে প্রাণে ঢাল পুত অমৃতের ধারা।
আবার বহিয়া যাও উন্নতির পথে
সুমঙ্গল যশোগানে মাতাও ভুবন।
আজি এই শুভক্ষণে উড়াও আবার,
বিজয়ের বৈজয়ন্তী ভারত-অম্বরে।

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম বাচস্পতি।

ওঁ উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্য বরান্নিবোধতঃ

১

জাগরে কায়স্থ জাতি জাগ একবার,
আর কতকাল বল ঘুমাইয়া রবে ?
দিনে দিনে ঘিরিতেছে শূদ্রত্ব আঁধার
দেখিয়েও ফিরে হায় দেখিছ না সবে ?

২

শূদ্রত্ব কলঙ্ক মসি সর্ব্বাঙ্গেতে মাখি,
কি সুখে এখনো বল রয়েছ ধরায় ?
ক্ষত্রিয় সন্তান তুমি মনে পড়ে নাকি ?
একের সন্তান ছি ছি অন্য পরিচয়।

৩

রাজার সন্তান হয়ে ভিখারী তনয়,
এর চেয়ে কিবা দুঃখ বল আছে আর,
ভুলিও না কভু আর বিদ্বেষী কথায়
আপনার পথ চিনি হও অগ্রসর।

৪

শূদ্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সেবা মাত্র সার,
ছিন্নবস্ত্র হবে শুধু তার পরিধান,
উচ্চ কোন কার্য্যে তার নাহি অধিকার,
কে আছে ঘৃণিত হেন শূদ্রের সমান।

৫

প্রণবে শূদ্রের নাহি কোন অধিকার,
উচ্চারণ মাত্র হয় জিহ্বার কর্ত্তন।
যা কিছু পবিত্র বস্তু কিছু নাহি তার
জেনে রেখ এই সার মুনির শাসন।

৬

হেন শূদ্র হতে যদি সাধ তব মনে
কেন মিছে লেখনীর কর অপমান ?
ত্রিবর্ণের সেবা কর ঐকান্তিক মনে।
তাতেই তোমার গ্রাস তাতে আচ্ছাদন।

৭

লেখনীতে একমাত্র তব অধিকার
তাইতে লেখক জাতি প্রখ্যাত ধরায়,
সতত কায়স্থ বলি গৌরব তোমার,
কোন মুখে দাও পুনঃ শূদ্র পরিচয়।

৮

ক্ষত্রিয়ের দুইবৃত্তি অসি মসী হয়,
এ দুয়েতে তোমা ছাড়া কার অধিকার ?
কত শত মহাবীর তেজস্বী দুর্জ্জয়
জন্মিয়াছে একমাত্র বংশেতে তোমার।

৯

খুলে দেখ বেদ স্মৃতি পুরাণাদি তন্ত্র
যা কিছু হিন্দুর গ্রন্থ এ মহীমণ্ডলে।
সকলেই একবাক্যে বলে তোমা ক্ষত্র
কেন তবে বাঁধা আছ অজ্ঞানতা জালে

১০

যে কায়স্থ একদিন গৌরব শিখরে
আরোহণ করেছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হ'য়ে।
তারা কিনা এবে হায় বিষণ্ণ অন্তরে,
রয়েছে শূদ্রত্ব মসী সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়ে।

১১

চিরদিন লোকবাদ আছে ভূমণ্ডলে,
সুখ দুঃখ চক্রবৎ ভ্রমে অবিরত।
কায়স্থ অদৃষ্টাকাশে সুখ সুবিমল,
হইবে প্রদীপ্ত পুনঃ বিধির নিয়ত।

১২

সীতারাম প্রতাপাদি কত মহাবীর
যে বংশে জনম লভি ক্ষত্রিয় মহিমা।
বিঘোষিছে কত শত দেশ দেশান্তর
তাঁরি বংশে কেন হায় শূদ্রত্ব কালিমা।

১৩

প্রতিভায় যাঁরা চির আদর্শের স্থল,
রাজার প্রধান কার্য্যে যাঁরা নিয়োজিত,
বুদ্ধিমন্ত বলি যারা খ্যাত চিরকাল
তাঁরা কি কখন হয় শূদ্র অভিহিত ?

১৪

তাঁরা যদি শূদ্র হবে কে হবে ক্ষত্রিয়,
তাঁরা যদি দাস হবে কে হইবে প্রভু।
তাঁরা যদি রঙ্ক হবে কে হবে রঙ্কক।
কায়স্থের জাতি কভু শূদ্র নয় নয়।
যে বলে কায়স্থ শূদ্র মূর্খ সে নিশ্চয়।
মুখের বচন কভু ধরা যোগ্য নয়।

১৫

কায়স্থ !
বিন্দু ক্ষত্র রক্ত যদি থাকে ধমনীতে
কিছুমাত্র ক্ষত্র-তেজ যদি থাকে হৃদি,
শূদ্রত্ব কলঙ্ক যেন না হয় সহিতে,
এ কথাটি হৃদে যেন জাগে নিরবধি।
কেশরী শাবক হয়ে, ভুলুক অখ্যাতি।
কায়স্থ,
ক্ষত্রিয় হইয়ে তব কেন শূদ্র বাদ
একবার জ্ঞাননেত্রে হের ভাল করি,
উপবীত ত্যাগ হেতু শুধু এ প্রমাদ
(কলঙ্কী হতেছ ভাই শূদ্রাচার ধরি।)

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মিত্র দেববর্ম্মা।

কবিতা দুইটী পাঠ শেষ হইবার পরে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর মহোদয়ের অনুপস্থিতি জন্য সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় প্রতিনিধিগণকে স্বাগত অভ্যর্থনা করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় তদীয় বক্তৃতা পাঠের দ্বারা সমবেত স্বজাতি মহোদয়দিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। উক্ত অভিভাষণের ভাষা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, তন্মধ্যে

কাজের অনেক কথা আছে, তাহা কায়স্থ যুবকদিগের পক্ষে বিশে প্রয়োজনীয় এবং সর্ব্বতোভাবে করণীয়। জিতেন বাবু এক মহাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অভিভাষণ লিখিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক বাক্যে সকলে চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল; কিন্তু যজ্ঞোপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছে তাহার অবশ্য কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে বিষদভাবে অধিকতর দৃঢ়তারসহ উল্লেখ করিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য (দ্বিজাতি) দিগের উপনয়ন সংস্কারে নিদৃষ্ট একটা কাল আছে তাহা অতীত হইলে তিনি হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী ব্রাত্য এবং প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া থাকেন। দ্বিজাতির পক্ষে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য (Compulsory) বলিয়া মন্বাদি সংহিতাকার এবং পূর্ব্বাচার্য্য (মহর্ষি) গণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

জিতেন্দ্র বাবুর অভিভাষণ পাঠ সমাপ্ত হইলে কবিকুসুম মহাশয় কর্ত্তৃ সুমধুর কণ্ঠে তদীয় রচিত উদ্বোধন সঙ্গীতটী গীত হইল।

উদ্বোধন সঙ্গীত।

—০:)(:০—

ছিন্ন আমরা ভিন্ন আমরা তবুও আমরা সোদর ভাই।
হে প্রিয় তোমার চরণে ধরিয়ে অতীতের স্মৃতি ফিরাতে চাই॥

বিস্মৃতি-মোহে নিদ্রিত হায়, কতকাল বল রহিবে আর?
অতি পবিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জাননা জনম হল তোমার।
অতি জঘন্য শূদ্র আচারে, আপনা ভুলিয়া যাপিছ দিন;—
সিন্ধু সমান হিন্দু সমাজে দেখ আজ কত হয়েছ হীন!!

যে দিন ক্ষাত্র-মহিমা-দীপ্ত আছিল ভারত গরিমাময়
বিশ্বমাঝারে শাশ্বত বিভা এখনো সেদিন স্মরণে হয়
সে দিন দুলিত যজ্ঞোপবীত, বর্ম্ম কৃপাণে বেড়িয়া তায়,
হায়রে পুণ্য জাতীয় চিহ্ন, আমরা ক্ষিপ্ত হয়েছি হায়।

যে দিন উদিলা চিত্রগুপ্ত ভেদিয়া বিরাট ব্রহ্মকায়,
মসীর পাত্র লেখনী হস্তে দাঁড়াইলা যমরাজ সভায়;
সেদিন হইতে 'কায়স্থ' নাম বিখ্যাত হল ধরণীতলে।
ব্রাহ্মণ যাঁরে সম্মান করি তর্পণ করে গঙ্গা-জলে!

জগত-পূজ্য ভীষ্মবর্ম্মা উজল করিলা যাঁদের নাম,
তাঁরা ক্ষুদ্র শূদ্র হইয়ে রহিবে অধম ধরণীধাম?
আর ঘুমায়োনা দেখ আঁখি মেলি, কর আজি হ'তে সুদৃঢ় পণ;—
"ক্ষত্রিয় মোরা, নহি হীন জাতি",—যজ্ঞসূত্র কর গ্রহণ!!

—

তদনন্তর সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়। সভার গতবর্ষের নিরূপিত সভাপতি তারাশের কুমার শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় বাহাদুর অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে এবং শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা এম, এ, বি, এল মহাশয়ের অনুমোদনে ও প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে কৃষ্ণনগরের সরকারী উকিল রায় শ্রীযুক্ত বিশ্বান্তর রায় বাহাদুর এম, এ, বি,এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পূত শ্বেতপদ্ম তুল্য প্রফুল্ল আনন, সরলতা-ভরা পবিত্র মূর্ত্তি এবং সর্ব্বোপরি অতি বিনয় নম্র সম্ভাষণ উপস্থিত ব্যক্তিমণ্ডলীর নিকট অত্যন্ত প্রীতিদায়ক হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় তাঁহার চিরাভ্যস্ত অতি সুললিত অথচ মৃদু ওজস্বিনী ভাষায় সর্ব্বপ্রথমে করুণাময় শ্রীভগবানের নিকট মঙ্গলাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া কায়স্থ আদি পিতা শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের ও পূজনীয় ব্রাহ্মণগণের চরণ বন্দনা করত বারংবার তাঁহাদের কৃপা ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন তদনন্তর রাজরাজেশ্বর ভারত সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জের যুদ্ধ বিজয়ে আনন্দ প্রকাশ এবং আমাদের প্রিয়সম্রাটের একটি পুত্র অকালে পরলোক গমন করায়, তজ্জন্য শোক প্রকাশ করিয়া জগদীশ্বর সমীপে তাঁহার শান্তি প্রার্থনা করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বক্তৃতাদ্বারা

তারস্বরে সমস্ত কায়স্থ মণ্ডলীকে ক্ষত্রোচিত স্বধর্ম্মপালন এবং তদনুরূপ আচা
ব্যবহার প্রতিপালন চতুঃশ্রেণী মধ্যে আদান প্রদান সমগ্র ভারতবর্ষের কা
দিগের এক সমাজভুক্ত ও সকলের শাস্ত্রবিহিত সমান সদাচারী হওয়ার বি
হাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যয় সঙ্কোচ করার, এবং সমাজের সর্ব্বনাশকর প
প্রথার উচ্ছেদ সাধনের উপায়, দরিদ্র কায়স্থ বালক বালিকার শিক্ষা ও নিরা
সহায়হীনা কায়স্থবিধব্যদিগের সাহায্য করার জন্য বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা
স্থাপিত চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে অর্থের সংস্থান, কলিকাতা মহানগরীতে প্রকা
স্থলে কায়স্থ জাতির বীজ পুরুষ ভগবান শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের একটী মন্দি
প্রতিষ্ঠা এবং সভার কার্য্যালয় তৎসঙ্গে ধর্ম্মগ্রন্থ ও নানাবিধ পুস্তকাদি সংরক্ষ
জন্য লাইব্রেরীর গৃহাদি নির্ম্মাণের আবশ্যকতা, কায়স্থ মাত্রেরই উচ্চশি
বিশেষতঃ সংস্কৃত শিক্ষার বহুল প্রচার, হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত ও সময়োপযো
স্ত্রী শিক্ষার বিস্তৃতি, কায়স্থ স্ত্রী পুরুষ মাত্রেরই ক্ষত্রিয়ত্ব ব্যঞ্জক নাম ও উপা
ব্যবহারের বিশেষ কর্ত্তব্যতা, সমুদ্রযাত্রার আবশ্যকতা ও ব্যবহার্য্যতা, কা
সভার উদ্দেশ্যাবলী কার্য্যে পরিণত করিতে দেশব্যাপী আন্দোলনের জন্য সম
কায়স্থ প্রধান স্থানে শাখা সমিতির গঠন এবং সর্ব্বদার জন্য বেতনভো
সংখ্যাধিক প্রচারক নিয়োগের আবশ্যকতা কায়স্থ সমাজের একনিষ্ঠ হিতৈ
স্বর্গীয় মহাত্মাদিগের উপযুক্ত স্মৃতি সংরক্ষণ বিশেষতঃ কায়স্থসভার স্থা
বিষয়ে প্রত্যেক কায়স্থের মন প্রাণ নিয়োগের কর্ত্তব্যতা প্রভৃতি কায়স্থ সমাজে
উন্নতিকর এবং প্রকৃত মঙ্গলজনক অত্যাবশ্যকীয় নানা বিষয় সম্বন্ধে শাস্ত্র
যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সকলকে বিষদভাবে বুঝাইয়া দেন। সভাপতি ম
শয়ের বক্তৃতা শেষ হইলে সভার সুযোগ্য সম্পাদক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রন
বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দকে যথাযোগ্য সম্মান
সাদর সম্ভাষণ প্রীতি নমস্কার জানাইয়া স্নিগ্ধ গম্ভীর স্বরে তদীয় বক্তৃতা দ্বা
সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতা অন্তে কুমার শ্রীযুক্ত রাধিক
ভূষণ রায় বাহাদুরের প্রেরিত অভিভাষণ পাঠ করিলেন। উক্ত অভিভাষণে
মধ্যে মহামতি শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ কায়স্থ মহাত্মাদিগের রাজসম্মা
প্রাপ্তিতে সকলে অতীব আনন্দিত এবং সভার কতিপয় সভ্যের বিয়োগ সংবা
ব্যথিত হইয়াছিলেন।

অনিবার্য্য কারণে যাহারা সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সভার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জানাইয়া টেলিগ্রাম ও পত্র লিখিয়াছেন, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাহা পাঠ করিলেন। তন্মধ্যে মহারাজা স্যার গিরিজানাথ ঘোষ রায়বর্ম্মা, বাহাদুর কে, সি, আই, রায় কিরণচন্দ্র দত্ত রায় বাহাদুর, চাঁচড়ার কুমার সতীশকণ্ঠ রায়বর্ম্মা, দিনাজপুরের কুমার শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষবর্ম্মা, আসাম গৌরীপুরের রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর, কাকিনার রাজা মহেন্দ্র-রঞ্জন রায় বাহাদুর, কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বর্ম্মা বাহাদুর, বিক্রমপুর শেখরনগরের রায় শ্রীনাথ রায়বর্ম্মা বাহাদুর প্রভৃতি কায়স্থ সমাজের বিশিষ্ট গণ্যমান্য প্রধান অনেকেরই নাম শুনিলাম। ইহা দ্বারা বিশেষভাবে অনুমিত হয়, সভার প্রতি সমাজের শীর্ষস্থানীয় প্রত্যেকেরই যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আছে। তবে এখন আমরা ইহাও আশা করিতে পারি তাঁহারা সভার সংস্কার এবং সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করিয়া প্রকৃত কার্য্যের দিকে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা মহোদয় তদীয় মাতৃদেবীর আদ্যাকৃত্য শ্রাদ্ধকার্য্যের জন্য এবার সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সম্পাদকীয় কার্য্যবিবরণী ও গতবর্ষের আয় ব্যয়ের হিসাব সম্বন্ধে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বিশেষ গুরুতর একটী আপত্তি উত্থাপন করেন এবং ঐ বিবরণী যে তাহার সম্মতিতে মুদ্রিত হয় নাই তাহা প্রকাশ করেন। উহার ভিতরে আপত্তিকর যে সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা বাদ না দিলে তাঁহার নাম ঐ বিবরণীতে থাকা সম্বন্ধে তিনি প্রতিবাদ করায়,—কোন বিষয় আপত্তিজনক তাহা জানিবার জন্য সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয় উক্ত কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলেন;—তৎকালে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের নির্দ্দেশিত অংশ সম্বন্ধে উপস্থিত সভ্য-মহোদয়দিগের অধিকাংশেরই আপত্তির কারণ জন্মে। এমত সময় যশোহরের উকিল শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মিত্র মহাশয় ঐ সম্বন্ধে যাহা বলেন, তদুত্তরে নগেন্দ্রবাবু বলিলেন,—উক্ত কার্য্য বিবরণীতে উভয় সম্পাদকের নামের স্থলে তাঁহার নাম মুদ্রিত হওয়া সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তির কারণ আছে। কার্য্যবিবরণী মুদ্রিত হইবার পরে অবগত হইয়া তিনি এ বিষয় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন,

উত্তরে সম্পাদক শরৎবাবু তাঁহাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন উক্ত প
তিনি এস্থলে পাঠ করেন। অনেক আন্দোলনের পর জানা গেল গত কা
নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে ঐ কার্য্যবিবরণী যথোচিতভা
আলোচিত না হইয়া মুদ্রিত হওয়ায় এমত ঘটিয়াছে। এই সমস্ত নানা কার
মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ১৩২৫ সালের সম্পাদকী
কার্য্যবিবরণী সভায় গৃহিত হইল না।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সুবক্তা শ্রীযুক্ত সরলচ
ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয় তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় নানা শাস্ত্রযুক্তি ব্যবহারা
দ্বারা কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করেন। আচারাদির বৈলক্ষণ্য বি
সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন এবং যজ্ঞোপবীত গ্র
করিবার জন্য কায়স্থ মাত্রকেই উদ্বোধিত করেন। তাঁহার অমিয়মা
সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রভাবে উপস্থিত জনমণ্ডলী অত্যন্ত মোহি
হইয়াছিলেন। রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হয়।

সভা ভঙ্গ হইবার সময় নড়াইল ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত হৃদয়কৃষ্ণ দা
বি, এল মহাশয় প্রস্তাব করেন,—বক্তৃতা দ্বারা সাময়িক ক্ষণিক কালের জ
লোকের চিত্তকে উত্তেজিত করিয়া থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাতে স্থা
ফল এবং লোকের যথার্থ অনুভূতি হয় বলিয়া তাহার আদৌ বিশ্বাস নাই
কোন স্থানে উভয় পক্ষ উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন ও উত্তরচ্ছলে বাদানুবাদ দ্বা
মনের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারিলে অতি সহজেই সুফল হইতে
পারে। অতএব তিনি ইচ্ছা করেন আগামী কল্য প্রাতে তাঁহাদে
নড়াইল বাটীর সভাপণ্ডিত পূজ্যাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার স্মৃতিতীর্থ এবং ইষ্টদে
গঙ্গারামপুর নিবাসী পূজনীয় নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয়কে লইয়া তাহা
সকলে আসিবেন। বিচারের দ্বারা তাঁহাদের পক্ষের বিরুদ্ধমত খণ্ডিত হই
সুমীমাংসা হইলে তাঁহাদের মনের অন্ধকার দূরীভূত হইতে পারে এবং অচিরা
তাঁহারা ক্ষত্রোচিত আচার ও উপনয়ন গ্রহণ করিতে পারেন! এ
প্রস্তাব সভাপতি রায় বাহাদুর ও সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় এ
কায়স্থের উপবীত গ্রহণের সমর্থনকারী পূজনীয় অধ্যাপকগণ সর্ব্বান্তঃকর

স্বীকৃত হইয়া তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী আগামী কল্য প্রাতঃকালে প্রস্তুত হইয়া আসিবার জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করেন।

৬ই বৈশাখ তারিখে সায়ং সন্ধ্যোপাসনা শেষ করিয়া জলযোগান্তে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় আমরা সকলে জমিদার মহাশয়ের বহির্বাটীস্থ দ্বিতলের সুসজ্জিত বৈঠকখানা গৃহের বিস্তীর্ণ হলে সম্মিলিত হইলাম। এথায় মফঃস্বল হইতে আগত প্রতিনিধি এবং স্থানীয় ও অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যবৃন্দের উপস্থিতিতে ও সভাপতি রায় বাহাদুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমাখনলাল ধরবর্ম্মা।
কায়স্থ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচারক।

নেত্রোপণ শলাকা। (ক)

বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের অন্যতম সুহৃদ, কায়স্থ সভার হিতৈষী বন্ধু, ফরিদপুর প্রচার সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহাশয় 'কালীপ্রসন্ন বাবুর পক্ষপাত' শীর্ষক এক প্রবন্ধ গত চৈত্রসংখ্যা 'কায়স্থ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত করিয়াছেন, ইহা ফাল্গুনের প্রতিভায় শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক লিখিত "প্রচারের আবশ্যকতার" প্রতিবাদ। কালীপ্রসন্ন বাবুর 'ক্ষুদ্র' প্রবন্ধের ইনি যে উদার প্রতিবাদ লিখিয়াছেন তাহাতে "দল বিশেষের পক্ষপাত করিবার জন্যই .....বিনানুসন্ধানে শ্রুত বাক্যের সাহায্যে অপবাদ রটনা" ইত্যাদি অনেক

(ক) "কায়স্থ-পত্রিকার চৈত্রসংখ্যায় প্রকাশিত "কালীপ্রসন্নবাবুর পক্ষপাত" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ অনুগ্রহ করিয়া উহার সহিত মিলাইয়া পড়িবেন।

লেখক।

কথা লিখিয়া তাঁহাকে অসত্যবাদী স্থির করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মাপ চাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়া উদারতার পরিচয় ও 'ক্ষুদ্র' প্রবন্ধ প্রত্যাহার করিতে প্রত্যাদেশ দিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন বাবু কায়স্থ সভার বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিয়া যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন। ইহাতে তাহার কোনই স্বার্থ নাই। তিনি কায়স্থ সভার সম্পাদক পদের ভিখারী নহেন, কিংবা তাঁহার পুত্র বা পৌত্র আদিকে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া এই প্রবন্ধ লিখেন নাই। সভার প্রকৃত হিতৈষিগণ স্বার্থশূন্য ভাবে যে মত প্রচার করিতেছেন ইনি তাহার প্রতিধ্বনি করিতেছেন মাত্র। সভাতে ঠিক দুইটা দল হয় নাই। দুইটা মত হইয়াছে। একটী স্বার্থ বিজড়িত অপরটী স্বার্থশূন্য। একটী সাধারণের সভাকে মৌরসী পাট্টা করিতে চাহেন—কতকটা করিয়াছেন; অপরটী সাধারণের জিনিষে সাধারণের অধিকার ঘোষণা করিতেছেন। এই গণতন্ত্র বাদের দিনে আত্মতন্ত্র চলিতে পারে না, চলিবে না। সকলকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া আজ ১০ বৎসর কাল যে সভা হামবড়া তন্ত্র চালাইয়া আসিয়াছে ইহা তাহারই প্রতিক্রিয়া অবজ্ঞা রূপ বিষ ভক্ষণের স্বাধিকার ভ্রষ্টরূপ বিষময় ফল। ইহার জন্য দুঃখ করলে কি হইবে? যিনি এ বিষ স্বেচ্ছায় ভক্ষণ করিয়াছেন, ফল তাহাকে অবশ্য ভুগিতে হইবে। দশবৎসর সভার সম্পাদকতা করিয়া কায়স্থজাতির বিশেষত্ব ভদ্রতা যিনি আজ অবধি শিখিলেন না তাহার আর সামাজিক সভায় সে দগ্ধমুখ যত প্রকাশ না হয় ততই মঙ্গল! তাহার বাড়ীতে কোন ভদ্রলোক যাইলে বসিতে বলার শিষ্টাচারটাও তিনি আজ অবধি শিখেন নাই। সভা সংক্রান্ত বিষয় লইয়া কয়েকবার তাহার নিকটে গিয়া এ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। কর্ম্মাধ্যক্ষ উপেন বাবুকে এ কথা বলায় তিনি বলিয়াছিলেন—"উনি বেশী কথা কন না, ঐ রূপ ভাবেই থাকেন। কিন্তু নিজের স্বার্থ রক্ষা করিতে পরের নাম দিয়া ত বেশ বাক্‌যুদ্ধ করিতে পারেন।

"আমার মতে পৈতাটা স্নান করিয়া জপ করিবার সময় প্রয়োজন,—যেমন তুলসীর মালা প্রভৃতি একথা একদিন তাহার শ্রীমুখ হইতে বাহির হইয়াছিল। বেশী দিনের কথা নয়—তখন তাঁহার বাটী মেরামত হইতেছিল।

তিনি তাঁহাদের বাটীর পূর্ব্ব দিকের ও আস্তাবলের পশ্চিম দিকের বড় ঘরে, (যে ঘরে কয়েকটী আলমারী মধ্যে Law reports পুস্তক ছিল) বসিয়াছিলেন সেই ঘরে প্রবেশ করিবার পথে একগাদা সুরকী ফেলা ছিল। গৃহের মধ্যে তাঁহার কয়েক জন খেলুড়ে বন্ধু (tennis player) বসিয়াছিলেন এবং ২।৩ জন ছোকরা দরজার নিকট দাঁড়াইয়া দুএকটী ইংরাজী বহি চাহিতেছিলেন। গৃহের অপর অংশে তাঁহার কন্যা শিক্ষকের নিকট পড়িতেছিলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার বন্ধুদিগের মধ্যে দাঁড়ি গোপ কামান এক হৃষ্ট পুষ্ট যুবক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, তাঁহার হাতে একটি ছড়ি ছিল এবং তিনি ঘাড় বাকাইয়া চেয়ারের উপর বসিয়া কথা কহিতেছিলেন, মাঝে মাঝে নস্য লইতেছিলেন; তাহার পরণে কালাপাড় ধুতি, গায়ে ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবীর মধ্য হইতে ভিতরকার মিহি গেঞ্জির শোভা বাহির হইতেছিল, পায়ে সাদা লপেটা জুতা এবং চাদরটী খুলিয়া বুক দিয়া পিঠ বেষ্টন করিয়া দেওয়া ছিল কথার ভাবে তাঁহাকে উদার প্রকৃতির ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে হইল। তাঁহার দক্ষিণে একজন গৌরবর্ণ ভদ্রলোক ছিলেন কোন জাতি বুঝিতে পারি নাই। তবে তাঁহার গোপ কিছু বড়—সাধারণ লোকের মত নহে, এবং স্মরণ হয় তাহার মস্তকের সম্মুখ দিকে টাক ছিল। আমি ঘরে ঢুকিয়া ১০।১২ মিনিট দাঁড়াইয়া রহিলাম, তাহাদের বাক্যালাপ চলিতে লাগিল, সেই বাক্যালাপের মধ্যে শরৎ বাবু যখন পৈতাটা তুলসি মালার মত জপ করিবার সময় প্রয়োজন এই অভিমত প্রকাশ করিলেন তখন আর আমার সেখানে থাকিবার ইচ্ছা হইল না এবং শরৎ বাবুকে আমার প্রয়োজনীয় ২।১ টা কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন "আফিসে উপেন বাবু আছেন।" তাহার নিকট জানিয়া লউন আমি আফিসে গিয়া উপেন বাবুকে দেখিলাম না। একটি বালক পড়িতেছিল, সে বলিল উপেনবাবু বাসায় গিয়াছেন এখনি আসিবেন। আমি আর একদিন আসিব বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বাবু যাহা শ্রুতবাক্য বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহা মিথ্যা নহে। এবং তাহার মত লোকে বিনানুসন্ধানে কোন শ্রুতবাক্যের

সাহায্যে অপবাদ রটনা করিবেন ইহা প্রচার সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের লেখনী হইতে বহির্গত হইতে পারে ইহা আমাদের জানা ছিল না। কায়স্থ সভার সম্পাদক বাবু প্রচারের বিরোধী নহেন এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। তিনি স্বয়ং অনেক বার বলিয়াছেন 'প্রচারের আবশ্যকতা' নাই *"Example is better than Precept"* সাধারণে টাকা দিয়া প্রচার করে করুক, সভার ব্যয়ে প্রচার করিবার আবশ্যক নাই ইহাই তাহার সম্পাদকীয় মত। কায়স্থ-পত্রিকা এবং সভার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহা প্রমাণ করিতে দেরী হইবে না। তবুও কি তাহার খোসামুদী করিবার জন্য স্বীকার করিতে হইবে তিনি প্রচার বিরোধী নহেন। যদি বেতন ভোগী প্রচারক সমর্থন না করেন? তবে নিজেও তাঁহার অধীন কর্ম্মাধ্যক্ষকে দিয়া প্রচার করেন না কেন? এবং স্বেচ্ছা প্রচারক যদি কেহ হন তাঁহার পাথেয় রাহাখরচ ও সভ্যাবাদ কমিশন কাটিয়া ছাটিয়া এখন দুর্ব্ব্যাবহার করেন যাহাতে আত্মসম্মান সম্পন্ন কোন ভদ্রসন্তান নিজের মান বাঁচাইয়া পলাইতে বাধ্য হন! নিজেরা প্রচার করিতে পারি না, স্বেচ্ছায় কেহ প্রচারে ব্রতী হইবেন তাঁহাকে তাড়াইবার ব্যবস্থা করিব। এবং বেতনভোগী প্রচারকও সমর্থন করিব না অথচ সভার ৩।৪ হাজার টাকা আয় বাৎসরিক ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করিব এই ত তাঁহার দশ বৎসরের কার্য্যকালের নমুনা। রায় বিনোদবিহারী বসু মহাশয় উপবীতী হন নাই সত্য কিন্তু তাঁহার স্বার্থশূন্যতা ও স্বজাতি প্রীতি সভায় পৈতাধারী ভ্রাতাদের শিক্ষা করিতে এখন বহুজন্ম অতিবাহিত হইবে। যাহারা পৈতার মধ্যে ব্যবসা ও স্বার্থ দেখে, নিদ্রাভঙ্গে নীচে আসিলে চাকরে বিছানা হইতে পৈতা আনিয়া দেয়, পৈতা সাবান দিয়া পরিস্কার করেন এবং কাহারও বা সহধর্ম্মিণী স্বামীর নিদ্রিতাবস্থায় কাঁচি দিয়া পৈতা কাটিয়া দিয়া রসিকতার চূড়ান্ত করেন এ প্রকার পৈতাধারীও কায়স্থ সভার চিড়িয়াখানায় বিরল নহে। পৈতাধারীদের এই প্রকার হীন আদর্শই কলিকাতার বিশিষ্ট কায়স্থ সমাজে উপনয়ন প্রথা প্রবর্ত্তনের অন্তরায় হইয়াছে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীফণীভূষণ রাহা বর্ম্মা

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক পত্রিকা।

১২শ খণ্ড { জ্যৈষ্ঠ মাস ১৩২৬ সাল। } ২য় সংখ্যা

কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে— পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের মত।

(পঞ্চবিংশ বৎসরের পুরাতন)

বাঙ্গলা দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে আজি কালি কায়স্থের পৈতার শত্রু বড় অধিক নাই। যাঁহারা আছেন তাঁহাদের মধ্যে ভট্টপল্লীর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন একজন প্রধান, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তর্করত্ন মহাশয়ের বর্ত্তমান মত ঠিক কি, তাহা আমরা জানি না। মুখে যাহাই বলুন, মনে মনে তিনি কিন্তু কায়স্থকে বড় ভালবাসেন। "কায়স্থ" বঙ্গবাসীর সহিত অতিশয় গাঢ় বন্ধুত্ব-বন্ধনে তিনি বদ্ধ। যদি তিনি কায়স্থকে মনে প্রাণে 'শ্মশান সদৃশ শূদ্র' বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহা হইলে কখনই এত অধিককাল এরূপ গভীরভাবে বঙ্গবাসীর সহিত আত্মীয়তা করিতে পারিতেন না। পণ্ডিত মহাশয় নিশ্চয়ই বঙ্গবাসীর অন্নকে 'শূদ্রান্ন' এবং বঙ্গবাসীর সম্পর্ককে 'শূদ্র সম্পর্ক' বলিয়া মনে করেন না।

তবে কিনা, কোন বিষয়ে মনে প্রাণে বুঝা এক কথা, আর তাহা দেশের বা দশের কাছে মুখ খুলিয়া স্বীকার করা অন্য কথা। আবার 'জেদ' আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে কত 'বৃহস্পতির' ও মাথা বিগড়াইয়া যায়। যদি বা তর্করত্ন মহাশয় তর্ক অথবা জেদের বশে কখনও কখনও কায়স্থ 'শূদ্র' বলিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার মনের কথা নহে। তাঁহার প্রাণের আসল কথা ঐ পৈতা-ভীতি। কায়স্থ ক্ষত্রিয় অথবা যাহাই হউন, তাঁহার কিছুমাত্র আপত্তি নাই,—কিন্তু কায়স্থের গলায় পৈতা দেখিলেই, তাঁহার চঞ্চল হইয়া উঠে। বাঙ্গালা দেশের আপামর সাধারণের মনের যে কুসংস্কারেই পণ্ডিত মহাশয়ের মানসিক উত্তেজনার কারণ। কায়স্থ শুধু ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়,—তাহা হইলে ভাটপাড়ার এই পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে আনন্দে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইবেন। হায়রে পৈতা,—তুমিই ত যত অনিষ্টের মূল! তুমিই যে এই কলিযুগে ব্রাহ্মণত্বের শেষ নিদর্শন ছিলে।' মহর্ষি পরাশর যে সত্যই বলিয়াছিলেন—

"কলিকালে ব্রহ্মসূত্রমেব বিপ্রত্বহেতুঃ॥" ৮০॥ বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ, ২৪শ অধ্যায়

এবং এই জন্যই যে কলির ব্রাহ্মণ

"ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতিব্রহ্মসূত্রেণগর্ব্বিত॥" অত্রিসংহিতা।

ব্রাহ্মণ্যের এমন একমাত্র সনাতনের চিহ্নস্বরূপ সূত্রগাছটি কায়স্থ কাড়িয়া লইতে চাহিলে কোন্ কৃতীর কোপ না হয়?

অবান্তর কাহিনী ছাড়িয়া এখন আসল কথা পাড়ি। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১২৯৮ বাঙ্গলা সালে সুতরাং পূরা সাতাইশ বৎসর আগে,—"বঙ্গবাসীর সর্ব্বস্ব" পরলোকগত যোগেন্দ্রনাথ বসুজ "জন্মভূমি" নামক মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। এখনকার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় তখন বঙ্গবাসীর কম্পোজিটার অথবা মুদ্রাকর ছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় চিরকালই বঙ্গবাসীর বিশেষ সুহৃদ,—তিনিও এই "জন্মভূমি" পত্রিকায় সাহিত্য-ধর্ম্ম-ইতিহাস-জাতিতত্ত্ব-কাব্য-ন্যায় ইত্যাদি ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ক প্রস্তাব বা প্রবন্ধ ছাপাইতেন। ঐ সময়ে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ রায়সা

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুজ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের বিশ্বকোষের কয়েকখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। "বিশ্বকোষে" "কায়স্থ" নামে একটী নাতিদীর্ঘ প্রস্তাব প্রকাশিত হইলে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তর্করত্ন মহাশয় "জন্মভূমি" পত্রিকায় উহার একটি আলোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। "জন্মভূমি" পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষে ১২৯৯ অষ্টম এবং নবম সংখ্যায় (শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসের ২ সংখ্যা কাগজে) এই আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা "জন্মভূমি"র জন্ম হইতেই গ্রাহক ছিলাম,—আজও একখণ্ড বাঁধান কাগজ আমার নিকট রহিয়াছে। জন্মভূমির এই ছাব্বিশ সাতাশ বৎসরের পুরাতন প্রবন্ধ হইতে পণ্ডিত মহাশয়ের পুরাতন কথা প্রতিভার পাঠক-পাঠিকাগণের প্রত্যক্ষে উপনীত করিতেছি। আশা করি পুরাতন কথায় কাহারও অপ্রীতি হইবে না।

পণ্ডিত তর্করত্ন মহাশয় অতি করুণস্বরে, কাতরভাবে কহিয়াছেন,—

"ঐ দেখ,—ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিতেছেন; প্রসিদ্ধ যুগী জাতি ত্যাগী হইয়া ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র লইতেছে। দু'দশ জন কায়স্থও উপনীত হইয়াছে। এদিকে ব্রাহ্মণের দল যতই যজ্ঞসূত্র ফেলিবেন, অপর জাতির মধ্যে যজ্ঞসূত্র লইবার ততই ধুম পড়িয়া যাইবে, সুবর্ণ-বণিক কৈবর্ত্ত প্রভৃতির আয়োজন দেখিয়াও বেশ বুঝা যাইতেছে। পরন্তু এই যজ্ঞসূত্র ব্যাপারেই বেশ বিবাদ বিপ্রতিপত্তি বর্ত্তমান। এক প্রবল পক্ষ,—এই নবসূত্রধারীদিগকে শাস্ত্র ক্ষমতায় দণ্ডিত ও ইহাদিগের গলসূত্র ছিন্ন করিতে চাহেন; অপর পক্ষ সমর্থনে অগ্রসর। সমর্থকপক্ষ, অন্য জাতির পক্ষে দুর্ব্বল; কায়স্থ জাতির পক্ষে অনেকটা প্রবল। ৪৯০ পৃষ্ঠা,৮ম (শ্রাবণ) সংখ্যা, ২য় বর্ষ (১২৯৯) জন্মভূমি। উদ্ধৃত অংশে, পাঠক মহাশয় পণ্ডিত মহাশয়ের কোপ টুকু লক্ষ্য করিবেন, ব্রাহ্মণের বেলায় পৈতার নাম 'যজ্ঞোপবীত' ও 'যজ্ঞসূত্র' কিন্তু অন্যের বেলায় 'গলসূত্র'। ব্রাহ্মণ ত্যাগ 'করিতেছেন' আর কায়স্থ উপনীত 'হইতেছে'। বুঝনা—ব্রাহ্মণ বামুন, আর কায়স্থ হইতেছে কায়েত কিনা—শূদ্র! তবু যে উত্তর বঙ্গ এবং কামরূপ রাজ্য নিবাসী 'রাজবংশী'গণ পৈতা লওয়া ত্যাগ করেন নাই,—তাহা হইলে এই আক্ষেপ আরও করুণ

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুজ মহাশয়ের "বিশ্বকোষের" "কায়স্থ" প্রবা পরে পরিবর্দ্ধিত কলেবরে 'কায়স্থের বর্ণ-বিনির্ণয়' আখ্যা লইয়া প্রকা হইয়াছে, এবং পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই ঐ পুস্তকের সহিত সুপরি সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু যে সময়ে বিশ্বকোষের প্রবন্ধ লিখিয়াছি সেই সময়ে তাঁহার হৃদয়ে প্রক্ষিপ্তবাদের প্রভাব বড় প্রবল ছিল এবং সেই কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক অনেক পৌরাণিক প্রমাণকেই তিনি 'প্র ভাবিয়া সন্দেহের চক্ষুতে দেখিয়াছেন। ভগবানের দয়ার পরে তাঁহার এই সম্পূর্ণ না হউক, অনেকটা, দূর হইয়াছিল এবং তিনি বুঝিতে পারিয়াছি যে পৌরাণিক অনেক ব্রাহ্মণ 'প্রক্ষিপ্ত' না হইয়া বরং 'উৎক্ষিপ্ত' হইয়া যাহা হউক, মূল প্রমাণের মূল্যের উপর নিজেই সন্দিগ্ধ থাকায় নগেন্দ্রবা 'কায়স্থ' প্রস্তাব তেমন জোরদার হয় নাই; তথাচ উহাতে অনেক উপা সংগৃহীত হইয়াছে। পণ্ডিত তর্করত্ন মহাশয় ঐ প্রস্তাব পাঠ করিয়া নিম্নলি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের প্রদত্ত পুরাণস প্রমাণাবলীর আলোচনা মুখে পণ্ডিত মহাশয় বলিতেছেন,—

"তৃতীয় প্রমাণটিই (ক) প্রকৃত প্রমাণ বলিয়া গণ্য। কায়স্থ যে উ ক্ষত্রিয় জাতি, তাহা এই তৃতীয় প্রমাণ দ্বারা স্থির হইয়াছে।" ৫০২ পৃষ্ঠা—(শ্রাবণ) সংখ্যা, ২য় বর্ষ (১২৯৯) জন্মভূমি।

উদ্ধৃত অংশ অতি ক্ষুদ্র বটে,—কিন্তু বড় গুরুভার। পণ্ডিত তর্ক কায়স্থকে উত্তম ক্ষত্রিয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এখনও কি তিনি পুরাতন মতে স্থির আছেন?

(ক) এই প্রমাণ সেই সর্বজন সুবিদিত পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ডের কায় পত্তির উপাখ্যান,—যাঁহাতে ব্রহ্মার মুখে, চিত্র ও বিচিত্র নামক ভ্রাতৃযুগ সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—

অনেক ব্যবহারস্থাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তি তত্রৈব।
তেষামুত্তমতাং যায়াৎ কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ॥
ভবন্তৌ ক্ষত্র বর্ণস্থৌ দ্বিজন্মানৌ মহাশয়ৌ।
কৃতোপবীতিনৌ স্যাতাং বেদশাস্ত্রাধিকারিণৌ॥"

ইত্যা

পণ্ডিত মহাশয় পুনশ্চ বলিয়াছেন,—

"কায়স্থ জাতি যে ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত, তাহা অনেক দেশের ব্যবহারাদি দ্বারাও জ্ঞাত হওয়া যায়।" ৫০৫ পৃষ্ঠা শ্রাবণ সংখ্যা, জন্মভূমি, ১২৯৯।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ক্ষত্রিয়ত্বের বিরুদ্ধে পণ্ডিত মহাশয়ের কোনও রাগ নাই, তাঁহার যত কোপ ঐ পৈতার উপর।" সর্ব্বনাশ কায়স্থের গলায় যজ্ঞোপবীত! মা বসুন্ধরে সর্ব্বংসহে,—তোমার আর পৃথিবীতে মুখ দেখাইয়া লাভ কি?—এই প্রকার কোপ ও আক্ষেপ প্রায় সমস্ত কলির ব্রাহ্মণেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। পরশুরাম পৃথিবীতে একটীও ক্ষত্রিয় রাখেন নাই,—মহাপদ্মনন্দী আবার তাহার উপর অখিল ক্ষত্রিয় কুল ভক্ষণ করিয়াছেন,—ইত্যাকার ঠাকুরমার উপকথা কেবলই ঐ সর্ব্বনেশে পৈতার কথা চাপা দিবার জন্য। এই ত অবস্থা; অথচ ঠাকুরেরা এখনও বাঙ্গলা পত্রের পৃষ্ঠে ৭৪৷৷০ অঙ্ক দিতে ছাড়েন না। ঐ ৭৪৷৷০ অঙ্ক যে আকবর (মতান্তরে আলাউদ্দিন) কর্তৃক চিতোর ধ্বংসকালে নিহত ক্ষত্রিয়বীরের পৈতার ওজনের অঙ্ক (৭৪৷৷০ মণ) তাহা কি তাঁহারা জানেন না? জানেন সব,—কিন্তু গরজ বড় বালাই। কায়েতের গলায় পৈতা দেখিলেই রাগে যে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া যায়! তখন ন্যায়, অন্যায়, শাস্ত্র সব গোল্লায় যায়। তাই তিনি বলিয়াছেন,—

"কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত হইলেও বহুকাল হইতে দ্বিজোচিত সংস্কার বর্জ্জিত; তবে পশ্চিমে কায়স্থেরা গলায় একটি সূতা দেয় বটে। বাঙ্গলার শাস্ত্র-শ্রবণ-পরায়ণ ধার্ম্মিক কায়স্থগণ অকিঞ্চিৎকর বিবেচনায় তাহাও ত্যাগ করিয়াছেন।" ৫২৮ পৃষ্ঠা, ভাদ্রসংখ্যা জন্মভূমি, ১২৯৯।

হায় দুর্দ্দৈব! এতদিনে বাঙ্গলার কায়স্থেরাও অশাস্ত্র শ্রবণপরায়ণও অধার্ম্মিক হইয়া কিঞ্চিৎকর বিবেচনায় গলায় একটা সূতা দিতেছে বটে! শ্রীযুক্ত তর্করত্ন মহাশয় এখনও তাহা নিজ চক্ষুতে দেখিতেছেন, আর দু'দশ জন নহে, সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ কায়স্থ উপনীত হইতেছে! হায় বঙ্গদেশ,—ধর্ম্ম কি তোমার বক্ষ হইতে অন্তর্হিত হইল! বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণাদিতে কলিকালের যে লক্ষণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে,—সত্যই কি তাহার ব্যতিক্রম হইল! আ!! র কি বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ একত্র হইয়া

ভারতের চির পবিত্র চির সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"ধর্ম্ম রক্ষতি ধার্ম্মিকম্"। ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করে। চিরকাল ভারতের নরনারী 'যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ' শুনিয়া আসিয়াছে,—চিরকাল শুনিবে। মানুষের ধর্ম্মই মনুষ্যত্ব। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ত্ব। উপনয়ন, সাবিত্রীগ্রহণ, বেদপাঠ, ব্রহ্মচর্য্য, এ সকলই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। ক্ষত্রিয় থাকিবে অথচ তাহার উপনয়ন নাই, সাবিত্রী নাই, বেদপাঠ ব্রহ্মচর্য্য নাই,—এ অতি অস্বাভাবিক কথা। পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন প্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্মণ এই অস্বাভাবিকতাই বজায় রাখিতে অভিলাষী। তাঁহারা বলেন কায়স্থ ক্ষত্রিয় বটে, কিন্তু তাহাদের পক্ষে শূদ্রের মত থাকাই ভাল। বনের পশু সিংহ অথবা ব্যাঘ্রকে যদি কেহ বলে,—"তুমি সিংহ অথবা ব্যাঘ্র বটে, কিন্তু আজকাল তোমার ছাগ মেষের মত থাকাই ভাল,"—তাহা হইলে সে কি উত্তর দেয়? নিশ্চয়ই সে সেই নির্ব্বোধ উপদেশকের ঘাড় ভাঙ্গিয়া দেখাইয়া দেয় যে স্বধর্ম্ম পালনই ধর্ম্ম বর্জ্জন নহে। কি আশ্চর্য্য,—যাঁহারা কথায় কথায় স্বধর্ম্ম প্রতিপালনের উপদেশে লোকের কর্ণকুহরে তালা ধরাইয়া দেন,—তাঁহারাই কিনা কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াও মনে প্রাণে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিয়াও বলেন,—

"ক্ষত্রবংশীয় উত্তম কায়স্থদিগেরও উপনয়ন সংস্কার হওয়া উচিত নহে।"
(৫২৯ পৃষ্ঠা, ভাদ্রসংখ্যা জন্মভূমি ১২৯৯)

নীতিশাস্ত্র সত্যই বলিয়াছেন,—

"স্বার্থী দোষং ন পশ্যতি।"

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ

দৈবের অকিঞ্চিৎকরতা।

পরমজ্ঞানী মহর্ষি বশিষ্ঠ দেব, যোগবাশিষ্ঠে তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীরামচন্দ্রকে, পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন যে, হে রাম! দৈবের কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট আকার, কর্ম্ম অথবা পরাক্রম নাই। দৈবস্পন্দবিহীন, এবং উহা মিথ্যা বা জ্ঞানরূপে কেবলমাত্র অজ্ঞান লোকদিগের চিত্তেই বাস করিয়া থাকে। এইরূপে এই কর্ম্মের অনুষ্ঠানে এইরূপ ফল লাভ হয়, স্বকার্য্যের ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে, ইত্যাকার জ্ঞানকেই দৈব বলে। তাদ্ভিন্ন দৈব আর কিছুই নহে। যে সকল অজ্ঞ ও অসার ব্যক্তির কিছুমাত্রও জ্ঞানের সঞ্চার নাই, কেবল সেই সকল নিতান্ত নির্ব্বোধ লোকেই,—রজ্জুতে সর্পের ন্যায়,—দৈবের অস্তিত্ব স্বীকার করে। বর্ত্তমান সৎকার্য্য যেমন পূর্ব্বকৃত দুষ্কার্য্য প্রতিচ্ছন্ন অর্থাৎ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, ঐহিক পুরুষার্থও সেই প্রকার প্রাক্তন কার্য্য বিনষ্ট করিয়া ফেলে। অতএব যত্ন সহকারে পুরুষকার প্রয়োগে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। মূঢ়দিগের কল্পিত দৈব যদ্যপি সত্যও বলবান হয়, তাহা হইলে, দৈববলে দেহ দগ্ধ হইবে না, এই প্রকার অবধারণ করিয়া, মূর্খেরা কেন অনলাভ্যন্তরে প্রবেশ না করে? দৈবই যদি সকলের কর্ত্তা হয়, তবে চেষ্টা করিবার আর আবশ্যকতা কি নিমিত্ত? লোকে নিশ্চিন্তমনে নিজ গৃহে উপবেশন করিয়া থাকুক, দৈবই তাহার পান, ভোজন, স্নান ও দান প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যের সমাধান করিবে। দৈবই যদ্যপি সমস্ত বিষয় সম্পন্ন করে, তবে অন্যের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি? দৈবই তাহাদের উপদেশ ও শিক্ষা দিবে।

মহর্ষি ইহার পর রামকে উপদেশ দান কল্পে কহিয়াছেন—হে বৎস রাম! ইহ সংসারে মৃত ব্যতীত অপর কাহাকেই স্পন্দনশূন্য দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং কার্য্য না করিলেও ফল প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই। লোকে অগ্রে হস্ত-পদাদি পরিচালনা করিয়া আহার সংগ্রহ করে; তবে ভোজন করিতে পায়। ইহাই পুরুষকারের প্রত্যক্ষ ফল। দৈবের ফল একেবারেই অসম্ভব। কেন না, দৈব নিজে অক্ষম ও অপদার্থ। সেই নিমিত্ত অশেষ অনর্থময় দৈবকে পরিত্যাগ

করিয়া অর্থময় পরমপদার্থ পুরুষকার আশ্রয় করাই সর্ব্বদা শ্রেয়ঃ কল্প। কার্য্যের কারণগুলি বিদ্যমান থাকিলেও, হস্তপদাদি চালনা করিয়া এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। পুস্তক থাকিলেই বিদ্যালাভ হয় না, উহা অধ্যয়ন করিতে হয়। লেখনী রহিলেই লেখা হয় না, হস্তপরিচালনপূর্ব্বক লিখিতে হয়। দৈবের প্রতি সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর থাকিলেও সেই সকল কার্য্য কদাপি সম্পন্ন হইবে না। এই আমি উপবেশন করিয়া আছি, দৈব আমাকে অন্যত্র বসাইয়া দিক্, দেখি। ফলতঃ আমি স্বয়ং হস্তপদাদি চালনাপূর্ব্বক স্বয়ং গাত্রোত্থান না করিলে আমাকে এই স্থান হইতে উঠাইয়া দেয়, দৈবের এইরূপ ক্ষমতা কোথায়? অতএব সকলের পুরুষকার অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। দৈব কিছুই নহে, এবং উহা নিরাকার আকাশবৎ। দৈবের সহিত কাহারই কোনরূপ সম্পর্ক নাই। দৈবনামে বাস্তবিক কোন পদার্থ থাকিলে অবশ্যই তাহা জনসাধারণে দেখিতে পাইত বা বুঝিতে পারিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে,—দৈব' কেবল একটা অলীক শব্দ মাত্র; উহা কোন বস্তুই নহে। যেমন অশ্বডিম্ব, খপুষ্প, কূর্ম্মলোম ইত্যাদি। দৈব যদ্যপি সকলের নিয়োগ কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে দৈবই সকল করিবে, এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে সকলে শয়ন করিয়া থাকুক না কেন? দৈবই আমার সকল করিতেছে, ইত্যাকার জ্ঞান প্রবোধ মাত্র; উহা পরমার্থজনক উপদেশ নহে।

হে রাম! মূঢ়গণ কল্পিত দৈবে আসক্ত হইলে পরিণামে তাহাদের বঞ্চনা মাত্র সার হয়। কিন্তু পুরুষার্থে নির্ভর করিলে তাহাদিগের পরমপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। পরাক্রান্ত, পণ্ডিত এবং প্রাজ্ঞবান্ ইহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি উদরের পরতন্ত্র? কালজ্ঞ পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া যাহাকে দীর্ঘায়ু ও অবশ্য পণ্ডিত হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সহসা মস্তক ছিন্ন হইলে যদি সেই দীর্ঘায়ু পুরুষের মৃত্যু না হয় এবং অধ্যয়ন না করিলে যদি সেই ব্যক্তি বিদ্যালাভ করিয়া পরম পণ্ডিত হয়, তাহা হইলে দৈবের প্রাধান্য ও উৎকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে পারা যায়। হে রাম! দেখ বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও পৌরুষবলে ব্রহ্মর্ষি হইয়াছেন এবং আমরাও পুরুষকার সহায়ে মহর্ষি ও বিমানচারী হইয়াছি। দানবগণ দৈব ত্যাগ করিয়া পুরুষাকার অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাধান্য লাভ করিলে দেবগণ উৎকৃষ্ট পৌরুষবলে তাহাদিগকে পরাস্ত করেন। এইরূপ বংশের করস্তক যে জল ধারণ করে, পৌরুষই তাহার হেতু; দৈব তাহার কারণ নহে। ধনোপার্জ্জন, পোষ্য

পোষণ ও পরপীড়ন প্রভৃতি কোন কার্য্যেই দৈবের কিছুমাত্রও ক্ষমতা নাই। অতএব হে রাঘব! তুমি কল্পনাময় অকরণ দৈবকে দূরে পরিহার ও পরমার্থ প্রাপ্তির হেতুভূত পুরুষার্থের আশ্রয় গ্রহণ কর।

রাম কহিলেন,—ব্রহ্মণ্! দৈব যদি কোন কার্য্যেরই নহে, তাহা হইলে মানুষে যাহাকে দৈব বলে, তাহা কিরূপ?

বশিষ্ঠদেব উত্তর দিলেন,—হে রাম! দৈবনামে কোন পদার্থ নাই। জ্ঞানবিহীন, অলস ও উদ্যোগহীন মূঢ়েরাই মনকে প্রবোধ দিবার নিমিত্তই, কল্পনাবলে দৈবের সৃষ্টি করিয়াছে। বিশ্বস্রষ্টা যখন হস্তপদাদি দান করিয়াছেন এবং তাহাতে স্পন্দনাদি শক্তি দিয়া কার্য্য করিবার উপযোগী বিবিধ প্রবৃত্তি বিধান এবং বাহ্যগণকেও তাহাদের সমঞ্জসীভূত করিয়াছেন, তখন অকারণ আবার দৈব সৃষ্টি করিবার আবশ্যকতা কি? ফলতঃ, পৌরুষদ্বারা যে শুভ বা অশুভ ফল প্রাপ্তি ঘটে, অজ্ঞান ব্যক্তিরাই তাহাকে দৈব বলিয়া মানেন। যে অবশ্যম্ভাবিনী শুভাশুভ ঘটনা পুরুষার্থের হেতু, তাহারই নাম দৈব যেমন অজ্ঞান মানবেরা আকাশকে শরীর বলে, কিন্তু বিজ্ঞজনেরা উহাকে শূন্য বলিয়া জানেন; সেইরূপ ভ্রান্তেরা দৈবকেই সকলের কারণ কহে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শিগণ তাহাকে অলীক বা কল্পনা মাত্র কহিয়া থাকেন। পুরুষার্থের সিদ্ধিতে যে শুভাশুভ ফল ভোগ হয়, মূঢ়েরা তাহাকেই প্রাক্তন বলে। উহারই নাম দৈব।

শ্রীরাম কহিলেন,—ব্রহ্মণ্! আপনি প্রাক্তন কর্ম্মকে বারংবার দৈবনামে নির্দ্দেশ করিয়া এক্ষণে উহাকে আকাশের ন্যায় মিথ্যা বোধ করতঃ কি নিমিত্ত বিপরীত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইতেছেন?

বশিষ্ঠদেব কহিলেন—রাম! আমি যাহা কহিতেছি মন দিয়া শ্রবণ কর। দৈব যে বাস্তবিক কিছুই নহে, তাহা জানিতে পারিবে। মানবের মনে প্রথমে বাসনার উদয় হয়, তাহাই কর্ম্মে পরিণত ও স্বয়ং কর্ত্তৃস্বরূপ হইয়া সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করে। বাসনা না হইলে কোন কার্য্যেই প্রবৃত্তি জন্মে না। গ্রামার্থী ব্যক্তি যে গ্রামে গমন এবং পত্তনার্থী ব্যক্তি পত্তন লাভ করে, বাসনা তাহার যাজক। যাহার যেরূপ বাসনা, তাহার তদনুরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। সমস্ত মনোযোগের সহিত অনুষ্ঠিত প্রাক্তন শুভাশুভ কার্য্যকেই দৈব বলে অথবা

কর্ম্মের সাধনভূত মন, কর্ম্মেরই অনুরূপ-ভাব-বিশিষ্ট ও পূর্ণাত্মা স্বরূপ। ইহারই নাম দৈব। এতদ্ভিন্ন দৈব আর কিছুই নহে। এই মনোরূপ হইতেই জীবগণের কর্ম্মযোগ সংঘটিত হয়। এই কারণ বশতঃ সাধুগণ চিত্ত, বাসনা, কর্ম্ম, দৈব ও নিশ্চয় এই কয়েকটী নাম রাখিয়াছেন। সুদৃঢ় ও প্রযত্ন সহকারে যেরূপ কার্য্য করা যায়, তদনুরূপ ফল লাভ হইয়া সন্দেহ নাই। এইরূপে পুরুষকার প্রভাবেই সকল ফল লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন,—ভগবন্! জন্মান্তরীণ বাসনা পাশে আবদ্ধ আমি কার্য্য করিতেছি। তজ্জন্য দুঃখ করা বৃথা।

বশিষ্ঠদেব কহিলেন—লোকে আপনি কার্য্য করে; পুরুষার্থই এই প্রযোজক। তুমি পুরুষার্থ অবলম্বন কর, শ্রেয়ঃ লাভ হইবে। শুভ এবং ভেদে, বাসনা দুই প্রকার। ইহার মধ্যে এক প্রকারকে প্রাক্তন ও অন্য প্র ঐহিক বাসনা বলা যায়। ঐহিক বিশুদ্ধ বাসনা লাভে যত্ন করিলেই প্রাপ্তি হইতে পারিবে। দেখ রাম! তুমি স্বয়ং প্রজ্ঞা ও চৈতন্য স্বরূপ, দেহ নহ। তুমি সকলই বিদিত আছ। তোমার এই অবস্থা বৈষম্য ঘটনা নহে। জীবের এই বাসনা, নদীরূপে, সৎ ও অসৎ দুই পথে ধা সাধু ব্যক্তিগণ পুরুষকার সহায়ে উহাকে সৎপথে প্রবাহিত করিতে ক্ষমবা অয়ি রঘুবংশভূষণ! তুমি পৌরুষ-প্রভাবে অশুভ সংস্পৃষ্ট মনকে সৎপথে কর। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল। চপলচিত্ত বালককে সান্ত্বনা সহকারে যেমন সৎপথে আনিত হয়, অসদ বাসনাসক্ত মনকে তেমনই প্রযত্ন পুরুষকার সহায়ে সৎপথে আনয়ন করা কর্ত্তব্য। মনের দোষেই মানুষে হইয়া থাকে, ইহা সিদ্ধ বাক্য। কেন না, মন হইতেই বাসনার উ বাসনা হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শুভকর্ম্মে শুভ অশুভ কর্ম্মে অশুভ ফল লাভ হয়। যাহার মন বিশুদ্ধ, তাহারই শুভ হইয়া থাকে। ইহার যুক্তি ও কারণ সু-স্পষ্ট। অতএব তুমি সর্ব্বদা চেষ্টা কর, এবং অশুভ কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক শুভানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। আর কি কহিব, যাহাতে একমাত্র শুভ বাসনাই আশ্রয় করিতে পার, সবিশেষ চেষ্টা কর। শুভ বাসনাজনিত উৎকৃষ্ট সুখ বিধানার্থ, চঞ্চল ইন্দ্রি পরাজিত করিয়া পরমযত্ন পুরুষার্থ অবলম্বন এবং যাবৎ প্রকৃত জ্ঞানের

হয়, তাবৎ সাধুসঙ্গ, গুরুসেবা ও সৎশাস্ত্রের সম্যক্ অনুশীলন কর। প্রথমে দ্বেষরাগাদি মলভার ত্যাগ এবং তৎপরে বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মনোজ্বর বিদূরিত হইলে, অশুভ বাসনা সকল বিসর্জ্জন কর। বিশুদ্ধবাসনাসমুদ্ভাবিত নির্ম্মলবুদ্ধিসহায়তায় সবিশেষ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক পরমমঙ্গলনিদান পরমার্থতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হও এবং সর্ব্বথা সমদর্শী হইয়া পরিণামে শুভ বাসনাও পরিহারপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় সৎস্বরূপ বিরাজ কর।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা, বিদ্যাবিনোদ, কবিরত্ন।

কোন্নগর।

নেত্রার্পণ শলাকা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

জমীদারী তত্ত্বাবধানের জন্য অতিরিক্ত সময় জমীদার মাত্রকেই ব্যয় করিতে হয়। উকিল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী চাকুরে সকলকেই স্ব স্ব কার্য্যে সময় কাটাইতে হয় সেই জন্য হাতে কি মায়ে তাড়ানো বাপে খেদানো নিষ্কর্ম্মাদের হাতে তুলিয়া দিয়া সভার সপিণ্ডী করণের ব্যবস্থা করিতে হইবে? পৈতা লইয়াছেন। তবে আর কি, মাথা কিনিয়াছেন? যাঁহারা পরকে *advice gratis* ছাড়িতে যান তাঁহাদের বুঝা উচিত যে তাঁহাদের নিজেদের ওজন কতটুকু? সারথির কার্য্য করিতে হইলে কিরূপ হওয়া প্রয়োজন তাহা মহাভারত পাঠ করিয়া শিখিয়া আসা উচিত। দুঃখের বিষয় বিজ্ঞ ভারতীভূষণ মহাশয় ও অনেক সময়ে এ কথাটী বিস্মৃত হন। ত্রয়োদশ দিবসে শ্রাদ্ধ আজকাল অনেক সুবিধা বাদীই সমর্থন করেন, এ কারণ ও কেহ কেহ পৈতার পক্ষপাতী আবার পৈতা না লইয়াও অনেকে ১৩ দিনে শ্রাদ্ধ করিয়াছেন, করিতেছেন কিন্তু প্রচারসমিতির উপবীতী সম্পাদক মহাশয় যে শূদ্রের ন্যায় মাতৃ ও ভ্রাতৃ ও ভ্রাতৃবধূ এই শ্রাদ্ধত্রয় সম্পাদন এবং কায়স্থসভার উপবীতীসম্পাদক মহাশয় যে মাতৃশ্রাদ্ধে মস্তক মুণ্ডণের পরিবর্ত্তে গোঁফ, দাড়ী কামাইয়া ও চুল ছাটিয়া আজকালকার নব্য ব্যারিষ্টার সাজিলেন, ইহা অপেক্ষা কি অনু-

পবীত কায়স্থগণ শ্রদ্ধার পাত্র নহেন? যিনি একজন পৈতার পাণ্ডা, যাঁ লেখনী নির্গত প্রবন্ধাবলী দিগদিগন্তে ক্ষত্রিয়ত্বের *gratis advice* ছড়াইতেছে যাঁহার 'কাকসংবাদ' এ পর্য্যন্ত কাহাকেও ঠোকরাইতে বাকী রাখেন নাই, তাঁহা এই শূদ্রত্ব কি সহস্র গুচ্ছ শুভ্র যজ্ঞোপবীত ধারণেও নিবারিত হইবে? প্রতিভ বৃদ্ধ সম্পাদকের উক্তির আর এক সুর উপরে চড়িয়া আমরাও বলিতেছি কা সভার ও প্রচারসমিতির সম্পাদকপদ অপর কোন যোগ্য ব্যক্তিতে অর্পিত হউ "শিন্নী দেখে এ গিয়ে যাহারা কোৎকা খেয়ে পেছয়ে পা" তাহারা প্রচারসমিতি কায়স্থসভার সম্পাদক পদের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বী করি। যাহা হোক "শরৎ" নামের কীর্ত্তি সুন্দর বাহির হইয়াছে, তা কায়স্থসভা হউক আর প্রচার সমিতিতেই হউক অতঃপর অন্নপ্রাশনে নামকরণের সময় নামটার প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

প্রচারসমিতির সম্পাদক মহাশয়!" আদর্শ ম্লান" আর কাহাকে ব ইহাতেও কি "আদর্শ ম্লান" হয় নাই?

লেখক মহাশয় "অনুজ ও তনুজের" কথাও উল্লেখ করিয়াছেন, আ জানি অনুজ মহাশয় বিলাত গিয়া পৈতা ফেলিয়া দিয়াছিলেন এবং কলিকা আসিলে এক দিন হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার বন্ধুগণ মিলিয়া তাঁহার পৈতা খুঁ দিয়াছিলেন—কি উজ্জ্বল আদর্শ। প্রচারসমিতির সম্পাদক মহাশয় অব এ সমস্ত অবগত আছেন তথাপিও তিনি যে সাহস করিয়া লেখনী ধারণ করি ছেন ইহাও সম্ভবতঃ যজ্ঞসূত্রধারণের ক্ষাত্রতেজ সন্দেহ নাই। দক্ষিণ রা কায়স্থগণকে বিদ্বেষ করা, মৌলিকদিগকে ঘৃণা করা মৌলিকের বাটীতে খাওয়া এবং প্রচারক মাখনলালের সহিত যে ব্যবহার তিনি করিয়াছেন তা "কাকসংবাদের" লেখকেরই উপযুক্ত। যিনি গুণকর্ম্ম লইয়া ব্রাহ্মণদের স পাল্লা দেন জানি না কৌলিন্যের "নবগুণ" মধ্যে কয়টী গুণ তাহাতে আ বাহ্যতঃ উপনয়ন সংস্কার শুভ্রযজ্ঞোপবীততাদি যখন এত দিনেও তাঁহার ম সংস্কার করিয়া কালিমারাশি অপসারিত করিতে পারে নাই; তখন "পরো দেশে পাণ্ডিত্যং" তাঁহার আর না ফলানেই মঙ্গল। ইহা স্থির নিশ্চয় বিদ্বে বশবর্ত্তী হইয়া কখনও কোন মহৎকার্য্য সুসিদ্ধ হয় না। উপবীতী অনুপবীত মধ্যে বিদ্বেষের হলাহল ছড়াইয়া ক্ষত্রিয়ত্ব প্রকাশ অপেক্ষা প্রেম ভালবাস

স্বার্থত্যাগ দ্বারা যথার্থ ক্ষত্রিয়ত্বের বিকাশ হইলে সাধনার সিদ্ধির সম্ভাবনা। সেই চেষ্টা করিলে তো হয়?

বিশাল ভারতসাম্রাজ্য-সুশাসনে রাখিতে প্রতি ৫ বৎসর অন্তর রাজপ্রতিনিধির পরিবর্ত্তন হয়; ক্ষুদ্র কায়স্থসভায় একাধিক্রমে দশ বৎসর একজন সম্পাদক থাকা কোন মতে সমীচীন নহে। যখন মুন্সেফ, ডেপুটী বড় বড় চাকুরে সব বদল হয় তখন সভার সম্পাদক বদল করার কথা বলাটা কি বড় দোষের? বেশী দিন থাকিলে দোষ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে—অনেকে অনুগত বাধ্য হইয়া পড়ে, ইহা কি প্রচার সমিতির সম্পাদক মহাশয়কে আরও খুলিয়া বলিতে হইবে?

"কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতি শূদ্রাচারের প্রেমে মগ্ন থাকিলে আশানুরূপ কাজ হইবে না" লেখক মহাশয় ইহা বলিয়াছেন আমরা বলি খাঁটী শূদ্রাচারীর দল বরং ভাল কিন্তু পৈতাধারী শূদ্রগণকে ও স্বার্থান্বেষী, ভণ্ড, ইহাজার মুখোস পরার দল, যতদিন কায়স্থসভার কার্যনির্ব্বাহক সমিতিতে মুরুব্বীয়ানা করিতে থাকিবে ততদিন আশানুরূপ ফল ফলিবার আশা নাই।

উপসংহারে বক্তব্য শ্রদ্ধেয় কালীপ্রসন্ন বাবু তাঁহার প্রবন্ধের ৫২৫ পৃষ্ঠায় যে কয়টী কথা কহিয়াছেন তাহা অতি সত্য, কোনটীই আপত্তিজনক নহে এবং তাহা প্রত্যাহার করিবারও কোন হেতু নাই; তিনি যাহা কহিয়াছেন তাহা সহজ-সরল-সত্য ইহার প্রমাণের অভাব নাই। এ সম্বন্ধে আর বেশী ঘাটা ঘাটী না করাই মঙ্গল—কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে অবশেষে শাপ বাহির হইয়া পড়িবে।

শ্রীফণীভূষণ রাহা বর্ম্মা
বারাসিয়া।

রাক্ষসের প্রশ্ন।

বিকটা নামে এক কামরূপী রাক্ষস, অতীব প্রাচীনকালে, নৌকা বাহিবার ছল করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে নিজ নৌকার উপর উঠাইয়া, গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যস্থলে লইয়া যাইত, এবং আরোহীগণকে সমস্যা জিজ্ঞাসা করিত। যাহারা প্রকৃত উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইত, ঐ দুর্দ্দান্ত রাক্ষস তাহাদিগকে সেই

মুহূর্ত্তেই বধ করিয়া ভোজন করিয়া ফেলিত। এইভাবে বহুকাল অতিবাহিত করিয়া কত শত নিরীহ ব্রাহ্মণের প্রাণ সংহার করিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার জিজ্ঞাস্য ছিল যে,—

গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে নৌকাং বহুপথানি চ।
বহন বিপ্রং প্রভক্ষ্যামি কঃ পাপিষ্ঠো মমাধিকঃ।

আমি গঙ্গা এবং যমুনা নদীর মধ্যভাগে, নৌকায় আরোহণ করাইয়া বহুদূরে লইয়া যাইয়া বিপ্রগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকি। তোমরা বল দেখি আমা অপেক্ষা অধিক পাপী এ জগতে আর কেহ আছে কি না।

এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইলে, রাক্ষসের নৌকায় কোন যাত্রীরই প্রাণরক্ষা হইত না; রাক্ষসেরা অম্লান বদনে হাস্যমুখে সকলকেই খাইয়া ফেলিত। এইভাবে বহুকাল অতিবাহিত হইলে, উক্ত বিকটা রাক্ষস এক জন ঋষিকে কথিত প্রশ্ন করিলে, ঋষিবর অম্লান বদনে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।

আশাং দত্ত্বা ন দদ্যাদ্ যো দাতারং প্রতিষেধকঃ।
স্বয়ং দত্ত্বা হরেদ্‌যস্তু স পাপিষ্ঠস্ততোঽধিকঃ॥

অর্থাৎ আশা দান করিয়া যে ব্যক্তি অঙ্গীকৃত বস্তু প্রদান না করে; কেহ দান করিতে উদ্যত হইলে যে ব্যক্তি দাতাকে দান দিতে নিষেধ করে, এবং যে ব্যক্তি কোন দ্রব্য কাহাকেও দান করিয়া, তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়ে সেই স্থান পুনর্ব্বার হরণ করিয়া লয়;—এই তিন ব্যক্তিই ইহ সংসারে ব্রহ্মঘাতী হইতে অধিক পাপী তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ঋষির উত্তরে রাক্ষস মহাসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিল। এ সংসারে বিদ্বানগণের মধ্যেও, এখন-বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা সমর বিশেষে মহা উৎসাহিত হইয়া চাঁদার খাতায় সহি করেন। অর্থীকে অর্থ দিবার প্রতিজ্ঞা করেন। অনুগত কর্ম্মচারিগণকে কিছু অর্থ সাহায্য করিবেন এমন আশা দেন, কিন্তু কার্য্যকালে বিপরীত ভাব ধারণ ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়া রিক্তহস্তে বিদায় দেন। বড় মানুষের আশ্রয়ে এখন অনেক বিদ্বান দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা তাঁহাদের মন্দিরকে দান করিতে দেখিলে ঈর্ষানলে

বিষম দগ্ধ হইতে থাকেন ও সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরকে নিষেধ করেন। এই সকল ভদ্রবেশধারী ইতরেরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহাদের হৃদয়-নরক মধ্যে সর্ব্বদাই ঈর্ষ্যার আলোক বিহীন তীব্র অনল জ্বলিতেছে দেখা যায়।

ডাক্তার শ্রীজীবনবিহারী সিংহ। L. H. M. S.
ঘোড়পাড়া, চাকদহ।

ব্রাহ্মণের অত্যাচার।

তোমরা নিজকে জ্ঞানগর্ব্বে গরীয়ান ভাবিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছ—আপনাদিগকে সেই ভুবন পাবন ত্রিকালজ্ঞ ঋষিবৃন্দের যোগ্য বংশধর ভাবিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া ইহসংসারকে তরাইবার পদধূলি দানই একমাত্র পন্থা বলিয়া স্থির করিতেছ। কিন্তু এই পদধূলি বা পাদোদক দানের তোমাদের কোন অধিকার আছে কিনা একবার বুঝিয়া দেখিয়াছ কি? দেশের অশিক্ষিত সম্প্রদায়ই তোমাদের কার্য্যে মুগ্ধ হয়। তাহারা তোমাদের কুহকে ভুলাইয়া ইহকাল পরকাল হারাইতেছে, কি গুণে তোমরা পদধূলি দানে ত্রিলোক উদ্ধার করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছ তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবে কি? এই যে তোমরা বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ পূজা ও ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়া যজমানের স্বর্গ-গমনের পথ দেখাইয়া দাও কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন তোমাদের হস্তে পড়িয়া এই সমস্ত অনুষ্ঠান কি পণ্ড হইতেছে না? এই যে জন্মের পূর্ব্ব হইতে মৃত্যুর পর পর্য্যন্ত তোমরা আমাদিগের নিকট প্রতারণা পূর্ব্বক কর আদায় করিয়া এক সনাতন প্রথার সৃষ্টি করিয়াছ—শাস্ত্রজ্ঞানহীন তোমরা তোমাদের হস্তে পড়িয়া ইহার কি সার্থকতা সাধিত হইতেছে। শুধু আজ নহে চিরদিনই কি তোমরা আমাদিগকে উৎপীড়ন করিয়া আস নাই? রৈবতক কাব্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া বলিতেছেন:—

দেখ ধনঞ্জয়!
ব্রাহ্মণের অত্যাচার! কথায় কথায়
অভিশাপ; অভিমান অঙ্গের ভূষণ।
শার্দ্দূল যেমনভাবে প্রাণীমাত্র সব
সৃজিত তাহার ভক্ষ্য; তেমনি ইহারা
ভাবে অন্য তিনজাতি ভক্ষ্য ইহাদের।
বিনাদোষে অকারণে করিবে দংশন
অভিশাপ বিষদন্তে; নাহি কিহে কেহ,—
ব্রাহ্মণ রহস্যারণ্যে করিয়া প্রবেশ,
আপন বিবরে সর্প ধরি মন্ত্র বলে,
তাহার এ বিষদন্ত করে উৎপাটন!" (১ম সর্গ)

দুর্ব্বাসা ঋষি কর্ত্তৃক অকারণে শাপগ্রস্থ হইয়া অর্জ্জুন ভয় পাইতেছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—

"অর্জ্জুন! বালক তুমি! নরের অদৃষ্ট
ব্রাহ্মণের শাপাধীন হইত যদ্যপি,
আজি এ ভারতবর্ষ হইত শ্মশান।" (ঐ)

এ কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য আশা করি তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

প্রকৃত ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের দ্বারা ভারতের উপকার যত হইয়াছে, তাহাদের পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ সন্তানগণের দ্বারা অপকারও তত হইয়াছে, আজ যে আমাদের সমাজ—আমাদের জাতীয় জীবন এত দুর্ব্বল এত নিষ্পেষিত হইয়া পড়িয়াছে—যাহার প্রতিবিধান কল্পে জাতীয় জীবনে শক্তি আনিবার নিমিত্ত মহামান্য পেটেল সাহেব অসবর্ণ বিবাহ বিধি প্রচলনের প্রয়াসী হইয়াছেন—ইহার একমাত্র মূলীভূত কারণ ব্রাহ্মণের যথেচ্ছাচারিতা। ব্রাহ্মণগণ পরবর্ত্তী জীবনে ভুলিয়া গেল যে যাহাদের অনুগ্রহে তাহারা আজ এই শ্রেষ্ঠ পদে সমাজের সেই উপকারীদিগের প্রতি উপকৃত না হইয়া কত গভীর অন্ধকারের মধ্যে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিয়া পথহারা করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। কবির অমর

বাক্য হইতে কিয়দংশ আমরা পুনরায় এ স্থলে উদ্ধৃত করিব। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

সরল বৈদিক ধর্ম্ম পূজা প্রকৃতির,
সারল্য-সৌন্দর্য্য-মাখা, আর্য্য শৈশবের,
—সে সরল হৃদয়ের তরল প্রবাহ,
পৈশাচিক যজ্ঞে যারা করিছে বিকৃত,
মহর্ষি? বিপ্লবকারী আমি, কি তাহারা?
পবিত্র উত্তর-কুরু হইতে যখন
উচ্চারি পবিত্র ঋক্, গাই সাম গান,
আসিলা ভারতে সেই পিতৃদেবগণ,
আছিল কি চারি জাতি? লইল যখন
কেহ শস্ত্র, কেহ শাস্ত্র, বাণিজ্য কেহ বা,
সমাজের হিতব্রতে হইল যখন
কেহ হস্ত, কেহ পদ, কেহ বা মস্তক;
আছিল কি জাতিভেদ? কাটিয়া যাহারা
সুন্দর সমাজ দেহ—মূরতি প্রীতির,—
করিতেছে চারি খণ্ড,—প্রতিরোধি বলে
অঙ্গ হতে অঙ্গান্তরে শোণিত প্রবাহ,—
মহর্ষি বিপ্লবকারী আমি, কি তাহারা?
নাহি দিবে যারা, প্রভো! ভবিষ্যৎ ব্যাসে
ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, কর্ণ তুল্য শূরে,
নাহি দিবে জ্ঞানালোক ক্ষত্রিয়ে কখন,
বৈশ্যে বাহুবল, আজি জাতি ভারতের
করিয়া দাসত্বজীবী রাখিবে যাহারা,—
মহর্ষি! বিপ্লবকারী আমি, কি তাহারা?

(ঐ ১২ সর্গ)

প্রকৃতই পদে পদে আমরা ব্রাহ্মণের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইতেছি।

কয়েক দিবস পূর্ব্বে রাঁচি লোহার ডগা হইতে শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ রায় মহাশয় আমাদিগকে এক পত্র লেখেন এবং পূর্ব্ববঙ্গের ন্যায় পশ্চিম বঙ্গে কার্য্য আদৌ প্রায় চলিতেছে না উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন "প্রচা না থাকার দরুণই এখনও কায়স্থগণ শূদ্রবৎ ক্রিয়া করতঃ পরোক্ষে আপনাদি শূদ্র বলিয়াই স্বীকার করিতেছেন এবং বিরুদ্ধ বাদী ব্রাহ্মণগণ যাহাতে কা উপবীত গ্রহণ করিতে না পারে তাহার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের পূর্ব্ব উপনয়ন যে ভাবে চলিতেছে পশ্চিমবঙ্গে তেমনভাবে চলিতেছে না ইহার কারণ প্রচারকের অভাব। আবার অনেক স্থানের অনেক কায়স্থের উ গ্রহণের ইচ্ছা থাকিলেও সামাজিক ভয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। রোগের ঔষধ কেন্দ্রে কেন্দ্রে উপনয়ন গ্রহণ করা তাহা হইলে সব ঠাণ্ডা যাইবে। ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র দেশে কায়স্থ ক্ষত্রিয় শিবাজীর সময় ব্রাহ্মণ কায়স্থের দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়াছিল আর সেই দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে তথা কায়স্থগণ ৫ বৎসর যাবৎ ব্রাহ্মণ বর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং নিজেরাই পূজা করিতেন ঠিক সেই ভাবে বঙ্গদেশেও ব্রাহ্মণ বর্জ্জন না করিলে এই সব সংশোধন করা কঠিন হইবে।" আর এক স্থানে লিখিয়াছেন—এমন শূদ্রের উপনাম "দাস" "দাসী' এই কথাটুকু এখন পর্য্যন্ত অনেক স্থান লুপ্ত হয় নাই। তাঁহারা পিতামহকে দাস ও মাতামহীকে দাসী বলিয়া না করিলে ক্রিয়া অশুদ্ধ হয় বলিয়া ধারণা করেন—এই অধঃপতিত জাতির পরিণাম বড়ই ভয়ঙ্কর।"

প্রচারক অভাবে যে পশ্চিম বঙ্গের কার্য্য প্রায় অচল উঠিয়াছে তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। কলিকাতার সভা আমরা যতদূর বুঝিতেছি এ সম্বন্ধে প্রায় নিশ্চেষ্ট। ৺সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের বাটী আমাদের গ্রাম হইতে অবস্থিত। তাঁহার অক্লান্তকর্ম্মা পুত্রগণের চেষ্টা আমাদের এ কায়স্থ ভ্রাতৃগণের শূদ্রাচার বিমোচনে বিশিষ্টরূপে নিয়োজিত হইয়াছে আমরা শুনি নাই। এমন কি এখানকার কোন পাঠাগার কায়স্থতত্ত্ব কায়স্থ-পত্রিকার প্রার্থী হইয়া পূজনীয় সম্পাদক মিত্র শাস্ত্রী মহশেয়ের বিফল মনোরথ হইয়াছে। যাহা হউক আমরা শ্রীযুক্ত শরৎকুমা

দেববর্ম্মা প্রভৃতি কায়স্থ সমাজের কর্ণধারগণকে করপুটে নিবেদন করিতেছি তাঁহারা যেন অতঃপর অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের মঙ্গল হস্ত বিশেষভাবে তারকেশ্বর লাইনের অন্তর্গত প্রধান প্রধান গ্রামগুলির উন্নতি করে নিয়োজিত করেন।

শিক্ষিত এবং সমাজের কল্যাণকামী ব্রাহ্মণসন্তানগণের প্রতি আমাদের কোনরূপ বিদ্বেষ ভাব নাই। তাহা আমরা আমাদের পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। অপর দিকে শিক্ষা দীক্ষা হীন ব্রাহ্মণগণের জ্ঞান ভাণ্ডার এতই সংকীর্ণ যে তাহারা আমাদের এই বিরাট জাতীয় আন্দোলনকে তাহাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সমাজের উপরে জাতীয় সম্মান লাভের একটা বিপুল প্রয়াস বলিয়াই মনে করেন। তাহারা নিজেরাও উন্নত হইবে না। অপরন্তু আমাদের উন্নতির পথ ঈর্ষ্যাকণ্টকে কণ্টকিত করিয়া জগতের সমক্ষে ঘৃণিত হইতেছেন। জানিনা কত দিনে এই বিষম সমস্যা সুমীমাংসিত হইয়া তাঁহাদের চিত্ত প্রকৃত ব্রাহ্মণের গৌরবে গৌরবান্বিত হইবে।

শ্রীভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা।

রাসলীলা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥

শ্রীভাগবতে ১০।৪৭।৬৩

অর্থাৎ নন্দ মহারাজের ব্রজস্থ অঙ্গনাগণের পাদরেণু বারংবার বন্দনা করি; যেহেতু তাঁহাদিগের হরিকথাগান ত্রিভুবন পবিত্র করিতেছে।

ভক্তগণ যে ভাবে তাহাকে ডাকিয়া থাকেন, তিনি তাহাকে সেই ভাবেই দিয়া থাকেন—ইহা তাঁহারই শ্রীমুখের বাক্য।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্ ॥

গীতায়াং ৪।১১

ইহাতে কে কি ভাবে তাঁহাকে ডাকিয়া পাইয়াছেন তাহাই কহিয়াছেন—

গোপ্যঃ কামাদ্ ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ ।
সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥

শ্রীভাগবতে ৭।১।৩

মহর্ষি নারদ যুধিষ্ঠির মহারাজকে কহিয়াছিলেন হে বিভো! গোপিগণ কা ভাবে, কংসভয়ে, শিশুপালাদি নৃপতিগণ বিদ্বেষ বশতঃ, বৃষ্ণিগণ সম্বন্ধ বশে স্নেহে তোমরা এবং ভক্তিতে আমরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি।

সুতরাং ভক্তগণের মনোরথের যেরূপ প্রকার সেইরূপেই তাঁহার আ প্রকাশ হইয়া থাকে।

ভক্তানাং যাদৃগ্ মনোরথ প্রকারতা তাদৃগেব তদাকারতা বিস্ফার
ইতি হি তত্র বিবক্ষিতং।

গোপালচম্পূঃ উত্তর ভাগে ২৯ পূ

ব্রজাঙ্গনাগণ যদি শুদ্ধা না হইতেন তাহা হইলে মহর্ষি নারদ কখনও তাঁহা প্রাধান্য স্থাপন করিতেন না যথা—

তদর্পিতা খিলাচারতা তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি। ১৯॥
অস্ত্যেব মেবম্॥ ২০ ॥
যথা ব্রজ গোপিকা নাম্ ॥ ২১ ॥

নারদসূত্রে।

যে বৃত্তির উদয়ে সমুদয় কর্ম্ম শ্রীভগবানে অর্পিত এবং তদ্বিস্মরণে ব্যাকুলতা হয় সেই বৃত্তিই ভক্তির স্বরূপ। ১৯।

ইহা যে মনঃ কল্পিত বাক্য তাহাও নহে তাহার দৃষ্টান্তও আছে। ২০।

যেরূপ ব্রজ গোপিকাগণের আচরণ ॥ ২১ ॥

তজ্জন্যই কহিয়াছেন যে ব্রজাঙ্গনাগণের উপরে যাহারা ব্যভিচার দোষ করে তাহারা ঘোর নারকী।

এতা ধর্ম্মগ লোক সেতু বলিতাস্তত্যাগ পূর্ব্বা হরিং
সর্ব্বাত্মানমুপেত্য কান্তযুগল প্রত্যর্থ পারং গতাঃ।
সর্ব্বাং শেন ভতশ্চ মদ্বিধহৃত্ত স্তোমাস্পদানীত্যত
স্তাসু ব্যভিচার দোষ বলকা যে হন্ত তে নারকাঃ ॥

গোপালচম্পূঃ উত্তরভাগে ১২ পূরণে।

গোপাঙ্গনাগণ ধার্ম্মিক মনুষ্যগণের মর্য্যাদা দ্বারা আবৃত ছিলেন; যাঁহারা সেই লোক মর্য্যাদা পরিত্যাগপূর্ব্বক সকলের আত্ম স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে সেবাদি দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকারে কর্ম্ম ও জ্ঞান কাণ্ডাত্মক বেদের অর্থের পারে গমন করিয়াছিলেন সেই গোপাঙ্গনাগণ সম্যক প্রকারে মাদৃশ জনগণের স্তবসমূহের আস্পদ; সেই গোপাঙ্গনাগণের উপর যাহারা ব্যভিচার দোষ অর্পণ করে, সেই সকল দোষারোপণকারী ব্যক্তিগণ হায়! তাহারা অক্ষয় নরক ভোগ করিবার পাত্র।

লক্ষ্মী দেবীর অপেক্ষা ব্রজাঙ্গনাগণের প্রাধান্য বর্ণন করিয়াছেন যথা—

আসাং শ্রীরপি সা বিভর্ত্তিন তুলাং যথাগ্রমাসীৎ তপ
শ্চারিণ্যেব চিরায় নাপ কিল যং সোহয়ং ব্রজেন্দ্রাত্মজঃ।
যাঃ স্বেনাগ্রহ পূর্ব্বকং ভুজযুগে না বেষ্টিতা নো জিহাসুং
বাঞ্ছা মাঞ্চ দভীক্ষমত্র সতি কাঃ স্বর্গাদি বর্গ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥

ঐ ঐ

সেই লক্ষ্মী দেবীও এই সকল গোপাঙ্গনাগণের তুলনা ধারণা করিতে পারেন না; যাঁহার কামনা করিয়া লক্ষ্মী দেবী বহুকাল তপশ্চরণ করিয়াছিলেন তিনিও তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই; সেই শ্রীকৃষ্ণ আগ্রহ করিয়া স্বীয় বাহুযুগল দ্বারা যাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। এইরূপ হইলে স্বর্গবাসিনী রমণিগণ যাঁহারা সৌন্দর্য্য লাবণ্যাদি দ্বারা বরণীয়া হইয়াছেন তাঁহারাও এই সকল গোপাঙ্গনাগণের নিকট অতিশয় তুচ্ছ।

এই সকল মহাভাববতী গোপাঙ্গনাগণের লীলা অতি গূঢ়ভাবপূর্ণ ও পরম রহস্যময়; দিব্য দৃষ্টি না হইলে কেহ ইহার ভাব অনুধাবন করিতে পারেন না। সুতরাং সাধারণ লোকে যেন কেহ ইহা বুঝিতে চেষ্টা না করেন। সাধক সিদ্ধগণই ইহার আলোচনাও আস্বাদন করিবেন।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের ও

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
কবে বৃষ ভানুপুরে, আহীরী গোপের ঘরে,
তনয়া হইয়া জনমিব॥
যা বটে আমার কবে এ পাণিগ্রহণ হবে,
বসতি করিব কবে তায়।
যথীর পরম শ্রেষ্ঠ, যে তাহার হয় প্রেষ্ঠ,
সেবন করিব তার পায়॥
তেঁহ কৃপাবান হৈঞা, রাতুল চরণে লঞা,
আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা, পূরিবে মনের আশা,
সেবি দুহাঁর যুগল-চরণ॥
বৃন্দাবনে দুই জন, চতুর্দ্দিকে সখিগণ,
সেবন করিব অবশেষে।
সখিগণ চারিভিতে, নানা যন্ত্র লৈঞা হাতে,
দেখিব মনের অভিলাষে॥
দুহুঁ চাঁদমুখ দেখি, জুড়াবে তাপিত আঁখি,
নয়নে বহিবে অশ্রুধার।
বৃন্দার নিদেশ পাব, দোঁহার নিকটে যাব,
হেন দিন হইবে আমার॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনী দেখি,
রাখিবে রাতুল দুটী পায়।
নরোত্তম দাস ভনে, প্রিয় নর্ম্ম সখিগণে,
কবে দাসী করিবে আমায়॥

পুনরায় সিদ্ধ দেহের প্রার্থনা যথা—

প্রাণেশ্বরি! এই বার করুণা কর মোরে।
দশনেতে তৃণ ধরি, অঞ্জলি মস্তকে করি,
এই জন নিবেদন করে।

প্রিয় সহচরী সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে
অঙ্গে বেশ করিবেক সাধে।
রাখ এই সেবা কাজে নিজ পদ পঙ্কজে,
প্রিয় সহচরিগণ মাঝে॥
সুগন্ধি চন্দন, মণিময় আভরণ
কৌষিক বসন নানা রঙ্গে।
এই সব সেবা যাঁর, দাসী যেন হও তাঁর,
অনুক্ষণ থাকি তাঁর সঙ্গে॥
জল সুবাসিত করি, রতন ভৃঙ্গারে ভরি,
কর্পূর বাসিত গুয়া পান।
এ সব সাজাইয়া ডালা, লবঙ্গ মালতী মালা,
ভক্ষ্য দ্রব্য নানা অনুপাম॥
সখীর ইঙ্গিতে হবে, এ সব আনিয়া কবে,
যোগাইব ললিতার কাছে।
নরোত্তম দাস কয়, এই যেন মোর হয়,
দাঁড়াইয়া রহুঁ সখীর পাছে॥

উপরোক্ত ভাব ও অবস্থা যে কত কঠিন তাহা চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া রাসলীলা পর্য্যালোচনা করিলেই দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে রাসলীলা পরম ভক্তের আলোচ্যদোষ দৃষ্টিতে দর্শন করিলে পাপ ভিন্ন কিছুই নাই।

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী
আকুই, বর্দ্ধমান।

নমঃশূদ্র জাতি।

——০:)*(:০——

বঙ্গদেশে যতগুলি অনুন্নত জাতি পরিদৃষ্ট হয় তন্মধ্যে নমঃশূদ্র জাতির সংখ্যা অত্যধিক। মানুষ শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এই ত্রিবিধ শিক্ষায় উৎকর্ষ লাভ না করিলে প্রকৃত মানব পদ-বাচ্য হইতে পারে না। জগতে যত প্রকার উন্নতিশীল জাতি পরিলক্ষিত হয়, প্রত্যেক জাতিই প্রোক্ত শিক্ষায় পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু নমঃশূদ্র জাতি সুযোগের অভাবে উহাতে বঞ্চিত রহিয়াছেন। শিক্ষালাভের তিনটী উপায়। দর্শন, শ্রবণ, পঠন। তজ্জন্য স্মার্ত্ত রঘুনন্দন শিরোমণি পঠদ্দশার পূর্ব্বেই বহুগুণ সম্পন্ন হইয়াছিলেন। নমঃশূদ্রের আচার, ব্যবহার, বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ব্রাহ্মণের তুল্য হইলেও পরিমার্জ্জিত নহে। উহা কৌলিক ব্যাধির ন্যায় সংক্রামিত হইয়া আসিতেছে। নিন্দনীয় না হইলেও উৎকর্ষের আশা নাই। সঙ্গগুণে উন্নতির অবনতি ঘটে। মহাভাগ নিত্যানন্দের মিলনে পাপী জগাই মাধাই মুক্ত হইল। সুতরাং সৎসংসর্গই উন্নতির শ্রেষ্ঠতম কারণ। অনুন্নত জাতির মধ্যে সুবর্ণ বণিক, সাহা, নাথ প্রভৃতি জাতিসমূহ আর্য্য-সমাজের যৎকিঞ্চিৎ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাহারা কথঞ্চিত উন্নত হইয়াছেন কিন্তু এই বৃহৎ নমঃশূদ্র জাতিটী অনুগ্রহের পরিবর্ত্তে কোথাও মর্ম্মান্তিক নিগ্রহ পাইতেছে।

জাতি মাত্রেই রাজ ও সমাজশাসনে পরিচালিত না হইলে সম্যক্ উন্নতি লাভ করা কষ্ট সাধ্য। দয়াল ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট জাতি নির্ব্বিশেষে রাজপদপ্রাপ্তি ও বিদ্যাশিক্ষার আইন পাশ করায় নমঃশূদ্রাদি অনুন্নত জাতির শিক্ষালাভের সুযোগ হইয়াছে বটে কিন্তু ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির ঐকান্তিক অনুকম্পা ব্যতিরেকে সুষ্ঠু উন্নতি লাভের আশা নাই। কারণ স্কুল, কলেজ ও প্রত্যেক আফিসে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি কর্ম্মচারী। শিক্ষাগুরুর অপার ও অযাচিত কৃপা ভিন্ন কেহই বিদ্যাশিক্ষায় পারগতালাভ করিতে পারে না এবং উপরিতন কর্ম্মচারীর দয়া ব্যতিরেকে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। প্রত্যেক শিক্ষিত সমাজে রক্ষণশীল মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা আর্য্যসমাজের প্রাণ

খোলা সহানুভূতি পাইয়া আসিতেছি বটে কিন্তু তাহা মুষ্টিমেয়। এ জাতির মধ্যে বাঙ্গালা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ, প্লীডার, মোক্তার, এসিসটাণ্ট সার্জ্জন, লেডি ডাক্তার, কানুনগু, আমীন, মাষ্টার, পণ্ডিত, ওভারসিয়র, পোষ্ট মাষ্টার, টেলিগ্রাম মাষ্টার প্রভৃতি পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের ঐকান্তিক কৃপালব্ধ। যখন নমঃশূদ্র সর্ব্বপ্রথমে বিচারবিভাগে নিযুক্ত হন তখন ভূকৈলাসের রাজারাই বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। আবার কোন কোন স্থলে বিশেষ কষ্টও পাইতে হইয়াছে, আমরা দীনজন পালক অধম তারণ দয়াল গবর্ণমেণ্টের সমীপে করুণ কান্না কাঁদিয়া যাহা কিছু অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি। যদি আর্য্যসমাজের নেতৃগণ আমাদিগের পৃষ্ঠপোষক হইতেন তাহা হইলে আমাদের কোন বিশেষ অভাব অভিযোগ থাকিত না। বহুপূর্ব্ব হইতে পরম ভক্তিভাজন চিফ জষ্টিস ৺সারদাচরণ মিত্র স্ব প্রণোদিত হইয়া প্রধান প্রধান নমঃশূদ্র পল্লীতে সভা সমিতি করতঃ প্রত্যেকের হৃদয়ে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা উদ্বোধিত ও উদ্ধারার্থ নানা-প্রকার যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে কয়েক জন সহযোগী সমক্ষে বলিয়াছিলেন যে, যদি আমি কিছুদিন বাঁচিয়া থাকি তবে নমঃশূদ্রাদি অনুন্নত জাতির একটা ব্যবস্থা করিয়া যাইব। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয়ও বহুদিন যাবৎ এজাতির উন্নতিকল্পে নানাস্থানে সভাসমিতি করিয়া অনেক দূর স্বজাতি সমাজে লক্ষিত হইয়াছেন। পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন দেববর্ম্মা শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী, কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম উকীল শ্রীযুক্ত শশধর রায় প্রমুখ মহাত্মাগণ প্রত্যক্ষে কায়-মনো-বাক্যে নমঃশূদ্র জাতির উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। যদি এই সময়ে মিত্র মহোদয় জীবিত থাকিতেন তবে সোণায় সোহাগা হইত। আরও অনেক পক্ষাক্ষ হিতকারী মহাত্মা আছেন তাঁহারা সমাজভয়ে মুখ ব্যাদন করিতে সমর্থ নহেন।

সংকীর্ণতা পরিত্যাগ উদারচেতার লক্ষণ। কালের বিবর্ত্তনে সমস্তেরই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। পরন্তু সুখদুঃখ চক্রনেমির উৎপতনের ন্যায়। প্রত্যেক জাতিই আত্মোন্নতি সাধনে কৃতনিশ্চয়। এই জাতিটী অতি ধর্ম্মভীরু, কর্ম্মভীরু, নিরীহ, সাহসহীন, অমিতব্যয়ী তজ্জন্য এতাবৎকাল কূপ-মণ্ডূকবৎ অবস্থান করিতেছে। ১৯০১ সনের লোকগণনা (*Census*) কালে

গণনাকারিগণ নমঃশূদ্রগণের কথানুযায়ী জাতি না লেখায় পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম লেপ্টেন্যান্ট গবর্ণর বাহাদুর সমীপে আবেদন করা হয়, এ জাতিকে হেয় জাতিতে পরিণত করনার্থ অনেক বিপক্ষ দণ্ডায়মান হন। তখন পরম শ্রদ্ধেয় অনারেবল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের সাহায্যে কলিকাতা হাইকোর্টের মোকদ্দমায় "নমঃশূদ্র ব্রাহ্মণ" বলিয়া আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদবধি সমাজ ব্যাপিনী উন্নতি-বাসনা উদ্দীপ্তা হইয়াছে। তখন হইতেই প্রত্যেক পল্লীতে গ্রাম্যসভা প্রতিষ্ঠিতা হয়। ইহার পূর্ব্বেও সভার অনুষ্ঠান হইত বটে কিন্তু বদ্ধমূল ভাবে সমিতির কার্য্য সম্পন্ন হইত না। এখন উহা নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের ন্যায় সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, বাৎসরিক সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। উহাতে শিক্ষা, দীক্ষা, বৈদিককার্য্য, অভিভাবকহীন বালকবালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা, বিধবার গ্রাসাচ্ছাদন উপায় স্থিরীকৃত হয়। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে ১৪৩৩০৬১ জন নমঃশূদ্র। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যের সংখ্যা ৪৩১০৬১ জন। (ক) হিন্দুসমাজ বলিলে আচরণীয় ও অনাচরণীয় সমস্ত হিন্দুকেই উপলব্ধি করে সুতরাং নমঃশূদ্র যে হিন্দুসমাজের একটি অঙ্গ তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এ অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইলে হিন্দুসমাজের অঙ্গহানি হইবে উহা সুনিশ্চিত। একটী পূর্ণাবয়ব মানবের কোন অঙ্গ ছিন্ন হইলে তাহার পরিণাম ফল অশুভজনক। পদে পদে শত্রু বৃদ্ধি হয়। যখন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যগণ বিজাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন তখন সর্ব্বদেশেই নমঃশূদ্রগণ নিঃস্বার্থভাবে প্রাণের মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মবোধে দুর্ণিবার বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া থাকে। এরূপ যে কত শত ঘটনা কত স্থানে সংঘটিত হইয়াছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মানব মাত্রেরই জ্ঞানবল, ধনবল, শারীরিক বল উন্নতির মূলীভূত। এত দিন উলুখড় গৃহের আচ্ছাদন কার্য্যে ব্যয়িত হইত কিন্তু মহাযুদ্ধের ফলে উহা উপাদেয় খাদ্যে পরিণত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতাগ্রণী শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহোদয় বিলাত ফেরতা মহাত্মাগণের বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন [illegible]

(ক) উপরের লিখিত নমঃশূদ্রের এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য দিগের সংখ্যা যেরূপ লিখিত আছে তদনুসারেই মুদ্রিত হইল। কিন্তু উহা যে সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সম্পাদক

নিরাশ্রয়, নিরীহ, মর্ম্মাহত, অনুগ্রহপ্রার্থী, নমঃশূদ্রজাতির কিরূপ ব্যবস্থা করিলেন? আমরা আশাকরি সকলেই নমঃশূদ্র জাতির প্রতি কৃপা করিবেন।

শ্রী শ্রীনাথ হালদার
হেডপণ্ডিত
উমেদপুর গুরু ট্রেনিং স্কুল
যশোহর।

সভার কথা।

বিগত পৌষ মাসের কায়স্থপত্রিকায় প্রকাশিত।

"বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা"র ১৩২৫ সালের বজেট কমিটীর রিপোর্ট আলোচনা। (ক)

বিগত পৌষ মাসের কায়স্থপত্রিকায় প্রকাশিত গত ২২শে ভাদ্র তারিখের কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির কার্য্যবিবরণী এবং বজেট সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু মহাশয়ের মন্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার সভার সকল সাধারণ সভ্যেরই আছে এ বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই। সুতরাং আমিও যখন জনৈক সাধারণসভ্য তখন এতৎসম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা বোধ হয় আমার অনধিকার চর্চ্চা হইবে না।

কার্য্যবিবরণীতে দেখিলাম ১৩২৫ সালের বজেট কমিটীর সভ্যগণ এক মতাবলম্বী না হইয়া দুইটি দলে বিভক্ত হইয়াছেন। এক দলে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত

(ক) "কায়স্থপত্রিকায়" প্রকাশ জন্য এই প্রবন্ধটী বিগত ৩রা মাঘ তারিখে "বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা"র সম্পাদক মহোদয়ের নামে প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু জানি না কোন্ অজ্ঞাত কারণে তাহা অদ্য পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইল না। জানিবার জন্য পত্রও লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহারও কোনও উত্তর পাইলাম না। "পত্রের যথাসময়ে উত্তর দান" বলিয়া একটি গুরুতর কার্য্য সভার আছে বলিয়া মন্তব্যে প্রকাশ। বলি ইহাই কি? আমরা দীন বলিয়াও হয়ত: এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

লেখক।

দয়ালচন্দ্র বসু মহাশয় প্রমুখ চারিজন এবং অপর দলে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়দ্বয়। বজেট আলোচনায় প্রথম দলের যাহা মন্তব্য দ্বিতীয় দল তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী। আমরা কিন্তু এই উভয় দলের সকল মন্তব্যের সহিত এক মত না হইলেও প্রথম দলের মন্তব্যের অধিকাংশের সহিত এক মত। বিশেষতঃ এই রিপোর্ট সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিনোদ বাবুর সুচিন্তিত, সুলিখিত এবং সুযুক্তিপূর্ণ মন্তব্য সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীযুক্ত দয়াল বাবু প্রমুখ প্রথম দল সভার কার্য্যালয় সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা অতি যুক্তিযুক্ত। যতদিন সভার কার্য্যালয় জন্য পৃথক একটি গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা না হয় ততদিন সভার কার্য্যালয় পূর্ব্ববৎ ব্যক্তি বিশেষের বাটীতে থাকিলে দোষ কি? এবং আশা করি সভার কার্য্যালয় জন্য একটি গৃহ ছাড়িয়া দিতে কায়স্থসভার কলিকাতাস্থ ধনী সভ্য মহোদয়গণের মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি অস্বীকার করিবেন। সভা বর্ত্তমান অবস্থায় ভাড়ার ভার বহনে একান্তই অশক্ত।

প্রথম দলের আর একটি প্রস্তাব "সভা"র কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির অধিবেশন কলিকাতার পৃথক পৃথক স্থানে হওয়া উচিত। এ প্রস্তাবটি অতি সুসঙ্গত। এ সম্বন্ধে কোনই বাদানুবাদ হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি না। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে সভার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন সম্বন্ধে প্রথম দল প্রস্তাব করিতেছেন যে, বেতন রহিত হওয়া কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় দল তাহার প্রতিবাদে বদ্ধ-পরিকর। আমরা প্রথম দলের প্রস্তাবই অনুমোদন করি। কেননা এই কায়স্থ সভা ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থের জন্য বা ব্যক্তি বিশেষকে অযথাভাবে প্রতিপালন করিবার জন্য স্থাপিত হয় নাই। সভার অর্থ এইরূপভাবে অনর্থক ব্যয়িত হইলে 'কায়স্থ সভা'র প্রতি সাধারণের আস্থা কমিয়া যাইবে নাকি এবং সভাও অবশেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে নাকি? স্বীকার করি বর্ত্তমান কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় সভার নানাবিধ কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য বিশেষ যত্নবান; কিন্তু বেতন না পাইলে বা কর্ম্মাধ্যক্ষের পদত্যাগ করিলে সভার উন্নতি বিষয়ে যে তিনি যত্নবান হইবেন না তাহা কে বলিল? বেতনের জন্য যিনি যত্ন করেন তিনি স্বার্থপর পদবাচ্য। আর যিনি লাভের প্রত্যাশা

না করিয়া নিজ জাতির ও স্ব সমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন করেন তিনি যথার্থই মহাপুরুষ এবং তিনি সকলের বরেণ্য। আশাকরি সভার বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়া বর্ত্তমান কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় এ বিষয়ে আমাদিগের সহিত একমত হইয়া স্বীয় উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিবেন।

প্রচার সম্বন্ধে আমরা বিনোদ বাবুর মন্তব্য সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করি। প্রচার ব্যতীত কার্য্যের সফলতার আশা নাই, তাহা বোধ হয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে অনেক সভ্যই এ কথা বলিয়াছেন এবং এইক্ষণ এ কথা অনেকবার সভ্যগণের নিকট ঘোষণা করিয়াছেন। তাহার ফলে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে শ্রদ্ধেয় রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রমুখ কয়েকজন সভ্যদ্বারা গঠিত সমিতি স্থানে স্থানে সমাজপতিগণের নিকট যাইয়া সভার উদ্দেশ্যগুলি বুঝাইয়া দিয়া যাহাতে সভার উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ হয় তাহার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কার্য্যতঃ এ পর্য্যন্ত তাহা ঘটিল না এবং ঘটিবে বলিয়া আশা করা যায় না। যাঁহারা সুখের সংসারে লালিত, পালিত, বর্দ্ধিত যাঁহারা সহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে যাইতে নরক সমনের ক্লেশ অনুভব করেন, যাহারা বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত সুধা ধবলিত গৃহে আরাম কেদারায় উপবেশন বা দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া বৈদ্যুতিক ব্যজনের বায়ু সেবনে নিজকে সুখী মনে করেন, যাঁহারা কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে বা সাধারণ সভায় উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব উত্থাপন সমর্থন ও অনুমোদন করণকেই কার্য্য সাধন মনে করেন, তাঁহারা যে আহার বিহার শয়ন উপবেশনের অসীম কষ্ট স্বীকার করিয়া সাধারণ কায়স্থদিগের সহিত হৃদয়ের আদান প্রদান করিয়া কার্য্য সুসিদ্ধির চেষ্টা করিবেন, ইহা অসম্ভব আকাশ-কুসুমবৎ অলীক কল্পনা মাত্র। সুতরাং বেতন ভোগী সুখী প্রচারক নিয়োগ এবং তাহা করিতে হইলে কার্য্যালয়ের ব্যয় সংক্ষেপই বর্ত্তমানে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; এ বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈত হইতে পারে না।

"কায়স্থ-পত্রিকা" সম্বন্ধে একতর সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শরৎ বাবু প্রমুখ দ্বিতীয় দল যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা যুক্তিসিদ্ধ। 'কায়স্থ-পত্রিকা'

মাসিকের স্থলে ত্রৈমাসিক করিলে কায়স্থ সভার উদ্দেশ্য সাধনে অনেক ব্যাঘাত হইবে। তবে কায়স্থ-পত্রিকায় কায়স্থ জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে সারবান প্রবন্ধ প্রকাশ পক্ষে দৃষ্টি না রাখিলে কায়স্থ-পত্রিকার গুরুত্ব কমিয়া যাইবে বলিয়া বিশ্বাস। আমরা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় প্রমুখ জাতিতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কার্য্যালয়ের কার্য্য বৃদ্ধি, নূতন সভ্য করণ ও পুরাতনের যথাসময়ে উহা প্রদান প্রভৃতি বিষয়ের অনেক কথা বলিবার থাকিলেও সেই সকলের আলোচনা দ্বারা পাঠকগণের মূল্যবান সময় নষ্ট করিতে এবং ব্যক্তি বিশেষের দোষোদ্ঘাটন করিতে ইচ্ছা করি না। কেবল মাত্র যে সকল গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় সাধারণের স্বার্থ জড়িত তাহাই বর্ত্তমান সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

সভার কার্য্য প্রণালী দেখিয়া তৎসম্বন্ধে কোনকথা বলিবার প্রবৃত্তি না থাকিলেও যখন অর্থ সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থিত, আর সেই অর্থও যখন সাধারণ কায়স্থবর্গের বিশেষতঃ কায়স্থ সভার সভ্যগণের নিকট হইতে সংগৃহীত তখন এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ না করিয়া নির্ব্বাক থাকা অযৌক্তিক বিবেচনায় দুই একটী কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

'চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার' সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় বিনোদ বাবুর মন্তব্যে দেখিতে পাইলাম যে ১৩২৪ সাল পর্য্যন্ত হিসাবে গৃহনির্ম্মাণ ভাণ্ডার সমেত মোট ২৪৪৮৶২ দুই হাজার চারিশত আটচল্লিশ টাকা তিন আনা দুইপাই জমা আছে। আমরা কিন্তু এ হিসাবের অর্থ বুঝিলাম না। কারণ বিগত ১৩১৬ সালের ১৩ই ও ১৪ই চৈত্র তারিখে বহরমপুরে সভার যে বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল সেই অধিবেশনে নগদ ১০০৲ একশত টাকা সংগৃহীত হয় এবং ৫০০০৲ পাঁচহাজার পাঁচশত প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়; সেগুলি এই,—

রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা।
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী ১০০৲ একশত টাকা।
প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা ১০০৲ "
শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ঘোষ দস্তিদার ১০০৲ "
উকিল হাইকোর্ট

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ মৌলিক বি, এ ১০০৲ "
(পাঁচখুপী, মুর্শিদাবাদ)
শ্রীযুক্ত নবকিশোর বসু (চুঁচুড়া) ১০০৲ "

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই টাকাগুলি কোথায়? যদি এই সমুদয় টাকা এই সুদীর্ঘ নববৎসরেও আদায় না হইয়া থাকে, তবে তাহা আদায় না হওয়ার কারণ সাধারণে জানিতে উৎসুক। এই সকল লক্ষ্মী-সরস্বতীর বরপুত্র যে প্রতিশ্রুত অর্থ আজ পর্য্যন্ত দান করেন নাই তাহা বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। সাধারণ সভার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করিয়া করতালী ধ্বনি সহকারে ধন্যবাদ গ্রহণান্তর কায়স্থ সমাজের মুখোজ্জ্বলকারী সমাজ নেতৃবৃন্দ যে প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদানে বিমুখ হইয়াছেন, তাহা কোন নীচাশয় ব্যক্তি কল্পনা করিবে। সকলেই জানেন যে,—

"আশাং দত্ত্বা ন দদ্যাদ্ যো দাতরং প্রতিষেধকঃ
স্বয়ং দত্ত্বা হরেদ্ যস্তু সঃ পাপিষ্ঠস্ততোধিকঃ।"

তাই আমাদের জিজ্ঞাস্য এই প্রতিশ্রুত অর্থ কোথায় কি ভাবে আছে, তাহা সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়গণ 'কায়স্থ-পত্রিকা'য় প্রকাশ করতঃ সুখী করিবেন।

লিখিতে হস্ত কম্পিত হয় যে সভার রাজা, মহারাজা, জমিদার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, উকিল, মোক্তার, এটর্ণি, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি মহোদয়গণ কর্ণধার, সেই সভার চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে এই সুদীর্ঘ কালেও আশানুরূপ অর্থ সংগৃহীত হইল না? ইহা কি সামান্য আক্ষেপের ও লজ্জার বিষয়! হায়! আমরাই আবার স্বজাতির উন্নতির জন্য গলাবাজি করিয়া থাকি, আমরাই আবার নিজকে উন্নত জাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া স্পর্দ্ধা করি! হায়! সে জাতি এই সুদীর্ঘ কালেও দুঃস্থ কায়স্থ বালক-বালিকাগণের শিক্ষার জন্য, নিরাশ্রয় বিধবাগণের প্রতিপালন জন্য, কন্যাদায়গ্রস্তের কন্যাদায় মোচন জন্য এই বিস্তীর্ণ বঙ্গদেশের মধ্যে একটী উপযুক্ত ভাণ্ডার স্থাপনে অকৃতকার্য্য যে জাতির ধনকুবেরগণ মনে করিলে একটী কেন, প্রত্যেক গ্রামে এক একটি চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার অনায়াসে স্থাপন করিতে পারেন, সেই জাতির আদি পিতার নামীয় ভাণ্ডারের যখন এই অবস্থা তখন এ জাতির অস্তিত্ব লোপই বাঞ্ছনীয় !!! (ক) তাহাদের গঠিত মহাসমিতি-

(ক) ঠিক কথা। সম্পাদক।

কেও ধিক্! তাঁহাদের বক্তৃতাতেও ধিক্! তাঁহাদের প্রস্তাবনাতেও ধিক্! আর শতধিক্ তাহাদের কপট স্বজাতি প্রেমে!! যদি সমাজকে উন্নত করিতে চাও, যদি স্বজাতির লুপ্ত গৌরব পুনঃ স্থাপিত করিতে চাও, যদি নিরাশ্রয় বিধবার অশ্রু মুছাইতে চাও, তবে ভাই! কপটতা স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন দাও, দরিদ্র স্বজাতিকে প্রাণ খুলিয়া বক্ষে টানিয়া গাঢ় আলিঙ্গন কর আর সর্ব্বোপরি তোমার আদিপিতার নামীয় ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য মুক্তহস্ত হও।

মফঃস্বলের কায়স্থগণের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় তাহা যাহারা প্রচারকে ঘুরিতেছেন তাঁহারাই তাহা জানেন, অন্যের পক্ষে তাহা উপলব্ধি করা অসম্ভব। কেননা—

"কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষ দংশেনি যারে।"

সুতরাং শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শরৎ বাবু প্রমুখ দ্বিতীয় দল কেমনে হৃদয়ঙ্গম করিবেন? কাজেই তাঁহাদের মন্তব্য পাঠে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। মফঃস্বলের কায়স্থই ভক্তিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বজাতি মহাত্মাদিগের নিকট সকাতরে সানুনয় প্রার্থনা—

"সমানী বঃ অকূতি সমানী হৃদয়ানি বঃ,
সমানামস্তু বঃ মনঃ যথা বো সুসহাসতি।"

যদি এই মহাবাক্য অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতে চাও; তবে পরতা, কপটতা, দীর্ঘসূত্রতা, অহমিকতা, ত্যাগ করিয়া উদারতা, স্নেহপরতা, স্বজাতিপ্রিয়তা, সরলতা প্রভৃতি উচ্চভাবে হৃদয়কে সুশোভিত করিয়া স্বজাতির মাহাত্ম্য প্রচারে অগ্রসর হও। মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের ন্যায় স্বজাতিপ্রেম গৃহে বিচরণ কর, প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের ন্যায় প্রহার, তাড়না, লাঞ্ছনা কটুক্তি উপেক্ষা করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যপালনে, স্বীয় মহাব্রত পালনে অগ্রসর হও, নিধন নির্ব্বিশেষে হৃদয় মিলাইয়া আলিঙ্গন কর দেখিবে অচিরেই তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। তোমার জাতীয় বিজয়পতাকা পতপত শব্দে উড়িতেছে। এ আশা কি সফল হইবে?

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই সমালোচনা পাঠে কেহ বিরক্ত বা রুষ্ট হইবেন না। এই সমালোচনার সহিত যাঁহারা ভিন্নমত তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি—

শ্রীশ্রীনারায়ণ সরকার দেববর্ম্মা ভক্তিভূষণ।
নগরবাকা, নদীয়া।

সুকন্যা।

পরম রূপলাবণ্যশালিনী অশেষ গুণবতী সুকন্যা মহাবল পরাক্রান্ত সূর্য্যবংশোদ্ভব মহারাজ শর্য্যাতি নরপতির প্রাণোপমা দুহিতা। তিনি সতীকুল শিরোমণি, তাঁহার ভাস্বর নামের সতীত্ব জ্যোতিতে ভারতভূমি চিরসমুজ্জ্বলা। যদিও ভারতভূমির প্রতি অণু-পরমাণু মহাসতীর পদস্পর্শে গৌরবান্বিত, তথাপি সুকন্যার অনুপম সতীত্ব মহিমা—সে গৌরবকে চরম সীমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

সুকন্যা যখন বয়ঃসন্ধিগতা তখন এক দিন মহারাজ শর্য্যাতি সপরিবারে তপোবন দর্শনে গিয়াছিলেন। অপরাহ্ণকালে রঙ্গপ্রিয়া সুকন্যা রঙ্গিণী নর্ম্ম সহচরী সঙ্গে ভ্রমণে বাহির হইয়া নারীজনসুলভ কল হাস্যে ভ্রমণপথ মুখরিত করতঃ ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে এক স্থানে দেখিতে পাইলেন একটী বল্মীকস্তূপ মধ্যে নীলকান্ত মণির ন্যায় দুইটি উজ্জ্বল পদার্থ দীপ্তি পাইতেছে। প্রমোদচঞ্চলা সুকন্যা কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া কবরীস্থিত রত্নভূষণ বিশেষের দ্বারা সে দুইটিকে বিদ্ধ করিলেন। তাহার পর দিবা অবসান প্রায় দেখিয়া সখীদিগের সহিত শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। চ্যবন মুনি সে স্থানে বহুবৎসর ধরিয়া তপস্যা নিরত ছিলেন—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বল্মীকস্তূপ সমুদ্ভূত হইয়াছিল। সুকন্যা যে সেই ঋষির চক্ষু দুইটি বিদ্ধ করিয়া গেলেন তাহা জানিতে পারিলেন না। দারুণ বেদনায় মহামুনির সমাধি ভঙ্গ হইল। তখন তিনি ধ্যানযোগে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ক্রোধপ্রদীপ্তচিত্তে কোনমতে মহারাজা শর্য্যাতির সমীপস্থ হইয়া

অমর্ষ জড়িত কণ্ঠে কহিলেন "রাজন, অদ্য তোমার সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত তোমার প্রগল্‌ভা কন্যার ধৃষ্টতায় তোমাকে সপরিবারে নিরয়গামী হইতে হইবে।"

মহারাজ এই অমিত তেজসম্পন্ন ক্রোধকম্পিতকলেবর ঋষিশ্রেষ্ঠকে এতদবস্থায় দর্শন করিয়া ভয়াবসন্ন মনে কহিলেন "কেন ঋষি, আমার অজ্ঞানা কন্যা আপনার কি অনিষ্ট সাধন করিয়াছে ?"

চ্যবন ঋষি ক্রোধ গম্ভীর স্বরে কহিলেন "তোমার মদোদ্ধতা কন্যা ক্রীড়াপ্রমত্ত হইয়া আমার চক্ষুযুগলকে বিনষ্ট করিয়াছে।"

মহারাজ শর্য্যাতি ভয়বিহ্বল চিত্তে তপোবলসম্পন্ন মহামুনি চ্যবনের পাদমূল ধারণ করিয়া কাতর কণ্ঠে কহিলেন "আর্য্য, আমার কন্যা তরল মতি ; আপনি তাহাকে ক্ষমা করুন—আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।"

তখন চ্যবন ঋষি কহিলেন "মহারাজ যদি আপনার মঙ্গল চাও, তবে তোমার কন্যাটিকে আমাকে অর্পণ কর—সে আমাকে পতিত্বে বরণ করুক।"

মহারাজ শর্য্যাতি সেই নেত্রবিহীন বর্ষীয়ান দরিদ্র ঋষিকে কন্যাদানের বিষয় চিন্তা করিতেও কাতর হইলেন, কিন্তু অভিশাপভয়ে অস্বীকৃত হইতে পারিলেন না।

অতঃপর অনিন্দ্যসুন্দরী লোকললামভূতা সুকন্যা জরাগ্রস্ত চ্যবনের গলায় বরমালা অর্পণ করিয়া মহাসুখে তাঁহার সহিত পর্ণকুটীরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

সুকন্যা রাজকন্যা, বিলাস সংপুষ্টা দুঃখের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ অনবগতা। তথাপি তিনি হৃষ্টচিত্তে স্বহস্তে গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া নানাপ্রকারে স্বামীর মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতেন।

এক দিন তিনি বসন্তের মধুময় প্রভাতে স্নানার্থ সরোবরে গিয়া দেখিলেন সোপনদেশে দুই পরমসুন্দর যুবক পরিমলময় কমল কোরক হস্তে নীরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন তাঁহারা স্নানার্থ সমাগতা সুকন্যাকে দেখিয়া মধুর বচনে কহিলেন "কল্যাণি তুমি কে ? আমরা তোমার যৌবনসুলভ লাবণ্য দর্শনে একান্ত মোহিত হইয়াছি ; আমাদিগকে তোমার পরিচয় প্রদান কর।"

সুকন্যা কহিলেন "আমি শর্য্যাতি মহারাজার কন্যা তপঃপ্রভাবসম্পন্ন চ্যবন ঋষির পত্নী আমার নাম সুকন্যা।"

তখন তাঁহারা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "ভদ্রে, তুমি রাজকন্যা এবং

যৌবনসম্পন্না, দারিদ্র্য-নিপীড়িত কুৎসিতদর্শন জরাগ্রস্ত চ্যবন তোমার উপযুক্ত পতি নহেন। তুমি আমাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা বরণ কর, সর্ব্বদা পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে পারিবে।" সুকন্যা ভ্রূকুটি কুটিল নেত্রে অথচ নারী সুলভ মনোহর কণ্ঠে কহিলেন "আপনারা এ কি অনুচিত কথা কহিতেছেন ? পতি-রমণীর দেবতা, তিনি কুৎসিতই হউন আর জরাগ্রস্তই হউন সর্ব্বতোভাবে স্ত্রীর পূজনীয়। আপনাদের অবয়ব দর্শনে আপনাদিগকে সামান্য মনুষ্য বলিয়া বোধ হইতেছে না। তবে আপনারা এইরূপ অপ্রিয় বাক্যে আমাকে পীড়িত করিতেছেন কেন ?"

তখন সেই যুবকদ্বয় গদগদ কণ্ঠে কহিলেন "শুভে, আমাদিগকে তিরস্কার করিও না, আমরা অশ্বিনীকুমার যুগল, তোমার সতীত্ব পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার অলৌকিক সতীত্বের পরিচয়ে পরম প্রীত হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর।"

সুকন্যা কহিলেন "আপনারা আপনাদের অভীষ্ট প্রদেশে গমন করুন, আমার কিছুরই অভাব নাই।"

তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় কহিলেন "আমরা তোমার উপর নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমাদের বরে তোমার বৃদ্ধ স্বামী নবযৌবন প্রাপ্ত হইবেন এবং তোমার পতিঃ চিরকাল অবিনশ্বর থাকিবে।"

ভারতের যদি কিছু গর্ব্ব করিবার থাকে, তবে সে ভারতরমণীর সতীত্ব গৌরব। পতিত ভারতের এখন যে নামটুকু আছে সে কেবল ভারতনারীর অনুপম সতীত্ব মহিমার জন্য।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
নালিকুল ট্রেনিং স্কুল,
পোঃ নালিকুল, জেলা হুগলি।

নববর্ষে।

পরম কারুণিক পরমেশ্বরের শুভ ইচ্ছায় দেখিতে দেখিতে পুরাতন বৎসরের দিনগুলি মুমূর্ষুর ক্ষীণ জীবনালোকের ন্যায় মহাকালের বিশাল বক্ষে চির লীন হইয়া গেল। যে গিয়াছে সে আর ফিরিবে না ; শুধু তার এতটুকু পদাঙ্ক যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এক ক্ষুদ্র অংশ জুড়িয়া তাহার

অতীত অস্তিত্বের ম্লান স্মৃতিটুকু জাগাইয়া রাখিবে মাত্র। সেও শুধু সুখের স্মৃ নহে, সে যে ফুলশয্যারাত্রির শ্মশানস্মৃতি; সে যে হাসির অশ্রুবিন্দুর পার্শ্বে মহা শোকের অনন্ত সলিল প্লাবন! হায়! অতীত বর্ষ! এ বিশ্বের কত মহামূল্য রত্ন—কত রাজভক্ত প্রজা, কত স্বদেশভক্ত বীরসাধক যে তোমার লাগি আত্মোৎসর্গ করিয়া পাশ্চাত্য মহাসমরক্ষেত্রে অতীতের অঙ্কশায়ী হইয়াছে— কত সুরভি সুন্দর কুসুম যে ভীষণ মহামারী জ্বর, ওলাউঠা, প্লেগ, বসন্ত ও ইনফ্লু য়েঞ্জার প্রচণ্ড উত্তাপে অকালে শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে, কত স্নেহময়ী জননী, কত প্রেমময় গৃহিণী, কত স্নেহপ্রবণ জনক, কত অভিন্নহৃদয় সখা সহোদর, কত প্রাণপ্রতিম আত্মীয় স্বজন যে তাঁহাদের অকাল তিরোধানে পরি অশ্রুগঙ্গাপ্রবাহে ধরাবক্ষ সিক্ত করিয়াছে, এ ক্ষুদ্র লেখনী সে শ্মশানস্মৃতির কথা চিত্রাঙ্কনে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

বিগত বর্ষের বিসর্জ্জনের বিষাদ অশ্রুবিন্দু এখনো তেমনি নয়নকোণ জুড়ি আছে; এত শীঘ্র সে শোকের স্মৃতি ভুলিয়া অশ্রু মুছিয়া এ বিষাদ ম্লান প্রীতির মধুর হাসিরেখা ফুটাইয়া তুলিতে পারিব না। তথাপি নবীনের অভ্যর্থনা করিতে হইবে। ঐ যে নববর্ষের শুভ আগমনসূচক মঙ্গলশঙ্খ—স্বর্গীয় আন দুন্দুভি ধ্বনিত হইতেছে! অন্তিম সমাধির পার্শ্বে বিবাহের আনন্দ-উৎসবের ন্যায় অতীতের বিসর্জ্জনের অদূরে নবীনের শুভ আগমনের আনন্দ-কোলাহলে এ বিশ্বপূর্ণ হইল যে!

"উত্তিষ্ঠ জাগ্রত" উঠ, জাগ, অতীতের দুঃখ-দুর্দ্দশার স্মৃতি অন্তরের গুপ্ত সুপ্ত রাখিয়া নবীন উদ্যমে নব উৎসাহে চিত্তে নব বলের সঞ্চার করিয়া নূ বৎসরের অভ্যর্থনায় প্রস্তুত হও—শোক, দুঃখ-দৈন্য সব ভুলিয়া নবীনকে বরণ করিয়া লও। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিপ্রবণহৃদয়ে চির মঙ্গলময়ের রাতুলপদে প্রার্থনা কর,—প্রভো! আর যেন আমাদিগকে অতীতের সে ভয়াবহ দৃশ্য—কুরুক্ষেত্রের সে রক্তপ্লাবন,—মহামারীর মহানরমেধ যজ্ঞ—জ্বর, ওলাউঠা, প্লেগ, বসন্ত ইনফ্লুএঞ্জার বিভীষিকা জল প্লাবনের বিষম অত্যাচার এবং দুর্ভিক্ষের ভীষণ দেখিয়া প্রাণে শিহরিয়া উঠিতে না হয়। মঙ্গলময়ের শুভ ইচ্ছায় বর্ত্তমান বর্ষের ভবিষ্যৎ চিত্র উজ্জ্বল ও মধুময় হউক।—এ বিশ্ব মহামিলনের আ শান্তির অমৃত প্রবাহে চির হাস্যময়—চিরসুখ পূর্ণ হউক।

স্বাগত! এস; নববর্ষ! সুন্দর হইতে সুন্দরতর—সুন্দরতম হইয়া পবিত্র হইতে পবিত্রতা হইয়া ধন-ধান্যের অনন্ত পসরা,—স্বর্গের সুন্দর চিত্র লইয়া তুমি এস। বসন্তের মলয় পবন, কোকিল-কূজন ও ভ্রমর-গুঞ্জন, শরতের পূর্ণ শশধর, শিশুর নির্ম্মল হাসি, নন্দনের পারিজাত এবং স্বর্গের সুধারাশি লইয়া তুমি এস। এস, নববর্ষ! অনন্তশান্তি, অসীম প্রীতি, গুরুভক্তি, অপরিমিত প্রেম ও অনাবিলপুণ্য-পবিত্রতা লইয়া তুমি এস। এস, নববর্ষ! রোগের কালিমা মুছিয়া আরোগ্যের পবিত্র-মধুর চিত্র লইয়া তুমি এস। এস, নববর্ষ! দুর্ভিক্ষের ভীষণ চিত্র, লাঞ্ছিতের উষ্ণ অশ্রু, রোগের কঠোর যাতনা, অভাবের নিদারুণ তাড়না এবং মৃত্যুর করাল ছায়া দূরে রাখিয়া,—অন্নপূর্ণার অন্নভাণ্ড, শান্তির অমৃত, আরোগ্যের মহা আরাম এবং মৃত্যুঞ্জয়ের মধুর চিত্র লইয়া তুমি এস। এস, নববর্ষ! পাপের পঙ্কিলতা দূরে রাখিয়া দ্বন্দ্বের কোলাহল মুছিয়া ঈর্ষার অনল নির্ব্বাণ করিয়া চিরমঙ্গলের মধুর বার্ত্তা লইয়া তুমি এস; তোমার শুভাগমনে এ বিশ্ব ধন্য হউক—এ জগতে চিরশান্তির অনাবিল অমৃত ধারা প্রবাহিত হউক। ৺শিব! শিব!! শিব!!!

কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন।

——

কবিতাগুচ্ছ।

আপনজন। ১

—•:•—

যাঁর তরে প্রাণ কাঁদে সদাই
সে আপন জন;
তাঁর চরণ না পেলে পরে
বৃথা এ জীবন। ১

কোথা আমার প্রাণের সখা
বল না ত্বরায়;
সে বিনা মোর শুষ্ক হৃদ
দগ্ধ হয়ে যায়। ২

বসে আছি আকুল প্রাণে
নীলিম সাগর তীরে ;
চেয়ে আছি ঊর্দ্ধ পানে
তাঁরেই পাবার তরে । ৩
সাঝের আঁধার ঘনিয়ে এল
ঝঞ্ঝা বাদল সনে ;
তাঁরি তরে চেয়ে আছি
শূন্য আকাশ পানে । ৪
বিষের আধার প্রাণ আমার
পূর্ণ বিষয় বিষে ;
তাঁহার মধুর পরশ বিনা
মধুর হবে কিসে ? ৫
সে যে পীযূষময় মহাসিন্ধু
জোয়ার-ভাটা হীন ;
তাঁহার প্রেমে সবই শীতল
নাইকো ধনী-দীন । ৬
যোগী-ঋষি আকুল প্রাণে
সদাই ডাকে তাঁয় ;
তাঁর মধুর প্রেমের মহা বন্যায়
বিশ্ব ভেসে যায় । ৭
সর্ব্বভূতে আছেন তিনি
সর্ব্বশক্তিমান ;
ধ্রুব-প্রহ্লাদ যাঁর মূরতি
ক'রে ছিল ধ্যান । ৮
তাঁর প্রেমেতে ছোট বড়
নাই ত ভেদ জ্ঞান ;
পাপী-তাপী সবার তরে
কাঁদে তাঁহার প্রাণ । ৯

রত্নাকার আর জগাই—মাধাই
পাপী কত শত ;
তাঁর প্রেম-বাতাসে ত'রে গেল
পড়ে রইল না ত । ১০
যাঁর প্রেমেতে শীলা ভাসে
নদী উজান বয় ;
যাঁহার প্রেমের জয় ধ্বনি
উঠে বিশ্বময় । ১১
যাঁর পদ পাবার লাগি
ব্রহ্মাণ্ড পাগল ;
গিরীশ মোর লুটিয়া দাও
তাঁরি চরণ-তল । ১২

নববর্ষের আবাহন । ২

এস, চির সুন্দর
পরম মধুর
কুসুম কেশর মাখি ;
এস,, বাসন্তী জোছনায়
মলয় মধুর বায়
বিভোল নয়নে চাহি । ১ ।
এস, মেঘ-গরজনে
ভ্রমরা গুঞ্জনে
কুসুম-পরশ হর্ষে ;
এস, কণ্ঠে কোকিলার
নিতি শতবার
তোষি বিমল স্পর্শে । ২ ।

এস, হৃদয়-দেবতা
ব্রহ্মাণ্ড সবিতা
চির নম্য প্রভু ;
এস, তুমি সব শূন্য
নাশি হৃদি দৈন্য
আমার পরাণ বঁধু ।৩।
এস, প্রীতির নির্ঝর
দেব চির সুন্দর
ভকত রঞ্জন বঁধু ;
এস, নবীন আলোকে
বিপুল পুলকে
ধরি প্রীতির মধু ।৪।

নস্যের ডিবা ।৩।

কাহার মস্তিষ্ক প্রসূ
তুমি নস্তের ডিবা ?
জ্ঞানিজন স্পৃহনীয়
তব কি অসীম বিভা ।১।
কোন ত্রিদিবের রত্ন তুমি
কোন সাগরের ধন ।
কোন দেবতা রচিল তোমায়
ওগো অমূল্য রতন ।২।
তুমি সাথে রইলে আমার
স্বর্গ কিবা ছার
পর্ণকুটীর রত্ন হর্ম্ম্য
ডিবা সাথে যার ।৩।

অতি উচ্চ গর্ব্বিত শির
সম্মান লভিছ কিবা ।
পণ্ডিতের বরেণ্য তুমি
ঐ ক্ষুদ্র নস্তের ডিবা ।৪।
অধ্যাপকের জ্ঞানের আঁধার
সাগর সেঁচা ধন ।
মানের টীকা ভালে তব
তুমি অমূল্যরতন ।৫।
তোমার অঙ্গে কি সুষমা
কি মাধুরী আর ।
মর্ত্ত্যে শৃঙ্গ স্বর্গের সুখ
তুমি ধন্য তুমিই সার ।৬।
বাবুর তুমি প্রাণারাম
তুমি কবির সম্বল ।
পণ্ডিতের টীকা তুমি
তুমি শীতের কম্বল ।৭।
কার মস্তিষ্ক প্রসূ তুমি
কোন সাগর সেঁচা ধন ।
ওগো ঐ নস্যের ডিবা
ওগো অমূল্য রতন ।৮।

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা

কে আছে আমার । ৪ ।

একটী জিজ্ঞাস্য আজি হৃদি দহিবার—
অখিল ব্রহ্মাণ্ড মাঝে কে আছে আমার ?
এই যে ইন্দ্রিয়গণ,
সদা কর্ম্মের সাধন,
জীবনের দুষ্ট রাহু পাপী দুরাচার,
নোওয়াইয়া দেয় তারা দিয়া পাপ-ভার । ১

পিতা মাতা ভ্রাতা স্বসা পুত্র কন্যাগণ,
যাঁদের সেবায় অহো অর্পেছি জীবন,
কিছু দিন পরে হায়!
কে কোথায় চলে যায়;
মরণ ছিঁড়িয়া ফেলে আশার কানন,
রাখে শুধু আর্ত্তনাদ করুণ ক্রন্দন। ২

বিরলে বসিয়া কত ভাবিয়াছি মনে,
জুড়াইব দগ্ধ প্রাণ প্রেম আলিঙ্গনে,
শ্রবণ দর্শন ঘ্রাণ,
স্পর্শ-আস্বাদন-জ্ঞান,
সকল যে দেব-পুরে মধুর মিলনে;
দেখেছি বিনাশ তার পূজা-আয়োজনে। ৩

দগ্ধ মনে জীর্ণ দেহে সহিয়াছি হায়!
কত শোক কত দুঃখ বলা নাহি যায়।
অনন্ত এ বিশ্ব প্রাণে,
চেয়েছি উদাস প্রাণে,
কে কোথায় আছ অহো করিতে উদ্ধার
ঘুচাইতে হা হুতাশ তীব্র হাহাকার। ৪

কিন্তু এ অখিল বিশ্বে দেখিনি সে জন,
ব্যথিতের তপ্ত অশ্রু যে করে মোচন।
আত্মীয় বান্ধব জ্ঞানে,
নিরাশ্রয় আর্ত্ত জনে,
বিতরিতে দয়া, মায়া, প্রীতি-সম্ভাষণ,—
দেখিনি বান্ধব কেহ মহাত্মা সুজন। ৫

একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা বিনা কেহ আর
নাহি ভবে বন্ধু কেহ দয়ার আধার।
পাইলে সে ধ্রুব-তারা,
হ'ব নাকো দিশা হারা,
পা'ব সুখ পা'ব শান্তি করুণা অপার
আমি তার সে আমার কেহ নাহি আর॥ ৬

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

নববর্ষ।

সজ্জিত হইয়া নবীন ভূষণে
নববর্ষ পুনঃ উদিল আজি।
প্রকৃতি সুন্দরী বিচিত্র বরণে
বরিতে তাহারে আসিল সাজি॥ ১

কিবা চারুসাজে ধরিত্রী সুন্দরী
শোভিত হইয়া বিচিত্র বাসে।
প্রেম অনুরাগে, আহা মরি মরি,
আহ্বানিছে তায় মধুর ভাষে॥ ২

কতদিন আর কদাচারে মজি
রহিবে ক্ষত্রিয় কায়স্থগণ।
উঠ ত্বরা করি অলসতা ত্যজি
লইতে পবিত্র উপনয়ন॥ ৩

নূতন উৎসাহে নূতন বরষে
হয়ে উপবীতী বিধান মত।
নূতন উদ্যমে নূতন হরষে
হও সদাচার পালনে রত॥ ৪

অধারন করি এক নিষ্ঠ মনে
কায়স্থ-তত্ত্বের নিগূঢ় সার
এ ধর্ম্ম্য প্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তনে
পাইবে সুযুক্তি:বিধান আর॥ ৫

শাস্ত্র অনভিজ্ঞ অর্ব্বাচীনগণ
কহে যদি কভু বিদ্রূপবাদ।
কিম্বা যদি করে বিরুদ্ধাচরণ
না হয়ো কদাপি পশ্চাৎপদ॥ ৬

তাই বলি পুনঃ নূতন বরষে,
নূতন সাহসে উৎসাহে মাতি।
স্বধর্ম্ম পালন করহ হরষে,
দেখাও কায়স্থ ক্ষত্রিয় জাতি॥ ৭

শ্রীমুরারীমোহন করবর্ম্মা।
সারস্বতাশ্রম, চন্দন নগর।

উকিল বাবু।

খুলনাভিমুখে শিয়ালদহ ষ্টেসন হইতে রাত্রি প্রায় ১০টায় গাড়ী ছাড়িয়া দি আমি ও সুশীল তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে চাপিয়া বসিয়াছি। মনের অবস্থা ভ না থাকায় নীরবে নানাকথা ভাবিতে লাগিলাম। গাড়ী হুঁ হুঁ শব্দে বেলেঘা পুল পার হইয়া ছুটিয়া চলিল। কিছুক্ষণ পরে গতি মন্দীভূত হইলেই বুঝি গাড়ী দমদমা জংসনের সন্নিকটস্থ হইয়াছে। গাড়ী দমদমা জংসনে আসি আমরা যে কামরায় ছিলাম; তাহা আরোহীপূর্ণ ছিল। দেখিলাম এক ভদ্র যুবক, গায় সাটের উপর গরদের কোট; পরণে কাল পেড়ে মিহি ধু পায় বিলাতী জুতা, এক হাতে একটী গাটরি, অন্য হাতে এক ঠোঙ্গা সন্দে আমাদের কামরায় উঠিলেন। উঠিবার সময়ই সন্দেশগুলি ঝর ঝর করিয়া পড়ি গেল। যুবকটী অবশ্য দুঃখিত হইলেন। যুবকের সন্দেশ গেল। আরোহি দুই একটা কথা বলিবার সুযোগ ঘটিল। কেহ 'আহা! আহা!' শব্দে সহ ভূতি দেখাইল—কেহ তাহার বিষয় বুদ্ধির নিন্দা করিল—কেহ রুমাল বাঁধিয়া আনা কর্ত্তব্য ছিল বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল। যুবক কিছুই ভাল না বলিয়া বসিবার স্থানানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। স্থানের একবারে অ কেহই ভদ্র যুবকটীকে স্থান দান না করায় তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমা সুশীল যুবটীকে ডাক দিয়া নিজে একটু সরিয়া বসিয়া অপর একজন আরো একটু সরাইয়া বসিবার স্থান করিয়া দিল। সুশীলের ভদ্রতায় আমি বড় আ লাভ করিলাম। এইরূপই ত চাই। মানুষ শুধু আত্মসুখে সুখী হ চাহিলে বিন্দুমাত্র ত্যাগের পরিচয় না দিলে তাহার আবার মনুষ্যত্ব যুবকটী বসিবার স্থান পাইয়া প্রাণ ছাড়িয়া বাঁচিলেন—সুস্থ হইলেন। অ সুশীলের সহিত যুবকটীর আলাপ হইলে জানা গেল, তিনি একজন বি সুশীলের পরিচিত কোন চৌকীতে মুনসেফ কোর্টে ওকালতী করেন। সুশীলের অনেক বন্ধুবান্ধব আছেন। সুতরাং সুশীলের সহিত উকিল আত্মীয় ভাব জন্মিল। সুশীল উকিল বাবুর সঙ্গে নানাবিষয়ে আলাপ ক লাগিলেন। আমি বসিয়া বসিয়া কোন উত্তর না দিয়া শুধু শুনিয়া যা লাগিলাম। সাহিত্য-পরিষদের কথা পুরাতত্ত্বাবিষ্কারের রহস্য, কায়স্থের উপন বৈধতা অবৈধতা সম্বন্ধে নানা আলোচনা চলিল—গাড়ীতে নিদ্রাহীন

কাটিতে লাগিল বেশ। একজন ব্রাহ্মণ আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের অডিট্ আফিসে কেরাণীর কর্ম্ম করেন; তিনি কায়স্থের উপনয়নের কথায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। কায়স্থের সঙ্গে শূদ্র মিশ্রনের অজু হাত দেখাইয়া 'উপনয়ন' নাকচ করিতে চাহিলেন। এ নজীর অনেক ব্রাহ্মণই দেখাইয়া থাকেন; তাহার দোষ কি! আমাদের সুশীল ও ছাড়িবার পাত্র নহে—সে সুদে আসলে কথাটীর জবাব দিয়া ব্রাহ্মণ মহাশয়কে নিরুত্তর করিল—ভগ্নার মেয়ে ও কুলীনকাহিনী, পাচকবৃত্তি—পাউরুটী বিক্রয় কোন কথাই বাদ দিল না। সুশীলের জবাবে ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া আমার হাসি আসিতে লাগিল। উকিল বাবুটী উপ-নয়নের বিশেষ পক্ষপাতী বোধ হইল না। যশোহর ষ্টেসনে গাড়ী থামিল—উকিল বাবু কিছু সরপুরিয়া কিনিলেন। একজন বলিল—"বাবুর মিষ্টান্নগুলি পড়িয়া না গেলে আর অনর্থক এ সরপুরিয়া কিনিতে হইত না।" সুশীল বলিল,—'উকিলের পয়সা ওর মমতা কি? সাধারণের রক্ত যত দিন আছে; তত দিন উহাদের ভাবনা নাই।" আগুন জ্বলিল। উকিল বাবু, একটু উত্তেজনায় ভাষায় বলিলেন—কেন মহাশয়, উকিলেরা কি সাধারণকে ঠকাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করে? উকিল কি সমাজের হিতৈষী নয়? সুশীল। নিরক্ষর লোকদিগকে হিতাহিত বুঝিবার অবসর না দিয়া যাহারা শুধু স্বোদর পূরণ চেষ্টা করে; তাহারা যদি সমাজহিতৈষী তবে শত্রু কে? সেই উপার্জ্জনকে ন্যায্য বলা যায় কিনা ভাবিয়া দেখুন। উকিল। উকিলপক্ষের প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করে; পারিশ্রমিক লয়। উকিল না থাকিলে নিরক্ষর লোকদিগকে নির্য্যাতনের একশেষ হইত। আপনি বলিতেছেন, উকিল সমাজের শত্রু! উকিল না থাকিলে সমাজ-শান্তি ব্যহত হইত।

সুশীল। উকিলের প্রয়োজন নাই, এ কথা আমার বলিবার উদ্দেশ্য নহে। উকিলেরা সমাজের হিত সাধন করিতে পারেন—কেহ কেহ করিয়া থাকেন, তাহা আমরা স্বীকার করি। পরন্তু সংখ্যাধিক্য হওয়ায় পসার প্রতিপত্তি ও আর্থিক স্বাচ্ছলতা লাভের অনুরোধে এক শ্রেণীর উকিল, যেরূপ প্রবৃত্তির পরিচয় প্রদান করেন; বস্তুতঃ তাহা লজ্জাজনক। সমাজের হিতাহিত তাঁহারা ভাবেন না—বুঝিবা ভাবিতে পারেন না।

উকিল। আপনার কথা বুঝিতে পারা গেল না।

সুশীল। ধরুন, একজন জমিদার কোন প্রজার নামে ন্যায্য খাজানার

নালিশ করিয়াছেন। সেই প্রজা আপনার নিকট আসিয়া সমস্ত অবস্থা জানাইয়া পরামর্শ চাহিল। আপনি যদি তাহাকে জবাব দেওয়া কর্ত্তব্য নয়, বুঝাইয়া দেন সে জমিদারের কোপ নয়নে পড়ে না—শান্তিতে থাকিতে পারে। মোকদ্দমায় জবাব দিলে যাহা ব্যয় হয়, তাহা জমিদারকে দিলে দেনার অনেকটা পরিশোধ হয়। আপনি তখন ভাবিলেন, আজ ত একটী টাকাও পাওয়া যায় নাই—শিকার ছাড়িয়া লাভ কি! তাহাতে বলিলেন—একটা জবাব দাও, সোণে করিয়া দিব। মোকদ্দমা শেষ হইতে সময় লাগিবে—এই সময় মধ্যে টাকাটা যোগাড় করিয়া ফেলিতে পারিবে—সেও কম সুবিধা নয়। সাধারণ লোক, আপনার কথায় মুগ্ধ হইল—ওকালতনামা দস্তখত করিল—মোকদ্দমা চলিল মোকদ্দমায় ফল যাহা হইবার তাহাই হইল। জমিদার রুষ্ট হইয়া দুষ্ট প্রজাকে জব্দ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন—প্রত্যেক কিস্তিতে নালিশ চলিল—আপনি ও আপনার সমব্যবসায়ী কিছুদিন রুধির পাইলেন—প্রজা জেরবার হইয়া গেল। এখন ভাবিয়া দেখুন, আপনি সমাজের কি অহিতই না করিলেন!

উকিল। জানিয়া শুনিয়া আমরা কখনও এমন করি না। পক্ষ যেয়া মোকদ্দমা আমাদিগকে দেয়, আমরা তাহাই গ্রহণ করি; সত্য মিথ্যা অনুসন্ধান করিয়া মোকদ্দমা গ্রহণের প্রয়োজন কি? আমরা পক্ষের কথা সত্য বলিয়া মনে করি—আমাদের তাহাতে কোন দোষ স্পর্শিতে পারে না।

সুশীল। উকিলবাবু বুকে হাত দিয়া বিবেকের দিকে চাহিয়া বলিতে পারেন কি, মিথ্যা জানিয়া কোন মোকর্দ্দমা কোন উকিলেই গ্রহণ করেন না? সাক্ষীকে এক শ্রেণীর উকিলরা কি সাক্ষ্য দিতে হইবে তাহা শিখাইয়া দেন না? মিথ্যাকে সত্যের বেশে সাজাইয়া কোন উকিলই কি মোকদ্দমার সহায়তা করেন না? আর এ কথা ও কি সত্য নহে, যে যত উকিলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে; ততই দেশে কথায় কথায় মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি হইতেছে—দেশ মনান্তরের আগুনে জ্বলিয়া যাইতেছে?

উকিল বাবু আর নরম থাকিতে পারিলেন না গরম হইয়া উঠিলেন। তিনি রুক্ষস্বরে বলিলেন—উকিলরা কি দেশের লোকের কাছেযায় না, দেশের লোক তাঁহাদের কাছে নিজ প্রয়োজনে আসে? দেশের লোকের মোকর্দ্দমা প্রবৃত্তি তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করে—আপনি অনর্থক উকিল সম্প্রদায়ের উপর দোষ

রোপ করিতেছেন। আপনি জানেন, আপনাকে আমি জব্দ করিয়া ছাড়িতে পারি? কোন উকিলই আপনার ওকালতনামা গ্রহণ না করে, এমন করিতে পারি? আপনার বড় স্পর্দ্ধা, এমন মন্তব্য উকিলদের সম্বন্ধে ইহার পূর্ব্বে কাহার মুখে শুনি নাই।

সুশীল। আমার স্পর্দ্ধা যেরূপই হউক, আপনি, উকিলদিগের সম্প্রদায় বিশেষের সম্বন্ধে যে মন্তব্য শুনিলেন, তাহা পূর্ব্বে না শুনিয়া থাকিলেও সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন। সত্য হইলে আপনাকে মাথা হেট করিয়া স্বীকার করিতে হইবে যে এক শ্রেণীর উকিলের দ্বারা সমাজ অশান্তি-সাগরের আয়তন বর্দ্ধন করিতেছে।

সুশীলের কথা শুনিয়া উকিল বাবুর গরমের মাত্রা আর বৃদ্ধি পাইল, তিনি আলোচনার বিষয় ভুলিয়া বলিয়া ফেলিলেন; "উকিলদের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আপনার অধিকার কি? আপনি বি, এল ও নন্, গ্রাজুয়েট ও নন্! তাঁহাদের বুঝিবার আপনার শক্তি কোথায়?" সুশীল কি যেন বলিতে যাইতেছিল।

আমি তাহাকে আর কিছু বলিতে দিলাম না। দুজনই নীরব হইলেন। গাড়ী খুলনা আসিল। উকিল বাবু ও আমরা এক ষ্টিমারেই চাপিলাম। বারটা পর্য্যন্ত এক ষ্টিমারেই ছিলাম। তাঁহার সহিত আমাদের আর কোন বাক্যালাপ হয় নাই—যে কারণেই হউক, তিনি আমাদের নিকট হইতে দূরে দূরে ছিলেন যাহাকে আদর করিয়া বসান গেল পরিণামে তাঁহার সহিত কথা বলা বন্ধ মার্জ্জিত, শিক্ষার ইহাই ফল।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

কালিদাস উৎসব—গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার শ্রীধাম, নবদ্বীপ, ব্রাহ্মণীতলায় মহাকবি কালিদাসের স্মৃতি-সভার অষ্টম বার্ষিক উৎসব সমাহিত হইয়াছে মহামহোপাধ্যায় অজিৎনাথ ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও পণ্ডিত মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ প্রভৃতি সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণীতলা মহাকবি কালিদাসের জন্মস্থান বলিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার প্রমাণ কি? আমরা জানিতে চাই।

২। চট্টগ্রাম ফিরিঙ্গিবাজার রোড হইতে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিতেছেন :—পরাশর গোত্রীয় দত্তবংশসম্ভূত কায়স্থ বর্ত্তমান সময়ে কোথায় কে কে আছেন জানিতে ইচ্ছা করি। যে কোন কায়স্থ মহোদয় আমাকে বংসম্পর্কে কোন বিষয় জানাইবেন। আমি তাহার নিকট বাধিত থাকিব।

৩। রংপুর কায়স্থসভার কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন :—বিগত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ রংপুর শাখা কায়স্থসভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত রাধারমণ মজুমদার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ যাবৎ রংপুর কায়স্থসভায় সভ্যগণের মাসিক চাঁদার বন্দোবস্ত ছিল না। যখন আবশ্যক হইত এককালীন দান সংগ্রহ করিয়া কার্য্য চলিত। কিন্তু তাহাতে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছিল। অনেক সময়ে অর্থাভাবে উপনয়ন, দুঃস্থ কায়স্থকে সাহায্য দান ও ঘটকালিবিভাগের কার্য্য বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। সাধারণ-সভাগৃহ না থাকায় এবং লোকাভাবে প্রচার কার্য্যেও ব্যাঘাত হইতেছিল। এ জন্য গত কল্যকার সভায় সভ্যগণের মাসিক ১৲ টাকা ॥০ আনা ও ।০ আনা পর্য্যন্ত চাঁদা ধার্য্য করা হইয়াছে। বাড়ী ভাড়া ও উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করার জন্য এবং অন্যান্য বাজে খরচা দিতে মাসিক প্রায় ৩০৲ টাকা ব্যয় পড়িবে। সুতরাং মাসিক চাঁদা না ধরিলে আর সভার স্থায়ীত্ব আশা করা যায় না। এজন্য মাসিক চাঁদা ধার্য্য হইল। রংপুর কায়স্থসভায় একটী "সেবাসমিতি" গঠিত হইয়াছে। অসহায় কায়স্থ রোগীর শুশ্রূষা, শবদাহ এবং দুঃস্থ পরিবারকে অসময়ে সাহায্যদান এই সেবা সমিতির কার্য্য। রংপুর দর্পণের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু মহাশয় এই সেবাসমিতির সম্পাদক হইলেন। কর্ম্মী কেশব বাবুর নিকট আমরা সেবাসমিতির সফলতার সম্পূর্ণ আশা করি।

৪। গত কল্যকার সভায় সভাপতি শ্রীযুক্ত রাধারমণ মজুমদার জমিদার মহাশয়ের প্রস্তাবে কলিকাতাস্থ মূল কায়স্থসভার কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যার বিবাহে রংপুর জেলাস্থ প্রত্যেক কায়স্থ সাধ্যানুসারে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিবেন স্থির হইল।

৫। রংপুর কায়স্থসভার হস্তে কয়েকটী সুপাত্র আছেন। প্রথমটী বঙ্গজ বসুবংশের পাত্র; ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া রংপুর ডাইরি ফারমে ২৫৲ টাকা বেতনে কার্য্য করিতেছেন, দ্বিতীয় বি, এ পাশ এম, এ পড়িবেন, বঙ্গজ দত্তবংশসম্ভূত, তৃতীয়টী বঙ্গজ বসুবংশসম্ভূত জমিদার সরকারে নায়েবী করেন, চতুর্থটী বঙ্গজ বসুবংশসম্ভূত স্থানীয় সিভিল কোর্টের কমিশনার, উপরোক্ত বঙ্গজ পাত্র কয়টী বয়স অল্প, সুশ্রী এবং কেহই দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র নহেন। তৎপর বারেন্দ্র কান সোনার দেববংশসম্ভূত একটী পাত্র বি, এ এই বৎসর দিবে, বয়স অল্প। বারেন্দ্র দ্বিতীয় পাত্রটী পাবনা জেলার চাকাবংশের দ্বিতীয় পক্ষের যাঁহাদি কন্যা বিবাহোপযুক্তা তাঁহারা পত্র লিখিবেন।

সম্পাদক।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায়নমঃ

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক পত্রিকা।

১২শ খণ্ড { আষাঢ় মাস ১৩২৬ সাল। } ৩য় সংখ্যা

মহাত্মা করমচাঁদ, মোহনচাঁদ, গান্ধীর আশ্রম বিবরণ।

আমরা পবরমতী নদীর পশ্চিম তীরস্থিত মহাত্মা গান্ধীর আশ্রম দেখিতে গিয়াছিলাম। সহর ছাড়িয়া নদীর পশ্চিমতটে গান্ধীর আশ্রম। আশ্রমটী ঋষির আশ্রমের ন্যায় দৃষ্ট হয়। এখানে অতি সাধারণভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যাহা প্রয়োজন তদতিরিক্ত কিছুই নাই। মহাত্মা গান্ধীর সহধর্ম্মিণীও তপস্বিনীর ন্যায় দিন অতিবাহিত করেন। তিনি অতি সরলস্বভাবা ও বিনীতা। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া বুঝিলাম, তিনি বুদ্ধিমতী ও পতির প্রকৃতই সহধর্ম্মিণী। আশ্রমে কতকগুলি শিশু ও বালক দেখিতে পাইলাম। আমরা আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই শুনিতে পাইলাম, আশ্রমের পুরুষবিভাগের এক কামরায় একটী বালক বাঙ্গালা গান করিতেছে। প্রথমতঃ মনে হইল একটী বাঙ্গালী বালক বুঝি পড়িতেছে। গানটী এই :—

অয়ি ভুবন মনমোহিনী!
অয়ি নির্ম্মল সূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণী।
জনক-জননী-জননী!

নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল,
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী !
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে
প্রথম সামরব তব তপোবনে
প্রথম প্রচারিত তব বন ভবনে,
জ্ঞানধর্ম্ম কত কাব্যকাহিনী।
চির কল্যাণময়ী-তুমি ধন্য।
দেশ বিদেশ বিতরিছ অন্ন
জাহ্নবী-যমুনা বিগলিত করুণা
পুণ্যপীযুষ স্তন্য বাহিনী !

রবীন্দ্রনাথ রচিত এই সুবিখ্যাত গানটী মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমে বাঙ্গালী বালক গাহিতেছে তাহা জানিবার জন্য মনেরও কৌতূহল বালকটীকে ডাকাইলাম, উহার বয়স ১০ বৎসরের অধিক নহে। করিলাম তোমার নাম কি ? কিন্তু সে কোন উত্তর না দিয়া আমাদের দিকে তাকাইয়া রহিল। সেখানে একটি উকিল ছিলেন, তিনি বালকটী বাঙ্গালা জানে না। বাঙ্গালী নহে, গুজরাটী। আমি জিজ্ঞাসা তবে বাঙ্গালা গান শিখিল কোথায় ? ভদ্রলোকটী বলিলেন "এই অনেক দিন বীরভূমে বোলপুর শান্তি নিকেতন ছিল" এত শৈশবে সুদূর শিশু কিরূপে বাঙ্গালার শিশুতীর্থ শান্তি নিকেতনে অবস্থান করিতে সমর্থ ছিল, ইহা ভাবিয়া আমি বাবু রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণী শক্তির শত করিলাম। গান্ধীর আশ্রমটী পবিত্র ঋষির আশ্রম বলিয়া বোধ হইল। নিজের পরিধেয় বস্ত্র নিজে বয়ন করেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী দেশপূজ্য লোকের পত্নী তিনি সাধারণ পরিচারিকের ন্যায় আশ্রমে নিরভিমানে কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন।

আশ্রমটী শান্তিময়। গান্ধীর সৌজন্য সদ্ভাব প্রকৃত পক্ষেই শান্তির বম্বে গভর্ণমেণ্ট গান্ধীকে ভালরূপেই জানেন। গান্ধী যে দাঙ্গা, হাঙ্গামা

অন্যায় ও অসঙ্গত কার্য্যের একান্ত বিরোধী, তাহাও গভর্ণমেণ্টের সুবিদিত। বম্বের একজন অতি উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারী আলাপচ্ছলে পূর্ব্বেই আমাদিগকে ইহা বলিয়াছিলেন। আমরা গান্ধীর আশ্রমে গিয়া প্রকৃতপক্ষেই তাহার কথার সত্যতার উপলব্ধি করিতে পারিলাম। আমরা অতঃপরে আমেদাবাদ হইতে বরোদা যাত্রা করি। ইতি ১৩২৬, ৩২ জ্যৈষ্ঠ।

(প্রেমপুষ্প সাপ্তাহি পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

যুদ্ধের অপরিহার্য্যতা।

যুদ্ধের ভীষণতা ও অশান্তিকরতা চিন্তা করিয়া অনেক কোমলহৃদয় ব্যক্তি যুদ্ধকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করেন—যুদ্ধজগৎ হইতে উঠিয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেন—যুদ্ধবিরহিত চিরশান্তি ভোগ করিতে চাহেন। বাস্তবপক্ষে তাহা কি সম্ভব ? কখনই না। জগত হইতে যুদ্ধ উঠিতেই পারে না—যুদ্ধ না থাকিলে জগতের শান্তি ও স্থায়ী হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। যুদ্ধ আছে বলিয়া জগতের উন্নতি—যুদ্ধের ফলে জগতের শান্তি। যুদ্ধ না থাকিলে বুঝিবা জীব-জগৎ ধ্বংস হইয়া যাইত—যুদ্ধ না থাকিলে বুঝিবা জাতিগত, ব্যক্তিগত উন্নতি ও উত্থাপন ব্যাহত হইত। যুদ্ধই জীবজগতের অস্তিত্বের কারণ। তুমি ধার্ম্মিক হইয়া বিদ্বান্ হইয়া সংগ্রামের অজস্র নিন্দা করিতে পার, তোমার বক্তৃতার স্রোতে মানবকুলকে ভাসাইতে পার, কৌশলময় বাক্যবিন্যাসে যুদ্ধের প্রতি ঘৃণাশ্রদ্ধ করিয়া তুলিতে পার কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে তোমারও উপলব্ধি হইবে, সংগ্রামের বশ্যতা তুমিও পরিহার করিতে পার নাই—পরিহার করা সাধ্যায়ত্ত নহে। যুদ্ধ বলিতে শুধু বন্দুক, কামান ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ বুঝিও না। সারা বিশ্ব যুদ্ধের ফলে সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন লাভ করিতেছে। যুদ্ধের বিষয়ভেদে অস্ত্রশস্ত্রের প্রকার ভেদ ঘটিয়া থাকিলেও যুদ্ধপ্রণালীর বিভিন্নতা সংঘটিত হইলেও যুদ্ধের উদ্দেশ্য আত্ম-প্রতিষ্ঠা বা আত্ম-বিকাশ। ইহা জাতি বা ব্যক্তি যে দিক দিয়া দেখিতে চাও অবিসম্বাদিত সত্য।

তুমি ধার্ম্মিকরূপে আজ সহস্র সহস্র লোকের পূজা লাভ করিতেছ; শত শত হাজার ভক্ত শিষ্য তোমার পদনত আদেশানুবর্ত্তী। ইহা কি বিনা যুদ্ধে লাভ করিয়াছ? পাপের সহিত সংগ্রাম করিতে তোমার কি অল্প শক্তি ব্যয় করিতে হইয়াছে। রিপু জয়ী হইতে না পারিলে ভোগজগৎকে পদতলে নিষ্পেষিত করিতে শক্তি না থাকিলে তুমি পার্থিব নৃপতিদুর্লভ পূজা পাইবার অধিকারী কি হইতে পারিতে? তোমার এ রণে বহু আড়ম্বর প্রকাশ করিতে হয় নাই; কামান বন্দুক মানবশোণিত লাগে নাই, সত্য পরন্তু এ শ্রেণীর যুদ্ধে যাহা প্রয়োজন তাহা তুমি সংগ্রহ করিতে না পারিলে কখনই এ অবস্থা লাভ করিতে পারিতে না। তুমি বিদ্বান্ সর্ব্বত্র তুমি পূজিত। এ পূজার যোগ্য হইতে কি তোমায় সামান্য সংগ্রাম করিতে হইয়াছে? আলস্যের সহিত নিদ্রার সহিত অবিরত যুদ্ধ করিয়া পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা অনভ্যাসকে জয় করিয়া ভোগবিলাস স্বাস্থ্যের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া প্রবল উৎসাহের দ্বারা অনিচ্ছাকে পরাজিত করিয়া আজ তুমি বিদ্বান্—জ্ঞানের খনি। যুদ্ধ না করিলে যুদ্ধের নামে ভয় পাইলে যাহা আজ তুমি, তাহা হইবার আশা ছিল না।

সমাজপানে চাহিয়া দেখ, সামাজিক দুর্নীতি ও পাপ বিনাশ করিতে মহাত্মা সকল কি প্রকারে অদম্য সাহস, অটল অধ্যবসায় সহকারে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতেছেন। লাঞ্ছনা গঞ্জনার অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও তাঁহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছেন না; তাই সমাজ আজ জয় লাভ করিয়া ধ্বংসের মুখ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইতেছে।

বাণিজ্যক্ষেত্রে ও অবিরামসংগ্রাম। তুমি এক টাকায় একখানা বস্ত্র যোগাইতেছ—আমি বার আনায় দিতে প্রস্তুত। কে তোমার বস্ত্র লইবে? আমার যুদ্ধ তোমার বাণিজ্য মৃত্যু অনিবার্য্য। তোমার আমার এই সংগ্রামের ফলে জনসাধারণের কল্যাণ। শিল্পের সমুন্নতি। বাণিজ্যক্ষেত্রে যুদ্ধ না থাকিলে শিল্পের উন্নতি—দ্রব্যজাতের বহু প্রচার কখনই আশানুরূপ হইত না।

কৃষিবল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সর্ব্বদাই সংঘর্ষ হয়—সংঘর্ষের ফলে নরহত্যা হয়—রক্তপাত হয়—তাহা সকলেই জানেন। কৃষক মাত্রেই যদি শান্তিতে থাকিতে চাহে—সংঘর্ষ না হইতে পারে কিন্তু তাহা কি রক্তমাংসের শরীরে লোভ অধিক লাভের জন্য উত্তেজিত করে; একে অন্যের ভূমি বা

ভূমির অংশ দখল করে; যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। আক্রমিত পক্ষ শান্তিতে থাকিতে চাহিলে ক্রমে সম্পত্তিবিহীন হইয়া পড়ে—দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

তুমি যদি পারিবারিক শান্তিও ভোগ করিতে চাহ, তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে। পরিবারস্থ প্রত্যেকেই অপরকে অনুগত করিতে চাহিতেছে। যে, সকলকে বাধ্য করিতে পারে—সকলের হৃদয় জয় করিতে পারে, সে নিজেও শান্তি পায়—স্ব শক্তির প্রয়োগ করিয়া অপর সকলকেও শান্তিরজ্জুতে বাঁধিয়া রাখিতে পারে। চাহিয়া দেখ, যে সংসারে স্ত্রী, স্বামীকে পরাজিত করিতে পারিয়াছে, সে সংসারে স্ত্রীর আজ্ঞাবহরূপে স্বামী বিচরণ করিতেছে—স্বামীর আত্মীয়গণ সদা অসন্তুষ্ট জীবন যাপন করিতেছে—যেখানে স্বামী জয়ী তথায় পত্নী আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, স্বামীর আত্মীয়বর্গের প্রতি সদ্ব্যবহারসম্পন্না। যুদ্ধের ফল পরিবারেও শান্তি অশান্তি বিতরণ করিতেছে।

আর একটু অগ্রসর হইয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে তোমার ভিতরেও অনবরত ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। সৎবৃত্তি অসৎবৃত্তিকে জয় করিয়া তোমাকে শান্তির অধিকারী করিতেছে।

কি বহির্জ্জগতে কি অন্তর্জ্জগতে উভয়েই অনবরত যুদ্ধ চলিতেছে—বিরাম নাই। কেহ যুদ্ধ করিতে না চাহিলেও যুদ্ধের নিন্দা করিলেও আপনা হইতে যুদ্ধের কারণ যখন তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয়; তখন যুদ্ধ করিতে অর্জ্জুনের ন্যায় বাধ্য হইয়া তাহাকে যুদ্ধ করিতে হয়। যুদ্ধ জীবজগতের পক্ষে অপরিহার্য্য।

কেহ কেহ হয়তঃ বলিবেন, আমরা সমাজের বা বাণিজ্যক্ষেত্রের অথবা ধর্ম্ম-জগতের যুদ্ধের প্রতি বিরূপ নহে। এক জাতি অন্য জাতিকে ও অন্য দেশ-বাসীকে পদানত করিবার উপলক্ষে যে যুদ্ধ হয়—যুদ্ধের ফলে অসংখ্য নরহত্যা হয়, নিরীহ নরনারীর নিগ্রহ হয়; আমরা সেই নৃশংস সংগ্রামের বিরোধী উহা বিশ্ব হইতে বিলুপ্ত হইলে বিশ্বের প্রভূত কল্যাণ হয়। আমরা এক কথায়ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারি না। জাতির সহিত জাতির দেশের সহিত দেশের যুদ্ধ বন্ধ হইলেও জগতের উন্নতি ক্ষুণ্ণতা লাভ করিবে। যদি জগতে সংগ্রাম না থাকিত জগতের ইতিহাস উন্নতির কোন পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতে পারিত না। যে জাতি সামরিকশক্তি কখনও লাভ করে নাই; তাহা-

দের দ্বারা কোনরূপ উন্নতিও জগতের গৌরব বর্দ্ধন করে নাই। পাশ্চাত্য দেশের উন্নতি ও প্রাচ্য দেশবাসীর উপর তাহাদের প্রভাবের কারণ কি সামরিক শক্তি নয়? যুদ্ধ প্রবৃত্তি না থাকিলে যুদ্ধোপকরণে সুসজ্জিত থাকিয়া অন্য জাতির ভীতির কারণ না হইলে পরদেশে বাণিজ্য করিবার অবাধ অধিকার লাভ হয় না। শিল্প ও পূর্ত্ত সম্বন্ধীয় সমুন্নতিও সম্ভাব্য নহে। যে জাতিই যখন সামরিক শক্তি লাভ করিয়া স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারিয়াছে; সেই জাতিই স্বচ্ছন্দমনে নানাবিধ উন্নতি কর, কার্য্যের অনুষ্ঠানে দেশকে ধন্য করিয়াছে; জাতিকে মাস্ত করিয়া তুলিয়াছে—অন্য অনুন্নত জাতিকেও স্বেচ্ছানুরূপ গড়িয়া উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় উত্তেজিত হইবার অবকাশ দিয়াছে।

তুমি জ্ঞানী সমাজতত্ত্ববিদ্, সমাজের দুর্নীতি তুমি অনুভব করিয়া তাহা দূরীকরণের জন্য কত বক্তৃতা করিতেছ, কত প্রবন্ধ রচনা করিতেছ; দৃষ্টান্ত দেখাইতেছ—সমাজ তোমার কথা শুনিতেছে না যাহা ছিল তাহা থাকিয়া যাইতেছে। কিন্তু যে দুর্নীতি তোমার শক্তিতে সমাজ হইতে দূরীকৃত হইল না—আজ রাজশক্তি আদেশ করিলে ফলেই দেখিবে সমাজ হইতে সেই কুপ্রথা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। ইহা কেন হয়? রাজশক্তির এত প্রাভাব কেন? রাজশক্তির পিছনে সামরিকশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে সামরিকশক্তি এককালে নির্জ্জিত করিয়াছে—সেই স্মৃতি ভীতির সঞ্চার করায় জনসাধারণ রাজাদেশ মান্য না করিয়া পারিতেছে না। তোমার প্রেম যাহা পারিল না রাজার আদেশ তাহা কার্য্যে পরিণত করিল। নিরস্ত্র জাতি শত অনুনয় বিনয়ে যে অধিকার পায় না সামরিক জাতি জোর গলায় চাহিলে অনায়াসে তাহা প্রাপ্ত হয়। আর এক কথা, প্রত্যেক ব্যক্তি বা প্রত্যেক জাতির হিংসা প্রবৃত্তি বিহীন হওয়ার আশা করা যায় না সুতরাং কতকগুলি ব্যক্তি বা জাতি যুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করিলে তাহারই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে—পদদলিত হইবে—মনুষ্যত্ববিকাশের বাধা প্রাপ্ত হইবে। কাজে কাজেই বলিতে হয়, যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি কোমল হৃদয়ের ধর্ম্ম হইলেও উহা সমর্থন যোগ্য নহে। উহা আত্মোন্নতির সোপানও নাই—উহা জড়ের ধর্ম্ম। এত কথার পরে আমরা বলিতে পারি, যুদ্ধের নিন্দা কেহই গাইও না—যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি কেহ হৃদয়ে স্থানও দিও না—যত দিন জীবিত থাকিবে—দেশের জন্য সমাজের জন্য, পরিবারের জন্য সর্ব্বোপরি নীতি ও ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বদা যুদ্ধ করিয়া

জয় লাভ কর—আত্ম-বিকাশ ও জাতির উত্থান সম্ভব হউক। মনে রাখিবে, সীমা লঙ্ঘন করা পাপ। যুদ্ধ সম্বন্ধেও সেই নীতি ভুলিলে চলিবে না। অন্যায় যুদ্ধ কখনও করিবে না—সীমা অতিক্রম করিলে কি ব্যক্তি কি জাতি পতন অবশ্যম্ভাবী। ইতি—

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

যশোহর কায়স্থ সভা সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

বিগত বঙ্গাব্দ ১৩২৩ সালের ৯।১০ই বৈশাখ তারিখে যশোহর নগরে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার চতুর্দ্দশ বার্ষিক মহাধিবেশনের ফলে এবং সহরের কতিপয় গণ্যমান্য কায়স্থ নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টাতে "যশোহর কায়স্থ-সভা" নামে একটী জাতীয় সভার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল তৎপর ঐ সভার কর্ম্মকর্ত্তাগণের একান্ত ইচ্ছাতেইহউক কিংবা ভগবানের প্রেরণাতেই হউক ১৩২৩ সালের ৪ঠা মাঘ তারিখে যশোহরের লব্ধ প্রতিষ্ঠ ও সুপ্রাচীন উকিল শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বসু, রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর প্রমুখ কয়েকজন গণ্যমান্য কায়স্থ নেতৃগণ নিজেদের ও পিতৃপুরুষগণের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া জন্মনা শূদ্রত্ব বলিদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা যজ্ঞসূত্র ও সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যশোহর সভাতে একজন বেতনভোগী কর্ম্মচারী রাখিয়া সভার কার্য্য চালাইতেছিলেন। উক্ত মহাত্মগণ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন সেই সময় সহরের অন্যান্য কায়স্থ উকিল এবং মোক্তার প্রভৃতি কায়স্থবৃন্দ "শীঘ্রই আর একটা দিন স্থির করতঃ আমরাও উপনীত হইব" এই প্রতিশ্রুতিপাশে আবদ্ধ হইয়াও দুঃখের বিষয় অদ্যাপিও তাঁহাদের সাধের শূদ্রত্ব ঘুম ঘোর ভাঙ্গে নাই। শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা কথার সত্যতা এবং প্রতিশ্রুতির যে কি প্রকার মূল্য সাধারণ ভদ্র মহোদয়গণ তাহার বিবেচনা করিবেন। এই জন্যই আজ আমি আমাদের জাতীয়

"সম্মিলনের" ও এতদঞ্চলের সমগ্র কায়স্থবৃন্দের প্রতিনিধিরূপে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি।

সেদিন কার্য্যব্যপদেশে যশোহর গিয়া তথাকার ২।৪ জন কায়স্থ ভদ্র ব্যক্তির নিকটে "যশোহর কায়স্থসভায়" কার্য্য কেমন চলিতেছে? জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন "যে বর্ত্তমানে এখানে কায়স্থসভা" কোথায় আছে আমরা জানি না ও সভার এখন বিলুপ্ত প্রায়। যশোহর কায়স্থ প্রধান স্থান। অধিকাংশই উকিল মোক্তারগণ ধনী এ ক্ষেত্রে মাসিক ২০।২৫৲ টাকা ব্যয় করিয়া যে একটী সভা পরিচালিত হইতে পারে না; ইহা কি দুঃখ ও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? সহরের অনুপবীতী কায়স্থ মহোদয়গণ চাঁদা না দিলেও বর্ত্তমানে যে কয়েকজন ধনী ও উপবীতী কায়স্থ মহোদয়গণ আছেন তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই মাসিক ৫০৲ টাকা ব্যয় করিয়াও একটী জাতীয় সমিতি অবশ্যই রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে একজন বেতনভোগী প্রচারক রাখিয়া জেলার সর্ব্বত্র উপনয়ন সংস্কার বিস্তৃত করাইতে পারেন এবং তাঁহারা সামান্য চেষ্টা ও যত্ন করিলে সহরের অন্যান্য অনুপবীতী কায়স্থবৃন্দকে উপনয়ন গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন। মাত্র একজন বেতনভোগী প্রচারক রাখিলেই প্রচারকার্য্য চলিবে এবং সভার অফিস সংক্রান্ত কার্য্য চলিতে পারে।

সভার প্রতিষ্ঠাকারিগণের কি কর্ত্তব্য বুদ্ধি ও নিজ নিজ পদমর্য্যাদা কিছুই নাই? একটী জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া লোকসমাজে সভাটী দেখাইয়া আবার সামান্য কিছুদিন পরেই সভাটীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করা কি সভ্য সুযোগ্য সভাপতি চাঁচড়ার কুমার মাননীয় সতীশকণ্ঠ সিংহ বর্ম্মারায় এবং যশ সভাপতি যশোহরের রায় রাধিকাচরণ দত্ত বর্ম্মা বাহাদুরের পক্ষে দুর্নামের পরিচায়ক নহে?

আমরা সুদূর পল্লীবাসী উপনয়ন গ্রহণ করিয়া সমাজের অন্যায় কষাঘাতে উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতেছি এবং সুবিচারের জন্য যশোহরের উপবীতী স্বজাতি নেতৃবৃন্দের পানে পিপাসিত চাতকের ন্যায় চাহিয়া আছি কিন্তু কৈ! আমাদের সমাজ নেতৃগণের জীবনের স্পন্দনা তো দেখিতেছি না। উপনয়ন গ্রহণ করিয়া কি তাঁহাদের রক্ত মাংসের দেহ পাষাণত্বে পরিণত হইয়াছে? হায়! ধিক আমাদিগকে শতধিক আমাদের কায়স্থ জাতিকে

আমাদের প্রার্থনা অবিলম্বে সভাটীকে পুনর্জ্জীবিত করতঃ সুদক্ষ প্রচারক রাখিয়া উপনয়ন সংস্কার বিস্তৃত করুন। সরকারী লোকগণনা (census) আগত প্রায়। এই লোকগণনার পূর্ব্বেই অনুপবীতী কায়স্থবৃন্দকে উপনয়ন গ্রহণ করিয়া শূদ্রত্ব বর্জ্জন করাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করুন। অনেকেই বলেন যে বাঙ্গালীজাতি আড়ম্বরপ্রিয়। সভা সমিতি করিয়া নামজাহির সভাতে দশজনের সম্মুখে লম্বা লম্বা দানের ফর্দ্দ সহি করিয়া পরে প্রতিশ্রুতি অর্থদানকালে পৃষ্ঠ প্রদর্শন এই ঘৃণিত ও ভীষণ ব্যাধি যেন যশোহরের কায়স্থ নেতৃগণের ভিতর সংক্রামিত না হয়; ঈশ্বরের সমীপে ইহাই প্রার্থনা। "কার্য্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ"—"Do what I say don't do what I do" এই প্রবাদ বাক্যই আজ আমাদের মূলমন্ত্র হইয়াছে নতুবা আমাদের সুবিশাল কায়স্থজাতি আজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িত না। পরিশেষে নিবেদন এই অধম লেখক স্বয়ং যশোহরের শাখাসভার কর্ম্মকর্ত্তৃত্ব ভার ও প্রচারকের পদ গ্রহণে স্বীকৃত আছেন। অলমতি বিস্তারেণ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সিংহ দেববর্ম্মা
সম্পাদক মাধবপুর কায়স্থসম্মিলনী, চৌগাছা পোঃ (যশোহর)

বৌঠাকুরাণী।

শরদিন্দুর বৌঠাকুরাণী কৈলাসকামিনী আজ বৎসরাধিক হইল ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। বন-কুসুমের মত লোক নয়নের অন্তরালে অপরিজ্ঞাত থাকিয়া স্বাভাবিক মধুর সৌরভে স্বল্প স্থান ব্যাপী অধিবাসীকে আমোদিত করিয়া তাহাদের হৃদয়ে হৃদয়ে নির্ম্মল স্মৃতি রাখিয়া লীলা সাঙ্গ করিয়াছেন। সারা বঙ্গদেশ তাঁহাকে জানে না—ক্ষুদ্র পল্লী তাহার কর্ম্মস্থলী। তিনি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে উচ্চ হৃদয় লইয়াই হিন্দুকুলবধূগণের আদর্শ কর্ম্ম করিয়া গ্রামবাসীর

নরনারীর যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন, তাহার লোকান্তরে প্রা
নরনারী যে প্রকার ব্যথিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন ; সমগ্র বঙ্গদেশে যাহা
নাম ডঙ্কানিনাদে নিনাদিত আমাদের মনে হয়, তাহাদের তিরোধানেও এই
অকৃত্রিম বেদনা ও ক্ষতি বোধ লোকে করে না। এ কথা সত্য হইলে বৃহ
লইয়াই মানব সমাজ ব্যতিব্যস্ত। লোকে বৃহতের দৌরাত্ম্যকে মহত্বের সা
প্রলেপের দ্বারা আবৃত করিয়াও সুন্দর চিত্র আকিয়া মানব সমাজকে মুগ্ধ
পরন্তু ক্ষুদ্রের স্বাভাবিক মহত্বকেও লোকলোচনের সম্মুখে ধরিতে চাহে
প্রয়োজন বোধ করে না। অথচ ক্ষুদ্রের সংখ্যাই অধিক। ক্ষুদ্রের
ক্ষুদ্রের জীবনে ফুটাইয়া দেখাইতে পারিলে, ক্ষুদ্র তাহা যেমন ধ
পারে ধরিতে সাহস পায় ধরিয়া আত্মস্থ করিয়া উপকৃত হইতে পা
বৃহতের আদর্শ তেমন তাহাদের উপকারে আসে না। সুতরাং শুধু
লইয়া নাড়াচাড়া করিলে সমাজের তত উন্নতি হয় না—ক্ষুদ্রের জীবনগ
গাইতে হয়—পড়িয়া দেখিতে হয়।" যাহাকে কেহ চিনে না, তাহার
কথা শুনিয়া কি হইবে ? হ'ক তাহা মহত্বপূর্ণ, হ'ক তাহা পারিবা
শান্তির কারণ ! এইরূপ নীচতা যেন আমরা উত্তরোত্তর পরিহার ক
পারি ! মানব জগত বৃহতের দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া যেন ক্ষুদ্র ও
উভয়কে বুঝিবার জানিবার যত্ন করিয়া ক্ষুদ্র ও বৃহতের মহত্বকে তুলা
সম্মানের চক্ষে দেখিয়া ন্যায়পরতার পরিচয় দিতে পারে———আমরা
চাই।

কৈলাসকামিনী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থের গৃহে
করিয়াছিলেন। অপর নাতি বৃহৎ গ্রামে অসম্পন্ন ভদ্র পরিবারের বধূ
জীবন কর্ত্তন করিয়াছেন। কৈলাসকামিনী শরদিন্দুর ছয় সাত বৎসরের
একাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় শরদিন্দুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহধর্ম্মিনী হইয়া
কৈলাসকামিনী শরদিন্দুদিগের পরিবারে আসেন। তাঁহার আগমনের
হইতে শরদিন্দুদিগের পারিবারিক উন্নতি যথেষ্ট না হইলেও বিন্দুমাত্র
লাভ করে নাই। তাঁহার কর্ম্মপটুতা সহিষ্ণুতা মিতব্যয়িতা সমদর্শিতা
প্রিয়বাদিতা ; পরিবারে কখনও অশান্তির রেখাপাত করিতে দেয়
শরদিন্দুর পরিবার গ্রামে "শান্তি নিকেতন" নামে অভিহিত হইত।

কামিনীর স্বামী পুলিনচন্দ্র কখনও বিদেশবাসী হন নাই—স্বদেশে ও স্বগৃহেই
জীবনাতিবাহিত করিয়াছেন। শরদিন্দুর সামান্য উপার্জ্জন ও সামান্য যাহা
কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, বৃহৎ পরিবারের তাহাই জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র
অবলম্বন ছিল। কোন ভদ্র পরিবারের ঐরূপ অনুপযুক্ত স্বল্প আয়ে সুশৃঙ্খলে
সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে কিরূপ সংযম ও ত্যাগ অভ্যাস করিতে
হয়; তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের উপলব্ধি করিবার সাধ্য নাই। শর-
দিন্দুর মাতার কর্ত্তৃত্বাধীনে কৈলাসকামিনী গৃহকর্ম্মে ও সংসার পরিচালনে
অভ্যস্ত হইয়াছিলেন—তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চরিত্র গঠন করিয়াছিলেন,
সংসারের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কৈলাসকামিনী লেখাপড়া
জানিতেন না। কিন্তু শিক্ষার ফল যেন স্বাভাবিকরূপে তাহাতে প্রতিভাত
হইয়াছিল। তিনি অসূয়াবর্জ্জিতা ছিলেন—সহানুভূতিতে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ
ছিল। তাঁহার বিনয় ছিল অহঙ্কার ছিল না! বিলাসাকাঙ্ক্ষা কখনও তাহাকে
স্পর্শ করিতে পারে নাই। "যাহা পাই তাহা খাই—যাহা পাই তাহা পরি" এই
নীতি যেন তাহাতে জীবন্ত ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি সর্ব্বদাই কর্ম্মনিরত
থাকিতেন—গল্পগুজবে, হাঁসি তামাসায় যোগদান করিতে ভাল বাসিতেন না।
কর্ম্ম করিতে কখনও তিনি অন্যে করিল না কেন আমি করিব ? এই রীতির
অনুসরণ করিতেন না। শরীরে যতটা কুলাইত নীরবে তত কর্ম্মের সমাধান
করিতেন। তা বলিয়া অন্যের প্রতি দোষ প্রকাশ বা দোষারোপ করিতে
কখনও শুনা যায় নাই। ক্ষুদ্র সংসারের পরিচালন ভার প্রথমে শরদিন্দুর
মাতার হস্তেই ন্যস্ত ছিল। তাঁহার শরীর যখন অকর্ম্মণ্য হইল, তখন তিনি
কৈলাসকামিনীর হস্তে সব ভারার্পণ করিয়াছিলেন। কৈলাসকামিনীও
মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্ব কর্ত্তব্যের প্রতিপালনে কোনরূপ অবহেলা প্রকাশ করেন
নাই। যখন কৈলাসকামিনীর হস্তে সংসারের ভার ন্যস্ত হয় তখন শরদিন্দুর
পত্নীও বয়ঃপ্রাপ্তা। শরদিন্দু সামান্য আয় করেন ; পুলিনচন্দ্র বাড়ীতে আছেন
অর্থোপার্জ্জনসক্ষমজনের পত্নী অধুনা পতির ভ্রাতৃজায়াদিগের আনুগত্য স্বীকার করিতে
যেরূপ প্রস্তুত তাহা চক্ষুষ্মাণ ব্যক্তিবর্গেরই পরিজ্ঞাত, সুখের বিষয় শরদিন্দুর পত্নী
কৈলাসকামিনীর স্নেহ সহানুভূতি ও অসূয়াবর্জ্জিত আচরণে মুগ্ধ হইয়া দাসীর
ন্যায় আদেশ প্রতিপালন করিয়াছেন। এক মুহূর্ত্তের জন্য অমিলের হেতু উদ্ভূত

হয় নাই। শ্বশুর শাশুড়ীকে সেবা শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট করা তাঁহার এক প্রধান ছিল। সে ধর্ম্ম নির্দ্দোষরূপে তিনি যেমন পালন করিয়াছেন, সেরূপ দেখা যায় না। আজকাল গৃহে গৃহে শ্বশুর শাশুড়ী যদ্রূপ উপে ব্যথিত; বধূগণের দ্বারা লাঞ্ছিত জীবন্মৃতবৎ অবস্থিত; তাহাতে কৈলাস কামিনীর প্রশংসা করিবার যোগ্য ভাষা আমাদের নাই।

গুণবতী কৈলাস কামিনীর কোন সন্তানাদি হয় নাই। শরদি পুত্র-কন্যাগণই তাঁহার সে অভাব পূর্ণ করিয়াছিল! তিনি তাহাদের স্নেহ-ব এত জড়িত হইয়াছিলেন—তাহাদিগকে মাতৃভাবে এতটা অনুপ্রা করিয়াছিলেন; যাহা গর্ভধারিণীর পক্ষেই সম্ভব। অনেক নরনারীর প্রা নিজের পুত্রকন্যা না হইলে সর্ব্বদাই অশান্তিতে কাটায়, ভাসুর পুত্রদিগকে বিষনয়নে দেখে—আপন মনের নীচতায় আনন্দের কাননে অ সংযোগ করে। পরকে আপন করিবার মত শিক্ষা তাহাদের নাই— তাহারা সাধ করিয়া স্বর্গের পরিবর্ত্তে নরকের সৃষ্টি করে। কৈলাস কামিনীর হৃদয়ের সেই ভালবাসা শুধু যে পরিবারে বদ্ধ ছিল, প্রতিবেশী তাহার অংশভোগী ছিল। প্রতিবেশীদের বিপদে আপদে তিনি যথা সহায়তা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। প্রতিবেশীদের বিপদে আ তিনি যথাশক্তি সহায়তা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। প্রতিবেশীদের দ্রব্যের অভাব হইলে গৃহে যতক্ষণ থাকিত তাহার নিকট ততক্ষণ প্রত্যাখ্যাত হইত না। তিনি স্বল্পভাষিণী ছিলেন—বক্তৃতায় মুগ্ধ করি বৃথা প্রয়াস না করিয়া কর্ম্মের দ্বারা সকলের মন জয় করিয়া লইতেন। গ্রামে তিনি জীবনের অধিক সময় যাপন করিয়াছিলেন—যে গ্রামে তাঁ কর্ম্মস্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া এখনও হাহাকার করিতেছে। সেই গ্রাম একজনও যে তাহার গুণভিন্ন কোনরূপ দোষের সাক্ষ্য দিবে না; আমরা জানি। বাস্তবপক্ষে তাহার ন্যায় সর্ব্বজন প্রিয়, নির্ম্মলচরিত্র অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। তাহার একটী বিশেষ গুণের কথা বিবৃত কর আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে রন্ধন কার্য্যে [illegible] একটা গুণের মধ্যে পরিগণিত না হইলেও একদিন এমন ছিল; ভদ্র মাত্রেই রন্ধন বিদ্যায় সুশিক্ষিতা হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

ভাল রাঁধিতে না জানিতেন, তিনি নিজকে দুর্ভাগ্যবতী মনে করিতেন। আজকালকার মত ব্রাহ্মণ রাঁধা ভাত ডাউল উদরস্থ করা ভদ্রতার একটা লক্ষণ হইয়া দাঁড়ায় নাই। কোন জাতীয় ভোজে পূর্ব্বকালে ভদ্রমহিলারাই পাচিকার কাজ করিতেন—সুরন্ধনের প্রশংসা লাভ করিয়া আনন্দিতা হইতেন। আজও এই সভ্যতালোকে আলোকিত বঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চলের বহুগ্রামে সামাজিক ভোজে ব্রাহ্মণ পাচকের স্থান হয় নাই। স্বজাতীয় উচ্চবংশীয়া মহিলারা রন্ধন করিয়া স্বজাতিগণের রসনার তৃপ্তিবিধান করিয়া থাকেন। পরিবেশন পুরুষেরা করিয়া থাকেন। যদি উত্তরোত্তর পাচক ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব প্রথার বিলোপ সাধন করিতেছে। তথাপি এক্ষণও মহিলাগণের রন্ধনের প্রশংসাগীতি, তাহাদিগকে রন্ধন শিক্ষায় আগ্রহশীলা রাখিয়াছে। কৈলাসকামিনী রন্ধন বিদ্যায় সুনিপুণা ছিলেন। তাঁহার রন্ধনের প্রশংসায় স্বজাতিবৃন্দ নতমুখ হন। প্রত্যেক ভোজে আহার্য্য দ্রব্য রসনার তৃপ্তিপ্রদ না হইলে তাহার অভাব জনিত ক্ষতির উল্লেখ হইয়া থাকে। একাধারে এতগুণ প্রায়ই দেখা যায় না। পতিভক্তিতে তিনি অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত ছিলেন—বাহ্য বিকাশ ছিল না। পতিকে কখনও অপ্রিয় বাক্য বলেন নাই—লোক দেখান প্রেমের বাড়াবাড়িও দেখান নাই। তিনি সাদাসিদে লোক ছিলেন; হিন্দু ভবনের লজ্জাশীলতা তাহাকে কখনও সীমা লঙ্ঘন করিতে দেয় নাই। তাহার চরিত্রের মাধুর্য্য মৃত্যুর ক্ষণকাল পূর্ব্বেও বিন্দুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। কৈলাস কামিনীর দেহত্যাগ যেন স্বইচ্ছায় সংঘটিত হইয়াছে। স্বামী পুলিনচন্দ্রের কলেরা হয়—সাধ্বী কৈলাসকামিনী প্রাণপণে সেবা শুশ্রূষা করেন—স্বামীকে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিলেন না—স্বামী অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

সাধ্বী অধীরতা প্রকাশ করিলেন না। স্বামীর মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে বৃদ্ধা শ্বশ্রূমাতা রোগাক্রান্তা হইলেন, কৈলাসকামিনী যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকেও ইহধামে রাখিতে পারিলেন না। অতঃপর নিজেই রোগাক্রান্ত হইলেন—রোগ প্রকাশিত হইলেও কিছুকাল গোপন রাখিলেন। যখন রোগ ভীষণভাব ধারণ করিল; তখন প্রকাশ করিল। চিকিৎসক ডাকা হইল—চিকিৎসায় কোন ফল ফলিল না—গুণবতী পুণ্যবতী সাধ্বী কৈলাকামিনী

স্বামীর অনুগমন করিলেন। স্বামীর সহমৃতা হওয়া আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও তিনি তাহা যেন বৃদ্ধা শ্বশ্রূমাতার জন্য পারেন নাই। তাঁহাকে অগ্রে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া স্বামীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। রোগশয্যায় শায়িতা কৈলাস-কামিনীকে তাঁহার স্নেহের দুর্ভাগ্য দেবর শরদিন্দু যখন জিজ্ঞাসা করেন, বৌঠাকুরাণী আপনিও চলিলেন?—তিনি বলিলেন হুঁ। শরদিন্দু আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না তাঁহার মুখ দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তাঁহার স্নেহবতী হিতাকাঙ্খিনী সংসারের লক্ষ্মী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন ইহা তিনি ভাবিতেও অস্থির হইয়াছিলেন। মানুষের ইচ্ছার উপর কোন কাজই নির্ভর করে না ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই যেন শরদিন্দুর শান্তি নিকেতন অশান্তিপূর্ণ করিয়া কাল যথাসময়ে কৈলাস কামিনীর আত্মা গ্রহণ করিলেন—শরদিন্দুর হৃদয় শতশেলে বিদ্ধ হইল। মঙ্গলময়ী দেবী কৈলাসকামিনী দেহত্যাগের ক্ষণকাল পূর্ব্বে বাক্‌রোধ হেতু হস্তোত্তলন পূর্ব্বক শরদিন্দুকে আশীর্ব্বাদ করিতে ভুলেন নাই। শরদিন্দু শির নত করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন। শরদিন্দু অন্য বিষয়ে যতই সুখী হউন, কল্যাণময়ী বৌঠাকুরাণীর অভাব তাহাকে সারাজীবনেই বেদনা দান করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

গুণবতী কৈলাসকামিনীর প্রকৃতি বঙ্গমহিলাকুলের আদর্শ হউক তাঁহারা তাঁহার অনুকরণ করিয়া বঙ্গগৃহ স্বর্গ হউক—শান্তিধামে পরিণত করিয়া ধন্য নিধন সকলেই ধন্য হউক। আশাকরি তাহার আত্মা প্রিয়পতির আত্মার সহিত মিলিত হইয়া চির শান্তিভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ।

আবাহমানকাল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের একস্থানে স্থিতি; একত্র বসতি ও এক নিয়মে গতিবিধি। ব্রাহ্মণ কায়স্থের বিপদের উপদেষ্টা, ধর্ম্মের সহায়, মাতা পিতৃশ্রাদ্ধের পুরোহিত ও দেবপূজায় ব্রাহ্মণ। আবার কায়স্থ ব্রাহ্মণের আপদ বিপদের সঙ্গী, দারিদ্র্যের আশ্রয়, দেহের বল ও সর্ব্বকার্য্যে দক্ষিণহস্ত স্বরূপ। রাজ্যশাসন, শত্রুদমন, করগ্রহণ, সমাজগঠন, নিয়ম প্রণয়ন এ সকলের কিছুই ব্রাহ্মণ কায়স্থের সমবেত যত্ন ব্যতিরেকে সুসম্পন্ন হয় না। ব্রাহ্মণ সমাজের মস্তক; সর্ব্বকার্য্যে তাহাদের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া সমাজ চালিত হয় কায়স্থ সমাজের বাহু, সেই বাহুবলে সমাজ অটলভাবে অবস্থিত থাকে। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের শিক্ষাদাতা; কায়স্থ ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা। এইরূপ উভয় জাতিতে রক্তমাংসজনিত সম্বন্ধের ন্যায় অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। কিন্তু হায়! আজ আমাদের এই অঙ্গাঙ্গীভাবের মধ্যে কি ভীষণ ঈর্ষা দ্বেষাদ্বেষী। আজ ব্রাহ্মণগণ কায়স্থের জাতীয় উন্নতির পরিপন্থি স্বরূপ নেতারূপে সমাজ বক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কায়স্থের প্রতিকার্য্যে বিরাট ভ্রূভঙ্গী প্রদর্শন করিতেছেন ও বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছেন, তন্নিবন্ধন কায়স্থগণও ব্রাহ্মণের প্রতি ঈর্ষ্যার বিষবাণ নিক্ষেপ করিতে ত্রুটী করিতেছেন না। যে সমাজে প্রধানে প্রধানে এতদূর বিসম্বাদ সমাজের সুখ শান্তি যে কোন নিভৃত গর্ভে লুকায়িত তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

কায়স্থগণ উপবীত গ্রহণ করিয়া সংস্কৃত হইতেছেন তাহাতে ব্রাহ্মণগণের নিতান্ত চক্ষুশূল জন্মিতেছে। হিন্দুসমাজের ধর্ম্মমূলক আচার ব্যবহারের নিয়ন্তা ব্রাহ্মণগণ মনে করেন উপবীত তাহাদের একচেটিয়া; অন্যজাতি উপবীত গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণের উপবীত মর্য্যাদা কমিয়া যায়। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যখন বৈদ্যসমাজে প্রথম উপবীত গ্রহণের হুজুগ উঠিয়াছিল তখন তাঁহারা তাহার প্রতি তীক্ষ্ণধার খড়্গ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু সাগরগামিনী নদীর গতি অবরোধ করা সহজ নয়। এখন দেখিতেছি

এই ধরস্রোতে মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণ সমাজ ভাসিয়া চলিতেছেন।
উপবীতী বৈদ্য মহাশয়গণ পঞ্চদশ দিবসে অশৌচ নিঃশেষ করেন ও শ্রাদ্ধাদি
ক্রিয়া সম্পাদন করেন। বিদ্যারত্ন তর্কতীর্থ মহাশয়গণ অনায়াসে সেখানে
দানগ্রহণ ও ভোজনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন। দুর্গোৎসব প্রভৃতি পূজা
শাস্ত্রোক্ত বৈদ্যমহাশয়গণ নিজেরাই পৌরাহিত্য করেন ব্রাহ্মণগণ তাহার তন্ত্রধার
কতা করেন এখন আর ইহাতে ব্রাহ্মণগণের গৌরবের লাঘবতা ঘটে না
আবার কায়স্থগণের উপর তাঁহাদের দৃষ্টিপতিত হইয়াছে; কায়স্থগণ দ্বাদশদিনে
অশৌচ প্রতিপালন করিবেন—"উপবীত গ্রহণ করিবেন তাহাতে তাঁহারা শি
রিয়া উঠিতেছেন। কত সভাসমিতি করিয়া সকলে একযোগে প্রতিজ্ঞাপত্রে
স্বাক্ষর করিতেছেন। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ শূদ্রাচারী উপবীতী কায়স্থের বাটীতে
দানাদি গ্রহণ ও ভোজনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিবেন তাঁহাদিগকে বিনা প্রা
শ্চিত্তে কখনই সমাজে গ্রহণ করা হইবে না।" ব্রাহ্মণ কুলতিলকগণের
এইরূপ কর্ত্তব্য দৃঢ়তা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা কঠিন। কেননা আমরা
পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই। ব্রাহ্মণগণের অটল প্রতিজ্ঞাবলে কোন কা
সমাজের উপনয়ন কি শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া বন্ধ হইয়াছে। তাহা যদি না হইয়া থা
তাহা হইলে আর তাঁহারা মুখস পরিয়া মনের ভাবের সহিত মুখের ব
পৃথক করিয়া সভার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন কেন? ইহাতে বেশ ব্রাহ্ম
গণের ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থপরতার পরিচয় প্রদান করা হয় এবং মুখ চিনান
হয়।

কায়স্থগণ যে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের বংশধর এবং তাহারা যে উপবী
গ্রহণাধিকারী ক্ষত্রিয় এ বিষয়ে অকপট যুক্তি প্রমাণ পাইয়াও ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদে
সেই চিরাগত বুলি "কায়স্থ শূদ্র" এ কথা ত্যাগ করিতে পারেন না
কাণ্ডজ্ঞান শূন্য ব্রাহ্মণ নাম ধেয় কতগুলি অদ্ভূত পুরুষ সমাজে ব
করিতেছেন তাঁহাদের অদ্ভূত বাক্য শুনিলে মস্তক জ্বলিয়া উঠে বটে, কি
মনকে প্রবোধ দিয়া তাঁহাদের কথা না ধরিলেও চলে। পরন্তু আর এ
শ্রেণী লোক আছেন—যাঁহারা শাস্ত্রের পাতা উল্‌টাইতে শিখিয়াছেন
আঙ্গুল দিয়া যাহাদিগকে শাস্ত্রীয় বচন সমূহ প্রত্যক্ষ করান যায় মূঢ়তা
সযৌক্তিকতা অবহেলার বিষয় নহে। আমরা বুঝিতে পারিয়াছি

ব্রাহ্মণগণ কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব বুঝিয়াও কেবল তাহাদের খেয়াল বজায় রাখিবার জন্য "কায়স্থ শূদ্র কায়স্থ শূদ্র" বলিয়া চিৎকার করিতেছেন।

আমাদের দেশে একটি গ্রাম্য গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি এই :—

একটি লোক কোন লোকের নিকট একখানি কুঠার চাহিতে আসিয়াছিল সে কুঠার চাহিলে কুঠারের মালিক জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কুঠার দ্বারা কি করিবে?" আগন্তুক উত্তর করিল "আমি একটী বাঁশ কাটিব" তখন মালিক ত্রস্তে বলিয়া উঠিল—"আজ রবিবারে বাঁশ কাটিবে কেমন করিয়া?" আগন্তুক বলিল—"আজ ত রবিবার নয় মহাশয় আজ সোমবার।" কুঠারকর্ত্তা আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া আবার বলিল "তোমাকে বাঁশ কে দেবে?" আগন্তুক বলিল—"গাঙ্গুলী মহাশয় দেবেন।" এই কথা শুনিয়া মালিক একটু মুখভঙ্গী করিয়া কহিল "হাঁ ভাল লোক পেয়েছ, সে যে কৃপণ—সে আবার তোমায় বাঁশ দেবে"; আমি সেদিন কয়েকখানা কঞ্চি পর্য্যন্ত চাহিয়া পাই নাই; যাও তুমি ভাল করিয়া জানিয়া আইস। আগন্তুক একটু হাসিয়া উত্তর করিল "আমি কি আর না জানিয়াই আসিয়াছি? সে দেবে বলিয়া নিজমুখে স্বীকার করিয়াছে কর্ত্তা বলিল এত বড় বিপদ, কিছুতেই তাড়াইতে পারিতেছি না? সে একেবারে কাটাকথা বলিয়া দিল "কুঠার আমার বাড়ীতে নাই।" আগন্তুক ব্যক্তিও নাছোড়বান্দা! সে আবার বলিল ঐযে দরজার নীচ দিয়া কুঠারের আছাড় দেখা যাইতেছে।" এইবার কুঠারস্বামী ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল "দেবনা তার আছাড়!" আমাদের বর্ত্তমান ব্রাহ্মণসমাজও এইপ্রকার হইয়াছেন; যখন যুক্তি তর্কতে পারিয়া উঠা কষ্টকর হয়, তখন বলেন ও সব শাস্ত্র এখন রাখিয়া দাও। কায়স্থ যে শূদ্র তাহা ঠিকই। তখন "দেবনা তার আছাড়" এই প্রকারে "কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় তাহা মানিব না তার শাস্ত্র" এই শ্রেণীর লোক কায়স্থ সমাজের ঘোরতর পরিপন্থী। ইহাদের বিষদন্ত ভগ্ন করিবার উপায় নাই। আবার সে বিষ সহ্য করাও বড় কঠিন। জগদীশ্বর ইহাদের হৃদয়ে ভীষণ বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়াছেন ইহারা তদ্দ্বারা সুখময় সমাজ বক্ষ দগ্ধ করিয়া ফেলিতে প্রয়াস পাইতেছেন। ইহাঁরা বিদ্বেষের মদিরা ধারায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া সংসারে অশান্তি-স্রোত বহাইয়া দিতেছেন

ইহাদের নিন্দার বিষদংশন সর্পদংশনের বিষ অপেক্ষা তীব্র ও ভয়ানক। যে সর্প দংশনের মন্ত্রৌষধি আছে কিন্তু নিন্দুকের নিন্দাকার্য্য প্রতিষেধক ঔষধিই নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করি—কায়স্থ যদি শূদ্রই হন তাহা কায়স্থের দানাদি গ্রহণ, তাহাদের পৌরহিত্য ও তাহাদের সহিত বহুদিন ব্রাহ্মণগণের কি অবস্থা দাঁড়ায়? বর্ত্তমানে কয়জন ব্রাহ্মণ কায়স্থের সংসর্গ যাহারা আত্মসম্মান বিস্মৃত হইয়া পরকে ডুবাইতে যাইয়া নিজরাই ডুবান তাঁহাদের বুদ্ধির গৌরব কতদুর তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন তাহারা যুক্তি তর্কের ধার কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব বলিয়া স্বীকার করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা বলেন "ব্রাত্য ক্ষত্রিয় শূদ্র তুল্য" সুতরাং বর্ত্তমান কায়স্থগণকে শূদ্রত্ব শ্রেণী করা অন্যায় নহে।

আমরা জানি উপনয়নের নির্দ্ধারিত কাল পর্য্যন্ত দ্বিজাতিগণ যদি উপনীত সংস্কৃত না হন, তাহা হইলে তাঁহারা ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হন। কিন্তু হইলেই যে শূদ্র হইবে একথা যুক্তিযুক্ত নহে। কেন না ব্রাত্য ব্রাহ্মণ পাপাত্মা ভুর্জ্জকণ্টকের জন্ম হয়। ভুর্জ্জকণ্টকহীন ব্রাহ্মণ হইলেও শূদ্র ভুর্জ্জকণ্টক যখন শূদ্র নহে তখন ব্রাত্য ক্ষত্রিয়গণ শূদ্র হইবেন কেন? হীনাচার ক্ষত্রিয় হইতে পারেন—একথা স্বীকার্য্য। কিন্তু মনু বলিয়াছে "তপস্যাপ্রভাবে ও বীজোৎকর্ষ দ্বারা মনুষ্য মধ্যে জাত্যুৎকর্ষ লাভ তদ্বিপরীত কার্য্যে মনুষ্য মধ্যে জাত্যপকর্ষও ঘটে। যদি শাস্ত্রবাক্য মানিতে তাহা হইলে হীনাচার ক্ষত্রিয়গণ উপনয়ন ব্রতাদি যুক্ত হইয়া কেন বিশুদ্ধ হইতে পারিবেন না?

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণসমাজের মধ্যে কয়জন ব্রাত্য ব্রাহ্মণ নয়? ব্রাহ্মণের কয়জন যথোপযুক্ত সময়ে উপনয়ন ও যথারীতি ব্রত গ্রহণও পালন করেন। দশ ও ষোড়ষ বৎসরেও উপনয়নবিহীন ব্রাহ্মণতনয়ের সংখ্যাও সমাজে দৃষ্টিগোচর হয়। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন প্রভৃতি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য তাঁহারা সে কর্ত্তব্য ভুলিয়া এখন দলে দলে বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, সবজজ, মুন্সেফ, উকিল, মোক্তার হইতে পারিলে

ব্রাহ্মণ তর্কতীর্থ, স্মৃতিভূষণ, বিদ্যাসাগর হইতে চাহেন না। পিতা যদি স্মৃতিভূষণ—পুত্র হয়ত সবজজ; জ্যেষ্ঠ তাত যদি বিদ্যাসাগর ভ্রাতুষ্পুত্র হয়ত ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট; মাতুল যদি কাব্যতীর্থ ভাগিনেয় হয়ত চাউলের আড়তদার অথবা উকিল বাবুর বাসার পাচক। এই প্রকারে বঙ্গদেশে তেরলক্ষ ব্রাহ্মণের মধ্যে তেরজন ব্রাহ্মণ তাঁহাদের জাতীয় ধর্ম্ম পালন করিয়া চলেন কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ। মনু বলিয়াছেন "শিষ্ট ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্ম বলিয়া যাহা ব্যবস্থা করিবেন তাহাই সমাজে প্রতিপালিত হইবে।" তিনি শিষ্ট ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"ধর্ম্মেণাধিগতো যৈস্তু বেদঃ সপরিবৃংহণ।
তে শিষ্টা ব্রহ্মণাজ্ঞেয়াঃ শ্রুতি প্রত্যক্ষহেতবঃ॥"

এইরূপ শিষ্ট ব্রাহ্মণত আমরা দেখিতে পাই না। যাহা দেখিতে পাই তাহা স্বার্থ কুটীলতার প্রতিমূর্ত্তি। সমাজে বহুকুকার্য্যে যাহাদের অভাব নাই, পরকে পীড়ন করা যাহাদের স্বভাব তাঁহারা যদি ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত না হন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব বলিয়া সমাজে সম্মান পান, তাহা হইলে কায়স্থগণ কি তাঁহাদের প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার সংস্কৃত ও আচারনিষ্ঠ হইয়া ব্রাহ্মণের চক্ষে স্থান পাইবেন না? কি ভীষণ পরশ্রীকাতরতা। এই পরশ্রীকাতরতার জন্য পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে কলঙ্ক কালিমা প্রলেপিত হইয়াছে, পবিত্র ব্রাহ্মণসমাজ ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছে।

আমাদের বিশ্বাস এই প্রকার বিকট ভ্রূভঙ্গীতে কায়স্থ জাতি কিঞ্চিন্মাত্র ভীত ও বিচলিত হইবেন না। ভারতের বিরাট কায়স্থসমাজের এই সব বিঘ্ন, বাধা চৈত্র-বায়ুতাড়িত তুলারাশির ন্যায় সুদূরে নিক্ষিপ্ত হইবে। জ্ঞান বিজ্ঞানদর্শী শিক্ষা দীক্ষার আদর্শ স্থানীয় ভারতমাতার সুসন্তান কায়স্থগণ যখন একবার মস্তক উত্তোলন করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের অনিবার্য্য গতির প্রতিরোধ জন্মান সহজ সাধ্য নহে। পূর্ব্বে যেমন ব্রাহ্মণের অঙ্গুলী সঙ্কেতে সমাজ চালিত হইত, ব্রাহ্মণের স্বার্থমূলক অলীক কথায় হিন্দু বেদবাক্যের ন্যায় বিশ্বাস করিত, এখন আর সেরূপ হয় না। আমরা এমনও শুনিয়াছি "ব্রাহ্মণগণ কোন হিন্দুবাটীতে শ্রাদ্ধের ফর্দ্দে এক নৌকা বিচলি লিখিয়া দিয়াছিলেন, উক্ত বিচলির আবশ্যকতা জিজ্ঞাসা করায় তাহার যুক্তি দেখান হইয়াছিল—শ্রাদ্ধে যে গাভী দান করা হইবে তাহার খোরাক

বাবদ উক্ত বিচলি না দিলে গাভী দানই বৃথা হইবে—যেহেতু গাভী নাথাইয়া পাইয়া মরিয়া যাইবে।" এই ঘটনা সত্য হইলে ইহা হইতে ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থান্ধতার বিষয় আর কি আছে? এখন ব্রাহ্মণের বুঝিয়া লওয়া উচিত যে, সে দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন জ্ঞানের জ্যোতির্ম্ময় যুগ এক্ষেত্রে তাঁহাদের মুচকি হাসি আর স্থান পাইবে না।

আমাদের শেষ বক্তব্য এই—অকারণ ব্রাহ্মণগণ সুখ শান্তিপূর্ণ বঙ্গসমাজে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্জ্বলিত না করিয়া যাহাতে ব্রাহ্মণ কায়স্থে প্রীতি ও উভয় জাতির শান্তিসুখ অব্যাহত থাকে তাহাই করুন। কায়স্থগণ কখনই ব্রাহ্মণের আধিপত্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই—করিবেনও না, সমাজে ব্রাহ্মণের সম্মানগৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। বিশেষতঃ যাঁহাদের সহিত ব্রাহ্মণগণের নিত্য নৈমিত্তিক সম্বন্ধ সেই কায়স্থ যদি উপবীতী হইয়া অপেক্ষাকৃত আচারনিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ হন, তাহাতে ব্রাহ্মণের গৌরব বৃদ্ধি ভিন্ন মলিন হয় না। শাস্ত্রে এমন কি প্রমাণ আছে যে উপবীতী কায়স্থের বাটীতে ব্রাহ্মণ যজনাদি করিলে তাঁহাদের বিষম প্রত্যবায় ভোগ করিতে হয়? অধিকন্তু কায়স্থের উপনয়নে ব্রাহ্মণের একটা আয় বৃদ্ধি হয়; এমতাবস্থায় ব্রাহ্মণগণ কেন হৈচৈ দলাদলি করিয়া বিরাগভাজন হন—তাহা বুঝিতে পারি না। কায়স্থের বহুকালের অন্তরের অন্তস্তল নিহিত গভীর আবেগ, বিবেক বুদ্ধি প্রণোদিত-দৃঢ়-কর্ত্তব্য-জ্ঞান ও আজন্ম শিক্ষা দীক্ষার ফল পবিত্র ধর্ম্মভাবের খরস্রোত কিছুতেই প্রসমিত হইবার নহে। এই সব বিষয় সম্যক্ বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বভাব ভুলিয়া যাইয়া আবার কায়স্থসমাজকে সাদরে বেষ্টন করিয়া ধরুন, আবার কায়স্থগণকে আপনার জ্ঞান করিয়া সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করুন, কায়স্থের জাতীয় উন্নতির উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া ভগবান্ ও বিশ্ববাসীর প্রীতিভাজন হউন।

"অহিংসা পরমো ধর্ম্ম ইত্যেবং পরমা মতিঃ।
অহিংসা পরমং দানমিত্যেবং কবয়ো বিদুঃ॥"

শ্রীললিতীশচন্দ্র বসু,
ফুলহরা।

কায়স্থের আভিজাত্য।

অনেক দিন পূর্ব্বে ১৩১৯ সালে সাহিত্য পত্রিকায় রাজসাহীর বিখ্যাত উকিল, বক্তা, প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় "গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দী" ইতি শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধ লেখক মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, উক্ত নন্দী মহাশয় দ্বারা রচিত ও নেপালে প্রাপ্ত 'রামচরিত' নামক পুস্তকের ৮০০ শত বৎসরের পূর্ব্বের লিখিত টীকা হইতে উক্ত টীকা ধৃত অজয় পালের বিশ্ববিখ্যাত, 'নানার্থ সংগ্রহ' নামক কোষান্তর্গত করণ শব্দের অর্থ উদ্ধৃত করতঃ প্রমাণ করিয়াছেন, সেই সুদূর অতীতের ৮০০ শত বৎসরেরও পূর্ব্বে করণ শব্দ দ্বারা কায়স্থ বুঝাইত এই কায়স্থ বৈশ্য শূদ্রাজাত সঙ্কর করণ হইতে পৃথক। গৌড়কবি নন্দী মহাশয় এই অসঙ্কর কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত। লেখক মৈত্র মহাশয় তাঁহার কথিত এই অসঙ্কর করণ কায়স্থব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের আভিজাত্য স্বীকার করেন নাই। অসঙ্কর ব্রাত্য কায়স্থ আভিজাত্য সম্পন্ন কিনা তাহাই দেখাইবার জন্য বক্ষ্যমান প্রবন্ধের অবতারণা।

'নানার্থ সংগ্রহে' করণ শব্দের এইরূপ অর্থ লিখিত আছে—

করণং কারণে কায়ে সাধনেন্দ্রিয় কর্ম্মসু।
কায়স্থে ব্রতবন্ধে চ নাট্যগীত প্রভেদয়োঃ।
পুমাঞ্চ শূদ্রাবিশোঃ পুত্রে বানরাদৌ চ কীর্ত্ততে।

কোষকারগণ কোষগ্রন্থ লিখিবার সময়ে তৎকালোচিত যে শব্দের যে অর্থ তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অর্থ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। হাতগড়া কোন মৌলিক, যৌগিক বা যোগরূঢ় শব্দ যাহা কোষকারের কোষ লেখার পূর্ব্বে প্রচলিত বা ব্যবহৃত ছিল না বা যাহা ব্যবহার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এরূপ শব্দ সাধারণ কোষ-গ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হয় না কিন্তু বৃহৎ কোষগ্রন্থে যাহার ব্যবহার লুপ্ত হইয়াছে বা হইতেছে তাহাও স্থানও প্রাপ্ত হয়। অজয় পাল তাঁহার কোষগ্রন্থে যখন করণ অর্থে কায়স্থ এবং শূদ্রাবিশোপুত্র উভয়ই লিখিয়াছেন তখন বুঝা যাইতেছে যে, তৎকালে কায়স্থ জাতিকে সঙ্কর বর্ণান্তর্গত কেহ বলিত না এবং তৎকালে প্রাপ্ত

গ্রন্থাদিতেও তাহা দেখা যাইত না পরন্ত করণ শব্দে তৎকালে কায়স্থকে বুঝাইত। ইহাতে অনুমিত হয় যে, প্রাচীন হিন্দুরাজার রাজত্বকালে মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে বা মুসলমান রাজত্বকালের পূর্ব্বে কায়স্থ অসঙ্কর করণ জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে করণ শব্দ দ্বারা দুইটী জাতি বুঝাইত। শ্রদ্ধেয় মৈত্র মহাশয় তাহা দেখাইয়া বলিয়াছেন, একটী মনুক্ত ব্রাত্য ক্ষত্রিয়সন্তান, অপরটী শূদ্রাবিশো পুত্র। প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র যাহা বর্ত্তমানে পাওয়া যায়—তাহার কোনটীর মধ্যেই কায়স্থ শব্দ যে করণ শব্দের নামান্তর তাহা লিখিত হয় নাই—অন্ততঃ আমাদের দৃষ্টি পথবর্ত্তী হয় নাই। যখন ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্রে করণ এই সংজ্ঞাধারী দুইটি জাতি আছে এবং কোষকার তাহার মধ্যে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান করণের স্থলে কায়স্থের উল্লেখ করিতেছেন এবং বর্ত্তমানে করণ সংজ্ঞাধারী জাতি যখন বঙ্গদেশে দেখা যায় না তখন কোষ লিখিবার সময় কায়স্থই যে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান ইহা প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়া কোষকার কোষশাস্ত্রে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন এরূপ ধারণা করা যাইতে পারে। অন্যান্য কোষশাস্ত্রেও করণ অর্থে কায়স্থের উল্লেখ দেখিতে পাই।

(ক) করণো লিপিবৃত্তিকঃ। কায়স্থ ইতি খ্যাতঃ। (ভরত মল্লিক)

(খ) রাজন্যকঞ্চ নৃপতৌ ক্ষত্রিয়ানাংগণে ক্রমাৎ।
লিপিকারোঽক্ষর চনোঽক্ষর চঞ্চুশ্চ লেখকঃ। (অমরকোষ)

(গ) করণ কায়স্থে সাধনে ক্লীবং পুংসি শূদ্রাবিশোঃ সুতে। (মেদিনি)

(ঘ) করণং সাধনে গাত্রে পুমান্ শূদ্রাবিশোঃ সুতে।
যুদ্ধে কায়স্থ ভেদেপি জ্ঞেয়ং করণমিত্রি (শব্দ রত্নাকর)

(ঙ) করণং ক্ষেত্রে গাত্রে চ সাধনেন্দ্রিয় কর্ম্মসু।
বণিগাদৌ চ কায়স্থে করণস্তু প্রকীর্ত্তিতঃ॥ (শব্দমালাকোষ)

অমরকোষে কায়স্থ শব্দের কোন উল্লেখ নাই। লেখক শব্দ ক্ষত্রিয়বর্গে স্থান লাভ করিয়াছে। করণ শব্দ শূদ্রবর্গে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। লেখক মৈত্র মহাশয় তাহা বলিয়াছেন। সুতরাং অমরের এই করণ শব্দ শূদ্রাবিশো সুত বলিয়া মনে হয়। কারণ বৈশ্য শূদ্রাজাত সন্তানের জাতি লইয়া—মাত্র বৈশ্য শূদ্রাজাত সন্তান কেন—অনন্তরজ সন্তানের জাতি বিচার লইয়া মনুর সহিত অন্য স্মৃতির বিরোধ দৃষ্ট হয়। মেদিনীকোষ ও শব্দ রত্নাকর কোষে নানার্থ সংগ্রহের মত কায়স্থ

বৈশ্য শূদ্রজাত সন্তান হইতে পৃথক বলা হইয়াছে। অজয় পালের নানার্থ কোষের সহিত রসভকোষের সামঞ্জস্য আছে কেবল 'ব্রতবন্ধে চ' স্থলে 'কবন্ধেনা' ইহাই পার্থক্য দৃষ্ট হয়। শব্দমালাকোষে করণ শব্দে শূদ্রমাতৃক করণ বাদ পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এই সকল প্রমাণে দেখা যায়, কোষগ্রন্থের সকল গুলিতে অজয় পালের নানার্থ সংগ্রহের ন্যায় কায়স্থ এবং শূদ্রাবিশোসুতের উল্লেখ নাই। মৈত্র মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে কায়স্থ যে, শূদ্রাবৈশ্যসুত সঙ্কর করণ নহে ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার এই উক্তি বর্ত্তমানের কায়স্থগণের পক্ষে কম সৌভাগ্যের পরিচায়ক নহে। কারণ কেহ কেহ এই সিদ্ধান্তকে অপসিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করেন। এই সকল বিরোধীর জেদ কায়স্থকে হয় শূদ্র বলিবেন, না হয় বর্ণসঙ্কর বলিবেন অথবা চারি বর্ণের অতিরিক্ত পঞ্চমবর্ণ বলিবেন; কিছুতেই কায়স্থকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিবেন না। লেখক মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে, কায়স্থ বর্ণসঙ্কর নহে; কিন্তু তিনি কায়স্থকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিতে পশ্চাৎপদ হইয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন, ব্রাত্য ক্ষত্রিয় করণ ও বৈশ্য শূদ্রাজাত করণ এই দুইটী করণ জাতি প্রাচীন শাস্ত্রানুসারে বিদ্যমান। তিনি কোষ শাস্ত্রের সাহায্যে দেখাইয়াছেন কায়স্থ, করণ জাতির নামান্তর এবং কায়স্থ শূদ্রাবৈশ্যজাত সন্তান হইতে পৃথক। সুতরাং মৈত্র মহাশয়ও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন, কায়স্থ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় করণ আজকাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও মনুর

• পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্র দ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্নবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদা খশাঃ॥

এই একটী বচনের বলে, বচন মধ্যে কোন জাতির উল্লেখ না থাকিলেও দেশের উল্লেখ দেখিয়া (কুলুক ভট্টের টীকা) যেরূপ কোচ জাতির ও ক্ষত্রিয়ত্বের বিধান দেন, তদপেক্ষা অতি সুন্দরভাবে মৈত্র মহাশয় পূর্ব্বোক্ত যুক্তি তর্ক দ্বারাই কায়স্থের জাতি নির্ণয়ে সমর্থ হইতেন। স্মার্ত্তধৃত স্মৃতি বচন দ্বারাও এইরূপ নির্ণয় সমর্থিত হয় যে,

সম্ভবত্যেক বাক্যত্বে বাক্য ভেদেন চেষ্যতে।
বিরোধ যত্র বাক্যানাং প্রামাণ্যং তত্র ভূয়সাং
প্রমাণ সত্ত্বেতু ন্যায় এব প্রবর্ত্তকঃ॥

অর্থাৎ—এক বাক্যতায় সমস্ত গ্রন্থের অর্থ করিতে হইবে। এক বাক্যতা
অর্থ না হইলে অধিকাংশ গ্রন্থ যাহা বলে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। প্রমা
সমতুল্য হইলে ন্যায়ের অনুসরণ করিবে। শাস্ত্র ইহাও বলিয়াছেন
'যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানী প্রজায়তে"। অতএব যুক্তিযুক্ত বিচারই কর্ত্তব্য
কিন্তু কায়স্থের অদৃষ্টের দোষে এবং ব্রাহ্মণ কোন কালেই ব্রাহ্মণের গোঁ ছাড়েন
বলিয়া মৈত্র মহাশয়ের মীমাংসা কিছু বিপথগামী হইল। তিনি ব্যাজস্তুতি
ন্যায় একটা চাল চালিলেন। আপত্তি করিলেন—"বর্ণসঙ্কর করণ শূদ্রবর্ণের
অন্তর্গত; ব্রাত্যক্ষত্রিয় করণ কোন বর্ণেরই অন্তর্গত নহে; তাহাদের
কাহারও আভিজাত্য কল্পনা করা যায় না।" এই আপত্তি স্থির করিবে
গৌড়কবি সন্ধ্যাকরনন্দী কায়স্থকরণ জাতির অন্তর্গত ছিলেন। আমা
লেখক মহাশয়কে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিতেছি তিনি কায়স্থকর
অর্থে কি বুঝাইতে চাহেন? তিনি প্রমাণ করিয়াছেন কায়স্থ শব্দের
প্রতিশব্দ করণ বা করণের প্রতিশব্দ কায়স্থ। কিন্তু দুইটির যোগে কি
প্রতিপাদিত হইল তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। ইহাদিগকে
মৈত্র মহাশয় আভিজাত্য সম্পন্ন বলুন বা না বলুন, তাঁহার ন্যায় লব্ধপ্রতি
ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদের দ্বারা কায়স্থ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকৃত
হইলে বর্ত্তমান কায়স্থান্দোলনের সময়ে পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ
মনোমালিন্যের অনেক শান্তি হইয়া সমাজের যথেষ্ট উপকার হইত এ
মৈত্র মহাশয়ের মতানুকরণ করিয়া অনেক শিক্ষিত কায়স্থ বিরোধী
জ্ঞানলাভ করিতেন। কায়স্থগণ আপনাদিগকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় সন্তান বলি
স্বীকার করেন। ভাগ্যমহাব্রাহ্মণ, লাট্যায়ণ শ্রৌতসূত্র ইত্যাদি শাস্ত্রীয় প্রমা
ব্রাত্যগণ প্রায়শ্চিত্ত অন্তে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে পারেন;
প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই কায়স্থগণ প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্র
করিতেছেন এবং এই ব্যাপার আজ ১৬।১৭ বৎসর হইতে চলি
আসিতেছে। কায়স্থের এই সংস্কার গ্রহণের বিরোধীগণ কায়
ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্ব অস্বীকার করায় পরস্পর মনোমালিন্য এবং প্রকাশ্য
বিবাদ বিসম্বাদের সৃষ্টি হইয়াছে। তজ্জন্যই বিরোধীগণ বলিতেছেন
"মারি অরি পারি যে কৌশলে"।

যাহা হউক ঐতিহাসিক লেখক মহাশয়, কায়স্থ যে বর্ণসঙ্কর নহে মীমাংসা করিয়াছেন, এবং যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন জন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার ধন্যবাদ করিতেছি। গৌড়কবি কর নন্দীর পিতা প্রজাপতি নন্দী সান্ধিবিগ্রহিক অমাত্য ছিলেন। তত্ত্ববিদ্‌গণ জানেন যে এই সান্ধিবিগ্রহিক পদটি কায়স্থজাতির একচেটিয়া অত্যুক্তি হয় না কারণ—অধিকাংশ প্রস্তরফলক ও তাম্রশাসনে কায়স্থের সান্ধিবিগ্রহিকত্বের উল্লেখ আছে।

Indian Antiquary Vol. V Page 57 এ লিখিত আছে—

It is a noticeable fact that the Sandhibigrahi or minister war and peace and the Secretary were always kayasthas or en of the writer caste. This not only occurs in the katak tes, but in grants or inscriptions found in Ceylon and central dia.

সান্ধিবিগ্রহিক পদটি আমরা যেমন প্রস্তর ফলকাদিতে কায়স্থের বলিয়া বুঝিতেছি, তেমনই অতি পূর্ব্বকালে—সাংহিতিক যুগে—এই বিগ্রহিক পদটি ক্ষত্রিয়ের নিজস্ব ছিল এবং তাঁহারাই সান্ধিবিগ্রহতত্ত্বজ্ঞ তেন:—

মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষান্ কুলোদ্‌গতান্।
সচিবান সপ্তচাষ্টৌ বা প্রকুর্ব্বীত পরীক্ষিতান্॥
অপি যৎসুকরং কর্ম্ম তদপ্যেকেন দুষ্করম্।
বিশেষতোঽ সহায়েন কিন্তু রাজ্যং মহোদয়ম্।
তৈঃ সার্দ্ধং চিন্তয়েন্নিত্যং সামান্যং সন্ধিবিগহম্।

৫৪—৫৬। ৭ মনু।

পুরুষানুক্রমে রাজকর্ম্মচারী, শাস্ত্রবিদ্, আয়ুধবিদ্, শূর, বিশুদ্ধ কুলসম্ভূত ক্ষিত ৭।৮ জন মন্ত্রী, রাজা নিযুক্ত করিবেন। যখন একটী সহজ কার্য্যও এক দ্বারা সম্পন্ন হওয়া কঠিন তখন বৃহৎ সাম্রাজ্যের কার্য্য সহায়হীন হইয়া কী কিরূপে সম্পন্ন হইবে। ঐ সকল মন্ত্রীর সহিত রাজা সন্ধিবিগ্রহের

বিষয় চিন্তা করিবেন। এই সকল মন্ত্রী যে ক্ষত্রিয় তাহা শূর ও ল এই দুই শব্দ দ্বারা বুঝা যায়এই এবং সকল ক্ষত্রিয় পুরুষানুক্রমে রাজক ছিলেন। মৌলান্ ও কুলোদ্গতান্ শব্দের অর্থ কুল্লুকভট্ট পিতৃ পি ক্রমে সেবকান ও বিশুদ্ধ কুলভবান্ দেবতা স্পর্শাদি নিয়তান্ করিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যায় মনুর সময়ে অসিজীবী ক্ষ পুরুষানুক্রমে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। সান্ধিবিগ্রহিক মন্ত্রী পুরুষানুক্রমে রাজকর্ম্মচারী ক্ষত্রিয় হইতেই মনোনীত হইতেন তাহা ৫৪—৫৬।৭ শ্লোক হইতেই বুঝা যায়। পুরুষানুক্রমে ক্ষত্রিয় রাজক হইতে পুরুষানুক্রমে রাজকর্ম্মচারী কায়স্থের উৎপত্তি ; কারণ কায়স্থ ব্য পুরুষানুক্রমে চাকরী ব্যবসায়ী কোন জাতি ভারতে বিদ্যমান নাই। ' নাম মনুর সময়ে উৎপন্ন হয় নাই বলিয়াই মনু পুরুষানুক্রমে রাজকর্ম্মচা নাম 'কায়স্থ' বলিয়া উল্লেখকরেন নাই! মহাত্মা হারীত বলেন :—

নীতিশাস্ত্রার্থ কুশলঃ সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিদ্।
দেব ব্রাহ্মণ ভক্তাশ্চ পিতৃকার্য্যপরস্তথা॥
ধর্ম্মেণ যজনং কার্য্যমধর্ম্ম পরিবর্জ্জনম্।
উত্তমাং গতিমাপ্নোতি ক্ষত্রিয়োহপ্যেবমাচরণ্॥

৪—৫।২

নীতিশাস্ত্রে পটু, সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিদ্, দেবতা ও ব্রাহ্মণে ভক্তিমান, কার্য্যে রত, ধর্ম্মানুসারে যজন এবং অধর্ম্ম পরিবর্জ্জন এই সকল আচরণ ক ক্ষত্রিয় উত্তমগতি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং কার্য্যের এই সামঞ্জস্য হইতে ক ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রমাণিত হয় কিনা ইহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিবৃন্দের বি বিষয়। হিন্দু রাজত্বের যে সময়ে কর্ম্মদ্বারা জাতি নির্নীত হইত ক অনিন্দিত কার্য্যের সহিত কায়স্থের কার্য্য সাদৃশ্যে কায়স্থ ক্ষত্রিয় প্রমাণিত হয়।

গৌড়কবি সন্ধ্যাকরনন্দীর পিতা সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন বলিয়া উক্ত মহাশয় সৎকুলোদ্ভব ও আভিজাত্য সম্পন্ন ছিলেন লেখক মহাশয় এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। এই মত আমরা স্বীকার করি। অধিকাংশ সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন—শাস্ত্রমতে সান্ধিবিগ্রহ পদটি লেখক কা

ধিকার ভুক্ত ছিল, সুতরাং কায়স্থগণ যে আভিজাত্য সম্পন্ন ইহা বোধ হয় খক মহাশয় অতঃপর স্বীকার করিবেন। অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থের আভি-জাত্য কল্পনাই করেন না। অনেকে কায়স্থগণকে অনার্য্য শূদ্র বলিতেও কুণ্ঠিত ; যে ব্যক্তি অনার্য্য তাহার আভিজাত্য কোথায়? শূদ্র যে অনার্য হা আমরা মনুতে দেখিতে পাই—

অনার্য্যায়াং সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণাৎ তু যদৃচ্ছয়া।
ব্রাহ্মণ্যামপ্য নার্য্যাৎ তু শ্রেয়স্তং কেতিচেদ্ভবেৎ॥

৬৬।১০

এই শ্লোকের অনার্য্যায়াং শব্দের অর্থ কুল্লুক ভট্ট শূদ্রায়াং এবং অনার্য্য শব্দের অর্থ শূদ্র বলিয়াছেন। মনু বলেন—

দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্য ব্রতাংস্তু যান।
তান্‌সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্‌ব্রাত্যাইতিবিনির্দ্দিশেৎ॥

২০।১০

দ্বিজাতিগণের সবর্ণা স্ত্রী গর্ভজাত সন্তান সাবিত্রী পরিভ্রষ্ট হইলে তাহাকে ত্য বলে।

ক্ষত্রিয় সন্তান উপবীত হীন হইলে ব্রাত্যক্ষত্রিয় হয়। বৌদ্ধযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকল দ্বিজাতিই বুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ উপবীত ত্যাগ রিয়াছিলেন। এই বৌদ্ধযুগ প্রায় ১০০০ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। মনু-হিতায় আমরা বৌদ্ধযুগের চিহ্ন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপবীত হীনতার জানিতে পারি এবং মন্বাদি শাস্ত্রেও চার্ব্বাকাদির গ্রন্থনিচয় অধ্যয়নাদির ষেধসূচক বচনও দেখিতে পাই ; টীকাকারগণও ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।' ত্তির মতে উপবীত গ্রহণ না করিলে যে ব্রাত্য হয় এমন নহে—গৃহীতোপবীতও ত্য হইতে পারে। যাহারা অনধ্যাপ্য, অনধ্যাপক, ভৃতকাধ্যাপক, যাজক তাহারাও তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণের ১৭শ অধ্যায়ের ৪র্থ খণ্ড মতে ব্রাত্য ; ং যাঁহাদের পিতা পিতামহ সোমপান করেন নাই তাঁহারাও ত্য।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে সোমপানের অধিকারী একমাত্র ব্রাহ্মণ ; সুতরাং তন গ্রহণকারী অধ্যাপক পণ্ডিতগণ, বেতনগ্রহণকারী সাধারণ ব্রাহ্মণ

ইঁহারা সকলেই ব্রাত্য। প্রতিষ্ঠাবান লেখক মহাশয়, ব্রাত্য কোন অন্তর্গত নহে ইহা বলিয়াছেন কিন্তু আমরা সসম্ভ্রমে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা যে ব্রাত্য যদি কোন বর্ণেরই অন্তর্গত না হয় তাহা হইলে কোন ব্রা প্রায়শ্চিত্তান্তে আদৌ উপনয়ন হইতে পারে না। মনে করুন ব্রাহ্মণের পিতামহ, পিতা এবং স্বয়ং তিনজনেই ব্রাত্য অর্থাৎ উ সংস্কারে সংস্কৃত নহে, শাস্ত্রমতে সেই ব্রাত্য ব্রাহ্মণের উপনয়ন হয় শাস্ত্র তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন এরূপ ব্রাত্যের প্রায়শ্চিত্তান্তে যে বি ব্যবহার্য্য। সুতরাং যদি ব্রাত্যের জাতি বা বর্ণ না থাকে তবে উপনয়ন কাহার? কোন্ বর্ণীয়ের? দণ্ডাদির পরিমাণ নির্ণয়ই বা কিরূপে আর যদি উক্ত ব্রাত্য কোন বর্ণের অন্তর্গত না হয়, তবে স্বীকার করিতে হিন্দুর চাতুর্ব্বর্ণ্যাতিরিক্ত যে কোন ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন পারে কিন্তু শাস্ত্রে অতিরিক্ত বর্ণের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই; ব্রাহ্মণগণের যাহারা শ্রুতির মতানুসারে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া হইয়াছেন তাঁহাদেরও কোন বর্ণ বা জাতি নাই ইহাই স্বীকার হয়।

(ক্রমশঃ

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধু

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার
সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন।
দ্বিতীয় দিবসের কার্য্যবিবরণী
(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)।

—•:•—

৭ই বৈশাখ রবিবার পূর্ব্বাহ্ন ৮ ঘটিকার সময় নড়াইল হাটবাড়িয়ার জমিদার বাটীর দ্বিতলের একটী বৃহৎ সুসজ্জিত কক্ষ মধ্যে পূর্ব্বদিবসের প্রস্তাবিত বিচার সভার এক বিশেষ অধিবেশন হয়। সভাস্থলে পূজনীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহোদয়গণ এবং সম্ভ্রান্ত কায়স্থ প্রতিনিধিবর্গ ও স্থানীয় গণ্যমান্য বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

নড়াইলের জমিদার মহাশয়দিগের জ্ঞাতী ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত হৃদয়কৃষ্ণ দত্ত বি, এল মহোদয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার স্মৃতিতীর্থ এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয় পূর্ব্বপক্ষ আসন গ্রহণ করিলেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা সিদ্ধান্ত বারিধি, শব্দ রত্নাকার মহাশয়ের প্রস্তাবমতে সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্ক-তীর্থ এবং নবদ্বীপনিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়দ্বয় উত্তর পক্ষ আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর পূর্ব্বপক্ষ অক্ষয়কুমার স্মৃতিতীর্থ মহাশয় এবং নড়াইলের জমিদার মহাশয়দিগের গুরুবংশীয় ভট্টাচার্য্য মহাশয় (১) উপবীতের উপকার কি? (২) উপবীত ধারণ করিবার অধিকার আছে কিনা? (৩) কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ কিনা? (৪) বর্ণাশ্রমীর ধর্ম্মপক্ষে উপনয়ন ব্যতীত মোক্ষ হইতে পারে কিনা? ইত্যাদি প্রশ্ন ও তৎসঙ্গে পুরাণের অনেক শ্লোকাদির নানাবিষয়ে সমালোচনা দ্বারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বে সন্দিগ্ধতা প্রকাশ করেন।

মহামহোপাধ্যায় সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তর্করত্ন মহাশয় এবং মাননীয় দিনাজপুরাধিপতি মহারাজা বাহাদুরের সভাপণ্ডিত অশেষ শাস্ত্রেও কায়স্থ জাতি তত্ত্বে অভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় এক একটী করিয়া সমস্ত প্রশ্নের

প্রকৃত উত্তর প্রদানান্তর, সংহিতা এবং পুরাণাদি হইতে শাস্ত্রীয় বাক্যের তাৎপর্য্য ও শ্লোকের প্রকৃত অর্থ এবং ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করেন। নানাপ্রকার তর্ক বিতর্কের পর বিচার্য্য বিষয়ে সুমীমাংসা হওয়ায় উপস্থিত ব্যক্তিমণ্ডলী অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের বিনীত ব্যবহার এবং বিচার উপলক্ষে অসীম সহিষ্ণুতা ও কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে জানিবার জন্য এবম্প্রকার উৎসাহ বিশেষ প্রশংসনীয়। এজন্য সকলেই তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতেছিলেন। বিচার শেষে তিনি উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"কেহ মনে করিবে না যে, আমি কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্বের বিরুদ্ধমতাবলম্বী এবং বিদ্বেষভাবে অনুপ্রাণীত হইয়া এই বিচারসভায় পূর্ব্বপক্ষ হইয়াছি। কায়স্থ সম্বন্ধে পুরাণের কোন কোন শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিতে পারিয়া তৎপ্রতি আমার ঘোরতর সন্দেহের কারণ জন্মে। তাহা ভঞ্জনার্থেই আজ আমি পূর্ব্বপক্ষরূপে এথায় তর্কযুদ্ধের অবতারণা করিয়াছি এবং সেই জন্যই আজ আমাকে চির সম্মানিত কায়স্থ জাতির প্রতিকূলে অনেক কথা বলিতে হইয়াছে। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে আমি অদ্যকার সভায় বয়ঃজ্যেষ্ঠ প্রবীন অধ্যাপক তর্কতীর্থ ও স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের সুযুক্তিপূর্ণ উত্তর প্রাপ্তে সাতিশয় তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। নড়াইল ও হাটবাড়িয়ার জমিদার মহাশয়গণ আমাদের ভূস্বামী এবং প্রতিপালক; তাঁহারা স্বীয় জাতির উন্নতি বিষয়ে "বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার" উদ্দেশ্যানুরূপ সৎকার্য্যে এবম্প্রকার মনোযোগী হইয়া তদ্বিষয়ে প্রবর্ত্তক হইলে আমাদের আপত্তির কোন কারণ দেখিতেছি না।

অতঃপর বেলা সার্দ্ধ দশ ঘটিকার সময় উভয় পক্ষীয় পণ্ডিত মহাশয়দিগকে ভক্তি সহকারে আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ প্রদানান্তর বিচারসভা ভঙ্গ হইল। তৎকালে মুহুর্মুহুঃ "জয়োঽস্তু কায়স্থক্ষত্রিয়াণাং" শব্দ সমস্বরে উচ্চারিত হইয়া প্রাসাদের বহিঃ প্রাঙ্গন এমন কি 'চিত্রার' অপরতীর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল। নহবতের শ্রুতি সুখকর সুললিত রাগিণীর প্রতি মূর্চ্ছনা সে সময় অত্যন্ত মধুর হইতে সুমধুর বোধ হইতেছিল।

অদ্য বেলা বার ঘটিকার সময় সভারম্ভের কথা ছিল, কিন্তু অত্যধিক মেঘাম্বর ও মুষল ধারে বৃষ্টি হইতে থাকায় জমিদার বাটীর দ্বিতীয় খণ্ডস্থ বৃহৎ নাটমন্দির সভার স্থানরূপে সুসজ্জিত হইয়াছিল।

অদ্যকার সভায় কলিকাতা, নদীয়া, মুর্শীদাবাদ, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, রাজসাহী, পাবনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, খুলনা প্রভৃতি নানাস্থান হইতে সার্দ্ধ দ্বিশতাধিক্য প্রতিনিধি ও যশোহর জেলার নানাস্থান হইতে প্রায় দ্বিসহস্রের অধিক কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। এ দিন নাটমন্দির, চণ্ডীদালান এবং দ্বিতল চকের নিম্ন ও উপরিস্থ বারাণ্ডা লোকে পরিপূর্ণ হইয়া জনতায় 'ন স্থানং' 'তিল ধারণং' এমত হইয়াছিল।

বেলা ৩ ঘটিকার সময় রায় শ্রীযুক্ত বিশ্বান্তর রায় বাহাদুর এম, এ, বি, এল মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পণ্ডিত গোপালচন্দ্র কবিকুসুম মহাশয় কর্ত্তৃক তানলয় বিশুদ্ধ স্বর সংযোগে তদীয় মঙ্গল সঙ্গীতটী গীত হয়।

মঙ্গল গীতি।

আজি বাজিছে মিলন শঙ্খ, নব উৎসাহরূপধারী!
আজি জাতীয় জীবন কল্লোল গীতি, পুলকে উঠে ফুকারি'॥
ধীরে জাগিয়া উঠিছে আশা, হৃদয়ের ভালবাসা,
শত হাস্য দীপ্ত উজল আনন, সন্তাপ দুখ হারী॥
আজি ক্ষাত্রিয় বীজ মন্ত্রে, জাতীয় জীবন যন্ত্রে,
মৃদু ঝঙ্কারে তারে সুমধুর স্বর——গোপন হৃদয়চারী॥
আজি ললিত মধুর ছন্দে, নব রূপরস গন্ধে,
কত সজ্জন মন মত্ত মধুপ গুঞ্জরে, বলি হারি!!
হের বিতরি সুরভি গন্ধ, বহিছে মলয় মন্দ,
কিবা মঙ্গল সুরে বিশ্ব চরণ বন্দিছে শুক সারী॥
অই বাজিছে বিজয় ভেরী, চল চল, বৃথা কেন দেরি?
দূরে উচ্ছল চল সজল জলদ গর্জ্জিছে অনু কারি'!!
আজি একতার মণি হারে প্রাণে প্রাণে শত ধারে
চারু করুণ কোমল বেহাগের রাগে, ঝরিছে শান্তি বারি!!

সঙ্গীত শেষ হইলে

১ম প্রস্তাব—রাজ রাজেশ্বর ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের যুদ্ধ জয় লাভে আনন্দ প্রকাশ।

প্রস্তাবক—সভাপতি। প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

২য় প্রস্তাব—নূতন সভ্য নির্ব্বাচন।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা

,, ,, নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামার্ণব

,, ,, সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী

,, ,, মাখনলাল ধর বর্ম্মা প্রচারক

,, ,, যজ্ঞেশ্বর মিত্র বর্ম্মা

এই প্রস্তাব প্রসঙ্গে ৬২ জন নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

তৃতীয় প্রস্তাব। সভার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে সভায় কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক যে মন্তব্য গৃহীত হইয়া আসিতেছে, এ সভা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন। শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থানুসারে বঙ্গীয় কায়স্থদিগের উপনয়ন, বিবাহ, ও অশৌচাদি ক্ষত্রিয়বর্ণানুমোদিত আচার প্রতিপালনে কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিতেছেন! কায়স্থমণ্ডলী এতদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করেন, তজ্জন্য এই সভা বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় (নড়াইল হাটবাড়িয়া)

অনুমোদক— ,, ভূধরকৃষ্ণ ঘোষ বর্ম্মা (বাঘুটিয়া)

সমর্থক— ,, হেমচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ (ফরিদপুর)

,, সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী (কলিকাতা)

,, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রায় বর্ম্মা (দিনাজপুর)

,, যোগীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা এম, এ, বি, এল (কৃষ্ণনগর)

এই প্রস্তাব সমর্থনকারীদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত হেম বাবু প্রাণের আবেগ ভরে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এবং কর্ত্তব্য বিষয়ে অনেক প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছিলেন। মফস্বলে পৈতা গ্রহণ জন্য অনেক ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও সমাজের অন্যান্য লোকের নানাপ্রকার অত্যাচার নিপীড়ন কাহিনী বর্ণনা করেন। জাতীয় কল্যাণ কামনায় অনতি বিলম্বে সমস্ত কায়স্থের উপবীত ও ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বর্ণনা করিলে উপস্থিত কায়স্থমণ্ডলী তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

সরল বাবু দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্বপ্রথমে জিজ্ঞাসা করেন,—উপস্থিত কায়স্থ

[illegible]গুলীর মধ্যে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব এবং পৈতার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কাহারও [illegible]ন সন্দেহ আছে কি?

তদুত্তরে ইতনার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন [illegible]মিক এম, এ মহাশয় পৈতার আবশ্যকতা কি? পৈতা না হইলে কি কায়স্থ[illegible]র উন্নতি হয় না? এযুগে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কিরূপে সম্ভব ইত্যাদি প্রশ্ন করেন। সরল বাবু অতি সুস্পষ্ট ও সরলভাবে এক একটা করিয়া পঞ্চানন বাবুর [illegible]র উত্তর প্রদান করেন। উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ সরল বাবুর বক্তৃতায় ও যুক্তি[illegible]র্কে মুগ্ধ হন। 'পৈতা গ্রহণে কায়স্থের কৌলিন্য নাশ হইতে পারে' "বিবাহের উপনয়ন সংস্কার কিরূপে সম্ভবে"—ইত্যাদি প্রশ্নেরও সুন্দর মীমাংসা করেন।

যোগীন্দ্র বাবু সংক্ষেপে নিম্নলিখিত দুইটী কথার আলোচনা করিয়া তৃতীয় [illegible]াবের সমর্থন করেন।

১। পৈতা গ্রহণে অনেক বিরুদ্ধ বাদী ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতীয়ের [illegible]াচারের বিভীষিকায়, কোনমতে পশ্চাৎপদ না হইয়া সৎসাহসে নির্ভর করতঃ [illegible]য়াচার সম্পন্ন হওয়া কায়স্থ মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

২। বারেন্দ্র কায়স্থের মধ্যে বিবাহে এখনও দ্বিজোচিত অনেক কার্য্যও [illegible]ণ্ডিকাদি সংস্কার বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে সম্পাদন করিবার অধিকার আছে। [illegible]ন শ্রেণীর কায়স্থের মধ্যে তাহা থাকা বিশেষ আবশ্যক; উহা ক্ষত্রিয়ত্ব [illegible]াপক।

পৈতা গ্রহণের অবশ্য কর্ত্তব্যতা (Indispensable necessity) সম্বন্ধে [illegible]জেন্দ্র বাবু কয়েকটী সারগর্ভ কথা বলেন। বিবাহে সমন্ত্রক কুশণ্ডিকা [illegible]বতার নিকট অন্নভোগ প্রদান ইত্যাদি কায়স্থের দ্বিজত্ব জ্ঞাপক। কায়স্থের [illegible]চিত সংস্কার অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার আবশ্যক। উপবীত গ্রহণে স্বজাতি[illegible]তিবর্দ্ধক এবং আত্মোন্নতির যথেষ্ট পোষকতা প্রদায়ক; তাহা বিশদভাবে [illegible]না করেন। দ্বিজেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা বড়ই আবেগময়ী; তাঁহার উৎসাহের [illegible] প্রাণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রদান করিয়াছিল।

এই স্থলে সভাপতি মহাশয় সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—[illegible] সাধনে ও পৈতা গ্রহণের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ

এখনও পৈতা রক্ষা করিতেছেন ; ইহার কারণ, ইহাদের আবশ্যকতা
আমাদের পূর্ব্বপুরুষের অনুসৃত পন্থাবলম্বন ও উপবীত গ্রহণ আমাদের
অবশ্য কর্ত্তব্য।"

সর্ব্বসম্মতিক্রমে তৃতীয় প্রস্তাব গৃহীত হইল। এই সময় কাশিয়াড়া
কায়স্থগণ আগামী যে কোন শুভদিনে এবং আউরিয়ানিবাসী বিশেষ গণ্য
কুলীন কায়স্থগণ আগামী কল্যই উপনয়ন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন
অভিমত সভাস্থলে ব্যক্ত করিলেন।

চতুর্থ প্রস্তাব। বঙ্গের উত্তর রাঢ়ীয়, দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র
মধ্যে পরস্পর আন্তর্গণিক বিবাহাদি কার্য্য হওয়ার পক্ষে কোন বাধা না
তাহার প্রচলনের কর্ত্তব্যতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক— শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র এম, এ, বি, এল উকিল (দিনাজ
অনুমোদক— ,, কৃষ্ণচরণ মজুমদার দেববর্ম্মা (রাজসাহী)
সমর্থক— ,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা (বাঘুটিয়া)
,, শশিকুমার বসু (ভড়াকর, ঢাকা)

শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গ বাবু বলেন "চারি শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর পরস্পরের
বিবাহপ্রথা প্রচলিত হইলে এমন দিন আসিবে যখন আমি আপনি স
যে স্থানেই সভা হউক সেই স্থানেই কুটুম্বের দাবী দাওয়া করিয়াও কায়
কাজ করিতে পারিব। চারি শ্রেণীর মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত হইলে বা
লাভের পক্ষেও বিশেষ সুবিধা বাড়িবে।

যশোহর বাঘুটিয়া সমাজনিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়
প্রস্তাবের একটু Amendment করেন, তাহা এই :—

বঙ্গের উত্তর রাঢ়ীয়, দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে প
আন্তর্গণিক বিবাহাদি কার্য্য (স্বীয় স্বীয় কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া) হওয়ার
কোন বাধা নাই ও তাহার প্রচলনে কর্ত্তব্যতা বঙ্গীয় কায়স্থসভা নি
করিতেছেন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই Amendment গৃহীত হয়।

পঞ্চম প্রস্তাব। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের কায়স্থদিগের এক সমা
হওয়াও সকলের শাস্ত্র-বিহিত সমান সদাচারী হওয়া সম্বন্ধে যে প্রস্তাব

ভারতবর্ষীয় কায়স্থ মহাসম্মেলনের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে, এই সভা নিঃসঙ্কোচে সেই প্রস্তাবসকল গ্রহণ করিতেছেন ; এবং উক্ত মহাসম্মেলনের অধিবেশন যাহাতে পুনরায় উপযুক্ত সময়ে কোন মহানগরীতে হয়, তজ্জন্য এই সভা উক্ত মহাসম্মেলনের স্থায়ী কার্য্যকরী সমিতির নিকট অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা (পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ,)

সমর্থক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ, অধ্যাপক দৌলতপুর কলেজ (খুলনা)

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বক্তৃতা মধ্যে বলিলেন,—"ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যে সমস্ত কায়স্থ আছেন, তাঁহাদের সকলেই শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের বংশধর ; আমাদেরই আত্মীয়, কুটুম্ব, দায়াদ। তাঁহাদের সহিত আমাদের সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে।"

খুলনা ও যশোহরের ইতিহাস লেখক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার বক্তৃতা মধ্যে বলেন,—

"প্রস্তাবিত বিষয়টী পর্য্যালোচনা করিলেই সকলে বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, কায়স্থজাতি ক্রমশঃ সামাজিক বিস্মৃতির মধ্যে যাইতেছেন। প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায় ভারতবর্ষ এখনকার ভারতবর্ষের ন্যায় ক্ষুদ্র ছিল না। মধ্য এশিয়ার অনেক স্থান পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বিস্তৃতি মধ্যে ছিল। এই বিপুল ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই কায়স্থ জাতির আবাস স্থান ছিল ; এখনও আছে। কায়স্থজাতির হস্ত হইতে অসি খসিয়া যাইতে পারে কিন্তু এখনও মসী খসিয়া যায় নাই! ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে এ দেশের হিসাবরক্ষক জায়গীরদার ও শাসনকর্ত্তা কাহারা?

উত্তর—কায়স্থ।

এ দেশের বর্ত্তমান দশশালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূলে রাজস্ব সচিব সেই বসন্তরায়ের হিসাবপত্র। বঙ্গজ কায়স্থ কুলতিলক সেই মহাত্মা বসন্ত রায়ের জমিদারীতে আজ আমরা উপস্থিত। কায়স্থ জাতি বহুদিন হইতে বিদ্যা, বুদ্ধি, মান, সম্মান চিরদিন বজায় রাখিয়া আসিতেছেন। কায়স্থ জাতির আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, চাল চলন, হাতের লেখা ইত্যাদি সকল গুলিই

ক্ষত্রিয়ত্ব জ্ঞাপক। এক সময়ে হিন্দু সমাজের হজমশক্তি অত্যধিক ছিল; তাঁহারা কত বৈদেশিক জাতিকে আপনার করিয়াছিল। রাজপুত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় মধ্য এশিয়া হইতে শক, হুষণ, খস, গুজার প্রভৃতি কত বিধর্ম্মী জাতি ভারতবর্ষে আসিয়া রাজপুত পর্য্যা হইয়াছে। গ্রীকদূত ভারতবর্ষে নিবাস করিয়া মহাভাগবত পাইয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কায়স্থ জাতি অতি প্রাচীন হইতে ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সমস্ত ভারতবর্ষে বাস করিতেছিল, তাঁহা ক্ষত্রিয়ত্ব লইয়া নানা বাদ বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশ হইলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অবস্থা এখনও সেরূপ নহে। সর্ব্বত্র পূর্ব্ববৎ সম্মানিত। বঙ্গের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র কায়স্থের সহিত মিলিত হইলে আমাদিগকে ক্ষত্রিয়াচার অবলম্বন হইবে।"

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

ষষ্ঠ প্রস্তাব :—বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যয় সঙ্কোচ ও অধুনা সমাজের সর্ব্বনাশকর পণপ্রথার উচ্ছেদ সাধনের উদ্দেশ্যে কায়স্থ সভা এ পর্য্যন্ত যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহা কিয়ৎপরিমাণে হইলেও তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভের প্রত্যাশায় এই সভা সমগ্র কায়স্থ ও সমাজের নেতৃবর্গের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন এবং প্রত্যেক কায়স্থ বিশেষতঃ বরকর্ত্তাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে মনযোগী হইতে স্ব স্ব কর্ত্তব্যপালন সভার কার্য্যে সহায়তা করিতে সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন ও এই সাধনের জন্য স্থানে স্থানে (অর্থাৎ প্রধান কেন্দ্র বা স্থানে) অনুসন্ধান গঠন করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মিত্র বি, এল (যশোহর)
অনুমোদক " নিবারণচন্দ্র দত্ত (কলিকাতা)
সমর্থক " অক্ষয়কুমার বসু রায়চৌধুরী (খুলনা)
" উপেন্দ্রনাথ বসু বি, এল (খুলনা)

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাবক ধান ভানিতে মহীপালের গীতের ন্যায় অনেক অপ্রাসঙ্গিক ও

বাক্যের অবতারণা করিয়াছিলেন বিশেষতঃ মৌলিক কায়স্থের প্রতি কটাক্ষ করিবামাত্র অগ্নিহোত্রী শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সুখের বিষয় অতি অল্পতেই ঐ অগ্নিকণা নিবিয়া যায়।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ দত্তবংশীয় অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত নিবারণ বাবু হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দ্বারা ৬ষ্ঠ প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছিলেন বক্তৃতা শেষে তিনি তাঁহার পুত্রদ্বয়কে বিনাপণে কপর্দ্দক গ্রহণ না করিয়া বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছেন, এমত ঘোষণা দ্বারা মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা আশা করি তিনি কোন দরিদ্র স্বজাতির কন্যাদায় মোচন করিয়া কায়স্থ ইতিহাসে উজ্জ্বল আদর্শ রূপে গণ্য হইবেন।

উকিল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ৬ষ্ঠ প্রস্তাব সমর্থন কালে এই প্রস্তাব করেন।

পরদুঃখে কাতর যে কায়স্থ মহাত্মা কন্যাদায়গ্রস্ত স্বজাতির প্রতি করুণাবলোকনে বিনাপণে ও অন্য কোন বাবদে কিছু না লইয়া দরিদ্র স্বজাতিকে উক্ত দায় হইতে মুক্ত করিবেন, তাঁহাদিগকে এই আদর্শজনক কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ কায়স্থসভা হইতে সম্মানসূচক বিশেষ উপাধি প্রদান করা সঙ্গত।

সপ্তম প্রস্তাব—কায়স্থ সভার স্থায়িত্ব কামনায়, দরিদ্র কায়স্থ-বালক ও বালিকার শিক্ষা এবং সহায়হীনা কায়স্থ-বিধবার সাহায্যে করার জন্য এবং শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্ত-দেবের সাম্বৎসরিক পূজা, আগন্তুক বৈদেশিক কায়স্থগণের অবস্থান সভার শাস্ত্রীয়গ্রন্থ সংরক্ষণ ও কায়স্থ জাতি সম্বন্ধীয় পুস্তক বিক্রয়ার্থ যে পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহার স্থান অফিসের কার্য্যাদি ও মাসিক অধিবেশনের স্থান কলিকাতার কোন সদর রাস্তার উপর শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের একটী মন্দির স্থাপনের ও গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য 'চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার' স্থাপিত আছে, এই সভা তদভাণ্ডারে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে সহৃদয় কায়স্থ মাত্রেরই নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

প্রস্তাবক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন (নবদ্বীপ)
অনুমোদক—প্রচারক মাখনলাল বর্ম্মা (ফরিদপুর)

এই প্রস্তাবিত বিষয় আজ ১৮শ বর্ষ যাবত বঙ্গীয় কায়স্থ মহাশয়গণ পাঠ করিতেছেন, ও শুনিতেছেন; কিন্তু বলিতে এবং লিখিতে লজ্জা ও দুঃখ হয়। বঙ্গদেশে প্রায় ত্রয়োদশ লক্ষ কায়স্থের বাস; ইঁহাদের মধ্যে কুবের তুল্য অসংখ্য ধনী এবং বৃহস্পতি তুল্য বিদ্বানের অভাব নাই। নিজ জাতির অভাবাদির বিষয় সকলেই জ্ঞাত আছেন। ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের মধ্য হইতে যে কেহ একজনে নিমিষের মধ্যে এই প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য সম্পাদন করিয়া জাতির অভাব মোচন করিতে পারেন। আছে সমস্তই কিন্তু সে প্রাণ কোথায় সে প্রবৃত্তি কই? যে কায়স্থজাতি অন্নদান, বিদ্যাদান ও ধনদানে মুক্তহস্ত ছিলেন, আজ সে জাতি নিজ দায়াদের দিকে একবার স্নেহদৃষ্টি দানেও বৈমুখ; ইহাও কি পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম?

স্বজাতি প্রতিপালক বলিয়া কায়স্থজাতি চির প্রসিদ্ধ ছিলেন। এ সম্বন্ধে সুপ্রাচীন ভবিষ্যপুরাণেও দেখা যায়—

"পোষ্টারো নিজবর্ণাণাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।'

কায়স্থজাতি স্বজনগণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালক; কিন্তু হায়! আজ সে অনুভূতি সে স্বজাতি প্রীতি কোথায়?

বেশীদিনের কথা নহে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এই জাতিরই একজন কৃপণজন্মা মহাপুরুষ নিজ স্বোপার্জ্জিত যথাসর্ব্বস্ব স্বীয় জাতির কল্যাণ তরে উৎসর্গ করিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। যতদিন এলাহাবাদে কায়স্থ পাঠশালা নামক বিদ্যামন্দির (বি, এ কলেজ) সগৌরবে মস্তক তুলিয়া দঁড়াইয়া আছে এবং থাকিবে ততদিন স্বজাতিবৎসল 'কায়স্থকুলভাস্কর' মুন্সী কালীপ্রসাদ জীবিত আছেন এবং থাকিবেন এই মহাত্মা তাঁহার আজীবনব্যাপী উপার্জ্জনের প্রায় ৮।১০ লক্ষ মুদ্রা অকাতরে নিজ জাতীয় কার্য্যে ও জাতির উপকারার্থে দান করিলেন;—আর আমাদের বঙ্গদেশবাসী কায়স্থ মহাশয়গণ আপনাদের জাতীয় কার্য্যে আপনাদের স্বজাতির উপকারার্থে আপনাদের হস্তে কি মুষ্টিভিক্ষা উঠিবে না।

আজ আমরা আমাদের স্বজাতিহিতৈষী লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্র প্রত্যেক কায়স্থের নিকট সকাতরে প্রার্থনা করিতেছি,—দয়া করিয়া একটীবার আপনার জাতির দুর্দ্দশা অবলোকন করুন। আপনাদের দরিদ্র বালক-বালিকার

ER DAMAGE

শিক্ষাবিধানের এবং অনাথা সহায়হীনা নিরাশ্রয়া বিধবার সদুপায় বিষয়ে মনোযোগী হউন। দৃষ্টিশক্তি থাকা স্বত্বে অন্ধের ন্যায় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় থাকিতে বধীর থাকিয়া আর লোক হাসাইবেন না। আপনাদের দয়াপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করিবার জন্য, আপনাদের দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী উন্নতির সহায়ক প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী চিরাশীর্ব্বাদক ভূ দেবতা পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান হইয়াছেন। প্রত্যেক কায়স্থ যদি তাঁহার একদিনের আয় এই ভাণ্ডারে প্রদান করেন, তাহা দ্বারা জাতির অনেক কার্য্য সাধিত হয়। যাহার যাহা শক্তি হয় তাহাই জাতীয় ভাণ্ডারে দিতে পারেন। হরিদ্বারা গুরুকুলের পয়সা ভাণ্ডারের ইতিহাসে বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। আজ ঐ ভাণ্ডারের সঞ্চিত অর্থে যথেষ্ট কাজ হইতেছে।

সভাস্থলে নগদ ৩৭।৹ টাকা আদায় হয়। এবং অনেকে পরে পাঠাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়েন।

অষ্টম প্রস্তাব:—এই সভা কায়স্থ মাত্রেরই নানাবিধ উচ্চ শিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন। যাহাতে কায়স্থ সমাজের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদ ও শিল্পাদি বিষয়ক শিক্ষার বহুল প্রচার এবং হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত ও সময়োপযোগী স্ত্রী শিক্ষার যাহাতে বিস্তৃতি হয়, তজ্জন্য সকলকে সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কবিকুসুম (নড়াইল)
অনুমোদক " গণেশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা (কলাগাছি)

নবম প্রস্তাব:—সমুদ্রযাত্রার আবশ্যকতা বিষয়ক প্রস্তাব এই সভা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল (১ম মুন্সেফ নড়াইল
অনুমোদক " ত্রৈলোক্যনাথ বসুবর্ম্মা (পরমেশ্বর পুর)
সমর্থক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (কলিকাতা)

এ সম্বন্ধে প্রস্তাবক যতীন্দ্রবাবু বলিলেন,—

"যে মহাযুদ্ধের অবসান হইয়া গেল তাহাতে Rejiment রসদ বিভাগে ও অন্যান্য নানা বিভাগে অনেক বাঙ্গালী কায়স্থকে যোগদান করিতে হইয়াছে। প্রত্যাবর্ত্তনের পর ইহারা কি ভাবে সমাজে গৃহিত হইবেন,—ইত্যাদি কথা

লইয়া নানা আলোচনা চলিতেছে। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে সমুদ্রযাত্রা সমাজের একটা বিশেষ আলোচ্য বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুরে আমার নিবাস,—বিক্রমপুরে এমন গ্রাম নাই ; যেখান হইতে কেহ না কেহ জাপানে, আমেরিকায়, ইংলণ্ডে বা জর্ম্মণীতে যান নাই। ইহাদিগকে সমাজে গ্রহণ না করিলে, সমাজের কি দুর্দ্দশার কারণ হয় আমরা বৎসরের প্রায় ৬ মাস কাল সমুদ্রের মধ্যেই থাকি ;—জলে সমস্ত দেশ ভাসিয়া যায়। তথাপি সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া কেহ কেহ যেন বলেন তাহা আমি জানি না। আমি সমুদ্রযাত্রা প্রত্যাবৃত্ত লোকদিগকে সমাজে গ্রহণ করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিতেছি।"

এই প্রস্তাব সমর্থন কালে ম্যাট্রোপলিটন কলেজের সুদক্ষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষবর্ম্মা বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—

"মুন্সেফ যতীন বাবুর বক্তৃতার পর সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে আর বেশী কোন কথা বলা সাজে না! ইতিহাসের দিক দিয়া দেখা যায় বৈদিক যুগ হইতেই সমুদ্রযাত্রার স্রোত চলিয়া আসিয়াছে। সেই স্রোতের বাধা কিছুতেই সম্ভব হইবে না। এই প্রস্তাব অতি সমীচীন,—এবং এই অধিকার কায়স্থগণকে কায়স্থ সভা দিতেছেন।

সর্ব্বসম্মতি ক্রমে এই প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

দশম প্রস্তাব।—কায়স্থ সভার উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সকল কায়স্থ প্রধান স্থানে শাখাসমিতি গঠিত হউক, এবং সভার আর্থিক অবস্থা অনুসারে স্থায়ী বৃত্তিভোগী প্রচারক নিযুক্ত করা হউক। প্রচার সমিতির কার্য্যে সর্ব্ব বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য এই সভা কায়স্থ মাত্রকেই অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত ললিতপ্রসাদ দত্তবর্ম্মা (রামবাগান কলিকাতা)

অনুমোদক " হরিপদ ঘোষবর্ম্মা (লক্ষ্মীপাশা)

একাদশ প্রস্তাব।—ক্ষত্রিয় বর্ণোচিত উপাধি ব্যবহার করিবার জন্য এই সভা কায়স্থ সমাজের স্ত্রী ও পুরুষ সকলকে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন (নবদ্বীপ)

অনুমোদক " সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী (কলিকাতা)

দ্বাদশ প্রস্তাব।—কায়স্থ সভার কয়েকটী নিয়ম সংশোধন।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত (কলিকাতা)

অনুমোদক রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু বি, এ,
(বাগবাজার কলিকাতা)

ত্রয়োদশ প্রস্তাব।—বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার অষ্টাদশ বর্ষের কর্ম্মচারী ও নির্ব্বাহক সমিতি গঠন।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ মিত্রবর্ম্মা এম, এ, বি, এল (নড়াইল)

অনুমোদক " রজনীকান্ত রায় (কাকিনা)

সমর্থক " গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র এম, এ, বি, এল (দিনাজপুর)

" মহেন্দ্রচন্দ্র দেব (ময়মনসিংহ)

সভাপতি হইলেন স্বর্গীয় রাজা দিগম্বরচন্দ্র মিত্রের সুযোগ্য বংশধর কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর(কলিকাতা)

সহকারী সভাপতি—

১ঃ মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা সি, আই, ই (কমিশনার চট্টগ্রাম)

২ঃ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা এম, এ, বি, এল (মুর্শীদাবাদ)

৩ঃ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকারবর্ম্মা বি, এ, (ফরিদপুর)

৪ঃ শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর এম, এ, বি, এল (কৃষ্ণনগর, নদীয়া)

সম্পাদক—

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

কুমার শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ (ইনি স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের পুত্র)

সভাধ্যক্ষ রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী এম, এ, বি, এল,
(টাকী বরাহ নগর)

পত্রিকা সম্পাদক—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষবর্ম্মা, বিদ্যাভূষণ
(ইনি "ভারতবর্ষের" ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক)

চতুর্দ্দশ প্রস্তাব। স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্রবর্ম্মা মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মিত্র বি, এল
অনুমোদক শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্তবর্ম্মা
সমর্থক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত:

পঞ্চদশ প্রস্তাব।—ব্রাহ্মণগণ, কায়স্থ প্রতিনিধিবর্গ গতবর্ষের সভা
সম্পাদক ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণকে ধন্যবাদ এবং অভ্যর্থনাসমিতি ও
সেবকগণ এবং সভার কার্য্যে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে বি
মহানুভব শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

প্রস্তাবক সভাপতি—

এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় কায়স্থ সমাজের প্রকৃত হিতা
ব্রাহ্মণদিগকে এবং কায়স্থ সভার প্রচারকদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ
করেন।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মিত্র মহাশয় সর্ব্বশেষে উঠিয়া সভাপতি মহাশয়কে
উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

শ্রীযুক্ত নিবারণ বাবু ধন্যবাদের সমর্থন করেন।

জমিদার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ দত্তরায় মহাশয় এবং তাঁহার ম্যা
শশিবাবুর আদর ও যত্নে সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ বিশেষভাবে আপ্যা
এজন্য, তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু মহাশয় ইহা সমর্থন করেন।

অতঃপর দুইটী তরুণবয়স্ক বালক সুমধুরকণ্ঠে কবিকুসুম মহাশয়ের বি
নিম্নের বিদায় সঙ্গীতটী গীত হয়।

এস তবে এস আজ, দিও পুনঃ দরশন।
হৃদয়েরি পরিমলে বিদায়েরি আয়োজন॥
সাধুজন—সঙ্গতি
সৎপথে দেবে মতি
আমাদের এ আরতি, তোমাদের আমন্ত্রণ॥
মৌন মোদের ভাষা,
মুখর হৃদয় আশা
নিও ভক্তি ভালবাসা, ভাবগ্রাহী সুধীজন॥

সঙ্গীত শেষ হইলে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

পরদিন হাটবাড়িয়ার জমিদার বাটীতে বিরাট কায়স্থোপনয়ন কেন্দ্র হইয়া
টুড়িয়া, ভদ্রবিলা, কাশিয়াড়া, বারাসিয়া, উজিরপুর, কলোড়া, সরসপুর
ভৃতি গ্রামের সর্ব্বসমেত ৬২ জন কায়স্থের উপনয়ন সংস্কার সম্পাদিত হয়।

শ্রীমাখনলাল ধরবর্ম্মা।
কায়স্থ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচারক।

ভৌতিক জগৎ।

এই অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় ভাবিয়া কূল কিনারা পাওয়া আমাদে
য় ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে সাধ্যাতীত। স্রষ্টার অনন্ত-লীলাচাতুর্য্যপূর্ণ এই
তের রহস্যোদ্‌ঘাটন করা হ্রস্য-পরমায়ুর কার্য্য নহে বলিয়াই মহর্ষিগণ
মতঃ কঠোর যোগাদি সাধনা দ্বারা জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী করিতেন।
জীবন লাভ করিয়া তাঁহারা জগতের এমন রহস্য সকল উদ্‌ঘাটন করিয়া
ছেন যাহা মানববুদ্ধির অতীত এবং যাহা শুনিলেও বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়।
ণে আমরা বাহ্যজগতের সহিত দেহের তুলনা করিতে মহর্ষিগণের ভৌতিক
রহস্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

মহর্ষিগণ বলিয়াছেন পুরুষ বাহ্যজগতের তুল্য। অর্থাৎ জগতে যত প্রকার
দ্রব্য আছে একটী পুরুষেও তত প্রকার; আবার একটী পুরুষে যত
কার জগতেও তত প্রকার দ্রব্য আছে। জগতের ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব অসংখ্য,
ধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটী স্থূলভাবেই সাধারণতঃ উদাহরণ স্থানীয় হইতে
রে। যেমন শ্রুতি আছে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এবং
ক ব্রহ্ম এই ছয়প্রকার ধাতুর একত্র সমাবেশ দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি
বার সেইরূপ ছয়ধাতু অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এবং আত্মার
ত্র সমাবেশ দ্বারা পুরুষোৎপত্তি। ইহাতে দেখা যায় এই বিশ্বজগৎ ও
ষ অর্থাৎ দেহ একই উপাদানে গঠিত। উভয়েরই উপাদান ক্ষিতি, অপ,
জ, মরুৎ ও ব্যোম। এই পঞ্চভৌতিক পদার্থের একত্র সমাবেশে উভয়েরই
বিদ্যমান এবং আত্মা বা ব্রহ্ম উভয় দেহেই বিরাজিত।

আমাদের (দেহের) এই উৎপত্তিই জন্মগ্রহণ, স্থিতিই জীবন এবং প্রলয়ই বিনাশ অর্থাৎ মৃত্যু। সুতরাং দেহের যেরূপ স্বাস্থ্য ও রোগ জগতেও তদ্রূপ স্বাস্থ্য ও রোগ অবশ্যই আছে। দেহের যেমন বাল্য, যৌ পৌঢ় ও বার্দ্ধক্য এই চারিকাল জগতেও তদ্রূপ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও এই চারিযুগ বা কাল। বাল্যকালে যেমন সত্য ও সরলতাপূর্ণ সত্যকা জগৎও তদ্রূপ সত্য ও সরলতাপূর্ণ ছিল, দেহে যৌবনকালে যেমন কা ষড়রিপুর পূর্ণ বিকাশ হয় সেইরূপ জগতেও ত্রেতাকালে কামাদি ষড় পূর্ণবিকাশ হেতু সীতাহরণ ও রামরাবণের যুদ্ধ সংসাধিত হইয়াছিল। দেহে কালে বলবীর্য্যাদি শক্তির ধ্বংস হয় জগতেও সেইরূপ দ্বাপরে সমস্ত ধ্বংস হইয়াছিল। এ দেহে যেমন বার্দ্ধক্য জগৎও কাল।

প্রত্যেক দেহী অনন্ত বিশ্বের প্রত্যেক গ্রহ উপগ্রহ সকলেই এই নি অধীন। এই নিয়ম লঙ্ঘন করিবার কাহারও সামর্থ নাই। সকলেরই উ স্থিতি ও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এই পঞ্চ ভৌতিক জগতের বা অধীশ্বর ব্রহ্ম বা আত্মা পঞ্চভূতে আশক্ত হইয়া উহাদিগকে আশ্রয় অবলম্বন করত জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু কঠোর সাধনা দ্বারা সেই পঞ্চভূতের মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া আত্মাকে নিবৃত্ত অর্থাৎ নিষ্কাম করিতে তাহার আত্মা মৃত্যুর পর আর পঞ্চভূতে আকৃষ্ট হয় না সুতরাং সেই জগতের বন্ধনমুক্ত ও অনন্ত ব্রহ্মে বা অনন্ত আত্মায় মিলিয়া যায়। ইহাই বা মুক্তি এবং ইহাকেই বলে "রথেন বামনং দৃষ্টা পু ন বিদ্যতে॥"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জীবদেহ ও জগৎ উভয়ই পঞ্চভূত ও আত্মার (একত্র সমাবেশে গঠিত। আবার জগতে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব আছে দেহেরও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব যেমন :—দেহের, মূর্ত্তি—পৃথিবী, ক্লেদ—জল, উষ্মা—অগ্নি, প্রাণ ছিদ্রসমূহ—আকাশ এবং অন্তরাত্মা—ব্রহ্ম। জগতে যেমন ব্রহ্মার বিভূতি তেমন দেহেও অন্তরাত্মার বিভূতি সত্ত্ব, জগতে যেমন ইন্দ্র তেমন পুরু জগতে সূর্য্য পৃথিবী হইতে রস গ্রহণ বা শোষণ করে তেমন দেহেও

জগতে যেমন রুদ্র তেমন দেহে রোষ, জগতে চন্দ্র—দেহে প্রসাদ অর্থাৎ সৌম্যগুণ, জগতে বসু দেহে সুখ, জগতে যেমন অশ্বিনীকুমার দ্বয় তেমন দেহে কান্তি, জগতে যেমন বায়ু তেমন দেহে উৎসাহ, জগতে যেমন দেবতা তেমন পুরুষে বা দেহে ইন্দ্রিয়ার্থ সমূহ, এই মত জগৎ যেমন তমসাচ্ছন্ন থাকে ও জ্যোতি আবির্ভাবে অন্ধকার সকল দূর হয় তেমন পুরুষও মোহাচ্ছন্ন থাকে এবং জ্ঞানোদয়ে সকল মোহ আবরণ কাটিয়া যায়। জগতে যেমন দুঃখ কষ্টশূন্য স্বর্গাদি পুরুষেও সেইরূপ গর্ভাধান। আবার জগতে যেমন সত্য, ত্রেতা দ্বাপর ও অবশেষে কলিযুগ আসিয়া জগৎকে জীর্ণ, শীর্ণ ও ব্যাধিগ্রস্ত করে তেমন দেহে বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও পরিশেষে বার্দ্ধক্য আসিয়া দেহকে জীর্ণ ও ব্যাধিগ্রস্ত করে। জগতে যেমন যুগান্ত হইয়া সমস্ত ধ্বংস হয় ও ভৌতিক জগৎ পঞ্চভূতে মিলায় সেইরূপ মৃত্যু আসিয়া দেহকে ধ্বংস করে ও পঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিলিয়া যায়। ইহাই জগৎ বা দেহের প্রলয় অর্থাৎ মৃত্যু।

যিনি সমস্ত জগৎ ষড়ধাতুময় আত্মাতে দেখিতে পান তাঁহাকেই আত্মজ্ঞানী বলে এবং তিনি সুখ দুঃখের কর্ত্তা হন; অজ্ঞ কর্ত্তা থাকে না। সর্ব্বলোক সে বক্ষমান হেত্বাদির সহিত যুক্ত হয় তাহা কেবল সেই অযুক্ত "সর্ব্বলোক অহম" এই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে জীব মোক্ষের জন্য প্রস্তুত হয়। এস্থলে লোক শব্দে জগৎ ও পুরুষ উভয়কেই বুঝিতে হইবে। লোকের হেতু, উৎপত্তি, বৃদ্ধি, উপপ্লব ও বিয়োগ হইয়া থাকে। হেতু শব্দে উৎপত্তির কারণ বুঝায়, উৎপত্তি শব্দে জন্ম, বৃদ্ধি শব্দে আপ্যায়ণ বা পুষ্টি, উপপ্লব শব্দে দুঃখপ্রাপ্তি এবং বিয়োগ শব্দে ষড়ধাতুর বিয়োগ। বিয়োগই জীবাপগম, বিয়োগই প্রাণনিরোধ, বিয়োগই ভঙ্গ এবং বিয়োগই লোকের অর্থাৎ জগতের ও দেহের স্বভাব। প্রবৃত্তিই সর্ব্বপ্রকার দুঃখরাশির আকর এবং নিবৃত্তিই শান্তি। প্রবৃত্তিই দুঃখ ও নিবৃত্তিই সুখ এইরূপ যে জ্ঞান তাহাই সত্য। এই জ্ঞানের হেতু সর্ব্বলোকে সমজ্ঞান।

এখন দেখা যাউক প্রবৃত্তির মূলই বা কি আর নিবৃত্তির উপায়ই বা কি? মোহ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও কর্ম্মই প্রবৃত্তির মূল। ইহা হইতেই অহঙ্কার আশক্তি, সন্দেহ, অতি সংপ্লব, অভ্র্যবপাত, বিপ্রত্যয়, বিশেষ অনুপায় উপস্থিত হয়।

আমি, জাতি, রূপ, বুদ্ধি, শীল, বিদ্যা, কুল, যৌবন, বীর্য্য ও প্রভাব সম্পন্ন এইরূপ ক্রিয়াকেই অহঙ্কার বলে। কায়, মনঃ, বাক্য ও ধর্ম্ম যে কারণে মুক্তির বিরোধ হয় তাহার নাম বিষয়াশক্তি। কর্ম্মফল, মোক্ষ, পুরুষ, পরলোক প্রভৃতি আছে কিনা মনের এই সন্দেহকে সংশয় বলে। আমি অনন্ত, আমি স্রষ্টা, আমি স্বভাবসিদ্ধ এবং আমি শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি স্মৃতি বিশেষের সমবায় সকল অবস্থাতে এইরূপ মনে হইলে তাহাকে অতি সংপ্লব বলে। আমার পিতা, মাতা, বন্ধু, বান্ধব, স্ত্রী, পুত্র, দাস, দাসী আছে এবং আমি তাহাদের আছি এই সকল নিজ পরিবারের কথা লইয়াই সর্ব্বদা আন্দোলন করিলে মনের যে ভা[illegible]হাকে অভ্যবপাত কহে। কার্য্যাকার্য্যের হিতাহিত ও শুভাশুভ বিষয়ে [illegible] অভিনিবেশ অর্থাৎ অকার্য্যে কার্য্য এবং কার্য্য অকার্য্য ইত্যাদি করাকে বিপ্রত্যয় বলে। অমুক জ্ঞ, অমুক অজ্ঞ; ইহা প্রকৃতি, ইহা বিকার এবং ইহা প্রবৃত্তি ইহা নিবৃত্তি বিশেষরূপে এই আন্দোলন করাকে বিশেষ কহে।

সংহিতায় বলেন মোক্ষলাভে ইচ্ছুক হইলে প্রোক্ষণ, অনশন, অগ্নিহোত্র, ত্রিষবণ, অভ্যুক্ষণ, আবাহন, যজন, যাজন, যাচন, সলিল ও অগ্নিপ্রবেশাদি ত্যাগ করিতে হয়। কারণ ইহা মোক্ষলাভের অনুপযোগ বা অনুপায়। এই রূপে পুরুষ ধী, ধৃতি ও স্মৃতিরহিত, অহঙ্কৃত ও আশক্ত সংশোধিত, অভিপ্লুত বুদ্ধি, অভ্যবপাতিত, অন্যথাদৃষ্টি, বিশেষগ্রাহী, বিপথগামী এবং সত্ত্বদোষ শরীরের দোষের আশ্রয় বৃক্ষ হইয়া সর্ব্বদুঃখের মূল হইয়া থাকে। ইহাতে পুরুষ অহঙ্কারাদি দোষে ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকে এবং প্রবৃত্তি অতিক্রম করিতে পারে না। প্রবৃত্তিই পাপের মূল এই প্রবৃত্তির বিনাশ ব্যতীত লোক ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে না। নিবৃত্তিই অপবর্গ, ইহাই শান্তি—ইহাই অক্ষয়—ইহাই ব্রহ্ম এবং ইহাই মোক্ষ। এই মোক্ষলাভ করিতে হইলে প্রবৃত্তির বিনাশ করিয়া নিবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু ইহা বড় কঠিন সাধনা।

লোকদোষাদর্শী মুমুক্ষু ব্যক্তির আচার্য্যের নিকট গমন করিয়া সদুপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে মনের প্রবৃত্তি সকল হীনবল হইতে থাকে ও নিবৃত্তির দিকে ক্রমে ক্রমে মন আকৃষ্ট হইতে থাকে। যখন প্রবৃত্তি সমূল

বিনাশ পায় এবং নিবৃত্তিই একমাত্র অবলম্বন হয় এবং শুদ্ধ সত্ত্ব হইতে যে শুদ্ধ সত্ত্ববুদ্ধি উৎপন্ন হয়, যাহার বলে অতিবল-মহামোহময় তমঃ ভেদ করা যায়, যদ্বারা নিস্পৃহ ব্যক্তি সর্ব্বভাবের স্বভাব অবগত হইয়া থাকেন। যদ্বারা যোগ-সাধন করা যায়, যাহাতে সংখ্যাতত্ত্ববিৎ হওয়া যায়। যাহা প্রাপ্ত হইলে অহঙ্কার থাকে না ও সুখ দুঃখের কারণ অবগত হওয়া যায়, যাহা থাকিলে অন্য অন্য আবরণ আবশ্যক করে না। যাহা থাকিলে পৃথিবীর সর্ব্বসুখ ত্যাগ করা যায়। যাহা থাকিলে সত্য, অজয়, শান্ত ও অক্ষয় স্বরূপ পরব্রহ্মে গমন করা যায় সেই শুদ্ধ সত্ত্ববুদ্ধিই বিদ্যা, সিদ্ধমতি, মেধা, প্রজ্ঞা জ্ঞানস্বরূপ যিনি বাহ্যজগতে ষড়ধাতুময় আত্মাতে বাহ্যজগৎ দেখিতে পান সেই [illegible] ও লোকজ্ঞ মহাত্মার জ্ঞানমূলা শান্তি কখনও নষ্ট হয় না। তাহ[illegible] অজয় অমর। তিনি সর্ব্বদা স্বপ্নে জাগরণে ও ও সুষুপ্তি অবস্থায় সমস্ত ভূতকেই সমানভাবে দেখিয়া থাকেন তিনি পরিণামে ব্রহ্মভূত হন এবং পুনর্জ্জন্মের হেতু সমূহে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। পুরুষ ব্রহ্মভূত হইলে আত্মার কারণাভাব বশতঃ আর তাহাতে কোন চিহ্ন থাকে না। তখন সর্ব্ব কারণ ত্যাগ হেতুই তাহাকে মুক্ত কহিয়া থাকে ইহাই বিজ্ঞান। ইহা জানিয়া মুনিগণ মুক্ত সংশয় ও মোহ, রাগ, স্পৃহা রহিত হইয়া অন্তে মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন। ওঁ মুক্তি।

কবিরাজ শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ দেব সাহিত্যসাগর।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন:—বিগত ৩২শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার পারজোয়ার সুভাড্যা গ্রামে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্তবর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে নিম্নলিখিত ২৬জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। উপনয়ন স্থানে অনেক কায়স্থ উপস্থিত থাকিয়া ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। উপনীত কায়স্থগণের নাম:—১। শ্রীযুক্ত হরকুমার দেবরায় ২। তারকচন্দ্র দেবরায় ৩। কুমুদবন্ধু দেবরায় ৪। সজনীকুমার দেবরায়

৫। যামিনীকুমার দেবরায় ৬। নৃপতিরঞ্জন ঐ ৭। প্রফুল্লকুমার ৮। ফণীন্দ্র-মাধব ৯। নিরঞ্জিব ১০। রণজিৎকুমার ১১। পরেশরঞ্জন ১২: সঞ্জীবচন্দ্র ১৩। রাধেশচন্দ্র ১৪। মহেশচন্দ্র ১৫। চিরঞ্জিব ১৬। যোগেশচন্দ্র ১৭। বিনয়কুমার ১৮। ভবানীকুমার ১৯। অশ্বিনীকুমার দত্ত ২০। হরিশচন্দ্র দত্ত ২১। সত্যেন্দ্র কুমার দত্ত। ২২। প্রফুল্লকুমার দত্ত। ২৩। ধীরেন্দ্রকুমার দত্ত। ২৪। তারাপ্রসাদ দত্ত ২৫। বেনওয়ারীলাল বসু এম, এ ২৬। নৃত্যলাল বসু।

২। ফরিদপুর কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচার সমিতির চাঁদা প্রাপ্তির বিবরণ।

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার সরকার	১৷৷০
[illegible]োপালচন্দ্র বসু	২৲
[illegible]মোহন রায়চৌধুরী	২৲
প্রমথনাথ ঘোষরায়	১৲
সতীশচন্দ্র ঘোষ	১৲
দীনবন্ধু বসু	২৲
যোগেন্দ্রনাথ দাষ	২৲
জনৈক ভদ্রলোক জয়পুর টি এষ্টেট	৫৲
জনৈক মহাত্মা [illegible] গোপালকে	৩৫৲
কেদারনাথ দেববর্ম্মা	৬৲
গিরিশচন্দ্র দাষ	১৲
পূর্ণচন্দ্র সরকার	১৲
লোকনাথ মজুমদার	৷৷০
তরুণীকুমার মিত্র	২৷৷০
	৭১৷০
পূর্ব্ব তহবিল (১৩২৫ মাঘ প্রতিভায় প্রকাশিত)	২৪৷৶০
মোট—	৯৫৷৶০

ব্যয়ের বিবরণ ষাণ্মাসিক বিবরণীতে দেওয়া যাইবে। শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্ম
সম্পাদক প্রচার সমিতি।

৩। "আৰ্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার ১৩২৬ সনের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২/০ আনার জন্য আমরা গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট সত্বর ভিঃপিঃ প্রেরণ করিব। কাগজাদি মুদ্রণের জিনিষের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে অগ্রিম চাঁদা না দিলে 'প্রতিভা'কে কোনমতে রক্ষা করা যায় না, অতএব গ্রাহক মহাশয়গণের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা যেন তাঁহারা আমাদের প্রেরিত ভিঃপিঃগুলি ফেরৎ না দেন।
সম্পাদক।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায়নমঃ

শ্রীগোপালনন্দী

আৰ্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক পত্রিকা।

১২শ খণ্ড { শ্রাবণ মাস ১৩২৬ সাল। } ৪র্থ সংখ্যা

বাঙ্গলার মৌলিক কায়স্থ।

"অশ্বমেধসহস্রং চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
তুলয়িত্বা চ পশ্যামি সত্যমেবাতিরিচ্যতে॥"

বাল্মীকীয় রামায়ণে ব্রহ্মবাক্য।

বাঙ্গালার দক্ষিণ-রাঢ়ীয় এবং বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ মহোদয়গণের সহিত মৌলিক কায়স্থগণের ভেদ উৎপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্রাহ্মণ একটা আপাত মনোহর উপায় বাহির করিয়াছেন। তাঁহারা মুখে কায়স্থ জাতির হিতকামী সাজিয়া বলিতেছেন যে "কনৌজ হইতে আগত ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ, এবং দত্ত এই পাঁচঘর কায়স্থ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বটে এবং তাঁহারা উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইবার অধিকারীও বটে; কিন্তু অন্যান্য কায়স্থগণের সেরূপ সংস্কারে অধিকার নাই।" স্বার্থী এবং ছদ্মবেশী শঠের বাক্যে কোন কোন কুলীন সন্তানের চিত্তচাঞ্চল্য জন্মিতে পারে এবং কুলীন অকুলীনের মধ্য একটা ভেদ উপস্থিত হইতে পারে বলিয়াই আমরা অদ্য মৌলিক কায়স্থগণের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে বলিতেছি।

অবশ্য সাধারণ ন্যায় অথবা যুক্তির চক্ষুতে দেখিলে উপরি লিখিত শঠোক্তি যে নিতান্তই হাস্যকর তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। বঙ্গদেশে রাঢ়ীয়

অথবা বঙ্গজ সমাজে এমন কুলীন বংশ কোথায় যে যাহার মধ্যে কোন না কোন সময়ে অকুলীনের সহিত অতি নৈকট্য সম্বন্ধ সংস্থাপিত না হইয়াছে? যতদূর অবগত আছি, তাহা হইতে নিঃশঙ্কচিত্তে দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি যে অকুলীনের সংস্রব শূন্য কুলীন-বংশ বাঙ্গালায় আদৌ নাই। আর যদিই কুত্রাপি কোন বংশে এরূপ সাক্ষাৎ সংস্রব না হইয়া থাকে; কিন্তু পরম্পরায় সংস্রব অবশ্যই ঘটিয়াছে। এরূপ অবস্থায় অকুলীনের বর্ণ কুলীনের বর্ণ হইতে পৃথক করিতে যাওয়া নিতান্তই হাস্যকর হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। হউক যুক্তির মার্গ সম্প্রতি পরিত্যাগ করত ইতিহাসেরই আশ্রয় গ্রহণ করা হউক।

ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে প্রসিদ্ধ আবুলফজল স্বপ্রণীত আইন আকবরীতে লিখিয়াছেন যে, বঙ্গদেশে মুসলমানগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে ক্রমাগত দুই সহস্র বর্ষ কায়স্থজাতির রাজ্য ছিল। আইন আকবরীতে এই কায়স্থরাজা কাহারা? খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রভাত সময়ে বঙ্গে মুসলমান অধিকার ঘটিয়াছিল। আদিশূর যদি ঐতিহাসিক কোন রাজা হন, তথাপি তাঁহাকে কোনমতেই খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীরও অগ্রে নিতে লওয়া যায় না। খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী দুই সহস্র বৎসর কখনই আদিশূরের আনীত কনৌজীয়া কায়স্থেরা বঙ্গদেশে দণ্ড পরিচালনা করেন নাই। আদিশূরকে কেহই খৃষ্টীয় অথবা সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে লইয়া যাইতে পারিবেন না। আমরা আদিশূর রাজা এবং তাঁহার সহিত আনীতপঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আদি গল্পকে তর্কের খাতিরে সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত দুই বৎসর বঙ্গদেশে কোন্ কোন্ কায়স্থ বংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন, সম্প্রতি আমাদিগকে অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই অনুসন্ধানের কার্য্য বড় কঠিন এবং আমাদের শক্তিও সামান্য; তথাপি আমরা যথাসাধ্য সম্মান বজায় রাখিয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হইতেছি।

য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণের মতে মাকিদনাধিপতি যবনবীর (অথবা আলেকজাণ্ডার) খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৭ অব্দে ভারতের পশ্চিমাংশ

প্রদেশের সীমান্তে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সময়ে প্রাচ্যদেশে পালিবোথরা নগরে সাণ্ড্রাকোট্টাস নামক নরপতি রাজত্ব করিতেছিলেন এবং এই সাণ্ড্রাকোট্টাসের সহিত যুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি (এবং পরে উত্তরাধিকারী) সেলুকস নৈকটারের পরাজয় ঘটিয়াছিল। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ পালিবোথরাকে পাটলীপুত্র (আধুনিক পাটনা) এবং সাণ্ড্রা-কোট্টাসকে পৌরাণিক মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের সহিত অভিন্ন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ঐ সকল ঐতিহাসিকের সহিত আমার মতভেদ থাকিলেও সম্প্রতি ঐ মতই স্বীকার করিয়া লইয়া এই প্রস্তাব লিখিত হইতেছে।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যকে আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক বলিয়া স্বীকার করিলে তাঁহাকে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৭ বা ৩২৫ অব্দের ব্যক্তি বলিতে হইবে। তাঁহার পূর্ব্বে মহাপদ্মনন্দ ও তাঁহার আটজন পুত্র ১০০ একশত বৎসর এবং তাহার পূর্ব্বে শিশুনাগবংশ ৩৬০ তিনশত:ষাট বৎসর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। নাগবংশের প্রতিষ্ঠাতা শিশুনাগ সুতরাং ৭৮৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ অথবা খ্রীষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে মগধ সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, দেখা যাইতেছে। বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ুপুরাণে নাগবংশের রাজ্যকাল ৩৬২ বৎসর অর্থাৎ দুই বৎসর অধিক দেখা আছে: মৎস্য অথবা ভাগবত পুরাণে ৩৬০ই আছে। আমরাও মোটামুটী ৩৬০ বৎসরই ধরিয়াছি। এই হিসাবে দেখা যায় যে শিশুনাগবংশ অর্থাৎ শিশুনাগ হইতে নন্দিবর্দ্ধন পর্য্যন্ত—

৩৬০ বৎসর

নন্দবংশ অর্থাৎ মহাপদ্মনন্দ এবং তাঁহার আটজন পুত্র—

১০০ বৎসর

সুতরাং চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়ের ৪৬০ বৎসর পূর্ব্বে শিশুনাগের অভ্যুদয়, এবং যেহেতু চন্দ্রগুপ্ত ৩২৫ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে বিদ্যমান ছিলেন সুতরাং ৪৬০ + ৩২৫ = ৭৮৫ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে নাগবংশের রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে।

নাগবংশ ও নন্দবংশের পর চন্দ্রগুপ্ত হইতে মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা। মৌর্য্যবংশের পরে শুঙ্গবংশ, কণ্বংশ, অন্ধ্রবংশ পুনশ্চ শুঙ্গবংশ, গুপ্তবংশ, পালবংশ, শূরবংশ এবং সেনবংশ যথাক্রমে প্রাচ্য সাম্রাজ্যে অর্থাৎ অঙ্গ,

বঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র দেশে (বর্ত্তমান বাঙ্গালা বিহার ছোটনাগপুর, উড়িষ্যার কিয়দংশ ও আসামের কিয়দংশ) রাজ্য করিয়া গিয়াছেন। পশ্চিমদিকে তাঁহাদের সাম্রাজ্যের সীমা অনেক সময়েই দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, বিশেষতঃ মৌর্য্যবংশের ও গুপ্তবংশের সময়ে এই সাম্রাজ্য প্রায় সমগ্র (বর্ত্তমান) ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ছিল। সেনবংশীয় লক্ষ্মণ সেন মহারাজার সময়ে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রবেশ মুখে (১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে) বখ্‌তিয়ারের পুত্র মহম্মদ নামক মুসলমান সেনাপতির দ্বারা এই সাম্রাজ্য মুসলমানগণের করতলগত হয়। আমাদের এই গণনা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে আবুলফজল শৈশুনাগ (শিশুনাগ) বংশ হইতে সেনবংশ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সমস্ত নৃপতিগণকে "কায়স্থ" বলিয়া গণ্য করিয়া তাঁহার বিখ্যাত ইতিহাসে (আইন আকবরীতে) লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

উক্ত রাজবংশাবলীর মধ্যে একমাত্র কণ্বংশের চারিজন রাজা মোট ৪০।৪৫ চল্লিশ অথবা পঁয়তাল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণবংশের প্রতিষ্ঠাতা কণ্বগোত্রীয় বসুদেব শুঙ্গবংশীয় শেষ নরপতি দেবভূতি (দেবহুতি পুরাণান্তরের মতে) শুঙ্গের অমাত্য ছিলেন এবং বিশ্বাস-ঘাতকতা সহকারে প্রভুকে বধ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রপৌত্র সুশর্ম্মা কিন্তু প্রপিতামহের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল; অর্থাৎ শুঙ্গবংশীয় অমাত্য বলিপুচ্ছকের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং সাম্রাজ্যলক্ষ্মী পুনরপি বলিপুচ্ছকের বংশকেই অভিনন্দন করেন। সুদীর্ঘ দুই সহস্র বৎসর কালের মধ্যে চল্লিশ বৎসরের এই কণ্বগোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশের কথা আবুল ফজল আদৌ গণ্য বোধ করেন নাই বুঝিতে পারা যাইতেছে। আমরা এই যে সকল রাজবংশের নাম ও বিবরণ লিখিলাম উহার উপাদান বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণু এবং ভাগবত পুরাণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রবন্ধের পরিসর বৃদ্ধির ভয়ে সংস্কৃত শ্লোকাবলী উদ্ধার করিলাম না; কৌতূহলী পাঠক অতি সহজেই পুরাণ হইতে সংবাদগুলির সত্যতা অবধারণ করিতে পারিবেন।

এখন প্রশ্ন উঠিবে যে নাগবংশ হইতে সেনবংশ পর্য্যন্ত বংশগুলির মধ্যে কোন বর্ণের? ইহার সরল এবং সত্য উত্তর এই যে কণ্বংশ ভিন্ন আর সকল বংশই ক্ষত্রিয়বর্ণ হইতে উদ্ভূত। নাগবংশ এবং মৌর্য্যবংশ উভয়ই নাগবংশীয় ক্ষত্রিয়

"মুরা হইতে মৌর্য্যবংশের উৎপত্তি" উহা উপকথা মাত্র। মৌর্য্যবংশ অথবা "মোরিঅ বংশ" যে নাগবংশের শাখা তাহা "রাজস্থানে"র গ্রন্থকর্ত্তা টড্ সাহেব অনেক অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। বিখ্যাত বাপ্পারাওএলের পূর্ব্বে তাঁহার মাতুলবংশ মেবারে রাজত্ব করিতেন। এই মাতুল বংশেরা মৌর্য্যক্ষত্রিয়। মৌর্য্যেরা যে ক্ষত্রিয়, তাহা বৌদ্ধ-সাহিত্যেও দৃঢ়তার সহিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সিংহলের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস "মহাবংশে" স্পষ্ট লিখিত আছে,

"মোরিআনং খত্তিয়ানং বংশে জাত সিরিধরান্।
চন্দগুপ্তোতি পুন্নত্তন্ চাণক্কো ব্রাহ্মণো ততো॥"

'দিব্যাবদান" গ্রন্থে লিখিত আছে যে রাজর্ষি অশোকের পীড়ার সময় তিষ্যরক্ষিতা তাঁহাকে ঔষধ অথবা পথ্যস্বরূপে পেঁয়াজ খাইতে বলিলে অশোক অস্বীকৃত হইয়া বলিয়াছিলেন,

"দেবি অহং ক্ষত্রিয়ঃ, কথং পলাণ্ডুং পরিভক্ষয়ামি?" সকলেই অবগত আছেন যে মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রের মতে পেঁয়াজ দ্বিজমাত্রের অভক্ষ্য। এই ত গেল মৌর্য্যবংশের কথা; শুঙ্গবংশ যে ক্ষত্রিয়, তৎসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই "কায়স্থ-প্রতিভায়" সবিস্তারে লিখিয়াছি। প্রসিদ্ধ গুপ্তবংশও যে ক্ষত্রিয়, তাহা তাঁহাদের নানা শিলালেখ হইতে তাঁহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রভৃতি দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এই গুপ্তবংশেরই শেষ উল্লেখ যোগ্য রাজা কনৌজের হর্ষবর্দ্ধনের প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণসুবর্ণের শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত। অন্ধ্র, পাল এবং সেনবংশও যে ক্ষত্রিয় তাহাও তাঁহাদের শিলালেখাদিতে বহুশঃ বিবৃত হইয়াছে।

তবে পূর্ব্বপক্ষ প্রশ্ন করিবেন "উহারা যদি সকলেই ক্ষত্রিয়, তবে আবুল ফজল "কায়স্থ" কেন কহিলেন?" ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, আবুল ফজল কেন, আমারাও উহাদিগকে "কায়স্থ" বলি অর্থাৎ উহারা ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত "কায়স্থ" শাখাভুক্ত।

পুরাণে লিখিত হইয়াছে যে নাগবংশীয় নন্দিবর্দ্ধনের পর আর কেহ ক্ষত্রিয়বর্ণের রাজা হইবেন না, সকলেই শূদ্র হইবেন। এই উক্তিটী ব্রাহ্মণের ক্রোধের পরিচয় দিতেছে মাত্র। এই দারুণ ক্রোধের কারণ এই যে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ৬০০ অব্দে মহাবীর স্বামী এবং তাহারই কয়েক বৎসর পরে শাক্যসিদ্ধার্থের অভ্যুদয় ঘটে। নাগবংশীয় নন্দিবর্দ্ধনের প্রপিতামহ অজাতশত্রুর সময়ে শাক্যসিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত

হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন এবং তাহার পূর্ব্বে পার্শ্বনাথ (৭৭৭ খৃঃ পূর্ব্ব) এবং মহাবীর (৫২৭ খৃঃ পূর্ব্ব নির্ব্বাণ) কর্ত্তৃক জৈনধর্ম্মের প্রচার হইতে থাকে। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী এবং বুদ্ধাবতার শাক্যসিদ্ধার্থের প্রচারের ফলে নাগবংশে এবং শেষ মৌর্য্যবংশে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বদ্ধমূল হইয়া যায়। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত জৈন এবং তাঁহার পৌত্র অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন,—এমন কি উভয়ে সন্ন্যাস পর্য্যন্ত লইয়াছিলেন। জৈন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম সাধারণতঃ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিকূলে মত লইয়াই উত্থান করায় লৌকিক হিন্দুধর্ম্মের সহিত উহাদের শত্রুতা হইয়াছিল এবং উহা নাস্তিকের ধর্ম্ম বলিয়া হিন্দুসমাজে নিন্দিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় হইলেও যে সকল রাজবংশ জৈন অথবা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা "বৃষল" (ধর্ম্ম ত্যাগী) বলিয়া পরিচিত হইলেন। শূদ্রেরও ধর্ম্মে অধিকার না থাকায় শূদ্র ও "বৃষল" নামে পরিচিত হওয়ায় পরিশেষে বৃষল এবং শূদ্র একার্থক এবং ধর্ম্ম ত্যাগী রাজবংশগুলি শূদ্র বলিয়াই পরিচিত হইয়া গেল।

বুদ্ধাবতারের অগ্রে ক্ষত্রিয় জাতির মসীজীবী এবং অসিজীবী সম্প্রদায় এই ছিলেন,—বৌদ্ধ সময়েই মসীজীবীগণ স্বতন্ত্র "কায়স্থ" আখ্যা গ্রহণ করিলেন। নাগ, মিত্র, শূর, পাল এবং সেনবংশ যে কায়স্থ তাহা বঙ্গদেশের কায়স্থসাহিত্যে লব্ধপ্রবেশ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। মহারাষ্ট্রদেশে "গুপ্ত অথবা "গুপ্তে" (গুপ্তে অশব্দের অর্থ গুপ্ত মহাশয়েরা) উপাধির কায়স্থ অদ্যাবধি রহিয়াছেন। রায় বাহাদুর মিঃ গুপ্তে এখনও কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল মিউজিয়মের কিউরেটার রহিয়াছেন। এই নাগ, মিত্র, মৌর্য্য, শূর, পাল ও সেনবংশের কেহই যে কনৌজাগত নহেন, তাহাত সকলেই জানেন। যে মিত্র কনৌজ হইতে আসিয়াছিলেন,—তিনি শুঙ্গ বংশেরই কোন ব্যক্তির বংশধর হইতে পারেন। মৌর্য্যবংশে "পালিত" এবং শুঙ্গ মিত্রবংশে "ঘোষ", "বসু" এবং "মিত্র" উপাধিযুক্ত রাজার নাম পাওয়া যায়। এই সকল প্রসিদ্ধ রাজবংশই এক্ষণে দক্ষিণরাঢ়ীয় এবং বঙ্গজ কায়স্থসমাজে মৌলিক অথবা অকুলীন শ্রেণীভুক্ত হইয়া বাস করিতেছেন। যাঁহারা প্রাচ্য ভারতবর্ষে দুই সহস্র বৎসর সম্রাটের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বংশধরগণ কি অক্ষত্রিয় হইয়া গিয়াছেন। অথবা ক্ষাত্রতেজঃ অথবা বিশুদ্ধিতে তাঁহারা কি কনৌজী আগন্তুক "কুলীন"

মহাশয়দিগের অপেক্ষা হীন? তাহাতে কিছুতেই মনে করা যাইতে পারে না। বরঞ্চ তাঁহারা এ দেশের মূল অধীশ্বর এবং অধিবাসী বলিয়া গৃহাগত অতিথি স্বরূপে কনৌজী কুটুম্বদিগকে একটু অধিক মর্য্যাদা স্বরূপে "কৌলীন্য" উপাধি উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। কুলীন মৌলিকের কেহই তুচ্ছ বা হীন নহেন।

রামায়ণের সময় অথবা তাহারাও পূর্ব্বকাল হইতে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র ক্ষত্রিয়গণের নিবাস ছিল; সুতরাং বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অভিমান যে অল্প দিন মাত্র অগ্রে হইয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। বঙ্গদেশের প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে, তাহা বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি—

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

ভীমের মনের বল।

হিতাহিত গণনায় প্রাণের মমতায় অথবা হিতৈষীর উপদেশ বা প্ররোচনায় শুধু আজকালই যে লোক কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হয়; মনের দৃঢ়তার বিনাশ সাধন করে, তাহা নহে। মহাভারতের সময়ও দেখা গিয়াছে যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের মত ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর ও স্বার্থানুরোধে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইয়াছেন বা হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্তু বড়ই আনন্দের কথা, সেই সময় যুধিষ্ঠিরের অনুগত ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ও অনুরক্ত অসীম বিক্রমশালী ভীম, কোন অবস্থায়ই মনের বলের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি যখন যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; তাহা পালন করিয়াছেন; যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণপাত হইবে জানিয়াও বীরের অযোগ্য ভীরুতা প্রদর্শন করেন নাই—কেহ আশ্রয় গ্রহণ করিলে ক্ষাত্রধর্ম্মের গৌরব রক্ষার অনুরোধে প্রিয় পরিজন ও বন্ধু পরিহারেও সঙ্কুচিত না হইয়া তাঁহার রক্ষার ভার শির পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ফলতঃ কর্ত্তব্য পালন অতি কঠোর ব্রত। কর্ত্তব্য পালন ব্রত উদ্যাপন করিতে হইলে অনেক সময় স্নেহ পরিত্যাগ করিতে হয়; প্রেম বিসর্জ্জন দিতে হয়; ক্ষাত্র স্বীকার

করিতে হয়—হিতৈষীর হিতোপদেশও গ্রহণ করা যায় না—শুধু কর্ত্তব্যকে অক্ষত রাখিবার জন্য মনের বল কঠোরতার আবরণ দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। সেই অদ্ভুত কথা মানব জীবনে মরণে দেবত্বের দ্যুতি ছড়াইয়া মানব মনে উজ্জ্বল আসন লাভ করিয়া ধন্য হয়। মহাভারত যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, দ্রোণাচার্য্যকে নিধন করিবার সঙ্কল্পে প্রণোদিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ছলবাক্য উচ্চারণ করিতে ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠিরও পরাঙ্মুখ হন নাই। অর্জ্জুন ত শ্রীকৃষ্ণের ছায়া বলিলেই হয়—শ্রীকৃষ্ণের কথায় ভালমন্দ বিবেচনা করিবার অবকাশ তাঁহার ছিল না—সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণে তিনি আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। ভীমের প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্যরূপ। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করিতেন—তাঁহাকে সুহৃদ বলিয়া জানিতেন। যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন—ভক্ত অনুরক্ত ছিলেন; তাঁহার গৌরব বর্দ্ধনে, আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তবু অন্ধভাবে তাঁহাদের আদেশ বা অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে দেন নাই। কর্ত্তব্য জ্ঞান স্বাধীন চিন্তা সময় সময় তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের মত বিরোধী করিয়া তুলিয়াছে। ভীমের চিত্র জগতে দুর্লভ বলিলেও হয়। ক্ষত্রিয়ের রীতিযুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে নাই—তাহাতে কাপুরুষত্ব প্রকাশিত হয়। প্রকৃত বীর কখনও কাপুরুষত্ব দেখাইয়া আপনাকে বীরেন্দ্র সমাজে নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করিতে পারেন না। ভীম যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধনিরত—বিপক্ষের প্রাণঘাতী অস্ত্রে ভীমকে সংহার করিবার জন্য দ্রুত বেগে আসিতেছে—আর প্রাণরক্ষার কোন উপায় নাই—অস্ত্রের শক্তি নাশ করিবার সামর্থ্য ভীমের নাই। ভীম নির্ভয়চিত্তে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। শ্রীকৃষ্ণ আদেশ করিলেন—ভীম, পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর—আত্মরক্ষা করিয়া পাণ্ডব রক্ষা কর, নচেৎ আর উপায় নাই। ভীম শ্রীকৃষ্ণের কথায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন—ক্ষত্রিয় কর্ত্তব্য পালন জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত থাকিয়া কাপুরুষত্ব প্রদর্শনে অস্বীকৃত হইয়া প্রকৃত বীরগরিমা বজায় রাখিলেন—মনের বলের পরিচয় দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের দণ্ডীরাজার সহিত অশ্ব লইয়া বিরোধ। দণ্ডীরাজ শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে ভীত অশ্বরক্ষণে অক্ষম। প্রবলের ইচ্ছার প্রতিকূলে দুর্ব্বলের দাঁড়াইবার শক্তি কোথায়? জীবিত থাকিতে প্রিয়তম অশ্ব কি প্রকারে প্রাণ ধরিয়া কাপুরুষের মত অন্যের হস্তগত করিয়া দেওয়া যায়!

দণ্ডী চিন্তায় অধীর হইলেন—অশ্বরক্ষার কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে আত্মহত্যা করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন।

"মরিলে যাহা হয় হইবে—জীবিত থাকিতে অশ্ব দেওয়া যায় না।" দণ্ডীরাজ জলে ডুবিয়া মরিতে উদ্যত! অর্জ্জুন বিনোদিনী সুভদ্রা তখন জলাশয়তীরে উপনীত। দণ্ডীকে আত্মহত্যায় বাধা প্রদান করিলেন—সমস্ত অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া অভয় প্রদান করিলেন—আশ্রয় দিলেন। বীররমণী বীরের ধর্ম্ম বুঝিলেন—বিপন্ন ভ্রাতৃশত্রুকেও আশ্রয় দানে কাতরতা দেখাইলেন না। সুভদ্রা পাণ্ডববীর ভীমের গোচরে সকল নিবেদন করিয়া তাঁহার অনুমোদন পাইয়া হৃষ্টা হইলেন। যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনাদি এ বিবরণ শুনিয়া বিমর্ষ হইলেন। চির সুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণের শত্রুকে আশ্রয় দান করিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একজন সামান্য রাজার জন্য অন্তরঙ্গ বন্ধুর প্রতিকূলে দাঁড়ান কখনই কর্ত্তব্য নয় বলিয়া স্থির করিলেন। সম্পদে বিপদে সকল অবস্থায় একমাত্র সহায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করা পাণ্ডবের পক্ষে গর্হিত কার্য্য বলিয়া স্বীকৃত হইল। যুধিষ্ঠিরাদি শরণাগতকে পরিত্যাগে শ্রীকৃষ্ণের রুষ্টির ভয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দৃঢ়চেতা কর্ত্তব্যজ্ঞানী ভীমকর্ম্মা ভীম, জলদ গভীর স্বরে, তাঁহার প্রতিবাদ করিলেন—ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিলেন—বীরধর্ম্মে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া আত্মীয়তা রক্ষায় ধিক্কার দিলেন। ভীমের মনের বলই জয়লাভ করিল। যুধিষ্ঠিরাদির মত পরিবর্ত্তন ঘটিল—দণ্ডীরাজ নির্ভয়ে পাণ্ডবের আশ্রয় লাভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবের আশ্রিত রক্ষার অনুরোধে সংগ্রাম হইল। ভীমের কর্ত্তব্য জ্ঞানও মনের বল, মনুষ্যত্বের মহিমা সহস্রগুণে বর্দ্ধন করিল। ভীমের জীবন, আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিতেছে যে স্বার্থ দুরোধে বা আত্মীয়-তার অনুরোধে কর্ত্তব্যকর্ম্মে উদাসীন হওয়া বীর হৃদয়ের শোভা পায় না—তাহা অসীমনীচাত্মারই যোগ্য। ইতি—

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

করিতে হয়—হিতৈষীর হিতোপদেশও গ্রহণ করা যায় না—শুধু কর্ত্তব্যকে অক্ষত রাখিবার জন্য মনের বল কঠোরতার আবরণ দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। সেই অদ্ভুত কথা মানব জীবনে মরণে দেবত্বের দ্যুতি ছড়াইয়া মানব মনে উজ্জ্বল আসন লাভ করিয়া ধন্য হয়। মহাভারত যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, দ্রোণাচার্য্যকে নিধন করিবার সঙ্কল্পে প্রণোদিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ছলবাক্য উচ্চারণ করিতে ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠিরও পরাঙ্মুখ হন নাই। অর্জ্জুন ত শ্রীকৃষ্ণের ছায়া বলিলেই হয়—শ্রীকৃষ্ণের কথার ভালমন্দ বিবেচনা করিবার অবকাশ তাঁহার ছিল না—সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণে তিনি আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। ভীমের প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্যরূপ। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করিতেন—তাঁহাকে সুহৃদ বলিয়া জানিতেন। যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন—ভক্ত অনুরক্ত ছিলেন; তাঁহার গৌরব বর্দ্ধনে, আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তবু অন্ধভাবে তাঁহাদের আদেশ বা অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে দেন নাই। কর্ত্তব্য জ্ঞান স্বাধীন চিন্তা সময় সময় তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের মত বিরোধী করিয়া তুলিয়াছে। ভীমের চিত্র জগতে দুর্লভ বলিলেও হয়। ক্ষত্রিয়ের রীতিযুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে নাই—তাহাতে কাপুরুষত্ব প্রকাশিত হয়। প্রকৃত বীর কখনও কাপুরুষত্ব দেখাইয়া আপনাকে বীরেন্দ্র সমাজে নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করিতে পারেন না। ভীম যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধনিরত—বিপক্ষের প্রাণঘাতী অস্ত্রে ভীমকে সংহার করিবার জন্য দ্রুত বেগে আসিতেছে—আর প্রাণরক্ষার কোন উপায় নাই—অস্ত্রের শক্তি নাশ করিবার সামর্থ্য ভীমের নাই। ভীম নির্ভয়চিত্তে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। শ্রীকৃষ্ণ আদেশ করিলেন—ভীম, পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর—আত্মরক্ষা করিয়া পাণ্ডব রক্ষা কর, নচেৎ আর উপায় নাই। ভীম শ্রীকৃষ্ণের কথায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন—ক্ষত্রিয় কর্ত্তব্য পালন জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত থাকিয়া কাপুরুষত্ব প্রদর্শনে অস্বীকৃত হইয়া প্রকৃত বীরগরিমা বজায় রাখিলেন—মনের অসীম বলের পরিচয় দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের দণ্ডীরাজার সহিত অশ্ব লইয়া বিরোধ। দণ্ডীরাজ শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে ভীত অশ্বরক্ষণে অক্ষম। প্রবলের ইচ্ছার প্রতিকূলে দুর্ব্বলের দাড়াইবার শক্তি কোথায়? জীবিত থাকিতে প্রিয়তম অশ্ব কি প্রকারে প্রাণ ধরিয়া কাপুরুষের মত অন্যের হস্তগত করিয়া দেওয়া যায়

দণ্ডী চিন্তায় অধীর হইলেন—অশ্বরক্ষার কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে আত্মহত্যা করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন।

"মারিলে যাহা হয় হইবে—জীবিত থাকিতে অশ্ব দেওয়া যায় না।" দণ্ডীরাজ জলে ডুবিয়া মরিতে উদ্যত! অর্জ্জুন বিনোদিনী সুভদ্রা তখন জলাশয়তীরে উপনীত। দণ্ডীকে আত্মহত্যায় বাধা প্রদান করিলেন—সমস্ত অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া অভয় প্রদান করিলেন—আশ্রয় দিলেন। বীররমণী বীরের ধর্ম্ম বুঝিলেন—বিপন্ন ভ্রাতৃশত্রুকেও আশ্রয় দানে কাতরতা দেখাইলেন না। সুভদ্রা পাণ্ডববীর ভীমের গোচরে সকল নিবেদন করিয়া তাঁহার অনুমোদন পাইয়া হৃষ্টা হইলেন। যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনাদি এ বিবরণ শুনিয়া বিমর্ষ হইলেন। চির সুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণের শত্রুকে আশ্রয় দান করিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একজন সামান্য রাজার জন্য অন্তরঙ্গ বন্ধুর প্রতিকূলে দাঁড়ান কখনই কর্ত্তব্য নয় বলিয়া স্থির করিলেন। সম্পদে বিপদে সকল অবস্থায় একমাত্র সহায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করা পাণ্ডবের পক্ষে গর্হিত কার্য্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। যুধিষ্ঠিরাদি শরণাগতকে পরিত্যাগে শ্রীকৃষ্ণের রুষ্টির ভয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দৃঢ়চেতা কর্ত্তব্যজ্ঞানী ভীমকর্ম্মাভীম, জলদ গভীর স্বরে, তাঁহার প্রতিবাদ করিলেন—ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিলেন—বীরধর্ম্মে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া আত্মীয়তা রক্ষায় ধিক্কার দিলেন। ভীমের মনের বলই জয়লাভ করিল। যুধিষ্ঠিরাদির মত পরিবর্ত্তন ঘটিল—দণ্ডীরাজ নির্ভয়ে পাণ্ডবের আশ্রয় লাভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবের আশ্রিত রক্ষার অনুরোধে সংগ্রাম হইল। ভীমের কর্ত্তব্য জ্ঞানও মনের বল, মনুষ্যত্বের মহিমা সহস্রগুণে বর্দ্ধন করিল। ভীমের জীবন, আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিতেছে যে স্বার্থানুরোধে বা আত্মীয়-স্বার অনুরোধে কর্ত্তব্যকর্ম্মে উদাসীন হওয়া বীর হৃদয়ের শোভা পায় না—তাহা নীচাত্মারই যোগ্য। ইতি—

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

কালিদাসের শালি প্রীতি।

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ।
করোতি কীর্ত্তিং প্রীতিং চ সাধুকাব্যনিষেবণম্॥"
"যস্যাশ্চোরশ্চিকুরনিকরঃ কর্ণপূরো ময়ূরো
ভাসো হাসঃ কবিকুলগুরু কালিদাসো বিলাসঃ।
হর্ষো হর্ষো হৃদয় বসতিঃ পঞ্চবাণস্তু বাণঃ
কেষাং নৈষা কথয় কবিতা-কামিনী কৌতুকায়॥"

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিবিধ কলায়,
বিচক্ষণ হয় লোক যাহার দয়ায়,
সেই সাধু কাব্য সেবা কর সযতনে,
কীর্ত্তি প্রীতি পাবে সদা নিখিল ভুবনে।
চোর কবি চিকুর নিকর,
ময়ূর কর্ণের অলঙ্কার,
ভাস হাস্য রেখা সুমধুর
হর্ষ হৃদয়ের হর্ষ আর,
কবিকুলগুরু কালিদাস
বিমল বিলাস লীলাময়,
সুবিদিত বাণ মহাকবি
পঞ্চবাণ রসের আলয়,
অপরূপ কবিতা-কামিনী
রূপে গুণে অনুপম হায়!
কে আছে এমন বিশ্বমাঝে
যার মন টলে না তাহায়?

ভারতের মধ্যযুগের মহাকবিকুলের সুপবিত্র নাম স্মরণ করত আজ
কাব্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই বিষময়-বিষয়-বিশিষ্ট সংসারের

কাব্য ফল অতি উৎকৃষ্ট, সুতরাং তাহার রসাস্বাদনে সম্ভবতঃ কাহারই অরুচি হইবে না।

দুই চারিজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আজ কতিপয় বৎসর হইল, নবদ্বীপ সহরের ব্রহ্মাণী ঠাকুরাণীর তলায় ভারতের কবিকুলগুরু কালিদাসের জন্মস্থান অধিকার করিয়াছেন এবং প্রতি বৎসর যেন কেন প্রকারেণ নমঃ নমঃ করিয়া উহার একটা বাৎসরিক উৎসবও নাকি করিয়া থাকেন। সম্প্রতি এইরূপ উৎসবকে লক্ষ্য করিয়াই গত জ্যৈষ্ঠ মাসের "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার" বর্ষীয়ান্ এবং সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় জানিতে চাহিয়াছেন যে "নবদ্বীপ নগরে যে কালিদাসের জন্মস্থান, তাহার প্রমাণ কোথায়?"

এই আবিষ্কার এবং উৎসব বোধ করি শ্বেতদ্বীপের ষ্ট্রাটফোর্ড-অন-আভেন নামে য়ুরোপীয় অথবা ইংলণ্ডীয় কালিদাসের অর্থাৎ সেক্সপীয়ারের স্মৃতি-উৎসবের অনুকরণের চেষ্টা মাত্র। এ সম্বন্ধে বিচারকের মত প্রমাণ তলব করিলে একেবারে সতভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা। এক্ষণে নদীয়ার এই কীর্ত্তিটী একটু সোরগোলের সহিত সুপ্রচারিত হইলে ব্রহ্মদেশ হইতে আফগানিস্তান এবং সিলোন হইতে পর্বত পর্য্যন্ত ভারতের যাবতীয় প্রদেশেই একটী করিয়া "কালিদাসের জন্মস্থানে স্মৃতি উৎসব" হইতে থাকিবে; আর তখন রসিক ব্যক্তি মাত্রেই নানাবিধ যান বাহনে নানাদেশ বিদেশে গিয়া রকম রকম ভাষায় বক্তৃতা শুনিয়া প্রীতিলাভ করিতে পারিবেন।

কালিদাস কাশ্মীরে কামরূপে অথবা কুচবিহারে জন্মিয়াছিলেন কিনা তাহা জানি না,—নদীয়ায় কেন, আমার বাড়ীর নিকটে নালিকুলের কপালে সে সৌভাগ্য থাকিলেও আমাদের কোন আপত্তিই নাই; (ক) তবে কিনা আমরা তাহা জানি না। আজ আমরা কেবল তাঁহার "শালি প্রীতির" কথাই কহিতেছি। রসিক রসিকারা কথাটির বানাটির প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিবেন, উহা "শ্যালি প্রীতি" নহে। পাছে তাঁহারা প্রস্তাবটী পড়িয়া আমাকে গালাগালি দেন, তজ্জন্য আগেই এই কথা খুলিয়া বলিলাম।

(ক) এ কথা একেবারে ব্যঙ্গ নহে। গত চুঁচুড়া সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি মহাশয় হুগলী জিলায় 'সিংহুর' গ্রামকে কালিদাসের জন্মভূমি বলিয়াছেন। সিংহুর ও নালিকুল খুব কাছাকাছি গ্রাম।
লেখক।

সত্যই কালিদাসের কাব্যে শালিধান্যের ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; আমরা তাহাই দেখাইতেছি,—

প্রথমতঃ ঋতু সংহার কাব্যে,

শরৎ ঋতুর বর্ণনায়—আরম্ভ শ্লোকেই,—

"কাশাংশুকা বিকচপদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা
সোন্মাদহংসরবনূপুরনাদরম্যা।
অপক্কশালি ললিতা তনুগাত্রযষ্টিঃ
প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রূপরম্যা ॥ ১ ॥"

বিকশিত কাশ পুষ্পে সুবিশদ বাস পরা,
বিকচ কমল কুলে সুন্দর বদন ধরা,
উন্মত্ত হংসের রবে নূপুর কেমন বাজে,
পক্কোজ্জ্বল শালি ধান্যে শোভন শরীর সাজে,
ভুবনমোহিনী আহা নববধূরূপ ধরি'
আসিল শরৎ ওই ভুবন উজল করি ॥ ১ ॥

দশম শ্লোকে,—"আকম্পয়ন্ ফলভরানতশালিজালান্
আনর্ত্তয়ন্ কুরু বকান্ কুসুমাবনম্রান্।
প্রোৎফুল্লপঙ্কজবনাং নলিনীং বিধুন্বন্
যূনাং মনো মদয়তি প্রসভং নভস্বান্ ॥" ১০ ॥

ফলভরে অবনত শালি জালে কাঁপাইয়া,
কুসুমে কুসুমে নত কুরুবকে নাচাইয়া,
ফুল্ল শতদল পূর্ণ কাঁপাইয়া পদ্মবন,
যুবজন মনে ঝড় তুলিতেছে প্রভঞ্জন ॥ ১০ ॥

পুনশ্চ ষোড়শ শ্লোকে,—

"সম্পন্ন শালিনিচয়াবৃত ভূতলানি
সুস্থস্থিত প্রচুর গোকুল শোভিতানি।
হংসৈশ্চ সারসকুলৈঃ প্রতিনাদিতানি
সীমান্তরাণি জনয়ন্তি জনপ্রমোদম্ ॥ ১৬ ॥"

সুপ্রচুর শালি ধানে সমাবৃতা বসুন্ধরা,
হৃষ্টপুষ্ট গাভীগণে চরিতেছে হর্ষ ভরা,
দশদিশ অহর্নিশ পূর্ণ সারসের স্বরে
শরৎ সকল লোকে আনন্দে মোহিত করে ॥ ১৬ ॥

আবার ত্রয়োবিংশ শ্লোকে,—

"শরদি কুমুদসঙ্গাদ্ বায়বো যান্তি শীতা
বিগত জলদবৃন্দা দিগ্‌বিভাগা মনোজ্ঞাঃ।
বিগত কলুষমন্তঃ শালিপক্কা ধরিত্রী
বিমল কিরণচন্দ্রং ব্যোমতারা বিচিত্রম্ ॥ ২৩ ॥"

শরতে কুমুদগন্ধি শীত বায়ু বহে যায়,
মেঘহীন দশদিক দেখিতে সুন্দর তায়,
সুবিমল বারিরাশি, পক্কশালি পূর্ণ ধরা,
বিমল চাঁদের হাসি, নক্ষত্রে গগন ভরা ॥ ২৩ ॥

হেমন্ত বর্ণনায় প্রথম শ্লোকে,—

"নবপ্রবালোদ্গম পুষ্পরম্যাঃ (খ)
প্রফুল্ল লোধ্রঃ পরিপক্কশালিঃ।
বিলীনপদ্মঃ প্রপতত্তুষারো
হেমন্তকালঃ সমুপাগতঃ প্রিয়ে ॥ ১ ॥"

নবপত্রে সুশোভিত পুষ্পাবলী সমুদয়,
পক্কপ্রান্তে লোধ্র পুষ্পে আবৃত ধরার কায়,
নিশায় নীহার রাশি ঝরিতেছে ঝর ঝরে,
সরোবরে দলে দলে কমল গিয়াছে ম'রে,
দেশের এ সব দশা দিতেছে ঘোষণা, সই,
ত্বরন্ত হেমন্তকাল উপস্থিত হ'ল অই ॥ ১ ॥

আবার অষ্টম শ্লোকে,—

"প্রভূতশালি প্রসবৈশ্চিতানি
মৃগাঙ্গনাযূথ বিভূষিতানি।

(খ) পাঠান্তর 'শস্যরমাঃ', অনুবাদে ও 'শস্যরাজি' 'পুষ্পাবলীর' পরিবর্ত্তে দিতে পারিবে।

লেখক।

মনোহর ক্রোঞ্চ নিনাদিতানি
সীমান্তরাণ্যুৎসুকয়ন্তি চেতঃ। ৮॥

প্রভূত সুপক্ক ধান্তে ধরণী আবৃত,
মনোহর হংসনাদে দিগন্ত পূরিত,
রম্য মৃগাঙ্গনাযূথে প্রান্তর ভূষিত,
হেমন্তে উৎসুক করে মানুষের চিত। ৮॥

পুনশ্চ অন্তিম বা উনবিংশ শ্লোকে,—

"বহুগুণরমণীয়ো যোষিতাং চিত্তহারী
পরিণতবহুশালিব্যাকুলগ্রামসীমঃ।
বিনিপতিত তুষারঃ ক্রোঞ্চনাদোপগীতঃ
প্রদিশতু হিমযুক্তঃ কালএষ প্রিয়ং বঃ॥ ১৯॥

বহুগুণে রমণীয় রমণীর প্রিয়, হায়,
সুপ্রচুর পক্কধান্তে বিভূষিত পল্লীকায়;
তুষার ঝরিছে সদা ক্রোঞ্চনাদে পূর্ণদিক্,
হিমযুক্ত এইকাল তোমাদের সুখ দিক্॥ ১৯॥

শিশির বর্ণনার আদিম শ্লোকে,—

"প্ররূঢ় শালীক্ষুচয়াবৃতক্ষিতিং
সুস্থস্থিতক্রোঞ্চ নিনাদ শোভিতম্।
প্রকামকামং প্রমদাজনপ্রিয়ং
বরোরুকালং শিশিরাহ্বয়ং শৃণু॥১॥

পরিপক্কশালি আর ইক্ষুদণ্ডে পূর্ণক্ষিতি,
সুস্থচিত ক্রোঞ্চকুলে গাহে কত কলগীতি,
প্রমদাজনের প্রিয়, কামে চিত্ত থই থই,
সুন্দরী, সুন্দর কাল শিশির শুনগো অই॥১॥

পুনশ্চ অন্ত্য অথবা পঞ্চদশ শ্লোকে,—

"প্রচুরগুড়বিকারস্বাদুশালীক্ষুরম্যঃ
প্রবলসুরতকেলির্জাতকন্দর্পদর্পঃ।

প্রিয়জনরহিতানাং চিত্তসন্তাপহেতুঃ
শিশির সময় এষ শ্রেয়সে বোঽস্তু নিত্যম্॥১৫॥"

প্রচুর মিষ্টান্ন আর রম্যশালি ইক্ষুচয়,
প্রচুর বিলাস ভোগ কন্দর্পের দর্পময়;
প্রিয়-বিরহীর বুকে জ্বালায় বিষম দুঃখ,
শিশির সময় এই নিত্য তোমা দিক সুখ॥১৫॥

এই ত "ঋতু সংহারে"; "রঘুবংশে"ও দেখুন। উহার চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্‌বিজয় বর্ণনা প্রসঙ্গে,—

"ইক্ষুচ্ছায়ানিষাদিন্যস্তস্য গোপ্তুর্গুণোদয়ম্।
আকুমার কথোদ্‌ঘাতং শালিগোপ্যো জগুর্যশঃ॥ ২০॥

রক্ষিছে শালির ক্ষেত্র কৃষক অঙ্গনা,
ইক্ষুতলে বসি তারা গাইছে সুস্বনে—
ইন্দ্র পরাজয় আদি রঘু বীরপণা,
যে যশ লভিলা রঘু শৈশব যৌবনে॥ ২০॥

"আপাদপদ্মপ্রণতাঃ কলমা ইব তে রঘুম্।
ফলৈঃ সংবর্দ্ধয়ামাসুরুৎখাত প্রতিরোপিতাঃ॥ ৩৭॥"
"কলমা ইব=শালিবিশেষা ইব" মল্লিনাথ।

উন্মূলিয়া শালিধান্য রোপিলে আবার
দেয় যথা শস্য, পরাজিত রাজগণ—
প্রণমি রঘুর পদে, প্রসাদে তাঁহার
পুনঃ পেয়ে রাজ্য, তাঁরে দিলা বহুধন॥ ৩৭॥

এই দুইটী শ্লোকের অনুবাদ ৺নবীনচন্দ্র দাসের কৃত, কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া গৃহীত হইয়াছে। "কুমার-সম্ভব" কাব্যের পঞ্চমসর্গে তপস্বিনী পার্ব্বতীর প্রতি ছদ্মবেশী শিবের উক্তি—

"অহো স্থিরঃ কোঽপি তবেপ্সিতো যুবা
চিরায় কর্ণোৎপলশূন্যতাং গতে।
উপেক্ষতে যঃ শ্লথলম্বিনীর্জটাঃ
কপোলদেশে কলমাগ্রপিঙ্গলাঃ ॥ ৪৭ ॥"
"কলমাঃ = শালিবিশেষা" মল্লিনাথ।

পিঙ্গলজটার তার শালিধান্য সম
পড়েছে কপোল হায়! কাণে নাই ফুল!
উপেক্ষা করিছে তব এ দশা অতুল
কেবা সে কাঙ্ক্ষিত যুবা কঠোর পরম? ॥ ৪৭ ॥"

এখন দেখা গেল যে কালিদাস তাঁহার তিনখানি কাব্যে শালি প্রীতির পরি দিয়াছেন। বঙ্গদেশে শালিধান্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা সকলে জানেন; আবার শালিধান্যের চারা যে একবার উপড়াইয়া পুনশ্চ পুঁতি অধিক ফল দেয়, তাহাও কালিদাস জানিতেন দেখা যাইতেছে। এই প্র হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথ ভট্টাচার্য্যের দল কোনও সুবিধা পাইবেন কি তাহা বলিতে পারি না। তবে আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকিও রামায়ণ কিষ্কি কাণ্ডে শারদ্বর্ণনায় শালি প্রীতির সুপরিচয় দিয়াছেন; ইহা হইতে বাল্মীকিকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত করিতে এবং তাঁহার জন্মস্থান কলিকাতার এ পল্লীতে নির্দ্দেশ করিতে অতঃপর কোন কোন 'স্বদেশ-প্রাণ' বাঙ্গালী বো অগ্রসর হইবেন!

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাইয়াছি যে মহাকবি কালিদাসের রচিত বাঙ ভাষায় একখানি মহাকাব্যের সন্ধান মিলিয়াছে। কাব্যখানি এত দিন ভোটা একটি পর্ব্বতগুহার মধ্যে প্রস্তর কৌটায় আবদ্ধ ছিল। আশা আছে আ কোন এক সংখ্যা প্রতিভায় আমরা এই নবাবিষ্কৃত কাব্যের নমুনা দেখা পারিব। ঐ কার্য্য নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের "মা" (M A) উপাধি পরী পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইবে, এজন্য পূরা পুস্তক প্রকাশ করিতে আমরা অ নিবেদন ইতি—

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

আত্মার উপাদান স্বরূপ ও ভাব।

আত্মাকে কোন প্রকার বাক্য, শব্দ অথবা কোন নামের দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। আত্মা সর্ব্বপ্রকার চিন্তার অতীত। তিনি সুপ্রশান্ত,—কারণ সমুদয় ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। তিনি চৈতন্য স্বরূপ এবং জ্যোতির্ম্ময়। কেবলমাত্র সমাধি দ্বারাই তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। তিনি একমাত্র, সর্ব্বগত এবং অচল। আত্মা অবিদ্যাজনিত জন্মাদি রহিত, যেহেতু তিনি অজন্মা। তিনি অনিদ্র, অস্বপ্নরূপ এবং নাম ও উপাধি রহিত, নিরাকার, অথচ সর্ব্বদাই প্রকাশমান; তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং জ্ঞান স্বরূপ। ইহা ব্যতীত কোনরূপ উপকার অর্থাৎ "আত্মা এইরূপ" বলিয়া কোন ভাবান্তর দ্বারা নিরূপণ করিতে পারা যায় না। এই আত্মাকে বাক্ পাণ্ডিত্যে, শাস্ত্রাদি অভ্যাসে, বেদার্থশ্রবণে, অথবা পুনঃ পুনঃ বুদ্ধি পরিচালন দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় না। যেহেতু আত্মা এই সমস্ত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। আত্মা যে কেবলমাত্র মনোবুদ্ধির অগোচর তাহা নহে; এমন কি তিনি শরীরত্রয় হইতেও অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া বিখ্যাত। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যকে তাঁহার জনৈক শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"প্রভো! আত্মা কাহাকে কহে?" তাহাতে তিনি উক্ত শিষ্যকে উত্তর দিয়াছিলেন—"স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীরত্রয় ব্যতিরিক্তঃ পঞ্চকোষ বিলক্ষণোঽবস্থাত্রয় সাক্ষী সচ্চিদানন্দ স্বরূপঃ।" অর্থাৎ যিনি (আত্মা) স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, এই শরীরত্রয় হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পঞ্চকোষাতিরিক্ত, অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী স্বরূপ এবং নিত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ বস্তু, তিনিই আত্মা। বৈদান্তিকেরা আত্মাকে বুঝাইবার নিমিত্ত যে সকল প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা দ্বারা আত্মার স্বরূপ অনেক পরিমাণে বোধগম্য হইলেও, বাস্তবিক আত্মার স্বরূপ কি, তাহা যোগাবলম্বন ব্যতিরেকে স্পষ্ট বুঝা যায় না। বাস্তবিক, পাণ্ডিত্যে আত্মাকে জ্ঞাত করা যায় না; বুদ্ধি পরিচালন বা বেদ ও দর্শন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিলেও আত্মাকে লাভ করা যায় না। পরন্তু, যে ব্যক্তি অবিচলিত চিত্তে কঠিন অধ্যবসায় সহকারে আত্ম-তত্ত্ব পরিজ্ঞানে যত্নবান্ হন, আত্মা সেই ব্যক্তিরই নিকট স্বয়ং

প্রকাশমান হইয়া থাকেন। তাহা ভিন্ন অপর কোন উপায় অবলম্বনে আত্মা জ্ঞাত হওয়া যায় না।

আত্মা নিশ্চল, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বদাই একরূপ। কখনও তাঁহার ভাবান্তর হয় না অথবা অবস্থান্তরও হয় না। তিনি অদ্বিতীয়, মনের অপ্রাপ্ত এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ীভূত নহেন। আত্মা,—মন ও ইন্দ্রিগণের অগ্রগামী; অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়সকল ধাবমান হইলেও আত্মা তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিতি করেন। দেহ মধ্যে আত্মার বিদ্যমান তাতেই বায়ু প্রাণরূপী হইয়া বাস করিতেছে। আত্মা, দেহাদির ন্যায় প্রত্যক্ষরূপ নহেন, যে সকল লোকে আত্মাকে শূন্য জ্ঞান করে, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য সেই সকল লোককে বলিতেছেন—"হে বাদি মূর্খগণ! যিনি তোমাদিগের শরীরের অভ্যন্তরে বাস করিতেছেন, আত্মাকে তোমরা খা-পুষ্পের ন্যায় অলীক জ্ঞান করিতেছ? যেমন ঘট পুরুষ ঘট হইতে অতিরিক্ত, সেইরূপ আত্মা, এই দেহের দ্রষ্টা, তিনি দেহ নহে তিনি সর্ব্বপ্রকার দেহের অতীত ও সকলের অধিষ্ঠান স্বরূপ। সেই সর্ব্বসাক্ষী প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ পরমাত্মাকে অলীক জ্ঞান করা নিতান্ত অজ্ঞের কার্য্য যাহারা পরমাত্মাকে শূন্য জ্ঞান করে, তাহাদিগের অপেক্ষা মূর্খ আর নাই। শঙ্করাচার্য্যের 'অপরোক্ষানুভূতি" গ্রন্থে পূর্ব্বলিখিত উক্তি ব্যতীত আরও লিখিত আছে যে—"আত্মা অহং শব্দ বাচ্য। "অহং" অর্থাৎ "আমি" জ্ঞান যাহাকে বুঝায়, বস্তুতঃ তিনিই আত্মা। আত্মা একমাত্র, কিন্তু স্থূল দেহ আত্মার স্বজাতীয় ভেদ নাই। সুতরাং আত্মা দেহময় হইতে পারে না; দেহাতিরিক্ত বস্তু। যাহারা আত্মাকে দেহময় বলিয়া স্বীকার করে, তাহারা সম্পূর্ণ মূর্খ।"

বেদান্ত দর্শনে আত্মার স্বরূপ যে প্রকার বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ মাত্র এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম। বৈদান্তিকেরা কহিয়া থাকেন যে, যিনি পূর্ণ শূন্য পর্য্যন্ত জড় পদার্থসমূহের অবভাসক, যিনি নিত্য, শুদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞ, মুক্ত এবং স্বরূপ প্রত্যক্ষ চৈতন্য তিনিই আত্মা।

কঠোপনিষদের ২য় বল্লীতে লিখিত আছে, আত্মাকে কেহই ইন্দ্রিয় জানিতে পারে না। তিনি দিব্যজ্ঞান পথে স্বয়ং প্রকাশ পান। তিনি রূপ প্রভৃতি বাহ্য বিষয়ের গ্রহণের নিমিত্ত ইন্দ্রিয় সকল সৃষ্টি করিয়াছেন এই হেতু প্রাণী মাত্রেই ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপাদি বাহ্য বিষয় দর্শন করিয়া থাকে। এই ইন্দ্রিয়গণকে নিরোধ করিয়া তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ জ্ঞাননেত্র দ্বারা আত্মাকে দেখিতে পান।

আত্মাকে কেহ ইন্দ্রিয় দ্বারা জানিতে সমর্থ হয় না। তিনি জ্ঞানপথে স্বয়ং প্রকাশ পান। তত্ত্বদর্শিব্যক্তিগণ জ্ঞাননেত্রে তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। আত্মা এই দেহেই অধিষ্ঠিত আছেন; তাঁহার অধিষ্ঠানেই সমস্ত প্রাণী আপন আপন ইন্দ্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কর্ত্তা, তিনি সমস্ত দেহের কর্ত্তা। তাঁহার অধিষ্ঠান আছে বলিয়াই এই দেহ নষ্ট হইয়া যায় না। তিনি এই একাদশ দ্বারযুক্ত পুরমধ্যে অবস্থিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। শাস্ত্রে আত্মাকে অনেক স্থলে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষরূপী আত্মা সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়াসনে আসীন হইয়া ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের কর্ত্তারূপে অভিহিত হন। এই দেহ রথ স্বরূপ, আত্মা তাহাতে রথী। বুদ্ধি সারথি স্বরূপ হইয়া মনোরূপ রজ্জু দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে ঘোটকরূপে বিষয়াভিমুখে পরিচালন করেন। এইরূপ আত্মাকে বুঝিবার জন্য বহুল উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ বলেন যে, পৃথিবীতে যাবতীয় পদার্থ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও কিছুতেই আত্মার স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই নিমিত্তই ক্রমাগত নেতি নেতি, অর্থাৎ ইহা নহে উহা নহে ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ দ্বারা যে স্থানে যাইয়া সর্ব্ববাক্য নিরস্ত হইয়া যায়, তাহাই আত্মার স্বরূপ। এজন্য সূত্রকার বলিয়াছেন "যে বস্তু কেবল চৈতন্য মাত্র, ইহা নহে উহা নহে, ইত্যাদি প্রকার সর্ব্বনিষেধের অবধি স্বরূপ, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত উভয় হইতে পৃথক, বাক্যমনের অগোচর, ভেদ রহিত, সমুদয়ই যাঁহার স্বরূপ, সেই বস্তুই পরমাত্মা। ইহার ভেদ কেবল অবিদ্যারূপ উপাধি দ্বারাই প্রতীয়মান হইতেছে।"

কঠোপনিষেদের পঞ্চমবল্লী দৃষ্টে জানা যায় যে, যে আত্মা চৈতন্যরূপে শরীরে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই এ দেহের কর্ত্তা। তাঁহার অধিষ্ঠান আছে বলিয়াই এই জড় দেহে বিবিধকার্য্য সম্পন্ন হয়। তাহা না হইলে শরীর ও ইন্দ্রিয় অচেতন হইয়া পড়ে এবং অতি শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া যায়। উক্ত উপনিষদের ৫ম বল্লীতে আরও দৃষ্ট হয় যে, আত্মা একাদশ দ্বার বিশিষ্ট শরীররূপ পুরীতে অবস্থান করেন

যাঁহারা সেই পরমাত্মাকে ধ্যান করেন, তাঁহারা কাস্মিন্‌কালেও পুত্র কন্যা শোকে অভিভূত হন না। তাঁহারা অবিদ্যাজনিত অজ্ঞান পাশ ছিন্ন করিয়া সংসার হইতে মুক্তি লাভ করেন। উক্ত উপনিষদের ৪র্থ বল্লীর ১২শ শ্লোকপাঠে জানা যায় যে,—যে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ শরীরের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া হৃদয়াকাশে বিরাজিত আছেন, তিনিই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের নিয়ন্তা। যে ধীর ব্যক্তি উক্তরূপে আত্মাকে জানেন, তাঁহার নিকট আত্মা গুপ্ত থাকে না। তিনি সর্ব্বদা সেই পরমাত্মাকে হৃদয়ক্ষেত্রে মূর্ত্তিমান দেখিতে পান।

যমরাজ বহুযত্ন সহকারে নাচিকেতাকে কহিয়াছিলেন যে,—যে আত্মা সর্ব্বদাই হৃদয়াকাশে বিরাজিত আছেন, যিনি সুনির্ম্মল জ্যোতিঃ স্বরূপ এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালত্রয়ের কর্ত্তা, যিনি সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন, কোন কালেই তাঁহার অভাব দেখিতে পাওয়া যায় না, অতএব হে নাচিকেতঃ! তুমি ইহাই আত্মা বলিয়া জান।

শ্রুতিতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, আত্মাকে সংসারী জ্ঞান করিয়া তাঁহার মোক্ষ ও বন্ধনের সাধন স্বরূপ শরীরকে রথ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। আত্মা তাহাতে রথী হইয়াছেন। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি তাহার সারথি, ইন্দ্রিয়গণ তাহার অশ্ব স্বরূপ হইয়া বিষয়রূপ পথে রথকে আকর্ষণ করিতেছে, মনকে ইন্দ্রিয়-দের রজ্জু,—অর্থাৎ লাগাম—রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এই দেহরথে আরূঢ় হইয়া আত্মা স্বেচ্ছামত সংসার অথবা মোক্ষপথে বিচরণ করিয়া থাকেন।

মাণ্ডূক্যোপনিষদের ৩য় প্রকরণের ২৬ শ্লোকে লিখিত আছে যে,—আত্মার কোন উপমার স্থল নাই। "সেই আত্মা এই নয়, সেই আত্মা এই নয়" এই উক্তি দ্বারা যে প্রকৃত ব্যাখ্যানের প্রতিষেধ করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই আত্মার স্বরূপ নির্দ্দেশ হইয়াছে।

যেমন প্রভাকর জগতের চক্ষু স্বরূপ হইয়া অমুজ্জ্বল বস্তুসমূহকে প্রকাশ করেন, কিন্তু নিজে সেইরূপ মলিন বস্তুসকলের সংসর্গে তাহাদের আন্তরিক বাহ্যদোষে কখন লিপ্ত হয় না, সেইরূপ এক আত্মা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ জীবের হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়াও, তাহাদিগের সুখ দুঃখে লিপ্ত হন না। যো-

অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকপাঠে জানা যায় যে, যেরূপ আকাশ সূক্ষ্মত্ব হেতু, সর্ব্বগত, অর্থাৎ সকল পদার্থের অবস্থান করিলেও কিছুতেই লিপ্ত রহে না; সেইরূপ আত্মা সমস্ত দেহে অবস্থান করিলেও কখন শরীরে লিপ্ত হন না।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে (১১) লিখিত আছে,—এই আত্মা সর্ব্বদাই মুক্ত স্বভাব এবং সমস্ত বস্তুতে পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় নির্লিপ্ত; সুতরাং তাঁহার কোনরূপ বন্ধন বা মুক্তি সম্ভব হইতে পারে না। কেবল মন্দবুদ্ধি লোকেরাই তাঁহার বন্ধন ও মুক্তি বাসনা করিয়া থাকে। পুনরপি উক্ত তন্ত্রে লিখিত আছে যে,—আত্মা, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নামক অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী স্বরূপ, ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন; সত্য, অদ্বৈত, অর্থাৎ একমাত্র; পরাৎপর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। তিনি এই দেহস্থিত হইয়াও সম্পূর্ণভাবে নির্লিপ্ত। আত্মাকে এইরূপ জানিতে পারিলেই; মুক্তি লাভ হয়।

শ্রুতির ১৯শ শ্লোকে লিখিত আছে—যে ব্যক্তি শরীর মাত্রকে আত্মা জ্ঞান করিয়া আমি আত্মাকে বিনাশ করিব বা আত্মাকে অপরে বধ করিবে, এইরূপ জ্ঞান করে, সে ব্যক্তি অজ্ঞ। যেহেতু আত্মা কাহাকেও বধ করেন না এবং এবং আত্মাকেও কেহ বধ করিতে পারে না।

মাণ্ডূকোপনিষদের অপর এক স্থলে লিখিত আছে, যেমন ঘট পটাদিতে আকাশের বিনাশ ও উৎপত্তি সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ দেহের জন্ম মরণাদিতে আত্মার জন্ম মরণ বোধ হইয়া থাকে। বাস্তবিক আত্মার জন্ম মৃত্যু নাই।

বালকেরা যেমন অজ্ঞানতা বশতঃ আকাশে ধূম এবং মেঘ ইত্যাদি দর্শন করিয়া আকাশকে তদ্রূপ মনে করে, অজ্ঞানী ব্যক্তিবৃন্দও সেইরূপ, অবিবেক বশতঃ দেহের জন্ম মরণাদি দর্শন করিয়া আত্মার জন্ম ও মরণ স্থির করে। সাংখ্যবাদিদিগের মত বৈদান্তিকেরা আত্মাকে বহু বলে না। আত্মা একই; তবে যে ইহারা নানাত্ব বোধ হয়, তাহা কেবল ভ্রম বশতঃই হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আত্মা এক ব্যতীত দুই নহে। এজন্য শ্রুতি বলিতেছেন,—একই নিত্য সিদ্ধ আত্মা প্রতি ভূতে বিবিধাকারে স্থির করিতেছেন। যেমন একই চন্দ্র জলাধারের ভিন্নতা হেতু ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া দৃশ্য হন, আত্মাও সেইরূপ ভূত সকলের ভিন্নতা হেতু বহু বলিয়া প্রতীত হন; কিন্তু জ্ঞানকালে তিনি এক প্রকারেই দৃশ্য হন।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় লিখিত আছে যে,—যেমন এক আকাশ ঘটাদি পদার্থে উপস্থিত হইয়া পৃথকভাবে গ্রাহ্য হন, একই সূর্য্য যেমন অনেক জলাধারে অনেক বলিয়া প্রতীত হন, তেমনি একই আত্মা অজ্ঞান দশায় উপাধির দ্বারা অনেক বলিয়া গৃহীত হন।

ব্রহ্ম পুরাণে লিখিত আছে,—জীব ভ্রান্তি বশতঃ দেহকে আত্মভাবে ভাবনা করে। কারণ আদি, মধ্য ও অন্ত এই ত্রিবিধ ভ্রমের দ্বারা সর্ব্বদাই জীবকে ভাবিত করিতেছে। অতএব আত্মা একমাত্র, যত দেহ তত আত্মা নহে।

এক বায়ু যেমন ভুবনে প্রবেশ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিরূপে বিরাজ করিতেছে, এক অন্তরাত্মাও তদ্রূপ রূপে রূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া তদ্রূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

পরাশর কহিয়াছেন,—আত্মা এক; তিনি নিত্য সর্ব্বগত, কূটস্থ ও দোষ বর্জ্জিত। তিনি ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া গৃহীত হন তাহা তাঁহার স্বাভাবিক রূপ নহে। অনির্ব্বচনীয় মায়াশক্তির দ্বারাই উক্ত প্রকার মিথ্যা ভেদ প্রাপ্ত হন। স্বরূপ আত্মা স্বভাবতঃই এক, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার ও সর্ব্বব্যাপী। ভ্রান্তি জ্ঞানের প্রভাবেই তিনি নানাপ্রকার বিষয়াকারে প্রতীত হইয়া থাকেন।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে লিখিত আছে—যেমন সূর্য্য এক, কিন্তু বহু জলাধারে দে দেখিতে পাইবে, বহু সূর্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে—সেইরূপ আত্মা এক। কিন্তু বহু উপাধিতে অধ্যবচ্ছিন্ন হইয়া বহু বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—তুমি (আত্মা) একই অর্থাৎ দ্বিতীয় পরমাত্মা। যাহা জগতের পর, তাহা তুমিই। তোমা ভিন্ন জগতের পরে কিছুই নাই। তুমি যে এই স্থাবর জঙ্গমে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছ, তাহা তোমার মহিমা। তুমি জ্ঞান স্বরূপ; যাহা কিছু দেখিতেছি সমস্তই জ্ঞান, তোমার জ্ঞান স্বরূপ তোমারই মূর্ত্তির মহিমা। যাহারা যোগী নহে, তাহারা তোমার জ্ঞান মূর্ত্তিকে জগদ্রূপেই দেখিয়া থাকে, তদ্রূপে দেখে না।

আত্মার বিষয় বিস্তারিতরূপে লিখিতে গেলে আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার সংখ্যায় সমস্ত হয় না। বিষয়ও বড় গুরুতর। এজন্য এই স্থানেই আমি বিষয় পরিসমাপ্তি করিলাম; কারণ আত্মার বিষয় শাস্ত্রালোচনা দ্বারা অপেক্ষা আর অধিক জ্ঞাত হইবারও উপায় নাই। ইহা অপেক্ষা অধিক

হইবার বাসনা থাকিলে যোগাবলম্বন করিতে হইবে। যোগকালে আত্মাকে কিরূপ দেখা যায় তাহা যোগী ভিন্ন অপরে ঠিক জানিতে পারে না। কেবল যোগীরাই আত্মার স্বরূপ দর্শনে সমর্থ হইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা,
[illegible]বিনোদ, কাব্যরত্নাকর।
কোন্নগর।

নিরাময় তত্ত্ব।

ভারতভাগ্য কি দুঃখের তাড়নায় নিপীড়িত হইতেছে, কি জ্ঞাত, অজ্ঞাত কারণের কশাঘাতে সর্ব্বদা জর্জ্জরিত হইতেছে তাহা এখন ভাবিবার সময় আসিয়াছে। কি শরীর সম্বন্ধে, কি মন সম্বন্ধে, সকলই যেন বিকল, সকলই যেন রোগগ্রস্ত। সেই সত্যযুগের সবলমনুষ্য আমরা আর এখন নাই, আমাদের মন এখন আর সেইরূপ উদার, সত্যপ্রয়াসী, ন্যায়ানুরক্ত নাই। এখন আমরা এক সময়ে পাঁচ মাইল পথ চলিতে বিভীষিকা দেখি, একটী ন্যাস্‌পাতি ভক্ষণ করিতে অজীর্ণ, কলেরার ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়ি, সামান্য শীতাতপে নিউমোনিয়া ও ম্যালেরিয়ার কবলে অসুস্থ হইয়া পড়ি। কোনও ক্রমে নিজের কর্ত্তব্যগুলি সমাধা করিয়া দিন গত পাপক্ষয় মনে করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচি। পরের জন্য দুই ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হইলে পৃথিবীর সমস্ত বিরক্তি আমাকে আশ্রয় করে। আমি শিক্ষিত হইতেছি, বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া জ্ঞানী হইতেছি, আমরা উন্নত হইতেছি ইহাতে সন্দেহ করিবার না থাকুক, কিন্তু সত্যযুগের সুস্থ দেহ ও মন কোথায় গেল?

তাহা এখন ভাবিবার সময় আসিয়াছে। কি কারণে কি ব্যাধিতে এই দেহ, মন দুর্ব্বল হইতেছে তাহা বিশ্লেষণ করিবার, দেখিবার সময় আসিয়াছে। এবিষয়ে আর কাল বিলম্ব করিলে কে বলিতে পারে, এ জাতি ম্যাডাগাসকরের দ্বীপের ডোডো পাখীর ন্যায় নির্ম্মূল হইবে না? কোন এক চিকিৎসকের একটি প্লীহার রোগী ছিল, রোগীর অবস্থা শঙ্কটাপন্ন দেখিয়া গৃহস্বামী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

"মহাশয়, আপনার রোগী যে মৃত্যুমুখে।" তখন চিকিৎসক উত্তর করিয়াছিলেন "রোগী মরুক তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু প্লীহা আর হইবে না। আমাদের এই জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি তদ্রূপ সহায়। ডাক্তার "মুথু" একজন যক্ষ্মারোগের বিশেষজ্ঞ; তিনি যক্ষ্মারোগের ভারতময় দ্রুত সম্প্রসারণ দেখিয়া ভীত হইয়া বলিয়াছিলেন, ভারতে অচিরে যক্ষ্মারোগের প্রতীকারোপায় অবলম্বিত না হইলে সমগ্র ভারতময় যক্ষ্মারোগীতে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। কোন্ কোন্ বিষয়ের অনভিজ্ঞতা ও অবহেলা হেতু আমাদের দেহ আর সেরূপ বলশালী হইতে পারিতেছে না, দিন দিন ব্যাধির মন্দির হইয়া পড়িতেছে, তাহা এই প্রবন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়াস পাইব।

বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার উৎকর্ষে নানাবিধ কীটাণুই যে অধিকাংশ রোগের নিদান তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। এই সমস্ত রোগ বীজাণু শরীর বিধান মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া নানাবিধ রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। এই রোগ বীজাণু শরীর বিধান মধ্যে প্রবেশ লাভ জান ও বর্দ্ধন নিবারণ করিতে সক্ষম হইলেই স্থূলতঃ নিরাময় ও সুস্থ হইতে পারা যায়। এই সব তত্ত্ব অস্মদ্দেশে চিকিৎসক ব্যতীত আর যে কেহ বুঝিবার জন্য আগ্রহবান তাহা বোধ হয় না।

আর যাঁহারা অনুসন্ধান লইয়া থাকেন বা লইতেছেন তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়; তাহাতে সমগ্র জাতির কোনই কল্যাণ সাধিত হয় না। আমাদের দেশ যেমন দিন দিন ব্যাধির আকর হইয়া উঠিতেছে তাহাতে রোগতত্ত্ব যত বেশী আলোচিত ও বিজ্ঞাপিত হয় ততই মঙ্গল। জানি না কি কারণে ডাক্তার এস, এন, বানার্জ্জি সাহেবের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল না; হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইত সন্দেহ নাই। যখন বে-সরকারী ডাক্তারী স্কুলগুলি গবর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা উঠাইয়া দিলেন তখন তাঁহার প্রস্তাব ছিল যে প্রত্যেক জেলায় অধিক সংখ্যক ডাক্তারী স্কুল স্থাপিত হউক এবং ঐ সকল স্কুলে য়্যানাটমী প্রভৃতির মত দুরূহ বিষয়গুলি উঠাইয়া দিয়া সংক্রামক স্পর্শাক্রামক রোগ সমূহ যাহা সচরাচর গ্রাম পল্লীকে উৎসন্ন করিয়া দিতেছে, হাতে কলমে তাহার চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হউক। তাঁহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ এবং দেশের প্রকৃত অভাব অনুযায়ী। বিষয়টি সহৃদয় গবর্ণমেণ্টের প্রণিধান যোগ্য।

...দিন হইতে আমাদের দেশে বিষলাগা বলিয়া একটি কথা প্রচলিত আছে ...ন ঔষধ জলপড়া, তেলপড়া, চূণপড়া, নিমপাতারজল, গোবরজল ...ধি, সেক, তাপ, দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি আরও অনেক রকম বিষ লাগার ...বস্থা আছে। পুরাকালে প্রাচীনেরা এই সমস্ত ঔষধি দ্রব্যদ্বারা দুরারোগ্য ...র প্রতিকারে সমর্থ হইতেন। জানিনা আজকাল আর কেন এ সমস্ত ...দ্রব্য ব্যবহৃত হয় না। দেশের রোগ বীজাণুর আধিক্য বা উগ্রতা হেতু, ...ত বিষ লাগার ঔষধ দ্রব্য সমূহ নিস্তেজ হইয়াছে বা উহার প্রয়োগে দক্ষ-...তাব হেতুই অপ্রচলিত হইয়াছে তাহাও অনুসন্ধানের বিষয়। অদ্যাপিও ...গৃহে গৃহে গোবর জলের ছড়া ধর্ম্মের অঙ্গীয় হইয়া গৃহকে পবিত্র করিয়া ...। শরীর ও ধর্ম্ম রক্ষার্থে এই গোবর জলের ছড়া যে আজকাল ফেনাইলের ...অধিকার করিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ...কাল উহা ফেনাইলের পরিবর্ত্তে কেন ব্যবহৃত হয় না তাহাও অনুসন্ধা-...নীয়। আশাকরি বিশেষজ্ঞেরা এই পুতিগন্ধ নিবারক ও পচন নিবারক ...সমূহের দোষগুণ বিচার করিয়া জনসমাজে বহুল পরিমাণে বিজ্ঞাপিত করিতে ...হইবেন এবং দেশের এই দুর্দ্দিনে দরিদ্র ভারতের অনেক কষ্টোপার্জ্জিত ...ক্ষা হইবে।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সাহা।

কায়স্থের অশৌচ বিভ্রাট।

...লার কায়স্থজাতি যে ক্ষত্রিয় বর্ণ বাঙ্গালার বর্ত্তমান কায়স্থ সমাজ ...বোধ হয় নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ক্ষত্রিয়ের শাস্ত্রসম্মত ...কাল দ্বাদশাহ এবং ক্ষত্রিয়ের মাসাশৌচ পালন সম্বন্ধে যে সকল শাস্ত্রীয় ...চ্ছৃত হইয়া থাকে, তাহা কোনক্রমেই আদি বা মুখ্য বিধি বলিয়া গ্রহণ

করা যায় না। স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশে কোন পণ্ডিত পরবর্ত্তীকালে ঐরূপ ... নব বিধির বল দেখাইয়া এইরূপ সমাজ বিপ্লব সমাধান করিয়া থাকিবেন ... রূপই অনুমান হয়।

উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ ও দ্বাদশাহ অশৌচ প্রতিপালন ক্ষত্রিয়ের নিত্য... অতএব যদি কাহারও যথাসময়ে সাবিত্রী সংস্কার না হয় তাহা হইলে ... তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য। কেননা, তাহাতে তাহার দীক্ষা ও ... ব্যতিক্রম সাধিত হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়ের অশৌচ পালন ও উপবীত গ্রহণ ... শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের যদি কোথাও অপলাপ ঘটে, তাহা হইলে ... প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। পরন্তু এই সূত্রে বাঙ্গালার বর্ত্তমান কায়স্থ... ত্রিশদিবসে অশৌচ গ্রহণ নিবন্ধন শূদ্রাচার পরিপালন জন্য প্রায়শ্চিত্তাহ ... সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালায় যে কায়স্থ সমাজ ব্রাহ্মণ্য পীড়নে মাসাশৌচ পরিপালনে ... গণ্য হইতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহাদেরই অন্যতম শাখা পশ্চিম ও দক্ষি... তের কায়স্থগণ এখনও নিয়মিতরূপ অশৌচ পালন করিতেছেন। ক্ষত্রি... বর্ত্তমান নিদর্শন রাজপুতগণের মধ্যে এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য ... মধ্যে উপনীত ও অনুপনীত সকল কায়স্থ সন্তানকেই সমানরূপ অশৌচ ... করিতে দেখা যায়। বংশপরম্পরাগত কুলবিচারই বাস্তবিক ... প্রথা; শাস্ত্র যেখানে অক্ষুণ্ণ, কেননা সে পথ পূর্ব্বাপর ... রহিয়াছে, সে পথে বিপ্লব-ঝটিকা প্রবেশের স্থান পায় নাই। কিন্তু যে ... ধর্ম্ম-বিপ্লব রাজবিপ্লব ও সামাজিক বিপ্লব সহস্রাধিক বর্ষ হইতে রাজত্ব ক... সে দেশে এরূপ একটী ক্ষুদ্র বিভ্রাট যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা নিশ্চয়ই সা... স্বীকার করিতে হইবে।

বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে শাস্ত্রোক্ত বি... মনীষি মণ্ডলীর যুক্তি অভিন্ন শাস্ত্রকারগণ সাময়িক নানাঘটনা প... করিয়া স্ব স্ব যুক্তিদ্বারা যে মীমাংসা স্থিরীকৃত বা সাব্যস্ত করিয়াছেন, ... শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। আর পণ্ডিতগণ তদতিরিক্ত বিরোধী বস্তুর ... শাস্ত্র প্রমাণে যে মীমাংসা করিয়া থাকেন, তাহাই মনীষি বচন বলিয়া ... হইয়া থাকে। স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ব্যুৎক্রমেও উপনয়ন সংস্কারের ব্যবস্থা ...

...করিয়াছেন। যদি বহুভ্রাতৃক কোন অগ্রজ অকৃত প্রায়শ্চিত্ত ও অনুপনীত হইয়া বিবাহ সংস্কারে সংস্কৃত হন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপনীত ও বিবাহিত ...য়, তাহা হইলে ব্যুৎক্রমে ঐ জ্যেষ্ঠেরও উপনয়ন হইতে পারে, ক্ষত্রিয়ের ...কেও যদি এই যুক্তি বিধিবদ্ধ হয় তাহা হইলে অশৌচের ব্যবস্থা ও মীমাংসার ...র প্রায়শ্চিত্তার্হ নহে তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়। সুবিচারকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ...তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। এ বিষয়টী শাস্ত্রোক্ত বচন প্রমাণে সম...তা না হইলেও মনীষিগণের প্রদর্শিত এই আকারের মীমাংসা মোকর্দ্দমার ...বিবরণে গৃহীত হইতে পারে ও হইয়া আসিতেছে।

আরও দেখুন শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব ব্যাপার। প্রেত কৃত্যটার কাল দশাহ কেননা ...াদ্ধের পূর্ব্বে পিতৃপুরুষের (প্রেতের) উদ্দেশে যে দশটী পিণ্ড দিবার বিধি ...আছে, তাহা ঐ কালের মধ্যে প্রেতের ইন্দ্রিয় বা অবয়ব সমষ্টির পূরক বলিয়া ...কথিত। এই সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত জানিয়া মীমাংসকেরা শাস্ত্রোক্ত ...য় প্রকার পিণ্ডদানের ব্যবস্থাকে অতিক্রম করিয়াছেন এবং পরিশেষে ...পিণ্ডদানের বিধানই শ্রেয়ঃ কল্প বলিয়াছেন।

এই পূরক পিণ্ডদানের নিয়ম কি? যেমন প্রেতাত্মার দশটি ইন্দ্রিয়ের বা ...অবয়ব সমষ্টির পূরণার্থ প্রযুক্ত পিণ্ডই পূরক পিণ্ড নামে কথিত তদ্রূপ এই পিণ্ড...দানের নিয়ম, মৃতাহ হইতে দৈনন্দিন এক একটি পিণ্ড প্রদান পূর্ব্বক দশম ...দিবসে উহার উদ্‌যাপন ও তৎসঙ্গে ক্রমে ক্রমে প্রেতাত্মার অবয়ব সমষ্টি বা ...ইন্দ্রিয়ের পূর্ত্তি ও পিণ্ডদানকারীর অশৌচ নিবৃত্ত হয়। ব্রাহ্মণাদি প্রত্যেক ...বর্ণেরই শ্রাদ্ধকালে পঠিত "অশৌচান্তাদ্বিতীয়েহহ্নি" বচনে প্রেত পিণ্ডদানের শেষ ...দিবসেই অশৌচান্ত সূচিত হয়।

এই পূরক পিণ্ডদান সম্বন্ধে হেমাদ্রিতে পারস্কর বচন উদ্ধৃত ...হইয়াছে যে:—

ব্রাহ্মণে দশপিণ্ডাস্তু ক্ষত্রিয়েদ্বাদশ স্মৃতাঃ।
বৈশ্যে পঞ্চদশ প্রোক্তঃ শূদ্রে ত্রিংশৎ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

প্রতিদিন একটি করিয়া ব্রাহ্মণের দশ, ক্ষত্রিয়ে দ্বাদশ, বৈশ্যে পঞ্চদশ শূদ্রে ত্রিংশৎ পিণ্ড প্রদান করিবে। যদি এই নিয়মে পিণ্ডদান শাস্ত্রসঙ্গত ...তাহা হইলে ক্ষত্রিয়াদি জাতিত্রয়ের পিতৃ পুরুষকে যথাক্রমে তাহাদের ন্যায়

প্রাপ্য অবশিষ্ট দুই পাঁচ বা কুড়িটি পিণ্ড হইতে বঞ্চনা করা হইতেছে। কারণে তত্তদ্ জাতি যে পাপ অর্জ্জন করিয়া আসিতেছেন সমাজ তাহা শ্চিত্তের জন্য কি ব্যবস্থা করিবেন ?

আবার উক্ত হেমাদৃধৃত "প্রেতেভ্যঃ সর্ব্ববর্ণেভ্যঃ পিণ্ডান্ দদ্যাৎ বচন দ্বারা প্রতীতি হয় যে ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ব বর্ণেরই দশটী প্রদেয়।

এ অবস্থায় শাস্ত্র মানিয়া চলিতে গেলে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের প্রথমতঃ বচন প্রমাণে তাঁহারা স্ব স্ব প্রেত পুরুষকে তাঁহাদের অবশ্য পিণ্ডগুলি হইতে বঞ্চিত করিয়া অপরিসীম পাপভাগী ও প্রায়শ্চিত্তার্হ সন্দেহ নাই ; আবার পরবর্ত্তী বচনে দশম পিণ্ডটী মুখ্যকালে দিয়া গৌণকালে অর্থাৎ ১২শ ১৫শ বা ৩০শ দিবসে প্রদান করায় যথেষ্ট প্রত্যবায় ঘটিতেছে তবে যদি কেহ,

শুধ্যেদ্বিপ্রোদশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চ দশাহেন শূদ্রোমাসেন শুধ্যতি॥"

এই মনু বচনের দিন সংখ্যা পূর্ব্ববর্ত্তী বচনের অনুকূল জানিয়া করেন তবেই উভয় দিক বজায় থাকে। নতুবা মনুপ্রোক্ত দিন সংখ্যা বচনান্তরের সৃষ্টি করিতে পারিলেই সমাজ সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি লাভ পারা যায়; এবং প্রেত পুরুষ বেচারাদিগের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষার সীমা অধিকন্তু কাহাকেও মুখ্যকাল ত্যাগে পিণ্ডদান জন্য প্রত্যবায় ভা হয় না এখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখি কালাত্যয়ে অর্থাৎ কাল ত্যাগ করিয়া কার্য্য করিলে যদি কাহারও কার্য্য পণ্ড না হয় করা যায়, তাহা হইলে গৌণতর কাল পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যকারী দোষ হইতে পারে ?

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, যদি কেহ স্ব ইচ্ছায় বা পরকী আপনাদিগকে শূদ্র জ্ঞান করিয়া যাবজ্জীবন তদনুরূপ আচারা থাকেন অর্থাৎ যেমন তত্তদ জাতীয় বিধবাগণের মধ্যে যদি কে এমন কি প্রতিদিনই কিঞ্চিৎ জীবিত মৎস্যের ঝোল সহ সুসিদ্ধ গ্রহণ করিতে অভ্যাসিত থাকেন, এ অবস্থায় হরিবাসরে যদি

দিগকে দ্বিজাতিবংশসম্ভূত বলিয়া জানিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কি কর্ত্তব্য ? যদিও তাঁহারা তৎকালে আচার ভ্রষ্টতা নিবন্ধন আপনাদিগকে প্রায়শ্চিত্তার্হ মনে করিতে পারেন, কিন্তু তখন প্রায়শ্চিত্তের সময় নাই বলিয়া জ্ঞান সত্ত্বেও কি তাঁহারা সে দিবসেও পূর্ব্বমত মৎস্য মাংসাদি ব্যবহার করিতে পারেন ? সেই মত যদি কোন ক্ষত্রিয় সন্তান জ্ঞানদ্বারা ও সুবুদ্ধি বশে পরিচালিত হইয়া যথারীতি ক্ষত্রিয়ের উদকক্রিয়া সম্পাদন করেন তাহা হইলে তাহাকে কখনই মার্গভ্রষ্ট বলা যায় না। তবে শূদ্রাচারজনিত প্রত্যবায় নিবৃত্তির জন্য যাহা কিছু করা কর্ত্তব্য।

আনন্দ বাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

ভক্ত গোবিন্দদাস।

গোবর্দ্ধন গ্রামে গোবিন্দদাস নামে একটী বালক ছিল। বালকের ঐকান্তিকী ভক্তি ও পূর্ব্ব জন্মার্জিত সুকৃতিবলে গোবর্দ্ধন স্থিত নাথজী গোপাল নামক বিগ্রহ সেই পরমভক্ত গোবিন্দকে সেরূপে ধন্য করিয়া ভক্তের গৌরব রক্ষা করিয়া জগতে ভক্তের মাহাত্ম্য বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ভক্ত মালগ্রন্থের ঐ অপূর্ব্ব গাঁথা পরমভাগবত বৈষ্ণবমণ্ডলী সমীপে নিবেদন করিতেছি, আশা করি, সহৃদয় বৈষ্ণবমণ্ডলী আমার এই পুনরালোচনাজনিত ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

গোবিন্দের সেই অকপট অহৈতুকী ভক্তিডোরে বাধ্য হইয়া ভক্তাধীন হরি বালক বেশে গোবিন্দদাসের সহিত প্রতিদিন মাঠে খেলা করিতেন একদিন উভয়ে দাণ্ডাগুলি খেলিতেছিলেন, লীলাময় হরি গোবিন্দের মাহাত্ম্য বৃদ্ধির জন্য গোবিন্দের পাওনা খেলা বুঝিয়া না দিয়াই পলাইলেন। গোবিন্দ ছাড়িবার পাত্র নহে সেও নাথ জীর পাছে পাছে চলিল ক্রমে নাথজী মন্দিরে আসিয়া স্বীয় ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তিতে সিংহাসনোপরি দাঁড়াইলেন। ক্রোধান্বিত গোবিন্দ একগুলি মারিলেন পূজারিগণ বালকের ঐ প্রকার অবৈধ কার্য্য দেখিয়া নানাপ্রকার তিরস্কার করিলেন ও কিল চড় মারিয়া গলে হাত দিয়া মন্দির হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

তখন গোবিন্দ আরক্ত রাগান্বিত হয়ে নাথজীর উদ্দেশ্যে বলিলেন ওরে দুষ্ট ছোড়া আমার খেলা বুঝিয়া না দিয়াই মন্দিরে এসে রইলি অধিকন্তু আমাকে অপমান করাইলি থাক কাল ইহার শোধ না লয়ে আর জল গ্রহণ করিব না বলিয়া গোবিন্দ আর গৃহে গেলেন না। ক্রোধ ভরে গোবিন্দকুণ্ডের তীরে গিয়া নাথজীকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার মানসে ছড়ি হাতে করিয়া বসিয়া রহিলেন।

পরদিন ভোগের সময় উপনীত দেখিয়া পাণ্ডাগণ নানাবিধ উপচারে ভোগ প্রস্তুত করিতেছেন এমন সময় সেই নাথজী প্রধান পাণ্ডাকে আদেশ করিলেন গতকল্য গোবিন্দদাস মন্দির মধ্যে আমার সঙ্গে খেলিতে এসেছিল তোমরা তাহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছ। তাহাকে যত মারিয়াছ সমস্ত আঘাত আমার শরীরে হইয়াছে আমার গায়ে বেদনা হইয়াছে—সে মার খেয়ে আর বাড়ী যায় নাই গোবিন্দ কুণ্ডের তীরে বসে আছে। তার আহার না হইলে আমার ভোগ হইতে পারে না তাহাকে শীঘ্র এখানে আন। তখন পাণ্ডাগণ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল এবং আমরা অতি পাষণ্ড না বুঝিয়া গোবিন্দকে আঘাত করিয়া বড়ই কুকর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে গোবিন্দ কুণ্ডের তীরে গিয়া দেখেন তখনও গোবিন্দদাসের ক্রোধের অবসান হয় নাই।

গোবিন্দ কুণ্ডের তীরে দেখে বসি আছে,
রাগান্বিত হয়ে এক ছাড়িনা চাইছে।

তখন পূজারিগণ গোবিন্দের নিকট গিয়া বিনীতভাবে বলিলেন তোমাকে না দেখে নাথজী আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন তুমি গেলে তার ভোগ হবে।

গোবিন্দ কহয়ে আঁধি হইয়া পালইল।
আরও মোরে নিগ্রহ করিয়া তাড়াইল।
তারে আমি এই ছড়ি দিয়া পিটাইব
যেমন সে তার আজি উচিত করিব॥

তখন পাণ্ডাগণ বিনীতভাবে গোবিন্দকে যাইবার জন্য বলিলেন নাথজী তোমার নিকট হার মানিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন ও বলিয়া দিয়াছেন যে

মাঠে গিয়া তোমায় সঙ্গে খেলিবেন। হার মানিয়াছেন শুনিয়া গোবিন্দের হাসি পাইল, হাসিয়া বলিল হার মেনেছে তবে চল মন্দিরে যাইব এই বলে দাণ্ডাগুলি ও ছড়ি লইয়া মন্দিরে গিয়া বলিলেন কেমন হার মানিয়া রক্ষা পেলে নতুবা কেমন মজা দেখতে পেতে! নবজলধরকান্তি ও ভুবনমোহন রূপমাধুরী দর্শন করত গোবিন্দের তখন রাগ দূরে গেল অধিকন্তু চাঁদমুখ ক্ষুধায় মলিন হয়েছে দেখে বলিল কেন ভাই খাও নাই? গোপাল বলিলেন এস দুজনে খাই।

মন্দিরে কপাট দিয়া দোঁহে ব'সে খায়,
হাসিতে খেলিতে মহা আনন্দ উদয়।

পাণ্ডাগণ তখন গোবিন্দের মহিমা বুঝিয়া তার চরণধুলি লইতে লাগিল।

আর একদিন গোবিন্দ মাঠে হাত মুখ ধৌত করিতে গিয়াছিল তখন বালক বেশী নাথজী কতকগুলি আকন্দের ফল কোছড়ে করিয়া নাচিতে নাচিতে গোবিন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে গোবিন্দের গায়ে ঐ ফল ফেলিয়া মারিতে লাগিলেন। গোবিন্দ রাগান্বিত হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া চলিল ও আকন্দের ফল উঠাইয়া তাঁহাকে ছুড়িয়া মারিতে লাগিল। নাথজী বেগতিক দেখিয়া মন্দিরে গিয়া রহিলেন। ক্রোধান্বিত গোবিন্দ তখন আবার আকন্দের ফল লইয়া গোবিন্দ কুণ্ডের তীরে বসিয়া রহিল। গোবিন্দের মাতা খুঁজিতে খুঁজিতে গোবিন্দ কুণ্ডের তীর হইতে গোবিন্দকে আনিয়া অনেক ভর্ৎসনা করিয়া খাওয়াইতে বসাইলেন নাথজীর আদেশে পূজারিগণ প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ গোবিন্দের বাড়ী আনিয়া দিল প্রসাদ দেখিয়া গোবিন্দ বলিল হাঁ আজ আবার সেই দুষ্ট ছোড়া খাবার ভয়ে প্রসাদ পাঠাইয়া দিয়াছে। গোবিন্দের মাতা নাথজীর সহিত তাহার পুত্রের যে কি ভাব তাহা বুঝিতে না পারিয়া গোবিন্দকে অনেক ভৎসনা করিলেন কিন্তু মাতা পুত্রে পরমানন্দে মহাপ্রসাদ তক্ষণ করত চরিতার্থ হইলেন।

শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস মোক্তার
রাজসাহী।

মোহাবসান।

—:(*):—

১

প্রফুল্লকুমার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দশটাকা বৃত্তি পাইল। বরাবর তাহার ইচ্ছা ছিল সে এফ, এ পাশ করিয়া ডাক্তারী পড়িবে। কিন্তু দরিদ্রের সন্তান উচ্চশিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহে একান্ত অক্ষম। তথাপি তাহার উৎসাহপূর্ণ হৃদয় দমিল না। সে মাসিক বৃত্তির দশটী টাকা অবলম্বন করিয়া কলিকাতায় গেল এবং কিছুদিন একজন আত্মীয়ের বাসায় থাকিয়া এক ভদ্র পরিবারের গৃহে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইল। প্রফুল্লকুমার তাঁহার বাটীতে থাকিয়াই এফ, এ, পড়িতে লাগিল। গৃহস্বামী ব্রজকিশোর বাবুর সহৃদয়তায় পড়িবার জন্য আর তাহাকে বিশেষ ভাবিতে হইল না।

প্রফুল্লকুমার যদিও বিংশ শতাব্দীর নব্য যুবক ইংরাজী শিক্ষার আহ্লাদও কিছু পাইয়াছিল—তথাপি সে তাহার পিতৃ পুরুষের পুণ্যফলেই হউক আর তাহার বিড়ম্বনাময় ভাগ্যের দোষেই হউক—নিতান্ত সেকেলে। মাথায় চুলগুলি ছাটা, চসমা ব্যবহারে একেবারে অনভ্যস্ত, সকালে বিকালে চা পান করে'না, কোমল শব্দ সংযোগে অর্থহীন কবিতা লিখিতে জানে না। জানে কেবল দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি করিতে, গৃহকোণে বসিয়া পাঠ মুখস্থ করিতে আর ইতর জনোচিত পরিশ্রম করিতে; আরে ছিঃ! প্রফুল্লকুমার ইংরাজী সভ্যতা লোকদীপ্ত সুরুচিসম্পন্ন ছাত্রগণের তুলনায় কত বিশৃঙ্খল! তাহার সুসভ্য সহপাঠীরা তাহার এই অসভ্য জনোচিত আচার ব্যববারের প্রতি কটাক্ষ করিয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিলেও যেন একটু হাসিত মাত্র, তথাপি তাহাদের আদর্শে নিজকে উন্নত করিবার চেষ্টা করে নাই।

ব্রজকিশোর বাবু নিজের অনেকটা সেকেলে কিন্তু তাহার উন্নত হৃদয় স্বজনবর্গের অনুরোধেই হউক অথবা সখ করিয়াই হউক তাঁহার পুত্রদ্বয়

দিগকে আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতেছিলেন। তথাপি তাঁহার ব্যবহারে একেলে ভাবও সেকেলে ভাব ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল। প্রফুল্লকে যখন তাঁহার গৃহ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইল তখন তাঁহার একজন উপচিকীর্ষু বন্ধু উপেন্দ্রনাথ বলিলেন "এ ছেলেটীর দ্বারা শিক্ষাকার্য্যের তেমন সুবিধা হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে না।" তিনি বলিলেন "এখন ইনিই থাকুন পরে উপযুক্ত শিক্ষক দেখিয়া রাখিলেই চলিবে।"

ব্রজকিশোর বাবুর দুই বিবাহ, তাঁহার প্রথমাপত্নী একটী কন্যা প্রসব করিয়াই সূতিকাগারে তাহার মৃত্যু হয়; কন্যাটীর নাম কনকলতা। তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তাহাদের নাম যথাক্রমে কমলা ও সুরেশচন্দ্র রাখিয়াছেন।

একদিন বিকালে পাঠগৃহে বসিয়া প্রফুল্লকুমার সুরেশচন্দ্রকে পাঠ বলিয়া দিতেছেন এমন সময় কনকলতা ভূমিলুণ্ঠিত অঞ্চল টানিতে টানিতে ধীরপদে তথায় উপস্থিত হইল। বহুদূর গমনেচ্ছু পান্থ মধ্য পথে আসিয়া গগণে জলদজায় দর্শনে যেমন সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ প্রফুল্লকুমার কনকলতাকে ঝটিকার ন্যায় সহসা আগমন করিতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া পড়িলেন। কনকলতা তাহার অস্থিরতা লক্ষ্য করিয়াও করিল না সম্মুখস্থ একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহাতে বসিয়া পড়িল। তাহার নীলাঞ্চল সংপৃক্ত এসেন্সের গন্ধে কক্ষ সুরভিত হইয়া উঠিল। প্রফুল্লকুমার মনে করিল সে যেন স্বপ্নে কোন এক লীলাবিহারিণী দেবীর বিলাস উদ্যানে আসিয়া পড়িয়াছে সেখানে যেন কত শত ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, বাতাস সেগুলিকে আন্দোলন করিয়া বহিয়া যাইতেছে। উদ্যান বেষ্টিত ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী কখনও কল কল কখনও ছল ছল ইত্যাদি শব্দ করিতে করিতে প্রবহমানা। কনকলতা কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর কোমলকণ্ঠে কহিল "মাষ্টার মহাশয়, শুধু আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাভগ্নীর অভিভাবে আসিয়াছেন মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন না। আমাকেও একটু মান্য করিবেন।

প্রফুল্লকুমারের স্বপ্ন ছুটিয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল—সে ব্রজকিশোর বাবুর

গৃহ শিক্ষক, এটা কোন উদ্যান বিশেষ নহে—তাহার ছাত্রগণেরই পাঠগৃহ, তাহার পার্শ্বদেশে বনদেবীর রূপে চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কন্যা কনকলতা।

কনকলতার কথা প্রফুল্লকুমারের কর্ণে প্রবেশ করে নাই, কেবল আবিষ্ট ভাব ভাঙ্গিয়াছিল মাত্র। কনকলতা প্রফুল্লকুমারকে নিরুত্তর বলিল "আপনি যদি আমাকে একটু সাহায্য করেন, বোধ হয় আপনার কোন ক্ষতি হইবে না।"

প্রফুল্লকুমার সোজা হইয়া বসিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল "যথাসাধ্য আমি আপ সাহায্য করিব তাহাতে আমার কোন ক্ষতি হইবে না।" কিন্তু কোন কনকলতা মৃদু হাসিয়া কহিল "লতিকা মাসিক পত্রিকার আমি কবিতা পাঠাইবার পূর্ব্বে যদি আপনি সংশোধন করিয়া দেন, তাহা হইলে হয়।"

প্রফুল্লকুমার মহা সমস্যায় পড়িয়া গেলেন ; সে যদি অন্ধকারময় একটা বিকটাকার ভূতের সম্মুখেও পড়িয়া যাইত, তাহা হইলেও এত হইত না। কবিতা সংশোধন সে যে বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার! এ বিষ বাক্‌দেবীর কৃপা হইতে একেবারে বঞ্চিত। যাহাই হউক সেদিন আ কথা হইল না।

২

প্রফুল্লকুমার কলেজ হইতে বাটীতে আসিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করি কমলা বামহস্তে জলের গ্লাস ও দক্ষিণহস্তে খাবার রেকাবি লইয়া করিল। প্রফুল্লকুমার সস্নেহে কমলার ললাট স্পর্শ করিয়া কহিল "আ কিছু খাব না।"

"কেন মাষ্টার মহাশয়!"

"আজ দেহটা বড় ভাল নয়—জলের গ্লাসটা দে, একটু জল খাই।"

প্রফুল্লকুমার এক নিশ্বাসে সমস্ত জল পান করিয়া গ্লাসটা কমলার কমলা স্নেহবৎসলা জননীর মত তাহার মাষ্টার মহাশয়ের মুখের দিকে শঙ্কাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গে চেয়ারটা জানালার দিকে টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। সন্ধ্যা হইয়া বেশী বিলম্ব নাই ; হিঙ্গুলাভ সূর্য্যকিরণে পশ্চিম গগণের মেঘখণ্ডগুলি

লা স্নিগ্ধ গাঢ় লোহিত রঙ্গে রঞ্জিত। প্রফুল্লকুমার সেদিকে চাহিতে চাহিতে করিতেছিল তাহার হৃদয়-গগণে বাসনামেঘগুলির প্রান্তদেশগুলিও আশা-সূর্য্য করস্পর্শে এইরূপ উজ্জ্বল।

এমন সময় কনক এক কাপ উষ্ণচায়ের জল লইয়া সেখানে আসিয়া বলিল—আপনার কি অসুখ করিয়াছে প্রফুল্ল বাবু"

প্রফুল্ল মৃদুহাস্য করিয়া কহিল "না না, বিশেষ কিছু নয়, শরীর যেন ভার বোধ হইতেছে। কমলা বুঝি আপনাকে বলিয়াছে, সে যেমন ছেলে মানুষ নি এ জন্য চিন্তিত হইবেন না।

উষালোক সম্পাতে কোমল পুষ্পপুট যেমন অধিকতর সৌন্দর্য্য সম্পন্ন হয়, হাস্যদ্যুতিতে কনকলতার অলক্তকাভ অধর আরও সুষমাময় হইয়া উঠিল। কহিল আমরা কি আপনার বিষয়ে চিন্তাও করিতে পারিব না।

প্রফুল্লকুমার অপ্রতিভ হইয়া কহিল—"আমি কি তাহাই তেছি।"

"সে যাহা হউক, আপনি এইটুকু পান করুন দেখি, শরীরের সমস্ত গ্লানি হইয়া যাইবে।

প্রফুল্লকুমার কুণ্ঠিত হস্তে বাটী লইয়া এক চুমুক পান করিবামাত্র চমকাইয়া এবং তাহার হস্ত হইতে চায়ের বাটীটা নীচে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। লতা কলহাস্যে কক্ষ ধ্বনিত করিয়া কহিল—"কি হল নার?

প্রফুল্ল ক্ষুব্ধস্বরে কহিল—'বড় গরম যে।'

খানিকটা গরম চায়ের জল প্রফুল্লের দক্ষিণ উরুদেশে পড়িয়া গিয়াছিল, সে টা জ্বালা করিতে লাগিল। দগ্ধস্থানে হাত বুলাইয়া প্রফুল্ল হাঁপাইতে হাঁপা- কহিল—'এখানটা বড় জ্বালা করিতেছে।'

'কই দেখি' বলিয়া কনকলতা চেয়ারের হাতলের উপর ভর দিয়া প্রফুল্লের ঝুঁকিয়া পড়িল। তাহার কবরী স্খলিত চূর্ণ কুন্তলগুলি প্রফুল্লের বক্ষস্পর্শ উড়িতে লাগিল। সে কোমল স্পর্শে প্রফুল্লকুমারের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ " তাহার মনে হইল জগতে আর কিছুই নাই, আছে শুধু সে কনকলতা তাহার ভ্রমর কৃষ্ণচূর্ণ কুন্তলের সুকোমল স্পর্শ।

এমন সময় ব্রজবাবুর পরম বন্ধু উপেন্দ্রনাথের পুত্র বিনয়কুমার তথায় আ... উপস্থিত হইল। সে একবার ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে প্রফুল্লের দিকে চাহিয়া কহিল— ...হয়েছে কনক?'

কনক মৃদু হাসিয়া কহিল 'দেখুন না, প্রফুল্লবাবুর যেমন কাণ্ড! চা ... যেয়ে গায়ে ফেলে বসেছেন।'

প্রফুল্ল সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিল—'আমি কি করব বলুন না ... এত গরম কি মানুষে খেতে পারে?'

কনক ব্যঙ্গপূর্ণস্বরে কহিল 'তবে আমরা কি সব গরু নাকি?'

বিনয় কিছু বলিল না, একটা প্রকাণ্ড হিংসায় তাহার হৃদয় ... উঠিতেছিল। "এখনি আসিতেছি" বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

ঝটিকা আপনার মনে মনে উন্মত্ত প্রবাহে বহিয়া যায়, সে চাহিয়া ... কোন্ বৃক্ষ হইতে কোন্ ফুলটী খসিয়া পড়িল। আরও ফুটিয়া নদী তা... ছুটিয়া চলে—তাহাতে তটভূমি ভাঙ্গিয়াই পড়ুক আর পণ্য ... ডুবুক।

ব্রজকিশোর বাবু খেয়ালের বশে একটা কাজ করিয়া ... তাহাতে কি অনিষ্ট ঘটিতে পারে তাহা একবারও ভাবিয়া ... না।

তিনি প্রফুল্লকুমারকে সচ্চরিত্র দেখিয়া তাহার নম্র ব্যবহারে ... তাহার সহিত কনকলতার বিবাহ দিলেন। ইহাতে কনকলতা কতদূ... হইতে পারে তাহা একটু ভাবিয়া দেখা অনাবশ্যক মনে ... প্রফুল্লকুমার সুশীল লেখাপড়ায় খুব মনঃযোগী আভিজাত্যে হীন নহে ... কনক সুপাত্রে পড়িয়াছে মনে করিয়া তিনি যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ ... তাহার এইরূপ কার্য্যে উপেন্দ্রবাবু বড়ই দুঃখিত হইলেন। তাঁহার বা... ছিল কনকলতাকে পুত্রবধূ করিবেন। ব্রজকিশোর বাবুর নিকট... অনেকটা আশা পাইয়াছিলেন। এক্ষণে আশা ভঙ্গ হওয়ায় তিনি ... বাবুর ব...তে যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিলেন। বিনয়কুমারও আশা ... নিকটে ও... মত এমন সর্ব্বগুণসম্পন্ন পাত্রকে উপেক্ষা করিয়া ব্রজ...

অন্যত্র যাইবেন না। কিন্তু কোথা হইতে প্রফুল্লকুমার আসিয়া তাহার চিরা-কাঙ্ক্ষিত আশালতার মূলে কুঠারাঘাত করিল। কিন্তু সে পিতার মত ব্রজকিশোর বাবুর বাটীতে যাতায়াত বন্ধ করিতে পারিল না। শরতের শুভ্র লঘু মেঘখণ্ড বর্ষণ করে না কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখে। আশাভঙ্গের দুঃখে বিনয় সতত সন্তপ্ত তবু ক্ষণেকের দর্শনেও সে অনেকটা শান্তিলাভ করে।

আর কনক? এ বিবাহে সে সুখী হইতে পারে নাই। সে তাহাদের সরল সলজ্জ মাষ্টারটিকে ভালবাসিত বটে—কিন্তু অন্যভাবে। তটিনী-স্রোত পর্ব্বত বাহিয়া ধাবিত হয়—সাগরে মিশিবার জন্য; তটসন্নিহিত তরুলতাকে সরস করিবার জন্য নহে।

কনক শিক্ষিতা সে কবিতা লেখে; অধুনিক সভ্যতার আদর্শে সে নিজকে খাড়া করিয়া তুলিয়াছে। সে একজন নীরস হৃদয় ব্যক্তিকে আত্মসমর্পণ করিতে পারে না।

প্রফুল্লকুমারের আর সেরূপ অবস্থা নাই। এখন আর তাহাকে পড়াইতে হয় না বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্য অন্য মাষ্টার আসিয়াছে। এখন সে নিজের পড়াশুনা লইয়াই থাকে। একদিন সন্ধ্যাকালে কনকলতা তাহাদের গৃহসংলগ্ন উদ্যানে একটী সহকার বৃক্ষে আপনার দেহভার ন্যস্ত করিয়া সুনীল আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। তখন সবে মাত্র দু'টী একটী নক্ষত্র ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল এমন সময় প্রফুল্লকুমার ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হইল। চিন্তানিরতা কনকলতা তাহার আগমন জানিতে পারিল না।

প্রফুল্লডাকিল—"কনক!"

কনক পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া কহিল "কি?"

প্রফুল্ল হাসিতে হাসিতে কহিল 'এখানে একলা কি করিতেছ?'

'কেন? হাঁ। তাই বটে, বুঝি ভগবান আমাকে একলা থাকিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন তা না হইলে তিনি এমন করিবেন কেন?'

প্রফুল্লের হাসিমুখ মলিন হইয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল—কনক তুমি কি এ বিবাহে সুখী হইতে পার নাই! আমি কিন্তু যথেষ্ট সুখী হইয়াছি।'

'দরিদ্র মাণিক পাইলে আশাতিরিক্ত আনন্দিত হয় তাহা আমি জানি।'

প্রফুল্ল বজ্রনিনাদ স্তম্ভিত পথিকের মত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর করুণকণ্ঠে কহিল 'যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার আর উপায় নাই—বল কনক কি করিলে তুমি সুখী হইবে! তোমার জন্য আমি সমস্ত করিতে প্রস্তুত।

'সে জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না, আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করিতে পারিব।'

কনক আর সেখানে দাঁড়াইল না। প্রফুল্ল মূঢ়ের মত স্তব্ধ হৃদয়ে তারকাময় আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইতেছিল সেও যদি একটী তারকার মত গগণের গাত্রে ফুটিয়া উঠিতে পারিত, তাহা হইলে এমন করিয়া আঘাত সহ্য করিতে হইত না; অমন করিয়া হাসিয়া হাসিয়া বেদনা কাতর ব্যক্তিকে উপহাস করিতে পারিত।

৪

কনক সেখান হইতে বাহির হইয়া তাহাদের পুষ্করিণীর ইষ্টক সোপানে গিয়া বসিল; তখন তাহার অন্তরে বিপ্লবের ঝটিকা বহিতেছিল। এমন সময় একটী পুরুষ মূর্ত্তি ধীরে ধীরে তথায় আসিল। যে আসিল সে বিনয়। বিনয় কারুণ্যপূর্ণকণ্ঠে কহিল "কনক তুমি এখানে, আমি তোমাকে খুঁজিতেছিলাম" কনক নিরুত্তরে বিনয়ের মুখের দিকে চাহিল, দেখিল সে মুখ করুণা ও প্রেমে পরিপূর্ণ! বিনয় বলিল তুমি হতাশ হইতেছ কেন? মানুষের সব আশা ভগবানের দ্বারা পূর্ণ হয় না, অনেক সময় সে জন্য নিজকে একটু চেষ্টা করিতে হয়।"

উদ্যান মধ্যে কনকের সহিত প্রফুল্লের যে কথোপকথন হইয়াছিল, অন্তরালে থাকিয়া বিনয় সমস্ত শুনিয়াছিল। কনক বিনয়ের কথার কোন উত্তর দিল না অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বোধ হয় সে বিনয়ের কথার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল না।

বিনয় পুনরায় বলিল 'বুঝেছি কনক, এ বিবাহে তুমি সুখী হও নাই, না

হইবারই কথা, তোমার মর্য্যাদা সে কি বুঝিবে? সে কি একটা মানুষ!'

কনকলতার ললাটে দৃঢ় সংকল্পের রেখা প্রকটিত হইল বিনয় জড়িতকণ্ঠে কহিল—"আমি কি তোমার উপযুক্ত নহি কনক, আমি কি তোমাকে আদরে যত্নে রাখিতে পারিব না? আমি বহুদিন হইতে তোমাকে পত্নীরূপে পাইবার আশায় ছিলাম—সে আশা আমার দুরাশাই হউক আর যাই হউক।

কনক তবুও নীরবে রহিল তাহার নেত্রপল্লব আর্দ্র হইয়া আসিতেছিল। বিনয় আবার কহিল 'কিন্তু এটা জেন, আমার চেয়ে কেহ তোমাকে ভালবাসিতে পারিবে না।

কনক আর্দ্রকণ্ঠে কহিল—'কিন্তু ইহজন্মে আমাদের মিলন যে অসম্ভব।'

বিনয় আশান্বিত হইয়া কহিল—'অসম্ভব কিসে? এত বিবাহ নহে, এযে একটা ভয়ানক অত্যাচার, এ বন্ধন কি তুমি স্বীকার করিয়া লইতে পারিবে?'

কনক আকুলকণ্ঠে কহিল তবে তাই হ'ক আমি এ নিরাশার যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিব না।

এমন সময় সুরেশ আসিয়া কহিল 'দিদি তোমাকে মা ডাকছেন।'

বিনয় আর সেখানে দাঁড়াইল না, নিম্নস্বরে কাল আবার আসিব বলিয়া চলিয়া গেল। কনক কিন্তু মায়ের কাছে গেল না ধীরে ধীরে নিজের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল তাহার দেহ অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল তাই সে কাহাকে কিছু না বলিয়া শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে তাহার মা আসিয়া বলিল "শুয়ে আছিস্ কেন, কিছু খাবিনি?"

"না মা, দেহটা বড় ভাল নয়।"

মাতা কন্যার ললাটে হস্তার্পণ করিয়া দেখিলেন ললাট খুব উত্তপ্ত। তিনি আকুলকণ্ঠে কহিলেন "জ্বর হয়েছে যে তোর! তবে চুপ করে শুয়ে থাক।" পর দিন জ্বর প্রবলভাব ধারণ করিল, ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গেলেন বসন্ত হইবার সম্ভাবনা। ব্রজকিশোর বাবু বড় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, তিনি বিনয়-কুমারকে বলিলেন "বাবা বিনয়, আজ রাত্রিতে তোমাকে থাকিতে হইবে।"

বিনয়কুমার কুণ্ঠিত স্বরে বলিল "আমি থাকিতে অরাজি নহি, তবে যা" কনক সজলনেত্রে বিনয়ের মুখের দিকে চাহিল, সে দৃষ্টি নত করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। প্রফুল্লকুমার উৎসাহপূর্ণ স্বরে বলিল "ভয় কি, নেই বা বিনয় রইল ?"

চারি দিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল, ডাক্তার বলিলেন "আমার অনুমান ঠিক নহে। কোন ভয় নাই অল্প দিনের মধ্যেই এ জ্বর সারিয়া যাইবে।"

প্রফুল্ল কাঁচের গ্লাসে খানিকটা ঔষধ ঢালিয়া ধীরে ধীরে কনকে খাওয়াইয়া দিয়া বলিলেন "ডাক্তার বলে গেলেন, তুমি শীঘ্রই সেরে উঠবে।"

কনক দুই হস্তে প্রফুল্লের পদযুগল চাপিয়া ধরিয়া কহিল "আমাকে ক্ষমা করিতে পারিবে কি ? আমি অতি পাপিষ্ঠা, তাই বিপথে চলিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু এবার তোমাকে চিনিয়াছি—আমার ভুল ভাঙ্গিয়াছে।" প্রফুল্ল আনন্দাবেগে কিছু বলিতে পারিল না, কনকের রোগ শীর্ণদেহ বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মা।

বেদনা ভরে মা বরষিলে আঁখি
মুছাইতে তুমি আসিও
ভয় পেয়ে যদি কেঁদে উঠে প্রাণ,
অঞ্চলে ঢাকি রাখিও।
খেলা ছাড়ি যবে আসে আঙিনায়,
ডা'কব গো আমি জননি, তোমায়
সব কাজ ফেলি
বুকে মোরে তুলি
মুখ খানি মম চুমিও।
ধরণীর ধূলি হইতে আমায়
রেখ গো জননি ঢাকিয়া,
দিও গো মুছায়ে কলুষ পঙ্ক
স্নেহাশিস্ ধারা ঢালিয়া ;
ভুলে গিয়ে তব নিবারণ বাণী
পাপপথে যদি যাই গো জননি !
সে মোহ আমার ঘুচাইয়া দিয়া
করে ধরি মোরে তুলিও।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ট্রেনিং স্কুল, নালিকুল।

পঞ্চ কায়স্থ।

মাতৃকুলেশন (Matriculation)এবং অন্যান্য পরীক্ষার প্রবেশিক দক্ষিণা …র বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত পাঁচজন মহাত্মা ভোট দিয়াছিলেন।

(১) শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু প্রস্তাবক
(২) রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর।
(৩) স্যার সি, সি, রায় সমর্থক
(৪) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত সমর্থক
(৫) মিঃ ডি, এন, মল্লিক সমর্থক

প্রায় ত্রিশ জন বিশ্ব পণ্ডিত সেনেট সভায় হাজির ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে …জনই দরিদ্রের হইয়া কথা কহিতেছিলেন, বাকী পঁচিশজন স্যার আশুতোষ …পাধ্যায়ের মতের অনুমোদন করিয়াছিলেন। মজা এই দরিদ্রের জন্য কথা …য়াছিলেন যে পাঁচ জন তাঁহারা পাঁচজনই কায়স্থ ; আর যে ব্রাহ্মণ যুগে … দরিদ্রকে আলিঙ্গন করিতে দেবী ভারতীর সেবা করিয়াছেন সেই ব্রাহ্মণ …র কোন বিশ্ব পণ্ডিতই দরিদ্রের হইয়া একটা কথা কহেন নাই, উপরন্তু … স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বয়ংসতী দক্ষিণা বৃদ্ধির প্রবর্ত্তক। হায় …!" (নায়ক ৩রা আষাঢ়)

আমরা নায়কের সম্পাদক মহাশয়কে বলি ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু …। ইহা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের নিদর্শন। দুর্য্যোধনের প্ররোচনায় বনবাসী

পঞ্চ পাণ্ডবের নিকটে ৬০ হাজার শিষ্য সহ একাদশীর পারণ করিতে দুর্বাসা
গমন ও অশ্বত্থমা কর্ত্তৃক নিদ্রিত পঞ্চ ক্ষত্রিয় শিশুর মস্তকচ্ছেদ মহাভা
পাঠকের নিকট নূতন নহে। বেদশূন্য বঙ্গদেশে বেদমার্গ প্রচলন করি
পঞ্চক্ষত্রিয় কান্যকুব্জরাজ হইতে আগমন করিয়াছিলেন দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভ
ইন্দ্রাদি দেবক্ষত্রিয়গণ নরক্ষত্রিয় শ্রীমান্ রাজা নলের স্বরূপ ধারণ করিয়া উপ
ছিলেন এখানেও পঞ্চ ক্ষত্রিয় তন্মধ্যে কায়স্থাদি পুরুষ শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্ত এবম
এখানে দেব পঞ্চ নলরাজা হইয়া আসিয়াছিলেন। পঞ্চম বেদ মহাভার
ইঙ্গিতে বলিতেছেন ক্ষত্রিয় না হইলে পাঁচজনে একমত হয় না। বিশ্ব বিদ্যালয়
সেনেট সভায় পঞ্চ কায়স্থ একমত হইয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ ও দরিদ্রের
সহানুভূতি দেখাইয়া যাহা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের বংশগত ক্ষত্রিয়
সূচিত হইয়াছে। ক্ষত্রাৎ ত্রায়তে যঃ সঃ—ক্ষত্রিয়। সুতরাং সেনেটের
কায়স্থ ক্ষত্রিয়। কায়স্থের উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন এক এই ঘটনায় কা
ক্ষত্রিয়ত্ব আজও পরিস্ফুট হইয়াছে—অন্যায়ের প্রতিবাদ করাই ক্ষত্রিয়ের কা
শুধু লড়াই করিলেই ক্ষত্রিয় হয় না। ইহাতেও যদি ব্রাহ্মণ মহাশয়গণে
না কটে তাহা হইলে নায়ক সম্পাদক মহাশয়ের স্বরে স্বর মিলাইয়া
বলি হায় ব্রাহ্মণ!

শ্রীসরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী

কায়স্থের আভিজাত্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, আষাঢ়সংখ্যা ১১৭ পৃষ্ঠা হইতে)

—:○:—

আমরা বিষ্ণুসংহিতায় ৩৭শ অধ্যায়ে দেখিতে পাই,—অগ্নি, মাতা,
সুত, দারা, ত্যাগ, অভোজ্যান্ন ভোজন; অভক্ষ্যাভক্ষণ, পরস্ব
অযাজ্যযাজন, বিকর্ম্মজীবন, অসৎ প্রতিগ্রহ, অবিক্রেয় বিক্রয়, ব্রাত্যতা
গ্রহণপূর্ব্বক অধ্যাপনা, বেতন দানপূর্ব্বক অধ্যান, অনাহিতাগ্নিতা,
উদ্দেশ না করিয়া কেবল আপনার জন্য পাকাদি অনুষ্ঠান, দেব ঋষি
পরিশোধ না করা, নাস্তিকতা এইগুলি উপপাতক। যাজ্ঞবল্ক্যও

উপপাতক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং আমরা বুঝিলাম অগ্নিরক্ষা
না করিলে, লশুনাদি অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলে, বেতনগ্রহণ পূর্ব্বক অধ্যাপনা করিলে
যে পাপ হয় উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত না হইলে—ব্রাত্য হইলেও সেই পাপ
হয়—তদপেক্ষা অতিরিক্ত পাপ হয় না সুতরাং ব্রাত্যতা জাতিভ্রংশকর পাপ
নহে—পাতক নহে—পাতক অপেক্ষা লঘু—উপপাতক। সুতরাং ব্রাত্যতা
নিবন্ধন শাস্ত্রমতে জাতিচ্যুতি সংঘটিত হয় না—হওয়ার কারণ মাত্র ও বিদ্যমান
নাই; যে কোন বর্ণের পাপীই প্রায়শ্চিত্ত না করিলেও জাতিচ্যুত হয় না;
এমন কি যখন পঞ্চ মহাপাতকীও জাতিচ্যুত হয় নাই তখন উপপাতকী ব্রাত্যের
জাতিচ্যুতির সম্ভাবনা কোথায়? যাঁহারা ব্রাত্যের জাতিচ্যুতির কথা
বলেন তাঁহারা শাস্ত্রের অবমাননা ও সত্যের সংহার সাধিত করেন। আমরা
দেখিতে পাই :—

সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ্বক্ষত যোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এবতে॥

৫।১০ মনু।

সকল বর্ণেরই সমজাতীয়া পরিণীতা স্ত্রী গর্ভজাত সন্তান পিতামাতার জাতিত্ব
প্রাপ্ত হয়। সুতরাং জন্মমাত্রেই সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র
সকল জাতিই পিতামাতার জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়। দ্বিজ সন্তান মাত্রেই নিষেকাদি
জাতকর্ম্মাদি সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া পিতৃজাতিত্ব প্রাপ্ত হয়! শূদ্রের কোন সংস্কার
নাই; দ্বিজ সন্তান ও শূদ্র সন্তানের পার্থক্য, জন্মমাত্রেই সংস্কার হইলে সংসা-
ধিত হয়। নিষেকাদি বৈদিক সংস্কার না হইলে সকল প্রাণীই শূদ্র তুল্য।
ক্ষত্রিয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ক্ষত্রিয় জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ বালক
উপনয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ বালকই থাকে; তাহার আহার
বিহারাদি ব্রাহ্মণের সঙ্গেই হয় ব্যবহারে ব্রাহ্মণ বালক উপনয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও
ব্রাহ্মণ বালকই থাকে; আবার উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া বেদ অধ্যয়ন
না করিলে দ্বিজ সন্তান শূদ্র সমাচারী হয়, অর্থাৎ শূদ্রের ন্যায় দ্বিজকার্য্য হইতে
বঞ্চিত থাকে কিন্তু সে শূদ্রজাতিত্ব প্রাপ্ত হয় না। বেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপালনই
ইহার কারণ। যেমন রজঃস্বলা স্ত্রী প্রথম তিনরাত্রি চণ্ডালী, রজকী ইত্যাদি

তুল্য হয় বাস্তবিক চণ্ডাল জাতিত্ব বা রজক জাতিত্ব প্রাপ্ত হয় না তেমনি দ্বিজসন্তানগণ ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হইলে বর্ণ বা জাতি বহি [illegible] হয় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী বর্ম্মা।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

কায়স্থোপনয়ন—বিগত ৮ই বৈশাখ সোমবার নড়াইল হাটবাড়িয়ার জমিদার [illegible] শ্রীশ্রী৺ঠাকুর বাড়ীর নাটমন্দিরে এক বিরাট উপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপিত হয়; [illegible] কেন্দ্রে কায়স্থাচার্য্য পূজনীয় শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয় আচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত রামলাল শিরোমণি প্রমূখ পুরোহিত মহাশয়গণ তন্ত্রধারকাদির কার্য্যে [illegible] ছিলেন। দক্ষিণ রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ সম্ভ্রান্ত ৬২ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রা[illegible] শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়া সাবিত্রীমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

যাঁহাদের ঐকান্তিক উদ্যোগে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে এই কেন্দ্র ও সংস্কারকা[illegible] সুসম্পন্ন হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতি[illegible] প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী [illegible] শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত, পণ্ডিত গোপাল চন্দ্র কবিকুসুম, বাগ্মী সরলচন্দ্র [illegible] বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী, প্রচারক মাখনলাল ধর বর্ম্মা, যজ্ঞেশ্বর মিত্র বর্ম্মা, ভূধর[illegible] ঘোষ বর্ম্মা 'কুলভাস্কর' কেদারনাথ দেববর্ম্মা এবং জমিদার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র[illegible] দত্ত রায় ও তদীয় সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত শশিকুমার বসু প্রভৃতি মহা[illegible] দিগের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। ইহাদিগের সুবন্দোবস্তে অতি সুশৃঙ্খ[illegible] সহিত এই কার্য্য সম্পাদিত হওয়ায় ইঁহারা কায়স্থসমাজের নিকট চিরধন্যবাদার্হ[illegible]

১, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ রায়, ২, জ্ঞানরঞ্জন ঘোষ রায়, ৩, সা[illegible] রঞ্জন ঘোষ রায়, ৪, গিরিজারঞ্জন ঘোষ রায়, ৫। চিত্তরঞ্জন ঘোষ রায়, [illegible] বিনয়ভূষণ ঘোষ রায়, ৭, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ৮, শচীন্দ্রনাথ ঘোষ, ৯, [illegible] ভূষণ বসু, ১০, অনুকূলচন্দ্র বসু, ১১, কিশোরীলাল বসু, ১২, বিমলে[illegible] নাথ বসু, ১৩, অমলেন্দ্রনাথ বসু, ১৪, নৃপেন্দ্রকুমার বসু, ১৫, শৈলে[illegible] কুমার বসু ১৬, ভূপেন্দ্রকুমার বসু, ১৭, দীরেন্দ্রকুমার বসু, ১৮, ধী[illegible]

কুমার বসু, ১৯, ফণীন্দ্রকুমার বসু, ২০, হরিপদ বসু, ২১, রামেন্দ্রনাথ বসু, ২২, ধীরেন্দ্রনাথ বসু, ২৩, বিজেন্দ্রনাথ বসু, ২৪, দেবেন্দ্রনাথ বসু, ২৫, রাধিকাপ্রসাদ বসু, ২৬, কমলকৃষ্ণ বসু, ২৭, বিনয়কৃষ্ণ বসু, ২৮, সুধাংশু-শেখর বসু, ২৯, ইন্দুভূষণ মিত্র, ৩০, সুধীরকুমার দত্ত, ৩১, সুরেন্দ্রনাথ দাস, ৩২, পঞ্চানন দাস, ৩৩, নিশিকান্ত দাস সর্ব্ব সাকিন আউরিয়া, ৩৪, শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন ঘোষ, ৩৫, সুধাংশুভূষণ ঘোষ, ৩৬, সুধাংশুশেখর ঘোষ, ৩৭, অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৩৮, শ্যামলাল বসু, ৩৯, সুধীরচন্দ্র বসু, ৪০, ক্ষিতীশচন্দ্র বসু, ৪১, নরেন্দ্রনাথ বসু, ৪২, প্রফুল্লকুমার বসু, সর্ব্বসাকিন তত্রবিলা। ৪৩, শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর মিত্র, সাং কলোড়া, ৪৪, শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ বসু, ৪৫, উপেন্দ্রনাথ বসু, সাং উজিরপুর। ৪৬, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র বসু রায়চৌধুরী, ৪৭, লালমোহন বসু, ৪৮, প্রভাসচন্দ্র রায়, সর্ব্বসাকিন কাশীয়াড়া। ৪৯, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সাং বারাসিয়া। ৫০, শ্রীযুক্ত জানকী নাথ ঘোষ সাং খোপাদহ। ৫১, শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী বসু সাং সরসপুর। ৫২, শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ, সাং দিঘলিয়া। ৫৩, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বসু সাং বাশগ্রাম। ৫৪। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সোম, ৫৫, সুশীলচন্দ্র সোম সাং বায়পাশা। ৫৬, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দেব সাং বিছালি। ৫৭। শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ, সাং কুলবদিনা। ৫৮, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সরকার, সাং সাধুহাটী। ৫৯, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, ৬০, যতীন্দ্রনাথ বসু, ৬১. জীবনকৃষ্ণ সেন, ৬২, ইন্দুভূষণ সেন সাকিন সিঙ্গা।

২। ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ।—বিগত ২৬শে বৈশাখ শুক্রবার দিনাজপুরাধি-মহারাজ বাহাদুরের জ্ঞাতি খুল্লতাত স্বর্গীয় হরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রায়বর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ গিরীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রায়বর্ম্মার শুভোদ্বাহ কাটোয়া ইসলামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দপদ সিংহ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী স্নেহলতা দেবীর সহিত যথারীতি ক্ষত্রাচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

৩। ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ।—বিগত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার ফরিদপুর জিলান্তর্গত বাইশরশী নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র গুহবর্ম্মার সহিত বাঙ্কব-দৌলতপুর নিবাসী কায়স্থ 'কুলভাস্কর' শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মার ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী সুবর্ণপ্রভা দেবীর

বিবাহ এবং উক্ত তারিখে যশোহর জিলান্তর্গত বারাসিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ রাহা বর্ম্মা মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ রাহাবর্ম্মা শুভ বিবাহ যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

৪। কায়স্থোপনয়ন।—ভাঙ্গা "আর্য্য-কায়স্থ-সভার" উদ্যোগে শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা প্রচারক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে বিগত ৬ই আষাঢ় ফরিদপুর জিলান্তর্গত ভাষড়া গ্রামে স্বর্গীয় জগৎচন্দ্র দাষ মহাশয়ের বাটীতে একটী বেদ হইয়া অত্রত্য পঞ্চদশ জন কায়স্থের ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছে। দোলকুণ্ডী নিবাসী শ্রীযুক্ত হরলাল ভট্টাচার্য্য শিরোমণি মহাশয় (ইনি ঋষিকল্প মহামহোপাধ্যায় প্রতিম স্বর্গীয় কালীকান্ত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পৌত্র) এই কেন্দ্রে আচার্য্যের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। কেন্দ্রস্থ দৌলতপুর নিবাসী "কায়স্থ-কুলভাস্কর" শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত হরকুমার দত্তবর্ম্মা এবং দোলকুণ্ডী চারিরসা ও উত্তর ভাষড়া নিবাসী কতিপয় উৎসাহী কায়স্থ উপস্থিত থাকিয়া উপনীতদিগের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছেন।

উপবীতীগণের নাম :—

১। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন দাষ, ২। প্রকাশচন্দ্র দাষ, ৩। বামিনী কান্ত ঘোষ, ৪। জিতেন্দ্রমোহন গুহ, ৫। কামিনীকুমার গুহ, ৬। নি কান্ত গুহ, ৭। জগদীশচন্দ্র ঘোষ, ৮। যজ্ঞেশ্বর দাষ, ৯। মুকুন্দলাল ১০। বিজয়চন্দ্র দাষ, ১১। অন্নদাচরণ দাষ, ১২। অমূল্যচন্দ্র ঘো ১৩। প্রভাতচন্দ্র বিশ্বাস, ১৪। কিরণচন্দ্র দাষ, ১৫। মনোরঞ্জন ঘো সর্ব্বসাকিন দক্ষিণ ভাষড়া।

৫। কায়স্থোপনয়ন।—ভাঙ্গার "আর্য্য-কায়স্থ-সভার" সুযোগ্য সম্পা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুহবর্ম্মা বিপিনবিহারী ঘোষবর্ম্মা দিনেশচন্দ্র ঘোষ রায় বসন্তকুমার বসু রায়বর্ম্মা। দীননাথ মিত্রবর্ম্মা শাস্ত্রী প্রভৃতি উদ্যোগী যা দিগের বিশেষ চেষ্টায় এবং প্রচারক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে বিগত ১৫ই সোমবার ফরিদপুর জিলান্তর্গত ছাগলদা গ্রামে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দেব মহাশয়ের আলয়ে এক কেন্দ্র হয়। এই কেন্দ্রে ব্রাহ্মণাদি নিবাসী কালীপ্রসন্ন দেবশর্ম্মণ মজুমদার মহাশয়ের আচার্য্য এবং প্রাণপুর যাদবচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের তন্ত্রধারকত্বে নিম্নলিখিত চতুর্বিংশতি কায়স্থ ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্ত যথারীতি উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র ঘোষ মজুমদার, ২। নগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ মজুমদার, ৩। সতীশচন্দ্র ঘোষ মজুমদার, ৪। লোকনাথ ঘোষ, ৫। বরদাকান্ত বসু, ৬। মণীন্দ্রমোহন বসু, ৭। অমৃতলাল গুহ, ৮। যোগেশচন্দ্র বিশ্বাস, ৯। ক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস, ১০। নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ১১। রমণীমোহন বিশ্বাস, ১২। গোপালচন্দ্র দেব, ১৩। অমূল্যপ্রসাদ নন্দী, ১৪। গিরিজাপ্রসাদ নন্দী সর্ব্বসাকিন ছাগলদী। ১৫। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বিশ্বাস, ১৬। কিশোরীমোহন বিশ্বাস, ১৭। বিনোদবিহারী বিশ্বাস, সর্ব্বসাকিন কল্যাণপট্টী। ১৮। শ্রীযুক্ত ভূপতিমোহন বিশ্বাস সাং খলিসপট্টী। ১৯। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ, ২০। নকুলেশ্বর গুহ, ২১। কেদারনাথ গুহ, সর্ব্বসাকিন আগুলদিয়া। ২২। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দত্ত, সাং জগদীয়া ২৩। সুরেশচন্দ্র মিত্র সাং গুড়দিয়া, ২৪। নীরদকৃষ্ণ ঘোষ সাং সাড়ুকাদিয়া।

৬। ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ।—বিগত ১০ই আষাঢ় বুধবার ফরিদপুর জিলান্তর্গত ছোট ভাকুলা নিবাসী স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের আদ্যকৃত্য তদীয় সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশ দিবসে সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ বহু ব্রাহ্মণ উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়া কৃতীকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আচার্য্য অগ্রদানী প্রভৃতি শ্রেণীর বহু ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া দানাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ৭।৮ খানি গ্রামের উপবীতী অনুপবীতী কায়স্থ ভদ্রলোক এবং অন্যান্য জাতীয় লোক ও বহুসংখ্যক দুঃখী কাঙ্গালী সহ সহস্রাধিক ব্যক্তিকে পরিতোষের সহিত ভোজন করান হইয়াছে।

শ্রীশ বাবু এবং তাঁহার আত্মীয় শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয়ের আদর আপ্যায়নে সকলেই বিশেষরূপে পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। চতুষ্পার্শ্বে কায়স্থ বিদ্বেষী সমাজ থাকা সত্ত্বেও শ্রীশ বাবু তজ্জন্য অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া ত্রয়োদশাহে পিতৃশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং সৎসাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সমাজের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই প্রকার দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়।

৭। কায়স্থোপনয়ন।—বিগত ২৪শে আষাঢ় তারিখে কলিকাতায় ঢাকা

জিলান্তর্গত মাণিকগঞ্জ মহকুমার শ্রীবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বসু মজুমদার (অত্রপুরের জমিদার) এবং শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত রায় মহাশয়ের (২৪।১ এ, মহেন্দ্র গোস্বামীর লেনস্থিত) ভবনে পূজনীয় শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাবু বসু মহাশয়ের আচার্য্যত্বে উক্ত অশ্বিনী বাবু এবং বারবঙ্গের প্রধান ডাক্তার শ্রীযুক্ত মনমোহন দত্তরায়বর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দত্তরায় ও জমিদার শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বসু মজুমদার মহাশয়ের পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত সত্যকুমার বসু মজুমদার, শ্রীযুক্ত নিত্যকুমার বসু মজুমদার মহাশয়গণ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচারে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। অনিবার্য্য কারণে স্থানান্তরে থাকা বশতঃ একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বীরেশ্বর বাবু এই তারিখে উপনয়ন গ্রহণ করিতে পারেন নাই আমরা আশা করি তিনি অচিরকাল মধ্যে স্বীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া স্বজাতির উন্নতি বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

মাণিকগঞ্জবাসী কায়স্থ মহোদয়গণ গভীর নিদ্রা হইতে একবার গাত্রোত্থান করুন এই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

৮। বিগত ২৯শে আষাঢ় শুক্রবার মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত হিলোড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ঘোষ হাজরা মহাশয় কাঞ্চনতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য তর্কলঙ্কার মহাশয়ের আচার্য্যত্বে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি হিলোড়া গ্রাম নিবাসী কায়স্থবৃন্দ সত্বর উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়া কায়স্থের মুখোজ্জ্বল করিবেন।

৯। আমরা অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে বড়গাছিয়া (হুগলী) নিবাসী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষবর্ম্মার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী লীলাবতী ঘোষ বিগত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার দিবস ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। দেহত্যাগকালে তিনি মাত্র সপ্তদশ বর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন। কায়স্থগণ যে 'ক্ষত্রিয়' এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। এই বিষয় তিনি সর্ব্বদাই উক্ত ঘোষ মহাশয়ের সহিত আলাপ করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত্র সুধাও তিনি একটু একটু পান করিতেছিলেন এই সময়ই তাহার জীবনান্ত ঘটিয়াছে। শ্রীভগবান্ সমীপে তাহার মৃতাত্মার সদ্গতি এবং শোকসন্তপ্ত পতি ও পুত্রকন্যাগণের সান্ত্বনার জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

সম্পাদক

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক পত্রিকা।

...শ খণ্ড { ভাদ্র মাস ১৩২৬ সাল। } ৫ম সংখ্যা

স্বরূপজ্ঞান ও স্বার্থপরতা।

(শাস্ত্রের উপদেশ)

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম দেবের উক্তিতে দেখা যায়, তিনি কহিয়াছেন—

"প্রজ্ঞয়া মানসং দুঃখং হন্যাৎ শারীরমৌষধৈঃ।
ন শোচন্তি কৃত প্রজ্ঞাঃ পশ্যন্ত পরমাং গতিং॥"

প্রজ্ঞা দ্বারা মানসিক ব্যাধি, অর্থাৎ শোক, মোহ, কাম, ক্রোধাদি বিনাশ করিবে এবং ঔষধের দ্বারা শারীরিক ব্যাধির প্রশমন করিবে। যাঁহারা কৃতপ্রজ্ঞ, যাঁহাদিগের বিবেকজ জ্ঞান সুদৃঢ় হইয়াছে, তাঁহারা সাংসারিক ক্লেশজনক ঘটনায় অভিভূত হইয়া কিছুতেই শোক করেন না।

পরি উক্ত সান্ত্বনা বাক্যদ্বারা যদিও কিঞ্চিৎ পরিমাণে শান্তি পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু একপ্রকার শূন্যাকার ভাব মানসক্ষেত্র হইতে তিরোহিত হয় না। কখন মনে হয় যে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করি, আবার হৃদয় মধ্যে চিন্তা হইতে থাকে, পরিত্যাগ করিলেই বা কি হইবে, যে স্থানেই থাকিব জঠরের জ্বালা সকল স্থানেই সমভাবে থাকিবে। ইহাকে নিবারণ করিতে না পারিলে কিছুরই নিবৃত্তি হইবে না। এতদ্রূপ সংখ্যাতীত চিন্তা মনোমধ্যে উদয় ও বিলীন হইতে থাকে। সংসার আর পূর্ব্বের মত আনন্দজনক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। এক্ষণে

আর সে ভাব নাই, বিলক্ষণ ভাবান্তর হইয়াছে। কিন্তু ইহা অতি সহ
স্পষ্টভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায় যে, পৃথিবীর যে ভাব, সেই ভাবই
সংসারেও কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই; তবে এক্ষণে আমার মনের ভা
প্রকার হইয়াছে। আমি বুঝিতেছি যে, এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারে সৃষ্টিরূপিণী
লীলা কোনরূপে বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা যে ঘোর
বিমোহিত হইয়া বিক্রীতের ন্যায় নিরন্তর আপদ সাগরে নিমগ্ন হইতেছি,
হুতাশনে দগ্ধ হইতেছি, বহু ক্লেশরাশি ভোগ করিতেছি এবং দিন দিন
আমাদিগের নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।
মোহ বশতঃ মায়াপাশে আবদ্ধ হইয়া দুঃখময় সংসারকে সুখের আগা
মনে করিয়া থাকি।

"অয়ম বিচারিত চারুতয়া সংসারো ভাতি রমণীয়ঃ।
অত্র পুনঃ পরমার্থ দৃশাং কিমপি ন সারো রমণীয়ঃ॥"

শান্তি শতক

অবিবেকী ব্যক্তিদিগের সদসদ্বিবেচনা শক্তি না থাকা প্রযুক্তই এ
তাহাদিগের পক্ষে রমণীয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যাঁহারা পরমার্থ
সদসদ্বিবেচনা করিতে সমর্থবান, তাঁহারা এই সংসারের কিছুই সারবান্
বোধ করেন না।

পূর্ব্বাবস্থার সহিত তুলনা করিলে উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায়, যে
মানবগণ আপনাকে দিয়া পরীক্ষা না করে, অর্থাৎ নিজে দুঃখ না পায়,
শোক না পায় এবং নিজে দরিদ্রাবস্থায় না পড়ে, তাবৎ তাহাদিগের
অন্ধকার কাটে না। শ্রবণ বা দর্শন দ্বারা ততোধিক গাঢ়ভাব মনে
পারে না, যেরূপ নিজের ভোগাভোগ দ্বারা হয়। যে মনুষ্য যে অবস্থা
কালেই পতিত হন নাই, তিনি কখনই সে অবস্থার সম্যক্ জ্ঞান লাভ
পারেন না। যে যেমন মনুষ্য তাহার তেমন সকলই আছে সত্য, কি
এই যে, যিনি যে অবস্থায় ঠেকিয়াছেন, তিনি সে অবস্থার মর্ম্ম
বুঝিয়াছেন। বন্ধ্যা নারী মহাচেষ্টা করিলেও কখন সন্তানের
পারে না। যে নারীর সন্তান বিয়োগ হইয়াছে, তিনিই জানিতে প
শোকের বেগ কি ভয়ানক। যে তরুণীর স্বামীবিয়োগ হইয়াছে তিনিই

...িতে পারেন যে বৈধব্যযন্ত্রণা কি দারুণ কষ্টদায়ক। এইরূপ যাঁহারা যে
...য়ের ভুক্তভোগী, তাঁহারা সে বিষয় যেমন বুঝিতে পারেন, অন্য ব্যক্তি কখনই
...া পারে না। প্রতিবাসীর গৃহে যদ্যপি আমরা কোন ব্যক্তির আসন্নকাল
...হিত দর্শন করি, তাহা হইলে আমাদিগের মনের মধ্যে দুঃখের বেগাবির্ভাব
... বটে, কিন্তু যাহার পুত্রের বা যাহার পিতার বা যাহার পতির কিংবা যাহার
...র আসন্নদশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মনোবেগের সহিত তুলনা করিলে
...হয় সহস্রাংশের একাংশ হওয়াও সুকঠিন। ইহার কারণ কেবল নিজের
...ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহার অনিষ্টে যাঁহার স্বার্থের অনিষ্ট হয়, তাহারই
...বা কষ্টের পরিমাণ অধিক এবং যাহার স্বার্থের পরিমাণ অল্প, তাহার দুঃখের
...ও অল্প। এ জগতে এক স্বার্থই প্রধান বস্তু। পরিজনবর্গের মধ্যেও
...র বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। ধনবান্ ভ্রাতুষ্পুত্র নির্ধন খুল্লতাতকে, ধনী
...গরীব ভ্রাতাকে, জ্যেষ্ঠতাত কনিষ্ঠ সহোদরের নাবালক পুত্রদিগকে দর্শন
...তে বা তাহাদিগের সংবাদ লইতেও কষ্ট অনুভব করে,—অর্থসাহায্য ত
... কথা। নির্ধনের পক্ষে ধনবান্ ও প্রবল পরাক্রান্ত জ্ঞাতিগণ কিরূপ ভীষণ
...এবং কিরূপ হন্তারক, তাহা এই নির্ধন লিপিকরের অবিদিত নাই। এ জন
...ভুক্তভোগী। হিন্দুঋষিরা বলিয়াছেন "যাহার জ্ঞাতি আছে তাহার আর
... প্রয়োজন নাই।" সংস্কৃত গ্রন্থ "মোহমুদ্গারের" ৮ম শ্লোকের অর্থ এই—
... মনুষ্য ধনোপার্জ্জনে সমর্থ থাকে, তাবৎ তাহার পরিবারবর্গ অনুরক্ত থাকে।
...হার দেহ যখন জরা দ্বারা জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন কেহই একটী বাক্যের
...ও সম্বোধন করে না।

...স্ত্রের নীতি উপদেশ বড়ই মনোরম, শান্তিপ্রদ, ফলদায়ক ও অশেষ
...। কিন্তু ধন প্রমত্ত অসার নরদেহধারিগণ মদমত্ততায় সুখের সংসারে
...বিধ অনর্থ ঘটাইতেছে। হে ধনৈশ্বর্য্য! দূর হইতে তোমাকে নমস্কার
...। তুমি যাহার উপর আধিপত্য কর, সে ব্যক্তি পশু অপেক্ষাও অধম ও
... হইয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা, বিদ্যাবিনোদ, কবিরত্ন,
কোন্নগর।

জ্ঞান।

(শাস্ত্র সঙ্কলিত)

—•—

শাস্ত্রকারগণ কহিয়াছেন—জ্ঞান দুই প্রকার, সাধ্য ও সিদ্ধ। যাহা বিমোহিত জ্ঞান তাহা সাধ্য এবং যাহা বিশুদ্ধ মুক্তিদায়ক জ্ঞান তাহা সি

সাধ্য জ্ঞানটী ভ্রান্তিসঙ্কুল, এবং সিদ্ধ জ্ঞান অভ্রান্ত। ভ্রান্তিসঙ্কুল সাধ্য জ্ঞা আছে বলিয়া উহা কর্ম্মমূলক ; আর অভ্রান্ত সিদ্ধজ্ঞানে ক্রিয়া নাই বলি নিষ্ক্রিয় কেবলমাত্র বিশুদ্ধ মুক্তিদায়ক জ্ঞান। এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে ক্রি কর্ম্মজ্ঞানের সহিত নিষ্ক্রিয়কর্ম্ম বিবর্জ্জিত জ্ঞানের প্রভেদ কিরূপ নিষ্ক্রিয়, স সিদ্ধজ্ঞান কেবল বস্তুর স্বরূপ ও প্রমাণ সাপেক্ষ ; তাহা লাভ করিবা কোন প্রকার ক্রিয়া অপেক্ষা করে না। কিন্তু সাধ্যজ্ঞান ক্রিয়ার অ এজন্য উহা কর্ম্মমূলক। মনে করুন "ধ্যান করা" এক প্রকার মানসি ধ্যান করিতে গেলে, উহাতে জ্ঞান এবং ক্রিয়া উভয়েরই আবশ্য সুতরাং উহাকে কর্ম্মবর্জ্জিত বলা যায় না। এজন্য উহা সাধ্য এবং ক্রিয়া দ্বারা সম্পাদিত হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞান মানসিক ক্রিয়া নহে কেবল মাত্র বস্তুর স্বরূপ সাপেক্ষ। যে বস্তু যাহা, সেই বস্তুকে জ্ঞান হওয়ার নামই বিশুদ্ধ জ্ঞান। যেরূপ মনুষ্যকে মনুষ্য জ্ঞান করা জ্ঞান ; গোজ্ঞান করাই স্বরূপ জ্ঞান নহে। পুরুষ ইচ্ছা করিলে যে করিতেও পারে, না করিতেও পারে, অথবা অপর কোনরূপ জ্ঞান পারে ; অর্থাৎ যাবৎ পুরুষের ভ্রম বর্ত্তমান থাকে, তাবৎ তাহার যে সেইমত জ্ঞান করিতে পারে ; ইহাই পুরুষের ইচ্ছাধীন জন্য কর্ম্মমূ জ্ঞান। সেরূপ জ্ঞানে পুরুষের দোষ হয় না, কারণ ভ্রমাত্মক জ্ঞানের তাই। কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞান পুরুষের ইচ্ছাধীন নহে ; উহা কেবল বা সাপেক্ষ। প্রমাণ প্রয়োগ মাত্রেই উহা আপনি প্রস্ফুরিত হয়। এরূপ বলিতে পারেন না যে ইহা এরূপ নহে। অর্থাৎ মনুষ্যেতে হইলে, পুরুষ তাহার অন্যথা করিতে পারেন না। যদি করিতে হইলে দূষিত হইয়া পড়েন ; যেহেতু ভ্রম জ্ঞানেই পদার্পণ করা হয়।

ক্রিয়াযুক্ত সাধ্যজ্ঞানের সহিত নিষ্ক্রিয় সিদ্ধজ্ঞানের বিলক্ষণ পার্থক্য আছে। সাধ্যজ্ঞানও ইচ্ছা ক্রিয়ার অধীন ; এবং সিদ্ধ-জ্ঞান স্বয়ং স্বাধীন। সাধ্যজ্ঞান ক্রিয়াধীন বলিয়া কর্ম্মমূলক এবং সাধনার যোগ্য। অর্থাৎ সাধনার দ্বারা বিশুদ্ধ করিতে হয় ; এ জন্য ঐ সাধনের নাম জ্ঞানসাধন। বিশুদ্ধ মুক্তিদায়ক জ্ঞানের আর কোনরূপ সাধন নাই, উহা স্বয়ং সিদ্ধ।

নিগমে দেখিতে পাওয়া যায় :—

"জ্ঞানঞ্চ দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং দুর্জ্ঞেয়ং মনসা অপি।
জ্ঞানং পরমতত্ত্বাখ্যং জ্ঞানং জ্ঞেয়ার্থ সাধনং ॥
অন্যদ্বিভ্রান্তি বিষয়ং জ্ঞানং সাধারণং মতং ॥"

নিগম।

কুলার্ণব তন্ত্রেও লিখিত আছে—

"আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধাজ্ঞানং প্রচক্ষতে।
শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেক জম্ ॥"

কুলার্ণব তন্ত্র।

ইহা হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, জ্ঞান দুই প্রকার। পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান ও পদার্থতত্ত্বজ্ঞান। এই জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যে প্রথম পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান মনোদ্বারাও দুর্জ্ঞেয়। যাহাদ্বারা জগতের পদার্থ সমুদয়ের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায় তাহা সাধারণ জ্ঞান বা ভ্রান্তি জ্ঞান বলিয়া বিখ্যাত। এই জ্ঞান দুইপ্রকারে উৎপন্ন। আগমোৎপন্ন ও বিবেকোৎপন্ন। আগমোৎপন্ন জ্ঞানকে শব্দব্রহ্মময় জ্ঞান বলা যায়। যেহেতু উহা আগম অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা উৎপন্ন হয়। বিবেক জন্য যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে পরব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান কহে। শাস্ত্রে আরও দেখা যায় :—

"জ্ঞানঞ্চ দ্বিবিধঞ্চৈব ভেদাভেদবিভেদতঃ।
ভেদজ্ঞানেন যৎকার্য্যং পুণ্যং পাপং যুগে যুগে ॥
অভেদ জ্ঞানমাত্রেণ পূর্ব্ব কর্ম্ম প্রদহ্যতে।
অপরঞ্চ ন ভূয়েত অভেদী মুক্তিতাং ব্রজেৎ ॥

নিগম

জ্ঞান দুই প্রকার। ভেদজ্ঞান ও অভেদ জ্ঞান। ভেদজ্ঞান দ্বারা যুগে যুগে পাপপুণ্যরূপ ফলভোগ করিতে হয়। আর, অভেদ জ্ঞান দ্বারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সকল দগ্ধ হইয়া যায়, এবং ব্রহ্মতন্ময়তা হেতু মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়।

বাহুল্য ভয়ে ও অনাবশ্যক বিবেচনায় সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল না। পাঠকগণের গোচরার্থে বেদান্ত দর্শনের শঙ্কর ভাষ্য—"নমুজ্ঞানং নাম মানসী ক্রিয়া, ন বৈলক্ষণ্যাৎ * * * * জ্ঞানস্য মংক্রৈলক্ষণ্যম্॥" পর্য্যন্ত দেখিতে অনুরোধ করি। ভাষ্যটী দীর্ঘ বিধায় এখানে আর উদ্ধৃত করা হইল না। উহার তাৎপর্য্য বা অর্থ এই যে,—জ্ঞানকে মানসিক ক্রিয়া বলা যায় না। যেহেতু জ্ঞানের সহিত ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য আছে। ক্রিয়া বস্তুর স্বরূপ অপেক্ষা করে না; উহা কেবল মানস ব্যাপারের অধীন বিধিকেই অপেক্ষা করে। সন্ধ্যার ধ্যান করিবে, কিন্তু মনে কর, বিধি আছে যে ধ্যান করা বা চিন্তা করাকে জ্ঞান বলেনা। উহা ক্রিয়া মাত্র। কারণ, উহা পুরুষের চিত্ত ব্যাপারের অধীন। পুরুষ ইচ্ছা করিলে উহা করিতেও পারে বা না করিতেও পারে, কিংবা পুরুষের নিজ ইচ্ছামত অন্য প্রকারও করিতে পারে কিন্তু জ্ঞানেতে ইচ্ছা চলে না। কিন্তু জ্ঞান কখনই ইচ্ছার অধীন নহে। উহা কেবল বস্তুর স্বরূপ সাপেক্ষ এবং প্রমাণ জন্য অর্থাৎ—যে বস্তু যাহা, সেই বস্তুকে তৎস্বরূপ জ্ঞাত হওয়ার নামই জ্ঞান। উহাতে পুরুষের ইচ্ছার অপেক্ষা থাকে না। পুরুষ যদি বলেন যে, এ বস্তুকে আমি এরূপ জ্ঞান করিব না, অর্থাৎ মনুষ্যকে মনুষ্য বলিব না, এরূপ করিলে মনুষ্যকে মনুষ্য জ্ঞান হইতে অন্তর করা হইল না, কেবল পুরুষের ইচ্ছাধীন ক্রিয়া করা হইল মাত্র। প্রমাণিত মনুষ্যে, মনুষ্য জ্ঞানের বোধ হইল না, সুতরাং জ্ঞান মানসিক ক্রিয়ায় বিশিষ্ট রূপ ভেদ বাদ আছে। শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হয় এবারে এই অংশটুকু মাত্র প্রেরিত হইল। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আরও কিছু লিখিবার বাসনা রহিল।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ, কাব্যরত্নাকর।

কায়স্থের আভিজাত্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শ্রাবণ সংখ্যা ১৮৬ পৃষ্ঠা হইতে)

জন্মনা জায়তে শূদ্র সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে॥
বেদভ্যাসে ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্মজানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

এই প্রচলিত শ্লোক দ্বারা দেখা যায় যে, "সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে" এই বচনের সংস্কারৈ এই বহু বচনান্ত শব্দ আছে; ইহা দ্বারা দুইটির অধিক সংস্কার বুঝাইতেছে। সুতরাং গর্ভাধানাদি দশ সংস্কারের মধ্যে দ্বিজ সন্তান যদি তিনটী সংস্কারে সংস্কৃত হয় তাহা হইলেও তাহাকে দ্বিজ বলিতে হয়। এই সকল কারণে স্বীকার করিতে হয় যে, ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ব্রাত্যত্ব নিবন্ধন ক্ষত্রিয় বর্ণ বা ক্ষত্রিয় জাতি হইতে বিচ্যুত হয় নাই পূর্ব্বেও দেখান হইয়াছে যে ব্রাত্যত্ব একটী উপপাতক মাত্র—ব্রাত্যত্ব নিবন্ধন জাতিচ্যুতি ঘটিতে পারে না। সুতরাং ব্রাত্য ক্ষত্রিয় যখন শাস্ত্রমতে ক্ষত্রিয় জাতির অন্তর্ভুক্ত তখন তাহার সবর্ণাস্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইবে ইহা সুনিশ্চিত এবং শাস্ত্র সম্মত। এইজন্যই মহাত্মা মাধবাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিনিবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, একত্র সমবেত জাতির অন্যত্র সংজ্ঞা হয় না। ক্ষত্রিয় যতই আচারভ্রষ্ট, যতই সংস্কারহীন হউক তাহার ক্ষত্রিয় জাতিত্ব বিচ্যুতি ঘটে না। সুতরাং ক্ষত্রিয় ও ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের জন্মগত কোন পার্থক্য নাই—সংস্কারগত পার্থক্যই আছে। পূজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়বাবু যদি ক্ষত্রিয় সন্তানকে আভিজাত্য সম্পন্ন বলেন, তবে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তানকে আভিজাত্য সম্পন্ন বলিবেন না কেন?

গীতার বক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাহার বংশীয়গণ ব্রাত্য ছিলেন—মহাভারতে তাহার উল্লেখ আছে। পার্থ শ্রীকৃষ্ণের আদেশ মত সাত্যকির রক্ষা জন্য অন্যায় পূর্ব্বক ভূরিশ্রবার হস্তচ্ছেদন করিলে ভূরিশ্রবা পার্থকে বলিয়াছিলেন :—

ব্রাত্যাঃসংশ্লিষ্ট কর্ম্মাণঃ প্রকৃত্যৈব চ গর্হিতাঃ।
বৃষ্ণ্যন্ধকাঃ কথং পার্থ প্রমাণং ভবতা কৃতা॥

১৫।১৪১ দ্রোণপর্ব্ব।

শ্রীকৃষ্ণ যে বৃষ্ণিকুলে জাত মহাভারতে তাহারও উল্লেখ আছে :—

যোহয়ং বৃষ্ণিকুলে জাতো ইত্যাদি।

২৩।৩৭ সভাপর্ব্ব।

এই ব্রাত্যতা নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণ কি কোন বর্ণের অন্তর্গত ছিলেন না? না তৎকালের ক্ষত্রিয় অপেক্ষা তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি, বর্ণ বা জাতি গৌরব কম ছিল? আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই যে, অনেক গণ্যমান্য ক্ষত্রিয় বৃষ্ণিকুলে কন্যাদান করিয়াছিলেন। মৈত্র মহাশয় কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আভিজাত্য সম্পন্ন বলিবেন না?

কোষকারগণ যখন কায়স্থকে করণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তখন শাস্ত্রে অবশ্যই প্রমাণ আছে, যাহাতে কায়স্থকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় করণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ব কায়স্থ-পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছি।

স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে মনুই প্রাচীন এবং মনুর আসন অতি উচ্চে অবস্থিত। বৃহস্পতি বলেন—মন্বর্থ বিপরিতা যা সা স্মৃতির্ণ প্রশস্যতে। কুল্লুকভট্টও মনুর টীকায় এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন মনুর মধ্যে আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের, এবং কতকগুলি সঙ্কর বর্ণের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই সকল সঙ্কর বর্ণের মধ্যে অনন্তরজ সন্তানগণের কোন নামকরণ বা সংজ্ঞা মনুর মধ্যে নাই। যাজ্ঞবল্ক্য এই সকল সন্তানের (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াতে জাত) মূর্দ্ধাব সিক্ত (ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাজাত) মাহিষ্য এবং (বৈশ্য ও শূদ্রাজাত) করণ এই সংজ্ঞা দান করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্যের সময় অন্তরজ সন্তানগণ ঐ ঐ নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু মনুর সময়ে ঐ সকল সংজ্ঞার উৎপত্তি হয় নাই বা ঐ সকল অন্তরজ সন্তান ঐ নামে পরিচিত ছিল না, থাকিলে মনু তাহাদের ঐ নাম করণ করিতেন। মনু তাহাদিগকে কেবল পিতৃ সদৃশ জাতি এবং দ্বিজ বলিয়াছেন। মনু নিখিল জাতিকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। মনুর মতে বহুতর জাতি নাই। যাবতীয় জাতি চারিবর্ণের বা জাতির অন্তর্গত।

ব্রাহ্মণঃ, ক্ষত্রিয়ো, বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥

৪।১০ মনু।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিনটী বর্ণ দ্বিজাতি, চতুর্থ জাতি শূদ্র। পঞ্চম কোন বর্ণ বা জাতি নাই। এখানে শ্লোকে জাতি বা বর্ণ একার্থবোধক; কারণ তাহা না হইলে চতুর্থ শব্দের সার্থকতা লক্ষিত হয় না এবং পূর্ব্বে তিনটী জাতির কথা না বলিলে চতুর্থ জাতি এ কথা বলা যাইতে পারে না। সমগ্র জাতি কি মৌলিক কি সঙ্কর, সকল জাতিকেই মূল চারিজাতির অন্তর্গত বলিয়াছেন। এজন্য মনু শাস্ত্রবক্তে জাতি নির্ণায়ক দুইটী শ্লোক সন্নিবেশিত করিয়াছেন :—

স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্ম্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥

৬।১০ মনু।

এই শ্লোকের "অনন্তর জাতাসু" অর্থে কুল্লুক ভট্ট বলিয়াছেন "আনু-লোম্যেনা ব্যবহিত বর্ণ জাতীয়াসু ভার্য্যাসু যথা ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়াং ক্ষত্রিয়েন বৈশ্যায়াং, বৈশ্যেন শূদ্রায়াং" এইরূপ অর্থ হইবে। সুতরাং এই শ্লোক অনুসারে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াস্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাস্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান এবং বৈশ্যের শূদ্রাস্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান, এই তিন সন্তান পিতার সদৃশ-জাতি। কিন্তু ইহাদের কাহারও কোন নামকরণ হইয়াছে কিনা মনুতে দেখা যায় না। যাজ্ঞবল্ক্যের সময়ে ইহাদের নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী বর্ম্মা।

ছাতা এবং জুতার জন্ম।

জয়তু জয়তু দেবো দেবকীনন্দ নোঽয়ং
জয়তু জয়তু কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তু জয়তু মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তু জয়তু পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ॥

বিষয় বড়ই হউক আর ছোট হউক, তাহা বলিবার আগে ভগবানের [illegible] স্মরণ করা এ দেশের চিরন্তনী নীতি; উহাতে লেখক, পাঠক এবং শ্রোতা [illegible] সকল বিঘ্ন দূর হইয়া যায়। তাই সেই শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ ক[illegible] আমাদের কথা আরম্ভ করি।

আর এ বিষয় ছোটই বা কিসে? যদি আমার সেরূপ বিদ্যা এবং [illegible] থাকিত, তাহা হইলে আমি ছাতা এবং জুতার জন্ম বিবরণ পুরা "বৈজ্ঞানি[illegible] রকমে আরম্ভ করিয়া দিতাম। তাহা হইলে "নূতন" অথবা "পুরা[illegible] পৃথিবীর কোন্ মহাদ্বীপে, কোন্ জাতি কর্ত্তৃক এই মহা আবশ্যক বস্তুর আবি[illegible] হইয়াছিল, তাহা আমরা "চিত্রলিপি", "বাণশীর্ষ লিপি," ও প্রস্তরস্তম্ভ[illegible] মৃত্তিকা ইষ্টকে খোদিত লিপি প্রভৃতির সহায়তায় খুব লম্বা একটা সন্দর্ভ[illegible] সভ্য শিক্ষিত সমাজের "বাহাবা" লইতে পারিতাম। কিন্তু এরূপ "হইলে [illegible] পারিতাম" সম্বল লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিকের উচ্চাসন দখল করা যায় না, সুত[illegible] সে আশায় সম্প্রতি জলাঞ্জলি দিয়া অন্য পথ ধরিতে হইল।

অন্য পথ ধরিতেছি বলিয়াই সে বিষয়টী ছোট বা খাট হইয়া গেল, [illegible] নহে। কেন নহে, তাহা বলিতেছি, এখন আপনারা একটু ধৈর্য্য ধারণ কর[illegible]

আজকাল চোখ মেলিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রত্যেক সভ্যদেশে[illegible] সমাজে স্ত্রী পুরুষে ছাতা এবং জুতার ব্যবহার করিয়া থাকেন। বিলাতে [illegible] যে সকল সমাজে বিলাতী সভ্যতার প্রসার হইয়াছে সেখানে মহিলারা নানা[illegible] নানাঢঙের বিলাতী ফ্যাসানের জুতা এবং ছাতা ব্যবহার করিয়া [illegible]

এ দেশে মুসলমানসমাজে এবং বাঙ্গালার পশ্চিমে যে সকল দেশ আছে, সেখানেও ক্ষত্রিয় (কায়স্থও তাহার সামিল) এবং বৈশ্যপরিবারে মহিলারা আপনাদের অবস্থানুসারে দেশী জুতা পায়ে দিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণীরা জুতা পায় দেন কি না বলিয়া আমরা জানি না। বাঙ্গালা দেশের কোন সমাজেই মেয়ে মহলে জুতার চলন নাই, আর সধবা স্ত্রীরা ছাতাও মাথায় দেন না। যাঁহাদের অবস্থা স্বচ্ছল, তাঁহাদের মধ্যে মেয়েদের জুতা পরার রেওয়াজ না থাকায় অনেকে অনেক সময় অসুবিধা বোধ করেন এবং আজি কালি ইঙ্গবঙ্গপরিবারে মেয়েদের জুতা পায়ে দেওয়া বেশ চলিয়াছে এবং তাঁহাদের দেখা দেখি অবস্থাপন্ন খাস হিন্দুপরিবারের মেয়েরাও বিদেশে প্রকাশ্যে এবং স্বদেশে গোপনে চটী জুতা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; আর ছাতা মাথা দেওয়ার বাধা একরকম লোপ হইয়াছে বলিলেই হয়। আজ কালকার ছেলে মেয়েরা হয়ত মেয়েদের ছাতা মাথায় দেওয়ার কোন বাধার কোন খবরই রাখেন না।

ত্রিশ বৎসরেরও আগে আমরা যখন স্কুলের পড়ুয়া তখন এই জুতা পায়ে দেওয়ার রীতির কথা প্রথমে আমার মনে আসে। আমরা মুর্শিদাবাদে নবাব বাহাদুরের স্কুলে পড়িতাম, সেখানে অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান ঘরের বালক আমাদের সহপাঠী ছিলেন। তাঁহাদের অনেকের সঙ্গেই আমাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা এবং হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল এবং সেই জন্য তাঁহাদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে অনেক [illegible]র আলোচনা হইত,—সামাজিক কথাও উঠিত। দুই একজন মুসলমান-বন্ধু আমাদিগকে বলেন যে, হিন্দুরা খুব প্রাচীন সভ্যজাতি বলিয়া বড়াই করেন, কিন্তু তাঁহারা মহিলাদিগের সম্বন্ধে এরূপ অনাদর সূচক ব্যবহার কেন করেন? তিনি [illegible]লেন হিন্দুমহিলারা একখানি শাড়ী মাত্র পরেন, গায়ে কোন জামা কি ওড়না [illegible] চাদরও দেন না,—আর পায়ে জুতা দেন না। পায়ে জুতা না দেওয়ার জন্য তাঁহাদের পায়ের কিরূপ দুর্দ্দশা হয় তাহাও আমাদের বন্ধুরা বলিতে ছাড়িলেন না; আর পরিচ্ছদের অল্পতা শোভা ও শালীনতা রক্ষার পক্ষে যে অনুকূল নহে, তাহাও বলিলেন।

বন্ধুদের কথা অস্বীকার করার উপায় আমাদের ছিল না। তাই ত্রুটি স্বীকার করিলাম। কিন্তু মহিলাদের উপর কেন যে এরূপ ব্যবহার সমাজে

প্রচারিত হইল, তাহার কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। সেই হইতে আমার মনে এই জাতীয় ত্রুটির কথা জাগিয়া রহিল।

তাহার পরেও এক অবকাশে বাড়ী আসিয়া এই বিষয়ের সমাধানের জন্য পূজ্যপাদ পিতৃদেবকে ধরিলাম। তিনি সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন; তাই মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের একটী উপাখ্যান আমাকে পড়িতে বলিলেন। শ্রদ্ধেয় স্বর্গগত কালীপ্রসন্ন সিংহের একখানি আদ্য মহাভারত বাড়ীতে ছিল, তাহা হইতে আমাদের এই "ছাতা ও জুতার ইতিবিবরণ" সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিল। অনেক দিন পরে সেই কথাই আজ বলিতেছি।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে জিনিস দু'টি প্রধানতঃ মহিলাদিগের জন্যই লোকে আমদানী হইয়াছিল, বাঙ্গালীরা সেই মহিলাগণকেই তাহা হইতে এতকাল বঞ্চিত রাখিয়াছেন! এই বিষয়টি যে তুচ্ছ বা ছোট নয়, তাহার প্রমাণ পঞ্চম বেদ মহাভারত। মহাগ্রন্থ মহাভারতে মহর্ষি ব্যাসদেব যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার যে মহত্ত্ব কত উচ্চ, তাহা আর "ধর্ম্মপ্রাণ" হিন্দুকে বলিয়া দিতে হয় না। এই মহাতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্নকর্ত্তা মহারাজ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির আর উত্তরদাতা শাস্ত্রে ও শস্ত্রে সমান পণ্ডিত মহাজ্ঞানী ভীষ্মদেব। তাই প্রস্তাবের প্রথমেই বলিতেছিলাম যে, ছাতা এবং জুতার জন্মতত্ত্ব ছোট অথবা নিতান্ত ফেলনা নয়।

অনুশাসন পর্ব্বের পঞ্চনবতিতম ও ষণ্ণবতিতম এই দুইটি অধ্যায়ে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কটমটে ও বিদ্‌কটে সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়া এই ছাতা ও জুতার তত্ত্ব কণ্টকাকীর্ণ করিব না,—সুতরাং বাঙ্গালা অথবা "ভাষা"তেই বলি।

ভীষ্মপিতামহ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে আহত হইয়া কয়েক মাস শরশয্যায় ছিলেন। যে সময় তিনি আহত হন, তখন সূর্য্যের দক্ষিণায়ন। মৃত্যু তাঁহার ইচ্ছাধীন ছিল; এবং যেহেতু দক্ষিণায়নের সময় মরিলে মানুষের আবার ফিরিয়া আসিতে হয়, তাই ভীষ্মদেব উত্তরায়নের প্রতীক্ষা করিয়া কয়েক মাস শরশয্যায় ছিলেন আর রাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধ শেষ হইবার পর অনেক দিন ধরিয়া সেই মহের নিকট নানাবিষয়ে নানাপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্ব ও শান্তিপর্ব্ব এই দুইটি বৃহৎ পর্ব্বে পিতামহের অমূল্য উপদেশ পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। মহাভারতের এই

পাঠ করিলে প্রকৃতই পাঠকের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এবং মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে।

এই কথা অনেকেই জানেন;—মহাভারত পাঠ না করিয়াছেন এমন নরনারী বঙ্গদেশে নাই বলিলেই হয়। কায়স্থকুলতিলক সুকবি কাশীরাম দাসের কৃপায় মহাভারতের অমৃত ফল আমাদেরই সকলেরই সুলভ হইয়াছে যাহা হউক এখন আসল কথা বলি।

পূর্ব্বকালে ছাতা এবং জুতা মর্ত্তালোকে ছিল না। আজও মাদ্রাজ প্রদেশের বহু সম্ভ্রান্ত লোক দায়ে না পড়িলে জুতা পায়ে দেন না। তখন সকল দেশের লোকেই নগ্নপদে ছত্রশূন্য মস্তকে পথে চলিতেন। তখন "ছত্রী" আর "উপানহী" কেহই ছিলেন না। সেই সময়ে পরশুরামের পিতা জমদগ্নি ঋষি যুবাপুরুষ। ঋষি জমদগ্নি ধনুর্ব্বেদে বড় পণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি প্রায়ই ধনুর্ব্বান লইয়া লক্ষ্যভেদের অভ্যাস (আধুনিক কালের "ট্যারগেট প্রাকটিশ") করিতেন। তিনি জ্যৈষ্ঠমাসের দারুণ গ্রীষ্মের সময় মধ্যাহ্নকালে মাঠের মধ্যে একটী বিশাল বটগাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া তীরচালান অভ্যাস করিতেন,—কিন্তু সেই সব তীর কুড়াইয়া আনার ভার ছিল ব্রাহ্মণী রেণুকার উপর। রেণুকা তখনও ছেলেপিলের মা হন নাই, সুতরাং দৌড়িয়া তীর কুড়াইবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। তবে সেই গ্রীষ্মে দুপুর রৌদ্রের সময় মাঠের বালিগুলি আগুনের মত গরম এবং সূর্য্য ও মাথার উপর অগ্নিবৃষ্টি করিতেছিলেন; তাই রাজার কন্যা রেণুকা ঠাকুরাণী বড়ই কষ্ট পাইতে লাগিলেন। ওদিকে প্রবল রৌদ্রে মস্তক এবং সমস্ত শরীর যেন পুড়িয়া যাইতেছে আবার এদিকে সেই উত্তপ্ত বালুকায় তাঁহার কোমল পদতলে ফোস্কা পড়িতেছে! জমদগ্নি বিখ্যাত তীরন্দাজ ছিলেন,—তাঁহার তীর বহু দূরে দূরে গিয়া পড়িতেছিল এবং এই রৌদ্রের দারুণ কষ্ট সহ্য করিয়াও রেণুকাদেবীকে তাড়াতাড়ী তীরগুলি কুড়াইয়া আনিয়া দিতে হইতেছিল ক্রমশঃ এই কাজ ঠাকুরাণীর অসহ্য হইয়া উঠিল; তাই তিনি সেই মাঠের দূরে যে দুই একটী ছোট ছোট গাছ ছিল, তাহাদেরই তলায় একটু করিয়া বিশ্রাম করিয়া তীর কুড়াইয়া আনিতে লাগিলেন। এইজন্য তাঁহার কাজে একটু দেরী হইতে লাগিল। দুই একবার এইরূপ দেরী হইলে ব্রাহ্মণ রাগে

অগ্নিশর্ম্মা হইয়া (পরশুরামের—লোকে বলে পরশুরামের—পিতা তো!) চোক রাঙ্গা করিয়া ব্রাহ্মণীর কাছে বিলম্বের কৈফিয়ৎ চাহিলেন। ব্রাহ্মণী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সত্যকথা বলিলেন। ঋষি তখন পত্নীর দিকে চাহিয়া দেখেন যে সত্যই রাজকুমারীর অসহ্য ক্লেশ হইতেছে,—রৌদ্রে তাঁহার শরীর গে ঝলসিয়া গিয়াছে, মুখ শুকাইয়া একেবারে কেমন হইয়া গিয়াছে। এ বার সেই কঠোর ঋষির কোপ রেণুকার উপর হইতে সূর্য্যের উপর গিয়া পড়ি তিনি তৎক্ষণাৎ সূর্য্যকে উচিত শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ধনুকে এক ভয়ঙ্কর বান যোজনা করিলেন।

সূর্য্য ঋষির প্রতাপ অবগত ছিলেন, সুতরাং তিনি ঝটতি এক ব্রাহ্মণ রূপ ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর সূর্য্যের উপর এ চটিয়াছেন কেন? আর যাহাই হউক সূর্য্য জগতের অনেক উপকা করেন, তাঁহাকে আকাশ হইতে ছিঁড়িয়া পাড়িবেন না; যাহা হয় হইয়া তাঁহাকে ক্ষমা করুন।" ব্রাহ্মণের এ সব কথায় জমদগ্নির রাগ পড়িল না অধিকন্তু তিনি আগন্তুক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহা নিশ্চিতই শাস্তি দিবার ভয় দেখাইলেন। সূর্য্যকে অগত্যা ব্রাহ্মণ শরণাপন্ন হইয়া প্রাণভিক্ষা করিতে হইল। জমদগ্নি সূর্য্যকে রক্ষা ক কর্ত্তব্য বুঝিয়া সূর্য্যকে অভয় দিয়া বলিলেন, "যাহা হউক, এক্ষণে যাহা তোমার উত্তাপ-প্রভাবে পথিমধ্যে আমার পত্নীর গমনাগমনের কোন ব না হয়, তুমি তাহার উপায় অবধারণ কর।"

"তখন দিবাকর ছত্র এবং পাদুকাযুগল প্রদান করিয়া ঋষিকে সম্বোধনপূর্ব বলিলেন, আমার কঠোর কিরণ হইতে মস্তক ও চরণ রক্ষা করি নিমিত্ত এই ছত্র ও পাদুকাযুগল গ্রহণ করুন।" (ক)

অর্থাৎ কিনা স্বয়ং সূর্য্যদেব জমদগ্নিকে একজোড়া জুতা এ ছাতা দিয়া প্রস্থান করিলেন এবং রেণুকাদেবী সেই জুতাজোড়াটী প দিয়া এবং ছাতা মাথায় দিয়া দিব্য স্ফূর্ত্তির সহিত স্বামীর নিমিত্ত ভী

(ক) উদ্ধার চিহ্নের অন্তর্গত দুইটি বাক্যই ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের মহা হইতে উদ্ধৃত।

কুড়াইয়া আনিতে লাগিলেন আর ঋষিপ্রবর খুব খুসী হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত টারগেট প্রাক্‌টিশ করিতে লাগিলেন। (খ)

এখানে একটি কথা লক্ষ্য করিতে হইবে। সূর্য্যদেব দুইটি ছাতা এবং দুইজোড়া জুতা দিয়া যান নাই; সুতরাং ব্রাহ্মণ স্বামী মহাশয়ের জন্য আর পায়ে জুতা পরার অথবা ছাতা মাথায় দেওয়ার সৌভাগ্য হয় নাই। স্ত্রীর জুতা ব্রাহ্মণ পায়ে দিয়াছিলেন, তাহা ত হইতেই পারে না, পায়ে ঠিক লাগিলেও অপরের জুতা পায়ে দেওয়া এবং অপরের কাপড় পরা স্মৃতিশাস্ত্রমতে পাপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাই জমদগ্নির সময়ে প্রথমত মহিলারাই দেবতার উপহার স্বরূপ ছাতা মাথায় দিতেন এবং জুতা পরিতেন এবং তাহার পর ক্রমশঃ পুরুষেরা মেয়েদের অনুকরণ করিতে অভ্যাস করায় পুরুষ সমাজে মেয়েলী ছত্রধারণ এবং পাদুকা গ্রহণের রীতি চলিয়াছে। হায়! যে জিনিষ মহিলাদিগেরই দেব প্রদত্ত পবিত্র অধিকার, বঙ্গের পরুষ প্রাণ পুরুষগণ তাই কিনা অন্যায় ক্রমে গায়ের জোরে তাঁহাদিগকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। আমরা আশা করি অচিরেই এই অত্যাচারের নিবারণ করার উদ্দেশ্যে একটী শক্তিশালিনী সমিতির প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ

(খ) দেবগণের মধ্যে একমাত্র সূর্য্যদেবের পদযুগলেই আজানুউত্থিত উপানহ যুগল (Long boots) দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের যেখানে যতগুলি সূর্য্যমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সকলগুলির পায়েই বুটজুতা পরাণ আছে। সূর্য্যদেবের শ্বশুর দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা একদা সূর্য্যের তেজঃ হ্রাস করার জন্য তাঁহাকে নিজের কুঁদে (Latha) চড়ান এবং সামান্য একটু অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য সূর্য্যের পা খানি অতিরিক্ত রূপে চাঁচিয়া ফেলায় —দেখিতে বিকৃত হইয়া পড়ে এবং সেই জন্য শিল্পী শ্বশুর জামাইর জন্য লম্বা বুট তৈয়ার করিয়া দেন! তাই এই প্রবন্ধে সূর্য্যকে যে পাদুকার দাতা অথবা মর্ত্ত্যে প্রথম আমদানীকারক রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে উহা ঠিক হইয়াছে। যাঁহার পাদুকার নিত্য প্রয়োজন, তাঁহাকেই জুতার কারখানার খোঁজ খবর রাখিতে হয়, তাই

আত্মবিস্মৃত জাতি।

—--•:(*):•—

সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য বর্ত্তমানে কায়স্থ সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু তাহাদের এই উন্নতির পথ বড়ই বিঘ্নসঙ্কুল। শিক্ষিত এবং বক্রী অশিক্ষিত ব্রাহ্মণমণ্ডলী এবং আমাদের স্বজাতিরাও কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের ঘোরতর বিরুদ্ধবাদী। কায়স্থগণ যে প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করিয়া শূদ্রাচার রূপ নরককুণ্ড হইতে উদ্ধার লাভ করিতে চেষ্টা করিবে ইহা তাহাদের পক্ষে একান্ত অসহ্য। তাহা কায়স্থগণ কি সত্য সত্যই শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত? না তাহা কখনই নহে। প্রবল বিস্তারের সময় ভারতের প্রায় সকল জাতিই বৌদ্ধধর্ম্মের বিশাল আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম লুপ্ত হইতে বসি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতির জাতীয় চিহ্ন লুপ্ত হইয়াছিল। শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যের প্রবল চেষ্টায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পুনঃ হইয়া ব্রাহ্মণগণ জাতীয় চিহ্নে ভূষিত হইয়াছিলেন। আর দুইবর্ণ ক্ষত্রি বৈশ্য—দ্বিজাচার বিরহিত হইয়া শূদ্রবৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। দিগের শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় তাঁহাদিগের স্ব স্ব জাতীয় কোন মহাত্মা তাঁহাদিগের প্রকৃত সংস্কারে সংস্কৃত করিতে চেষ্টা পান নাই।

কায়স্থগণ কোন দিনই শূদ্র ছিলেন না, তবে বহুদিন হইতে তাঁহারা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। এই জন্যই স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাঁ

শুধু স্বর্গের বুট ফ্যাক্টরীর খবর রাখিতেন এবং একজো আনিয়া দিয়া ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণকে ঠাণ্ডা করিয়াছিলেন। ছাতা সম্বন্ধে গবেষণা এখনও সমাপ্ত না হওয়ায়, তৎসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্প্রতি কাশিত রহিল ইতি। শ্রীসুর্পণথ শর্ম্মা বৈজ্ঞানিক সম্রাট।

সচ্ছূদ্র" বলিয়া পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শূদ্রের প্রকৃত পরিচয় "দাস" শব্দ ব্যবহার করিতে তাঁহারা আদৃষ্ট হন নাই। স্মার্ত্ত তাঁহার উদ্বাহতত্ত্বে লিখিয়াছেন যে "সচ্ছূদ্রাণাস্ত নামকরণে বসু ঘোষাদিরূপ পদ্ধতিযুক্ত নামতঞ্চ বাচ্যং" অর্থাৎ বিবাহসংস্কারের মন্ত্রোচ্চারণ সময়ে সচ্ছূদ্র অর্থাৎ কায়স্থগণ নামের শেষে কেবল 'ঘোষ', 'বসু' ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করিবেন, 'দাস' শব্দ ব্যবহারের আবশ্যকতা নাই।

কায়স্থগণকে তৎকালে সংস্কারবিহীন অবস্থায় দর্শন করিয়াই স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাঁহাদিগকে সচ্ছূদ্র আখ্যায় অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি একস্থানে বলিয়াছেন বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত অপর দুই বর্ণ তিরোহিত হইয়াছে, যথা—

"যুগে জঘন্যে দ্বেজাতী ব্রাহ্মণ শূদ্র এবচ।"

অর্থাৎ তাঁহার মতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ কলিতে শূদ্রবৎ আচার সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু মনু মহারাজ বলিতেছেন,—

শূদ্রেণ হিমসন্তাবদ্ যাবদ্বেদে ন জায়তে।

১৭২। ২

অর্থাৎ বেদজ্ঞান বিরহিত যে ব্রাহ্মণ তিনি শূদ্র ব্যতীত আর কিছুই নহেন। শাস্ত্রের ঠিকমত শাসন মানাইয়া চালিত করিতে হইলে অধিকাংশ ব্রাহ্মণই তাঁদের জাতির গণ্ডি হইতে বহু নিম্নে নামিয়া পড়িবেন, এমন কি শূদ্রগণও তাঁহাদিগকে স্বীয় জাতীয় সীমামধ্যে টানিয়া লইতে লজ্জায় অধোবদন হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আর স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্য আজ যদি ফিরিয়া আসেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের জন্য যে কোন বিধি বিধিবদ্ধ করিবেন তাহা ত আমরা ভাবিয়াই পাই না।

কায়স্থগণ যদি শূদ্র হইলেন তাহা হইলে তাঁহারা আবার ব্রাহ্মণগণের মত দশকর্ম্মান্বিত হইলেন কিরূপে?: আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি (ক) তপ ও দান এই যে নয়টী গুণ ইহা কি কখনও শূদ্রগণের জন্য বিধিবদ্ধ হইতে পারে? সুতরাং ঈর্ষায় যে লোককে উন্মত্ত করিয়া তুলিতে পারে তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি।

(ক) আবৃত্তি—বেদপাঠ স:

দাস উপাধি ; ইহা ত কায়স্থগণের জাতীয় পদ্ধতি নহে ইহা কোথা হইতে আসিল ? স্মার্ত্তও ত ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় আমাদের যতদূর জানা আছে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণ ব্যতীত অপর কোন সমাজের কায়স্থগণই স্বীয় নামের শেষে "দাস" এই ঘৃণিত শব্দ ব্যবহার করেন না। কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে তাঁহারা ব্রাহ্মণগণের প্ররোচনায় আজ এই শব্দে ভূষিত হইয়া স্বীয় জাতীয় জীবনের গৌর-নবধা কুললক্ষণের কথা বিস্মৃত হইতে বসিয়াছেন। হায়! আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতা প্রযুক্ত সগৌরবে যে কলঙ্কিত এই "দাস" উপাধিই যে আমাদের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকে আবৃত করিয়া জাতীয় পদ্ধতি তুলাইয়া দিয়াছে তাহা একবার আমরা ভাবিয়া দেখি না। কৌলিন্যই দ্বিজত্ব,—নবধা কুললক্ষণ সগৌরবে যে আমাদের দ্বিজত্ব বিঘোষিত করিতেছে তাহা কি আবার বলিয়া দিতে হইবে।

আমরা-পূর্ব্বে বলিয়াছি মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের চেষ্টায় ব্রাহ্মণসমাজ বেদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু অন্য দুই বর্ণ নিশ্চেষ্ট অবস্থায় পড়িয়াছিল। কায়স্থগণের একবার ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল—সে বহুদিন পরে অত্যুজ্জ্বল রত্ন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়। সমগ্র দেশের গৌরব স্বরূপ মহান্ পণ্ডিতসভা কর্ত্তৃক কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সমর্থিত হইয়াছিল। কিন্তু কায়স্থগণ তাহাদের উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হন নাই। কারণ কায়স্থগণের নিজ চেষ্টা ছিল না। জাতীয় উন্নতি লাভ করিতে হইলে স্বজাতির চেষ্টা থাকা চাই। সে জাতি ঈপ্সিত কার্য্যে সফলকাম হইতে পারে না। ভিন্ন জাতির ভিন্ন জাতির আন্তরিক চেষ্টা থাকিতে পারে না।

যে সমস্ত ব্রাহ্মণ আমাদিগকে শূদ্র বলিয়া মনে করিয়া নাসিকা কুঞ্চন করেন তাহাদিগকে আমরা কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন বলিয়াই মনে করি। যদি শূদ্র তাহা হইলে তাঁহারাও ত শূদ্র যাজী। তখন তাঁহারা নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিবার স্পর্দ্ধা রাখেন কোন হিসাবে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ, যাহারা শূদ্রাচারে রাখিয়া শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন তাঁহাদের সহিত একাসনে অর্থাৎ একত্রে বসাও আমাদিগের পক্ষে ঘৃণার বিষয় মনে করা উচিত।

রঘুনন্দন ত তবু যাহা হউক আমাদিগকে "সচ্ছূদ্র" বলিয়া তাঁহার

আমাদের একটু মান রক্ষা করিয়াছেন কিন্তু ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা রাজার অধীনে কার্য্য করেন অর্থাৎ রাজসেবক তাঁহাদিগকে অব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। এখন অব্রাহ্মণ অর্থাৎ খাঁটী শূদ্র। কারণ তিনি বলিয়াছেন কলিতে দুইটী বর্ণ আছে তাহা ব্রাহ্মণ আর শূদ্র। তাঁহার সেই আদেশ বাণীটী এইরূপ,—

"অব্রাহ্মণস্তু ষট্ প্রোক্তা ঋষিণা তত্ত্ববাদিনা।
আদ্যো রাজভৃত্যস্তেষাং দ্বিতীয়ঃ ক্রয়বিক্রয়ী॥

রাজসেবা ত মাথার ঠাকুর এমন করে অনেক ব্রাহ্মণসন্তান এমন অনেক কার্য্যে বা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন, যাহা শুনিলে যুগপৎ লজ্জা ও ঘৃণায় অধোবদন হইতে হয়। বেদজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণেরা যে সূত্রসমষ্টি গলদেশে ধারণ করিয়া আপনাদিগকে সেই সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব বলিয়াই মনে করেন সেই রজ্জু পশুগণের গলদেশে অবস্থিত রজ্জুর ন্যায়ই বন্ধন স্বরূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

"ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি যজ্ঞসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
স তু তেন চৈব পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥"

অর্থাৎ যাহারা ব্রহ্মতত্ত্বের ধার ধারে না অথচ গলায় পৈতাগাছটা দেখাইয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকে তাহারা পশু ব্যতীত আর কিছুই নহে।

কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় ইহা শুধু মনে করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যতদিন তাঁহারা পবিত্র বৈদিকমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উপবীতী হইতে পারিতেছেন তত তাঁহারা আর্য্যনামে অভিহিত হইবেন কিরূপে ? সমগ্র ভারতের প্রায় চৌদ্দ আনা রকম কায়স্থই উপবীত। বঙ্গদেশের এই মুষ্টিমেয় কায়স্থের মধ্যেও লক্ষাধিক কায়স্থ উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। এ অবস্থায় উচিত হয় না যে স্বজাতীয় বৃষল হেলায় তাঁহাদের বহুমূল্য সময়ের অপব্যয় করিবেন।

উপনয়ন গ্রহণ সম্বন্ধে আমার দাদা মহাশয় পূজনীয় ভারতীভূষণ মহাশয় তাঁহার "কায়স্থ" প্রবন্ধের এক স্থানে বলিয়াছেন,—"যজ্ঞসূত্র কি আমাদের কেবল ইহলৌকিক একতা, সামাজিক সম্মান এবং উন্নতির উপায় ? না, না, তাহা নহে। উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত না হইলে আমাদের পরকালও মাটী। দূর ধর্ম্মশাস্ত্র তার স্বরে বলিতেছেন যে সংস্কার না হইলে দেহ শুদ্ধ হয় না। উপনয়ন না হইলে তাহার দ্বিজোচিত কোন কার্য্যে

অধিকার জন্মায় না। উপবীতহীন দ্বিজের সমস্ত কার্য্যই নি দেবতারা তাহার পূজা গ্রহণ করেন না,—পিতৃগণ তাহার প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করেন না। তাহার প্রণব, স্বাহা ও স্বধা শব্দ উচ্চারণেরই অ নাই। অধ্যয়ন, দেবপূজা, পিতৃতর্পণ, অতিথিসেবা, দান, ধ্যান তপ, জপ কিছুতেই তাহার অধিকার নাই। মোক্ষের উপায় স্বরূপ জ্ঞানমার্গ বা ভক্তিমার্গ সকলই তাহার পক্ষে অবরুদ্ধ। তাহার মৃত্যু দেবযান অথবা পিতৃযান কোন পক্ষেই তাহার গতি নাই; সে কেবল বা নিকৃষ্ট পশুপক্ষী যোনিতে বারংবার জন্মগ্রহণ করিবে। ইহা আমাদের নহে বেদের আদেশ, ইহা উপনিষদের উপদেশ, স্মৃতির বিধান।

ভাই পাঠক আচার্য্য পদবাচ্য প্রবীন লেখকের হৃদয়ের কথা করিলে ত? এখনও কি আপনি উপনয়নের আবশ্যকতা করিবেন না। শূদ্রাচারে অবস্থান করিয়া ৩০ দিবস যাবত অশৌচ করতঃ পিশাচবৎ মলিনবেশে ধরণীতলে আর কতদিন ভ্রমণ বেড়াইবেন। সুপবিত্র আর্য্যসন্তান আজ ঘৃণিত অনার্য্যবেশে করিতেছে দেখিয়া প্রাণে যে বড়ই বেদনার উদয় হয়।

আমরা যে আর্য্য প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যেও তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইয়াছে। কবিকর্ণপুর তাঁহার কৃত "চৈতন্য-চন্দ্রোদয়" নামক মহাকাব্যের অষ্টকে লিখিয়াছেন—"কেশব বসু নাম্না তদমাত্যেন কথিতম্ শূরত্রাণ, ইঁ নামাকোপি মহাপুরুষঃ পুরুষোত্তমান্মথুরাং প্রযাতি, তদ্দৃক্ষয়া অমীলোকা রন্তি।" শ্রীগৌরাঙ্গ হরিনাম করিতে করিতে মথুরা যাইবার পথে তখনকার রাজধানী রামকেলী গ্রামে উপনীত হইয়াছেন। দর্শন সতৃষ্ণ বহুব্যক্তি চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া অবস্থান করিতেছে। এই লোকসংঘট্ট দেখিয়া গৌড়ের মান শাসনকর্ত্তা বিশেষ চিন্তিত হইয়া তাঁহার অমাত্য কেশব ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন কেশব বসু বলিলেন "হে শূরগণ! ইঁ নামক এক মহাপুরুষ পুরুষোত্তম ক্ষেত্র হইতে মথুরা যাইতেছেন, দেখিবার জন্য ঐ সকল লোক সঞ্চরণ করিতেছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলা প্রথম পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোঁ এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন:—

ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলী গ্রাম।
গৌড়ের নিকটে গ্রাম অতি অনুপাম॥
তাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটি কোটি লোক আইল দেখিতে চরণ॥
গৌড়েশ্বর যবন রাজা প্রভাব শুনিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া॥
বিনাদানে এত লোক যার পাছে হয়।
সেইত গোসাঞি—ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
কাজী যবন! ইহার না করিহ হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বুলুন—যাহাঁ উহাঁর মন॥
কেশব ছত্রীরে রাজা বার্ত্তা পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল॥

আবার এই একই ঘটনা অবলম্বনে শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থের অন্ত্যখণ্ড চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে:—

"কেশব খানেরে রাজা ডাকিয়া আনিয়া।
জিজ্ঞাসয়ে রাজা বড় বিস্মিত হইয়া॥
কহত কেশব খান কি মত তোমার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি নাম বল যার॥

* *

শুনিয়া কেশব খান পরম সজ্জন।
ভয় পাই লুকাইয়া কহেন তখন॥

কেশব বসু অপর দুই গ্রন্থে যথাক্রমে 'কেশব ছত্রি' ও 'কেশবখান' বলিয়া উল্লিখিত হইলেন। খান নবাব প্রদত্ত উপাধি এবং ছত্রি ক্ষত্রিয় শব্দেরই অপভ্রংশ। মহাপ্রভুর সময়েও যে লোকে কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই জানিত তাহা ইহার দ্বারা নিঃসংশয়িত রূপে প্রমাণিত হইতেছে।

কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় তাহা ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী তাঁহার পৃথিবীর ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে জাতির কথায় স্বীকার করিয়াছেন। শাস্ত্রে যাহাদিগের জ্ঞান আছে, যাঁহারা প্রকৃত পণ্ডিত তাঁহাদের মুখ হইতে "কায়স্থগণ শূদ্র"

কখনই এই বালকবৎ বাক্য উচ্চারিত হইবে না। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রমুখ অধুনা দেশের মুখোজ্জ্বলকারী পণ্ডিত মণ্ডলী কর্ত্তৃক কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় ইহা সমর্থিত হইয়াছে তাঁহারা সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগে ভর্ত্তি হইয়া বেদ ও বেদান্ত পাঠের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রাত্যত্ব খণ্ডনপূর্ব্বক পতিত কায়স্থজাতি আবার ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করুন নতুবা দেশের দশের সমাজের এক কথায় সকলকারই অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। যে দিন হইতে কায়স্থ জাতির ঘুম ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে সেই দিন হইতে ব্রাহ্মণগণও অল্প অল্প সজাগ হইতেছে বলিয়া অনুমিত হয়। কায়স্থ জাতি স্বীয় বর্ণোচিত সংস্কার গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ সমাজও সেই শক্তি সম্প্রসারিত হইয়া তাহাদিগকে সজাগ করিয়া তুলিবে। নিদ্রিত ও সমাজ রক্ষায় উদাসীন ব্রাহ্মণ সমাজ জাগ্রত হইয়া দেশের কল্যাণ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলে তাহাতে আমাদের প্রকৃত কল্যাণই সাধিত হইবে। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের নিম্নেই কায়স্থের স্থান যে চির নির্দ্দিষ্ট। এই বিশাল হিন্দুসমাজের মস্তক ব্রাহ্মণ এবং বাহু কায়স্থ এ দুয়ের মধ্যে মনোমালিন্য থাকা কোন ক্রমেই উচিত নহে।

কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়। এবং ইহা শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা কায়স্থসভা বহুপূর্ব্বে নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সেই সত্যের ভিত্তিতেই দাঁড়াইয়া কায়স্থগণ আজ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রচার করিতেছেন। ইহাতে ব্রাহ্মণগণের হিংসার কারণ কি থাকিতে পারে। প্রকৃত শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে এক পঞ্চানন তর্করত্ন ব্যতীত বোধ হয় বেশী কেহ আর কায়স্থ বিদ্বেষী নাই। তাঁহার মতের মূল্য যে কত তাঁহার জারিজুরীর গৌরব আমরা গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রতিভায় শ্রীযুক্ত ভারতীভূষণ মহাশয়ের লেখা এবং অপরাপর প্রবন্ধ পড়িয়া বেশ বুঝিয়াছি। সত্যকথায় যে লোকের কিরূপ গাত্রদাহ উপস্থিত হইতে পারে এই মহা ব্রাহ্মণগণই তাঁহার অন্যতম উদাহরণ।

একটা জাতি বহুদিন যাবত সংস্কার চ্যুত হইয়া কতদূর যে আত্মবিস্মৃত হইতে পড়িতে পারে বঙ্গীয় কায়স্থগণই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। সিংহের শাবক শূ

হইয়া অবস্থান করিতেছেন আর মনে ভাবিতেছেন বেশ আছি। সেই ইন্দ্রের শূকরযোনি প্রাপ্ত হওয়ার গল্প কোন মুনির শাপে ইন্দ্র একবার শূকর যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বীয় শাবকগুলি লইয়া পঙ্কময় স্থল জলে সে বেশ সুখেই অবস্থান করিতেছিল। দেবতারা গিয়া বলিলেন—"তুমি ইন্দ্র, তুমি স্বর্গের রাজা, তোমার এ অবস্থায় আর থাকা উচিত নহে, আমাদিগের সহিত স্বর্গে এস। শূকররূপী ইন্দ্র বলিলেন না আমি বেশ আছি, আমি আর কোথাও যাইতে চাহি না। তখন দেবগণ সেই শূকর ও তাহার শাবকগুলিকে অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিলে ইন্দ্র দিব্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন, আঃ তোমরা বাচাইলে। দেবদেহ প্রাপ্তিতে আমি যে কি আনন্দ পাইতেছি শূকর দেহ ধারণ করিয়া তাহা আমি আদৌ বুঝি নাই, ভাবিয়াছিলাম তাহাই আমার শ্রেষ্ঠ সুখ।

আমি মনে প্রাণে কামনা করিতেছি আমাদিগের মধ্যে শীঘ্রই সেই শুভদিন সমুদিত হউক। উপবীত শূন্য কায়স্থ-ভ্রাতৃগণ আর্য্যজীবন গ্রহণ করিয়া গায়ত্রী ছন্দে ভারতের আকাশ ও বাতাস পবিত্র করিয়া বলিতে থাকুন॥

ওঁ আয়াহি বরদে দেবী
ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী
গায়ত্রী ছন্দসাং মাত ব্রহ্মযোনি নমোস্তুতে"

শ্রীভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা
নালিকুল, হুগলি।

কবিতাগুচ্ছ।

সূর্য্যমুখী।১

আমি বড় ভালবাসি তোমা সূর্য্যমুখী,
চাহিলে তোমার পানে,
কি যেন কি জাগে প্রাণে,
অমনি বাজিয়া উঠে হৃদয়-বাঁশরী
কি যে তান কি রাগিনী
কিছুই না জানি আমি
মনে হয় এ সংসারে তুমি বড় সুখী
বড় ভালবাসি তাই তোমা সূর্য্যমুখী।১

নাহি শোভা মনোলোভা তব পত্রদলে
কমলিনী সম তব
রূপকান্তি কি বিভব
নাহি, নাহি দোষ স্বচ্ছ সরসী সলিলে।
গোলাপ মালতী প্রায়
সুবাস নাহিক গায়
না আসে ভ্রমর কাছে না তোষে অনিলে
না বসে বিহঙ্গ কোলে কুজনের ছলে।২

দীন তুমি কিন্তু শ্রেষ্ঠ কহিগো তোমারে,
প্রচণ্ড ভানুর কর
দহে তোমা নিরন্তর
তথাপিও ভালবাস ভালবাসা তরে।

মন প্রাণ এক বারে,
সঁপিয়া দিয়াছ তারে,
নাহি কোন লক্ষ্য আর নিকটে কি দূরে,
নিঃস্বার্থ অনন্ত প্রেম তোমার অন্তরে।৩
অজ্ঞান মাদৃশ জন চেনে কি তোমারে?
দেবী কি দেবতা তুমি
কিছুই বুঝিনা আমি
পতিহীনা সতীরূপে তুমি কি সংসারে?
অথবা কি কোন জন,
বিপত্নীক অভাজন,
বিরহ-নিদাঘে-ক্লিষ্ট, বিষাদ-তুষারে
দারুভূত জড়ীভূত উদ্ভিজ্জ আকারে।৪
মনে হয় নহ ফুল উদ্ভিজ্জ শরীর।
অনন্য তোমার মতি,
অনন্য তোমার গতি,
তুমি পুণ্য প্রাণ এক মহা তপস্বীর।
জীবন্ত এ একাগ্রতা
এক (ই) বিধি রচয়িতা,
মানস-পাদপে মোর কি কোপে বিধির
পড়িলনা ওকরুণা নিশির শিশির।৫
সৃষ্টিকর্ত্তা! তব দয়া অনলে অনিলে,
বিটপী কি লতিকায়,
তৃণে কি পর্ব্বতগায়,
সমভাবে সর্ব্বকালে ভূতলে সলিলে।
অণু পরমাণু কণা,
সেও পায় ও করুণা,
একাগ্র মধুপ কোথা বিনা পরিমলে,
তৃষিত চাতক কোথা বিনা মেঘজলে।৬

দয়াময়,
যে ধনে ও ফুলধনী দাও তা আমারে,
দাও তার নির্ভরতা,
হৃদয়ের একাগ্রতা,
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি খ্যাত চরাচরে।
এ ক্ষুদ্র জীবন মম,
ঐ সূর্য্যমুখী সম,
তোমাপানে চেয়ে চেয়ে, যেন যায় শুখাইয়ে,
দাও সেই শক্তি প্রভো! আমার হৃদয়ে।৭

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু

মহান্ উদ্দেশ।২

—•—

ছুটে স্রোতস্বতী কানন ভিতর
সুকান্তি কান্তার শোভিয়',
চৌদিক পবিত্র করিয়া।
জুড়ালাম আসি হৃদয় কাতর
স্নিগ্ধ তার মৃদু পরশে,
সুধালাম তায় হরষে,
মৃদু কলতান তুলি নিশিদিন;
কোথায় তটিনী চলেছ
কার তরে তব শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষীণ
আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়েছ? !!
উত্তরে তটিনী দুকূল ভাসায়ে,
কুল কুল স্বনে গাহিয়া
অতুল আনন্দে নাচিয়া,—

কম্প্র মুখচ্ছবি বিম্ব চাঁদের
করিয়া সতধা বিতত;
(আমি) "শান্তি স্নেহময়ী অচিন্ত্য মায়ের
আদেশ পালনে নিরত।১
উঠেছে চাঁদিমা অম্বর ভাতিয়া
জগৎ উজলি আলোকে,
সুধালাম তায় পুলকে
"অজ্ঞানের মত পাত্র নির্ব্বিশেষে,
অতুল মাধুরী মাখিয়া,
কার তরে দাও সুধাকর হেসে
সুধাকর রাশি ঢালিয়া?
কহিল উত্তরে আরো আরো আলো,
উঠিয়া কলঙ্কী হাসিয়া,
চৌদিগদিগন্ত ভাসিয়া;
দিবা ভ্রম সুপ্ত বিহগকুলের
জনমিয়ে দিয়ো কাননে;
(দিই) "ত্রিত্ব বিরহিত সর্ব্বতো মায়ের
মহান্ আদেশ পালনে।২"
উঠিল গাহিয়া গাছে গাছে গাছে
কোকিল, দোয়েল পাপিয়া,
সুধায় আনন্দে মাতিয়া;—
"অবোধের মত অরণ্য ভিতর
মন্থরপবনে মিশায়ে;
কার তরে পাখী আপন সুস্বর,
বৃথায় দিতেছ বিলায়ে?
সপ্ততার তারে করিয়া ঝঙ্কার
উঠিল কাকলী বাজিয়া,
নদী উপকূল ভরিয়া

বনরাজি লতা সারা কাননের
মুখরিত করি' ধ্বনিতে,
(মোরা) "বিশ্বতোনয়ন অবোধ্য মায়ের
গাহিছি আদেশ পালিতে।৩।
বহিছে পবন শান্ত সুশীতল
চঞ্চল করিয়া তটিনী
সুধাংশু তাহারে তখনি ;—
"কার তরে সদা ধাও সমীরণ
অবিশ্রান্ত গতি ধরিয়া ;
দগ্ধ মরুস্থল শ্মশান গহন
জগৎ ঘেরিয়া ঘুরিয়া ?"
উত্তরে পবন আরো সুমধুর
তটিনীর জল দোলায়ে,
দ্রুমলতা বলি কাঁপায়ে।
সানন্দে করিয়া শত কুসুমের
সুগন্ধে কানন মোহিত,
(আমি) "জগৎ নিবাস অসীম মায়ের ;
আদেশ পালনে ধাবিত।" ৪।
ফুটেছে কুসুম শত শত শত
বিচিত্র বরণ ধরিয়া ;
সুধাংশু সুগন্ধে ভুলিয়া ;—
"কার তরে দাও মাধুরী আপন,
সুরভি সহাস্য আননে
অবহেলা করি বিলায়ে নির্জ্জন।
পবন, গগন, গহনে ?"
কহিল উত্তরে আরো হাস্যময়
পবনে সুবাস বিলায়ে,
জগৎ আমোদে মাতায়ে।

পরাজিত করি যত নক্ষত্রের।
সমুজ্জ্বল সভা হাসিতে ;
(দিই) "বিশ্বময় সেই করুণ মায়ের
পবিত্র আদেশ পালিতে।" ৫।

করিছে বিরাজ অগণ্য তারকা
নির্ম্মল অম্বর আসনে ;
সুধাংশু মধুর ভাষণে ;—
"কার তরে সদা জ্যোতির্ম্ময়গণ,
শ্রান্তি, ক্লান্তি নাহি মানিয়া ;
আজ্ঞাবহ ক্রীতদাসের মতন,
বেড়াও শূন্যে ঘুরিয়া ?"
কহিল উত্তরে সবে সমস্বরে
মিটি মিটি মিটি নয়নে,
আপন স্বচ্ছন্দ গমনে ;
"অনন্ত আমরা মাঝে অনন্তের,
অনন্ত সময় ধরিয়া ;
ভক্তি লভ্য সেই অনন্ত মায়ের
চলেছি আদেশ পালিয়া। ৬।

বায়ু সুশীতল যাঁহার সেবায়
গন্ধবাহ মন্দ গতিতে
বিমল চাঁদিমা ছুটিছে যাঁহায়
গগনে মরতে খুজিতে
যাঁহারে পূজিতে কুসুম ফুটিছে
ধন্য আপনারে ভাবিয়া ;
যাঁহার উদ্দেশে তটিনী ছুটিছে
অবিরাম গতি ধরিয়া ;

যাঁর কাজে ছুটে অগনন তারা
বিহঙ্গ আকুল যাঁহারে ডাকি,
তাঁহারি উদ্দেশে হ'য়ে আত্মহারা
আমারো হৃদয় ছুটিবে নাকি ? ৭।

শ্রীমুরারিমোহন কর বর্ম্মা
"সারস্বতাশ্রম"
চন্দননগর।

আশা। (৩)

গৌর হে,
কত আশা জাগে ক্ষুদ্র এ পরাণে
সেবিতে যুগল পদ।
হিয়ার মাঝারে রাখিতে তোমারে
বাসনা বা জাগে কত ॥
কত সাধ হয় ওহে দয়াময়
তোমার মূরতি আঁকি।
মানসমন্দিরে রাখি চির তরে
নয়ন ভরিয়ে দেখি ॥
সদা ভাবি মনে গেলে কোন স্থানে
তোমারে দেখিতে পাব।
ওরাঙ্গাচরণে এছার জীবন
বিনা মূলে ডালি দিব ॥
অসংখ্যক আশা পুষেছি হৃদয়ে
প্রাণের গৌর হরি।
যেন চরণের রেণু হইয়ে তোমার
চরণে চরণে ফিরি ॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চক্র
নালিকুল, হা

আবাবন। (৪)

আয় মা সিংহবাহিনী
(আজি) বাঙ্গালার নরনারী,
গাহিছে পরাণ ভরি',—সবে—
তব আগমনী
আয় মা সিংহবাহিনী। ১।
আয় মা সিংহবাহিনী,
করুণা ধরিয়ে,—
বঙ্গ গেহে
আয় মা করুণারূপিণী,
আয় মা সিংহবাহিনী। ২।
আয় মা জগত জননী,
বঙ্গের কলুষ রাশি
বিনাশিয়ে আয় মাগো,
কলুষ নাশিনী
আয় মা সিংহবাহিনী। ৩।
আয় মা বিশ্বরূপিনী
অন্নপূর্ণারূপে
প্রতি বঙ্গ গেহে—
এস, গো জননী ;
হায় মা সিংহবাহিনী। ৪।
আয় মা বিশ্বপালিনী,
রোগ শোক প্রপীড়িত,
এই বঙ্গভূমি, মাগো—
শান্তি বারি দানে, সঞ্জীব করগো জননী ;
আয় মা সিংহবাহিনী। ৫।
আয় মা শক্তিরূপিনী
মহিষ মর্দ্দিনীরূপে
এস মা, ভারতেশ্বরে

শকতি দাও গো জননী ;
আয় মা সিংহবাসিনী । ৬ ।
আয় মা সিংহবাহিনী,
কর মা ভারতেশ্বরে, জয়যুত, এ সমরে,
আশীর্কাদ দানে, করুণা করিয়ে জননী
আয় মা সিংহবাহিনী । ৭ ।
আয় মা, আনন্দময়ী বঙ্গে,
নিরানন্দে পূর্ণ, সদা—
এই বঙ্গভূমি মাগো—
(আসি) পূর্ণ কর আনন্দ তরঙ্গে
(মোরা) গাহি সবে আগমনী, মিলি' এক সঙ্গে ;
আয় মা, আনন্দময়ী—বঙ্গে । ৮ ।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সিংহ চৌধুরী,
(বড়গাছিয়া)।

গান । (৫)

রাগিণী বেহাগ তাল আড়া
(রাজসাহী বৈষ্ণবসমিতির অধিবেশনের গীত ।)

আমায় পাগল করে দেও ।
তুমি গৌর কি গৌরাঙ্গ হও হে
পাগল করে দেও ।
কেড়ে নেও হে বিষয় আশয়,
কেড়ে নেও হে সুখের আলয়,
ঘুচিয়ে দেও হে মোহ নিচয়,
(আমায়) যা আছে সব নাও ।
(আমার) কাটিয়ে দেও হে মায়ার নেশা,
ছড়িয়ে দাও হে পাপের পেশা,
বাচিয়ে দেও হে যাওয়া আশা,
নেক নজরে চাও ।

সংসারের এই ধূলাখেলা,
ভেঙ্গে দেওহে থাকতে বেলা,
পারিনা আর সইতে জ্বালা
(একবার) হরিবোল বলাও ।

রঙ্গরস আর প্রেমোল্লাসে,
কাটলো হে দিন বৃথা আশে,
বেলা গেল, সন্ধ্যা আসে,
(আমায়) প্রেমের পথে নেও ।

শোকে তাপে জ্বলে মরি,
এ জ্বালা আর সইতে নারি,
বলাও হরি, হরি হরি,
(আমার) বন্ধন ঘুচাও ॥

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী বর্ম্মা ।

গান ।৬

রাগিনী ললিত—তাল আড়া

হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল বল ।
বাহুতুলে নেচে নেচে প্রেমের পথে চল ॥
হরিনামে সুধা ঝরে
হরিনামে পাপ হরে,
হরিনামে জীব তরে,
লাভ হয় মোক্ষ ফল ॥
(নামে) রোগ শোক পাপচয়,
দ্বেষ হিংসা নাহি রয়
শমন যে শিহরয়
ঘোচে মনের মল ॥

নামে আছে শান্তি সুধা,
মেটেরে মনের ক্ষুধা,
থাকে নারে কোন দ্বিধা,
মানব জনম হয় সফল ॥

মনে মুখে ঐক্য করে
হরিবল প্রাণভ'রে,
ভবের জ্বালা রবে নারে
হবে পারেরি সম্বল ॥

বহুজন্ম ঘুরে ঘুরে,
মানব হয়ে এ সংসারে
যদি এবার এসেছরে,
হরি হরি হরিবল ॥

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী বা

জন্মাষ্টমী ।৭

—•—

আজি
ডুবে গেছে দিনমণি
আসিছে রজনী
পাখিগণ স্তব্ধ আজি
নীরব ধরণী ।১

ভীষণ মেঘেতে ঢাকা
সমস্ত আকাশ
সূচীভেদ্য অন্ধকার
মনে লাগে ত্রাস ।২

অবিরত পড়ে শীলা
আর বারিধারা
প্লাবিছে অমিত তেজে
নগরী মথুরা ।৩

নাচলে একটী প্রাণী
জনপথ দিয়া
নাউড়ে একটী পাখী
কুলায় ছাড়িয়া ।৪

সমস্ত নগরী স্তব্ধ,
স্তব্ধ জনপথ
শন্ শন্ শন্ শব্দ
হয় অবিরত ।৫

অদূরে যমুনা নদী
কল কল স্বনে
নাচিয়া নাচিয়া যায়
সাগর সন্ধানে ।৬

এহেন ভীষণ রাত্রে
কংস কারাগার
আলোকিছ কেগো তুমি
নাশিয়া আঁধার ।৭

কেগো তুমি দেববল
শিশু ক্রোড় করি
বসিয়া প্লাবিছ নত
দিয়া অশ্রুবারি ৮

বুঝিয়াছি বুঝিয়াছি
বুঝেছি এবার
কে তুমি করিছ আলো,
কংস কারাগার।৯

তুমি সেই আমাদের
দর্পহারী হরি
তোমা কোলে করি সেই
দেবকী সুন্দরী।১০

আর ঐ
চিন্তামগ্ন বসুদেব
ভাবিতেছে মনে
তোমা হেন ধনে প্রভু
রক্ষিবে কেমনে।১১

হায় হরি তব লীলা
কে পারে বুঝিতে
বসুদেব ভাবে আজি
তোমাকে রাখিতে।১২

যাঁর পদ রজে এই
জগৎ উদ্ধারে।
সেই আজি জন্ম নিল
কংস কারাগারে।১৩

শ্রীমধুসূদন পাল
কাজলা।

সমাজ সমস্যা।

বিক্রমপুরাধিপতি মহারাজ বল্লাল সেন তান্ত্রিকপ্রধান বিক্রমপুরবাসী হওয়ার পর তান্ত্রিকী দীক্ষা গ্রহণে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করতঃ বৈদিক দীক্ষার প্রতি অমনোযোগী হইয়া স্বকীয় কায়স্থসমাজের যে দুর্দ্দশা আনয়ন করিয়াছিলেন সেই ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আজ পর্য্যন্তও বঙ্গীয় কায়স্থসমাজ সেই দুর্দ্দশার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন নাই। বঙ্গীয় অনুপবীত কায়স্থসমাজ শাস্ত্রশাসনে আজ শূদ্র, বৈদিক দীক্ষার অভাবে শূদ্রের "দাস" শব্দ নামান্তে ব্যবহার করিতে বাধ্য। শূদ্র বলিয়া বিবাহ এবং শ্রাদ্ধাদিতে নিতান্ত বৈদিক মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিতে অনধিকারী, সুতরাং তান্ত্রিকী পঞ্চ "ম" কারের গুণে যে তাঁহাদিগের বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়া এবং যাগযজ্ঞাদি পণ্ড হইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের বৈদিকদীক্ষার অভাবে তাঁহারা বঙ্গ ব্যতীত ভারতবর্ষের কোনও স্থানে কায়স্থ বলিয়া গৃহীত না হইয়া ঘৃণিত শূদ্র বলিয়া অবহেলিত। অনুপবীত বলিয়া এই সমাজে এত পরগাছা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে যে তাহারা সংখ্যাতীত। গোয়াল "ঘোষ" হইয়া কায়স্থ হইয়াছে, লস্কর "গোলাম" দে হইয়া কায়স্থ হইয়াছে, নিকৃষ্টসমাজ হইতে নন্দি, দত্ত, দাস, সেন, শূর, রাহুত, রালো, হোড় প্রভৃতি উপাধিধারী শাঁকারী, তাঁতি, সোণার বেনে, তিলি, তামেলি জাতীয় ব্যক্তিরাও কায়স্থের উচ্চাসন অধিকার করিয়াছে ও করিতেছে। ইহাদের "কুলের খবর" জিজ্ঞাসা করিলে ইংরাজী চালে মাথা নাড়ে, পুত্রকন্যাদির বিবাহ প্রভৃতি সেই রকম ঘরেই করে বটে কিন্তু "কায়েত" বলিয়া পরিচয় দিয়া কায়স্থ-সমাজে চলিতেছে। এই কেওট জাতীয় কায়স্থ আখ্যাধারী জীবের জাতীয় সম্মান বোধ থাকিতে পারে না, কায়স্থসমাজেও কেহ তাহা আশা করে না। কারণ রক্তের দোষ সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকে, শাস্ত্রের বাণী সুতরাং অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। ইহারা কৌলীন্য মানে না, কারণ কুলীনেরা টাকা লইয়া তাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইয়াছে। সুতরাং "টাকাই কুল" তাহাদের বদ্ধমূল সংস্কার। গোয়াল "ঘোষ" হইয়া বেশ্যাপুত্র "দাস" এর সঙ্গে কুল করে। বৈদিক দীক্ষার অভাবে অনুপবীত কায়স্থকুলীন "কায়স্থ" বলিয়াই ইহাদিগের

বুঝিয়াছি বুঝিয়াছি
বুঝেছি এবার
কে তুমি করিছ আলো,
কংস কারাগার।৯

তুমি সেই আমাদের
দর্পহারী হরি
তোমা কোলে করি সেই
দেবকী সুন্দরী।১০

আর ঐ
চিন্তামগ্ন বসুদেব
ভাবিতেছে মনে
তোমা হেন ধনে প্রভু
রক্ষিবে কেমনে।১১

হায় হরি তব লীলা
কে পারে বুঝিতে
বসুদেব ভাবে আজি
তোমাকে রাখিতে।১২

যাঁর পদ রজে এই
জগৎ উদ্ধারে।
সেই আজি জন্ম নিল
কংস কারাগারে।১৩

শ্রীমধুসূদন পাল
কাজলা।

সমাজ সমস্যা।

বিক্রমপুরাধিপতি মহারাজ বল্লাল সেন তান্ত্রিকপ্রধান বিক্রমপুরবাসী হওয়ার পর তান্ত্রিকী দীক্ষা গ্রহণে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করতঃ বৈদিক দীক্ষার প্রতি অমনোযোগী হইয়া স্বকীয় কায়স্থসমাজের যে দুর্দ্দশা আনয়ন করিয়াছিলেন সেই ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আজ পর্য্যন্তও বঙ্গীয় কায়স্থসমাজ সেই দুর্দ্দশার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন নাই। বঙ্গীয় অনুপবীত কায়স্থসমাজ শাস্ত্রশাসনে আজ শূদ্র, বৈদিক দীক্ষার অভাবে শূদ্রের "দাস" শব্দ নামান্তে ব্যবহার করিতে বাধ্য। শূদ্র বলিয়া বিবাহ এবং শ্রাদ্ধাদিতে নিতান্ত বৈদিক মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিতে অনধিকারী, সুতরাং তান্ত্রিকী পঞ্চ "ম" কারের গুণে যে তাঁহাদিগের বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়া এবং যাগযজ্ঞাদি পণ্ড হইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের বৈদিকদীক্ষার অভাবে তাঁহারা বঙ্গ ব্যতীত ভারতবর্ষের কোনও স্থানে কায়স্থ বলিয়া গৃহীত না হইয়া ঘৃণিত শূদ্র বলিয়া অবহেলিত। অনুপবীত বলিয়া এই সমাজে এত পরগাছা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে যে তাহারা সংখ্যাতীত। গোয়াল "ঘোষ" হইয়া কায়স্থ হইয়াছে, লস্কর "গোলাম" দে হইয়া কায়স্থ হইয়াছে, নিকৃষ্টসমাজ হইতে নন্দি, দত্ত, দাস, সেন, শূর, রাহত, য়ালো, হোড় প্রভৃতি উপাধিধারী শাঁকারী, তাঁতি, সোণার বেনে, তিলি, তামেলি জাতীয় ব্যক্তিরাও কায়স্থের উচ্চাসন অধিকার করিয়াছে ও করিতেছে। ইহাদের "কুলের খবর" জিজ্ঞাসা করিলে ইংরাজী চালে মাথা নাড়ে, পুত্রকন্যাদির বিবাহ প্রভৃতি সেই রকম ঘরেই করে বটে কিন্তু "কায়েত" বলিয়া পরিচয় দিয়া কায়স্থ-সমাজে চলিতেছে। এই কেওট জাতীয় কায়স্থ আখ্যাধারী জীবের জাতীয় সম্মান বোধ থাকিতে পারে না, কায়স্থসমাজেও কেহ তাহা আশা করে না। কারণ রক্তের দোষ সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকে, শাস্ত্রের বাণী সুতরাং অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। ইহারা কৌলীন্য মানে না, কারণ কুলীনেরা টাকা লইয়া তাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইয়াছে। সুতরাং "টাকাই কুল" তাহাদের বদ্ধমূল সংস্কার। গোয়াল "ঘোষ" হইয়া বেশ্যাপুত্র "দাস" এর সঙ্গে কুল করে। বৈদিক দীক্ষার অভাবে অনুপবীত কায়স্থকুলীন "কায়স্থ" বলিয়াই ইহাদিগের

সহিত আহার বিহার করিতেছেন। অধিক বলিতে কি এখানকার আদি ব্যবসায়ী অনেক গোপনন্দন ইতিপূর্ব্বে কায়স্থসমাজের মধ্যেই আহার করিতে বসিত, একদিন কোনও এক ব্রাহ্মণবাড়ীতে এইরূপ ঘটনা হয়, তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে "কেন? কায়স্থও শূদ্র, আমিও শূদ্র, বসিতে দোষ কি?" যাহা হউক অতঃপর তাহাকে এরূপ কর্ম্ম করিতে সকলে নিষেধ করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও অনুপনীত বৈদিক দীক্ষাহীন কায়স্থের সহিত তাহা জাতির পার্থক্য আজ পর্য্যন্তও সে স্বীকার করে না। এই সংস্কার বশতঃই এখনও তাহার পূর্ব্ব অভ্যাস সে একবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সেই জন্যই সে কায়স্থ-শূদ্রের সহিত বসিতে সঙ্কোচ বোধ করে না।

অনেকে বলিতে পারেন যে, ব্রাহ্মণসমাজে কি পরগাছার উদ্ভব হয় নাই?—এ কথা আমরা একবারে অস্বীকার করিতে পারি না। তবে কায়স্থসমাজে যেরূপ অসংখ্য পরগাছার উদ্ভব হইয়াছে, সেরূপ হইতে পারে নাই। কারণ অনার্য্য ও সঙ্কর শূদ্র জাতিগুলি বেদকে বড়ই ভয় করে, বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করিলে শূদ্রের বংশ লোপ হয়। এই জন্যই কায়স্থসমাজে যে সকল পরগাছা আশ্রয় লইয়াছে তাহারা বৈদিকদীক্ষাকে যমের মত ভয় করে, কিন্তু যে সকল বংশ বিশুদ্ধ কায়স্থবংশ তাঁহারা সেরূপ ভীত নহেন। প্রত্যেক সমাজেরই কুলীন এবং বংশগৌরব বিশিষ্ট কায়স্থই উপনীত হইয়াছেন ও হইতেছেন। বঙ্গসমাজের মালখাঁনগরের বাবুরা, গাভার দস্তিদার বংশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ, কাশীপুর, বানরীপাড়ার কৃতবিদ্য কুলীনগণ এবং দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের কোয়রং, ঘাঘুটিয়া, রায়ের কাঠি প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধ কুলীনগণই ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। উত্তররাঢ়ীয় সমাজের মুকুটমণি কুলীন দিনাজপুরের মহারাজা ও রায় সাহেব শরদিন্দু রায় এবং অনেক কুলীনসন্তান বৈদিক দীক্ষা নির্ভয়ে গ্রহণ করিয়াছেন, বারেন্দ্রসমাজেও কুলীন ও বংশমর্য্যাদাসম্পন্ন কায়স্থগণই উপনয়ন গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। প্রত্যেক সমাজেরই সদ্বংশজ কায়স্থগণের মধ্যে যে কেহ এখনও উপনয়ন গ্রহণ না করিলেও, উপনয়নের বিরোধী নহেন; কিন্তু পরগাছাগুলি উপনয়নেরই বিরোধী, এই সকল লক্ষণ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশাল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থসমাজের বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে হইলে যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, আমরা তাহা পরে আলোচনা করিব।

সামাজিকগণ উভয় সমাজেরই বিশুদ্ধিতা রক্ষার জন্য সচেষ্ট হউন; কারণ বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থজাতির মর্য্যাদার ইতিহাস একত্রে গ্রথিত, একের অধঃপতনে অন্যের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী, চিন্তাশীল সমাজতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। আমরা বঙ্গীয় "সমাজ-সমস্যা" আরও কয়েকবার আলোচনা করিব; আজ এই পর্য্যন্ত। আগামীবারে আমরা বঙ্গীয় অনুপনীত কায়স্থসমাজকে হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত চৌধুরী ও নিউবোল্ড মহোদয়গণ কেন "শূদ্র" বলিয়াছেন তাহাও সেই সঙ্গে আলোচনা করিব। চিন্তাশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কেহই কায়স্থসমাজের সংস্কার বিরোধী নহেন কারণ কায়স্থ-সমাজের সংস্কার হইলে আমাদিগের ব্রাহ্মণসমাজেরও সংস্কার সহজে সংসাধিত হইবে, ইহা ধ্রুব সত্য।

শ্রীমাধবচন্দ্র শর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ।

বঙ্গে মহিলাসমাজের শিক্ষা।

বঙ্গের ভাগ্যাকাশে মহিলাসমাজের শিক্ষারূপ আশার প্রদীপ্ত-কিরণ বিস্তার এক মধুময় ফল! (১) এই কিরণপ্রভাবে কালে অঙ্কুরিত বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইয়া বঙ্গ-কুঞ্জ-বনে ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল প্রসব করিবে।

যদিও বঙ্গদেশের বালিকার তুলনায় শিক্ষার্থিনী বালিকার সংখ্যা খুব কম, তথাপি আস্তে আস্তে যে তাহার প্রসার ঘটিতেছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই আমাদের সূত্র ধরিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। জল যখন বাঁধ ভাঙ্গিয়া আপনি বাহির হইতে চেষ্টা পায়, তখন তাহাকে সামান্য একটা

(১) নিম্নলিখিত মহিলাগণ গতবর্ষে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমতী সুধাময়ী দত্ত (বিশেষ সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন) শ্রীমতী নলিনীবালা দাষ, শ্রীমতী মনীষাসুন্দরী রায়, শ্রীমতী সুশীলাবালা রায়, শ্রীমতী হেমবালা সেন, শ্রীমতী সুপ্রভা ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী প্রেমদা চৌধুরী ও শ্রীমতী পূর্ণিমা ঘোষাল।

লেখক।

নালায় মুখ ধরাইয়া দিলেই সে মহোল্লাসে তীর-ভূমি অতিক্রম করিয়া আপন গন্তব্যস্থানে গমন করে। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গের ধনী; দরিদ্র, উচ্চ, নীচ, সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই শিক্ষালাভের অগ্রহাতিশয্য দৃষ্ট হয়। সকলের মনেই এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, "একটু লেখাপড়া শিখিলে অধিক না হউক অন্ততঃ ঘরে বসিয়া চিঠিপত্রখানা লেখা, রামায়ণ মহাভারত কি দুই একখানা নাটক নভেল পড়া শিখিতে পারিলেও মনে বেশ শান্তি পাওয়া যায়। "এই জন্য যাহাদের অন্যরূপ শিক্ষার সুবিধা নাই তাহারা কলার পাতা ছিড়িয়া আনে। বাঁশের কলম কাটিয়া লয় প্রদীপের কালী প্রস্তুত করিয়া ঘরে বসিয়া আপন মনে লিখিতে অভ্যাস করে। কেহ তাহাদের শিখায় না, দেখায় না, বলে না তথাপি তাহারা কেমন লিখিতে শিখে—পড়িতে পারে। পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের মেধা ত কম নয়; তাঁহারাও ঈশ্বরপ্রদত্ত তীক্ষ্ণ মানসিকবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তবে উপযুক্ত উন্মেষের অভাবে উক্ত বৃত্তি নিচয়ের সম্যক্ বিকাশলাভ ঘটে না। বিজন বিপিন মধ্যস্থ কত শত প্রতিভারূপ সুগন্ধিকুসুম আপন মনে প্রস্ফুটিত হইয়া সৌন্দর্য্য ছড়াইতে ছড়াইতে, কানন হাসাইতে হাসাইতে, শুকাইতে শুকাইতে ঝরিয়া পড়িয়া যায়। কেহ তাহার সন্ধান লয় না, আদর করে না—তাহা দেবতার পূজায় লাগে না।

অনেকে স্ত্রীশিক্ষার কথা শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করেন। তাঁহারা বলেন অসূর্য্যম্পশ্যরূপা বঙ্গনারী চিরদিনই যবনিকার অন্তরালে অবস্থান করিবেন। ঘর সংসার করা তাহাদের কাজ, তাঁহারা ঘর নিকাইবেন, বাসন মাজিবেন, ধান ভানিবেন, শ্বশুর শাশুড়ীর সেবাশুশ্রূষা করিবেন—তাহা হইলেই স্ত্রীধর্ম্ম পালন হইবে। নতুবা বাঙ্গালীর অবলা-সরলা-কোমলাঙ্গী-অঙ্গনাগণ যদি অধ্যয়নার্থিনী হইয়া পুস্তক হস্তে স্কুল, কলেজ বা গুরুগৃহে গমন করেন এবং নানাদেশের ভাষা, রীতি, নীতি, যুদ্ধের কূটকৌশল, ঐতিহাসিক রাজ্যশাসন, ভৌগলিক ধরু-পরিবর্ত্তন, বৈজ্ঞানিক বিদ্যুৎ উৎপাদন এই সব দুরূহ বিষয় যদি শিক্ষা করিতে প্রয়াস পান, তবে তাঁহাদের সরলতা, কোমলতা কেমন করিয়া রক্ষিত হইবে। ইহাতে তাঁহাদের হৃদয়ে স্বাধীনতা ও বিলাসিতার অঙ্কুর গজাইয়া উঠিবে। সুতরাং তাঁহারা আর পুরুষের অধীন থাকিয়া স্বামী শ্বশুরকে ভক্তি করিবেন না—গৃহকর্ম্মেও মন দিবেন না। তাঁহারা যাইবেন—পাড়ী হাকাইয়া

বক্তৃতা শুনিতে, রঙ্গমঞ্চে থিয়েটার দেখিতে অথবা দোকানে এসেন্স আতর কিনিতে। গৃহে যে সময়টা অতিবাহিত করিবেন, তাহা নভেল নাটকের মধ্যেই কাটিবে। কোনরূপ গৃহকার্য্যের আশা তাঁহাদের দ্বারা করা যাইবে না—যেহেতু তাঁহারা শিক্ষিতা।

যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার এইরূপ বিষময় ফল কল্পনা করিয়া ভবিষ্যতের জ্যোতির্ম্ময় চিত্রে এইরূপ অন্ধকার গুহা কল্পনা করেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে শিক্ষার মধুময় ফল মানবকে কীদৃশ বিনীত শান্তিপ্রদ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ করে। মানব যতই সৎশিক্ষায় শিক্ষিত হয়, ততই ফলভারাবনত বৃক্ষের ন্যায় নোয়াইয়া পড়ে। সুতরাং তাহাতে কুফলের আশঙ্কা কোথায়?

আমরা একথা স্বীকার করি, কার্য্য বা অবস্থা বিশেষে স্ত্রীশিক্ষায় কুফল ফলায় না, কিন্তু সে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নহে। সে কেবলমাত্র পত্রলেখিনী-বিদ্যার ন্যায়। যে শিক্ষার উজ্জ্বল শিখায় মানব মনের মলিনতা বিদূরিত করিয়া মানবকে দিব্য জ্যোতির্ম্ময়রূপে নিক্ষেপ করে, যাহাতে উজ্জ্বলতা বই মলিনতা নাই, তাহাতে কুফল ফলিবার সম্ভাবনা কেমন করিয়া?

আমরা শশধরের সুবিমলজ্যোতি, মধুরহাসি, সুধারধারা পরিত্যাগ করিয়া কেবল তাহার কলঙ্কই কল্পনা করি। এই জন্য আমাদের সমাজের এত দুরবস্থা। আমরা চাই কেবল নিজেদের সুখ ও নিজেদের শান্তি। নিজেরা বিলাসের আস্বাদন লইব, প্রতিদিন সংসারসমাজের পরিবর্ত্তিত রীতিনীতি আলোচনা করিব, নূতন আবিষ্কারের পন্থা বুঝিব আর স্ত্রী জাতি কি প্রতিদিনই কোণে বসিয়া রান্ধিবেন আর কাঁদিবেন? ঘরে বসিয়াও কি শিক্ষার বিমল আলোকে একটু দেহ-মন তৃপ্ত করিতে পারিবেন না? বুঝিতে পারি না কোন্ দেশে বঙ্গমহিলার প্রতি এইরূপ অবৈধ ব্যবস্থা। পুরুষও জগদীশ্বরের মানুষী-শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, স্ত্রীলোকও সেই শক্তি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পুরুষ উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রতিভা প্রদর্শন করিয়া যশঃ মান অর্জ্জন করিতে পারেন, স্ত্রীলোক কি তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্ত্তব্য পালন করিয়া আদর্শ মহিলা বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না? অবশ্যই পারেন; আমরাই যার গতি সলিলধারাকে সেতুবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখি। আমরাই বিকাশোন্মুখ

ফুললতিকাটীকে অরুণকিরণে বঞ্চিত রাখিয়া হতশ্রী করিয়া রাখ—তাই দেশের এতদূর দুর্দশা।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই অল্প বা অর্দ্ধ শিক্ষিতা মহিলাগণ সাধারণ অপেক্ষা একটু স্বতন্ত্রভাব প্রদর্শন করিতে চান। কেন না তাঁহারা সামান্য শিক্ষা লাভ করিয়া লেখাপড়া শিখিয়া প্রত্যেকেই মনে করেন অন্যান্য দশজনে লেখাপড়া জানে না সুতরাং তাহারা তাঁহার চেয়ে অনেক ছোট; দশজনে তাঁহার নিকট পত্রাদি লিখাইতে আসে, পুস্তকের দুই একটা গল্প শুনিতে আসে, নভেল নাটক বর্ত্তমানে সুখপাঠ্য স্ত্রীপাঠ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে, তাহা কেবল তিনিই পড়িতে পারেন; এই জন্য তিনি আপনাকে পরমগৌরবান্বিতা বলিয়া মনে করেন। বাস্তবিক যদি ঘরে ঘরে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়, যদি প্রত্যেক স্ত্রীলোকেই লেখা পড়া শিক্ষা করেন, তাহা হইলে কাহার মনে অহঙ্কার আসিতে পারে না। কে কাহাকে ছোট জ্ঞান করিবেন—সকলেই সমব্যবসায়িনী। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উহা স্ত্রীলোকের অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং শিক্ষা লাভ না করিলে কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান নিবন্ধন সকলের মনে একটা অনুতাপ আসিবে। তখন মনে এই ধারণা আসিবে যে, "পুস্তক পড়িয়াই স্বামী ও গুরুজনে ভক্তি শিক্ষা করিতে হয়। সন্তান-সন্ততিপালন ও তাহাদের গৃহ শিক্ষা দরিদ্রের সেবা, রোগীর শুশ্রূষা, অতিথির অভ্যর্থনা এই সব বিষয়ে নিপুণতার জন্যই লেখাপড়া শিক্ষা করা আবশ্যক। ইহাতে অহঙ্কারের বিষয় কিছুই নাই। বস্তুতঃ, শিক্ষিতা মহিলাগণ যেরূপ সুচারুরূপে গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন সন্তানগণের বাল্যজীবন গঠন এবং স্বামীভক্তি, গুরুভক্তি প্রভৃতির পরাকাষ্ঠা করেন অশিক্ষিতা স্থূলবুদ্ধিসম্পন্না মহিলাগণ কখনও সেরূপ পারিয়া উঠেন না।

মানবের আশা ভরসাস্থল—ভাবী অন্ধকার গর্ভের পবিত্রস্পর্শমণি সদৃশ গণের হৃদয়ে মাতৃপ্রদত্ত শিক্ষাই শৈশবে বদ্ধমূল হয়। সেই অস্ফুটস্ত কুসুমকোরক গুলি মাতৃ-উপদেশরূপ শীকর-সম্পাতে প্রস্ফুটিত হইয়া রূপগন্ধে দিক্ আমোদিত করে। শৈশবে শিশুগণের হৃদয়ক্ষেত্র অতিশয় কোমল ও সরল উহাতে সদাসৎ যে কোন বীজই বপন করা যায় তাহা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত মহান্ বৃক্ষে পরিণত হয়। উর্ব্বরাভূমিতেও কণ্টকীবৃক্ষ জন্মে, আবার চেষ্টা গুণে বালুকাময় মরুভূমিতেও চন্দনবৃক্ষ উৎপন্ন হয়। মাতা যদি শৈশব হইতে সন্তানের

শিশুর হৃদয়ে সদুপদেশের বীজ বপন করিয়া তাহাতে যথোপযুক্ত সলিল সিঞ্চন ও সার প্রয়োগ করিতে থাকেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে যথেষ্ট ফললাভের আশা থাকে। শিক্ষাদাত্রী মাতা যদি প্রকৃত শিক্ষিতা না হন তবে বাঙ্গালীর বংশের উন্নতি—বাঙ্গালীর জাতীয় উন্নতি কোথায়?

কেবল ঘরের বিষয়ে কেন, সংসারে এমন অনেক সময় আসিয়া উপস্থিত হয় যে, অনেক মহিলাকে মহাজন সাজিয়া লগ্নী টাকার কুসীদ গণনা করিতে হয়, বিচারক সাজিয়া প্রজার ন্যায়ান্যায় বিচার করিতে হয়, কোন সময়ে রাজসিংহাসনে বসিয়া রাজ্যশাসন করিতে হয়, জোতদাররূপে জমির কর শোধ করিতে হয়, ডাক্তাররূপে রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই সব কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে পরিপক্কবুদ্ধি ও প্রকৃষ্টরূপ লেখাপড়া জানা আবশ্যক। ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া দেখুন, যে সমস্ত লোক পৃথিবীতে মরিয়াও অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, যে মহিলা বিধাতার অনুগ্রহে রাজার সিংহাসন উজ্জ্বল করিয়াছেন, যিনি সমরে রণরঙ্গিণী শ্যামার ন্যায় প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, যিনি বিদুষী সাজিয়া সভায় বিদ্যার গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি রাজক্রোড়ে লালিতা পালিতা বর্দ্ধিতা হইয়াও বিজনবনে স্বামীসহ স্বর্গ-সুখ অনুভব করিয়াছেন, এমন কি যিনি অলৌকিক সাধনা-সাহায্যে মৃতপতির জীবনদান করিয়াছেন, ইহারা সকলেই শিক্ষিতা ও বিদুষী রমণী ছিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীসতীশচন্দ্র বসু

ভ্রম সংশোধন।

'আত্মার উপাদান স্বরূপ ও ভাব' প্রবন্ধের শুদ্ধিপত্র।

১৬১ পৃষ্ঠা ৬ পংক্তি প্রস্বপ্ন স্থলে অস্বপ্ন তিনি হইবে। ১৬১ পৃষ্ঠা ৮ পংক্তি উপকার স্থলে উপচার হইবে। ১৬২ পৃষ্ঠা ১১ পংক্তি খা পুষ্পের স্থলে খপুষ্পের হইবে। ১৮২ পৃষ্ঠা ২৫ পংক্তি প্রত্যক্ষ চৈতন্য স্থলে প্রত্যক্ চৈতন্য

হইবে। ১৬২ পৃষ্ঠা ২৮ পংক্তি বিষয়ের স্থলে বিষয় হইবে। ১৬৪ পৃষ্ঠা ... শীরের স্থলে শরীরের হইবে। ১৬৪ পৃষ্ঠা ১৩ পংক্তি আত্মা বলিয়া স্থলে ... স্বরূপ বলিয়া হইবে। ১৬৪ পৃষ্ঠা ২০ পংক্তি মান্ডূক্যোপনিষদের স্থলে মাণ্ডূ... পনিষদের হইবে। ১৬৪ পৃষ্ঠা ২৭ পংক্তি যেরূপ ১৩শ স্থলে ... ১৩শ হইবে। ১৬৫ পৃষ্ঠা ১ পক্তি সূক্ষত্ব স্থলে সূক্ষ্মত্ব হইবে। ১৬৫ পৃষ্ঠা ... পদার্থের স্থলে পদার্থে হইবে ১৬৪ পৃষ্ঠা ২ পাক্ত রহে স্থলে রয় হইবে। ... পৃষ্ঠা ১৭ পংক্তি জন্ম স্থলে জন্ম এবং ঐ পৃষ্ঠা ১৮ পংক্তি জন্ম স্থলে জন্ম ২১ ... জন্ম স্থলে জন্ম এবং ঐ পৃষ্ঠায় ২৩ পংক্তি ইহারা স্থলে ... হইবে। ঐ পৃষ্ঠায় ২৫ পংক্তি স্থির স্থলে স্থিত ১৬৬ পৃষ্ঠা ৮ পংক্তি ... স্থলে বস্তুর ঐ পৃষ্ঠা ১৮ পংক্তি অধাসাচ্ছত স্থলে অধ্যাসস্থিত ঐ পৃষ্ঠা ... তদ্রূপে স্থলে স্বদ্রূপে ঐ পৃষ্ঠা ২৬ পংক্তি সমস্ত স্থলে সমাপ্ত ১৬৭ পৃষ্ঠা ১... যোগাবম্বন স্থলে যোগাবলম্বন হইবে। মন্দার...

বিবিধ প্রসঙ্গ।

কায়স্থোপনয়ন।—বিগত ৩২শে শ্রাবণ রবিবার পবিত্র বিষ্ণুপদী সং... পুণ্যাক্ষোম দিবসে কলিকাতায় কায়স্থ-কুলগৌরব পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত ... নাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি, শব্দরত্নাকর, তত্ত্বচিন্তামণি, ... আর-এ-এস, ৯নং বিশ্বকোষ লেনস্থিত "বিশ্বকোষ কুটীরে" পূজ্যপাদ শ্রী... মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয়ের আচার্য্যত্বে ফরিদপুর জিলান্তর্গত নিম্নলি... কায়স্থ মহাশয়গণ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচারে উপ... হইয়াছেন।

কেন্দ্রস্থানে স্বজাতি হিতপরায়ণ কতিপয় উৎসাহী মহাত্মা উপস্থিত ছি... তন্মধ্যে রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু বি, এ "কায়স্থ-কুলভাস্কর" ... কেদারনাথ দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা কাব্যার্ণব, শ্রীযুক্ত ...

ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী, প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দেববর্ম্মা মজুমদার প্রভৃতি মহাশয়দিগের নাম উল্লেখ যোগ্য।

কেন্দ্রকর্ত্তা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়কে এবং উপস্থিত মহাশয়দিগকে সর্ব্বোপরি জাতীয় উন্নতিকামী সংস্কারান্বিত কায়স্থ সন্তানদিগকে, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। জগদীশ্বর ইঁহাদের মঙ্গল বিধান করুন।

১। শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বসু সাং আলগী, ২। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষ সাং বাজিতপুর, ৩। শ্রীযুক্ত ননীলাল ধর সাং দোলকুণ্ডী, শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র ঘোষ সাং শিরুয়াইল, ৫। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মিত্র, ৬। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর মিত্র, ৭। শ্রীযুক্ত আশুতোষ বিশ্বাস সর্ব্ব সাং তুজারপুর, ৮। শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র ধর, ৯। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ধর সাকিন ডোমরাকাঁদি। ১০। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল মিত্র সাং শ্রাবাইল; ১১। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বসু, ১২। শ্রীযুক্ত দ্বিজবর বসু, ১৩। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র হোড়, ১৪। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ হোড়, ১৫। শ্রীযুক্ত কালীকুমার সিংহ, সর্ব্ব সাং কাইচাল, ১৬। শ্রীযুক্ত রসিকলাল বিশ্বাস সাং করিমপুর।

২। ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ।—বিগত ১৩ই শ্রাবণ মঙ্গলবার ফরিদপুর জিলান্তর্গত বাইসরসী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মল্লিক মহাশয় তদীয় পিতৃদেব ৺হরিশ্চন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশ দিবসে যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণদী নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মজুমদার এবং প্রাণপুর নিবাসী বৈদিক পুরোহিত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দেবশর্ম্মণ ও ডাঙ্গারপাড় নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণ এই শ্রাদ্ধে পৌরহিত্য কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। এতদ্ভিন্ন অগ্রদানী, আচার্য্য প্রভৃতি এবং নানাস্থান হইতে কায়স্থ হিতাকাঙ্ক্ষী অনেক ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধসভায় উপস্থিত হইয়া কৃতীকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

স্বগ্রাম এবং আটরসী, শ্যামপুর এবং চারিরশী, সতররসী, ভদ্রকাঁদা, দোলকুণ্ডী, ভাবড়া, মালিগ্রাম, সারিপাবাদ প্রভৃতি গ্রাম হইতে বহুসংখ্যক স্বজাতি আগমন করতঃ জাতীয় সংস্কার গৌরব উজ্জ্বল করিয়াছেন।

ঢাকার "আর্য্য-কায়স্থ-সভার" সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা

এবং প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা ও কৃতী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দেব
মল্লিক মহাশয়ের নম্র ব্যবহারে এবং সুবন্দোবস্তে উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ
প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। আমরা আশাকরি অতঃপর উপবীতী কায়
মহাশয়গণ সংস্কারের প্রকৃত উদ্দেশ্যানুরূপ কার্য্য করিবেন। কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইয়া
কেহ উপনীতাবস্থায় পুনরায় শূদ্রের ন্যায় মাসাশৌচ প্রতিপালনে সমাজ কলঙ্কিত
করিয়া হাস্যাস্পদ হইবেন না।

৩। ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ।—বিগত ২রা ভাদ্র মঙ্গলবার যশোহর জিলান্তর্গত
ধোবাদহ গ্রাম নিবাসী সুবিখ্যাত ঘটক নন্দরাম মিত্রের বংশোদ্ভব ভূতপূর্ব
কায়স্থধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মিত্রবর্ম্মার মাতৃশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সুচারুরূপে
সম্পন্ন হইয়াছে।

৪। বর্ষাধিক্যহেতু পল্লীগ্রাম জলে প্লাবিত থাকায় এবং নানাপ্রকার
অসুবিধা বশতঃ, বিশেষতঃ পুণ্যতোয়া ভাগিরথী তীরে পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ
করাই হিন্দুর কর্ত্তব্য বোধে তিনি কতিপয় মহৎ ব্যক্তির পরামর্শানুসারে
তদীয় মাতৃশ্রাদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ ভোজন ৺গঙ্গাতীরেই সমাধা করেন। কোটাল
পাড়া নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ক্ষত্রিয়োচিত যথারীত্য
নুসারে তাঁহার পৌরহিত্য করিয়াছেন।

৫। কায়স্থ-কুলভূষণ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যা মহা
সিদ্ধান্তবারিধি এবং বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ৺রায়নন্দলাল বসু মহাশয়ের
সুযোগ্য পুত্র স্বজাতিবৎসল রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু, কুলজ্ঞাচার্য্য শ্রী
কেদারনাথ দেববর্ম্মা ও জনৈক অপ্রকাশ্য মহাত্মা প্রভৃতির অর্থ সাহায্যে এবং
সুবিখ্যাত কায়স্থধর্ম্ম প্রচারক কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী
ও ফরিদপুরের শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মার মহাশয়ের একান্ত সহানুভূতি
তিনি তাঁহাদের নিকট অচ্ছেদ্য ঋণজালে আবদ্ধ। আশাকরি কায়স্থ মহা
এইরূপে তাঁহাদের স্বজাতিহিতৈষী দরিদ্রবন্ধুগণের আপৎকালে সাহায্যাদি
এই প্রকার সহানুভূতি দেখাইলে তাঁহারা আরও দ্বিগুণ উৎসাহে জাতীয়
প্রবৃত্ত হইতে পারেন।

৫। যজ্ঞেশ্বর বাবু মানসিক পবিত্রতা ও শান্তিরক্ষা হেতু গঙ্গা
শ্রাদ্ধ করিয়াছেন, দেশে তাঁহার বাটীতে তদীয় পত্নী দ্বাদশাহে অশৌচান্ত
দেশস্থ পুরোহিত দৌলতপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত

ঘোষাল মহাশয়ের দ্বারা যথাযোগ্য অন্ন, জল, বস্ত্র ইত্যাদি দানক্রিয়া এবং ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করাইয়াছেন। সংকীর্ণ চিত্তের কতিপয় বিদ্বেষী ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া নাপিত ও ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্ট বাধা দেওয়া সত্বেও প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহারা স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কেনইবা না হইবে, ক্ষত্রিয়ের পুরোহিত হইতে হইলে এই প্রকারে ক্ষত্রিয়োচিত তেজস্বী হইতে হয় এবং ইহাই সেই ন্যায়বান, পরদুঃখকাতর ধর্ম্মসংস্থাপক, আচার্য্যগণের নির্দ্দেশিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন।

৬। কলিকাতায় পবিত্র সলিলা ভাগিরথী তীরে মাতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া সেই দিনই রাত্রির ট্রেণে রওনা হইয়া তৎপরদিবস বেলা প্রায় ৩ঘটিকার সময় উক্ত মিত্র মহাশয় বাটীতে উপস্থিত হয়েন এবং যথাসাধ্য আয়োজন করিয়া তৎপর দিবস নিয়মভঙ্গের দিনে দেশস্থ আত্মীয় স্বজন ও স্বজাতিবর্গকে ভোজন করাইয়াছেন। সুখের বিষয় এই প্রকার বিরুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ প্রধান বিঘ্নসঙ্কুল স্থানে ও দুই এক জন কায়স্থ কুলাঙ্গার ব্যতীত প্রায় কাহাকেও বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখা যায় নাই। সকলেই নিরাপত্তিতে এই কার্য্যে যোগদান করিয়া বিশেষ প্রকারে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

৭। আজকাল কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) সমাজে ত্রয়োদশ দিবসে শ্রাদ্ধ অনেক স্থানেই হইতেছে বটে, কিন্তু জয়পুর, পক্ষীপাশা কাশীপুর, ধোবাদহ, প্রভৃতির ন্যায় ব্রাহ্মণ প্রধান স্থানে যজ্ঞেশ্বর বাবুর ন্যায় নিঃস্ব ও সহায়শূন্য ব্যক্তির পক্ষে এতাদৃশ সৎসাহস অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আশাকরি উপনীত কায়স্থ মাত্রেই এ হেন সদৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ক্ষত্রিয় নামের সার্থকতা রক্ষা করিবেন। ইহাই এ কার্য্যের বিশেষত্ব।

৮। ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ।—বিগত ১৩ই ভাদ্র যশোহর জিলান্তর্গত মাগুরা মহকুমার অধীন বারাসীয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ রাহাবর্ম্মা মহাশয়ের ৺জেঠাই মাতা ঠাকুরাণীর আদ্যশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

৯। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।—আমরা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম—বঙ্গদেশীয় কায় সভার অকৃত্রিম সুহৃদ, কায়স্থ সাহিত্যে সুপণ্ডিত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা শাস্ত্রী মহাশয় সভার অর্থাভাব অজুহাতে সভা হইতে অপ সারিত হইয়াছেন। কি ক্ষোভের কথা! যিনি নিজের ঘরবাড়ী পরিত্যা করিয়া স্বাস্থ্যের প্রতি উপেক্ষা করিয়া, নিজ ভবিষ্যত জীবনের উপায় সাধ না করিয়া নিয়ত যাহার সেবায় আত্মনিয়োগ করত যাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধ করিয়াছিলেন, সেই সভা অর্থাভাবের অজুহাতে এই ঘোর দুর্দ্দিনে তাঁহার ৬৫৲ টাকা বেতনের স্থলে ৩০৲ টাকা বেতন দেওয়ার প্রস্তাব কিরূপে গ্রহ করিলেন? যাহার বিশেষ চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগে কায় বিদ্যার্থী বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, মীমাংসা, পড়িবার অবাধ অধিকার পাইয়াছে, আর তাঁহাকে বিনাদোষে, সভা হইতে অপসারিত করিয়া তাঁহার অকৃত্রিম সমাজ সেবার বাধা প্রদান এবং কায়স্থ সমাজকে ভবিষ্যতে বহুআশা হইতে বঞ্চিত করিলেন।

১০। কায়স্থোপনয়ন।—৩২শে শ্রাবণ ১৩২৬। জেলা ফরিদপুর আলগী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রীর বাটীর কেন্দ্রে ইশিবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার ঘোষ যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীতী হইয়াছেন।

১১। ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ।—৩১শে শ্রাবণ ১৩২৬। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রশাস্ত্রী মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী শৈলবালা দেবীর ইশিবপুর নিবাসী ৺ললিতকুমার ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান নরেন্দ্রকুমার ঘোষবর্ম্মার সহিত ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

সম্পাদক।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায়নমঃ

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক পত্রিকা।

[illegible]শ খণ্ড { আশ্বিন মাস ১৩২৬ সাল। } ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বঙ্গে মহিলা সমাজের শিক্ষা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

—০—

[illegible]লবের অহল্যা বাইএর কথা অনেকেই অবগত আছেন; ইনি কিরূপে দয়া [illegible]বতী লোকহিতৈষিণী বিদুষী রমণী ছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনচরিতে প্রতিফলিত হয়। তিনি হিন্দুবিধবার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া রাজ্ঞীবেশে [illegible]বের রাজাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে তাঁহার [illegible] আগ্রহ ছিল। প্রসিদ্ধ রাজপুত জাতীয়া বীরমহিলা তারাবাইএর [illegible] পড়িয়া দেখিবেন—তিনি সরলা অবলা ললনার আদর্শ স্থানীয়া হইলেও [illegible] অন্তর পুরুষোচিত বীরভাবে পূর্ণ ছিল। সেই সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা রমণীহৃদয়ে [illegible]তা, মল্লক্রীড়া ও অশ্বারোহণ প্রভৃতি বিদ্যার সঙ্গে লেখাপড়ার অপূর্ব্ব সমাবেশ [illegible]। প্রাচীন বিদুষী রমণী গার্গীর নাম সকলেই শুনিয়াছেন, ইহার ন্যায় [illegible]তী ও প্রতিভাশালিনী রমণী ভূমণ্ডলে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। [illegible]জ্ঞানপারদর্শিনী তর্কতীর্থরূপিণী রমণী জনকরাজার সভায় সর্ব্বজনসমক্ষে [illegible] হইয়া মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। [illegible]কৃত ঋগ্বেদটীকা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এইরূপ সীতা, সাবিত্রী, চিন্তা,

দময়ন্তী প্রভৃতি আদর্শমহিলার জীবন আলোচনা করিলে দেখা যাইবে সকলেই বিদ্যার বিমলজ্যোতিতে সুশোভিত ছিলেন। যদি তাঁহাদের বিদ্যা ও শিক্ষার প্রখরতেজ না থাকিত তাহা হইলে কি তাঁহারা কেহ কার্য্যসমূহের সমাধান করিয়া জগতে অক্ষয় নাম রাখিয়া যাইতে পারিতেন।

আমরা এমন কথা বলি না যে, বালিকাকে শিক্ষিতা করিতে হইলে দিগকে প্রথমেই বেথুন বা ডায়োসিজেন কলেজে অথবা লরেটো পাঠান উচিত। ইহা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, সম্ভব হইতেও পারে বিশেষতঃ ইহাতে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ঘটিতে পারে না।

মহিলাদের শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে গ্রামে গ্রামে বালিকাবিদ্যা করা আবশ্যক। তাহাতে এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে—বালিকাগণ প্রকৃষ্টরূপে মানসিক ও নৈতিক জ্ঞান লাভ করিতে পা শিক্ষাদ্বারা সুচারুরূপে সংসারপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়, স্নেহ, দয়া, উদারতা প্রভৃতি সদ্গুণের অধিকারিণী হইয়া আত্মীয় বান্ধবের তৃপ্তি যায় এবং যে শিক্ষাগুণে দরিদ্র নিপীড়িত-সংসারে শান্তির হাওয়া প্রবাহি বিপদব্যাধি-তাপক্লিষ্টপ্রাণে, শান্তির অমৃতধারা সিঞ্চিত হয়, সেই শিক্ষা শিক্ষা; এই শিক্ষা মানবের দেবত্বে উন্নীত হইবার পথ।

লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বালিকারা যাহাতে শিল্প, সীবন ও রন্ধন কার্য্যে নিপুণতা লাভ করিতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সমস্তই সরলা কুললনার অঙ্গভূষণ; এ ভূষণের নিকট মণিমাণিক্য বাহ্যিকভূষণ অতিশয় তুচ্ছ। বর্ত্তমান সময়ে বাজারে সুচিক্কণ চিত্র আধিক্য বশতঃ কন্থা সীবন একেবারেই লোপ পাইয়াছে। কেন না হইলেই এখন ভাল বিছানার চাদর পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা তখন কালে প্রায় গৃহস্থের ঘরেই এমন কারুখচিত সুরম্য কন্থা সকল বর্ত্ত যাহা চারিদণ্ডকাল দাঁড়াইয়া দেখিতে সকলেরই ইচ্ছা হইত। অভ্যাগত আসিলে সেই কন্থাদ্বারা তাহা শয্যা প্রস্তুত করা হইত। টাকা পাঁচ টাকায় পাচকব্রাহ্মণ পাওয়া যায়, বার টাকার কেরাণীর তাপ সহ্য করিতে পারেন না; কিন্তু পূর্ব্বকালে সুন্দর পাক ও বিবি অতিথি আগন্তুকের তৃপ্তিসাধন স্ত্রী জাতির একটা স্বাভাবিক ধর্ম ছি

নাটোরা পুণ্যশীলা রাণী-ভবানী অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়াও স্বহস্তে পাককার্য্য সমাধান করিয়া আতিথ্যবিধান করিতেন। সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি দেবীরূপিণী গণ স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া স্বামী ও অন্যান্য প্রীতির পাত্রদিগকে পরম পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইতেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যাহারা তাঁহাদের দাসীর দাসীর যোগ্যাও নন, তাঁহাদের বিলাসিতা ও অহঙ্কার দেখিলে লজ্জায় মাথা হেট করিতে হয়। যে দেশের স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল নিদর্শনরূপা রমণী রাজপুত্র রক্ষাহেতু মাতা হইয়া অম্লানবদনে নিজ পুত্রের জীবন প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, যে দেশের মহিলাগণ আত্মগৌরব অটুট রাখিবার জন্য প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে অম্লানবদনে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জ্জন যে দেশের ললনাগণের একটা সহজ সাধ্য ব্যাপার ছিল। সেই দেশে এইরূপ বিলাসিতা ও সুখপ্রিয়তা নিতান্ত লজ্জার কথা সন্দেহ নাই।

আমাদের বিশ্বাস যদি প্রত্যেক বালিকাবিদ্যালয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করা যায় তাহা হইলে এই সব কুরীতিসমূহ অচিরেই বিদূরিত হয়। কিন্তু আমরা হুজুগপ্রিয় বাঙ্গালীজাতি আড়ম্বরে যতটুকু দেখাই কার্য্যে ততটুকু প্রকাশ করি না। এই ত "স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীশিক্ষা" বলিয়া প্রতিবৎসর প্রতিমাসে কত সভায় কত চীৎকার শুনিতে পাই, কিন্তু তাহার ফল যে কি দাঁড়ায় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীশিক্ষার দিকে আমাদের মাননীয় মহাশয় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে না পারিলে অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ সুদূরপরাহত। গ্রামস্থ নেতৃমণ্ডলী সমবেত হইয়া যদি সরকার সাহায্যে গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিতে প্রয়াস পান এবং তাহাতে বালিকাগণের মানসিক নৈতিক ও সংসারিক জীবন গঠনোপযোগী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা যায় তাহা হইলে কুড়ী বৎসর পর বাঙ্গালায় এমন কোন স্থান থাকিবে না, যে স্থানের মহিলাগণ নিরক্ষর বা অশিক্ষিতা। এই শিক্ষার ফলে বঙ্গে পল্লীসমাজ হাসিয়া উঠিবে; গৃহসুখ-পরবশ বাঙ্গালী কার্য্যক্লান্ত-কলেবরে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া প্রাণে বিমল আনন্দ অনুভব করিবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র বসু

ফুলহরা।

শরতে শক্তি সাধনা।

ওঁ তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাম্‌
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
সুতরাং নাশয়তে তমঃ ॥ শ্রীদেব্যুপনিষৎ।

বৎসরের পর আবার শরৎকাল আসিয়াছে, আবার বঙ্গদেশ শক্তি সাধ উদ্যোগে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। আবার ভাগ্যবানের চণ্ডীমণ্ডপে দেবী আবির্ভাব হইবে; চণ্ডীপাঠ ও মন্ত্রপাঠের শব্দে দিঙ্মণ্ডল মুখর হইয়া জগন্মাতার নাম করিয়া আবার তাঁহার নিরীহ সন্তান অগণ্য ছাগমেষাদির শোণিতে পূজার প্রাঙ্গণ লোহিত কর্দ্দমে পূর্ণ হইয়া উঠিবে! হর্ষে, উৎ গীতবাদ্যে, পানভোজনে এই সাধনার উৎসব তিন দিনে নিঃশেষ হইয়া আমাদিগকে 'যে তিমিরে সেই তিমিরে' ফেলিয়া অনন্ত কালসাগরে হইবে। আজ আগমনীর আনন্দ, আনন্দময়ীর উৎসবানন্দ,—সকলেই মগ্ন।

এই শক্তিপূজা ভারতে কতদিন হইতে হইতেছে কে বলিবে? অথবা ইংরেজের মানসপুত্র (ক) এ দেশীয় বিধানকে এই প্রশ্ন করিলে, "মহম্মদ-বেন-বক্তিয়ারখিলিজী অষ্টাদশ (অক্ষৌহিনী নহে) অশ্বারোহী সহায়ে যে দিন বঙ্গবিজয় করিলেন, তাহার ২৭ বৎসর ৫ মাস ১৩ দিন ভোটানের অন্তর্গত 'শাক্‌টি' নামক স্থানে 'তাঁতোয়া' জাতিদের জাতীয় পুতুল পূজা পরিবর্ত্তিত আকারে হিন্দু ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক গৃহীত এবং

(ক) ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে যে সকল ভারত সন্তান নিজ নিজ চাবি একেবারে ইংরেজের হাতে তুলিয়া দিয়া প্রকৃতপক্ষে এক একটী ফনোগ্রাফ বলিয়াছেন, হাইকোর্টের জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত সারজন উড় তাঁহার "শক্তি ও শাক্ত" গ্রন্থে তাঁহাদিগকে "ইংরাজের বলিয়াছেন।

হইয়াছে; তাই,—'শাক্‌টি' পাহাড়ী পল্লীর স্থানীয় দেবতার নাম 'শক্তি' এবং 'তাঁতোয়া' জাতির পূজা বলিয়াই পূজার পদ্ধতির নাম 'তন্ত্র' হইয়াছে" এই রায় দিবেন। আর ইংরাজী ভাষায় লিখিত এইরূপ কাহিনীই বাঙ্গলা ও হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হইয়া গ্রামে গ্রামে প্রতি পাঠশালায় আমাদের 'আর্য্য' বংশধর বালকগণ পড়িয়া 'শিক্ষিত' আখ্যালাভ করিবে।

উপরের কাহিনীটি অবশ্য কল্পিত কিন্তু এইরূপেই আমাদের দেশের আচার ব্যবহার পূজা, পাঠ, সামাজিক, নৈতিক, ধার্ম্মিক যাবতীয় বিষয়ের ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত লিখিত এবং পঠিত হইতেছে। আমরা এখনও আপনাদের নিজের ঘরের কথা কিছুই জানি না এবং পরের মুখে ঝাল খাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে খুব পটু, তাই সভ্য বিদেশিগণের নিকট বিদ্রূপের আধার হইয়া রহিয়াছি।

গণনাতীত কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের স্থান বিশেষ এককালে সমুদ্র জলের নিম্নদেশে অবস্থিত ছিল বলিয়া যে সকল মহাপুরুষ বাঙ্গালা দেশ এবং বাঙ্গালী জাতিকে নূতন আখ্যা দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাহসী ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। বঙ্গদেশ এবং বাঙ্গালী জাতি যতই নবীন হউক, রামায়ণ গ্রন্থ অপেক্ষা প্রাচীন বটে। রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় যে মহারাজাধিরাজ দশরথ তাঁহার প্রিয়তমা রাজ্ঞী কৈকেয়ীর নিকট নিজ সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের বর্ণনা মুখে বলিতেছেন,—

"যাবদাবর্ত্ততে চক্রং তাবতী মে বসুন্ধরা ॥৩৬॥
দ্রাবিড়াঃ সিন্ধু সৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গ মাগধামৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশিকোশলাঃ ॥৩৭॥

অযোধ্যাকাণ্ড, দশম সর্গ।

অর্থাৎ—তখনও বঙ্গ, অঙ্গ ও মগধ প্রভৃতি দেশ অযোধ্যা সাম্রাজ্যের করদ ছিল। বাল্মীকির রামায়ণের বয়স কত? রামায়ণ খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে বাল্মীকি রামের সমসাময়িক কবি; এবং কৃত্তিবাস ঠাকুরের বাক্য।

"রাম জন্মিবার ষাটিহাজার বৎসর
অনাগত বর্ণনা করিলা কবিবর ॥"

সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। রামচন্দ্র যে ত্রেতাযুগের অবতার, তাহাও যাবতীয় শাস্ত্র সম্মত। পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি শ্রীরামকে শ্রীকৃষ্ণের পরবর্তী বলিয়াছেন বটে, কিন্তু সে কথা ইংরাজ গুরুর কথার প্রতিধ্বনি মাত্র; এবং অশ্রদ্ধেয়। মহাভারতের প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া সাহেবের কথাকে মাথায় তুলিয়া মাথায় লওয়া একান্তই গর্হিত।

একখানি পঞ্জিকা খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে কলিযুগের ৫০১৯ বৎসর গত হইয়াছে। মনুসংহিতা এবং নিখিলপুরাণ শাস্ত্রের মতে কলিযুগের সংখ্যা দিব্য ১২০০ শত বৎসর অর্থাৎ লৌকিক ৪,৩২,০০০ চারিলক্ষ বত্রিশহাজার বৎসর। (খ) দ্বাপরযুগের সংখ্যা কলিযুগের ঠিক দ্বিগুণ, অর্থাৎ ৮,৬৪,০০০ আটলক্ষ চৌষট্টিহাজার বৎসর একণে যদি তর্কের স্থলে ধরিয়া ধরিয়া লওয়া যায় যে রামচন্দ্র ত্রেতাযুগের শেষে অর্থাৎ একেবারে শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে সমগ্র দ্বাপর যুগ ও কলিযুগের গতাব্দ (৮,৬৪,০০০+৫০১৯=৮,৬৯,০১৯) মোট আট লক্ষ উনসত্তর হাজার উনিশ বৎসর মাত্র তাঁহার অবতার হইয়াছিল। অতএব ভারতীয় আর্য্য গ্রন্থাবলীর ঐক্য মতানুসারে আদিকাব্য রামায়ণ অন্ততঃ নয়লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল ইহা বলিতেই হইবে; আর যদি তিনি ত্রেতাযুগের মাঝামাঝি ভাবে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ অঙ্কের সহিত আরও ৬,৪৮,০০০ বৎসর (ত্রেতাযুগের পরিমাণ কলিযুগের ত্রিগুণ অর্থাৎ ৪,৩২,০০০ ×৩=১২,৯৬,০০০ বৎসর হয় তাহার অর্দ্ধেক সুতরাং ৬,৪৮,০০০ বৎসর) যোগ করিতে হয়—অর্থাৎ তাহা হইলে রামায়ণ খানির বয়স ১৫ পনেরলক্ষ

(খ) যুগসংখ্যা কলি ১০০০+সন্ধ্যা ১০০+সন্ধ্যাংশ ১০০=১২০০ বৎসর
দ্বাপর ২০০০+সন্ধ্যা ২০০+সন্ধ্যাংশ ২০০=২৪০০ বৎসর
ত্রেতা ৩০০০+সন্ধ্যা ৩০০+সন্ধ্যাংশ ৩০০=৩৬০০ বৎসর
সত্য ৪০০০+সন্ধ্যা ৪০০+সন্ধ্যাংশ ৪০০=৪৮০০ বৎসর

এই সকল বৎসর দিব্য, অর্থাৎ দেবতাদের, তাঁহাদের একদিনে আমাদের এক বৎসর হয়, সুতরাং দিব্য বৎসরকে ৩৬০ দিয়া গুণ করিলে তবে লৌকিক বৎসর পাওয়া যায়।

বৎসরেরও অধিক হইয়া পড়ে (৮,৬৯,০১৯+৬,৪৮০০০=১৫,১৭,০১৯ বৎসর।

এইরূপ দীর্ঘ দীর্ঘ অঙ্কপাত দেখিয়া ইংরেজগুরু এবং তাঁহাদের একশ্রেণী শিষ্যদের মস্তিক বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে থাকে। নিজের মাথা ঘুরিলে জগৎ সংসার ঘুরিতেছে ভ্রম হয়; এই জন্য এই সকল স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় যোগী ঋষিদিগকে 'গঞ্জিকা সেবী' প্রভৃতি মিষ্ট সম্বোধন করিয়াছেন। অন্যের কথা কি, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও স্বমত বিরোধী কথা কোনও শাস্ত্রে দেখিলেই তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন এবং সেরূপ লেখকের গাত্রে গর্দ্দভের গাত্র সৌরভ পাইয়াছেন। তিনি আজ পরলোকে, সুতরাং তাঁহাকে কোন রূঢ় কথা আমরা আজ বলিতে চাহি না। কিন্তু তিনি সংস্কৃতে নামমাত্র জ্ঞান এবং অহংভাবের ষোল আনা অজ্ঞান লইয়া মহাভারত ও পুরাণাদি শাস্ত্রে প্রক্ষিপ্তবাদের যে অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, তাহার কুফল আমরা পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিতেছি। কে জানে কত দিনে আমাদের এই দুর্গতি দূর হইবে!

কেবল ইংরেজ কেন, খৃষ্টান ধর্ম্মে যে কোন পণ্ডিত, ভারতীয় শাস্ত্রের প্রাচীনতার অঙ্ক দেখিয়া একেবারে অস্থির হইয়া পড়েন! তাঁহাদের ভগবদ্বাদী বাইবেল্ গ্রন্থে লিখিত আছে যে গড্ আদিম নরমিথুন আদম ও হবাকে খৃষ্টপূর্ব্ব ৪০০৪ অব্দে নিজমূর্ত্তির (?) ছাঁচে, কাদায় গড়িয়াছিলেন! প্রথম মনুষ্যের জন্মই যখন মোটে ছয়হাজার বৎসর পূর্ব্বে হয় নাই, তখন একখানা সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ তাহার পূর্ব্বে,—অল্পপূর্ব্বে নহে; লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, একথা খৃষ্টান কখনও প্রাণ ধরিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতা স্বীকার করিতে গিয়া কোন্ ধার্ম্মিক স্বীয় ধর্ম্মগ্রন্থকে মিথ্যা বলিবেন? সাহেবরা যে আমাদের বেদ বেদান্তকে কিছুতেই খৃষ্টপূর্ব্ব তিন সহস্র বৎসরের ওদিকে লইয়া যাইতে সাহস করেন না,—তাহার মূল রহস্য এইখানে।

শক্তির কথা বলিতে গিয়া রামায়ণ লইয়া এত আড়ম্বর কেন? না,—আমরা পথ ভুলিয়া কণ্টকগুল্মাকীর্ণ কান্তারে পদার্পণ করি নাই। অতি প্রাচীন অথর্ব্ববেদ সংহিতা হইতে তন্ত্রশাস্ত্রের সমুদয় গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায় যে,

শক্তির সহিত শিবোপাসনা অতি সুদৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ। শিব যেখানে, শক্তি সেইখানে। সকলেই অবগত আছেন যে শিবকে পরিত্যাগ করিয়া রামায়ণ রচিত হইতে পারে না। রামায়ণের সীতার বিবাহের মূল, শিবধনুতে গুণারোপণরূপ পণ অথবা কন্যা শুল্ক। শিবের ধনু যে কালে ছিল, তখন শিব নিশ্চয়ই ছিলেন ; আর শিব থাকিলে আদ্যাশক্তিও নিশ্চয়ই বিদ্যমান ছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণে অবশ্য শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজা নাই, সেতুবন্ধে শিবলিঙ্গ স্থাপনের কথাও নাই। কেবল লঙ্কা বিজয়ের পর, ফিরিয়া আসিবার কালে শ্রীরামচন্দ্র শূন্যমার্গে পুষ্পকরথ হইতে পার্শ্ববর্ত্তী প্রিয়তমা সীতাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"এতৎ কুক্ষৌ সমুদ্রস্য স্কন্ধাকার-নিবেশনম্ ॥ ১৯।
অত্র পূর্ব্বং মহাদেবঃ প্রসাদমকরোদ্ বিভুঃ।
এতত্তু দৃশ্যতে তীর্থং সাগরস্য মহাত্মনঃ ॥ ২০ ॥
সেতুবন্ধ ইতিখ্যাতং ত্রৈলোক্যেন চ পূজিতম্।
এতৎ পবিত্রং পরমং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ২১ ॥

লঙ্কাকাণ্ড ১২৫ তম সর্গ।

অর্থাৎ—

"সমুদ্রের উপকূলে ঐ যে স্থান দেখিতেছ, আমরা ঐ স্থানে সেনানিবেশ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলাম। এই স্থানেই পূর্ব্বে সর্ব্বব্যাপী মহাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। মহাত্মা সমুদ্রের এই অবতারণস্থান তীর্থ দেখা যাইতেছে, ইহাই ত্রিলোক পূজিত মহাপাতকনাশন পরমপবিত্র সেতুবন্ধ তীর্থ।" (গ)

(গ) ব্রহ্মহামদ্যপঃ স্তেনো গুরুতল্পগ এবচ
মহাপাতকিনস্ত্বেতে যঃ স হতঃ সহ সংবসেৎ ॥ ১॥
সর্ব্বস্বং বা বেদবিদে ব্রাহ্মণায় প্রদাপয়েৎ।
ব্রহ্মহামুচ্যতে পাপৈদৃষ্ট্বা বা সেতু দর্শনম্ ॥ ১১॥ অষ্টম অধ্যায়, উশনা ধর্ম্মশাস্ত্র।
অন্যান্য স্মৃতিতেও এইরূপ বাক্য আছে। আরও "সংসেমিরা"র গল্প আছে।

সেতুবন্ধে মহাতীর্থে গঙ্গাসাগর-সাঙ্গমে।
ব্রহ্মহামুচ্যতে পাপী মিত্রদোহী নমুচ্যতে ॥

এই "বিভু মহাদেব" শিবও হইতে পারেন, পরব্রহ্মও হইতে পারেন, কিন্তু রামায়ণ হইতে সীতা বিবাহের বীর্য্যশুল্ক স্বরূপ শিব ধনুর কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে না। সুতরাং রামায়ণ গ্রন্থে শিবের কথা আছে।

মহাভারতে শিব-শক্তির উল্লেখ বহু স্থলেই আছে। শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবের স্তব করিতেছেন,—এরূপ স্থলও মহাভারতে আছে। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য এই সকল স্থানে প্রক্ষেপকারী গর্দ্দভের গাত্রসৌরভ পাইয়াছেন (ঘ) কিন্তু তাহাতে মহাভারতের মর্য্যাদার কোনও হানি হয় নাই, বঙ্কিমেরই অত্যাধিক গর্দ্দভপ্রীতির প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণু এবং শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের মতে মহাভারতের যুদ্ধ কলির প্রথমেই সংঘটিত হইয়াছিল। (ঙ) এরূপ অবস্থায় অদ্য হইতে পাঁচসহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে যে শিবশক্তির পূজা প্রচলিত ছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইতেছে। সুতরাং ইহা অত্যন্ত প্রাচীন।

অদ্য আমরা পৌরাণিক অথবা তান্ত্রিক শাস্ত্র হইতে শক্তি পূজার তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া ঔপনিষদিক সাহিত্য অবলম্বন করত কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ইউরোপীয় দার্শনিক শাস্ত্রে কৃতশ্রম শ্রদ্ধাস্পদ বিদ্বদ্ বল্লভ শ্রীযুক্ত সারজন উড্রফ মহোদয় (কলিকাতা হাইকোর্টের জজ) তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করিয়া নিখিল ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তিনি ঠিক আর্য্যজনোচিত সভ্যতা এবং সম্মানের সহিত তন্ত্রশাস্ত্রের মূল পুস্তকগুলি (ইংরাজের কৃত অনুবাদ নহে) সংস্কৃত ভাষায় পাঠ করিয়া উহার তত্ত্ব বক্তৃতা এবং পুস্তকাকারে ইংরেজী শিক্ষিত জনসাধারণের গোচরে আনিতেছেন। আমরা আশা করি, উঁহার অধ্যবসায়ের ফলে লুপ্তপ্রায় তন্ত্রশাস্ত্রের পুস্তক রক্ষা, উহাদের উচিত পরিচয় প্রদান এবং যথোচিত মর্য্যাদা সংস্থাপন প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে তিনি চেষ্টা করিলেই এই তন্ত্রশাস্ত্রের অতীব প্রাচীনতা বেদের সহিত প্রায় সমসাময়িকতা প্রতিপাদন করিতে পারিবেন।

ঔপনিষদিক গ্রন্থ সমূহের মধ্যে 'মুক্তিকোপনিষদে' অধিকতর প্রামাণ্য

(ঘ) ৺বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণচরিত্র", পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ)

(ঙ) "[illegible]পত্রিকা"য় আমরা এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

অষ্টোত্তরশত উপনিষদের নামাবলী আছে। এই গ্রন্থগুলি যে কত [illegible] তাহা কে বলিবে ? তন্মধ্যে ঈশ. কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ড, মাণ্ডুক্য, [illegible]

ঐতরেয়ং চ ছান্দোগ্যং বৃহদারণ্যকং তথা ॥

এই দশখানি গ্রন্থের ভাষ্য শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন। এবং [illegible] তিনি 'কৌষীতকী' উপনিষদ্ হইতে বহুস্থান স্বীয় :বেদান্ত ভাষ্যে [illegible] করিয়াছেন। 'শ্বেতাশ্বতর' উপনিষদ্ ও অতিশয় প্রামাণ্য। এগুলি যে [illegible] ভাষ্যকারেরও পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল তাহা নিশ্চিত। এই দ্বাদশখানি [illegible] অন্যতর সামবেদীয় 'কেনোপনিষদ্' গ্রন্থেই বিখ্যাত ব্রহ্মশক্তি স্বরূপিণী [illegible] হৈমবতীর আখ্যান আছে। এই 'উমা হৈমবতীই' যে আমাদের [illegible] ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী মা, তাহা 'বহ্বৃচোপনিষদ্' অতি সুন্দররূপে [illegible] করিয়াছেন। আমরা অতি সংক্ষেপে সেই উপনিষদ হইতে শক্তিতত্ত্ব [illegible] করিয়া পাঠক মহাশয়দিগের সমীপে উপস্থিত করিতেছি।

প্রথমে দেবী একাকিনী ছিলেন, তিনিই জগতের মূলরূপ অণ্ড [illegible] করিলেন। তাঁহাকে কামকলা, এবং শৃঙ্গার কলা বলে। তাঁহা[illegible] ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন, বিষ্ণু জন্মিলেন, রুদ্র জন্মিলেন, সকল মরুদ্গণ [illegible] গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্সরস সকল বাদ্যবাদক চারিদিকে একেবারে [illegible] ভোগ্যবস্তু জন্মিল, সকলই জন্মিল। সকল শাক্ত (শক্তি হইতে উদ্ভূত [illegible] শক্তির উপাসক) জন্মিল। অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, জরায়ুজ, যাহা [illegible] স্থাবর জঙ্গম প্রাণী এবং মনুষ্যগণ সকলই জন্মিল।

সেই তিনিই পরাশক্তি। সেই তিনিই শাম্ভবী বিদ্যা, কাদি[illegible] হাদিবিদ্যা, সাদিবিদ্যা অথবা রহস্য। ওঁ ওঁ বাক্যের তাঁহার প্রতিষ্ঠা [illegible] তিন পুর অথবা তিন শরীর ব্যাপিয়া, বাহির এবং অন্তর প্রকাশ করি[illegible] কালবস্তুর অন্তর হইতে সঙ্গশূন্য মহাত্রিপুরসুন্দরী প্রত্যক্ চিতি স্বরূ[illegible] তিনিই আত্মা তিনি ভিন্ন, আর সকলই অসত্য ও অনাত্মা; [illegible]

(চ) শ্রীযুক্ত সার জন উড্রফের তত্ত্বাবধানে "কাদিমত" প্র[illegible] হইয়াছে। বঙ্গদেশে "হাদিমত"ই সমধিক প্রচলিত বলিয়া অভিজ্ঞ[illegible] থাকেন।

[illegible] এবং অভাব ও অংশনিষ্কলা, ব্রহ্মসংবৃত্তি ইনিই চিৎ, আত্মা, ব্রহ্মসংবিত্তি সচ্চিদা-[illegible] মহাত্রিপুরসুন্দরী,—বাহিরে ও ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্বয়ং একাই [illegible] পাইতেছেন। যাহা বর্ত্তমান, তাহাই সৎ ; যাহা প্রকাশ পাইতেছে, তাহা চিৎমাত্র ; যাহা প্রিয় এবং যাহা আনন্দ, তাহাই সর্ব্বাকারা মহা-[illegible]সুন্দরী। তুমি, আমি এবং সর্ব্ববিশ্ব, সর্ব্বদেবী এবং অপর যাহা কিছু, সবই [illegible]পুরসুন্দরী। সত্য এক সুন্দরবস্তু, তাহা অদ্বিতীয়, অখণ্ডার্থ পরব্রহ্ম। [illegible] পরিত্যাগ করিলে এবং তাঁহার অস্বরূপের লোপ হইলে সকলের [illegible]জ্ঞানস্বরূপ এক পরমতত্ত্ব সৎ অবশিষ্ট থাকে।

'প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম', অথবা 'আমিই ব্রহ্ম,' অথবা 'আমি যেই হই আমি সেই, [illegible] 'সেই আমি', অথবা সেই যে সে আমিই—এইরূপে যাঁহার সম্বন্ধে বলা [illegible] সেই ইনিই ষোড়শী শ্রীবিদ্যা, পঞ্চদশাক্ষরী, শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী, বালা, [illegible]বিকা, বগলা, মাতঙ্গী, স্বয়ং বরকল্যাণী, ভুবনেশ্বরী, চামুণ্ডা, চণ্ডা, বারাহী, [illegible]স্করিণী রাজমাতঙ্গী, শুকশ্যামলা, লঘুশ্যামলা, অশ্বারূঢ়া, প্রত্যঙ্গিরা, ধূমাবতী, [illegible]সাবিত্রী, সরস্বতী, ব্রহ্মানন্দকলা—ইতি।

অতিসংক্ষেপে "বহ্বৃচোপনিষদ্" গ্রন্থের মর্ম্মার্থ প্রদত্ত হইল। অষ্টোত্তরশত [illegible]নিষদের মধ্যে আরও, সীতোপনিষৎ, সাবিত্র্যুপনিষৎ, ত্রিপুরাতাপিন্যুপনিষৎ, [illegible]পুরোপনিষৎ, দেব্যুপনিষৎ, রুদ্রহৃদয়োপনিষৎ, অন্নপূর্ণোপনিষৎ, সৌভাগ্য-লক্ষ্ম্যু-[illegible]পনিষৎ এবং সরস্বতীরহস্যোপনিষৎ, এই কয়খানি উপনিষদে শক্তিমাহাত্ম্য বর্ণিত [illegible]বং তাঁহার উপাসনার রহস্য উপদিষ্ট হইয়াছে। আমরা আশা করি, আমাদের পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই এই সকল গ্রন্থের সহিত পরিচিত আছেন। যদি [illegible]কোন উপযুক্ত মহাশয় ব্যক্তি শ্রুতি, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ, পুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া শক্তি-উপাসনার তত্ত্ব সাধারণে প্রচার করেন, তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্ম ও সাহিত্য উভয়ই সমধিক উন্নত হয়। বর্ত্তমান ভারতে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর এবং গাণপত্য এই পঞ্চ সম্প্রদায়ই স্ব স্ব সম্প্রদায়ের তন্ত্রদ্বারা [illegible]চালিত হইতেছেন। বৈষ্ণব সাত্বত তন্ত্রানুযায়িনী সাধনার সহায়তায় [illegible]বৈষ্ণবীশক্তিসমন্বিত মহাবিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকেন ;—স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতই [illegible]ত্বতন্ত্রের প্রমাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। শক্তিসাধনা ভিন্ন দ্বিজগণের ত উপায়ই নাই। যাঁহারা ত্রিসন্ধ্যায় মহাশক্তিস্বরূপিনী সাবিত্রী দেবীর উপাসনা করিতেছেন

তাঁহারা ত সকলেই শাক্ত। তাই আমরা মহারুদ্র ও মহাশক্তির প্রণাম...
অদ্য পাঠকবর্গের নিকট বিদায় লইতেছি।

"রুদ্রো নর উমা নারী তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ।
রুদ্রো ব্রহ্মা উমা বাণী তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ॥
রুদ্রো বিষ্ণুরুমা লক্ষ্মী তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ।
রুদ্রঃ সূর্য্য উমা ছায়া তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ॥
রুদ্রঃ সোম উমা তারা তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ।
রুদ্রো দিবা উমা রাত্রি তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ॥
রুদ্রো যজ্ঞ উমা বেদি তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ।
রুদ্রো বহ্নিরুমা স্বাহা তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ॥
রুদ্রো বেদ উমা শাস্ত্রং তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ।
রুদ্রো বৃক্ষ উমা বল্লী তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ॥
রুদ্রো গন্ধ উমা পুষ্পং তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ।
রুদ্রোঽর্থ অক্ষরঃ সোমো তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ।
রুদ্রো লিঙ্গমুমা পীঠং তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ॥
হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যস্থাং প্রাতঃ সূর্য্যসমপ্রভাম্।
পাশাঙ্কুশধরাং সৌম্যাং বরদাভয়হস্তকাম্।
ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং ভক্তকাম দুঘাং ভজে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ (ক)

শ্রী অখিলচন্দ্র ভার...

পাদমন্তব্য।

(ক) আমাদের অনবধানতা বশতঃ বলিয়াছি যে রামায়ণে স্পষ্টতঃ শিবো... নাই, এবং "অত্রপূর্ব্বং মহাদেবঃ প্রসাদমকরোদ্বিভুঃ।"২০।১৯... সর্গ, লঙ্কাকাণ্ড।

শ্লোকের "বিভু মহাদেব" শিব হইতেও পারেন, পরব্রহ্ম হইতেও পা... কিন্তু তাহা যথার্থ নহে; রামায়ণে শিবের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সী... অগ্নি পরীক্ষার সময়ে লঙ্কাতে অন্যান্য দেবগণের সহিত বৃষধ্ব... আসিয়া রামকে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। এবং স্বর্গগত দশর... তাঁহার পুত্রদ্বয়ের সহিত দেখা করাইয়া দিয়াছিলেন।

"ততোঃ বৈশ্রবণো রাজা যমশ্চ পিতৃভিঃ সহ।
সহস্রাক্ষশ্চ দেবেশো বরুণশ্চ জলেশ্বরঃ।
ষড়র্দ্ধনয়ন শ্রীমান্ মহাদেবো বৃষধ্বজঃ।
কর্ত্তা সর্ব্বস্য লোকস্য ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদংবরঃ॥
আগম্য নগরীং লঙ্কাং ইত্যাদি"

১৮৯ তম সর্গ, লঙ্কাকাণ্ড।

অর্থাৎ তাহার পর (সীতাদেবী অগ্নি প্রবেশ করিলে পর) কুবের, পিতৃগণ সহিত যম সহস্রাক্ষ দেবরাজ, জলেশ্বর বরুণ, ত্রিনয়ন শ্রীমান্ বৃষধ্বজ মহাদেব, সর্ব্বলোককর্ত্তা ব্রহ্মা সেই লঙ্কায় আগমন করিয়া—ইত্যাদি অর্থাৎ রামকে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

এইরূপ মহাদেবের উল্লেখ আরও আছে। সুতরাং, ১২৫ তম সর্গের "বিভু মহাদেব শিবই হইতেছেন। অতএব দেখা যাইতেছে, রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ডেই (উত্তরাকাণ্ড নহে) মহাদেবের উল্লেখ আছে। 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীমান্ ম্যাকডোনাল্ড সাহেব মহাশয় কৃপা করিয়া রামায়ণকে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দের রচিত গ্রন্থ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের মতে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০০ তিন সহস্র অব্দে মহাভারতের যুদ্ধ এবং তাহারও অনেক লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে (বর্ত্তমান আকারে ঠিক না হউক) রামায়ণ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

রস-বিজ্ঞান।

—•:(*):•—

রস রসনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু। ইহা ষড়বিধ। যথা,—কটু, তিক্ত, কষায়, লবণ, অম্ল ও মধুর, এই ছয় প্রকার রস। কোন্ রসের কি প্রকার গুণাগুণ তাহা সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। কটু রস গুণ—কটু রস অগ্নির উদ্দীপ্তকর, পাচক, রুচিকর, শোধনকর, স্থূলতা, অলসক, কৃমি, বিষ, কুষ্ঠ এবং কণ্ডুর শান্তিকর। সান্দ্র...

বন্ধনের বিশ্লেষকর, শরীরের অবসাদকর, এবং স্তন্য, শুক্র ও মে... বিনাশক।

অতিরিক্ত মাত্রায় কটু রস সেবন করিলে, ভ্রম, মত্ততা, গল তালু এবং ওষ্ঠশোষ, গাত্র সন্তাপ, শক্তিহানী, কম্প বেদনা এবং ভেদ প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। হস্ত, পদ, পার্শ্ব এবং পৃষ্ঠাদি স্থান বাত রোগ উদ্ভব হয়।

২। তিক্ত-রস-গুণ। তিক্ত রসচ্ছেদনকর, রুচিকর, দীপ্তিকর, শোষ... কর, কণ্ডু, কোষ্ঠ, তৃষ্ণা মূর্চ্ছা এবং জ্বরের শান্তিকর। স্তন্যশোধনকর এবং বিষ্ঠা, মূত্র, ক্লেদ, মেদ ও বসা প্রভৃতির শোষণকর।

এই তিক্তরস অধিক পরিমাণে সেবন করিলে শরীরের স্পন্দ রহিত, হ... পদাদির আক্ষেপ, শিরঃশূল, ভ্রম, ভেদ, ছেদ এবং মুখের বৈরস্য উৎপন্ন হয়।

৩। কষায় রস গুণ। কষায় রস মল, মূত্র, এবং রক্তাদি রুদ্ধকর, ব্রণাদি পূরণকর, স্তব্ধকর, শোধনকর, উলঙ্ঘনকর, শোষণকর, পীড়ণকর এবং ক্লেদ শোধনকর।

কষায় রস অধিক মাত্রায় সেবন করিলে, হৃদপীড়া, মুখশোষ, উদরাধ্মান, বাক্‌রোধ, মন্যাস্তম্ভ, অঙ্গস্ফুরণ, কর্ণে চুন্‌ চুন্‌ শব্দ শ্রবণ এবং আক্ষেপ ও আকুঞ্চন প্রভৃতি রোগ উৎপন্নকর।

৪। লবন রস গুণ।—লবন রস সংশোধনকর পাচক, বিশ্লেষক ক্লেদকর, শরীর শৈথিল্যকর সমস্ত রসের বিরোধী, শরীরের সমস্ত অবয়বের কোমলতা উৎপাদক।

লবন রস অতি মাত্রায় সেবন করিলে, গাত্রকণ্ডু, মণ্ডলাকার শোথ, বিবর্ণতা ধ্বজভঙ্গ, ইন্দ্রিয়দিগের উপতাপ, মুখ ও নেত্রে ব্রণ, রক্তপিত্ত বাতরক্ত, এবং অম্লউদ্গারাদি রোগ জন্মে।

৫। অম্ল রস গুণ।—অম্লরস, জারক, পাচক, বায়ুর শান্তিকর, অনু... লোমকর, কোষ্ঠবিগ্রাহী, ক্লেদকর, মুখপ্রিয় ও বাহ্য শীতলকর।

অম্লরস অতি মাত্রায় সেবন করিলে দন্তহর্ষ, নয়ন সংমিলন, রোমাঞ্চ, গাঢ় কফ তরল হয় এবং শরীর শিথিলভাব ধারণ করে। শরীরের স্থান ক্ষত, অভিহত, দগ্ধ, ভগ্ন, শোথ বিশিষ্ট, রুগ্ন, পতিত, বিসর্পরোগ

ছিন্ন ভিন্ন, বিদ্ধ, লিষ্ট ইত্যাদি থাকিলে তাহা পাকিয়া উঠে। অম্লরসের আগ্নেয় স্বভাব থাকায়, কণ্ঠ, বক্ষ এবং হৃদয়ে দাহ উৎপন্ন হয়।

৬।—মধুর রস গুণ।—মধুর রসের দ্বারা, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি মজ্জা, ওজঃ, শুক্র ও স্তন্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দৃষ্টিশক্তি, কেশ বর্ণ, এবং বল বৃদ্ধি হয়। ব্রণের সন্ধান (কাটা ঘা যুক্ত হয়) শরীরের রস ও রক্ত প্রসন্ন হয় এই মধুর রস বালক, বৃদ্ধ, ক্ষত ও ক্ষীণের পক্ষে হিতকারী। ইহা পিপিলিকাদির বিশেষ প্রিয়। বালকদিগের অতি প্রিয় বস্তু ইহা তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা এবং দাহ শান্তিকর, ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নকর এবং কৃমি ও কফ বৃদ্ধিকারক।

অধিক পরিমাণে মধুর রস সেবন করিলে কাশ, শ্বাস, আলস্য, বমনেচ্ছা বদনের মাধুর্য্য নষ্ট, স্বরভঙ্গ, কৃমি, গলগণ্ড, অর্ব্বুদ, শ্লীপদ, বস্তিদেশ, মলদ্বারের উপলেপ এবং চক্ষুরোগাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ডাক্তার শ্রীজীবনবিহারী সিংহ L. H. M. S.
(গোঁড়পাড়া, নদীয়া)

পরমেশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ।

(শাস্ত্র সঙ্কলিত)

বেদান্ত দর্শনের প্রথম সূত্রটী এই যে “অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।” অর্থাৎ— অনন্তর ব্রহ্ম কে? ব্রহ্মের বিষয়টী শিষ্যকে বুঝাইবার নিমিত্ত দ্বিতীয় সূত্রে লিখিত হইয়াছে—“জন্মাদ্যস্য যতঃ।” অস্য অর্থাৎ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ‘জন্মাদি’ অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি এবং ভঙ্গ, এই ত্রিবিধ কার্য্যই যাঁহা হইতে হয়, তিনিই ব্রহ্ম।

উপনিষদে এই শ্লোকে দেখা যায়;—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।"

তৈত্তিরীয়োপনিষদ ।৩—১।২ শ্রুতি।

যাঁহা হইতে যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ উৎপন্ন হয় উৎপন্ন হইলে ঐ সমুদয় পদার্থে যাঁহাতে স্থিতি করে, এবং প্রলয় হইলে যাবতীয় পদার্থই যাঁহাতে বিলীন হয়, তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা কর তিনিই ব্রহ্ম।

পরব্রহ্মের এইরূপ যে লক্ষণ, তাহাই তটস্থ লক্ষণ। ইহা ব্যতীত ব্রহ্মের অন্য একটী লক্ষণও আছে; তাহার নাম স্বরূপ লক্ষণ। পরব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ সম্বন্ধে বেদে এইরূপ লিখিত আছে—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"

তৈত্তিরীয় উপনিষদ ।২—১।৩।

অর্থাৎ পরব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ।

পরব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রুতির এই সুপ্রচলিত শ্লোকটী বিজ্ঞ মাত্রেরই বিশিষ্টরূপ জানা আছে—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং
যদ্বিভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।"

অর্থাৎ—পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, ব্রহ্ম অর্থাৎ যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা বৃহৎ। সেই পরব্রহ্মে সকল স্থলেই আনন্দরূপ ও অমৃতরূপে প্রকাশ পান; তিনি শান্তি-স্বরূপ, অদ্বিতীয়, শুদ্ধ এবং অপাপবিদ্ধ।

পঞ্চদশীর পঞ্চকোষ বিবেক ২৮শ্লোকে লিখিত আছে "সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চেত্যন্তীহব্রহ্ম লক্ষণং।" অর্থাৎ—সত্য, জ্ঞান, অনন্ত প্রভৃতি এই কয়েকটী ব্রহ্মের লক্ষণ—অর্থাৎ স্বরূপ লক্ষণ।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রের দ্বিতীয় উল্লাসের ৩৪ হইতে ৪০ পর্য্যন্ত সাতটী সংস্কৃত শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া তাহার মর্ম্মানুবাদ লিখিলাম। (পাঠক মহাশয় ঐ গ্রন্থের "স এক এব সদ্রূপঃ হইতে ব্রহ্মেতি গীয়তে" পর্য্যন্ত কয়েকটী শ্লোক দেখিয়া লইবেন) তিনি এক, অদ্বিতীয়, সত্য, নিত্য, পরাৎপর ও স্বপ্রকাশ; তিনি সতত পূর্ণ ও সচ্চিদানন্দ। (৩৪)

তিনি নির্ব্বিকার, নিরাধার, নির্ব্বিশেষ, নিরাকুল, গুণের অতীত, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বাত্মা এবং সর্ব্বদ্রষ্টা। (৩৫)

তিনি গূঢ়ভাবে সর্ব্বভূতেই অবস্থিতি করেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সনাতন; তিনি সমুদয় ইন্দ্রিয় ও তাহাদের শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই। (৩৬)

তিনি সর্ব্বলোকের অতীত, অথচ তিনি সকলের কারণ; তিনি বাক্য ও মনের অগোচর; সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ সকলই জানিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানে না। (৩৭)

চরাচর সহিত এই ত্রিলোকমণ্ডল তাঁহার অবলম্বনে অবস্থিতি করিতেছে, এই সমুদয় জগৎ তাঁহার অধীনতা পরিত্যাগ করিতে পারে না, অর্থাৎ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই অবস্থিতি করিতেছে। (৩৮)

এই অনিত্য জগৎ তাঁহার সত্যতার আশ্রয়ে সত্যেরই মত পৃথগ্‌ভাবে প্রকাশ পাইতেছি; তিনিই হেতুভূত হওয়াতে আমরা তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। (৩৯)

সেই একমাত্র পরমেশ্বরই সর্ব্বভূতের কারণ। সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়াই তাঁহার নাম হইয়াছে ব্রহ্ম। (৪০)

"লোকাতীতো লোকহেতুরবাঙ্মনসগোচরঃ" এই শ্লোকের অর্থ বা ভাব ইহা নহে যে, তাঁহার বিষয় মনুষ্য মাত্রেই কিছুই জানিতে পারে না, বা তাঁহার তত্ত্ব লাভ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ জীব মানবজাতির চিন্তা এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। মনুষ্যকে যতদূর জানিবার অধিকার বা শক্তি তিনি দান করিয়াছেন, মানব তাঁহার বিষয় ততটুকুই জানিতে পারে। তবে তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহার সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত ভাব, সমস্ত বিষয় মানুষ পরীক্ষা করিতে পারে না। মানুষে যদি তাহা পারিত, তাহা হইলে ত মনুষ্য নিজেই ব্রহ্ম অপেক্ষাও অধিক হইয়া পড়িত। তাহা হইলে আর ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব বজায় থাকিত না।

হিন্দুশাস্ত্র জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড গ্রন্থের ৪৯।৫০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"সামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত প্রাচীন ও বিজ্ঞপিতার সমস্ত জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিদ্যার পরীক্ষা এককালে লইতে ইচ্ছা করা বালক পুত্রের পক্ষে যেরূপ অসম্ভব;

পিতা পরমেশ্বরের সম্বন্ধে আমাদিগেরও সেইরূপ ইচ্ছা করা, তদ্রূপ ...
অপেক্ষা অনন্তগুণে অধিক অসম্ভব। কিন্তু যদিও পিতার সমস্ত জ্ঞান ...
বা পরীক্ষা, পুত্র এক দিনে বা দুই দিনে প্রাপ্ত না হয়, তথাচ সে তাহা ...
পিতা বলিয়া জানিতেও পারে, পিতা বলিয়া ডাকিতেও পারে, পিতৃজ্ঞানে ...
প্রতি হৃদয়ের প্রেম ভক্তিও অর্পণ করিতে পারে; তাহাতে তাহার ...
বাধা হয় না। বরং আমার পিতার জ্ঞানশক্তি এই পর্য্যন্ত, ইহা জানা ...
আমার পিতার অসীমজ্ঞান, অনন্তশক্তি, ইহা জানিলে পিতার চরণে ...
আরও অধিক অবনত হয়; হৃদয় আরও অধিক বিনীত ভাব ধারণ ...
শ্রদ্ধা ভক্তির পরিমাণের হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

মহানির্ব্বাণতন্ত্রের তৃতীয় উল্লাসের ৬ষ্ঠ হইতে ১১শ পর্য্যন্ত ছয়টী শ্লোকে মহাদেব পার্ব্বতীকে যাহা বলিয়াছেন তাহার অর্থানুবাদ এস্থলে ... হইল। পাঠক উক্ত গ্রন্থের উক্ত কয়েকটী শ্লোক দেখিয়া লইবেন। ... ভাবে মূল শ্লোকগুলি আর উদ্ধৃত করা সঙ্গত বিবেচনা করিলাম না।

মহাদেব কহিলেন,—এই গুহ্য বিষয় আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পদার্থ, ... প্রতি আমার স্নেহ আছে বলিয়া আমি বলিতেছি,—সেই সচ্চি... পরব্রহ্মকে কিরূপে জানা যাইতে পারে? (৬)

হে মহেশ্বরি! যিনি সত্যাসত্য, নির্ব্বিশেষ এবং বাক্য ও মনের ... তাঁহাকে যথাযথস্বরূপে বা লক্ষণ দ্বারা কিরূপে জানা যাইতে পারে? ... যিনি অনিত্য জগন্মণ্ডলে সৎস্বরূপে প্রতিভাত আছেন, যিনি ব্রহ্মজ্ঞ ... সমদৃষ্টি, সমাধি সাহায্যে তাঁহাকে জানিতে পারা যায়; যিনি দ্বন্দ্বাতীত ... ও শরীরে আত্মজ্ঞান পরিশূন্য। (৮) যাহা হইতে বিশ্বসংসার হইয়াছে এবং যাহাতে সমুদ্ভূত হইয়া নিখিল বিশ্ব অবস্থিতি করিতেছে ... সকল বিশ্ব লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এইরূপ লক্ষণ দ্বারা সেইরূপ ব্রহ্ম... পারা যায়। (৯) হে শিবে! স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা যে ব্রহ্ম পদার্থ ... তটস্থ লক্ষণ সাহায্যেও সেই ব্রহ্মকে অবগত হইতে পারা যায়। (১...

ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়, ইহা স্বয়ং মহাদেব মহানির্ব্বাণতন্ত্রে কহিয়াছেন আরও দেখুন—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন॥"

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, দ্বিতীয় বল্লী,
৪র্থ অনুবাক্, ১ম শ্রুতি।

... অর্থ—মনের সহিত বাক্য যাহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে, অর্থাৎ যিনি ...নের অতীত, সেই আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে মানুষ আর কখন কোন ...হইতে ভয় প্রাপ্ত হয় না।

...একটী শ্লোকেরই উপরের পংক্তিটীতে লিখিলেন যে, তিনি বাক্য-...অগোচর আবার ঠিক সেই শ্লোকটীরই নিম্নছত্রে লিখিলেন,—তাঁহাকে ...জানিলে আর কিছুতেই ভয় হয় না।'

অতএব পাঠক বিচার করিয়া দেখিবেন, ব্রহ্মকে জানা যায় না— একথা ... তাঁহার অনন্তভাব প্রকাশের জন্যই লেখা মাত্র। বস্তুতঃ তাঁহাকে জানা ...।

বেদে আরও লিখিত আছে যে,—

"এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ॥"

অর্থাৎ,—এই পরমাত্মাই একমাত্র জানিবার যোগ্য, ইনি আমাদের মধ্যেই ...সদা স্থিতি করিতেছেন। তাঁহার পর জানিবার যোগ্য আর কিছুই নাই।

বেদে আরও লিখিত আছে যে,—

"বেদাহমেব পুরুষং মহান্তং"—ইত্যাদি

অর্থাৎ—আমি সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।

পঞ্চদশীতে এইরূপ লিখিত আছে, যথা—

"অবেদ্যোঽপ্যপরোক্ষোঽতঃ স্বপ্রকাশো ভবত্যয়ং।" প, দ—৩।২৮॥

অর্থ—যদিও তাঁহার অনন্তভাব সম্পূর্ণরূপে জানা যায় না, তথাচ তিনি ...দিগের প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকেন এবং এই জন্যই তাঁহাকে স্বপ্রকাশ অভিহিত করা হয়।

"ব্রহ্মবিজ্ঞানমানন্দমিতি বাজসনেয়িনঃ।
পঠন্ত্যতঃ স্বপ্রকাশং সুখং ব্রহ্মৈব নেতরৎ॥

প, দ, যোগানন্দ ৬১।

অর্থাৎ বাজসনেয় উপনিষদে ব্রহ্ম জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ এবং স্বরূপে কথিত হইয়াছেন। তিনি ভিন্ন নিরবচ্ছিন্ন সুখ স্বরূপ আর কোথাও নাই।

চেষ্টা করিলে পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান যে না হয় তাহা নহে। এই সকল উচ্চ তত্ত্ব মার্জ্জিত বুদ্ধি ও বিজ্ঞ ব্যতীত সাধারণের জ্ঞানগম্য নিরাকার পরমেশ্বরকে জানা বা দেখা যায় কি না এবং নিরাকার উপাসনা হয় কিনা, যদি দেহ সুস্থ হয় ও পীড়াযুক্ত হই, তাহা হইলে সম্মত মীমাংসা ভবিষ্যতে করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা, বিদ্যাবিনোদ, কাব্য
কোন্নগর।

আগমনী।

বৎসর তো সারাটা পড়িয়া আছে কিন্তু এমন তো কোন দিন সূর্য্যতো প্রতিদিনই পূর্ব্বাকাকের অস্ফুট তীমারাবৃত যবনিকা উদ্ঘাটন হাসিতে হাসিতে উদিত হয়, কিন্তু এমতো কোন দিন লাগে না। মুহূর্ত্তেই তো বহিয়া যাইতেছে—প্রকৃতির এই বিশ্বের প্রতি রন্ধ্রে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু আজ তো সে তেমনভাবে বেড়াইয়া সরোবরে প্রতিদিনই তো কোমল ফুটিয়া থাকে; কিন্তু আজ তাহার উৎফুল্ল কেন? বিহগ বিহঙ্গীগণ তো প্রতিদিনই সূর্য্যোদয় পূর্ব্বে পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়া শূন্য-মার্গে কোলাহল করিতে করিতে যায়, কিন্তু আজিকার হল তো তাহাদের তেমন নয়; আজ প্রাতঃ সূর্য্য যেন মনে কি এক সঞ্চার করাইয়া দেয়,—সিন্দূর বিনিন্দিত বালার্কর শ্ম হৃদয়ের তিমির কি যেন একটা নূতন ছবি প্রতিফলিত করে—প্রকৃতির পূর্ব্বাকাশে নূতন রঙ্গে সজীব ক'রে আঁকিয়ে দেয়। বায়ু কেমন যেন একটা মলয়মারুৎহিল্লোল বুকে বাধিয়া আনিয়া ধীরে ধীরে বুকের সঙ্গে শীতল করিয়া দেয়; সরোবরের অর্দ্ধপ্রস্ফুটিতোন্মুখ কমল কেমন

দৃশ্য দেখাইয়া দেয়,—সেই কমনীয় দৃশ্য হৃদয়ের অন্তস্থলের নিগূঢ় প্রদেশে কি যেন একটা উকি দিয়ে যায়। আকাশে বিহঙ্গের গান—সুমধুর অনিলহিল্লোল-কম্পিত কলেবর ধ্বনি হৃদয়তটিনীর কূলে কেমনভাবে যেন একটা প্রতিধ্বনিত হইয়া যায়।—কিন্তু এমতো কোন দিন হয় নাই? বৎসরের পর বৎসর, মাসের পর মাস, দিনের পর দিন ছুটিয়া যাইতেছে; এই অনাদি অনন্তের বিচিত্র খেলা প্রতিমুহূর্ত্তেই সংঘটিত হইয়া যাইতেছে; কিন্তু এ দিনের সঙ্গে কার সমতুলনা হইতে পারে? তবে কি আজ বিশ্বের সবই নূতন? হাঁ সবই নূতন—শুধু নূতন নয়, সব নবীন, সব কোমল, সব হাস্যোজ্জ্বল। আজ প্রকৃতি নূতন, জগৎ নূতন, দৃশ্য নূতন, ভাব নূতন, মানবের হৃদয় নূতন সব নূতনভাবে সজ্জিত, সব নূতনভাবে গড়া। মার আগমনে আজ সব সজীব; কিন্তু প্রতিদিনতো এমন ছিল না। আজ সজীবা প্রকৃতি সতী কেমন একটা হৃদয়স্পর্শী হৃদয়ের অন্তরতম-দর্শী দর্পণ। আজ প্রকৃতি হৃদয়ের আঁধার যবনিকা উদ্ঘাটন করিয়া কি যেন মধুর হাসে অতীতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। দেয় এই ক্ষীণ দুর্ব্বল হৃদয়ে "মার" আগমন স্মরণ করাইয়া।

মা বিশ্বের মা। বৎসর পরে তাঁহারই আগমন। এই দীনসন্তানের কুটীরে মার পদার্পণ—এ হইতে সৌভাগ্যের দিন আর কি হইতে পারে। শান্তিপ্রদায়িনী মা—সন্তানের হৃদয়ে সান্ত্বনা দিতে আসিতেছেন। আমরা মার পাদ্যার্ঘ্য মাথায় বহিয়া লইব। জগৎ উজ্জ্বলকারিণী মা আজ এই বঙ্গের প্রতি পল্লীতে প্রতিগৃহে প্রতি মানবহৃদয়ের কোমলাসনে কেমন শান্তিপ্রদায়ক! মায়ের স্নেহ কোমল নির্মল কোমলতায় পূর্ণ! মা আজ এ বঙ্গের প্রতিগৃহে এ বঙ্গের প্রত্যেক সজীব পদার্থ আজ মার পদ কমলের ভৃঙ্গ।

উষা বিনোদিনী আজ মার আগমনে কত সাজে তার রত্নমাণিক শিশিরমালা, সদ্যপ্রস্ফুটিত কুসুমনিচয় কাঞ্চনডালায় যোগাইয়াছে। প্রকৃতি মনোরমা সাম্য শান্তিব্যঞ্জনে মার পদারতি করিতেছে। বায়ু মার পদচন্দনস্পর্শী ধূপধূনা লইয়া বিশ্বের সর্ব্বস্থানে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, আর সকলকে ডাকিয়া বলিতেছে "নাও মার নির্ম্মাল্য নাও।" বৃক্ষগুল্মলতা অবনত মস্তকে মার পায়ে জীবন ঢালিয়া দিতেছে, আর নরনারী দুইবাহু প্রসারিয়া হৃদয় খুলিয়া সংকীর্ত্তন করিতেছে। "মা আসিয়াছে।" করিবেইতো, আরও সন্তুবলে করিত। এ বিশ্বে এমন কে

আছে যাহার হৃদয় মার আগমনে নাচিয়া না উঠে? আজ হৃদয়ের আনন্দ কে চাপা দিয়া রাখিতে পারে? মার আগমন বার্ত্তা শুনিয়াই এমনি কেন যে হৃদয়ের এক অন্তর তল হইতে আনন্দের উৎস ফুটিয়া উঠে—আনন্দসাগর যেন কি এক বাতাসে বীচিমালা উত্থিত হইয়া হৃদয়-আনন্দে উত্তাল হয়ে আসে।

আজ বিশ্ব এক নবরঙ্গে বলীয়ান্; বিশ্ব আজ সৌভাগ্যবান্ ও সজীব। মা আজ বঙ্গবাসীর প্রতিগৃহে আসিবে। এস মা স্বর্ণপ্রবাল-হিরক খচিত মন্দিরে আবার সেই ভাবেই দরিদ্রের পর্ণকুটীরে এস। আজ বিশ্বকে তোমাতে মিশিয়ে দাও মা; দাও মা তোমার সন্তানের অভাব মুছাইয়া। তোমার কাঙ্গাল সন্তানদিগকে হৃদয়চন্দনে ঐ রক্তনিন্দিত শ্রীপদকমলে প্রাণ খুলিয়া অঞ্জলি প্রদান করিতে দিয়া জীবনসার্থক করিতে দাও। এস মা মন্দিরে এস, এস মা কুটীরে এস; এস প্রতি নবহৃদয়ের কমলাসনে এস। এস মা জগৎহ্লাদিনী বালকের আখ্যো, এস মা যোগীর ধ্যানে, ধনীর দানে, এস মা বলীর বলে দুর্ব্বলের চিত্তে, এস মা রাজার মন্দিরে গরীবের কুটীরে। এস বঙ্গের প্রাণে, জলে স্থলে গগনে পথে। এস মা বিশ্বমোহিনী বিশ্ব উজ্জ্বলকামিনী—বিশ্ব আজ চাহিয়া দেখ, বঙ্গবাসীর আজ কি সৌভাগ্য। হাসুক বিশ্ব পবিত্র হোক বঙ্গদেশ, আমরা বঙ্গবাসী সমকণ্ঠে গাহিয়া উঠি "মা হারা সন্তান আজ পেয়েছে মাতারে।"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ নন্দী ভট্টকার।
পোঃ দুর্গানগর (পাবনা

প্রভুর অপ্রকট।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে,—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আহ্বানে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হন। দেশ তখন একরূপ বিষ্ণুভক্তিশূন্য,—

"কৃষ্ণ নাম-ভক্তি-শূন্য-সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥

দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন॥

* * *

বাশুলি পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥" চৈঃ ভাঃ আদিখণ্ড।

লোকের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈত, প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইতেন। তিনি ভাবিতেন মঙ্গলময় শ্রীহরি, যদ্যপি এই ধর্ম্ম বিপর্য্যয়ের দিনে আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে দেশে আবার সুদিন আসিবে। দয়াল অদ্বৈত এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রভু যাহাতে উদিত হন, তজ্জন্য এক চিত্তে প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন।

"কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিলা।
কৃষ্ণপূজা করে তুলসী গঙ্গাজল দিয়া॥
কৃষ্ণরে আহ্বানি করে কখন হুঙ্কার।
হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার॥" চৈঃ চঃ।

শ্রীগৌরাঙ্গ ইহা নিজমুখে স্বীকার করিয়াছেন যথা;—

"অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার।
সে প্রভু কহিয়াছেন বার বার॥" চৈঃ ভাঃ।

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়া বহুকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আপনি 'আচরি' জীবকে ভক্তিধর্ম্ম শিখান তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। এই সমস্ত কার্য্য করিতে তাঁহার ৪৮ বৎসর পরিমিত মানবদেহ ব্যয়িত হইয়াছিল। কিন্তু 'গৌর আনা গোসাঞি' শ্রীঅদ্বৈত, তাঁহার প্রভুকে গোলকধাম শূন্য করিয়া এতদিন এই মলিন পৃথিবীতে রাখিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। আমরা সেই কথা বলিতেছি।

মহাপ্রভু প্রতিবৎসর; তাঁহার দুঃখিনী জননীর তত্ত্ব লইতে পণ্ডিত জগদানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইতেন আর বলিয়া দিতেন, "পণ্ডিত! তুমি আমার হ'য়ে মায়ের পাদপদ্মে প্রণাম ক'রে ব'লো, 'মা! তুমি যখন তোমার নিমাইকে স্মরণ কর, তখন সে নীলাচলে থাক্‌তে না পেরে (সূক্ষ্মদেহে) এসে তোমার চরণ বন্দনা করে, তুমি খাওয়াইতে ইচ্ছা করিলে তোমার শ্রীহস্ত প্রদত্ত অন্নব্যঞ্জন ভোজন ক'রে যায়। আমি পাগল হয়েছিলুম, তাই তাঁকে ছেড়ে আমি সন্ন্যাস

গ্রহণ করেছি—মা যেন তাঁর অধম সন্তানের এ অপরাধ না লন; তিনি আমার গর্ভধারিণী আর আমি তাঁর সন্তান, আমি যে তাঁরই আজ্ঞায় এই নীলাচলে অবস্থান করছি আর আমি যতদিন বাঁচিব তত দিন তাঁর আজ্ঞা শিরোধার্য্য ক'রে এই স্থানেই অবস্থান ক'রব।"

আহা! কাঙালের ঠাকুর আমাদের প্রভুর কি অপূর্ব্ব অতুলনীয় মাতৃভক্তি!

প্রভুভক্ত জগাই নদীয়া গিয়া মাতার চরণে প্রণাম করিয়া প্রভুর আজ্ঞা নিবেদন করিলেন। পরে মাতার নিকট মাসাবধি অবস্থান করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। আচার্য্য তাঁহাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং বিদায়কালে প্রভুর জন্য এই তর্জ্জা বলিয়া পাঠাইলেন,—

"প্রভুকে কহিও আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার॥
বাউলকে কহিয়—লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিয়—হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিয়—কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিয়—ইহা কহিয়াছে বাউল॥" চৈঃ চঃ অন্ত্যখণ্ড

জগদানন্দ অবশ্য ইহার ভিতরের অর্থ বুঝিলেন না। নীলাচলে আসিয়া প্রভুর নিকট আচার্য্যের সন্দেশ জ্ঞাত করিলেন আর ভক্তগণের সহিত আপনি হাসিতে লাগিলেন। স্বরূপ কিন্তু ইহা শুনিয়া কিছু গম্ভীর হইলেন, তিনিও রহস্য বাক্য বলিয়া মনে করিলেন না। একটু ব্যস্ত হইয়া প্রভুকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন,—

প্রভু কহে—আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগম শাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল॥
উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজা লাগি কথোকাল করে নিরোধন॥
পূজা নির্ব্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন।
তর্জ্জার না জানি অর্থ—কিবা তার মন॥

মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তর্জ্জাতে সমর্থ।
আমিহো বুঝিতে নারি তরজার অর্থ॥
শুনিয়া বিস্মিত হৈলা সব ভক্তগণ।
স্বরূপ গোসাঞি কিছু হইলা বিমল॥ ঐ

ভক্তগণ প্রাণে ব্যথা পাইবেন বলিয়া,—প্রভু তাঁহাদিগকে শ্লোকের অর্থ বুঝিতে দিলেন না। অর্থ এই যে—শ্রীমহাপ্রভু একজন বাউল মহাজন আর শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার অধীনস্থ আর একজন বাউল। এই শেষোক্ত মহাজন তাঁহাকে প্রেম হাটে জীবগণের নিমিত্ত কৃষ্ণভক্তিরূপ চাউল বিক্রয় (বিতরণ) করিবার জন্য আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। এখন দেশের সে দুর্দ্দিন গিয়াছে। ভক্তিশূন্য সংসার ভক্তিতে পূর্ণ হইয়াছে। জীবগণ আকণ্ঠ কৃষ্ণসুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে। তাহাদের প্রাণ পবিত্র ও স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত হইয়াছে। আর ত চাউল বিক্রয় বা প্রেমপ্রচারের প্রয়োজক নাই অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ,—

"দুরমতি অতি, পতিত পাষণ্ডী,
প্রাণে না মারিল কারে।
হরি নাম দিয়ে, হৃদয় শোধিল,
যাচি গিয়া ঘরে ঘরে॥
ভব বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে প্রেম,
জগতে ফেলিল ঢালি।
কাঙ্গালে পাইয়ে, খাইয়া নাচিয়ে,
বাজাইয়ে করতালি॥

হাসিয়ে কাঁদিয়ে, প্রেমে গড়াগড়ি,
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, করে কোলাকুলি,
করে বা ছিল এ রঙ্গ॥

ডাকিয়ে হাঁকিয়ে, খোল করতালে,
গাহিয়ে ধাহিয়ে ফিরে।
দেখিয়া শমন, তরাস পাইয়ে,
কপাট হানিল দ্বারে॥
এ তিন ভুবন, আনন্দে ভরিল,
উঠিল মঙ্গল-সোর।
কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গে
রতি না জন্মিল তোর॥"

শ্রীঅদ্বৈত, প্রভুকে বলিতেছেন হাটে বিক্রয় করিবার জন্য যে চাউল হইয়াছিল লোকে তাহা পাইয়া আউল হইয়াছে অর্থাৎ তাহাদের অভা[ব] হইয়াছে। সুতরাং আপনার কার্য্য শেষ হইয়াছে, আপনি এই মলিন [দেহ] ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন। অদ্বৈতই তাঁহাকে আনিয়াছিলেন—এক্ষ[ণে] "অসাধনে চিন্তামণি" ভূলণ্ডধনকে কার্য্যশেষে বিদায় দিতে চাহিতেছেন। প্রকৃত পক্ষে প্রভুর কার্য্য তখনও শেষ হয় নাই। তিনি ইহার পর আ[র] বৎসর ইহ জগতে অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু

সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হৈল।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ দশা দ্বিগুণ বাড়িল॥
উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রি দিনে।
রাধা ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে॥ চৈঃ চঃ অ

* * *

শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ স্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর॥
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
এই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥
রোমকূপে রক্তোদ্গম দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥ ঐ

এইরূপে প্রভু তাঁহার উৎসুক বিহার শেষ করিলেন। তখন ১৪৫৫ শকাব্দ; প্রভুর বয়স ৪৮ বৎসর। আষাঢ় মাস, মহাপ্রভু স্বীয় গম্ভীরা গৃহে শশী মিশ্র ঘরে বসিয়া 'বৃন্দাবন কথা কহে ব্যথিত অন্তরে।' আষাঢ় মাস, সুতরাং নবদ্বীপস্থ ভক্তগণ প্রতি বৎসর যেমন তাঁহাকে দর্শন করিতে গমন করিয়া থাকেন, এবৎসরও তেমনি গিয়াছেন। তাহারা চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার শ্রীমুখে কথা শ্রবণ করিতেছেন। প্রভু ব্যথিত হইয়া বৃন্দাবন কথা বলিতে নীরব হইলেন এবং উঠিয়া শ্রীমন্দিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কাজে কাজেই ভক্তগণও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

নিশ্বাস ছাড়িয়া সে চলিলা মহাপ্রভু।
এমত ভকত সঙ্গে নাহি দেখি কভু॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া জগন্নাথ দেখিবারে।
ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহদ্বারে॥
সঙ্গে নিজ জন যত তেমতি চলিলা।
সত্বরে মন্দির ভিতর উত্তরিল॥ ঐ

প্রভু হঠাৎ নীরব হইয়া কেন মন্দিরাভিমুখে যাইতেছেন ভক্তগণ তাহা বুঝিতে না পারিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়াছেন। ক্রমে তিনি মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার নিয়ম ছিল গরুড় স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া শ্রীজগন্নাথ মুখারবিন্দ দর্শন করা। প্রভু সেখানে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন [কি]ন্তু জগন্নাথের বদন দেখিতে পাইতেছেন না। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য, ভিতরে—রত্নবেদীর নিকট গমন করিলেন।

প্রভু এরূপ কোন দিন করেন না। সুতরাং ভক্তগণ তাঁহার কার্য্য অবাক [হ]ইয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের বিস্ময় আরও অধিকতররূপে [বৃ]দ্ধি পাইল যেহেতু প্রভু ভিতরে প্রবিষ্ট হইতেই, অমনি তথাকার দ্বার রুদ্ধ [হ]ইয়া গেল। ভক্তগণ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"তখনে দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট।
সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট॥
আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥

সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর।
বিশেষতঃ কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন সার॥
কৃপা কর জগন্নাথ পতিত-পাবন।
কলিযুগ আইল এই দেহ ত শরণ॥
এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগৎ রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গনে তুলিল হিয়ায়॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইল আপনে" ঐ

কপাট বন্ধ থাকায় ভক্তগণ অবশ্য ভিতরের ব্যাপার কিছুই জানিতে পারিতেছেন না; কিন্তু পার্শ্বে পূজা বাড়ীতে তখন একজন পাণ্ডা ছিলেন, তিনি সমস্ত দেখিতে পাইতেছিলেন। প্রভুর এই কাণ্ড দেখিয়া সেই পাণ্ডা ছুটিয়া দৌড়িয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল আর বাহিরের ভক্তগণও তাহার চীৎকার শুনিয়া কি কি বলিয়া তাহাকে দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে বলিলেন। পাণ্ডা ঠাকুর বাহিরে আসিয়া সমস্ত ঘটনা তাঁহাদিগকে বিবৃত করিয়া বলিল তখন—

"এ বোল শুনিয়া ভক্ত করে হাহাকার।"

প্রভুর অপ্রকটলীলা প্রাচীন গ্রন্থসমূহে কিছুই বর্ণিত হয় নাই, যে বিদীর্ণকারী অতি দুঃখের কাহিনী বৈষ্ণব কবিগণ বর্ণনা করিতে পারেন চৈতন্যমঙ্গলে ধৃত উপর্যুক্ত ঘটনা, উক্ত গ্রন্থের অনেক প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং তাঁহার অপ্রকট সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলিয়া যায় না।

কবি জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে, এ সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ করিয়াছেন।

প্রভুর কার্য্যে জগতের সমস্ত পাপী তাপী উদ্ধার লাভ করিয়াছে। আর কোন পাপী আসে না। যমরাজা সে কথা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে জানাইলেন। তিনি বুঝিলেন প্রভুর কাজ শেষ হইয়াছে। তখন দেবতারা নিজে নিজে আসিলেন।

নীলাচলে নিশাএ চৈতন্য টোটা শ্রমে॥
বৈকুণ্ঠ যাইতে নিবেদিল ক্রমে ক্রমে॥
আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা অঙ্গীকার করি।
রথ পাঠাইহ যাব বৈকুণ্ঠপুরী॥
* * * *
আষাঢ় রক্ষিত রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পাত্র আচম্বিতে॥
অদ্বৈত চলিলা গৌড়দেশে।
নিভৃতে তাহারে কথা কহিল বিশেষে॥
নরেন্দ্রের জলে সর্ব্ব পারিষদ সঙ্গে।
চৈতন্য করিল জলক্রীড়া নানারঙ্গে॥
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে॥
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্ব্বকথা।
কাল দশদণ্ড রাত্রে চলিব সর্ব্বথা॥
নানাবর্ণে দিব্য মাল্য আইল কোথা হৈতে।
কথো বিদ্যাধর নৃত্য করে রাজপথে॥
রথ আন রথ আন ডাকেন দেবগণ।
গরুড়ধ্বজ রথে প্রভু কৈল আরোহণ॥
মায়া শরীর তথা রহিল যে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি॥ ঐ

মোটামুটী তিনি বলিতেছেন,—রথযাত্রার সময় নৃত্যকালে গৌরাঙ্গের কোমল পদে একটী ইষ্টকের আঘাত লাগে। কিন্তু তখন তিনি তেমন বেদনা বোধ করেন নাই। তিনি সর্ব্ব পারিষদ সঙ্গে নরেন্দ্র সরোবরে জলক্রীড়া করিলেন। ষষ্ঠীর দিন পায়ের বেদনা বাড়িয়া উঠিল। টোটাশ্রমে শয়নাবস্থায় তিনি পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিলেন,—আগামী কল্য দশদণ্ড রাত্রে আমি মায়া শরীর ত্যাগ করিয়া যাইব। এইরূপে আষাঢ়ী শুক্লাসপ্তমী তিথিতে তিনি লীলা সম্বরণ করিলেন।

কবির সহিত বহু স্থলে আমরা একমত হইতে পারি না। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস জীবন ২৪ বৎসর ; কিন্তু তিনি তাঁহার (প্রভুর) বলাইতেছেন,—

আটাইস বৎসর আমি নীলাচলে রহি।
স্থানান্তরে যাব আমি নিষ্কপটে কহি॥

ইহা যে আদৌ ঠিক নহে তাহা বোধ হয় আর কাহারও অবিদিত নাই। আর একটী কথা, তিনি বলিতেছেন,—

মায়া শরীর তথা রহিল যে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠে গেল জম্বুদ্বীপ ছাড়ি॥

প্রভুর মায়াশরীর, ভক্তগণ তাঁহার তিরোধানের পর যদি পৃথিবীতে দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার উপর চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়া দারুণ বিরহ জ্বালা অনেকটা প্রশমিত করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা কিছুই নাই। ভারতের চারিদিকে কত সাধু মহাপুরুষের সমাধি সাদরে পূজিত হইতেছে। বুদ্ধদেবের ত কথাই নাই। তাঁহার দেহের সামান্য দন্ত প্রভৃতি লইয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে। কিন্তু মহাপ্রভুর ত তাহা কিছুই না থাকিবার মধ্যে রাধাকান্ত মঠ অর্থাৎ যে গম্ভীরা গৃহে তিনি অবস্থান করিতেন তথা তাঁহার কান্থার কিয়দংশ, (ক) কমণ্ডলু ও পায়ের খড়ম যোড়া আছে। নবদ্বীপে তাঁহার সম্পর্কিত এক শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ ব্যতীত কিছুই নাই।

ইহা ব্যতীত তাঁহার গ্রন্থের বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে আমাদের ভূরি মতদ্বৈধতা রহিয়াছে ; অপ্রাসঙ্গিক বোধে তাহা এ স্থলে আলোচিত হইল না।

(ক) ভক্তগণ নীলাচলে গিয়া গম্ভীরা গৃহে উক্ত কান্থাস্পর্শ করিয়া অল্প অল্প ছিঁড়িয়া লইতেন, ইহাতে তাহার প্রায় অর্দ্ধাংশ নষ্ট হইয়া যায়। উহা একটী ক্ষুদ্র সম্পুটের মধ্যে রক্ষিত হইয়া ভক্তগণকে দর্শিত থাকে।

শ্রীক্ষেত্রের 'টোটা গোপীনাথ' অতি সুন্দর ও অতি বিখ্যাত। যাহার জন্ত শ্রীগৌরের একটী নাম 'গদাধরের প্রাণনাথ' সেই শ্রীগদাধর প্রভু এইস্থানে অবস্থান করিতেন এবং এই ঠাকুর তাঁহারই শ্রীকৃষ্ণ সেবিত। ঠাকুরকে বাগানের মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল তাই নাম টোটা গোপীনাথ। কথিত আছে মহাপ্রভু এই গোপীনাথের দেহে বিলীন হইয়াছিলেন। সেই হইতে চিহ্নস্বরূপ ঠাকুরের জানুদেশে একটী সোনার দাগ পড়িয়াছে। এবং সেবাইতগণ আজ পর্য্যন্ত দুঃখ করিয়া বলিয়া থাকেন,—

"কি করিব কোথা যাব বাক্য নাহি সরে।
হারাইলাম গোপীচাঁদ গোপীনাথের ঘরে॥"

এখানে গৌর গদাধরের মূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীগৌর যে কোথায় কিরূপে বিলীন হইয়াছিলেন তাহা কেহই নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন নাই।

প্রভুর মায়াশরীর পৃথিবীতে ছিল না এবং তাঁহার বিলীন হওয়া সম্বন্ধে আমাদের কোন অবিশ্বাস নাই বা থাকিতে পারে না। এই ধরণের একটী ঘটনা চরিতামৃতে বর্ণিত আছে,—প্রভু গম্ভীরা গৃহে থাকেন এবং রাত্রেও অর্দ্ধ রাত্র পর্য্যন্ত স্বরূপ রামরায় প্রভৃতি মর্ম্মী ভক্তগণের সহিত কৃষ্ণকথা আলাপন করেন পরে ভক্তগণ প্রভুকে শয়ন করাইয়া আপন আপন গৃহে যান। গোবিন্দ কিন্তু গম্ভীরাগৃহের দ্বারদেশে শয়ন করিয়া থাকেন। একদিন এইরূপ নিশি দ্বিপ্রহরে প্রভুকে শয়ন করাইয়া, স্বরূপ ও রামরায় আপন আপন গৃহে গিয়াছেন,—তখন—

গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিল শয়ন।
সবরাত্রি প্রভু করে উচ্চ সংকীর্ত্তন॥
আচম্বিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণ বেণু গান।
ভাবাবেশে প্রভু তাহা করিল পয়ান॥
তিন দ্বারে কপাট ঐছে আছে ত লাগিয়া।
ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হইয়া॥
সিংহদ্বারের দক্ষিণে রহে তেলেঙ্গা গাভীগণ।
তাঁহা যাই পড়িলা প্রভু হই অচেতন॥ অন্ত্যলীলা

গম্ভীরাগৃহের তিনটী দ্বারই বন্ধ ছিল এবং দ্বারে গোবিন্দ নামক প্রভুর এক জন ভৃত্য শয়ন করিয়া ছিলেন। এই গম্ভীরা গৃহ আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আসিয়াছি। তাহার চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এইরূপ অবস্থায় প্রভু সে সমস্ত অতিক্রম ভাবাবেশে জগন্নাথের মন্দিরের সিংহদ্বারের দক্ষিণে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিলেন। এখন বুঝুন ভাবাবেশ হইলে প্রভু কিরূপ অসম্ভব সম্ভব করিতে পারিতেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, সেই রাত্রে তাঁহাকে অন্বেষণকারীদিগের মধ্যে একজন ছিলেন এবং পরে, স্বরচিত চৈতন্য স্তব কল্পবৃক্ষ নামক গ্রন্থে ইহা এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

অনুদ্‌ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরুচ ভিত্তিত্রয়মহো,
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিক সুরভিমধ্যে নিপতিতঃ।
তনূদ্যৎ সংকোচাৎ কর্ম্ম ইব কৃষ্ণোরুবিরহাৎ,
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন মাং মদয়তি ॥

সুতরাং তাঁহার পক্ষে দেবদেহে বিলীন হওয়া বা মহাকাশে অন্তর্হিত হইয়া যাওয়া কিছুই অসম্ভব নহে। তবে তিনি কোথায় কি ভাবে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন ঠিক ভাবে তাহা কেহই কিছু বলিতে পারেন না, বা তেমন দি[illegible] বলিতে কোন বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে নাই। গোস্বামী প্রভুগণ যদি এ সম্বন্ধে প্রকৃত বিবরণ জ্ঞাত থাকেন এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক যদি এ অধমকে জানান তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ এবং বাধিত হইব। ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীভোলানাথ ঘোষাল
নালিকুল, হুগলী।

আগমনী।

——•:(*):•——

ওঁ কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যকুমারি ধীমহি।
তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ ॥

শারদী প্রকৃতি শুভ্র শোভায় সজ্জিত শুভ অঙ্গে,—
সহাস আস্যে ললিত লাস্যে পশিল আসিয়া রঙ্গে,—
বিশদ জ্যোৎস্না খেলিছে আননে,
অঙ্গ সৌরভ বহিছে পবনে,
হংস-সমূহ নূপুর-স্বননে কূজিছে গমন-ভঙ্গে ;—
শারদী প্রকৃতি আপন শোভায় পশিল আসিয়া বঙ্গে।

চরণ পরশে চোখের নিমিষে যবনিকা গেল উঠিয়া,—
শত শত শত শোভন দৃশ্য আসিল সম্মুখে ছুটিয়া,—
জ্বলিল আলোক সুনীল আকাশে,
গন্ধ মধুর বহিল বাতাসে,
লক্ষ কুসুম একই নিশ্বাসে তখনি উঠিল ফুটিয়া,—
তুলিল কাকলী একেবারে কত বিহগের দল জুটিয়া। ২

নদ নদী জল নীল নিরমল কল কল গেল বহিয়া,—
সুরভি উজল কুমুদ কমল ফুটিল বক্ষ ছাইয়া,—
মরালের মালা পুলিনে কেমন
ফুলমালা মত নয়ন মোহন,
শস্য শ্যামল শাদ্বল শোভন শোভে তীরদেশ লইয়া ;—
শারদী-শোভায় বসুধা ভূষিত যতদূর দেখ চাহিয়া।৩

বিহগের রবে মুখরা প্রকৃতি উচ্চে তুলিয়া তান,—
মধুর ঝঙ্কারে বারে বারে বারে গাহে 'আগমনী' গান,—

দৈন্য দুর্গতি-নাশিনি জননি,
দুর্গে, দুঃখ-দারিদ্র্য-দমনি,
এসো এসো মাগো বিপদ হরণি সন্তানে কর ত্রাণ,—
শম্ভুর শুভা শক্তি শঙ্করি শান্তি করহ দান।৪

দুঃখনাশিনি এসো মা দুর্গে দুর্গতি-গত বঙ্গে,—
করুণারূপিনী কল্যাণকারিণী কমলারে-লয়ে সঙ্গে,—
দশভুজ দিয়া সর্ব্বশত্রু নাশি,
দশভুজে দূর কর দুঃখরাশি,
বিষণ্ণ বদনে ফুটাও মা হাসি, শোভা শোভাহীন অঙ্গে,—
এসো মা দুর্গে দুঃখনাশিনি দুর্গতি গত বঙ্গে।৫

"সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা" এই কি সেই দেশ!—
চিনিবে কি তুমি আর ইহারে হেরিয়া এ হেন বেশ!—
কোথা ধান্য আর কোথায় বা ধন!
কোথা তার সেই শোভা অতুলন!
রোগে অনাহারে প্রজা অগণন মরে যেন ছাগ মেষ,—
বিপদের ভরে কাতর সতত তবু তার নাহি শেষ।৬

এই সেই পূজা, সেই আগমনী সেই ত প্রাণের টান,—
কিন্তু কোথা আজি সে মহা-উৎসব? কে আর গাহিবে গান?
একবেলা পেটে জুটেনা আহার,
ছিন্ন বস্ত্রে লজ্জা ঢাকে নাকো আর,
রোগে জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কাল সার—ওষ্ঠাগত শুধু প্রাণ,—
অশ্রু ঝরিছে নয়নে সদাই, কেমনে গাহিবে গান!

"সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা" লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যেন,—
সেখানে মানুষ মরিছে ক্ষুধায় না পারি সহিতে ক্লেশ,
এক দিন যেই দেশের বসন
পৃথিবীর সভ্যলোক অগণন
পরিয়া করিত লজ্জা নিবারণ ধরিত বিচিত্র বেশ,—
সে আজি উলঙ্গ! কে বলিবে আরো কি আছে!

কর্ম্মফলেতে মর্ম্মপীড়িত শল্য বিঁধিছে পরাণে,—
কার্য্য কারণ বাঁধা পিছু পিছু বিধির অমোঘ বিধানে,—
মথিয়া পাপের জলধি অতল,
তুলিয়াছ সাধে ঘোর হলাহল,
এখন জ্বালায় কাঁদিয়া বিকল বিফল রোদন শ্মশানে,—
ভস্মের রাশি উড়িছে বাতাসে কি হবে ডাকিয়া ঈশানে?৯

পাপেতে চিত্ত পুড়িছে নিত্য জ্বালায় উঠিছে কাঁদিয়া,—
কাতর-কণ্ঠে ধ্বনিছে 'মা-মা' কোটী কোটী বক্ষ ভেদিয়া,—
শুনি সন্তানের আকুল রোদন,
মা কি আর পারে থাকিতে কখন,
আসিছেন ছুটি ঘুচাতে বেদন, মুছাতে নয়ন সাধিয়া;
শ্রদ্ধাভক্তি পাশে সবে অনায়াসে ফেল তার পদ বাঁধিয়া।১০

আকুল পরাণে সজল নয়নে করুণ-রোদন তুলিয়া—
কোটী কোটী কণ্ঠ ডাকিছে কাতরে 'এসমা এসম' বলিয়া,
তুমি অন্নপূর্ণা প্রসাদে তোমার
ঘুচিবে দৈন্য যাবে হাহাকার
শুকা'বে অশ্রু নয়নে সবার সন্তাপ যাবে চলিয়া,—
জয় জয় জয় ধ্বনিবে রোল কোটী কোটী কণ্ঠে মিলিয়া।১১

বিদ্যাদায়িনী বাণী বীণাপাণি কমলার সাথে আসিবে,—
জ্ঞানের প্রভায় শোভার আভায় নিখিল ভুবন হাসিবে,—
ধরি গুহ আর গজানন কর,
আসিবেন আগে আপনি শঙ্কর,
হাসির উৎসে পূরিবে ঘর সুখের স্রোতে ভাসিবে,—
বাঙ্গালীর দেশ বাঙ্গালার বেশ আবার ফিরিয়া আসিবে।১২

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

বিজয়া।

"ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে।"

সামবেদীয়া তলবকারোপনিষৎ।

বিস্মৃতির মন আবরণে আবৃত অতীত যুগে সেই—
হয়েছিল বিজয় উৎসব, আজি তাহা কারো মনে নেই।
হরির সপ্তম অবতার অভিরাম দাশরথি রাম।
ত্রেতাযুগে পবিত্র করিলা পুণ্যময়ী অযোধ্যার নাম।
প্রাণাধিকা প্রেয়সী তাঁহার সীতা সতী সাক্ষাৎ কমলা,
বনবাস সহচরী আহা রূপে গুণে ভুবন উজলা;
রূপে তাঁর প্রলুব্ধ হৃদয়ে মূঢ়মতি লঙ্কার রাবণ—
আসুরী শক্তির মোহে পাপী ছলে বলে করিল হরণ।
ধর্ম্মমাত্র করিয়া সহায় সাথে শুধু লক্ষ্মণ দোসর,
বিশ্বজয়ী রাবণের জয়ে প্রবৃত্ত হইলা রঘুবর।
ঈশ্বরের সনাতনী শক্তি ধার্ম্মিকের কবচ অভয়,
হৃদয়ের অটল বিশ্বাস, "ধর্ম্ম যথা তথায় বিজয়।"
জগতের শিক্ষা তরে তাই, নিজে প্রভু সর্ব্বশক্তিমান
করিলা শক্তির আরাধনা—ভক্তিভরে গদ গদ প্রাণ।
দুর্গতিদলনী দুর্গা পদে নিষ্ঠা সহ পূজি রঘুবর
শক্তির অমোঘ আশীর্ব্বাদে হেলায় নাশিলা লঙ্কেশ্বর।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে উঠিল সমস্বরে জয় জয় রব,
মহোল্লাসে হইল সমাধা শ্রীরামের বিজয় উৎসব।

২

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ঘৃণায়, দর্পভরে করি উপহাস,
বিজ্ঞ কহে "এতো কভু নহে বৈজ্ঞানিক সত্য ইতিহাস—

বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ শুধু রূপ কথার ভাণ্ডার, (ক)
সত্যের সুগন্ধ কিংবা রস বিন্দুমাত্র মূলে নাহি তার।
রাম সীতা হনুমান আর রাবণ অথবা বিভীষণ,
সত্য সত্য ছিলনা কেহই, সবতারা কাল্পনিক জন;
বাল্মীকি যে সত্যই ছিলেন, কোথায় বা তাহারি প্রমাণ?
রামায়ণ শুধু কতগুলি একত্রিত পুরাতন গান।
পুরাতন? তাই বা কে বলে? সে কথারও নাই কিছু সার,
পুরাতন কবি বটে সেই ইংলণ্ডের শ্রীমন্ত 'চসার'

৩

সত্য যদি হইত তোমার শ্রীরাম অথবা দশানন,
রাশি রাশি পাইতে তাঁদের শিলালিপি তন্ত্রের শাসন;
গিরিগাত্রে গভীর গুহায় পাইতে ক্ষোদিত লেখাবলী।
করিতেন প্রকাশ সে সব য়ুরোপের পণ্ডিত মণ্ডলী।
পালীভাষা আলোচনা পরে করেছেন তাঁহারা নিশ্চয়,
সংস্কৃত ভাষায় যাহা আছে, মিথ্যা ভিন্ন সত্য কভু নয়;
তবুও রামের দুর্গোৎসব নাই বাল্মীকির রামায়ণে,
সেত শুধু আষাঢ়ে কাহিনী বলে আর শুনে মূর্খগণে।
শ্বেতাঙ্গ গুরুর শিষ্য হয়ে, পড়ি বৈজ্ঞানিক ইতিহাস,
কোন প্রাণে বল দেখি মোরা, রামায়ণে করিব বিশ্বাস?"

৪

ছাড় তুমি বিজ্ঞানের বুলি,—ভারতের ভক্ত সুসন্তান—
শুনিতেছে চিরকাল ধরি ভারতের রামায়ণ গান।

(ক) বাঙ্গালার সর্ব্ব প্রদেশ প্রচারিত সাধুভাষায় যাহাকে 'উপকথা' বলে, কলিকাতার নব্য 'ঠাকুরী' ভাষায় তাহাকেই 'রূপকথা' বলে। কোন কোন দেশের শ্রেণী বিশেষের মুখে 'আম'—রাম 'রাম'—'আম' রূপে উচ্চারিত হয়, তাহারা 'উপেন্দ্র'কে 'রূপেন্দ্র' এবং 'রূপা'কে উপা বলে। পণ্ডিতেরা বলেন তাহাদের জিহ্বার দোষ,—আমরা বলি অভ্যাসের দোষ। 'রূপকথা'রও সেই সেই দশা।

লেখক।

সংস্কৃত প্রাকৃত অপভ্রংশ সর্ব্বভাষা করিয়া উজ্জ্বল,
রামায়ণ মহামধি আজো সর্ব্বত্র শোভিছে ঝলমল।
ভক্তিপূত মনে শক্তিপূজা করিলেন রাম নারায়ণ,
নীলোৎপল অভাবে আপনি সঁপিলেন কমল নয়ন।
শত শত কাব্যে ও নাটকে ভক্তির সে অপূর্ব্ব সঙ্গীত
লক্ষ লক্ষ নরনারী মুখে নিত্য নিত্য হইতেছে গীত,
আজও এই ভারত ভূমিতে লক্ষ লক্ষ নরনারী সব
বর্ষে বর্ষে হরষে অতুল করিতেছে বিজয় উৎসব।
কৃত্তিবাস কীর্ত্তিপূত এই বঙ্গভূমে উচ্চনীচ জাতি
শ্রীরামের বিজয় সঙ্গীতে চিরদিন উঠিয়াছে মাতি;
এখনও বরষে বরষে প্রাণের হরষে অতুলন,—
গ্রামে গ্রামে সেই মহাগীত গাহিতেছে বঙ্গবাসীগণ।

৫

"বীরত্বের বিজয় উৎসব বাঙ্গালীর কিনা অধিকার?
সমরের শৃঙ্গনাদ শুনি কেন নাচে হৃদয় তাহার?
'বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস' ঘোষিতেছে উচ্চ কণ্ঠস্বরে
'কাপুরুষ বাঙ্গালীর জাতি কাপুরুষ চিরকাল তরে,
সুশিক্ষিত বঙ্গের সন্তান স্বদেশে বিদেশে খ্যাতিমান।
সুশিক্ষিত শুকপাখী সম করিছেন সেই কুলীগান!
স্বদেশে বিদেশে সব ঠাঁই—বলিছেন সেই সাধাস্বরে,
বাঙ্গালীরা চির পরাধীন—কাপুরুষ চিরকাল তরে।"

৬

মিথ্যাকথা,—শুনোনা যুবক, করোনা মিথ্যার সমাদর,—
শুনিয়া পরের চাটুবানী আপনারে করিওনা পর।
কে বলে বাঙ্গালী কাপুরুষ? যে বলে সে বলে মিথ্যাবাণী;—
সদা কর সত্যের সন্ধান,—শুনিও না অপবাদ, গ্লানি;
অঙ্গ বঙ্গ সুহ্ম ও কলিঙ্গ পুণ্ড্র কিংবা কামরূপ দেশ,—
তারা কভু নহে কাপুরুষ, তারা কভু নহে ছাগ মেষ।

রাজসূয়ে মহাভারতের, স্বয়ংবর সভার মাঝারে
মহাভারতের রণভূমে, ধন্য হও হোরয়া সবারে।
বিজয় বঙ্গের যুবরাজ সাত শত সঙ্গী মাত্র লয়ে
ভেসে ছিলা আকুল সাগরে পোত বক্ষে নির্ভয় হৃদয়ে;
রঘুপতি রামের পদাঙ্ক অনুসরি নৃপতি-তনয়—
দ্বিতীয় শ্রীরামচন্দ্র মত করেছিলা লঙ্কায় বিজয়।
পাল, সেন বঙ্গরাজগণ করেছিলা যে রাজ্য-বিস্তার,
চাহিয়া দেখিলে আজও মিলে রাশি রাশি প্রমাণ তাহার।
চাঁদরায়, কেদার, প্রতাপ, সীতারাম বঙ্গের সন্তান;
কাপুরুষ বলিতে তাদের জিহ্বা নাহি হয় শতখান!
বাঙ্গালী বীরের জাতি বটে, কাপুরুষ অপবাদ তার,
বিজয়ের মহা মহোৎসবে আছে তার নিত্য অধিকার।

৭

আজও তারে বল কাপুরুষ? ঘোচেনি কি ভ্রমের আঁধার?
অথবা, এ নহে ভ্রম শুধু—দম্ভ এ যে ঘোর কুসংস্কার।
জগতের মহাযুদ্ধ ক্ষেত্রে রণশঙ্খ ধ্বনিল যখন,
শত শত বঙ্গের যুবক মহোৎসাহে করিল শ্রবণ।
তার পর যে দিন সম্রাট্ করিলেন সাদর আহ্বান,
তখনি তাহারা দলে দলে মহোল্লাসে করিলা পয়ান।
পিতামাতা পত্নী ভাই বোন, তেয়াগিয়া সকল বন্ধন,
উপেক্ষিয়া জীবনের ব্রত, অবহেলি জীবন আপন,
ছুটিল সাগর পারে দ্রুত শত শত বঙ্গের সন্তান—
ভীষণ সমর রঙ্গভূমে রাখিবারে জাতির সম্মান;
অস্ত্র হস্তে রণরঙ্গে তারা নির্ভয়ে মাতিল দলে দলে,
শৌর্য্য বীর্য্য প্রভাবে লভিল অতুলন কীর্ত্তি ভূমণ্ডলে।
যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা শিবিরে, সমরেতে অথবা সেবায়,
বঙ্গযুবা অতুল সাহসে বীরকীর্ত্তি রাখিলা ধরায়।
চিকিৎসা অথবা শুশ্রূষায়, যেই কার্য্যে এসেছে আহ্বান,

বাঙ্গালীর অতুল প্রতিভা লভিয়াছে অটুট সম্মান।
এসিয়া আফ্রিকা ইয়োরোপ সংগ্রামের সব রঙ্গভূমে,
তুলিয়াছে উচ্চ জয়স্তম্ভ,—আজ তাহা নীলাকাশ চুমে।
অদম্য সাহসে দলে দলে হইয়াছে রণে আগুয়ান,
হৃদয়ের তপ্ত রক্তধারা সঁপিয়াছে স্রোতের সমান!
বরষার বারিধারা মত গোলাগুলি ছুটিয়াছে কত,
শত বজ্রাঘাত-সম নাদে ফাটিয়াছে শেল শত শত,
সদ্যঃ প্রাণ হর বিষ-বায়ু বহিয়াছে শত্রুপক্ষ হ'তে,
চক্ষুর সম্মুখে কত জন লুঠিয়াছে বসুধা বক্ষেতে,
তথাপি বঙ্গের বীরগণ একপদ হটে নাই পিছে,
দেখায়েছে শত্রু মিত্রগণে "কাপুরুষ" নাম তার মিছে।

৮

বিষদন্তহীন সর্প সম হতদর্প দুরন্ত কৈসার,—
হলাণ্ডের গুপ্তগৃহে বসি ভাবিছেন ভাগ্য আপনার!
সাম্রাজ্য সম্মান দম্ভ তেজ হারাইয়া নিজ কর্ম্ম ফলে,
পররাজ্যে পরাধীন হয়ে পুড়িছেন পাপের অনলে!
কুকর্ম্ম সুতীক্ষ্ণ খড়্গ সম ঝুলিতেছে মাথার উপরে,
কখন পড়িবে ঝন ঝনে কাঁপিছেন সদা সেই ভয়ে!
কত উচ্চ উন্নতি হইতে কত নীচে এ অধঃপতন!
ভাবিতে শিহরে সর্ব্ব অঙ্গ—কি বিষম ললাট লেখন!

৯

জয় জয় ধর্ম্মের বিজয়, জয় জয় সম্রাটের জয়,
জয় জয় মহাভারতের, জয় জয় বঙ্গের বিজয়।
মহা সমরের শ্রান্তি পরে শান্তির অমৃতে সুশীতল—
সুসিক্ত সমগ্র বিশ্ববাসী লভিয়াছে পরম মঙ্গল।
শান্ত আজি সংগ্রামের রোল, ক্ষান্ত আজি কলহের ভয়,
শান্তির অমৃত স্রোত আজি বহিতেছে সারা বিশ্বময়।

জয় জয় জগতের নাথ বিজয় উৎসব আজি তাঁর,
বঙ্গবাসী বিশ্ববাসী সহ জয় গান কর অনিবার!
ওঁ শুভমস্তু।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

বিজয়া।

কপি পতিবলযুক্তঃ সানুজঃ শ্রীপতিশ্চ
প্রকটপরমশক্ত্যা প্রেরিতঃ পূর্ণকামঃ।
উদধিতটগতোঽসৌ সেতুবন্ধং বিধায়
ত্যহনদমর শত্রুং রাবণং গীতকীর্ত্তিঃ॥

শ্রীমদ্দেবীভাগবতে।

ত্রেতাযুগে, শক্তিসাধনার অমোঘফলে, বনবাসী অসহায় এবং সম্পদ্শূন্য ীতাপতি রামচন্দ্র সাগরপারে সর্ব্ববিধশক্তিসম্পন্ন ও বিশ্ব-সংসারে অপ্রতিদ্বন্দী ীর স্বর্ণলঙ্কাধীশ্বর রাবণকে সবংশে বিনাশ করিয়া বিজয়ার মহামহোৎসব রিয়াছিলেন। তাহারও কতকাল পূর্ব্বে অসুরের অত্যাচার-প্রপীড়িত থিবীতে সমবেত সুর শক্তের শক্তি জয়লাভ করায় সমগ্র বিশ্ববাসী বিজয়ার হোৎসবে যোগদান করিয়াছিল। দ্বাপরেও আসুরীশক্তির অবতার স্বরূপ কংস-রাসন্ধ-শিশুপাল-দুর্য্যোধন-কর্ণ প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত এবং দর্পান্ধ রাজগণ দৈবীশক্তির বক এবং নায়ক বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মনীতির নিকট একান্ত নির্ব্বাণ লাভ রয় ধরায় ধর্ম্মের বিজয়োৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ভারতভূমিতে প্রাচীন বং পুরাতন বীরকীর্ত্তি চিরকালই ন্যায় এবং ধর্ম্মসঙ্গত শক্তির বিজয় ঘোষণারূপে জত হইয়া আসিতেছে; তাই আজও এই মহাদেশের সর্ব্বত্র শ্রীরামচন্দ্রের াত্র ব্রত এবং বিজয়ার অনুষ্ঠান ও উৎসব হইয়া থাকে। অন্যায় এবং র্ম্মের আশ্রয়ে শক্তি যতই কেন উন্নতিলাভ করুন না,—অবশেষে তাঁহাকে ক্ষয়ই বিনষ্ট হইতে হয়,—"ধর্ম্ম না থাকিলে জয় হয় না"—এই শিক্ষা রতীয় সাহিত্যে এবং সমাজে একেবারে ওতঃপ্রোতভাবে নিজ প্রভাব রক্ষা রিয়া আসিয়াছে। তাই আমরা বর্ষে বর্ষে বিজয়ার উৎসব করিয়া থাকি।

ন্যায় অথবা ধর্ম্মের আশ্রিত হইলেও এই বিজয়া বীরত্বের উৎ
শক্তির মহোৎসব। রাজপুত, শিখ, গোরখা, মরাঠা প্রভৃতি ভারতের
জাতির ইহা যোগ্য উৎসব এবং তাঁহারা ইহার উপযুক্ত মর্য্যাদাও
থাকেন। রাজপুতের নবরাত্র এবং দশেরা উৎসবে অস্ত্র, শস্ত্র, বর্ম, চ
হস্তী প্রভৃতির পূজা করা হয়,—উচ্চ নীচ সকলেই সমরের অভিনয়ে
এ সকলই ঠিক; কিন্তু এই শৌর্য্যবীর্য্যের উৎসবে বাঙ্গালীজাতির
কেন? শারদীয় উৎসবে দশবিধ অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিতা এবং
খচিত সর্ব্ববিধ ভূষণে ভূষিতা মহিষমর্দ্দিনী রণরঙ্গিণী শক্তীশ্বরীর প্রতি
এত আড়ম্বর বঙ্গদেশ ভিন্ন আর ত কোথাও নাই। ভারতের সর্ব্ব
আসিলেও ত মায়ের এরূপ মূর্ত্তি কোথাও দেখিতে পাইবে না।
বাঙ্গালী এইরূপ পূজা কোথায় শিখিল? কোথায় পাইল? "সুজলা
শস্য শ্যামলা" কোমলাঙ্গী বঙ্গভূমির কুঞ্জে কুঞ্জে
সেই,—

"কিশোর বয়সং শান্তং সর্ব্বকান্তং পরাৎপরম্।
নবীন নীরদাভাস ধামৈকং শ্যামবিগ্রহম্॥"

এবং তাঁহার পার্শ্বে—

"অতীব কমনীয়াচ চারুপঙ্কজসন্নিভাম্।
শ্বেত চম্পকবর্ণাভা সুখদৃশ্যা মনোহরা॥
শরৎ পার্ব্বণ কোটীন্দু প্রভাপ্রচ্ছাদনাননা।
সদা দ্বাদশবর্ষীয়া শশ্বৎসুস্থিরযৌবনা॥
মল্লিকামালতীমালা কেশপাশাবরাজিতা।
সুকুমারাঙ্গলতিকা রাসমণ্ডলমধ্যগা॥"

শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীর সুঠাম প্রীতিপ্রদ প্রতিমাই ত শোভা
ললিত কোমলকান্তপদাবলী গত জীবন বঙ্গ বালকের হৃদয়ে বাঁধা
কোথায়?

ইতিহাসের কৃত্রিম আলোচনার ফলে এবং বিদেশী কতি
ব্যক্তির ঈর্ষা ও বিদ্বেষ পরিপূরিত বচনের কারণ উনবিংশ শতা

দেশে বাঙ্গালীর কাপুরুষত্ব প্রামাণিক ঐতিহাসিক তত্ত্ব বলিয়া অনেকে গ্রহণ
করিয়াছিলেন। অপরের কথায় কাজ কি, শিক্ষিত বাঙ্গালীও এই ভ্রান্ত বিশ্বা-
সের মোহে মুগ্ধ এবং অন্ধপ্রায় হইয়াছিলেন। সেদিনও বিলাতে আমাদের
কুলীন প্রধান বসুজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছেন যে বাঙ্গালী
জাতি কোনও দিন বীরত্বের জন্য বিখ্যাত ছিল না। (ক) বসুজার বাণী কেবল
তাঁহার অনভিজ্ঞতার জন্যই এরূপ বার্ত্তা বিলাতে বলিয়াছেন সন্দেহ নাই।
আমরা অতি সংক্ষেপে এই অভিযোগের উত্তর দিতেছি।

বাঙ্গালা দেশের সম্বন্ধেই প্রথমে অনেকের মনেই ভ্রান্ত সংস্কার রহিয়াছে।
প্রাচীন 'ভারতবর্ষ' দেশকে লোকে এখন যেমন Political India বলিয়া মনে
করেন, তদ্রূপ অধুনা 'বাঙ্গলা' দেশকেও বাঙ্গালার গভর্ণরের শাসনাধীন প্রদেশ
বলিয়া ভাবিয়া থাকেন। প্রকৃত কথা কিন্তু তাহা নহে। প্রাচীনকালে 'ভারতবর্ষ'
অর্থে যেরূপ পশ্চিমে মিসর হইতে পূর্ব্বে চীন জাপান পর্য্যন্ত বিশাল ভূভাগকে
বুঝাইত, ঠিক তদ্রূপ সেকালে 'গৌড়' (আধুনিক বাঙ্গালা) দেশ বলিতে পশ্চিমে
প্রয়াগ হইতে পূর্ব্বে কামরূপ এবং উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত
অপূর্ব্ব ভূভাগ বুঝাইত। অঙ্গ, মগধ, মিথিলা, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র, কামরূপ এবং ওড্র
রাষ্ট্র সেকালে 'গৌড়' দেশের ভিতরে ছিল। পশ্চিম দিকে প্রয়াগের সীমা
যবন কখনও পার হইয়া যাইত এই বিশাল গৌড়দেশকে গ্রীকেরা Prasii
অথবা 'প্রাচী' বলিতেন। যে দেশে জনক জরাসন্ধ কর্ণ ভগদত্ত পৌণ্ড্রক
বাসুদেব রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, যে দেশের রাজগণ দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে,
যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যথাযোগ্য স্থানলাভ করিয়া গিয়াছেন,
যে দেশের পৌণ্ড্রক বাসুদেব মিত্র একলব্যের সহায়তায় শত শত রণতরী লইয়া
অর্ণব সমুদ্রের নিভৃত ক্রোড়ে লুক্কায়িত এবং সুরক্ষিত যাদব রাজধানী দ্বারকা
অবরোধ করিয়াছিলেন, (খ) সে দেশের লোক বীরত্বের অথবা যুদ্ধের কথা

(ক) ঢাকা সাহিত্যপরিষৎ প্রকাশিত "প্রতিভা"র গত জ্যৈষ্ঠসংখ্যায় "সংবাদ" প্রস্তাব দ্রষ্টব্য।

(খ) মহাভারত আদিপর্ব্ব ও সভাপর্ব্ব এবং হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব্ব।

জানিত না, ইহা বলা অতি সাহসের কার্য্য সন্দেহ নাই। বিশ্ববিজয়ী যাহাদের প্রতাপের ভয়ে সিন্ধুনদীর এপারে আসিতে সাহস নাই, খ্রীষ্টের জন্মের সমকালে নৌযুদ্ধ নিপুণতার কথা কবিশিরোমণি লিখিয়া গিয়াছেন, (গ) মৌর্য্য, শুঙ্গ, এবং গুপ্তরাজগণ যে দেশে সাম্রাজ্য করিয়া দিগ্‌বিজয় করিয়াছিলেন, যে দেশের রাজপুত্র বিজয় নৌকাযোগে বিজয় করিয়াছিলেন, সে দেশে কোনকালেই বীর জন্মে নাই অথবা লোকে যুদ্ধের নামও শুনে নাই,—ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিবা সপ্তম শতাব্দীর আর্য্যাবর্ত্ত-সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের প্রবল শত্রু উত্তর রাঢ়ে কায়স্থদের সমাজস্থান—কাণ সোনা) কর্ণ সুবর্ণাধিপতি মহারাজ শশাঙ্ক বীর্য্যবত্তার সহিত সেই বুদ্ধভক্ত সম্রাটের দর্পচূর্ণ করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন ও তাঁহার ভগিনীপতি অবন্তীরাজ গ্রহবর্ম্মার বিনাশ, ভগিনী শ্রীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সাধের বোধিদ্রুমকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছিলেন, তাঁহার মিত্র ও সভাপণ্ডিত মহাকবি বাণভট্ট ও স্বীকার করিতে হইয়াছিলেন। (ঘ) তাহার পর পালবংশীয় ধর্ম্মপাল প্রভৃতি এবং বংশীয় বল্লালসেন প্রভৃতি সম্রাটগণ কিরূপ পরাক্রমের সহিত আর্য্যাবর্ত্ত করিয়াছিলেন এবং তাহারও পর অন্তিম সময়ে চাঁদরায়, কেদাররায়, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বারভূঞা রাজগণ ও সীতারাম রায় এই বাঙ্গলার বীর্য্যের কিরূপ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা ত শিশুপাঠ্য ইতিহাসের কথা। বাঙ্গালী বীরত্বের সহিত অপরিচিত, এ কথা একে ভিত্তিহীন,—মিথ্যা।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য রায় এবং সীতারাম রায়ের সময়ে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি সমস্ত জাতির ভিতর বীরত্বের অথবা দৈহিকবলের অনুশীলন হইত, তাহার প্রমাণ আজ আর নূতন করিয়া দিতে শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশের প্রত্যেক গ্রামেই দুই চারিজন বলি এবং সাহসী লোক পাওয়া যাইত। এই লেখকের ৺ রামমোহন পালিত এবং তাঁহার সহোদর ৺ রামকান্ত

(গ) রঘুবংশ, রঘুর দিগ্বিজয়।

(ঘ) বাণভট্ট প্রণীত হর্ষচরিত।

দুইভ্রাতায় মিলিয়া লাঠির সহায়তায় বাঘ মারিয়া ফেলিতেন। তাঁহারা প্রত্যেকে তিন সের(পাকি ওজনের) চাউলের ভাত প্রচুর উপকরণ সহ নিত্য দুই বেলা সেবা করিতেন এবং দেশের ডাকাইতেরা তাঁহাদের নামে দেশছাড়া হইয়া পলাইত। এইরূপ বলবান লোক তখন গ্রামে গ্রামে পাওয়া যাইত। বাঙ্গালীর লাঠির মর্য্যাদা ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালার ভদ্রসমাজ অবশ্যই নির্জ্জীব কেরাণী এবং স্কুল মাষ্টারের সমষ্টিতে পরিণত হইয়াছিল; তথাপি তখনও বাঙ্গালী যুবক নিরস্ত্র অবস্থায় সুন্দর বনের দুর্দ্দান্ত বাঘকে বশীভূত করিয়াছেন, বাঙ্গালী বালক দেশে লাঠি দিয়া প্রকাণ্ড বন্যবরাহ মারিয়াছেন এবং বিদেশে উচ্চ বীরকীর্ত্তি অর্জ্জণ করিয়াছেন এবং বাঙ্গালী যুবক এদেশে ও বিলাতে দেহের বলে জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছেন। পাঠক মহাশয় নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন যে আমরা শ্যামাকান্ত, সুরেশ বিশ্বাস, এবং জিতেন বাঁড়ুয্যের কথা বলিতেছি। আজও বাঙ্গালী বালক গোবরগুহ শারীরিক সামর্থ্যে এবং কসরতের কৌশলে য়ুরোপ বিজয় করিয়াছেন। তাঁহাদের পরিবারে, অর্থাৎ কলিকাতার দরজীপাড়ার গুহ পরিবারে, পালোয়ানীর চর্চ্চা পুরুষানুক্রমে চলিয়াছে। বঙ্গের গৌরব মহেন্দ্রনাথ দাস শারীরিক শক্তি পরীক্ষায় যে যশঃ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা অল্প নহে। ফলতঃ বাঙ্গালী কোন দিনই কাপুরুষ ছিল না, আজ ত নয়ই।

য়ুরোপের মহা কুরুক্ষেত্রে বাঙ্গালী যুবকের বীরত্ব জগতের বীর সমাজে বরণীয় হইয়াছে। বাঙ্গালী যুবক এশিয়া, আফ্রিকা এবং য়ুরোপের রণক্ষেত্রে সাহস এবং শক্তিমত্তায় বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করিয়াছে। স্বয়ং সম্রাট তাহাদের প্রশংসা করিয়াছেন,—ইংলণ্ড সাদরে তাহাদিগের পূজা করিয়াছে। বিলাতে শান্তি উৎসবে বাঙ্গালী বীরগণ জগতের অন্যান্য বীরগণের সহিত একত্রে অভিনন্দিত হইয়াছেন। এখন আর বাঙ্গালীকে 'কাপুরুষ' বলিতে কে সাহস করিবে?" 'অসভ্য' জাপান দুর্দ্দান্ত রুষকে পরাস্ত করিয়া য়ুরোপের নিকট সভ্য বলিয়া সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। আজ জাপান জগতে কাহারও নিকট ক্ষুদ্র নহে। তদ্রূপ আজ বাঙ্গালীও বিশ্বসংসারে 'সভ্য' এবং সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। আজ তাহার "বিজয়া"র উৎসবে সত্যই অধিকার জন্মিয়াছে।

কবি বলিয়াছেন—"ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ।"—যে মাটী হইতে হীরকের রশ্মি নির্গত হয় না অথবা গোবরেও পদ্মফুল ফোটে না, আজ যে সমরের শৃঙ্গনাদ শুনিয়াই সহসা বাঙ্গালী বীর হইয়া উঠিল, ইহা অশ্রদ্ধেয় কথা। ভিতরে ইস্পাত ছিল বলিয়াই, শাণে আজ তাহার খরধার বাহির হইয়াছে, ভিতরে তেজঃ ছিল বলিয়াই, আজ ঘর্ষণে নির্গত হইয়াছে। বাঙ্গালীজাতির অস্থিমজ্জায় বীরত্বের উপাদান ছিল বলিয়া আজ সেই উপাদান কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। আইন অথবা আয়ুর্ব্বেদে নহে, বীর্য্যেও বাঙ্গালী বিধাতার বরমাল্য লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালী হইয়াছে। যুরোপের মহাযুদ্ধ জগতের যত অপকারই করুক না কেন, তাহার নিকট বাঙ্গালীজাতি কৃতজ্ঞ। ঐ মহাযুদ্ধ "নিমিত্ত মাত্র" হইয়া আজ আমাদিগকে সভ্য সমাজে মাথা তুলিয়া বসিবার অধিকার দিয়াছে। ইংরেজের সাম্রাজ্য এবং সম্রাট ভগবানের কৃপায় চিরকাল জয়যুক্ত হউন, আমরা চিরকাল আনন্দ এবং উৎসাহের সহিত মহাসমারোহে বিজয়ার সমাধা করি।

আলোকের পশ্চাতে অন্ধকারের ন্যায় জগতে নানাপ্রকার দুঃখকষ্ট চিরকাল আছে এবং থাকিবে। অন্নবস্ত্রের ক্লেশ, রোগের জ্বালা এবং দৈন্য দুর্গতি সমাজেই আছে; সভ্যজাতি মাত্রেই তাহার প্রতীকার চেষ্টা করিতেছে, করিবে। এতদিন এই সকল ক্লেশ ত ছিলই, তাহার উপর বাঙ্গালী "প্রাণ" বা "জ্ঞান"ও ছিল না। আজ বাঙ্গালী জাগিয়াছে,—আজ হইয়াছে।

শারদীয়া বিজয়ার সহিত যদি রাজপুরুষেরা রাজনৈতিক "বিজয়া" অনুষ্ঠান করিতেন, তাহা হইলে হয়তঃ ঐ উৎসব আরও ভাল হইত। ভারতবর্ষ এখন হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের স্বদেশ; হিন্দুর বিজয়ার সহিত সাম্রাজ্যের বিজয়া মিশাইয়া দিলে হয়তঃ আপত্তি পারিত। যাহা হউক, ভালই হইয়াছে। আমরা এই বিজয়া আবার ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে সাম্রাজ্যব্যাপী বিরাট বিজয়োৎসবে [illegible] ধন্য হইতে পারিব। দেশের নেতৃগণ এই মহাবিজয়োৎসবে

বীরকীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা কিরূপে চিরস্থায়ী করিবেন, তাহা দেখিবার জন্য আমরা উৎসুক রহিলাম।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

কায়স্থোপনয়ন।—বরিশাল জিলান্তর্গত কাশীপুর হইতে শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন :—বিগত ২৫শে আশ্বিন কাশীপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদী দেবজ্ঞা মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত কায়স্থগণ মস্তক মুণ্ডনাদি যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। ১। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু। ২। নগেন্দ্রচন্দ্র বসু। ৩। সতীশচন্দ্র বসু। ৪। চারুচন্দ্র বসু। ৫। নিবারণচন্দ্র ঘোষ রায়। ৬। হিরালাল ঘোষ রায়। ৭। দ্বারকানাথ চন্দ্র। ৮। প্যারীলাল চন্দ্র। ৯। প্রসন্নকুমার চন্দ্র। ১০। প্রিয়নাথ চন্দ্র। ১১। ললিতকুমার চন্দ্র। ১২। গিরিশচন্দ্র দাস।

২। গ্রাহক মহোদয়গণ আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ বিজয়ার নমস্কার এবং আলিঙ্গন গ্রহণ করিবেন। আশা করি, তাহাদের অনুগ্রহ এই বৃদ্ধ সম্পাদকের প্রতি অক্ষুণ্ণ রহিবে। তাহার প্রার্থনা এই যে, ভিঃ পিঃ গুলি যাইবামাত্র গ্রহণ করেন। পূজা উপলক্ষে প্রতিভা-কার্য্যালয় বন্ধ থাকায় আশ্বিনসংখ্যা বহুবিলম্বে প্রচারিত হইল।

৩। ঢাকা মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত মালুচী গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুহ মজুমদার মহাশয় লিখিতেছেন :—

বিগত ১০ই কার্ত্তিক সোমবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় ঢাকা মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত মালুচি গ্রামে স্থানীয় জমিদার রায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বসু চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে এবং তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে, চেষ্টা ও উদ্যমে একটী বিরাট কায়স্থসভার অধিবেশন হইয়াছিল। মালুচির নিকটবর্ত্তী বাঘুটীয়া, বাগমারা, বাল্লা, খেজুরপাড়া, ভাদিয়া খোলা, ব্যাস্‌দ, আরুয়া—মান্দ্রাকোলা, বাউলীকান্দা, নালী, দাড়িকান্দী ও ঝিটকা প্রভৃতি গ্রামের গণ্যমান্য ও সম্ভ্রান্ত প্রায় ৩০০ শত কায়স্থ মহোদয়গণ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভ্যগণের বিশেষ অনুরোধে এবং জমিদার প্রিয়নাথ বাবুর প্রস্তাবেও হেড্ মাষ্টার হেমচন্দ্র দত্ত বি, এ মহাশয়ের

অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে বয়োবৃদ্ধ প্রবীন ও জমিদার বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত দাস বসু রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তৎপর বঙ্গদেশীয় কায় সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা মহাশয় শ্রুতি স্মৃতি পু কারিকা কোষ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া কায়স্থের ক্ষ প্রতিপন্ন ও উপনয়নের আবশ্যকতা এবং বিবাহের ব্যয় সংক্ষেপ ও চারি শ্রেণী কায়স্থের মিলনাদি সম্বন্ধে প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল ব্যাপী একটী সুন্দর হৃদয়গ্রা বক্তৃতা করিয়াছিলেন তৎপর প্রিয়নাথ বাবু প্রাণের আবেগে অতিসরল সুন্দ ওজস্বিনী ভাষায় প্রকাশ করেন যে, অনেক দিন হইতে আমি কায় আলোচনা করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমানে আমাদের যে উপবীত এ আবশ্যক তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। সমাজে অনেক হইতেই আমাকে অনেকে জানাইয়াছেন যে এই মালুচি গ্রামে আমরা উপ গ্রহণ করিলেই মাণিকগঞ্জের সর্ব্বস্থানে উপনয়ন হইয়া যাইবে। সে প্রত্যেকরই উৎসাহ উত্তম দেখা যাইতেছে এবং যাহা সর্ব্ব শুভকর সে ঔদাসিন্য কাপুরুষতার লক্ষণ। এইরূপ বক্তৃতার দ্বারা সকলকে উৎসা করিয়া তিনি আনন্দের সহিত আর একটী বিশেষ অসুবিধার প্রতিষেধক "অ বাণী" এতদঞ্চলের কায়স্থগণ প্রতি বলেন যে, যদি কাহারও পুরোহিতের হয় তাহার ব্যবস্থা এবং উপনয়ন গ্রহণের ব্যয়ভার যাহার বহন করা তাহার ব্যয় আমি নিজে বহন করিতে প্রস্তুত আছি। আমার ক্ষমতা আমার উপদেশাদির দ্বারায় এই স্থানের কায়স্থগণের উপনয়ন বিষয়ে যখন উপকার আবশ্যক হইবে, তাহা সর্ব্বদা করিতে প্রস্তুত থাকিলাম। তাহ হেড্ মাষ্টার হেমচন্দ্র বাবুও বেশ একটী সময়োপযোগী উৎসাহবাঞ্জক ব করিয়াছিলেন। অবশেষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই সভা স্থির করেন যে, আ ১২ই কার্ত্তিক বুধবার প্রত্যেক গ্রামের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রধান প্রধান একজন কায়স্থ অত্রস্থানে মিলিত হইয়া কি ভাবে কোন্ স্থানে কোন্ উপনয়ন গ্রহণ করা যায় তাহা স্থির করতঃ এখানে একটী শাখাসভা গঠন হইবেক। রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভাপতি ও প্রচারক মহাশকে এবং প্রি বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায়নমঃ

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক পত্রিকা।

শ খণ্ড { কার্ত্তিক মাস ১৩২৬ সাল। } ৭ম সংখ্যা

কায়স্থের আভিজাত্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ, শ্রাবণ সংখ্যা ১৮৮ পৃষ্ঠা হইতে)

মনুর দশম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকের পরই লিখিত আছে যে, 'অনন্তরাসু-নাং বিধিরেষ সনাতনঃ। দ্ব্যেকান্তরাসুজাতানাং ধর্ম্ম্যং বিদ্যামিদং বিধিম্॥ ০ মনু) সুতরাং আমরা মনুর শ্লোক হইতে বুঝিতে পারি যে, দ্বিজগণের রজ স্ত্রীজাত সন্তানগণ সনাতন বিধির অন্তর্গত। দ্বিজগণের একান্তরজ ত সন্তান বা দ্ব্যন্তরজ স্ত্রীজাত সন্তান, সনাতন বিধির বহির্ভূত। দ্বিজগণের কান্তরজস্ত্রীজাত সন্তান বা দ্ব্যন্তরজ স্ত্রীজাত সন্তানের নাম মনু পূর্ব্ববর্ত্তী , অম্বোষ্ঠ, নিষাদ ইত্যাদি নামকরণ করিয়াছেন। তৎপর মনু ১০ম য় ৪১শ শ্লোকে বলিয়াছেন :—

সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রানান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥

ই শ্লোকে মনু বলিয়াছেন দ্বিজগণের সজাতীয়া স্ত্রী এবং অব্যবহিত জা স্ত্রীগর্ভজাত ছয়টী পুত্র দ্বিজধর্ম্মী। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত

পুত্র ও ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া স্ত্রী গর্ভসম্ভূত পুত্র এই দুই দ্বিজধর্ম্মী ; ঐরূপ ক্ষ বৈশ্যের সন্তানগণও দ্বিজধর্ম্মী ; দ্বিজগণের অপর সন্তানগণ অর্থাৎ একান্তর ও দ্ব্যন্তরজস্ত্রীজাত সন্তানগণ শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী কারণ ইহারা দ্বিজগণের সজাতীয়া গর্ভজাত বা অনন্তরজস্ত্রী গর্ভজাত সন্তান নহে। সুতরাং আমরা মনু হইতে দেখিলাম যে,শূদ্রা বৈশ্যজাত সন্তান পরবর্ত্তীকালে যাহার করণ সংজ্ঞা হয় ঐ মনুর মতে দ্বিজধর্ম্মী।দ্বিজধর্ম্মী অর্থে হয়ত অনেকে বলিতে পারেন যে, দ্বিজ দ্বিজ ধর্ম্মাক্রান্ত। উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরও শূ স্ত্রী গর্ভজাত সন্তান যে মনুর ৫।১০ শ্লোকমতে ব্রাহ্মণ, সে সন্তানও দ্বিজ দ্বিজধর্ম্মাক্রান্ত অর্থাৎ এইরূপ তর্কে মনুর ৪।১০ শ্লোকটীকে বাতিল করিয়া সুতরাং দ্বিজধর্ম্মী বলিলেই সে দ্বিজের বহির্ভূত হয় না। পূর্ব্বে মনুর দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, মনু অনন্তরজ স্ত্রী গর্ভসন্তানকে পিতৃসদৃশ বলিয়াছেন—ইহা দ্বারা মনু তাহাদিগকে পিতার জাতিই বলিয়াছেন এবং অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এমন কোন মাঝামাঝি জাতির নাই তাহা মনুতে প্রকাশ আছে। যদি মনুর মতকে গ্রহণ করা যায় তাহা শূদ্রমাতৃক করণ দ্বিজাতি। রামায়ণেও দেখিতে পাওয়া যায়, অন্ধক মুনি সিন্ধুমুনি, যাহাকে হত্যা করিয়া রাজা দশরথ ব্রহ্মহত্যার পাতকী হই সেই সিন্ধুমুনি শূদ্রা বৈশ্যজাত সন্তান—

শূদ্রায়ামস্মি বৈশ্যেন শূনু জানপদাধিপ।

-আদিকাণ্ড-

সুতরাং সিন্ধুমুনি যে দ্বিজাতির অন্তর্ভূত ছিলেন ইহা অস্বীকার উপায় নাই।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি মনু শূদ্রা বৈশ্যজাত সন্তানের 'করণ' প্রদান করেন নাই—কোন আখ্যাই দেন নাই। পরবর্ত্তীকালে যাজ্ঞব এই আখ্যার সৃষ্টি হইয়াছে। মনু মাত্র 'করণ' এই সংজ্ঞার উল্লেখ করি ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তানের নাম মনুর মতে করণ। ন্যায়শাস্ত্রমতে জা অনুসারে দুইটী বিভিন্ন জাতির এক নামকরণ হইতে পারে না। সু ক্ষত্রিয় সন্তানের করণ সংজ্ঞা হইলে শূদ্র বৈশ্যজাত সন্তানের মনুর সংজ্ঞা হইতে পারে না। মনু দলিলের নাম ও করণ বলিয়াছেন—

করণং দাতুমশক্তো যঃ কর্ত্তুমিচ্ছেৎপুনঃ ক্রিয়াম্।
স দত্ত্বা নির্জ্জিতাং বৃদ্ধিং করণং পরিবর্ত্তয়েৎ ॥

১৫৪.৮

মনু কায়স্থের নামোল্লেখ করেন নাই। মনুর স্মৃতিতে দলিলের নাম করণ ও ক্ষত্রিয় সন্তানের নাম করণ থাকায় ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তানগণ (কায়স্থগণ) দলিল লিখিতেন এবং লেখক ও লিখিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইতেই যে দলিলের করণ অথবা দলিলের নাম করণ হইতে লেখকের নাম করণ হইয়াছে ইহা যাইতে পারে।

মনুর পরে বিষ্ণুসংহিতার আবির্ভাব। এই বিষ্ণুও মনুর ন্যায় মূল জাতি ও বর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন। মনুতে কায়স্থ শব্দের উল্লেখ নাই কিন্তু বিষ্ণুতে আছে। বিষ্ণুতে ইহাও উল্লেখ আছে যে, কায়স্থ একজন রাজাধিকরণের রাজ-যুক্ত কর্ম্মচারী। কায়স্থের হস্তলিখিত দলিল রাজসাক্ষীক, সুতরাং কায়স্থও সাক্ষীক।

সাক্ষাৎ দর্শনাৎ বা সাক্ষী।

১৩।৮ বিষ্ণু।

কায়স্থ ধর্ম্মাধিকরণের দলিল লেখক, সুতরাং ধর্ম্মাধিকরণের দলিলাদির মাত্র সাক্ষীই কায়স্থ। রাজা এবং প্রাড়বিবাক কায়স্থের হস্তলিখিত দলিল মাণিক বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

রাজাগ্রহার শাসনান্তেক কায়স্থ হস্তলিখিতান্তেব প্রমাণী ভবন্তি।

অর্থাৎ রাজদণ্ড ও ব্রহ্মোত্তর ভূম্যাদির দলিল যাহা কায়স্থের হস্তলিখিত তাহাই প্রমাণ বলিয়া গণ্য। সুতরাং কায়স্থরাজা ও প্রাড়বিবাকের অতিবিশ্বাসী ক্তি এবং সে ব্যক্তি যে জাতি বা বর্ণের অন্তর্গত উক্ত জাতি পরাধীন, পতিত বর্ণাশ্রম বিরুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠায়ী নহে কারণ পরাধীন ও পতিত জাতি সাক্ষী হইতে রে না। ১—৩।৮ বিষ্ণু। বিষ্ণু কায়স্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু হা যে কোন্ বর্ণের অন্তর্গত তাহা উল্লেখ করেন নাই। মনু ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ন্তানের উল্লেখ করিয়াছেন, বিষ্ণুতে সে উল্লেখও নাই—কায়স্থ বলিয়া একটী জাতি উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। মনু করণ শব্দে দলিল বলিয়াছেন কিন্তু বিষ্ণু বলিতেছেন—রাজার পক্ষ হইতে যে সকল ভূমি ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ দান করা

হইত তাহার লেখক কায়স্থ ; এবং কায়স্থহস্তলিখিতই উহার একমাত্র প্রমাণ ইহার কারণ এই যে, রাজা কখনও স্বহস্তে দানপত্র লিখিয়া দেন না, রাজকীয় কায়স্থই উহার লেখক এবং মাত্র কায়স্থের সাক্ষ্য বাক্যই গৃহীত ও প্রমাণ বলিয়া হইত। অর্থাৎ এখনকার ন্যায় সেকালে কায়স্থই রাজার আমমোক্তার ছিলেন। বিষ্ণু স্মৃতিতে করণ শব্দের আদৌ উল্লেখ নাই। এবং বিষ্ণুর সময়ে শূদ্রমাতৃক করণের সংস্কারও ব্যবস্থিত নাই এবং বিষ্ণুর সময়ে শূদ্রমাতৃক করণের সংস্কারও ব্যবস্থিত হয় নাই। মনুতে স্পষ্টভাবে কায়স্থের উল্লেখ না থাকিলেও ব্রাত্যক্ষত্রিয় করণ করণীকের কার্য্য করিত বলিয়া দলিলের নামকরণ হইতেছে ইহাই অনুমান সিদ্ধ। বিষ্ণুতে দেখিতে পাইতেছি যে, কায়স্থই করণীকের কার্য্য করিত। সুতরাং বিষ্ণুর সময় যে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় করণের কায়স্থ সংস্কার হইয়াছিল ইহা বলা যাইতে পারে। আমরা যাজ্ঞবল্ক্যেও দেখিতে পাই।

লেখকঃ প্রাড়্‌বিবাকশ্চ সভ্যাশ্চৈবানু পূর্ব্বশঃ।
নৃপে পশ্যন্তি তৎকার্য্যং সাক্ষিণঃ সমুদাহৃতাঃ॥

ব্যবহারাধ্যায়—১৮ শ্লোক মিতাক্ষরা।

রাজ্য সম্বন্ধীয় কার্য্য পরিদর্শন করেন বলিয়া লেখক, প্রাড়্‌বিবাক ও সভ্যগণ রাজসাক্ষী বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

বৃহৎ পরাশর সংহিতায় দেখিতে পাই কায়স্থই লেখক ছিলেন।

শুচীন্ প্রজ্ঞাংশ্চ ধর্ম্মজ্ঞান বিপ্রাণ মুদ্রাকরান্বিতান্।
লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্তু হিতৈষিণঃ॥ ২০।২০

রাজা শুচী, বিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ ও মুদ্রাকরান্বিত ব্রাহ্মণকে ও সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী কায়স্থকে লেখক নিযুক্ত করিবেন। এখানে লেখক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ থাকিলেও প্রধানতঃ কায়স্থই লেখক হইতেন। কারণ রাজসেবা ও লিপি ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ।

শিল্পেন্ ব্যবহারেণ শূদ্রাপত্যৈশ্চ কেবলৈঃ।
গোভিরশ্বৈশ্চ যানৈশ্চ কৃষ্যা রাজপসেবয়া॥
অযাজ্যযাজনশ্চৈব নাস্তিক্যেন চ কর্ম্মণাম্।
কুল্যান্যাশু বিনশ্যন্তি যানি হীনানি মন্ত্রতঃ

৬৪—৬৭

শিল্পকার্য্য, ধনবৃদ্ধির জন্য ধনপ্রয়োগ, শূদ্রার পতিত্ব, গবাশ্ব—রথ ক্রয়বিক্রয়, কৃষিকার্য্য, রাজসেবা, অযাজ্যযাজন, নাস্তিকের কর্ম্ম ইত্যাদি দ্বারা শীঘ্র কুল বিনষ্ট হয়। সুতরাং মনুর মতে অযাজ্য যাজন, কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি ব্রাহ্মণের পক্ষে যেরূপ কদর্য্য কর্ম্ম, রাজকার্য্যও তদ্রূপ কদর্য্য।

অদ্রোহেনৈব ভূতনামল্পদ্রোহেণ বা পুনঃ।
যাবৃত্তিস্তাং সমাস্থায় বিপ্রোজীবেদনাপদি॥

২।৪ মনু॥

* * * *

সেবাশ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাৎ তাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

৩।৪ মনু।

সেবা অর্থাৎ চাকুরী—যাহা কুকুরবৃত্তি তাহা ব্রাহ্মণ পরিবর্জ্জন করিবে। মনু ব্রাহ্মণের চাকুরী করা সম্বন্ধে এই নিষেধ বিধি করিয়াছেন।

বিপ্রেকো লিপিকর্ত্তারো ভাক্ষদাতুর্ধনং হরেৎ।
তমঃকুণ্ডে বর্ষ শতং স্থিত্বাস্বর্ণবণিগ্ ভবেৎ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

ব্রাহ্মণ লিপিকর্ত্তা হইলে অন্নদাতার ধনহরণ করে এবং এক শত বৎসর অন্ধকার নরককুণ্ডে বাস করিয়া স্বর্ণবণিক হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

এই সকল প্রমাণে ইহাই প্রদর্শিত হইল যে, ব্রাহ্মণ লিপিকর্ত্তা বা লেখক হইতে পারিতেন না, কায়স্থই লেখক হইতেন। এইজন্য আমরা শাস্ত্রে কেবল কায়স্থকে লেখক বলিয়া উল্লেখ দেখিতে পাই যথা :—

লেখকস্যাল্লিপিকরঃ কায়স্থোঽক্ষর জীবকঃ।

হলায়ুধস্মৃতি।

কায়স্থা গণকা লেখকশ্চ।

মীতাক্ষরা।

গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখকস্তথা।
শুক্রগ্রাহীতু বৈশ্যোপি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ॥

শুক্রনীতি।

সুতরাং লেখক কায়স্থ ইহা স্মৃতির অনুমোদিত। আমরা পূর্ব্বে বিষ্ণুসংহিতা

হইতে দেখাইয়াছি যে, কায়স্থ রাজসাক্ষী এবং যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন লেখক অর্থাৎ কায়স্থ রাজসাক্ষী। কায়স্থ যে রাজসাক্ষী ইহা স্মৃতির অনুমোদিত।

স্ত্রীনাং সাক্ষ্যং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুর্দ্বিজানাং সদৃশাদ্বিজাঃ।

* * * *

স্ত্রী লোকের সাক্ষী স্ত্রীলোক, দ্বিজের সাক্ষী সদৃশ দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সাক্ষী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের সাক্ষী ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের সাক্ষী বৈশ্য শূদ্রের সাক্ষী শূদ্র এবং অন্ত্যজের সাক্ষী অন্ত্যজ হওয়াই শাস্ত্রসম্মত। সুতরাং রাজসাক্ষী লেখক বা কায়স্থ ও রাজার জাতি হইবে। মনুর মতে রাজা ক্ষত্রিয় সুতরাং রাজসাক্ষী কায়স্থ বা লেখকও ক্ষত্রিয়।

রাজধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যামি যথাবৃত্তোভবেন্নৃপঃ।
সম্ভবশ্চ যথা তস্য সিদ্ধিশ্চ পরমা যথা॥

অতঃপর আমরা এইখানে প্রবন্ধের উপসংহার করিয়া পাঠক মহোদয়গণের অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা বিচার করুন 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের (কায়স্থের) আভিজাত্য কল্পনা করা যায় না' উক্তির মূলে কতটুকু সত্য ও শাস্ত্রপ্রমাণ বিদ্যমান আছে!

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী বর্ম্মা।

পূজার খরচ।

অষ্টগোপাল মুখোপাধ্যায়ের নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত, নাদন্ ঘাটের সন্নিকট, একটী ক্ষুদ্র পল্লী চোলাগ্রামে। তিনি কলিকাতায় চাকুরি করেন, বেতন মাসিক ৫০০৲ টাকা। কিন্তু তিনি মাসিক দুই হাজার টাকারও অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। শ্যালক, শ্যালিকা, সহধর্ম্মিণী ও পুত্রকন্যা লইয়াই তাঁহার সংসার। তাঁহার পিতৃবংশ স্বদেশেই থাকেন। অষ্টগোপালের কলিকাতায় তিনখানি বাড়ী। একখানিতে তিনি তাঁহার "আপনার জন" লইয়া পরম আরামে বাস করেন; আর দুইখানি বাড়ীতে ভাড়াটীয়ারা থাকে।

জন্মভূমি চোলাগ্রামে, পৈতৃক ভিটায় অষ্টগোপালের বৃদ্ধ জনক জননী অগ্রজ ও অনুজ এবং ভগিনী ভাগিনেয় প্রভৃতি বাস করেন। অষ্টগোপাল ইদানীং আর বড় স্বদেশে যান না;—কারণ সেখানে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ও কলের জল বরফ প্রভৃতির অভাব।

এ বৎসর শারদীয়া পূজার অতি অল্প দিন মাত্র অবকাশ পাইয়া অষ্টগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় কি করিবেন? বাড়ী থাকিয়া বন্ধু-বান্ধব ও অন্তরঙ্গগণের সহিত আমোদ প্রমোদ ও সুখে আহার বিহার করিয়া শান্তিলাভ করিবেন, এবং আরও কত কি করিবেন কল্পনায় তাঁহার প্রোগ্রাম প্রস্তুত করিতেছেন। পূজার আর বড় বিলম্ব নাই, ১০ দিন মাত্র অবশিষ্ট। সোমবারে আফিস বন্ধ হইবে। পূজার অবকাশে তিনি কল্পনার রাজ্যে বাস করিবেন। শরতের শুভ্র জ্যোৎস্না ধরিয়া প্রিয়তমা পত্নী রাধামতির কোমলাঙ্গে লেপন করিবেন চাঁদ ধরিয়া শশীমুখী সহধর্ম্মিণীর কপালে টিপ্ পরাইয়া দিবেন। চন্দ্রমল্লিকার হাসি তুলিয়া সুহাসিনী রাধার কোমল ওষ্ঠাধরে লাগাইবেন। শেফালিকার গন্ধ ছাঁকিয়া প্রিয়তমা রাধামতির সোনার অঙ্গে মাখিয়া দিবেন। আপনার অকৃত্রিম প্রেমভরা হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে প্রণয়ের কাথ বাহির করিয়া কোমলাঙ্গীর অন্তরে ঢালিয়া দিবেন। "শব্দসার মহানিধি" অভিধান হইতে বাছিয়া বাছিয়া বেশ পছন্দ সই ভাল ভাল বাক্যগুলিন তুলিয়া লইয়া, তাহার হার গাঁথিয়া দেবী রাধামতির গলদেশ শোভিত করিবেন। কবির কবিত্ব ভাণ্ডার হইতে বড় বড় উজ্জ্বল রত্ন,—চুনি, পান্না, হীরা, মাণিক, মুক্তা প্রভৃতি যত্নে আহরণ পূর্ব্বক এক একটী করিয়া বিলাসিনী রাধার ভ্রমরকৃষ্ণ সুচিক্কণ চুলে গুজিয়া দিবেন। খোকাবাবুর সুমিষ্ট ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বর লুটিয়া লইয়া সুভাসিনীর রসনায় স্থাপিত করিবেন। আর কি করিবেন? হৃদয়দেবীকে নয়ন মন ভরিয়া দেখিবেন, হাসিবেন, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া প্রীতিলাভ করিবেন, দুঃখ যন্ত্রণা বিস্মৃত হইবেন;—আর সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার সন্তোষ বিধানের চেষ্টায় নিয়ত রহিবেন।

এইরূপে অসার কল্পনার মোহে শ্রীমান্ অষ্টগোপাল মুখোপাধ্যায় যৎকালে অসীম আনন্দ-সলিলে ভাসিতেছিলেন, সেই সুখসময়ে তাঁহার অগ্রজ মহাশয়ের একখানি লিপি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি

শত বৃশ্চিক দংশন যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রিয়তমার প্রেমময়ী মূর্ত্তি ক্ষণকালের নিমিত্ত তাঁহার মানস ক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইল। তিনি বিষম বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। পূজার আর দিন নাই, ৯ দিন মাত্র বাকী আছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্রের উত্তর একেবারে না দেওয়াও তিনি সঙ্গত মনে করিলেন না। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও অগ্রজের পত্রের উত্তর দিলেন। মনে মনে তাঁহাদের উপর মহাবিরক্ত হইয়া উত্তরটী যাহা লিখিলেন তাহা এই :—

পূজনীয় শ্রীযুক্ত নবগোপাল মুখোপাধ্যায়

অগ্রজ মহাশয়—শ্রীচরণেষু

পোঃ চোলাগ্রাম, ডাকঘর হাতীপুর, জেলা নদীয়া।

প্রণামপূর্ব্বক নিবেদনমিদম্—

আপনার আশীর্ব্বাদ পত্র গতকল্য প্রাপ্ত হইয়া সকল সংবাদ জ্ঞাত হইলাম। আপনি এবার পূজার সময় ৮০৲ আশী টাকা চাহিয়াছেন। ইহাতে আমি বড়ই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। আমি বৃহৎ পরিবার লইয়া কলিকাতায় বাস করি; আমার খরচ অত্যাধিক। তথাপি আমি মাসে মাসে আপনাদের সকলের নিমিত্ত ২০৲ টাকা করিয়া পাঠাইয়া থাকি। আমাদের মাতৃ ঠাকুরাণী, বৃদ্ধ পিতৃদেব অনুজ শ্রীমান্ পঞ্চগোপাল বিধবা ভগ্নী অন্নপূর্ণা, ছোট ভগিনী টুকু' (ভালনাম সুশীলা) তাহার শিশুপুত্র নবনী এবং আপনি স্বয়ং ও আপনার পরিবার ও দুইটী পুত্র এবং এক কন্যা। এই কয়জন লোকের পল্লীগ্রামে মাসিক ২০৲ টাকায় কেন চলে না তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। পিতৃদেবের মাসিক ২০।২৫৲ টাকা আয় আছে, গাছে কিছু ফল ও পুষ্করিণীতে সামান্য মৎস্যও আছে, ঝাড় কতক পুরাতন বাঁশও আছে। তবে আপনাদের সংসার মাসিক ৪৫৲ টাকায় চলেনা কেন? সত্য বটে অনুজ শ্রীমান্ পঞ্চগোপালের স্কুলের বেতন ও পাঠের ব্যয়, পিতার অহিফেন বাবদ কিছু খরচ ও ঠাকুর সেবার মাসিক কিঞ্চিৎ ব্যয় খাজানা টেক্স বাবদ কিছু খরচ, বিধবা ভগ্নিটীরও বার ব্রতের জন্য কিছু খরচ এবং ভাগিনেয় নবনীর দুধের দাম ঐ টাকা হইতে দিতে হয়, কিন্তু তাহাতে আর কতই যায়? যাহা হউক আপনি অতঃপর

[illegible]লে চলিবেন। পিতার অহিফেনের মাত্রা কিছু কমাইয়া দিবার চেষ্টা [illegible]বেন। তাঁহার দুই বেলায় ৵৷৹ সের স্থলে ৵৷৹ পোয়া দুগ্ধ হইলে চলেনা [illegible] নবনী দুধ না খাইয়া বড় ভালই করেন। কারণ তিনি সংসারের অবস্থা [illegible]। আপনার ছেলে মেয়েদের মোট দুগ্ধ কতটুকু লাগে তাহা আমার [illegible]নাই। আশা করি তাহাদের দুগ্ধের পরিমাণ হ্রাস করিবার চেষ্টা [illegible]ন। ছোট ভাগিনীর শিশু সন্তান নবনীকে ভাত ধরাইতে পারিলে, [illegible] লাগিবে। আমার এমন সময় নহে যে আমি অধিক টাকা আপনাদের [উ]পকার করিতে পারি। কৃষ্ণের কৃপায় আমি মাসিক সর্ব্বসমেত ১৫০০৲ [টাকা] মাত্র উপার্জ্জন করি। কিন্তু আমার খরচের তুলনায় এই দেড়হাজার [য]থেষ্ট নহে। ইহাতেও আমার সংসারের ব্যয় সঙ্কুলান হয় না। আমি [মৃ]ত্যুমুখে পতিত হইলে, আমার সন্তান সন্ততির ও আমার শ্বশুর মহাশয়ের [পরিবা]র বর্গের কি দশা হইবে তাহা ভাবিলে হৃদয় মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। [আপ]নি বেশ জানেন, আমার স্ত্রী কত গোছাল। তাঁহারই যত্নে কায়ক্লেশে [আমা]র এত বড় সংসার সুনিয়মে চলে। দাদা! আমার ব্যয়ের সীমা নাই, [এবং] সকলই ন্যায্য। এক পয়সাও কমাইবার উপায় নাই। আমার মাথায় [অ]বশ্য প্রতিপাল্য কতগুলি লোক, তাহা আপনার অবিদিত নাই। [আমা]র দুইটী বিধবা শ্যালী, কনিষ্ঠ শ্যালক, দুইজন শ্যালকপুত্র, বড় শালীর ছোট নাবালক পুত্র, অতি বৃদ্ধ ও অসমর্থ মামাশ্বশুর মহাশয়, এবং একমাত্র খঞ্জ ও বিধবা কন্যা। ইহা ব্যতীত আমার স্ত্রী, দুইপুত্র ও [কন্যা] এবং আমি স্বয়ং। আরও আছে—একজন পাচক, একজন পাচিকা [দুই] জন, দাসী দুইজন বেহারা এক জন, দারবান ১ জন। তিনজন শ্যালীর জন্য একটী পাচিকা রাখিতে হইয়াছে। পাচক আমিষ [নিরামি]ষ উভয় কার্য্য সাধনে অসুবিধা বোধ করে। দেখুন দেখি—এতগুলি [আমরা]। ইহা ভিন্ন অপর লোক ২।৪ জন নিরন্তই আছেন। আমার [মাসিক] আয় ১৫০০৲ টাকা বড় বেশী নয়। তাহা হইতেও ২০৲ টাকা [মা]সে আপনাদিগকে দিতে হয়। তবে আর আমাদের থাকে কি? [আমা]র সংসার চলে কি করিয়া? আমার শ্বশুর মহাশয় বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল।

১

সুতরাং তিনি এখন কায কর্ম্ম করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। আমার ... ঠাকুরাণীর দেহও তত ভাল নহে। তিনি এক্ষণে রন্ধন কার্য্যে ... তাঁহারা তাঁহাদের নিজ বাড়ীতে অর্থাৎ বাবুই ডাঙ্গাতেই বাস ... তাঁহাদের সংসারে তাঁহাদিগের পুত্রকন্যা প্রভৃতি আরও পাঁচটী প্রাণী ... তাঁহাদিগের সংসার খরচ বাবদ আমাকে মাসিক ৬০৲ টাকা পাঠাইতে ... দৈনিক ২৲ টাকার কমে তাঁহাদের চলে না। তাঁহাদের ঘরে দুইটা ... গাভী ও তিনটা বাছুর আছে। এক্ষণে খড়ের মূল্য বড়ই বৃদ্ধি পা... এ জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের সুবিধার জন্য আরও কিছু অধিক ... পাঠাইতে হয়। আরাধ্য শ্বশুর শাশুড়ীকে বিশেষ ভাবে যত্ন ভক্তি ও ... সাহায্য না করিলে কোন ক্রমেই ভদ্রতা থাকে না। এই জন্যই পরম পূ... শাশুড়ী ঠাকুরাণীর খাওয়া দাওয়া, বার ব্রত, নিয়ম, দান ধ্যান এবং ... গঙ্গাস্নানে যাইবার পাল্‌কী ভাড়া বাবদ আরও কিছু ... হয়।

আমার দুইটী শ্যালিকাই নিতান্ত কোমল বয়সে বিধবা হইয়া ... আমার স্ত্রীর নিকটেই বাস করিতেছেন। তাঁহারা উভয়ে অনুগ্রহ ... আমাদের সংসারে থাকায়, আমাদিগের কতদিকে কত সুবিধা হইতেছে ... লিখিয়া জানাইবার নহে। সর্ব্ব প্রকারে তাঁহাদের ও বড় শ্যালীর ... প্রতি যত্ন করা আমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। উহাদের জন্য আমার ... প্রায় ২০০৲ টাকা খরচ হয়। বড় শ্যালিটী বড় ভাল মানুষ, ব... তিনি প্রায় প্রত্যহ পালকী করিয়া গঙ্গাস্নানে যান। গঙ্গাস্নান না ... তাঁহার মনশুদ্ধি হয় না। সঙ্গে দ্বারবান যায়। তাঁহার পুত্রটী স্কুলে পড়ে ... স্কুলের বেতন এবং বাড়ীতে পড়াইবার মাষ্টার ও পণ্ডিতের বেতন এবং ... লয়ে টিফিন্ প্রভৃতির বাবদ মাসিক ৭৫৲ টাকা ব্যয় হয়। স্কুলে যা... গাড়ীভাড়াও অবশ্য উহারই মধ্যে। কি করিব! উপায় নাই। ... ছোট এবং শ্যালীর সঙ্গতি নাই। সুতরাং আমার কর্ত্তব্য ছেলেটীকে ... করা। নিজের ছেলে ও শ্যালীর ছেলেকে স্নেহ ও যত্নে যে ব্যক্তি পৃথ... সে মানুষ নহে পিশাচ।

আমার ছোট শ্যালকটীও বড় সৌখীন ও সুখী। তাহাকে ...

...লে পড়াইতে হইতেছে; কারণ সেখানে ভাল পড়াশুনা হয়। তাহার ...দের বেতন, যাতায়াতের গাড়ীভাড়া, বাড়ীতে পড়াইবার মাষ্টার ও সংস্কৃত ...তের বেতন টিফিন্ ইত্যাদির খরচ বাবদ মাসিক ১৮০৲ টাকা ব্যয় হয়। ...বড় ভীত; ট্রামগাড়ীতে উঠিতে নামিতে সাহস করে না; সুতরাং ...কে মটরকারে বা ভাল ঘোড়ার গাড়ী করিয়া কলেজে পাঠাইতে হয় ও ...তে হয়। সে ভাল জিনিষ ভিন্ন খায় না। কখনও মন্দ দ্রব্য খাইতে ...র না। ভাল দ্রব্য আহার না করিলে তাহার অসুখ বোধ হয়। ...র বসন ভূষণও ভদ্রোচিত। দেশী ভাল কাপড়, ভাল জামা, ভালজুতা, ...ন রেশমী মোজা, রেশমী চাদর না হইলে তাহার মন খুঁৎ খুঁৎ করে। ...করা বড় ভাল। দুইবার ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় ফেল হইলেও ছোকরা ...বুদ্ধিমান, ইদানীং ভালরূপ পড়াশুনা করিতেছে।

আমার বড় শ্যালক মহাশয় বাবুই ডাঙ্গাতেই এক্ষণে বেকার অবস্থায় ...ছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার কোনও কাজকর্ম্ম নাই। তিনি কোন কাজ ...রিতে ভালবাসেন না, কিন্তু তাহার সংসার ত চলা চাই; অগত্যা আমিই ...কে অর্থ সাহায্য করি। তাঁহার নাবালক পুত্রটী এখানে আমার ...রেই মানুষ হইতেছে। তাহারা কিছু চঞ্চল, সুতরাং গাড়ী করিয়া ...দিগকে স্কুলে পাঠাইতে হয় তাহাদিগকে পড়াইবার জন্য একজন গৃহ ...কও রাখা হইয়াছে। তাহাদের স্কুলে যাতায়াতের গাড়ীভাড়াদি ও ...শিক্ষকের বেতন বাবদ মাসিক ৪০।৪২৲ টাকা ব্যয় হয়।

আমার পূজ্যপাদ মামাশ্বশুর মহাশয়ও তাঁহার খঞ্জ বিধবা কন্যার জন্য সমস্ত ...র পৃথক নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। তাঁহারা পছন্দ সই পাচিকা রাখিয়া স্বতন্ত্র ...বে রন্ধনাদি করেন। স্বতন্ত্র দাসীও আছে। তাঁহারা সমস্ত দ্রব্য আমার ...সার হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পাচিকা ও দাসীর বেতন ও হাত খরচা ...বদ তাঁহারা আমার নিকট হইতে মাসিক ১০০৲ টাকা পাইয়া থাকেন। ...দি আবশ্যক মত কিনিয়া দিয়া থাকি।

ইহার পর আমার খরচ। এখানে আমার মান সম্ভ্রম আছে। কেহ দুই ...য়া চাহিলে না দিলে চলে না। খরচের কথা অধিক আর কি লিখিব! গত ...শাখ মাসে বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা ও তজ্জন্য ব্রাহ্মণাদি ভোজন ইত্যাদি বাবদ আমার

মাতৃস্বরূপা পূজনীয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে ১০০০৲ টাকা দিয়াছি। ৫০০৲ টাকা মাত্র চাহিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। কিন্তু আমার স্ত্রী দেখিলেন, ৮।৯ খানি গ্রামের ব্রাহ্মণাদি লোকজনকে পরিতোষ ভোজন করাইতে ও দান দক্ষিণা প্রভৃতিতে, এই মহার্ঘের বাজারে টাকার কমে এ কার্য্য সমাধা হইবে না। এ জন্য হাজার টাকা পাঠাইয়া পাঠাইয়াছিলাম, যদি আরও কিছু অর্থের আবশ্যক হয় তাহা হইলে পাঠাইয়া দিব। শ্বশুর মহাশয় বড় বিচক্ষণ ও বুদ্ধিজীবী লোক। লজ্জাবশতঃ কোন কথাই লেখেন নাই। কিন্তু বড় শ্যালক বাবুর পত্রে জানা গিয়াছে উক্ত কার্য্যাদি বাবদ ৫০০৲ টাকা দেনা হইয়াছেন। ২।১ দিন মধ্যেই পাঠাইতে হইবে; নচেৎ আমার রহিবে না।

দাদা! দেখিতেছেন সম্মুখে পূজা। এ সময়ে আমার খরচের সীমা কাপড়ের বাজার এবার কিরূপ মহার্ঘ, তাহা আপনার অবিদিত বস্ত্রাদিও কত খরিদ করিতে হইবে তাহার ঠিকানা নাই। তবু আমি বড় সাবধানী। অন্যায় ব্যয় আমার কিছুই নাই। যাহা না হইলে না, তাহারই সংক্ষিপ্ত ফর্দ্দ দেখুন।

আমার শ্বশুর মহাশয়ের ভাল দেশী ধুতি চাদর ও জুতা। ঠাকুরাণীর গরদের ভাল সাড়ী একখানি। সর্ব্বসমেত আমার ৫ জন দেশী ভাল ধুতি, চাদর, মোজা ও জুতা। সর্ব্বসমেত চারিজন ভিন্ন ভিন্ন ৪ রকমের রেশমী বারাণসী পার্শি ইত্যাদি সাড়ী। সাতজন পুত্রকন্যাদের জন্য সার্টীনেরও ভেলভেটাদির নানাবিধ পোষাক, মোজা, রুমাল জুতা বস্ত্রাদি ইত্যাদি। ৫ জন শ্যালীর মোট ৮টী জন্য সাটিনের পোষাক, টুপি, জামা, মোজা, রুমাল, রেশমী চাদর, জ্যাকেট, ফ্রক ইত্যাদি। এখানে মামাশ্বশুর মহাশয়দের জন্য ধুতি চাদর ও জুতা। তাহার খঞ্জ বিধবা কন্যা এবারে পূজার সময় লইবেন না, তজ্জন্য নগদ ৫০৲ টাকা। আমার বড় শ্যালক বাবু শাশুড়ীর বস্ত্রাদি ও মিষ্টান্ন বাবদ ১০০৲ টাকা। আমার বড় শালীর, [illegible] টাকা। আমার ছোট শালীর,

বাবদ নগদ ৫০৲ টাকা। আমার স্ত্রীর মামাত ভগিনী (তিনি নিজদেশে আছেন) তাঁহার তত্ত্ববাবদ নগদ ৫০৲ টাকা। আমার ছোট শালকের দুইটী সহধ্যায়ীর জন্য দেশী ধুতি চাদর ও জুতা, ১ দফা। আমার স্ত্রীর বকুল ফুলের জন্য দেশী সাড়ী কেমিজ ইত্যাদি ১ দফা। দাসীর মার (আমার বড় শালীর সহিত তাহার বড় ভাব) ১ জোড়া মোটা সাদা ধুতি। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর আশ্রিতা, বিধবা ব্রহ্মঠাকুরাণীর ভাল দেশী সাদা ধুতি ১ যোড়া। ইহা ভিন্ন আমার পুত্রকন্যাগণের ও আমার পরিবারের জন্য নানাবিধ রেশমী ও অপরাপর বহুবিধ পোষাক ও বিবিধ দেশীয় বস্ত্রাদি, রুমাল, মোজা, জুতা, এসেন্স প্রভৃতি।

ইহার পর আমার সহিস্, কোচমান্, চাকর চাকরাণী, পাচক, পাচিকা, বেহারা, দারবান্, রজক, নাপিত ইত্যাদি ও আফিসের দারবান ও বেহারা প্রভৃতি ২১ জনের বস্ত্রাদি ও কিছু কিছু নগদ বকশিশ। ইহা ভিন্ন গুরুদেব, পুরোহিত মহাশয় এবং তাহাদের পরিবার বর্গ। আর গৃহশিক্ষক ৪ জন। ইহা ভিন্ন আর কতজনকে কত কি দিতে হইবে তাহা আমার গুণবতী স্ত্রী জানেন আর কি লিখিব।

আমার স্ত্রী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা। তিনি দেখিতেছেন, এ সময়ে এত বসনাদির প্রয়োজন। সুতরাং তিনি নিজের কাপড় চোপড়ের কথাটি ওষ্ঠাগ্রেও আনেন নাই। আমি তাঁহার দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় দেখিয়া নিজে বুঝিয়া সুজিয়া তাঁহার যাহা ব্যবস্থা করিব, তিনি তাহাতেই সন্তুষ্টা হইবেন। আপনি জানেন প্রতি বৎসর পূজার সময় আমি তাঁহাকে ৫০০৲ টাকা মূল্যের একখানি জড়োয়া অলঙ্কার দিয়া থাকি। এটি তাঁহার 'বার্ষিক' হইয়া গিয়াছে। ইহা তাঁহাকে দিতেই হইবে। ইহা রদ্ করা নিতান্ত অন্যায় এবং আমি তাহা করিতেও পারিব না। করিলে স্ত্রীর প্রতি বিশেষ অবিচার ও অত্যাচার করা হইবে।

উপরে যে সাড়ী, ধুতি ও চাদরের ফর্দ্দ দিয়াছি তাহা বেনারসী, গরদ, ঢাকাই শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, শিমলা প্রভৃতি বিখ্যাত স্থানের ভাল ভাল বস্ত্র খরিদ করা হইবে। ছেলেদের পোষাকগুলি ভাল উত্তম রেশমী ও ভেলভেট ইত্যাদির হইবে। জুতগুলি ইংরাজের দোকান হইতে না কিনিলে চলিবে না।

এক্ষণে দেখুন দেখি এই সকল অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমাকে করিতে হইবে, এবং ইহাতে আমার কত খরচ হইবে বুঝিবেন। এই সকল ভাবিয়া আমি বিচলিত হইয়াছি। তাহার উপর আপনার পত্র পাইয়া আমি একেবারে হাবুডুবু খাইতেছি। আপনার বিবেচনা বুদ্ধি অতি অল্প।

আপনি এই ঘোর দুর্ভিক্ষের দিনে এই দুঃসময়ে কতকগুলো টাকা অপব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন দেখা যাইতেছে। নচেৎ আপনাকে ৮০৲ টাকার প্রয়োজন হয় কেন? আপনাকে পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি এবং এখনও বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিতেছি আপনি একটু বুঝিয়া সুজিয়া চলিবেন। আমার সময় তত ভাল নহে আমি ন্যায্য খরচ ব্যতীত একটী পয়সাও অন্যায় খরচ দিতে পারিব না, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। এ বৎসর আমার পূজার খরচ অত্যাধিক। সুতরাং এবার আমি আপনাকে ৩০৲ ত্রিশ টাকা দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সহৃদয়া ও পরদুঃখকাতরা স্ত্রীর আদেশে আমি আপনাকে ৪০৲ টাকা দিতেছি। ১০৲ টাকা করিয়া চারিখানি নোট এই পত্রমধ্যে পাঠাইলাম, প্রাপ্তি সংবাদ দিতে ভুলিবেন না। এই টাকায় সাংসারিক পরিমিত খরচ বাবদ যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহাতে নিতান্ত আবশ্যক মত বস্ত্রাদি খরিদ করিবেন। দেখিবেন যেন একটী পয়সা অপব্যয় না হয়। ছোট ভগিনীপতি শ্রীমান্ শীতলচন্দ্র এক্ষণে শালিখায় লুচিরাম মিঠাইলাল মাড়োয়ারীর ফারমে চাকরি করিতেছে। তাহার মাসিক বেতন ২০।২৫৲ টাকার কম হইবে বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং আমার ছোটভগ্নি সুশীলারে আর বাড়ীতে রাখা হয়ে কেন? তাহাকে পূজার পর শীতলের কাছে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিবেন।

পূজার সময় অফিসের কাজ কর্ম্ম লইয়া বড়ই ব্যস্ত আছি। এ সময় আমি স্নানাহারেরও যথেষ্ট সময় পাই না। এ সময়ে আপনারা আর আমাকে অনর্থক বিরক্ত করিবেন না।

পিতৃদেব ও মাতৃঠাকুরাণীর পদে আমার প্রণাম জানাইবেন ও আশীর্ব্বাদ জানিবেন। ছোটভায়া, ভগিনীটুকু ও ছোট ছোট ছেলেদের আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন।

এখানকার সমস্ত মঙ্গল। আপনাদিগের সমাচার সময়মত লিখিবে।

টাকার প্রাপ্তি সংবাদ দিতে ভুলিবেন না। ইতি সন ১৩২৬। তারিখ ৮ই আশ্বিন।

প্রণত:

শ্রী অষ্টগোপাল মুখোপাধ্যায়।

ধনাঢ্যবন্ত পুরুষ, মাতাপিতার ভক্তিমান সন্তান ও অগ্রজের আজ্ঞাধীন শ্রীমান্ অষ্টগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র পাঠে, তাঁহার পিতা প্রভৃতির কিরূপ সন্তোষ জন্মিয়াছিল, তাহা বুধমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। এখনকার দিনে পুত্রের শ্বশুর শাশুড়ী, পুত্রের পিতা ও মাতার স্থান অধিকার করিয়াছে। পুত্র হইতে মাতাপিতার প্রাপ্য যে ভক্তিশ্রদ্ধা তাহা পুত্রের শ্বশুর শাশুড়ী পাইয়া থাকে। নির্ধন ভ্রাতৃগণ, ধন সম্পন্ন পুরুষ প্রবরের দূরস্থ জ্ঞাতিও অনুগ্রহের পাত্র ভিন্ন আর কিছুই নয়। এ সংসারে অষ্টগোপালের ন্যায় ধনমদান্ধ, স্ত্রৈণ, ও অসার সন্তানের সংখ্যাই অত্যধিক। তাহাদিগের মাতাপিতার এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিবার কোন কারণ নাই। কালমাহাত্ম্যে সকলই সম্ভবপর হইয়া থাকে।

কুমারী চাঁদরাণী সিংহ।
গোঁড়পাড়া—চাকদহ (নদীয়া)

অতিথি।

বড় ক্লান্ত। পা আর চলেনা। বেলা দ্বিপ্রহর অতিত প্রায়। পথিক সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তোমাদের এদেশে কি মানুষে মানুষকে বিশ্বাস করে না? সতীশ অবাক হইয়া পথিকের বিষণ্ণ-মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার এই অসম্ভব অত্যাশ্চর্য্য প্রশ্নের কি উত্তর করিবে সতীশ তাহা খুঁজিয়া পাইল না। তাহাকে নিরুত্তর ও বিস্ময়বিমুগ্ধ দেখিয়া পথিক একটু হাসিল এবং আবার শান্ত মধুর স্বরে বলিল, অবাক হইবার কোন কারণ নাই। আমার প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই যে, তোমাদের গাঁয়ের লোকেরা যেন বড় সতর্ক, কত বুদ্ধিমান তাহারা অপরিচিত লোকদিগকে স্থান দিতে কোন

মতেই রাজী নন। আজ সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে কোন বাড়ীতে থাকবার একটু সংস্থান করতে পারলুম না।

একটু থামিয়া পথিক আবার বলিতে লাগিল। এক ভদ্রলোক বললেন মহাশয় আজকাল কি, কাউকে জায়গা দিতে আছে? প্রায় লোকই ভদ্রবেশে অতিথি হ'য়ে লোকের সর্ব্বনাশ কচ্ছে। সেদিন রায়েদের বাড়ীতে কোত্থেকে একজন অতিথি এসে জুটল, তাহারা তাহাকে আদর যত্নে বাড়ীতে স্থান দিলেন, সকাল বেলা দেখা গেল বাবুর ২৫৲ টাকা দামের জুতা যোড়া সেই। সকলেই ব্যস্তভাবে জুতা খুঁজতে ছুটোছুটি করতে লাগলো, এর মধ্যেই একজন লোক বললে, তোমাদের অতিথি কৈ? সকলেরই চৈতন্য হইল, তাহার খোঁজ করা হইল কিন্তু কোনই সন্ধান মিলিল না। কাজেই এখন লোকে আর ভরসা ক'রে অতিথিকে জায়গা দেয় না। আমি বললুম, সকলেই কি আর তেমন লোক হয়! ভাল লোক কি বিপদগ্রস্থ হ'য়ে অতিথি হয় না? ভদ্রলোক বললেন, আজকাল ভদ্রলোক আর কটা আছে? কেবল দেখবেন স্বার্থপর আর জুয়াচোর। কি ক'রে পরের অনিষ্ট করবে কেবল সেই চেষ্টা। আমি বললুম মশায় ভালমন্দ চিরদিনই থাকবে, তাই ব'লে অতিথিকে বিমুখ করা কি সনাতন হিন্দুগৃহে শোভা পায়? ভদ্রলোক একটু বিরক্তির সাহিত উত্তর করিলেন, যাক্ সে সব কথার দরকার নেই, এখানে কিছু হবে টবে না, অন্য জায়গায় চেষ্টা দেখুন।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, আবার বলিতে আরম্ভ করিল। আতিথ্যত দূরের কথা চোরের দলে ভর্ত্তি হ'তে হ'ল। যে দেশে লোক অতিথির পূজা না ক'রে জলস্পর্শ করে নাই আজ সেই দেশের কত অবনতি। একজন নিরাশ্রয় পথিক একটু আশ্রয় অভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গৃহস্থের প্রাণে সে উদারতা নাই, সে ধর্ম্মপ্রাণতা নাই আছে কেবল অবিশ্বাস, আছে কেবল স্বার্থ। তাই বলছি ভাই তোমাদের দেশে মানুষে মানুষকে বিশ্বাস করে না। অসৎলোক চিরদিনই সাধুর ছলে লোককে ঠকাবে, তাই বলে কি আতিথ্যকে বিসর্জ্জন দিতে হবে? আমরা পরস্পর পরস্পরকে অবিশ্বাস ক'রে নৈতিকবলে এতদূর অধঃপতিত হ'তেছি যে, পরবর্ত্তী কালে লোকে হয়ত আমাদের ঠগজাতীয় একশাখা বলে নির্দ্দেশ করবে।

সতীশ পথিকের এই সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া কি বলিবে প্রথমতঃ খুঁজিয়া

...না, অবশেষে বিজ্ঞের মত কয়েকটী কথা বলিয়া ফেলিল। আপনি যাহা ...লেন তাহা ঠিক! আমরা নৈতিক অবনতির চরম সীমায় এসেছি, লোকে ...টা ভাল কথা বললেও আমরা তাহার কুট অর্থ করি। কেহ যে সদভিপ্রায় ...বলিতে পারে তাহা আমাদের ধারণায়ই আসে না। কোন কথা শোনা ...ই মনে করি হয়ত লোকটার কি কু মতলব আছে, এই সুযোগে সে সেটা ...করতে চায়। কাজেই কেবল জিনিসের মন্দের দিকটা দেখতে দেখতে ...দের মনও সঙ্গে সঙ্গে সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। দুঃখিতভাবে পথিক আবার ...তে লাগিল, সমাজে আর সে আদর্শ লোক নাই, গ্রামে আর আদর্শ গৃহস্থ ...তাই আজ কেহ আর এক বিন্দু ক্ষতি স্বীকার ক'রে পরের জন্য কিছু ...তে প্রস্তুত নয়।

সরল প্রাণ সতীশকে পাইয়া পথিক মনের আক্ষেপে এইরূপ অনেক কথাই ...য়া গেল। সতীশ কিন্তু নিশ্চিন্ত নয়, সে কেবলই ভাবছে অতিথিকে বাড়ী ...য় যাই। আবার তখনই ভয় হচ্ছে যদি পিতা অতিথিকে বিমুখ করেন। ...তিথি কি মনে করবে! শেষের অনেক কথাই সতীশের কাণে পৌঁছায় নাই। অবশেষে তাহাকে গৃহে লইয়া যাওয়াই স্থির সিদ্ধান্ত করিল। ভাবিল, বাবা ...না কেন তবে আজ আমি না খাইয়া অতিথিকে খাওয়াইব। সতীশ একটু ...চিন্তভাবে সাগ্রহে অতিথিকে বলিল, আপনি দয়া ক'রে আমাদের বাড়ী ...ন। বাবা আপনাকে পেলে খুবই খুসী হবেন। আমরা সাধ্যানুসারে ...পনার সেবা ক'রব। আমার এক ছোট বোন আছে সে বড় দুঃখিনী। ...র পরেই স্বামী হারিয়েছে। সে অতিথি পেলে প্রাণ দিয়ে তার সেবা করে। ...যত্নে মূর্ত্তিমতী দয়া। তার মত সরলা বুদ্ধিমতী মেয়ে আপনি বোধ হয় ...কখনও দেখেন নি। পথিক বালকের কথা শুনিতে শুনিতে তাহাদের ...ীর দিকে চলিল এবং মনে মনে ভাবিল, যেমন ভাই তেমনি বোনও হবে। ...গাছে একরকম ফুলই ফোটে কোন প্রকার ভেদ হয়।

পথে চলিতে চলিতে সতীশ তাহাদের বাড়ীর সকলের কথাই পথিককে ...টু একটু বলিল। কিন্তু সব কথার মধ্যেই তাহার চিরদুঃখিনী ছোট ভগ্নীটীর ...কীর্ত্তন স্পষ্টতর হইয়া ফুটিতে লাগিল। পথিক বুঝিল ভ্রাতৃস্নেহ কত গম্ভীর,

ভাষা তাহার গম্ভীরতা স্পর্শ করিতে পারে না। সতীশ প্রাণপণে দু একটী উদাহরণের দ্বারা ভগ্নীর গুণকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্যে ভ্রাতৃস্নেহের গর্ব্ব ফুটাইয়া উঠাইতে লাগিল। সে কত কথা, তা আর ফুরায় না। কতক মুখের চাঞ্চল্যের দ্বারা কতক পথিকের দিকে বিস্ময় দৃষ্টিপাতে বুঝাইয়া করিল। বালকের মধুর প্রাণস্পর্শী কথাগুলি শুনিতে শুনিতে তাহারা প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইল।

পথিককে লইয়া বরাবর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতেই পিতার সতীশের সাক্ষাৎ হইল। সে ভয়ে ভয়ে বলিল বাবা, ইনি একজন আজ আমাদের এখানে থাকবেন। পাছে বাবা অসম্মতি প্রকাশ করেন, পূর্ব্বেই তাঁহার কাণে কাণে বলিল বাবা, আজ আমি দুপুরে ভাত খাব হইলেইত অতিথির বেশ খাওয়া হবে। পুত্রের মনের ভাব বুঝিয়া ভিতরে পিতা বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং ভগবানের কাছে পুত্রের ভিক্ষা করিলেন। ইতি পূর্ব্বেই গৃহস্বামী তাহাকে একখানা চেয়ার দিয়াছেন এবং বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিয়া তাহার স্নানের সব করিতে চাকরকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন।

পিতা অতিথির সমস্ত ভার লইয়াছেন দেখিয়া বালক দ্বিতলে ভগিনীকে সংবাদ দিতে ছুটিয়া গেল। বালকের কথা শুনিয়া তাহারও ধারণা হইয়াছিল তাহার পিতাও অতিথিকে অবিশ্বাস করিবেন কিন্তু যখন দেখিল বাবা আজও তিনি অতিথির যত্নের কোন ত্রুটী করিতেছেন না তখন তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। যতীন দ্বিতলে যাইতেই শান্তা ছুটিয়া দাদার গলা জড়াইয়া ধরিল এবং হাসিতে হাসিতে বলিল, দাদা তুমি ছিলে না একটা বড্ড মজা হয়ে গেছে। কাল যে বুড়ো অতিথি বাড়ী এসেছিল না? আজ সকালে যখন সে যাবে তার পুটলিটা খুঁজে বাবা ত ভারি ব্যস্ত হয়ে চাকর বাকরদের উপর রাগ করতে লাগলেন, বাড়ীর চারদিকে খুঁজতে লাগলুম তারপর বাগানের ভেতর গিয়া দেখি কুকুরটা পুটলিটী সামনে করে শুয়ে আছে। কামড়ে কামড়ে তার ছিড়ে ফেলেছে। আমি ছুটে এসে বাবাকে ডেকে নিয়ে গেলেম, তিনি

বুড়ি সেটাকে নিয়ে এসে বুড়োকে ফিরিয়ে দিলেন এবং তাহাকে কিছু পয়সা দিয়ে সন্তুষ্ট করে বিদায় করে দিলেন।

শান্তার কথা শেষ হইতে না হইতেই সতীশ আনন্দোৎফুল্ল নয়নে বলিল, দাদা আজও একটী অতিথি এসেছে। তুই বুঝি দেখিস্ নাই? আয় দেখবি কত ভাল লোক। তোর কথা তার কাছে কত গল্প করেছি, তিনি বল্লেন বলে ত তোমার বোন্‌টী বড় ভাল। চল দেখিবি বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া হর করিয়া একতলার বৈঠকখানায় টানিয়া লইয়া গেল। শৈশব বাপের বাড়ী থাকিয়া তাহার চালচলন কতকটা সঙ্কোচহীন ভাবে চলাফেরা অতিথি অভ্যাগতদিগের সেবা যত্ন করা তাহার প্রধান কর্ত্তব্য। সে প্রফুল্ল প্রাণে ভায়ের অনুসরণ করিল।

মাতা গৃহকর্ম্মে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন, কন্যার দূরাদৃষ্টের কথা চিন্তা করিয়া কখনও কোন কাজে বলিতেন না। অভাগিনী শান্তা পাছে কোন কারণে প্রাণে ব্যথা পায় সে জন্য ভুলক্রমেও কভু কথাটী বলিতেন না। শৈশবে বিবাহ দিয়া যে তাহারা তাহার পরম শত্রুর কাজ করিয়াছেন এই চিন্তাতেই সদা অনুতপ্ত থাকিতেন। বালিকা সদা প্রসন্নময়ী তাহার প্রাণভরা হাসি আর সরল ব্যবহার ও সদানন্দ ভাব দেখিলে কেহ তাহাকে দুঃখিনী বলিতে সাহস করিত না।

আজও অতিথির তত্ত্বাবধানের ভার লইতে সইচ্ছাতেই বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল প্রবেশ করিতেই আতথির পূর্ণদৃষ্টি তাহার দুইটী বিশাল চক্ষুর উপর ন্যস্ত হইল। চকিতে দুইজনের চক্ষু ফিরাইয়া লইল। দুইজনের মনের মাঝে তাড়িত খেলিয়া গেল। পথিক ভাবিল কেন, বালিকা ভাবিল এমনতো কখনও হয়নি। সতীশ ব্যগ্রভাবে বলিল, এই আমার ছোট বোন। এর কথাই বলিছিলুম। আপনি বুঝতে পারবেন ও কত ভাল। যে একবার ওকে দেখেছে, বা সঙ্গে আলাপ করেছে, সে ওকে প্রশংসা না করে পারে না। কত সাধু সন্ন্যাসী ওকে আশীর্ব্বাদ করে গেছে। একটু থামিয়া সতীশ গম্ভীরভাবে আবার বলিল, বাবা বলেন আশীর্ব্বাদ করলে কি হবে, ওর যে কপাল পোড়া বলে এত অল্প বয়সে স্বামীহারা হবে কেন! কথাগুলো সব পথিকের কাণে প্রবেশ করিতেছিল না, সে কেবল ভাবিতে ছিল, এ মূর্ত্তিতো বৈধব্যের

মূর্ত্তি নয়! মুখে বৈধব্যের কোন লক্ষণই দেখা যায় না। সাদাসিধে পো... পরিচ্ছদে যেন তাহার রূপ আরও ফুটে বেরিয়েছে। হঠাৎ পথিক তা... চিন্তাস্রোত রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিল, ছি ছি! আমি অতিথি আমার কে... এ সব চিন্তা। যাহা হোক্ গে। তবে চেহারাটী বেশ, সত্যই প্রশং... যোগ্য।

সতীশ কিন্তু তাহার বক্তব্য শেষ না করিয়া কিছুতেই আসিতেছে... ওদিকে শান্তা ভায়ের মুখে অতিথির সামনে, তাহার এই অযাচিত প্র... শুনিয়া লজ্জায় লাল হইয়া উঠিতেছিল। এক একবার ঘর হইতে ... হইয়া যাইবার জন্য চঞ্চল হইতেছে আবার ম্লান সতৃষ্ণ নয়নে ভায়ের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে নির্ব্বাক ভাষায় থাকিতে অনুরোধ করিতেছে। ... শান্তা বুঝিল এ অবস্থায় ঘর হইতে চলিয়া যাওয়া কোনমতেই উচি... অতিথি কি মনে করিবে? তখনও অতিথির কপোলে শ্বেতবর্ম্ম বিন্দু ... যাইতেছিল। শান্তা ঘরের কোন হইতে একখানি পাখা আনিয়া ... সামনে টেবিলের উপর রাখিয়া দিল এবং সতীশকে মৃদু গলায় বলিল, ... হইলে পুকুর দেখিয়ে দিস্; তাহার গলার স্বর আজ কেন এত ... হইয়া পড়িল। নিজকেই নিজের কাছে যেন কত অপরাধী বলিয়া ... করিল। "আমি রান্নার যোগাড় করিগে" বলিয়া তাড়াতাড়ী ঘর হইতে ... হইয়া গেল এবং ছুটিয়া গিয়া দোতালায় নিজের ঘরে প্রবেশ ... কিছুক্ষণ দাড়াইয়া কি যেন ভাবিল। ছি ছি! করলুম কি? একেবারে ... থির চোখে চোখ পড়ে গেল। মনে করলো কি?

নিজের এই সামান্য দুর্ব্বলতার জন্য নিজেই অনুতপ্ত। যেন ... নাই। এইরূপ ভাবে পুনরায় অতিথির পাকের যোগাড়ে মনোনিবেশ ... সমস্তই পূর্ব্বের মত নিবিষ্টচিত্তে করিতে চায় কিন্তু মনটা যেন কোন ... একটা মীমাংসা করতে তোলাপাড় করে। কোথায় যেন দেখেছি ... পরিচিত,—না, না, ভ্রান্তি। লোকটার চেহারা বেশ। দেখলেই ভাল ... ইচ্ছা করে। তাই চেনা ব'লে বোধ হচ্ছে। মা সেদিন গল্প ক... পূর্ব্বজন্মে যারা আত্মীয় স্বজন ছিল তাদের দেখলেই লোকে হঠাৎ ... ফেলে, কেন হঠাৎ এত ভালবাসা হয় বুঝতে পারে না। ...

দেখতে ইচ্ছা করে অথচ তার সনে কোন সম্বন্ধই নেই। এইরূপ নানাভাবে শান্তা মনকে প্রবোধ দিতে ছিল। কিন্তু মনের চাঞ্চল্য কিছুতেই যায় না। দূর ছাই সে যে অতিথি! কত আসে কত যায়, এত যাবে, তার জন্য এত ভাবি কেন। আবার ক্ষিপ্র হস্তে কাজ করে।

শৈশবে তার বিয়ে হ'য়েছিল, সেকথা তার মনে নাই, এক এক দিন কথা-প্রসঙ্গে তাহার স্বামীর কথা তুলিয়া মাতা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াই সমাপ্ত করিতেন। কোন দিন শেষ করেন নাই। মায়ের চোখের জল দেখিয়া তাহার কষ্ট হো'তো কিন্তু কষ্টকর কোন কারণ আজ পর্য্যন্ত সে খুঁজিয়া পায় নাই। অনেক পাড়া প্রতিবেশী তার মাকে বলতো "ও গো এখনও তুমি মেয়েকে সাড়ী পড়াচ্ছ কেন?" একটু একটু করে কমাতে থাক আরতো আশা নেই। সেত অনেক দিন হ'য়ে গেল। আহা পোড়া কপালী তোর অদৃষ্টে এই ছিল।" তাহাও শান্তা শুনিয়াছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন দুরদৃষ্টের কোন লক্ষণই সে ভাবিয়া পায় নাই। আজ প্রথম একটা কোন কিছুর অভাব বোধ করিল। যেন কিছুই নাই, প্রাণ যেন কিছু খুঁজিয়া বেড়ায়, পায় না, কি চায় ঠিক করিতে পারে না। যৌবনের বৃত্তিগুলি ধীরে ধীরে সজাগ হইয়া উঠিতেছিল কিন্তু আজ সাময়িক আঘাতে তাহার ক্রিয়া দ্রুত চলিল। যে প্রেম এত দিন সময়ের অপেক্ষায় হৃদয়কন্দরে অর্দ্ধ সুপ্ত অবস্থায় ছিল, আজ কিসের স্পর্শে সহসা উথলিয়া উঠিল। শান্তা তড়িৎ হস্তে অতিথির জন্য সমস্ত প্রস্তুত করতঃ আবার বৈঠকখানার দিক ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। ইচ্ছা আড়ালে থাকিয়া একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লয়। হইলেই বা অতিথি দেখতে দোষ কি? কেন যে অকারণ ঔৎসুক্যে তাহার প্রাণমন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে তাহা সে বুঝিতে পারিতেছে না। কিছুক্ষণ আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিল। বুঝিল তাঁহারা স্নান করিতে গিয়াছেন।

সেখান হইতে শান্তা ঘরে ফিরিয়া গেল। একটু অন্যমনস্কভাবে ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ ঘুরিল পরে দ্বিতলের একটী গবাক্ষ খুলিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সতীশ অতিথিকে সঙ্গে লইয়া ঘাট হইতে আগে আগে আসিতেছে। তাহাদের দেখিয়া শান্তা অপরাধীর মত বিছানায় বসিয়া পড়িল। "হায়, হায়, অতিথি বুঝি আবার আমাকে দেখিতে পাইয়াছে।" সতীশের উপর ভারী রাগ হইল, কেন সে উহাকে সঙ্গে করিয়া তাদের বাড়ী আনিল। আনিল যদি কেন

তার সামনে তার এত প্রশংসা করিল? তখনকার সেই দৃষ্টি বিনিময় মনে করিয়া লজ্জায় গণ্ডস্থল রক্তিম হইয়া উঠিল। অতিথি কি ভাবলো! হয়ত নির্লজ্জ বলে করিয়া মনে মনে কতই না নিন্দা করিতেছে। সতীশ যদি তাকে এমনি ক'রে অতিথির সামনে অপ্রস্তুত না করতো, সে তাহার সহিত আলাপ করিয়া তার যত্ন করিয়া কতই কৃতার্থ হইত। কিন্তু এখন সে যায় কি করে? তার সামনে দিয়ে চলাফেরাও যে মুস্কিল।

এখন আর সতীশের কোন পড়া শুনা যাইতেছে না। সে আজ গল্প শুনিবে মাতোয়ারা। এমন বন্ধু বুঝি সে আর পায় নাই। তার এত ভাল লাগিয়াছে যে মাঝে মাঝে অস্থিরভাবে বোনের জন্ত ছুটিয়া বাহির হইতেছে। এমন জিনিষ তার বোন শুনতে পেলে না তাতে তার প্রাণে বড় ব্যথা লাগতে লাগলো। সতীশের শব্দ শুনিয়া শান্তা দূরে সরিয়া পড়ে কিন্তু এবার সতীশ তাকে দরজার নিকটে ধরিয়া ফেলিয়াছে। সে প্রাণপণে টানিয়া ঘরে লইতে চায় কিন্তু শান্তা প্রাণপণে ছাড়াইয়া পলাইতে চায়। "তুই বড় বোকা। এত সুন্দর সুন্দর গল্প হচ্ছে আর তুই বাহিরে দাঁড়াইয়া আছিস? তুইতো কখনো এমন ছিলি না?" ভাইয়ের কথায় শান্তা মরমে আরও মরিয়া গেল। সতীশ আবার বলিল, "ও কে আর লজ্জা কি, উনি আমাদের বড় ভাইয়ের মত। আয় ঘরে আয়।" শান্তা রাগিয়া বলিল, "ছাড় আমি শুনতে চাই না। তোর ভাল লাগে তুই শোন গে।" "হ্যাঁ, তাত বটেই লুকিয়ে লুকিয়ে শোনা হচ্ছে আর ধরা গেলেই দোষ হলো।"

সতীশের অনুরোধ আর ঠেলা যায় না, স্খলিত পদে শান্তা ঘরের এক কোণে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পথিক এবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া ভাবিল,—"কেন এরা এত আপনার বলে বোধ হয়, বুঝি পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি।" পথিকের গল্পের স্রোত ক্রমে মৃদু হইয়া আসিতে লাগিল। সতীশ তখনো "তার পর" করিতেছে। ইত্যবসরে শান্তা ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইল বলিয়া মনকে প্রবোধ দিল, বাহির হইয়া দেখিল দিদি দেখা হয় নাই। প্রাণের শূন্যতা ও ব্যাকুলতা তেমনি রহিয়াছে। শান্তা অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার সহিত একটী কথা বলিতে পারে নাই, এইটাই বড় দিদি

বাজিল। ভাবিলে কি হবে, অতিথি প্রভাতে যাইবেই। শান্তা ভাবিল "আহা যদি এ রাত প্রভাত না হতো!

গৃহস্বামী নিশ্চিন্তমনে বসিয়া নাই। তিনি অতিথির যতটুকু পরিচয় পাইয়াছেন তাহাতে তাহার মনও চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। হয়ত সেই নিরুদ্দিষ্ট জামাতা দীর্ঘদশ বর্ষবাদে আবার সৌভাগ্য ক্রমে ফিরিয়া আসিতে পারে। বিবাহের কয়েক দিন পরেই একদিন সহসা শুনিলেন 'জামাতাকে পাওয়া যাইতেছে না।" কি গভীর বেদনা বক্ষে টানিয়া তিনি অনাহারে অনিদ্রায় জামাতার খোঁজ করিয়াছিলেন, মনে করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। অতিথিকে জিজ্ঞাসা করিয়া তেমন কোন সুফল লাভ করিতে পারেন নাই। সে শুধু বলিয়াছে যে গুরুর আদেশে গৃহে ফিরিতেছে। বর্দ্ধমানে তাহার বাড়ী। এইটুকু তিনি মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছেন, আর কিছুই বলিতে পারে নাই। তাই গৃহের সন্ধানে বলিয়াছে। গৃহস্বামীও ছেলেবেলায় তাকে দেখিয়াছেন। আজ সে চেহারার সঙ্গে কোনই সাদৃশ্য নাই। তবুও মনে হয় সে-ই তিনি সন্ধ্যার সময় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। একজন লোককে সত্বর শান্তার শ্বশুর গৃহে পাঠাইয়াদিলেন। শান্তার বৃদ্ধা শাশুড়ী এখনও জীবিতা আছেন। লোকটিকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন তাহাকে কাল খুব ভোরে সঙ্গে করিয়া নিয়ে আসা চাই। গৌরীদানের ফল লাভ করিতে গিয়া আজ শান্তাকে লইয়া দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষকাল কতই না মনকষ্টে কাল কাটাইতেছেন।

রাত্র ক্রমে অধিক হ'তে লাগল। অতিথি আহার সমাপ্ত করিয়া ঘরে ঢুকিতেই দেখিল শান্তা আনমনে তাহার জন্ত শয্যা রচনা করিতেছে। ইচ্ছা করিয়াই সে বিলম্ব করিতেছিল। কেননা শুধু একটা কথা তার সঙ্গে বলা চাই। অতিথির সঙ্গে কি কথা বলিবে তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখে নাই। কার্য্যক্ষেত্রে কিছুই বলা হলো না। নিরবে বিছানা পাতিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। অতিথিও যে তন্ময় ভাবে সতৃষ্ণ নয়নে তাহারই মুখের দিকে চাহিয়াছিল তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। তাই নিজের বুঝটা নিয়েই সে বড় ব্যস্ত। কাজেই অপরে কি করে তা দেখিবার অবসর তাহার হয় নাই।

পথিক যে এত ভোরে চলিয়া যাইবে গৃহস্বামীর তাহা ধারণা ছিল না। তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছিলেন। অতি প্রত্যুষে পথিক শয্যাত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িল ভাবিল মায়ার বন্ধন আর বাড়াইয়া লাভ কি। এবার বিদায় হওয়া যাক্। সকালে আজও সতীশ বাধা দিতে পারে। সান্তা—না, না,—তার কথা ভাবতে গেলে পাপস্পর্শ করবে, আতিথ্যে অবমাননা করা হবে। যাক্ এইবার বেড়িয়ে পড়ি। গৃহের তো কোনই সন্ধান পেলেম না। সকলের চোখে ধুলি দিয়া অতিথি গৃহত্যাগ করিল কিন্তু সান্তাকে ফাঁকি দিতে পারে নাই। সে দরজার শব্দ শুনিয়াই সজাগ হইয়াছে। এবং ধীরে ধীরে রাস্তার ধারে বাগানের মধ্যে কম্পিত হৃদয়ে ব্যাকুলচিত্তে অগ্রসর হইল, শুধু শেষবারের মতই একবার দেখিয়া লইবে।

তখনও আঁধার তেমন তরল হয় নাই। দুই একটী পাখী থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে শান্তা পথের পার্শ্বে ঝোপের আড়ালে দাঁড়াইয়া বিষম উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করতে লাগিল। শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে বলিয়া বোধ হইল। যেন নিজের বুকের স্পন্দন নিজেই শুনিতে পাইতেছে। ভাবিল কিছু বল্‌তেই হবে। 'বল্‌বে তুমি চোর আমাদের না জানিয়ে চলে যাচ্ছ।'

ঐ যে অতিথি এইদিকে আসছে। ক্রমেই এগিয়ে শান্তার কাছে আসিয়া পড়িল। সান্তার বুক টিপ্‌ টিপ্‌ করিতে লাগিল। এই বুঝি দেখতে পেলে হায় দেখে হয়ত কি মনে কচ্ছে। শান্তা মুহূর্ত্ত মধ্যে ভাবিল আবার কেন আঁধারে বিশ্ব সংসার ডুবে যায় না। আমি ঘরে ফিরে যাই। পথিক হয়ত আমার নির্লজ্জ মনে করবে, চরিত্রে সন্দিহান হবে। ভাবিতে শরীর শিহরিয়া উঠিল। পৃথিবী যেন পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল।

বৈঠকখানার ঢুকিয়া সতীশ চেঁচাইয়া বলিল শান্তা একখানা কাপড় দে। শান্তা যেন চন্দ্র চালিতের মত একখানি কাপড় লইয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল এবং অতিথির সামনে তাড়াতাড়ী রাখিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। এক

মুহূর্ত্তও দাঁড়াইবার সাধ্য হইল না। তাহার এই লজ্জাজড়িত মধুর প্রকৃতি দেখিয়া পথিক অধিকতর মুগ্ধ ও বিস্মিত হইল। ভাবিল "আহা কোন ভাগ্যবান্ এ স্ত্রী লাভ করে ছিল, মরণেও বুঝি তার সুখ আছে" ভাবিল "সত্যই কি চিরদুঃখিনী! এর দুঃখ কোনমতেই কি দূর করা যায় না।" বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের কথা মনে পড়িল! সত্যই এ দৃশ্য দেখে পাষাণও বিচলিত হয়। মানুষ কি নিষ্ঠুর! সে অতিথি, এ চিন্তায় যে আতিথ্যের অমর্য্যাদা হয়, পবিত্র হৃদয়ে পাপস্পর্শ করে তাহা অতিথির অজানা ছিল না; বিশেষতঃ গৃহস্বামীর মেয়ে। কিন্তু কিছুতেই অতিথি এ পাপের হাত হইতে মুক্তি পাইতেছে না। থাকিয়া থাকিয়া কেবলই ভাবিতেছে কেন মানুষ এত নির্দ্দয়! আহা সে সুন্দরী।'

আহারাদি সমাপন করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিল এবং যাইতে উদ্যোগ করিতে লাগিল। কিন্তু সতীশের আগ্রহেও গৃহস্বামীর অনুরোধে পথিক সে রাত্রিও থাকিয়া যাইতে রাজী হইল। বাড়ীর প্রত্যেকেই তাহার সহিত আলাপ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। কত দেশের কথা কত পাহাড় পর্ব্বতের কথা, কত দেশের নূতন লোকের আচার ব্যবহারের কথা বলিয়া অতিথি সতীশকে বড়ই পরিতৃপ্ত করিল। সন্ধ্যাকালটী বেশ আরামে কাটিয়া গেল। শান্তা এক একবার আসিয়া দোরের কোণে দাঁড়াইয়া থাকে, ভিতরে ঢুকিতে তার পা উঠে না। দূরে যাইয়া বেশীক্ষণ থাকিতেও পারে না। তাহার প্রাণের মধ্যে একটা আকুল আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে। কাল অতিথি চলিয়া যাইবে। নিশ্চয়ই যাইবে তবে আর তার কথা দু এক মিনিটের জন্য শুনিয়া লাভ কি। থাক্ আর যাবো না। অভিমানে চলিয়া যাইতেছে আবার অস্থির ভাবে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। পথিকের মধুর কথাগুলি শুনিতেছে। কেন যে একজন অপরিচিত পথিকের জন্য প্রাণ এত অস্থির হয়, কেন যে সে জন্ম জন্মের পরিচিত বলে বোধ হয় তাহার কারণ সে খুঁজিয়া পায় না। খুঁজিতেও আর তার সাধ নাই। তবুও যতক্ষণ তাকে দেখিয়া লইতে পারি তাহার কথা শুনিয়া লইতে পারি। সর্ব্ব শরীর অসার হইয়া পড়িল। একখান কামিনীফুলের ডাল ধরিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পথিক কতকদূর আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। আবার কি ভাবিয়া বলিতে শুধু অস্পষ্টস্বরে বাহির হইল—'শান্তা'—সঙ্গে সঙ্গে একটী দীর্ঘনিশ্বাস হইল। বাড়ীর রাস্তাটুকু ছাড়িয়াই পথিক ক্রমে দ্রুত চলিতে লাগিল। আর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া সেখানে বসিয়া পড়িল। দেখিতে দে পথিক কোথায় মিলাইয়া গেল। শান্তা আজ নারীত্বের পূর্ণ বেদনা নিয়ে হৃদয়ে নিজের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল ভাবিল 'তুমি কি নিষ্ঠুর,' আ তুমি আসবে? আস যদি আমি থাকতে এস না।"

চারদিক বেশ ফরসা হয়ে গিয়েছে। গৃহস্বামী অবাক্ হইয়া অতিথি ভাবিতেছেন। সতীশ একটু আশ্চর্য্যভাবে বৈ হাতে পড়ার ঘরে বসিয়া কথাই চিন্তা করিতেছিল। সতীশের হঠাৎ মনে পড়িল, পথিক নিজেই জুতো চুরির কথা বলিয়াছিল। ভয়ে ভয়ে নিজের জুতো জোড়া খোঁ এবং জুতো যথাস্থানে আছে দেখিয়া ছুটিয়া শান্তার কাছে গেল। শান্তা উবুড় হইয়া বিছানায় পড়িয়াছিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, শান্তা তোর কিছু চুরি গেছে নাকি? অতিথি কোন্ সকালে পালিয়ে গেছে। দুঃখের মধ্যে শান্তার হাসি পাইল। কোন উত্তর না করিয়া বিছানায় রহিল।

তামাক টানিতে টানিতে গৃহস্বামী কত কথাই ভাবিলেন। লোকটা না বলে চলে গেল! তাইত কাল যদি বলে রাখতুম আমার সঙ্গে দেখা যাবে, তা হলে কি আর যেতে পারতো আবার ভাবিলেন কি দিনই এই কি আতিথ্যের প্রতিদান! একবার জিজ্ঞাসাটা করা গেল না! ভাবিতেছেন এমন সময় বৃদ্ধা মাতা পুত্রের হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উঠানে প্রবেশ করিলেন। ভাগ্যে রাস্তায় দেখা হলো নইলে এ বুড়িকে ছেড়ে চলে যেতিস্ বাবা! হয়ত জীবনেও আর দেখা হতোনা। মাতা ছুটিয়া আসিলেন এবং ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া আনন্দাশ্রু করিতে লাগিলেন। সতীশ আনন্দে অধীর হইয়া ছুটিয়া গিয়া বন্ধুর হাত দাঁড়াইল। খড়খড়ির ভিতর দিয়া শান্তা দেখিল, আবার অতিথি অভিমানে শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে তাহার মোটেই প্রবৃত্তি হইল না।

না সিক্ত হইতে লাগিল। প্রতিজ্ঞা করিল অতিথির আর সেবাও করব না ফিরেও চাইব না।"

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বসু।

অনুভূতি।

—০—

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে,—

"প্রজ্ঞয়া মানসং দুঃখং হন্যাৎ শারীরমৌষধৈঃ।
ন শোচন্তি কৃত প্রজ্ঞাঃ পশ্যন্তঃ পরমাং গতিং॥"

অর্থাৎ—প্রজ্ঞাদ্বারা, শোক মোহ কাম ক্রোধাদি, মানস-ব্যাধি বিনাশ করিবে ঔষধের দ্বারা শারীরিক ব্যাধির প্রশমন করিবেক। যাঁহারা কৃত প্রাজ্ঞ, যাঁহাদিগের বিবেকজ জ্ঞান দৃঢ় হইয়াছে; তাঁহারা সাংসারিক ক্লেশকর জ্ঞাত হইয়া কিছুতেই শোক করেন না।

উক্তরূপ সান্ত্বনা বাক্যের দ্বারা যদিও কতক পরিমাণে শান্তিলাভ হয় বটে, এক প্রকার শূন্যাকার ভাব মন হইতে বিদূরিত হয় না। কখন বাসনা সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করি, কিন্তু পরক্ষণেই মনে তাহা হইলেই বা আমার কি লাভ হইবে। যেখানে যে অবস্থায় থাকি না পোড়া পেটের জ্বালা সকল স্থানেই সমান থাকিবে। জঠর জ্বালা করিতে না পারিলে কিছুরই নিবৃত্তি হইবে না। এইরূপ বহুবিধ চিন্তা মধ্যে উদয় ও বিলীন হইতে থাকে। এই বসুন্ধরা আর পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দজনক বলিয়া বোধ হয় না। এক্ষণে আর সে ভাব নাই, বিলক্ষণ হইয়াছে। কিন্তু স্থির বুদ্ধিতে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে ধরার যে ভাব পূর্ব্বে ছিল এখনও তাহাই আছে, মূলভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই; তবে আমার মানসিক ভাব অন্য প্রকার হইয়াছে। আমিই অনুভব করিতেছি যে, এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারে সৃষ্টিরূপিণী নাট্যলীলা কোনরূপে বিপর্য্যয় হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা যে মায়ায় বিমোহিত হইয়া বিভ্রান্তের

ন্যায় নিরন্তর আপদ সাগরে মগ্ন হইতেছি, দুরাশা হুতাশনে দগ্ধ হইয়া বহুতর ক্লেশ অহরহ ভোগ করিতেছি, এবং প্রতিদিন কৃতান্ত আমার নিকটবর্ত্তী হইতেছে তাহা আমরা ভ্রমেও অনুভব করিতে পারিতেছি না বরং মোহ বশতঃ মায়াপাশে আবদ্ধ হইয়া, দুঃখময় সংসারকে সুখের স্থল বলিয়া অনুভব করিয়া থাকি।

শ্রান্তিশতকে লিখিত আছে,—

"অয়মবিচারিত চারুতয়া সংসারো ভাতি রমণীয়ঃ।
অত্র পুনঃ পরমার্থ দৃশাং কিমপি ন সারো রমণীয়ঃ॥"

অর্থাৎ—অবিবেকী ব্যক্তিবর্গের সদসদ্বিবেচনা শক্তি না থাকা প্রযুক্ত এই অসার সংসার তাহাদিগের পরম রমণীয় বলিয়া অনুভব হয় কিন্তু যাঁহারা পরমার্থদর্শী সদসদ্বিবেচনা করিতে পারেন, তাহারা এই সংসারে কিছুই সার ও রমণীয় বোধ করেন না।

পূর্ব্বাবস্থার সহিত তুলনা করিলে, উত্তমরূপেই অনুভব করিতে পারা যায় পর্য্যন্ত মানবনিবহ আপনাকে দিয়া পরীক্ষা না করে,—অর্থাৎ নিজে না পায়, নিজে শোক না পায়, এবং নিজে দরিদ্রাবস্থায় না পড়ে; তাহাদিগের প্রকৃত অন্ধকার কাটে না। মনোমধ্যে গোলযোগ রহিয়া সন্দেহ বিদূরিত হয় না। কেবল মাত্র শ্রবণ বা দর্শন দ্বারা ততোধিক জ্ঞানে উদয় হইতে পারে না। নিজে সম্পূর্ণভাবে ভোগ করিলে প্রকৃত বুঝিতে পারে। যে ব্যক্তি যে অবস্থায় পতিত হন নাই, সে ব্যক্তি সে অবস্থার সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হন না। যে যেরূপ ব্যক্তি, সেইরূপ সকলই আছে সত্য, কিন্তু বিশেষ এই যে, যিনি যে অবস্থায় ছেন, তিনি সে অবস্থার মর্ম্ম প্রকৃতরূপ অনুভব করিয়াছেন। বন্ধ্যা বিশেষ চেষ্টা করিলেও কখনও সন্তানের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না। যে সন্তান বিয়োগ হইয়াছে, তিনিই অনুভব করিতে পারেন যে শোকের ভয়ানক। যাহার পতি বিয়োগ হইয়াছে, সেই রমণীই বুঝিতে পারে বৈধব্য যন্ত্রণা কিরূপ কষ্টদায়ক। এইরূপ যাঁহারা যে বিষয়ের তাঁহারা সে বিষয় সূক্ষ্মরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হন, অন্য ব্যক্তি

তেমন পারেন না। প্রতিবাসী গৃহে যদ্যপি আমরা কোন ব্যক্তির আসন্নকাল উপস্থিত দেখি, তাহা হইলে আমাদের মনোমধ্যে শোক ও দুঃখের বেগ আসে বটে, কিন্তু যাহার পুত্রের বা যাহার পিতার অথবা যাহার পতির আসন্নাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মনোবেগের সহিত তুলনা করিলে বোধ হয় শতাংশের একাংশ হওয়াও সুকঠিন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল নিজের স্বার্থ। যাহার অনিষ্টে যাহার স্বার্থের অনিষ্ঠ সংঘটিত হয়, তাহারই দুঃখের পরিমাণ অধিক, এবং যাহার স্বার্থের পরিমাণ কম, তাহার দুঃখের ভারও সেই পরিমাণ কম। এ জগতের মজা এই যে, একমাত্র স্বার্থই এখনকার প্রধান বস্তু। আমার পরিবারবর্গের মধ্যেও, অনেক সময়ে আমি এই স্বার্থপরতার সম্যক্ পরিচয় পাইয়াছি।

পাঠক! 'মোহমুদ্গর' নামক পুস্তকের ৮ম শ্লোকটী একবার দেখিবেন। অনাবশ্যক ও বাহুল্য ভয়ে, উক্ত শ্লোকটী আর এখানে উদ্ধৃত করিলাম না। উহার অর্থ এই যে, যতদিন মনুষ্য ধর্ম্মোপার্জ্জনে সমর্থ থাকে, তাবৎ তাহার পরিবারবর্গ অনুরক্ত থাকে। বৃদ্ধাবস্থায় দেহ যখন জরা দ্বারা জীর্ণতা প্রাপ্ত হয় তখন কেহই একটী বাক্যের দ্বারাও সম্বোধন করে না। কথাটী বর্ণে বর্ণে সত্য। বর্ত্তমান স্থবিরাবস্থায়, আমার পরিবার জ্ঞাতি, প্রতিবাসীর মধ্যেও এক্ষণে স্বার্থপরতার পরিচয় পাইতেছি। আমার পরম প্রীতির বস্তু, দুই চারিটী আত্মীয় ও স্বজনের স্বার্থপরতা, উপেক্ষার ভাব, সহানুভূতির অভাব ও শ্লেষপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ পরিদৃষ্টে দুনিয়ার ভাব উত্তম রূপেই অনুভব করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ, কবিরত্ন।

যোগবাশিষ্ঠে রমণীনিন্দা।

যাঁহারা সংসারে বীতরাগ, অর্থাৎ যাঁহাদের বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারা সংসারের কোন বস্তুতেই আসক্ত হন না। সৃষ্টবস্তু মাত্রকেই অসার ও অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া কেবল আত্মজ্ঞান লইয়া থাকেন। তাঁহারা নারী-জাতিকে সাধনার বিঘ্ন ও অতি হেয় জ্ঞান করেন। তাঁহারা কদাচ রমণীর সংসর্গ বাসনা করে না। এবম্বিধ তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মারা কহেন, স্ত্রীজাতি স্নায়ু, অস্থি, গ্রন্থি, শিরা ও মাংসময়ী পুত্তলিকা সদৃশী এবং শকটাদি যন্ত্রের ন্যায় চঞ্চলগতি বিশিষ্ট রমণীর শোভা কিছুই নহে। ত্বক, মাংস, রক্ত, বাষ্প ও জল এই সকল পদার্থ দেহ হইতে পৃথক করিয়া সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে যদ্যপি মনোহারী বোধ হয়, তাহা হইলে নারীর শোভা অবলোকন কর, নতুবা অনর্থক তাহাতে মুগ্ধ হইবার আবশ্যকতা কি আছে।

বিবেকী পুরুষেরা রমণীর কেশ, রক্ত ও দেহ, সকলই নিন্দনীয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন রমণীরা বিবিধ বস্ত্র, অলঙ্কার ও সুগন্ধি অনুলেপন দ্বারা যে শরীরের সৌষ্ঠব বিধান করে, শৃগাল ও সারমেয়গণ সেই দেহ শ্মশানে ভক্ষণ করে। রমণীগণের মনোজ্ঞ মুক্তামালা-মণ্ডিত, সমুন্নত শৈলশেখর সদৃশ পরমানন্দ-সন্দেহময়, পীনোন্নত পয়োধর যুগ্ম, জহ্নু নন্দিনীর লহরীমালায় আন্দোলিত দেখিয়া, শ্মশানভূমি-সঞ্চারী সারমেয়গণ অতি উপাদেয়অন্নবোধে তৃপ্তি কামনায় নিরতিশয় আনন্দ সহকারে ভক্ষণ করিবে। অরণ্যচারী ইতর প্রাণীর ন্যায়, রমণীগণের শরীর ও সামান্য শোণিত-মাংসময়। যাহার পরিণাম ও স্বভাব এই প্রকার ন্যক্কার জনক, তাহার প্রাপ্তিজন্য আগ্রহাতিশয় প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন কি ?

সুরা যেমন বিপুল উল্লাস, চিত্তবিকার ও কাম সন্তাপ,—এই সকলের হেতু রমণীও তদ্রূপ গুণবিশিষ্ট। রমণীর কোমল কলেবর আপাত মনোহর বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু মোহের মূর্ত্তিমান শরণ ব্যতিরেকে উহা আর কিছুই নহে। রমণীরূপ বন্ধন স্তম্ভে, পুরুষ, হস্তীর ন্যায় বদ্ধ হইলে, সদুপদেশ রূপ অঙ্কুশের আঘাত দ্বারাও তাহাকে প্রবোধিত করা সাধ্যায়ত্ত নহে। কেশ-কজ্জল ধারিণী, রূপ-লাবণ্য-শালিনী, নয়নানন্দ-দায়িনী রমণীরা সুস্পর্শ অগ্নিশিখার ন্যায় পুরুষদিগকে তৃণের ন্যায়, অতি সহজেই দগ্ধ করে; দূরে রহিয়াও দেহ দাহ করে এবং আপাততঃ সুখসেব্য হইলেও, পরিণামে দারুণ দুঃখ সংঘটিত করে। কৃষ্ণবর্ণ কবরী, তারকার ন্যায় লোচন, পূর্ণশশধর সদৃশ মনোজ্ঞ বদন এবং বিকশিত কুসুমগুচ্ছের ন্যায় সুচারু হাস্য ইত্যাদিতে অলঙ্কৃতা, এবং বহুবিধ লীলা সহায়ে চিত্তচাঞ্চল্যের হেতুভূতা ও পুরুষগণের কার্য্য সংহারে ব্যাপৃতা কামিনীরা সুদীর্ঘ যামিনীস্বরূপ, বুদ্ধি বিমোহ সম্পাদন করে, এবং বিষলতার ন্যায় চিত্তের উন্মাদ বিধান পূর্ব্বক পুরুষগণের প্রাণসংহার করে। কামরূপ কিরাত প্রমত্তচিত্ত পুরুষরূপ বিহঙ্গমকে, আবদ্ধ করিবার জন্যই রমণীরূপ বাগুড়া বিস্তার করিয়াছে। মনোরূপ মত্ত মাতঙ্গ রমণীরূপ আলানে আবদ্ধ হইলে, মূঢ়ের ন্যায় অবস্থিতি করে। মন্দুরা যেমন অশ্বগণের, আলান যেমন হস্তিগণের এবং মন্ত্রৌষধি যেমন ভুজঙ্গমগণের,—চঞ্চললোচনা অঙ্গনা তেমনই পুরুষগণের বন্ধনের উপায়। এইরূপ ও অন্যরূপ বহুরূপ দোষের আকর এবং দুঃখময় শৃঙ্খলস্বরূপ রমণীকে সংসারী জীবে সম্পদের আস্পদ জ্ঞান করিয়া কষ্ট পায়।

রমণীর স্তন, বদন, নয়ন সমস্তই মাংস-সার ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং উহাতে মনোহারিতা কি আছে ? যাহাদিগের জ্ঞান নাই, বুদ্ধি নাই ও বিবেক নাই, তাহারাই সুধা-কলস, করিকুম্ভ, পদ্ম না কুমুদ, এবং কামের শরাসন ইত্যাদি বস্তুর সহিত, উহাদের উপমা দিয়া, আপনা আপনি অনর্থক মোহিত হইয়া থাকে। বার্দ্ধক্যে এই নয়ন যখন বিদলিত, এই স্তন যখন গলিত হইবে, তখন উহাদের মাধুরিমা ও মোহিনী শক্তি কোথায় থাকিবে ? যাহার পরিণাম এইরূপ অতীব ন্যক্কার ও ঘৃণাজনক, তাহাতে আবার মুগ্ধ ও আসক্ত হওয়া কি জন্য ? অদূরদর্শি পুরুষেরাই মোহিত ও আসন্ন হইয়া পড়ে। লোকে সবিশেষ প্রীতি সহকারে রমণীর যে মুখমণ্ডল অলকাদি দ্বারা সুশোভিত করে, তাহাই শেষে শ্মশানে অগ্নিমুখে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। মৃত্যুর পর শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইলে, রমণীর কেশপাশ বৃক্ষশাখায় চামরবৎ, লগ্ন, অস্থিসকল

নক্ষত্রবৎ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ, রক্তধূলিতে মিশ্রিত, চর্ম্ম, মাংস শৃগালাদির উদরগত, এবং প্রাণবায়ু আকাশে বিলীন হয়।

নারীজাতি পঞ্চভূতের সমষ্টি। বুদ্ধিমান ব্যক্তি উহাতে কিরূপে আসক্ত হয় জানি না। পুরুষেরা রমণীর ভরণ জন্য ধনলাভ লালসায়, ব্যাকুল হয়ে যূথভ্রষ্ট মৃগের ন্যায়, কোন্ দিক্ আশ্রয় করিবে বুঝিতে পারে না। স্ত্রৈণ ব্যক্তিরা বিন্ধ্যগিরির গহ্বর পতিত মহাগজের ন্যায়, সর্ব্বদাই ব্যাকুল ভাবাপন্ন। যাহার স্ত্রী তাহারই দুঃখ। স্ত্রী ত্যাগ করিলে সংসার ত্যাগ হয়। সংসার ত্যাগী সর্ব্বদাই সুখী। ক্ষণভঙ্গুর অসার বিষয় ভোগে বীতস্পৃহ এবং জরা মরণাদি লঙ্ঘনপূর্ব্বক পরমপিতা পরমেশ্বরের পরম পদ লাভের উপায় চিন্তায়, সর্ব্বদা প্রযত্নাতিশয় সহকারে ব্যাপৃত থাকাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। আর 'নারীনিন্দার কাজ নাই, পাঠিকারা ক্রুদ্ধা হইবেন।

যোগবাশিষ্ঠের এই উক্তি কেবলমাত্র মুমুক্ষুগণের প্রতি প্রযুজ্য হইতে পারে। সাধারণ লোকের জন্য নহে। জগতে নারী না রহিলে সৃষ্টিলোপ ও পরমেশ্বরের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ, কবিরত্ন।

বঙ্গনারীর অদৃষ্ট।

——•:(*):•——

(১)

চতুর্দ্দশ বর্ষীয় নাবালক পুত্র, একখানি পর্ণকুটীর এবং নগদ ১২৫৲ টাকা রাখিয়া বিধাতার অলঙ্ঘ্য নিয়মের বশীভূত হইয়া হঠাৎ যখন রাধানাথ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে নিশ্চিন্ত চিত্তে বিশ্রাম করতে গেলেন, তখন তাহার বিধবা পত্নী ললিতাদেবী প্রমাদ গণিলেন। এই নিদারুণ শোক তাহার উপর সংসারের চিন্তা তাঁহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিল রাধানাথের অবস্থা বাঙ্গালার শতকরা নব্বই জন ভদ্রব্যক্তির মতই ছিল। তিনি গ্রাম্য স্কুলে মাষ্টারী করিয়া মাসিক পঁচিশ টাকা বেতন ও নিষ্কর কএক বিঘা জমি সারা বৎসর খাইবার

...ধান ইহাই ছিল তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আয়। তবে পত্নী এবং একটী মাত্র পুত্র ...ান ভিন্ন অপর কাহারও জন্য ভাবিতে হইত না বলিয়া তাঁহার কখনও ...ান বিষয়ে কষ্ট হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর মাসিক বেতনের সেই পঁচিশটী ...া বন্ধ হইয়া গেল, নগদ যাহা ছিল তাহার অর্দ্ধেক ব্যয় হইয়া গেল তাঁহার ...। দুইটী প্রাণীর ভরণ পোষণ এবং ছেলের পড়িবার খরচ কি প্রকারে ...বে, ললিতা ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। পাড়ার এক জন হিতৈষী তাহাকে তাহার পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবার জন্য উপদেশ ...লেন। ললিতার পিতা পনর বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ললিতার বিবাহের ...াই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন এবং আজ কয়েক বৎসর হইল ...ার মাতা পতি বিয়োগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া জীবনের পরপারে স্বামীর ...ত মিলিত হইয়াছেন। ললিতার পিত্রালয়ের কর্ত্রী এখন তাঁহার ভ্রাতৃজায়া ...লিতার ভ্রাতার অবস্থা ভাল। তেজারতী, মহাজনী চাষ, প্রভৃতি অনেক ...র্য্য তাঁহার। সেইজন্যই বোধ হয় তিনি কার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় সদ্য ...বা ভগিনীর পত্রের উত্তর দিবার সময় পান নাই। আজ এক মাসের কিছু ...ক হইল ললিতা তাঁহার স্বামী বিয়োগের সংবাদ এক মর্ম্মভেদী পত্রে ...নাইয়াছেন।

পাড়াড় দত্ত পিসি আসিয়া বলিলেন বউমা যা বলি তা শোন বাছা! ...পের বাড়ী চলে যাও" ভাইয়ের সংসারে রাজার হালে থাকবে, ছেলেটারও ...টা হিল্লে হবে। কি করব বল, রাধানাথ যদি কিছু রেখে যেত, তবে ...তুম হাঁ। তোমার নির্ভাবনায় চলবে! কিন্তু তা যখন রেখে যায়নি, তখন ...ার ভরসায় এখানে থাকবে, কে তোমাদের দেখবে বল? ললিতার নিজের ... কোনও চিন্তা ছিল না, চিন্তা সুরেশ্বরের জন্য! সুরেশ্বরের একবিন্দু ...খের জন্য তিনি নিজের সমস্ত দুঃখ কষ্টকে পদদলিত করিয়া ফেলিতে পারেন ...ন্তু এ গৃহ যে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে তাঁহার প্রাণ চায় না। হা ভগবন্! ...কি করিলে! স্বামীর স্মৃতিপূর্ণ এই গৃহটুকু হইতেও কি সতীকে বিতাড়িত ...রিবে। ভাবিয়া ভাবিয়া ললিতা কোন কূলকিনারা দেখিতে পাইলেন না। ...কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটী ফুলিয়া উঠিল। এমন কেহ নাই যে তাঁহাকে

সান্ত্বনা প্রদান করে বা একটা যুক্তি পরামর্শ দেয়। একমাত্র ভগবানই ভরসা। কাঁদিতে কাঁদিতে যুক্তকরে বলিলেন "হরি! নিরাশ্রয়ের আমাকেই কি কেবল আশ্রয় চ্যুত করবে? এই চির প্রিয়গৃহ ত্যাগ আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে ঠাকুর! এ যে আমার স্বামীর ভিটে! ভিটে ছেড়ে আমি কেমন করে থাকব!" ললিতা যখন স্বামীর ভিটে প করিয়া যাইতে একান্ত অনিচ্ছুক, প্রতিবেশীনীগণ যখন তাঁহার পি গেলে কত উপকার হইবে সেই উপদেশ প্রদানে রত, তেমনই সময়ে আসিয়া বলিল "মা ঠাকুরাণী কোন চিন্তা করে কাজ নেই, আপনি পায়ের দিয়ে চুপ করে বসে থাক। দু বছর যেমন অজন্মা গিয়াছে, এ বছর চারগুণ ফসল হয়েছে আর দুটো মাস একটু কষ্ট করে, চোক কা কাটিয়ে দাও, তারপরে তোমার ধানে গোলা বোঝাই করে দোব। আ বাগানের মুগকলাই, বিরিকলাই গুলোতো হয়ে এসেছে দুদিন পরে তোম তুলে দিচ্ছি।

ললিতা বলিলেন "হরিশ, আমাকে সবাই বাপের বাড়ী যেতে এখানে থাকলে আমাদের খরচ চলবে কেমন করে? সুরেশ্বরের পড়া বা যোগাড় হয় কেমন করে? শুনিয়া হরিশ তাড়াতাড়ি বলিল—"না ঠাকরুণ! খবরদার অমন কাজ কোর না! নিজের ভিটে ছেড়ে যেওনা! তা হলে ঘরটা একেবারে ছন্ন ভন্ন হয়ে যাবে। যে ফসল এবার তাতে আবার দুটোলোকের পেট চালাইবার ভাবনা! আর পড়ার ভাবনা? সে ভাবনাও আপনি কিছু ভেব না ভগবান্ আ ঠিক করে দেবেন। বাবুর জন্ম সবাই হায় হায় কচ্ছে, ইস্কুলে সবাই ভালবাসিত কি না! তোমার ছেলের যতে ভাল হয় সে চেষ্টা করবে। এই আসতে আসতে শুনে এলুম হেডম্যাষ্টার মোশাই, মোশাইতে বলাবলি কচ্ছে দাদাবাবুকে ফ্রি করে দেবে, আর বেত হবে না। এমন ইস্কুল ছেড়ে গেলে মা, দাদাবাবুরতো ভাল হবে না। হরিশের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া ললিতার প্রাণ যেন আশ্বস্ত হইল। বলিলেন "হরিশ কি বলব বাবা, এ অপরে তুমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী করলে, আমি কি বলে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করব

...য় যদল করুন স্বামীর ভিটা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া ...র প্রাণের ভিতর যে কি বিপ্লব বহিতেছিল তাহা ললিতাই জানে ...র তাহার অন্তরের এই অবক্তব্য বেদনারাশির কি বুঝবে? যাই হউক ...র নিকট এইরূপ আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া আর কাহারও কথা না শুনিয়া ...ল হরিশের ভরসাতেই ললিতা জোর করিয়া স্বামীর ভিটায় বাস করিতে ...লেন। এজন্ত তাঁহাকে অনেকের কাছে অনেক কথা শুনিতে হইল কিন্তু ...া কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার স্বামীর ভিটা তাঁহার ...র গৃহ, তীর্থস্থান অপেক্ষাও ললিতার নিকট আরাধ্য। এখানকার ...র ধূলিকণাটীও ললিতার পক্ষে পবিত্র। হরিশ রাধানাথের ...ক ব্যক্তি জাতিতে কৈবর্ত্ত। রাধানাথের যে জমিগুলি ছিল হরিশ সেগুলি ...া চাষ করিত। ধান্ত প্রভৃতি যাহা কিছু ফসল উৎপন্ন হইত হরিশ ...র অর্দ্ধেক মাথায় করিয়া রাধানাথের বাটীতে পৌঁছাইয়া দিয়া যাইত। ...য়াজ জমি খাজানা দিতে হইত না। বিশ্বাসী হরিশ রাধানাথের একটী পয়সাও ...বার হইতে দিত না, সুতরাং বিনা আয়াসে গৃহে বসিয়াই রাধানাথ তাঁহার ...র ফসল প্রাপ্ত হইতেন। দুই বৎসর উপর্য্যুপরি অজন্মাতে রাধানাথ এবং ...া উভয়েরই বড় ক্ষতি হইয়াছিল। হরিশ বলিয়াছে দুই বৎসর যেমন ...া গিয়াছে এ বৎসর তেমনি চতুর্গুণ ফসল হইয়াছে। ধান্য যাহা ...াছে তাহাতে সম্বৎসরের ভাত হইয়া বিক্রয় লব্ধ অর্থে অনায়াসে ললিতার ...না খরচ চলিয়া যাইবে। দুইটা মাস মাত্র একটু কষ্টে স্বষ্টে কাটাইয়া ...া পারিলেই হয়।

হরিশ ছিপে মাছ ধরিয়া, তাহার নিজের ক্ষেত্রের মূলা, বেগুণ, ...ু, কুমড়া, প্রভৃতি তুলিয়া সুরেশ্বরকে খাইতে দিয়া যাইত। হরিশের স্ত্রী ...ভাজিয়া ধামায় করিয়া দিয়া আসিত, ললিতা নিশেধ করিলেও ...ত না। বলিত "দাদাবাবু ছেলে মানুষ! শোঁশা দিয়া দুটো মুড়ি ...ব না, আপনি মানা কোরবেন না বলিয়া জোর করিয়া মুড়ার ধামা ...াইয়া রাখিয়া চলিয়া যাইত। বাস্তবিক এই কৃষক পরিবার ভিন্ন ললিতা ও ...রেশ্বরের মুখ চাহিবার অপর কেহ ছিল না। অযাচিত উপদেশ দান করিবার ...নেক লোক ছিল বটে! এমনই করিয়া দুঃখ দৈন্যতার মধ্য দিয়া ধীরে

ধীরে দুইটা মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। তাহার পর একদিন পৌষমাসের কন্‌কনে শীতের সন্ধ্যার পর একখানা কম্বল মুড়ি দিয়া গামছায় বাঁধিয়া কি মুড়ি ও খানিকটা গুড় লইয়া চিবাইতে চিবাইতে হরিশ আসিয়া রাধানাথের রুদ্ধ দরজার পাশে দাঁড়াইয়া দরজায় ঘা দিয়া ডাকিল "দাদাবাবু দোর খোল গো!"

"কে হরিশ! এস বাবা বলিয়া ললিতা দেবী দরজা খুলিয়া দিলেন।"

"দাদাবাবু কি হচ্চেগো?" বলিয়া হরিশ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। সুরেশ্বর তখন গৃহতলে একখানি মাদুর পাতিয়া বসিয়া নিজের পাঠ ... ছিল। হরিশকে দেখিয়া এস হরিশদা বলিয়া সুরেশ্বর তাহার মাদুরের এক ... দেখাইয়া দিল, হরিশ মাদুরে না বসিয়া গৃহের কোণে এক পার্শ্বে ... তাহার নিজের হস্তস্থিত মুড়িগুলি নিবিষ্টচিত্তে খাইতে লাগিল। তাহার ... "মা ঠাকরুণ এক ঘটি জল দাওগো" বলিয়া ললিতাদেবীর নিকট হইতে ... ঘটি জল চাহিয়া লইয়া খাইয়া শরীরটা তাজা করিয়া লইল। হরিশের ... আজ বড় প্রফুল্ল! জলপান করিয়া গলা ঝাড়িয়া হরিশ বলিল—"আর মা ঠাকরুণ! আর দিন দুচার! তারপর ধান কেটে আপনার গোলা জাত করে দিচ্ছ আর কি! কাল সকালে এসে একবার গোলাগুলো দেখতে হবে কোথাও ইঁদুরে টিদুরে কেটেছে কিনা; নিকিয়ে পুঁচিয়ে সব ... করে রাখতে হবে। তারপর একটু হাসিয়া বলিল "দুবচ্ছর তো ... ওতে ঠাই পাননি।

ললিতাদেবী তখন চক্ষু দুইটী আঁচলের এক প্রান্ত দিয়া মুছিয়া ... হরিশ, কেবল তোমার ভরসাতেই বাবা জোর করে এখানে বাস ... তার জন্য কত লোকে আমাকে কত কথা বলছে।"

হরিশ সদর্পে বলিয়া উঠিল "ও সব যার মনে যা হচ্ছে তা ... মরুকগে! ও সব লোকের কথায় আপনি কাণ দিও না মা ঠাকরুণ! ... ঘর ভিটে ফেলে যাবে কোথায় বলত? এর পরে দেখবে দাদাবাবু ... রাজা হবে, আপনি রাজার মা হবে, এই সব ঘর দোয়ার আমার ... বাবু ইন্দিরভুবন করে তুলবে। তখন লোকেরা চেয়ে চেয়ে দেখবে তা আপনি দেখে নিও বলছি।"

নিরক্ষর পল্লীবাসী অশিক্ষিত কৃষক হরিশের কথা শুনিয়া ললিতাদেবীর হৃদয়ের গোপনতম প্রদেশে আশার ক্ষীণরশ্মি জাগিয়া উঠিল। মনটাও যেন সেই সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত্তের জন্য আনন্দে স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

(২)

উপরিউক্ত ঘটনার তিন চার দিন পরে একদিন বেলা আন্দাজ ১০টার সময় হরিশ মাথায় একখানি গামছা জড়াইয়া, হাতে একখানা কাস্তে লইয়া উগ্রমূর্ত্তিতে রাধানাথের প্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল। এই পৌষমাসের দিনেও তাহার গা দিয়া ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া ঘাম ঝরিতে ছিল সে সেই ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে রুদ্ধশ্বাসে ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—"হ্যাগা মা ঠাকরুণ! কর্ত্তাবাবু জমিটা বাঁধা দিয়ে গেছেন? এত করে খেটে মলুম তা আগে একটুকুন জানতে পারলেম না। ভূতের বেগার খাটলুম শুধু!"

ললিতা দেবী সবিস্ময়ে বলিলেন বন্ধক দিয়ে গেছেন? সেকি কথা! বন্ধক দিতে যাবেন কিসের জন্য হরিশ?"

হরিশ তেমনি উদ্ধতস্বরে বলিল 'নাগে না আপনি জান না বাঁধা দিয়ে গেছেন।'

ললিতাদেবী বলিলেন—'কে বল্লে এ কথা?'

হরিশ বলিল 'কে আবার বলবে,—যার কাছে বন্ধক দিয়ে গেছেন সেই বল্লে। আবার কে বলবে?'

আশ্চর্য্য হইয়া ললিতাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—'কার কাছে বন্ধক দিয়া গেছেন?'

'ও বাড়ীর জেঠার কাছে আর কার কাছে।' বলিয়া হরিশ হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িল।

'বঠ্‌ঠাকুরের কাছে না কখনই না। নিশ্চয় এ মিথ্যা কথা! তিনি আমাকে না জানিয়ে কখন কোন কাজ করতেন না, আর শুধু শুধু জমিটা বন্ধক দিতে যাবেন কেন? আচ্ছা দেখি আমি তাঁকে ডেকে পাঠাচ্ছি' বলিয়া তিনি সুরেশ্বরকে বলিলেন—যাতো বাবা, একবার তোর জেঠা মশাইয়ের কাছে যা দেখি যদি আসেন কি বলেন শুনি।'

সুরেশ্বর অবিলম্বে মাতার আদেশ প্রতিপালন করিল। বলা বাহুল্য জেঠামশাই এই আহ্বানের জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন নতুবা তিনি ভ্রাতার মৃত্যুকালে শরীর অসুস্থ বলিয়া গা ঢাকা দিয়াছিলেন আজ আহ্বানমাত্র রাধানাথের প্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভুবনচন্দ্র রাধানাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার মৃত্যুর পর যাহা কিছু ছিল ছোট ভাইয়ের সহিত দশ আনা ছ আনা, (ছোট ভাইকে ছ আনা এবং নিজে দশ আনা) অংশ বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। তাহার পর জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করিয়া প্রজা ঠেঙ্গাইয়া বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন করিয়া পাকাবাড়ী, বাগান, পুষ্করিণী প্রভৃতি করিয়াছিলেন। তেজারতি ব্যবসায় করিতেন। বলাবাহুল্য যে তাঁহার কবলে একবার পতিত হইত তাহার আর নিস্তার ছিল না। যাহা হউক নিরিহ রাধানাথ অগ্রজের প্রাণ যৎকিঞ্চিৎ পৈতৃক সম্পত্তি পাইয়াছিলেন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার উপর গ্রাম স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া যাহা পাইতেন তাহাতেই তাঁহার চলিয়া যাইত, কোনদিন কোন অভাবে পড়িতে হয় নাই। ঋণ এবং, কলহ বিবাদে তিনি অত্যন্ত ভয় পাইতেন। তাই কোনদিন এ সকলের ধার দিয়াও যাইতেন না। যাহা হউক ভুবনচন্দ্র তখন উঠানে দাঁড়াইয়া বলিলেন 'কেন ডেকেছ গা বৌমা' তখন ললিতাদেবী ঘোমটা দিয়া সরিয়া গিয়া সুরেশ্বরকে মধ্যে রাখিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। ললিতা বলিলেন 'জমি বন্ধকের কথা এ সমস্ত কি শুনতে পাচ্ছি?'

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী চারুশীলা দেবী।

ভাঙ্গার "আর্য্য-কায়স্থ প্রচার সমিতি"র কার্য্য বিবরণ।

ফরিদপুর জেলার কুমার ও শীতল লক্ষ্যা নদীর সংযোগ স্থলে 'ভাঙ্গা' অবস্থিত। পূর্ব্ববঙ্গের একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান। উক্ত স্থানে তিনটী মুন্সেফী ও একটী অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট, থানা, রেজিষ্টারি ও টেলিগ্রাফ আফিস, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় মধ্য বাঙ্গলা ও বালিকা বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস ও দাতব্য চিকিৎসালয়, সাধারণ পুস্তকাগার (লাইব্রেরী) ৮ কালীবাড়ী, নাট্যমন্দির প্রভৃতি এবং একটী প্রকাণ্ড বাজার আছে। প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বাজার বসিয়া থাকে এবং প্রতি সোম ও শুক্রবারে তথায় বৃহৎ হাট বসিয়া থাকে। নৌকা ও পাটের জন্য এই হাট এতদাঞ্চলে সুবিখ্যাত।

ব্যবসা ও অন্যান্য নানা কার্য্যোপলক্ষে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি বহু ভদ্র সন্তান বৎসরের অধিকাংশ সময় এথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। স্বজাতির প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুহ বর্ম্মা মহাশয়দ্বয় ও প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয় উক্ত স্থানের কায়স্থগণের মধ্যে একতা সংস্থাপন ও সংস্কার প্রবর্ত্তন জন্য গত ১৩২৩ সনের ভাদ্রমাসে প্রথম প্রবৃত্ত হয়েন, ভগবৎ কৃপায় তাঁহাদের এই শুভ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ক্রমে অনেকেই বিশেষ উৎসাহচিত্তে যোগদান করিয়া স্বজাতি হিতৈষণার পরিচয় প্রদান করেন। ইঁহাদিগের শ্রমশীলতায় ঐ অঞ্চলে "বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা"র মূল উদ্দেশ্য যথেষ্ট প্রসারিত হইয়াছে। তত্রত্য উৎসাহী কায়স্থ মহাশয়দিগের উদ্যোগে সন ১৩২৪ সালের ২৭শে ভাদ্র তারিখে "ভাঙ্গার আর্য্য-কায়স্থ সভা" প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ পর্য্যন্ত যথানিয়মে উক্ত সভার কার্য্য চলিয়া আসিতেছে।

পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষতঃ ফরিদপুরে কায়স্থ সংস্কার আশানুরূপ প্রবর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যে কায়স্থধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা জন্য এই সভার অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক

মহাশয়গণ বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। সুযোগ্য প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয়ের দ্বারা যেরূপ ভাবে প্রচার কার্য্য চলিতেছে তাহা বিশেষ সন্তোষজনক।

"বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা"র ১৮শ বার্ষিক কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির বিগত ১লা ভাদ্রের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে "ভাঙ্গা আর্য্য-কায়স্থ সভা" (মায় প্রচার সমিতি) শাখারূপে গণ্য হইয়াছে।

বিগত ৩০শে ভাদ্র মঙ্গলবার ভাঙ্গার প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার মহাশয়ের বাসাবাটীতে "ভাঙ্গার আর্য্য-কায়স্থ সভার" তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। সভাস্থলে গণ্যমান্য অনেক কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বসম্মতক্রমে উক্ত জমিদার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাব কয়েকটী গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব।—"বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা"র বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্য প্রণা... ও সভার প্রতি নেতৃবৃন্দের ঐকান্তিক একাগ্রতা বিশেষতঃ কলিকাতাস্থ গ... মান্য বর্দ্ধিষ্ণু কায়স্থ মহোদয়দিগের সহানুভূতি প্রদর্শনে এই সভা আন... প্রকাশ করিতেছেন। এই সভা আশা করেন কায়স্থ সমাজের শীর্ষস্থানী... ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনুপবীতী মহাশয়গণ অবিলম্বে উপনীত হইয়া জাতীয় ক... মোচন করিবেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব ভীষণ দুর্ভিক্ষ হেতু দেশের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র এমন... আপামর সর্ব্বসাধারণে যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশাগ্রস্থ এবং নিতান্ত বিপন্না... নিপতিত! ভাঙ্গার নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্থান হইতে সহায়... বিহীন নিরাশ্রয় স্বজাতির যে প্রকার মর্ম্মান্তিক কাহিনী শুনা যাইতে... তাহাতে এখন কোন মতেই নিশ্চেষ্ট থাকা যায় না;—কিন্তু সম্প্রতি এই স... ভাণ্ডারে অর্থের অত্যন্ত অপ্রতুলাবস্থা হেতু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছে... সভা আশা করেন সভ্য মহাশয়েরা এই দুর্দ্দিনে বুভুক্ষিত স্ব... প্রতি কৃপাবলোকনে যথাশক্তি সাহায্য প্রদান করিবেন। সভার ত... সামান্য যাহা সঞ্চিত আছে তদ্বারা বর্ত্তমানে কতক তণ্ডুল খরিদ করিয়া অন... প্রপীড়িত স্বজাতি ও কায়স্থ সমাজের সহায়তা জন্য উৎপীড়িত ভিন্ন ব...

...য়, বিবেচনা মতে যতটা সম্ভব হয় তণ্ডুল ও অর্থ বিতরণ ...রিবেন।

তৃতীয় প্রস্তাব—ফরিদপুর জিলার কায়স্থোপনয়ন কার্য্য দ্রুতগতিতে ...াদন করিবার জন্য এই সভা ফরিদপুরবাসী প্রত্যেক কায়স্থকে বিশেষভাবে ...যোগী হইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন এবং "প্রচার সমিতির" ...নির্ব্বাহার্থে এই সভা কায়স্থ মাত্রেরই নিকট যথাশক্তি সাহায্য প্রার্থনা ...তেছেন।

চতুর্থ প্রস্তাব।—উপবীত (ক্ষত্রিয়) মহোদয়দিগকে সর্ব্বতোভাবে উপ-...দের মর্য্যাদা এবং শাস্ত্রসম্মত, ব্যবস্থানুসারে উপনয়ন, বিবাহ, অশৌ-...ক্ষত্রিয় বর্ণানুমোদিত আচার প্রতিপালন করিবার জন্য এই সভা বিশেষ ...অনুরোধ করিতেছেন।

পঞ্চম প্রস্তাব।—চতুর্থবর্ষের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠন।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী (জমিদার আবদুলাবাদ) সভাপতি।

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষবর্ম্মা সহকারী সভাপতি।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন গুহবর্ম্মা ঠাকুরতা সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত সহকারী সম্পাদক।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুহবর্ম্মা (সবরেজিষ্টার ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট), শ্রীযুক্ত ...নাথ নাথ বসুবর্ম্মা রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ঘোষবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত ...চন্দ্র সেহানবীশ দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত ভবানীশঙ্কর মহলানবীশ দেববর্ম্মা, ...লালবিহারী নাগবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত ...লাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ভদ্রবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন দাষ..., শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ কর, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত কালীনারা-...ঘোষবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ...মোহন সেন, শ্রীযুক্ত ডাক্তার সূর্য্যকুমার বসুবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত ডাক্তার ...চন্দ্র মিত্রবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত ডাক্তার অক্ষয়কুমার মিত্রবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত দীনেশ-... ঘোষ রায়বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা (প্রচারক), শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ

মজুমদার, শ্রীযুক্ত মনমোহন বসুবর্ম্মা মজুমদার, শ্রীযুক্ত সচীন্দ্রচ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শশীভূষণ সিংহবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত রাজকুমার নাগবর্ম্মা, হেমন্তকুমার নাগবর্ম্মা।

ষষ্ঠ প্রস্তাব।—এই সভাকে "বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার শাখামধ্যে করায় উক্ত সভার বর্ত্তমান বর্ষের মাননীয় সভাপতি ও সুযোগ্য সম্পাদ সদস্য মহোদয়দিগকে এবং অদ্যকার সভাপতি বয়োবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত মহাশয় ও অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা সম্পাদক সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদানন্তর রাত্র ১০ ঘটিকার সময় সভা হয়।

শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ
ভাঙ্গা (ফরিদপুর

সুন্দর কি ?

শরতের পূর্ণশশী
নির্ম্মল অম্বরে বসি
হাসি হাসি বিলায়ে কিরণ মনোহর
বটে তাই পরম সুন্দর।
মধুর বসন্তকালে
বিকচ কুসুম জালে
মাতায় জগত জনে সুমধুর বাসে
সুন্দরতা বটে পরকাশে।২
মৃদু মন্দ প্রবহনে
মলয়ের সমীরণে
সুখের পরশে আহা শরীর জুড়ায়
সুন্দরতা রহে বটে তায়।৩

প্রকৃতির নবশোভা
স্বভাবত মনোলোভা
ভাবুকের করে সদা নয়ন তর্পণ
বটে তাই সুন্দর দর্শন।৪
ইন্দুমুখী সুহাসিনী
বরণ কাঞ্চন জিনি
অপরূপ রূপবতী রমণী মুরতি
সুন্দরতাময় বটে অতি।৫
এইরূপ নানাকার
নয়নের শোভাকর
সুন্দর পদার্থ কত আছে ধরাতলে
সুন্দর বলিয়া লোকে বলে।৬
কিন্তু মোর মনে লয়
সংসারে লক্ষিত হয়
অপূর্ব্ব সামগ্রী এক অতি মনোহর
এ সবার হ'তেও সুন্দর।৭
বিনা স্বার্থ বিনা আশা
অকৃত্রিম ভালবাসা
আপনারি যেন ভাবি মনের মতন
অতীব সুন্দর সেই ধন।৮
যে জন যতন কোরে
আপন ভাবিয়া মোরে
যথার্থ প্রণয়ে তোষে আমার অন্তর
দেখি তায় পরম সুন্দর।৯
দেখিলে তাহার মুখ
কি যেন উপজে সুখ
ইচ্ছা হয় দেখি তারে নিকটে সদাই
নিরখি সম্প্রীতি কত পাই।১০

রূপ, গুণ, কথা আর
দর্শন চলন তার
যে কিছু তাহার দেখি সকলি সুন্দর
দেখি সুখে ভাসি নিরন্তর।১১

শ্রীমুরারীমোহন করবর্ম্মা, চন্দননগর।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

১। গত আশ্বিন সংখ্যায় স্থানাভাব এবং নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলতা[illegible] বিবিধ প্রসঙ্গের অনেক সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই। "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা[illegible] অনুগ্রহকারক গ্রাহক ও সংবাদদাতা, এবং প্রবন্ধলেখক মহাশয়গণের [illegible] বিনীত প্রার্থনা তাঁহারা নিজগুণে এ বৃদ্ধ সম্পাদকের অশেষ ত্রুটী [illegible] করিবেন।

২। ভ্রম সংশোধন।—"আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা"র গত ভাদ্র সংখ্যার [illegible] পত্রাঙ্কে বিবিধ প্রসঙ্গের ৯ দফায় "কৃতজ্ঞতা প্রকাশ" বলিয়া যাহা সম্পা[illegible] স্তম্ভে মুদ্রিত হইয়াছে, উহা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিজ লিখি[illegible] বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম। প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটনা অন্যরূপ। এই [illegible] সভার অকৃত্রিম সুহৃদ এবং চির মঙ্গলকামী বর্ত্তমান চালকগণকে অন্যায় [illegible] কটাক্ষ করা জন্য আমরা বিশেষরূপে দুঃখিত হইয়াছি।

৩। ভীষণ ঝটিকা বিপ্লব।—বিগত ৭ই আশ্বিন বুধবার রাত্রিতে [illegible] ঝটিকাবর্ত্তে (Heavy cyclone) পূর্ব্ববঙ্গ ও পূর্ব্বোত্তর বঙ্গের যে [illegible] ভীষণ অনিষ্ট হইয়াছে তাহা কতদিনে যে পূরণ হইবে তাহা ভগবান [illegible] কোন কোন স্থানে এমন ভীষণ দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে যাহা বর্ণনা করিতে [illegible] বিদীর্ণ হয়। এই প্রকার প্রলয়ঙ্কর ঝড় এক শতাব্দীর মধ্যে হয় নাই; [illegible] হইয়াছে কিনা তাহাও সন্দেহ। এই ভীষণ ঝড়ে ঢাকা, ময়মনসিংহ, [illegible] জেলার পূর্ব্বাঞ্চলে সমধিক ক্ষতি হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বরিশাল, খুলনা, [illegible]

জেলার কতকাংশেরও যথেষ্ট অনিষ্ট হইয়াছে। বহুলোক ও পশুপক্ষী হত এবং আহত হইয়াছে। অধিকাংশ গৃহই ভূতলশায়ী এবং বৃক্ষাবলী সমূলে উৎপাটিত, কোথাওবা ভগ্ন শাখ, কোথাওবা স্কন্ধহীন হইয়াছে। গৃহপালিত পশুগণের দুর্দ্দশার সীমা নাই;—অনেক গৃহপালিত পশুর প্রাণহানী ঘটিয়াছে। জীবিত জনগণ মধ্যে অনেকেই নিরাশ্রয় অসহায় অবস্থায় শোকে দুঃখে একপ্রকার জীবন্মৃত সদৃশ হইয়া অতিকষ্টে কালাতিপাত করিতেছে। কয়েক বর্ষ যাবত একাধিক্রমে ভীষণ দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের করাল গ্রাসে দেশবাসী অন্নহীন বস্ত্রহীন হইয়াছিল, বর্ত্তমানে এই ঝটিকা বিপ্লবে আশ্রয়হীন হইল। জানিনা মঙ্গলময়ের কি ইচ্ছা।

৪। ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ।—বিগত ২৫শে ভাদ্র তারিখে বীরভূম জেলার [illegible]মীবাটী গ্রামে তত্রত্য সম্ভ্রান্ত উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থকুলোদ্ভব শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ সিংহবর্ম্মা এবং তদীয় অনুজ শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর সিংহবর্ম্মা মহাশয় তাঁহাদিগের [illegible]পুণ্যবতী স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর অন্ত্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে [illegible]সম্পাদন করিয়াছেন। স্থানীয় পুরোহিত আচার্য্য ও হোতা প্রভৃতি দ্বারা শ্রাদ্ধের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছে। স্বগ্রাম ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের ব্রাহ্মণ [illegible]ণ্ডিত ও হিলোড়া গ্রামের কায়স্থ সমাজের পুরোহিত পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র [illegible]বর্ত্তী মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। [illegible] ফতে সিং ও মিত্রভূমের বহুসংখ্যক আত্মীয় কুটুম্বের সমাবেশ হইয়াছিল। [illegible] ব্রাহ্মণ ও স্বজাতি এবং কাঙ্গালীকে তৃপ্তির সহিত ভোজ্য ও ফলাহার করান [illegible]হইয়াছে। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সিংহবর্ম্মা মহোদয়ের কর্ম্ম নৈপুণ্যে ও সুবন্দোবস্তে কার্য্য অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে।

৫। ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ।—বিগত ৩১শে ভাদ্র তারিখে কলিকাতা [illegible]শোভাবাজার রাজবাটীর দক্ষিণ-রাঢ়ীয় গোষ্ঠীপতি স্বনামধন্য স্বর্গীয় রাজা [illegible]কৃষ্ণদেব বাহাদুরের বংশীয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সুযোগ্য ও স্বধর্ম্ম [illegible]পরায়ণ সভ্য শ্রীযুক্ত কুমার অসীমকৃষ্ণ দেববর্ম্মা বাহাদুর সানুজ তাঁহাদিগের [illegible]পরমারাধ্যা স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর আদ্যকৃত্য ক্ষত্রিয় রীত্যানুসারে ত্রয়োদশাহে [illegible]সম্পন্ন করিয়াছেন। রাজবংশের ইষ্টদেব পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ [illegible]ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্রহ্মা, পণ্ডিত সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ আচার্য্য, কৈলাসচন্দ্র

শিরোমণি হোতা, রাজবংশের পুরোহিত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শিরোমণি ও অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয় সদস্য পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর ভাগবতাচার্য্য মহাশ বিরাট, শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয় গীতা, পণ্ডিত রঘুবীর ত্রিবেদী মহাশ যজুর্ব্বেদী রুদ্রাধ্যায় পাঠকার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

রজত যোড়শ, বৃষোৎসর্গ, অধ্যাপক বিদায় ব্রাহ্মণ ভোজন ও স্বজাতি ভোজন, কাঙ্গালী বিদায় প্রভৃতি কার্য্য অতি সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্বর্গীয় সুসঙ্গাধিপতির সুযোগ্য সুশিক্ষিত ভ্রাতা এই ক্ষত্রোচিত ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধে উপস্থিত হইয়া সমগ্র কায় সমাজের ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত স্বনাম প্রসিদ্ধ মহামহো পাধ্যায় কামখ্যানাথ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন বিদ্যার পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ দক্ষিণারঞ্জন স্মৃতিতীর্থ, হরি কাব্যতীর্থ, সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, কৃষ্ণদাস শাস্ত্রী, কালীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন, শরচ্চন্দ্র বিদ্যাভূষণ, কালীকমল স্মৃতিতীর্থ, বৈকুণ্ঠনাথ দেবযজ্ঞা, কেদারনাথ চূড়ামণি, গঙ্গাধর বিদ্যারত্ন, বিভূতিভূষণ বিদ্যা ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী, বিশ্বেশ্বর ভাগবতাচার্য্য, রঘুবীর শাস্ত্রী, বসন্তকুমার সিদ্ধান্ত, রত্নেশ্বর শিরোমণি প্রমুখ শতাধিক অধ্যাপক ব্রহ্মণ্য সভাস্থ হইয়া কৃতীকে ধন্য কৃত পূণ্যার্থ করিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমা শিরোমণিগণ কায়স্থের দ্বিজোচিত ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধে যোগদান কর কায়স্থ সমাজের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

কলিকাতার স্বনাম প্রসিদ্ধ উপনীত ও অনুপনীত কায়স্থ সম্প্রদায় সর্ব্ব ভাবে এই ক্ষত্রোচিত শ্রাদ্ধকার্য্যে যোগদান করিয়া স্বজাতিপ্রীতি ও সৌজন্য পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। উপস্থিত স্বজাতিদিগের সকলের নাম প্রকাশ করিতে স্থানাভাব—এখানে কয়েক জনের নাম প্রদত্ত হইল। নড়াইলের রায় বাহাদুর কিরণচন্দ্র রায়, হাটবাড়িয়ার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র এটর্ণি যতীন্দ্রনাথ বসু, কুমার মিত্র শ্যামবাজারের শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মিত্র, এটর্ণি যতীন্দ্রনাথ মিত্র, রের বিনোদচন্দ্র বসু; ডাক্তার ধনেন্দ্রনাথ মিত্রবর্ম্মা, ডাক্তার বিপিন

ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রিন্সিপাল ক্ষুদিরাম বসু, এটর্ণি কৃষ্ণকিশোর দেব, প্রমথনাথ মিত্র, প্রতাপচাঁদ মিত্র ও প্রবোধচাঁদ মিত্র, প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ বসু, বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মা, জ্যোতিশচন্দ্র হালদার, কেদারনাথ বসু মল্লিক, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, অমৃতলাল বসু, পটোলডাঙ্গার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু মল্লিক, হেমেন্দ্র নাথ মিত্র, সতীশচন্দ্র মিত্র, নগেন্দ্রনাথ পালিত, মজিলপুরের দত্তবংশীয় সৌরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্ত, চোরবাগানের মিত্রবংশ প্রভৃতি কলিকাতার বিখ্যাত কায়স্থ বংশের প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

শোভাবাজারের রাজবংশের রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, মহারাজকুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, কুমার অনাথকৃষ্ণ বাহাদুর ৺রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পুত্র প্রভৃতি রাজবাটীর প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করিয়া এই মহৎ কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন।

৬। শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা ও উৎসব।—বিগত ৮ই কার্ত্তিক শনিবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়া দিবসে ফরিদপুর জেলান্তর্গত দোলকুণ্ডী গ্রামে শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা (কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচারক) মহাশয়ের আলয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় কায়স্থ আদি পিতা ভগবান শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের পূজা এবং একাদশ বার্ষিক উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

স্থানীয় উপনীত কায়স্থবর্গ এবং মহিলাগণ এই সদনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া প্রচারক মহাশয়কে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং এই পিতৃপূজা সম্পাদন করিয়াছেন, এ সংবাদ অবগতে আমরা বিশেষরূপে আনন্দিত হইলাম। যজন কার্য্যে দ্বিজাতির সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আমরা আশা করি উপনীত কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) গণ উপাস্য দেবের অর্চ্চনা যথাশক্তি স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতে কদাচ পরাঙ্মুখ হইবেন না। উপাসনা কার্য্যে পরমুখাপেক্ষী না হওয়া সর্ব্বতোভাবে আমাদের কর্ত্তব্য।

৭। শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের পূজা।—বিগত ৮ই কার্ত্তিক ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথিতে ত্রিপুরা জিলান্তর্গত গোকর্ণ নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ রায় দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে সমারোহের সহিত শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা যথারীতি

সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য ও ইন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় পূজক ও তন্ত্রধারকের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

সর্প দংশনের প্রতিকার।—(১) শ্বেতকবরীর মূল বা শিকড় (উহা বিষাক্ত) পূর্ণমাত্রা এক সিকি ওজন। প্রথম অবস্থায় বেশী খাওয়ান খারাপ। অবস্থায় শ্বেত কবরীর শিকড় বাটিয়া ৵০ আনা ওজন করিয়া তাহা হইতে যতটুকু রস হইবে ততটুকু খাওয়াইতে হইবে। অথবা ⁄০ আনা ওজন সেবন করিলেই যথেষ্ট হইবে। (২) কার্পাসপত্রের রস রোগী যে কোন অবস্থাতে থাকে না কেন কার্পাস পাতার রস একপোয়া মাত্রায় খাওয়াইতে হয়। (৩) ঈশ্বর মূল কাটিয়া তাহার রস দুই তোলা মাত্রায় খাওয়াইতে হয়। (৪) বিশল্যকরণী বা আয়াপান—উক্ত আয়াপান পত্রের রস একতোলা সেবন করাইতে হয়।

৯। যক্ষ্মারোগে।—আয়াপানের রস অল্প চিনির সহিত সেবন করিলে যক্ষ্মারোগে রক্তপড়া আরোগ্য হয়। লাউয়ের রস অর্দ্ধ ছটাক মাত্রায় প্রতিদিন সেবন করিলে একমাস মধ্যে যক্ষ্মারোগে সুফল হইয়া থাকে ক্রমে সারিয়া অতি কঠিন যক্ষ্মাও ইহাতে আরোগ্য হইয়াছে।

(উদ্ধৃত)

১০। বিশেষ দ্রষ্টব্য।—সহৃদয় গ্রাহক মহোদয়দিগের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন অতি সত্বর তাঁহাদের দেয় মূল্য মণিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দেন। "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা"র আর্থিক অবস্থা শোচনীয় আমরা অতিকষ্টে কোন প্রকারে তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া আসিতেছি। আশা করি স্বজাতি সাধারণ আমাদের এ দুর্দ্দিনে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। অনেক অপরিণামদর্শী গ্রাহক কয়েকমাস কাগজ লইয়া পরে অবিচারিত ভিঃপিঃ প্যাকেট ফেরত দিয়া আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি করিতেছেন। এ বিষয়ে আমরা সমস্ত কায়স্থ সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। এবম্বিধ লোকের নাম বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ করা হইবে।

সম্পাদক

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক পত্রিকা।

খণ্ড { অগ্রহায়ণ মাস ১৩২৬ সাল। } ৮ম সংখ্যা

অদ্বৈত মতে জীবের স্বরূপ।

জীবের স্বরূপ কি?—ইহা হিন্দু দর্শনের প্রধান বেদান্ত দর্শনের একটী মুখ্য আলোচ্য বিষয়। বেদান্তের অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত মতত্রয়, জীবের সহিত সম্বন্ধ, জীবের স্বরূপ কি, পরিদৃশ্যমান জগৎ সত্য না মিথ্যা ইত্যাদি মতানৈক্যের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত।

অদ্বৈত মতের প্রবর্ত্তক শিবাবতার ভগবান শঙ্করাচার্য্য তদীয় "সর্ব্ববেদান্ত সারসংগ্রহে" অনুবন্ধ চতুষ্টয় অধ্যায়ে সকল উপনিষদেরই জীব ও ব্রহ্মের শুদ্ধ চৈতন্যই প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বিষয়ঃ শুদ্ধ চৈতন্যং জীব ব্রহ্মৈক লক্ষণম্।
যত্রৈব দৃষ্যতে সর্ব্ব বেদান্তা সাং সমন্বয়ঃ ॥

তিনি আরও বলিয়াছেন যে এই অভেদ জ্ঞানদ্বারা সকল প্রকার সংসার বন্ধন সদ্যঃ মুক্তিলাভ করা যায়। যথা—

সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য ও ইন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় পূজক ও তন্ত্রধারকের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

সর্প দংশনের প্রতিকার।—(১) শ্বেতকবরীর মূল বা শিকড় (উহা বিষাক্ত) পূর্ণমাত্রা এক সিকি ওজন। প্রথম অবস্থায় বেশী খাওয়ান খারাপ। প্রথম অবস্থায় শ্বেত কবরীর শিকড় বাটিয়া ৵০ আনা ওজন করিয়া তাহা হইতে যতটুকু রস হইবে ততটুকু খাওয়াইতে হইবে। অথবা ⁄০ আনা ওজন রস সেবন করিলেই যথেষ্ট হইবে। (২) কার্পাসপত্রের রস রোগী যে কোন অবস্থাতে থাক না কেন কার্পাস পাতার রস একপোয়া মাত্রায় খাওয়াইতে হয়। (৩) ঈশ্বর মূল কাটিয়া তাহার রস দুই তোলা মাত্রায় খাওয়াইতে হয়। (৪) বিশল্যকরণী বা আয়াপান—উক্ত আয়াপান পত্রের রস একতোলা সেবন করাইতে হয়।

৯। যক্ষ্মারোগে।—আয়াপানের রস অল্প চিনির সহিত সেবন করিলে যক্ষ্মারোগে রক্তপড়া আরোগ্য হয়। লাউয়ের রস অর্দ্ধ ছটাক মাত্রায় প্রতিদিন সেবন করিলে একমাস মধ্যে যক্ষ্মারোগে সুফল হইয়া থাকে ক্রমে সারিয়া যায়। অতি কঠিন যক্ষ্মাও ইহাতে আরোগ্য হইয়াছে।

(উদ্ধৃত)

১০। বিশেষ দ্রষ্টব্য।—সহৃদয় গ্রাহক মহোদয়দিগের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন অতি সত্বর তাঁহাদের দেয় মূল্য মণিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দেন। "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা"র আর্থিক অবস্থা শোচনীয় তথাপি আমরা অতিকষ্টে কোন প্রকারে তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া আসিতেছি। আশা করি স্বজাতি সাধারণ আমাদের এ দুর্দ্দিনে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। অনেক অপরিণামদর্শী গ্রাহক কয়েকমাস কাগজ লইয়া পরে অবিচারিত ভাবে ভিঃপিঃ প্যাকেট ফেরত দিয়া আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি করিতেছেন। এ বিষয়ে আমরা সমস্ত কায়স্থ সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। এবম্বিধ লোকের নাম বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ করা হইবে।

সম্পাদক

শ্রীজয়গোপাল [illegible]
সাং [illegible]

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক পত্রিকা।

১২শ খণ্ড { অগ্রহায়ণ মাস ১৩২৬ সাল। } ৮ম সংখ্যা

অদ্বৈত মতে জীবের স্বরূপ।

জীবের স্বরূপ কি?—ইহা হিন্দু দর্শনের প্রধান বেদান্ত দর্শনের একটী মুখ্য আলোচ্য বিষয়। বেদান্তের অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত মতত্রয়, জীবের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ, জীবের স্বরূপ কি, পরিদৃশ্যমান জগৎ সত্য না মিথ্যা ইত্যাদি বিষয়ে মতানৈক্যের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত।

অদ্বৈত মতের প্রবর্ত্তক শিবাবতার ভগবান শঙ্করাচার্য্য তদীয় "সর্ব্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত সারসংগ্রহে" অনুবন্ধ চতুষ্টয় অধ্যায়ে সকল উপনিষদেরই জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ শুদ্ধ চৈতন্যই প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বিষয়ঃ শুদ্ধ চৈতন্যং জীব ব্রহ্মৈক্য লক্ষণম্।
যত্রৈব দৃশ্যতে সর্ব্ব বেদান্তা সাং সমন্বয়ঃ ॥

তিনি আরও বলিয়াছেন যে এই অভেদ জ্ঞানদ্বারা সকল প্রকার সংসার বন্ধন হইতে সদ্যঃ মুক্তিলাভ করা যায়। যথা—

ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বিজ্ঞানং সদ্যঃ প্রাহুঃ প্রয়োজনম্।
যেন নিঃশেষ সংসার বন্ধাৎ সদ্য প্রমুচ্যতে ॥

উক্ত গ্রন্থে ৩২১ সংখ্যক শ্লোকে প্রত্যগাত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন, তৃতীয় [illegible] দ্বারা সেই আত্মা যখন অভিভূত হয় তখন স্বল্প তত্ত্ব [illegible] সংসারিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম বিশিষ্ট জীব নামে অভিহিত হইয়া [illegible] যথা—

অভিভূতঃ সত্ত্ববাত্মা জীব ইত্ব ভিধীয়তে।
কিঞ্চিজ্জ স্তত্বা নিশ্বরত্ব সংসারিত্বাদি ধর্ম্মবান ॥

আরও কারণ শরীর যখন জীবস্বরূপকে আবৃত করে তখনই ইহাতে [illegible] আনন্দ বিদ্যমান থাকে এই হেতু পণ্ডিতেরা ইহাকে 'আনন্দময় কোশ' [illegible] থাকেন। এক্ষণে এই জীব ও ব্রহ্মের প্রকৃত কে আনন্দময় বাচ্য। [illegible] তদীয় শারীরক মীমাংসা ভাষ্যে ৬ষ্ঠ অধিকরণে নির্দ্দেশ করি[illegible] ভারতী তীর্থ বৈয়াসিক ন্যায় মালার এই অধিকরণ সম্বন্ধে বলিয়াছে[illegible]

সংসারী ব্রহ্মবানন্দময়ঃ সংসার্য্যয়ং ভবেৎ।
বিকারার্থ ময়ট্ শব্দাৎ প্রিয়াদ্যবয়বোক্তিতঃ॥
অভ্যাসোপক্রমাদিভ্যো ব্রহ্মানন্দময়ো ভবেৎ
প্রাচুর্য্যা যো ময়ট্ শব্দঃ প্রিয়াদ্যাস্ত্বরূপাধিকাঃ।

এক্ষণে ভাবা দেখা যাউক, ভাষ্যের আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ বিকারশব্দা[illegible] প্রাচুর্য্যাৎ, তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ, মান্ত্রবর্ণিক মেবচ গীয়তে, নৈতরো[illegible] ভেদব্যপদেশাচ্চ, কামাচ্চ নানুমাসাপেক্ষা অস্মিন্নস্ত চ তৃস্তোগং শাস্তি, [illegible] লইয়া এই অধিকরণ। তাঁহার বিচারের প্রথম পূর্ব্ব পক্ষ এই যে [illegible] উপনিষদে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় প্রভৃতি কোশের উল্লে[illegible] যায়, আরও উক্ত উপনিষদে এতস্মাদ বিজ্ঞান ময়াদন্যোত্তর আত্মা [illegible] প্রভৃতি বাক্যও স্থান পাইয়াছে। এক্ষণে আনন্দময়, অন্নময়, [illegible] ন্যায় জীববাচ্য কিনা? সিদ্ধান্ত এইরূপ যে পঞ্চকোশের [illegible] প্রিয়া প্রিয়াদি সম্বন্ধ থাকা হেতু উহা জীববাচ্য হই[illegible] না। কারণ অভ্যাসাৎ অর্থাৎ উপনিষদ সকল পুনঃ [illegible] করিলে আনন্দময়ত্বের উপলব্ধি হয় এবং উপনিষদের [illegible]

[illegible] আনন্দময়ত্ব সবিশেষ কথিত আছে যথা—আনন্দো ব্রহ্মেতিব্যজানাৎ (তৈত্তি ৩৬) বিজ্ঞান মানন্দং ব্রহ্ম (বৃহ ৩।৯।২৮) আরও এই স্থলে অন্নময়াদি [illegible]রূপ অমুখ্য তদ্রূপ অমুখ্যের সহিত আত্ম প্রবাহ রহিয়াছে জন্য আনন্দময়ও [illegible] অমুখ্য নহে ইহার নিরাকরণ 'সর্ব্বান্তরত্বাৎ"—অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী অন্নময়াদির [illegible] বাদ কেবল সাধারণের বোধ জন্য ক্রম মাত্র, গোণাত্মা উপলব্ধি হয় না [illegible] বলিতেছেন যে মুষাধারে নিষিক্ত তাম্রখণ্ড পাইতে হইলে ক্রমশঃ আব[illegible]ণাদির মোচন আবশ্যক, তদ্রূপ প্রাণময় বিজ্ঞানময় ইত্যাদির কোশ ভেদ করিয়া আনন্দময়কে প্রাপ্ত হওয়া যায় এই স্থলে আনন্দময় মুখ্য নির্ণিত [illegible]ইল।

[illegible] এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে বিকারার্থে ময়ট্ বিধান আছে, এস্থলে [illegible] আনন্দময় আনন্দের বিকার কি না তদুত্তরে মীমাংসা এই যে এ স্থলে তৎপ্রকৃত [illegible]চনে ময়ট্ (পানিনি সূত্রে ৫।৪।২) অর্থাৎ প্রাচুর্য্য অর্থে ময়ট্ প্রয়োগ করিয়াছেন, যেমন অন্নময় যজ্ঞ বলিলে অন্নের প্রচুরতা উপলব্ধি হয় তদ্রূপ আনন্দময়ের [illegible] দ্বারা আনন্দের প্রাচুর্য্য অবধারিত হইতেছে। অতএব আনন্দময় শব্দ বাচ্য [illegible] সবিকার জীব নহে পরমাত্মা।

ব্রহ্মের আনন্দময়তার হেতু শ্রুতিতে উক্তি আছে যথা এষহ্যেবান

(তৈত্তি ২।৭।১)

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম (তৈত্তি ২।১) এই মন্ত্র বা শ্রুতি দ্বারা ব্রাহ্মণে পরিগীত [illegible] হইয়াছেন, অতএব আনন্দময় শব্দ পরমাত্মা বোধক জীব নহে। জীব আনন্দ- [illegible] শব্দবাচ্য হইতে পারে না কোন শ্রুতিতে তাহাকে আনন্দময় বলিয়া উল্লেখ [illegible] করে নাই।

[illegible] হকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি, সতপোঽতপ্যতে, সন্তপস্তপ্তা অমৃজত যদিদং [illegible]কিঞ্চ, তৈত্তি ২।৬।২ এই সকল বাক্য ব্রহ্ম ভিন্ন জীবে সম্ভবে না রসোবৈসঃ রসং [illegible]হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতিতি (তৈত্তি ২।৭।১) ইত্যাদি। শ্রুতিতে জীব [illegible] আনন্দময়ে ভেদ উপদেশ করে কারণ লব্ধব্য ও লব্ধা এক হইতে [illegible] পারে না। কথং তর্হি আত্মা অন্বেষ্টব্যঃ আত্মা লাভান্ন পরং বিদ্যতে [illegible] ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতিতে আনন্দময় লব্ধা বলিয়া প্রমাণিত হয়। দেহাদি অনাত্ম [illegible]পদার্থে আত্মত্ব জ্ঞানলৌকিক দৃষ্টান্ত, কিন্তু আত্মাধারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ অলব্ধো

লক্ষ্যঃ ইত্যাদি বাক্য দৃষ্ট হয় কিন্তু এক হইলে এই সকল বাক্যের [illegible] হয় না, সুতরাং জীব ও আনন্দময় ভিন্ন, যথা ঘটাকাশ এই [illegible] পরিচ্ছিন্ন ও অনুপাধি পরিচ্ছিন্ন আকাশ যে রূপ ভিন্ন তদ্রূপ জীব বিজ্ঞানঃ [illegible] ভিন্ন।

সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি ইত্যাদি শ্রুতিতে কামনা [illegible] আছে অন্য আনন্দময় আনুমানিক নহে সুতরাং ব্রহ্মেতর জীব আনন্দময় [illegible] পারে না। পরমাত্মা আনন্দময় শব্দ বাচ্য, জীব আনন্দময় শব্দ বাচ্য [illegible] কিন্তু আনন্দময় আত্মাতে প্রতিবুদ্ধ অর্থাৎ অভেদ ভাবে সাক্ষাৎ কৃত [illegible] জীব আনন্দময় হয় এবং আনন্দময়ের পর অপর কোন আত্মা নাই [illegible] আনন্দময়ের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইল।

পুনরায় তস্য প্রিয়মেব শিরঃ মোদো দক্ষিণ পক্ষঃ প্রমোদ উত্ত[illegible] আনন্দ আত্মা ব্রহ্মপুচ্ছ প্রতিষ্ঠা' (তৈত্তি ২।৫।২) ইত্যাদিতে ব্রহ্মবত্ত্বই আশঙ্কা হইতে পারে কিন্তু তাহা ঠিক নহে কারণ চতুর্থ প্রমাণ [illegible] নিরাকরণ করিতেছে। পুচ্ছ শব্দ স্ব প্রধান স্থিতি হেতু যথা—

ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি ব্রহ্ম শব্দাৎ প্রতীয়তে।
বিশুদ্ধং ব্রহ্মবিকৃতং ত্বানন্দময় শব্দতঃ॥

শ্রীমদ্ধর্ম্মরাজ ধ্বরীন্দ্র তদীয় বেদান্ত পরিভাষার জীবস্বরূপ বিচারে [illegible] ছেন যে প্রথমে শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র (স্বরূপ) এবং যাহা হইতে জগৎ [illegible] পালিত ও লীন হয় (তটস্থ) ভাগদ্বয়ে ব্রহ্মকে বিভক্ত করা হইয়াছিল [illegible] বাক্যের তৎপদ ঈশ্বর ও ত্বম্পদ জীব নির্দ্দেশক, কিন্তু লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মো[illegible] হইতে পারে না! কারণ "লক্ষ্যাভাবৎ" যে হেতু তৎপদকে লক্ষ্য [illegible] জীবও তদ্রূপ বলিয়া তৎপদ বাচ্যকে লক্ষ বলা যায় না এই প্রশ্ন উপস্থি[illegible] ইহার প্রত্যুত্তরে জীব অবিদ্যাচ্ছন্ন ও ঈশ্বর মায়োপাধিক ভেদদ্বয় নির্দ্দি[illegible] মায়া অবিদ্যাদ্বারা ভিন্ন হইতে পারে না কারণ ভবতি অবিদ্যাং ইত্যাদি [illegible] দ্বারা মায়া ও অবিদ্যার সমানাধিকরণ প্রতিপাদিত হইতেছে। পুনরা[illegible] উক্ত হইতে পারে যে অবিদ্যা প্রতিবিম্বিত ঈশ্বর চৈতন্যই তৎপদ বাচ্য [illegible] সেই স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণে লক্ষিত। এইমত সমিচীন নহে কারণ পূর্ব্বে [illegible]

[illegible]হইয়াছে যে জীব অবিদ্যাবচ্ছিন্ন তবে ঈশ্বর কিরূপে অবিদ্যাচ্ছন্ন হইতে পারেন? [illegible]ত্তরে "কার্য্যোপাধি রয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ' শ্রুতিতে জলাশয় গত ও [illegible]ধারাবৃগত সূর্য্য প্রতিবিম্বের ন্যায় জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সুতরাং ঈশ্বর [illegible]চৈতনই তৎপদবাচ্য।

কিন্তু এই মতে ঈশ্বরের ব্যাপকত্ব এবং ব্রহ্মাণ্ড জীবাক্রান্ত হেতু অনবচ্ছিন্ন [illegible]রের অবস্থিতি ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে কল্পিত হয় ও ইহা ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বান্ত-[illegible]র্য্যামিত্ব ও সর্ব্বোপাদানত্বের বিরোধী হইয়া পড়ে। আরও উক্ত হইয়াছিল যে [illegible]জীব অবিদ্যোপাধিক এমতেও অবিদ্যা সর্ব্বব্যাপিনী বলিয়া জীব ও সর্ব্বব্যাপক [illegible]বলিয়া ধারণা হইতে পারে।

পুনরায় অন্তঃকরণোপাধি জীব ও তদুপাধি শূন্য ঈশ্বর বলিলে অবিদ্যাকৃত [illegible]দোষ সমূহও জীবের স্থায় পরমেশ্বরে বর্ত্তিবে।

কেহ বলেন যে বিম্বাত্মক ঈশ্বর চৈতন্স ও প্রতিবিম্বাত্মাই জীব। এই মতের [illegible]দুইটী শাখা আছে ১। এক জীব বাদী ২! অনেক জীব বাদী। প্রথমের [illegible]মতে উপাধি অবিদ্যা অপরের অন্তঃকরণ। দ্বিতীয় মত সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে "অবিদ্যান্তঃকরণোপাধি প্রযুক্তো জীব পরভেদঃ" অবিদ্যা এবং উপাধিভেদ ক্রমে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ। উপাধিকৃত দোষরাশী প্রতিবিম্ব জীবেই থাকে ঈশ্বরে [illegible]থাকে না। জলাশয়গত সূর্য্যের প্রতিবিম্ব যেরূপ সূর্য্যের তদ্রূপ জীব ও [illegible]ঈশ্বরের আভা ইহাতেও পুনরায় এক দোষ দৃষ্ট হয় যথা পরিচ্ছিন্ন বিম্বেরই [illegible]প্রতিবিম্ব হইতে পারে কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন বিম্বের প্রতিবিম্ব অসম্ভব, অতএব [illegible]ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বান্তর্য্যামিত্ব সর্ব্বগতত্ব ও সর্ব্বোপাদনত্ব অসম্ভব। ইহার [illegible]পুনরায় নিরাকরণ মেঘ ও নক্ষত্র পরিচ্ছিন্ন আকাশ জলাদিতে প্রতিবিম্বিত হইলে [illegible]বিভূত মহাকাশও যেরূপ জলে প্রবেশ করে তদ্রূপ পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মবিম্বের প্রতি-[illegible]বিম্ব জীব ইত্যাদি বাক্যে হইয়াছে। পুনরায় নিরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব কিরূপে [illegible]সম্ভব। তদুত্তরে বলিয়াছেন যে নিরূপের প্রতিবিম্ব না হইলে রূপেরও [illegible]প্রতিবিম্ব হইতে পারে না কারণ রূপও নিরূপ। এক্ষণে নিরূপ দ্রব্যের [illegible]প্রতিবিম্ব হয় বলিলে তাহাও নিরাকৃত হইতেছে কারণ আত্মা দ্রব্য [illegible]নহে।

আত্মা দ্রব্য না হইলে গুণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হউক, রূপহীন আকাশের

ন্যায় রূপহীন ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত হয় বলিলে উক্ত হয় যে অভ্রতারকাদি আকাশ প্রতিবিম্বিত হয় মহাকাশ হয় না। এক্ষণে ব্রহ্ম বা আত্মা ... তাহার প্রতিবিম্ব কিরূপ? "একধা বহুধাচৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ"— ... ও সূর্য্য ভিন্ন এবং এক, সূর্য্য হইতে বহু প্রতিবিম্বের উৎপত্তি হয় তদ্রূপ ঈশ্বরই জীবরূপে সমগ্র জগৎ বেষ্টন করিয়া আছেন। জীব ও ঈশ্বরে ... অভেদ।

গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়ানি প্রকৃতি স্থানি কর্ষতি॥

তাহার ভাষ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে "মমৈব পরমাত্মনো... ভাগোঽবয়ব এক দেশ ইত্যনর্থান্তরম্। জীবলোকে জীবানাং লোকে ... জীবভূতো ভোক্তা কর্ত্তেতি প্রসিদ্ধঃ সনাতনঃ যথা জল সূর্য্যাকঃ সূর্য্যাংশো... নিমিত্তাপায়ে সূর্য্যমেব গত্বান নিবর্ত্ততে তথাঽয়ম পাং শান্তেনৈবা... গচ্ছত্যেবমেব যথা বা ঘটাদ্যুপাধি পরিচ্ছিন্নো ঘটাকাশ আকা... সঙ্ঘটাদিনিমিত্যাপায়ে আকাশং প্রাপ্যনানিবর্ত্তত ইত্যেবমত উপপন্ন মুক্তং... নিবর্ত্তস্ত ইতি। মধুসূদনাচার্য্য বলিয়াছেন—"মমৈব পরমাত্মনোঽংশঃ ... স্যাপি মায়য়া কল্পিত সূর্য্যমোব জলে নভস ইবচ ঘটে, মুষা ভেদবানংশ... জীবলোকে সংসারে। সচ প্রাণ ধারণোপাধিনা জীবভূতঃ কর্ত্তা ভোক্তা... রীতি মৃষৈব প্রসিদ্ধি মূলগতঃ সনাতনো নিত্যঃ। উপাধি পরিচ্ছেদেঽপি ... পরমাত্মস্বরপত্বাত। অতো জ্ঞানাদি জ্ঞাননিবৃত্যা স্বরূপং ব্রহ্ম প্রাপ্য ... নিবর্ত্তত ইতি যুক্তম। সিদ্ধান্ত লেশ সংগ্রহে জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে ... হয় যে—

ক ঈশ্বরো কো জীবঃ প্রকটার্থ কৃতো বিদুঃ
ঈশং মায়াচিদা ভাষং জীব মা বিদ্যকং চতম॥
অনাদি বিশ্ব প্রকৃতি মায়া চিন্মাত্র সংশ্রয়া
তদেক দেশোঽবিদ্যা তু বিক্ষেপা বরণান্বিতা॥
উক্তাতত্ব বিবেকেতু শুদ্ধসত্ত্ব ময়াস্ফুটা।
মায়া রজস্তমোধ্বস্তাঽবিদ্যা শোষং তু পূর্ব্ববৎ॥

বিক্ষেপ শক্তি প্রাধান্যা মায়েপোপাধিরুচ্যতে
অবিদ্যা বরণোৎকর্ষা জ্জীব স্তেত্যপি কশ্চন॥
কার্য্যোপাধিভবেজ্জীব কারনোপাধিরীশ্বর॥
প্রতিবিম্বসূত্র সংক্ষেপ শারীরিক কৃতাং নয়ে
ঘটাভ্রবারিণোব্যোম্নঃ প্রতিবিম্বা বিবাত্মনঃ
বুদ্ধিতদ্বাসনাভাসৌ জীবেসৌ বুদধ্যপাধিকঃ
কুটাঽঃ শুদ্ধ চিদ্ব্রহ্ম চিত্রদিপে চতুর্ব্বিধম্।
কুটস্থে কল্পিতোজীবঃ শুদ্ধে ব্রহ্মাণি চেশ্বর
অহং ব্রহ্মোতি বাধায়ামৈক্য মিত্যপি তন্মতম
ব্রহ্মানন্দে বিরাডাদি সমষ্টি বষ্টুপাধিতঃ
ষোঢ়া চিদানন্দময় ব্যষ্টির্জীব ইতীরিতম্
শুদ্ধ লিপ্তাঙ্কিতাপূর্ণ বর্ণাচিত্র পটোপমাঃ
ব্রহ্মেশ সূত্র বৈরাজাঃ পটাভাস সথোঽসুভৃৎ
চিত্রদীপে চিত্রপট্ট ন্যায়েনেত্থং প্রকল্পিতাঃ
বিরাট সূত্রাক্ষয়া ম্যায়ো বিভজ্য প্রণবাক্ষরৈঃ।
বিলাপ্য গৌরপাদীত্র তুরীয়াত্মাঽবশেষিতঃ
মায়াচ্ছলে চিদাভাষঃ কুটস্থে ব্যবহারিকঃ।
তস্মিন্নিদ্রাবৃন্তে তাদৃগ্জীবোঽন্তঃ প্রতিভাষিকঃ

... (সদানন্দ ব্যাস প্রণীত অই) অদ্বৈত সিদ্ধি সিদ্ধান্তে সারের উক্তি দ্বার ... ব্যাখ্যিকা সমাপ্ত করি যথা—

ঐক্যমাত্ম স্বরূপংহি জ্ঞানানন্দাদি রূপবৎ।
নিরপেক্ষ তদৈক্যন্তু নিরপেক্ষাত্ম রূপতা॥
তত্ত্ব মস্যাদি মানং স্যাদভেদে ব্রহ্ম জীবয়োঃ।
বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগাৎ সোঽহমিত্যাদিবদ্ধরূপং।
ত্যাগো বিরুদ্ধ রূপস্য বিবক্ষা মাত্রতো মতঃ
সচ ব্রহ্মানুভূত্যৈকা গোচরত্বং চাত্যয়ঃ॥
জড়ানাং বাধ্য রূপত্বান্নিঃ সরূপতোঽসতঃ
ন জীব ব্রহ্মবত্ত এ ণুকার সম্ভবঃ॥

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু কাব্যার্ণব। এম, আই, এ, এস, সি।

বল্লালসেন ও বঙ্গজ সমাজ

সম্প্রতি ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধান জন্য একদিকে যেমন অক্লান্ত পরিশ্র
ও অবিচলিত চেষ্টা চলিতেছে, অন্যদিকে তেমনই পুরাতন মহাপুরুষগণে
জীবনী সংগৃহীত হইয়া জাতীয় সাহিত্যের কলেবর পুষ্ট হইতেছে। প্রাচী
ঐতিহাসিক তত্ত্বাপেক্ষা প্রাচীন জীবনতত্ত্ব অতীব দুর্জ্ঞেয়। প্রাচীন পণ্ডিত
বনজাত মল্লিকার মত প্রচ্ছন্ন থাকিয়াকেবল স্বীয় যশঃ সৌরভই বিকাশ করিয়ে
জগদ্বিখ্যাত কাব্য নাটকাদির গ্রন্থকার মহাকবি কালীদাস "কবিঃ কালিদা
বলিয়াই বিদিত,—ইহার বেশী পরিচয় বড় কেহ জানে না। অনেক স
মহাকবি বা মহাপুরুষগণের প্রতিভাও প্রতিপত্তির প্রাখর্য্য ও প্রাচুর্য্যানুসা
কখন কখন ঐশীশক্তির আরোপ হইয়া থাকে। শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসোনারায়
স্বয়ম্" ইত্যাকার উদ্ভটের অভাব নাই। এই সব কারণে মহাপুরুষগণে
জীবনী সম্বন্ধে বর্ত্তমান পণ্ডিত সমাজে দিন দিন এত অবিশ্বাসের ভাব প্র
হইয়া উঠিতেছে যে অনেকে প্রাচীন মহাপুরুষদের মধ্যে অধিকাংশের অ
পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সকল বিষ
কথিত বা লিখিত হয় তাহা লোক শিক্ষা জন্য কবি কল্পনা বলিয়া মনে ক
প্রধানতঃ এই কারণেই রামায়ণ ও মহাভারত হিতোপদেশ - পঞ্চতন্ত্রের ন
উপাখ্যান বলিয়া উপেক্ষিত এবং গ্রন্থকারদ্বয় কল্পিত মনুষ্য বলিয়া উপহাসি
মহাপুরুষগণের অস্তিত্ব অস্বীকার বর্ত্তমান সময়ে এক বিশেষ রোগ
দাঁড়াইয়াছে। যে মহাপুরুষের মহত্ত্ব ও কৃতিত্ব যে পরিমাণে উচ্চ তাঁহার সে
পরিমাণে ব্যক্তিত্ব হারাইবার অধিক সম্ভাবনা। সেক্সপিওর নামক প্রতিভাশা
পাশ্চাত্য কবির অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া অনেকে লর্ডবেকনকে হ্যামলেট প্রভৃ
সুপ্রসিদ্ধ কাব্যের গ্রন্থকার নির্দ্দেশ করেন। ভারত পঙ্কজরবি মহা
ব্যাসদেবকে উড়াইয়া দিয়া বৈয়াকরণিক বোপদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরা
প্রণেতা বলিয়া প্রচার করেন। যদিও পণ্ডিত সমাজে এইরূপ অস্তিত্ব উড়া
বার ও বৃত্তি ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। তবে প্রাচীন মহাপুরুষদি

গন্ধও ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। তাহা হইলে রামায়ণ মহাভারতের
নী কথা—"একঠো রেণ্ডিকা ওয়াস্তে কেজিয়া আউর থোড়া জমিনক
কেজিয়া" রূপে সংকীর্ণও বিশীর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা ভাবিয়া কোন
নাই কেননা প্রাচীন কালের প্রধান ব্যক্তি বা প্রসিদ্ধ বিষয়াবলীর
ন ধারাবাহিক প্রামাণ্য ইতিহাস নাই। যাহা আছে তাহা অতিরঞ্জিত ও
বর্ণনায় পরিপূর্ণ। কতিপয় ব্যক্তি বা বিষয়ের ইতিহাস নাই—আছে
তি, জনশ্রুতি প্রাচীন হইলে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়। এই সকল
ইতিহাস উপন্যাসের মূর্ত্তি ধারণ করে, জীবনী যদৃচ্ছাচারের লীলাভূমি
র কাহিনীতে পরিবর্ত্তিত হয়। প্রধানতঃ এই সমস্ত কারণে প্রাচীন
সংগ্রহ এত দুরূহ।

এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য আদিশূর ও বল্লালসেন বহু পুরাতন ব্যক্তি নহেন।
উভয়েই ইতিহাস প্রসিদ্ধ লোক। আদিশূর কর্তৃক বঙ্গে ব্রাহ্মণ ও
আনয়ন ও বল্লালসেন কর্ত্তৃক তাঁহাদের কৌলিন্য স্থাপন এই দুইটী কার্য্য
তাঁহারা এতদ্দেশীয় সকলের নিকট সুপরিচিত। যতদিন বঙ্গে হিন্দু-
থাকিবে ততদিন বঙ্গে উক্ত ভূপতির নাম কেহ বিস্মৃত হইবে না।
পূর্ব্বোল্লিখিত কারণে বাঙ্গলার ইতিহাসে উক্ত নরপতিদ্বয় সম্বন্ধে যে বিবরণ
যায় তাহা সংকীর্ণ ও সংশয়াকীর্ণ। সে বর্ণনা এত অসম্পূর্ণ ও অপরিস্ফুট
তাহা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। বাঙ্গলা দেশ অপেক্ষা
সমাজের সহিত উল্লিখিত সম্রাটদ্বয়ের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ কিন্তু দুর্ভাগ্য এই
সমাজের কোন নিখুঁত ইতিহাস নাই। ঘটকেরা তখন সামাজিক
াস প্রণেতা হইয়া ঐতিহাসিকের আসনে অধিরূঢ়। প্রাচীন কালে ঘটক-
সম্বন্ধে এক হাস্যজনক প্রবাদ প্রচলিত ছিল। যথা অপশব্দমৃগাঃ ক
ঃ যদি ঘটক কথক চিকিৎসকস্য বদন বিবরাঃ ন স্যঃ। অপশব্দরূপ
া কোথায় যাইত—যদি ঘটক কথকও চিকিৎসকগণের বদনরূপ বিবর না
ত। সে যাহা হউক ঘটকগণ কিছু লিখিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া আমরা
রে আলো দেখিতে পাইতেছি "নেই মামার চাইতে কাণা মামা কতক ভাল।
গণের লিখিত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি—মহারাজ আদিশূর

বল্লালসেন ও বঙ্গজ সমাজ

সম্প্রতি ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধান জন্য একদিকে যেমন অক্লান্ত পরি... ও অবিচলিত চেষ্টা চলিতেছে, অন্যদিকে তেমনই পুরাতন মহাপুরুষগণের জীবনী সংগৃহীত হইয়া জাতীয় সাহিত্যের কলেবর পুষ্ট হইতেছে। প্রা... ঐতিহাসিক তত্ত্বাপেক্ষা প্রাচীন জীবনতত্ত্ব অতীব দুর্জ্ঞেয়। প্রাচীন পণ্ডি... বনজাত মল্লিকার মত প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কেবল স্বীয় যশঃ সৌরভই বিকাশ করিয়ে... জগদ্বিখ্যাত কাব্য নাটকাদির গ্রন্থকার মহাকবি কালীদাস "কবিঃ কালিদা... বলিয়াই বিদিত,—ইহার বেশী পরিচয় বড় কেহ জানে না। অনেক ... মহাকবি বা মহাপুরুষগণের প্রতিভা ও প্রতিপত্তির প্রাখর্য্য ও প্রাচুর্য্যানু... কখন কখন ঐশীশক্তির আরোপ হইয়া থাকে। শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসোনারা... স্বয়ম্" ইত্যাকার উদ্ভটের অভাব নাই। এই সব কারণে মহাপুরুষগ... জীবনী সম্বন্ধে বর্ত্তমান পণ্ডিত সমাজে দিন দিন এত অবিশ্বাসের ভাব প্র... হইয়া উঠিতেছে যে অনেকে প্রাচীন মহাপুরুষদের মধ্যে অধিকাংশের অ... পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সকল বি... কথিত বা লিখিত হয় তাহা লোক শিক্ষা জন্য কবি কল্পনা বলিয়া মনে ক... প্রধানতঃ এই কারণেই রামায়ণ ও মহাভারত হিতোপদেশ - পঞ্চতন্ত্রের ... উপাখ্যান বলিয়া উপেক্ষিত এবং গ্রন্থকারদ্বয় কল্পিত মনুষ্য বলিয়া উপহা... মহাপুরুষগণের অস্তিত্ব অস্বীকার বর্ত্তমান সময়ে এক বিশেষ রোগ ... দাঁড়াইয়াছে। যে মহাপুরুষের মহত্ত্ব ও কৃতিত্ব যে পরিমাণে উচ্চ তাঁহার ... পরিমাণে ব্যক্তিত্ব হারাইবার অধিক সম্ভাবনা। সেক্সপিওর নামক প্রতিভাশা... পাশ্চাত্য কবির অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া অনেকে লর্ডবেকনকে হ্যামলেট প্র... সুপ্রসিদ্ধ কাব্যের গ্রন্থকার নির্দ্দেশ করেন। ভারত পঙ্কজরবি মহা... ব্যাসদেবকে উড়াইয়া দিয়া বৈয়াকরণিক বোপদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরা... প্রণেতা বলিয়া প্রচার করেন। যদিও পণ্ডিত সমাজে এইরূপ অস্তিত্ব উড়া... বার প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তবে প্রাচীন মহাপুরুষাদি...

...গন্ধও ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। তাহা হইলে রামায়ণ মহাভারতের ...নী কথা—"একঠো রেণ্ডিকা ওয়াস্তে কেজিয়া আউর ঘোড়া জমিনক... কেজিয়া" রূপে সংকীর্ণ ও বিশীর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা ভাবিয়া কোন ... নাই কেননা প্রাচীন কালের প্রধান ব্যক্তি বা প্রসিদ্ধ বিষয়াবলীর ...ধারাবাহিক প্রামাণ্য ইতিহাস নাই। যাহা আছে তাহা অতিরঞ্জিত ও ...বর্ণনায় পরিপূর্ণ। কতিপয় ব্যক্তি বা বিষয়ের ইতিহাস নাই—আছে ..., জনশ্রুতি প্রাচীন হইলে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়। এই সকল ...ইতিহাস উপন্যাসের মূর্ত্তি ধারণ করে, জীবনী যদৃচ্ছাচারের লীলাভূমি ...র কাহিনীতে পরিবর্ত্তিত হয়। প্রধানতঃ এই সমস্ত কারণে প্রাচীন ...গ্রহ এত দুরূহ।

এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য আদিশূর ও বল্লালসেন বহু পুরাতন ব্যক্তি নহেন। ...উভয়েই ইতিহাস প্রসিদ্ধ লোক। আদিশূর কর্ত্তৃক বঙ্গে ব্রাহ্মণ ও ...আনয়ন ও বল্লালসেন কর্ত্তৃক তাঁহাদের কৌলিন্য স্থাপন এই দুইটী কার্য্য ...তাহারা এতদ্দেশীয় সকলের নিকট সুপরিচিত। যতদিন বঙ্গে হিন্দু- ...থাকিবে ততদিন বঙ্গে উক্ত ভূপতির নাম কেহ বিস্মৃত হইবে না। ...পূর্ব্বোল্লিখিত কারণে বাঙ্গলার ইতিহাসে উক্ত নরপতিদ্বয় সম্বন্ধে যে বিবরণ ...যায় তাহা সংকীর্ণ ও সংশয়াকীর্ণ। সে বর্ণনা এত অসম্পূর্ণ ও অপরিস্ফুট ...দ্বারা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। বাঙ্গলা দেশ অপেক্ষা ...সমাজের সহিত উল্লিখিত সম্রাটদ্বয়ের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ কিন্তু দুর্ভাগ্য এই ...ন্য সমাজের কোন নিখুঁত ইতিহাস নাই। ঘটকেরা তখন সামাজিক ...াস প্রণেতা হইয়া ঐতিহাসিকের আসনে অধিরূঢ়। প্রাচীন কালে ঘটক- ...সম্বন্ধে এক হাস্যজনক প্রবাদ প্রচলিত ছিল। যথা অপশব্দম্‌গাঃ ক... যদি ঘটক কথক চিকিৎসকস্য বদন বিবরাঃ ন স্যুঃ। অপশব্দরূপ ...া কোথায় যাইত—যদি ঘটক কথক ও চিকিৎসকগণের বদনরূপ বিবর না ...। সে যাহা হউক ঘটকগণ কিছু লিখিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া আমরা ...র আলো দেখিতে পাইতেছি "নেই মামার চাইতে কাণা মামা কতক ভাল। ...গণের লিখিত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি—মহারাজ আদিশূর

তদীয় পত্নী চন্দ্রমুখী দেবীর চান্দ্রায়নব্রত প্রতিষ্ঠার জন্য কানাকুব্জ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং পুত্রেষ্টি যজ্ঞের সুসম্পাদন জন্য কান্যকুব্জ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। এই দ্বিতীয়বারের গমন ব্যতীত প্রথমবারের ব্রাহ্মণ আগমনের কোন ঐতিহ্য নাই। উপর নির্ভর করিয়াই এ তত্ত্ব সাধারণে সুবিদিত পণ্ডিতেরা বলেন:— জনশ্রুতিঃ। অলীক বা অলৌকিক বিষয় প্রবাদরূপে পরিণত বা হইতে পারে না। সুতরাং জনশ্রুতি অসত্য নহে। ঘটকগণ কৃত বা সামাজিক ইতিহাস এই কারণে একেবারে অপ্রমাণ্য নহে।

কেহ কেহ বলেন মহারাজ আদিশূরের রাজত্ব পূর্ব্ববঙ্গেই রাঢ় বা বাঙ্গলার অন্যত্র ছিল না। কিন্তু দেবীবর ঘটকের লিখিত পুস্তকে যায়:—

অম্বষ্ঠ কুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
রাঢ়ো গৌড়া বরেন্দ্রশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈবচ,
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্ব্বভূমিশ্বরো যথা॥

অর্থাৎ—অম্বষ্ঠ কুলসম্ভূত নৃপেশ্বর আদিশূরো রাঢ়, গৌড়, বরেন্দ্র ও এই সকল ভূমিরই অধীশ্বর ছিলেন।

বঙ্গে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমন সম্বন্ধে দেবীবর লিখিয়াছেন।

কান্যকুব্জাৎ সমানীতান্ দূতেন বিপ্র পঞ্চকান্
বেদশাখেশ্বরগতান্ সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদান্॥
গোযানা রোহিতান্ বিপ্রান্ খড়্গাচর্ম্মাদভির্যুতান্।
পাত্তবেশান সমালোক্য বিষাদো জায়তে হৃদি।
অশ্রদ্ধা জায়তে রাজ্ঞ ইতি জ্ঞাত্বা দ্বিজোত্তমৈঃ।
আশীর্ব্বাদার্থ নির্দ্ধাল্যং মল্লকাষ্ঠোপরিধৃতং।
তদাকাষ্ঠং সজীবং স্যাৎ ফলপল্লব সংযুতম্॥

যান বাহন ও বেশভূষা দেখিয়া মহারাজ আদিশূরের অশ্রদ্ধার উদয় অসম্ভাব্য নহে। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র উল্লিখিত ব্রাহ্মণগণের আগমন লিখিয়াছেন।

আরুহ্য পঞ্চতুরগান সি বাণ-তূণ-কোদণ্ড রম্য কজ্জাদি শরীরবেশাঃ।
কোলাঞ্চষেতো দ্বিজবরা মিলিতাহি গৌড়েরাজাদিশূর পুরাতাজ্জমদগ্নি তুল্যাঃ।
ইনি ব্রাহ্মণগণকে যোদ্ধৃবেশে অশ্বারোহণে রাজভবনে আনয়ন করিয়াছেন। হরিমিশ্র মহাশয় লিখিতেছেন:—

কোলাঞ্চ দেশতঃ বিপ্রাজ্ঞান তপেসযুক্তাঃ
মহারাজাদি শূরেণ সমনীতা সপত্নিকাঃ॥

অর্থাৎ ইহার মতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের সহিত আসিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন:—ব্রাহ্মণেরা সস্ত্রীক, সভৃত্য অশ্বারোহণে গৌড়দেশে আগমন করেন। চরণে চর্ম্মপাদুকা, সর্ব্বাঙ্গ সূচিবিদ্ধ বস্ত্রে আবৃত; পুণ চর্ব্বণ করিতে করিতে রাজবাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দ্বারবানকে কহিলেন—"শীঘ্র রাজার নিকট আমাদের আগমন সংবাদ জানাও!" ...চান ঠাকুর নামক কুলপঞ্জীতেও পঞ্চশূদ্রের সহিত পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমনের বিবরণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু পণ্ডিত প্রবর হলধর প্রণীত 'কায়স্থ কৌস্তভ' গ্রন্থে দেখা যায়:—

বঙ্গেশ্বরো মহারাজ পুত্রেষ্টি সমনুষ্ঠিতঃ।
তদর্থে প্রেরিতাঃ যজ্ঞে উপযুক্তাঃ দ্বিজাদশ॥

সুকবি ও সুবিজ্ঞ পণ্ডিত ধ্রুবানন্দ মিশ্র মহোদয় স্বরোচিত কায়স্থকারিকায় লিখিত 'দ্বিজাদশ'এর আগমন কাহিনী হেতুও যুক্তির সহিত লিখিয়াছেন যথা:—

যজ্ঞার্থে যাচতে বিপ্রান্ ক্ষত্রিয়াংশ্চ নরাধিপঃ।
নোচেৎ দেহিরণং রাজনং যথা তব মতিং কুরু॥

অর্থাৎ কান্যকুব্জরাজ বীরসিংহের নিকট মহারাজ আদিশূরের দূত বলিয়া ...ন হে রাজন্! মহারাজ আদিশূর যজ্ঞ সম্পাদনার্থ আপনার নিকট ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রার্থনা করিয়াছেন। হয় তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করুন নতুবা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হউন। যজ্ঞ সম্পাদন ও যজ্ঞ সংরক্ষণ জন্য যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রয়োজন তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তির অবিদিত নহে। দূত প্রেরণ দ্বারা সগর্ব্ব প্রার্থনা ও সদম্ভ যুদ্ধঘোষণা ক্ষত্রিয়তার জ্বলন্ত প্রমাণ। কান্যকুব্জরাজও ক্ষত্রিয় ...নিও বিনাযুদ্ধে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অসম্মত হইলেন। ফলে উভয় রাজার

মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংগঠিত হইল ;—কান্যকুব্জরাজ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ব্রাহ্ম
ক্ষত্রিয় প্রেরণে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এবং যজ্ঞ সম্পাদন জন্য
দ্বিজ (ব্রাহ্মণ ৫ ক্ষত্রিয় ৫) বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু উহা
কায়স্থ কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে :—

বিপ্র পঞ্চ করণ পঞ্চ ভৃত্য পঞ্চ জন।
ত্রিপঞ্চেতে আগমন আদিশূর ভবন ॥

এখন দেখা যাইতেছে কেহ বলিতেছেন পাঁচজন বিপ্র ও পাঁচজন
আসিয়াছিলেন। কেহ বলিতেছেন পাঁচ জন ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের স্ত্রী
আসিয়াছিলেন। কেহ বলিতেছেন দশজন দ্বিজই আসিয়াছিলেন।
কেহ বলিতেছেন পাঁচজন বিপ্র পাঁচজন করণ ও পাঁচজন ভৃত্য আসিয়া
এখন জিজ্ঞাস্য ইহার কোন্ উক্তি সত্য এবং সঙ্গত? যে পাঁচজন
ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে বঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই কি এ দেশীয়
কায়স্থগণের আদিপুরুষ? কিমাশ্চার্য্য মতঃপরম্ !!

অশাস্ত্রদর্শী অবিবেচক জনগণের বুদ্ধির দোষেই এই সমস্ত অহেতুক
উদ্ভব হইয়াছে। যজ্ঞে যে ব্রাহ্মণের ন্যায় ক্ষত্রিয়েরও আবশ্যকতা
তদ্বিষয়ক অজ্ঞতাই এই সন্দেহের প্রসূতী। নিরপেক্ষভাবে নিবিষ্ট চিত্তে
করিলেই এই সংশয়ের নিরসন হইতে পারে। মহারাজ আদিশূর যজ্ঞার্থে
ক্ষত্রিয়ই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কেননা মহারাজ আদিশূরের অনুষ্ঠিত
যজ্ঞ রাজসূয় যজ্ঞেরই শাখা বিশেষ। উহাকে মধুযজ্ঞ বলে। এই
কিয়দংশ ক্ষত্রিয় দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ—ইন্দ্র, মিত্র,
দৈবত ও কার্ত্তিকেয়ের পূজা ক্ষত্রিয় দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইত। এবং
উল্লিখিতরূপ পূজাপরায়ণ ক্ষত্রিয়গণ ঘোষ, মিত্র, বসু, দত্ত ও গুহ
উপাধিতে পরিচিত হইয়াছিলেন। নবদ্বিপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে
যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতে ক্ষত্রিয়াভাবে পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা
জন কায়স্থই বৃত হইয়াছিলেন, যথা :—

অগ্নিহোত্র মহাযজ্ঞে কায়স্থান্ ক্ষত্রিয়াসনে।
বরায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপাধিপঃ সুধীঃ ॥

ধর্ম্মশাস্ত্রেও লিখিত আছে :—

জাত্যামশীশাঃ কায়স্থাঃ গুণতঃ ক্ষত্রিয়োপমাঃ।
কলৌহি ক্ষত্রিয়া ভাবৎ বৈশ্যাভাবাচ্চ সুব্রত ॥
বিপ্রপ্রিয়া ভবিষ্যন্তি বিপ্রমান প্রদা যতঃ ॥
মহাবিদ্যাপ্তিতশ্চৈতে ক্ষত্রকর্ম্মকৃতঃ কলৌ ॥

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ সাময়িক ভাবে এ দেশে আসেন নাই। এই দেশে আসিয়া রাজপ্রদত্ত বৃত্তিভোগী হইয়া এই দেশেই চিরকাল বাস করিবেন—এই বন্দোবস্তেই আসিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে ভার্য্যা ভৃত্য সকলেই আসিয়াছিলেন। অজ্ঞ ও অবিবেচকগণ উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়া জাতীয় বিদ্বেষ ও স্বকীয় উচ্চ হৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন :—জিজ্ঞাসুগণ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা ও পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহোদয়ের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন ইতিহাস অতীতের অন্ধকারময় গভীর গহ্বরে নিহিত—সুতরাং পুরাতত্ত্বানুসন্ধান অতীব দুরূহ ব্যাপার। সাধারণতঃ ঐতিহাসিক সত্যসংগ্রহে সমসাময়িক গ্রন্থ শ্লোক, পরবর্ত্তী লেখকগণের রচনাবলী, লোক প্রচলিত কিংবদন্তী হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের আবিষ্কৃত অনুশাসন পত্র ও উৎকীর্ণ প্রস্তর ফলকগুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকে। মহারাজ আদিশূরের কোন প্রামাণ্য বিবরণ না থাকিলেও মহারাজ বল্লালসেনের সম্বন্ধে কতক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সে যাহা হউক—বল্লালের জীবনচরিত সংগ্রহে তাদৃশ বেগ পাইতে হইবে না। বল্লাল নিজে কবি এবং পণ্ডিত ছিলেন—সুতরাং তদানীন্তন সমুদয় কবি এবং পণ্ডিত তাঁহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেন। কেহ কেহ বলেন—কাব্যপ্রিয় বিদ্যোৎসাহী বল্লাল বিক্রমাদিত্যের ন্যায় পণ্ডিত সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বল্লালের জীবিতকালে ও তাঁহার মৃত্যুর পর কতিপয় পণ্ডিত তাঁহার জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন। বল্লালরচিত "দানসাগর", "অদ্ভুতসাগর" গ্রন্থ সুধীসমাজে সুপরিচিত ও সমাদৃত। কেহ কেহ বলেন—"ভোজপ্রবন্ধ" নামক

গ্রন্থও মহারাজাধিরাজ বল্লাল-বিরচিত। সে যাহা হউক বল্লাল-রচিত গ্রন্থ এবং তাঁহার সভাসদ্ বা সমসাময়িক পণ্ডিত শ্রেণীর জীবন-চরিতাবলী দুষ্প্রাপ্য—ইহা বলাই বহুল্য। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বহু অনুসন্ধান করিয়া বল্লাল সেন সংসৃষ্ট নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আবিষ্কার করিয়াছেন। (১) শ্রীমদানন্দ ভট্টরচিত "বল্লালচরিত", (২) শ্রীমদ্গোপাল ভট্টবিরচিত "বল্লালচরিতম্" (৩) উক্ত ভট্টশ্রেণীর উল্লিখিত গ্রন্থের পরি... (৪) শরণ দত্ত রচিত "বল্লালচরিত্রম্।" এই শরণ দত্ত বল্লাল সেনের সমসাময়িক। শাস্ত্রী মহাশয় আনন্দ ভট্ট রচিত বল্লালচরিতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—"Saran Datta, the author of the the treatise entitled Vallal Charita, was a contemporary of Vallal. That Saran was a contemporary of Vallal Sen appears from the ... verse of Jaidev's immortal lyrics, Gita Govinda, in which verse five great poets are mentioned, namely Jaidev, Umapati, Gavardhan, Dhayi and Saran. We also know Saran from an anthology by Batu Das, the son of a general of Laksman Sen, written in 1205 A. C."

শ্রীমদানন্দ ভট্ট বিরচিত বল্লালচরিত সম্বন্ধে শাস্ত্রি মহাশয় লিখিয়াছেন:— "All these facts show conclusively that the materials used by Ananda Bhatta were contemporary with the Sen dynasty. His book is a historical record of the leading events of Vallal's reign." এতদ্ব্যতীত যদুনন্দন কৃত মূলঠাকুর, দেবীবর, হরি মিশ্র, ধ্রুবানন্দ মিশ্র প্রণীত কায়স্থ-কুলপঞ্জিকা প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রখ্যাত গ্রন্থে বল্লালের বি... অবগত হওয়া যায়। কিন্তু বিষাদ ও বিস্ময়ের বিষয় এই যে এতগুলি প্রাচীন গ্রন্থ বিদ্যমান থাকিতেও বল্লালের জাতি, ধর্ম্ম, জন্মস্থান ও কর্ম্মস্থান সম্বন্ধে কোন স্থির নিশ্চয়তা নাই। এ সম্বন্ধে বঙ্গদেশে বহু আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও সুমীমাংসা হয় নাই। পাবনা শালিখানিবাসী ৺গোবিন্দকান্ত বিদ্যা... মহাশয় তদীয় লঘু ভারতান্তর্গত কলীতিহাসে বিবিধপ্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন—বল্লাল সেন বৈদ্য জাতীয়। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ

...ল সেন ক্ষত্রিয় বংশীয় এবং আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বল্লালকে কায়স্থ জাতীয় বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। আমরা এই শেষোক্ত মতেরই পরিপোষক। আদিশূর বঙ্গের সেন রাজবংশের আদিপুরুষ। ইঁহার প্রকৃত নাম আদিত্য ...; শৌর্য্যবীর্য্যে সুপ্রসিদ্ধ বলিয়া ইঁহাকে শূরসেন বা বীরসেনও বলা হইত ... সেনবংশীয় আদিপুরুষ বলিয়া আদিশূর নামেও পরিচিত ছিলেন। সাধারণতঃ ...কে 'সেন' উপাধি দেখিয়াই সেন রাজগণকে বৈদ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। ... এ বিশ্বাস ভ্রমাত্মক। প্রাচীনকালে আর্য্যসমাজে নামান্তে জাতীয় উপাধি ...হারের বিধান ছিল না। সমগ্র রামায়ণ ও মহাভারত অনুসন্ধান করিলেও ...পাধিদ্বারা পরিচয় দানের প্রমাণ পাওয়া যায় না। বেদব্যাস বর্ম্মা কি বশিষ্ঠ ...—এ ভাবে কেহ কোথায়ও উল্লেখ করেন নাই। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ নাম ...েই পরিচিত। ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন, অশ্বত্থমা প্রভৃতি স্বীয় ...মেই প্রশংসিত। তবে ভীম সেন, জয় সেন, বিজয় সেন প্রভৃতি নাম ক্ষত্রিয়-...মাজে দৃষ্ট হয়—উহা নামান্ত উপাধি নহে। ভীম সেন যস্য স ভীমসেনঃ, এইরূপ ...বিজয়া সেনা যস্য স বিজয়সেনঃ ইত্যাদি। সেনবংশীয় প্রসিদ্ধ রাজা বল্লাল সেন ...রচিত "দানসাগর" নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে নিজের যে পরিচয় দিয়াছেন—তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় বল্লাল দাক্ষিণাত্য যাদববংশীয় (চন্দ্রবংশীয়) ক্ষত্রিয়। সুতরাং তাঁহাদের উল্লিখিতরূপ নামোপাধি সম্পূর্ণ সঙ্গত ও স্বাভাবিক। ...এ সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ও লিখিয়াছেন :—Vallal family also came from the Deccan.

বল্লাল সেন বৈদ্য হইলে তিনি নানাশ্রেণীর হিন্দু জাতিকে সম্মানিত করিয়া নিজের জাতিকে উপেক্ষা করিয়া যাওয়া অস্বাভাবিক। একটা "সেন" উপাধি দেখিয়াই বৈদ্য জাতির ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্মিক। বল্লাল সেনের সময় কোন ...শিক্ষিত বৈদ্য রাজসভায় বা রাজসংসারে কোন উচ্চ পদে পদস্থ থাকারও প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেন বংশের পূর্ব্বে বা পরে বাঙ্গালার ইতিহাসে কোন বৈদ্য-বংশ বা বৈদ্যবংশীয় রাজার নাম পাওয়া যায় না। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাক্তার রামদাস সেন, আচার্য্য কানিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বহুগ্রন্থালোচন, বহু অনুশাসন পত্রের বিশ্লেষণ, বহু গুহ্যতত্ত্বের গবেষণা ও অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন—মহারাজ বল্লাল সেন কায়স্থজাতীয় ছিলেন। বল্লালের শাসনসময়ে

ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যে আচ্ছাদিত হইয়াছিল। সেই জন্ম বল্লালের [illegible] পুরুষ যে হিন্দুধর্ম্মরক্ষা ও ব্রাহ্মণবৃদ্ধির জন্ম কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ কায়স্থ [illegible] আনয়ন করিয়াছিলেন—কালধর্ম্মে বল্লালের সময়ে সেই হিন্দুধর্ম্ম নিস্তেজ [illegible] ছিল। মহারাজ বল্লালও বৌদ্ধমতের পোষকতা করিতেন। অবশ্য সময় [illegible] পরিবর্ত্তনের সহিত বল্লালের ধর্ম্মমত ও আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল [illegible] মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বল্লালচরিতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন:— "Bhatta Pada, a learned Hindu Ascetic—well known as Bhatta [illegible] Singha Giri—was the author of the Vyaisa Puran which [illegible] reproduced in extension by Ananda Bhatta. It was Bhatta [illegible] Singha Giri who converted Vallal to Saivaism" বল্লালের রাজত্বকালে [illegible] এ দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক, বৌদ্ধমঠ, বৌদ্ধশাস্ত্র প্রভৃতির প্রভূত প্রভাব [illegible] ও প্রভুত্ব প্রকটিত হইয়াছিল। বিগত ১৯০১ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত [illegible] Traces of Buddhism in Bengal নামক পত্রে লিখিত আছে:—"The [illegible] Pal kings favoured Budhism. It was not persecuted by the [illegible] Sen dynasty. The Budhism which now assumed (Hindu [illegible] Tantricphase became greatly honoured and followed by the [illegible] people of Bengal."

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ ভৌমিক [illegible]

আত্মনিবেদন।

আমরা পূর্ব্বের প্রবন্ধেই বলিয়াছি, কায়স্থগণ একটী আত্মবিস্মৃত জাতি [illegible] জগতের দিকে দিকে সকলেই জাগিতেছে; কেবলমাত্র আমরাই ঘুমাইয়া আছি [illegible] আমাদের এ সাধের ঘুম ঘোর কি ভাঙ্গিবে না। বঙ্গের চিরবরেণ্য ক্ষত্রিয়সমাজ [illegible] কি তাঁহাদের নয়ন হইতে স্বপ্নজড়িমা অপসারিত করিয়া আপন মহামহিমান্বিত [illegible] ও মঙ্গলময় হস্ত জগতের কল্যাণার্থ সমপ্রসারিত করিবেন না? আজ চারিদিকে [illegible]

[illegible]বনের চেতনাস্রোত প্রবাহিত হইতে দেখিতেছি তাহা কাহাদের [illegible]জীবিত। এই বরেণ্য ক্ষত্রিয়সমাজের কার্য্যকারীতাই যে তাহার [illegible] হইয়াছিল কে তাহা অস্বীকার করিবে?

[illegible] ভ্রাতৃগণ, তোমরা শুভ মুহূর্ত্তেই জাগ্রত হইয়াছিলে। তোমাদের নবীন-[illegible] হইয়া তোমাদের পরবর্ত্তী অপরাপর সমাজস্থ ভ্রাতৃগণ মধ্যে অনেকেই [illegible]—তাহারাও স্বার্থপর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পদদলিত অস্পৃশ্য শূদ্র বলিয়া [illegible] অনার্য্য সন্তান নহে। তাহারাও পবিত্র আর্য্যসমাজের এক একটী [illegible] অঙ্গ বিশেষ। তাহাদের অভাবে সমাজের কার্য্যকারীতা ক্ষুণ্ণ হয়। [illegible] চারিদিকে জাগরণের এত সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। * সুতরাং কায়স্থগণ [illegible] শুভমুহূর্ত্তে তাঁহাদের নয়ন উন্মিলিত করিয়াছিলেন তাহা কে অস্বীকার [illegible]?

[illegible] বলিব—বড়ই পরিতাপের বিষয় যে কায়স্থগণ যেন জগৎ জাগাইয়া [illegible] ঘুমাইতে বসিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গের অলসতা যেন [illegible] গাঢ়, কেন তাঁহারা কি যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে [illegible]না। ব্রাহ্মণগণ—কেবল ব্রাহ্মণগণই বা কেন সকল জাতিই আমা-[illegible] শূদ্র বলিয়াই অবগত। ইহার একমাত্র কারণ আমাদের [illegible] আচরণ। যতদিন না আমরা উপনীত হইতে পারিব ততদিন [illegible]দিগকে শূদ্রাবস্থাতেই থাকিতে হইবে। ইহা আমাদের পবিত্র আর্য্য [illegible] উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন।

[illegible]ব্রাহ্মণগণ অসন্তুষ্ট হইবেন বলিয়াই কি আমরা দ্বিজত্বলাভে সাহসী হইব না। [illegible]সিগণ অসন্তুষ্ট হইবেন বলিয়াই কি আজ আমি আমার জ্ঞাতসারেও আমার

[illegible]ীয় সুবর্ণ বণিকগণ আপনাদিগের বৈশ্যত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন এবং [illegible] ভাদ্র মাসের "সুবর্ণ বণিকসমাচার" জাতীয় সংবাদে "বৈশ্যাচারমতে [illegible] সম্বন্ধে বলিতেছেন,—"স্বর্গীয় রায় ব্রজমোহন মল্লিক মহাশয়ের শ্রাদ্ধ [illegible] তদীয় পুত্রগণ কলিকাতা সুবর্ণ বণিকসমাজ এবং বিশিষ্ট দলপতিগণের [illegible] লইয়া ১৫ দিবসে অশৌচক্রিয়া শেষ করিয়াছেন। শ্রাদ্ধকার্য্য মহা-[illegible] এবং নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়াছে। স্বজাতির মধ্যে পঞ্চদিবসে [illegible] প্রচলন বাঞ্ছনীয়।"

অধিকারভুক্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া যাইব। মনু মহারাজ বলিয়াছেন [illegible]

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ। এই দ্বিজাতি ব্যতীত [illegible] কাহারও বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা[illegible] কার নাই, সমাজের নিম্নস্তরবর্ত্তী শূদ্রগণের ন্যায় ধর্ম্মজগতে আমাদিগকে [illegible] ভাবেই বিচরণ করিতে হইবে। উপনয়নসংস্কারে সংস্কৃত না হইলে [illegible] কোন অধিকারই জন্মিতে পারে না। যে পবিত্র হিন্দুশাস্ত্রের আদেশ[illegible] আমরা প্রতি মুহূর্ত্ত জীবিত আছি, সেই পবিত্র শাস্ত্রসমূহই আমাদিগকে [illegible] নিয়তই সেই প্রাচীন আর্য্য-কায়স্থ-সন্তানের উপযুক্ত বংশধর বলিয়া [illegible] দিতে তারস্বরে আদেশ দিতেছেন। ইহা সত্য! সত্য! সত্য!

শ্রীভোলানাথ ঘো[illegible]

বঙ্গনারীর অদৃষ্ট।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, ২য় প্রবন্ধ)

ভুবনচন্দ্র বেশ সহজভাবে বলিলেন "যা শুনেছ তা সত্যি কথা! [illegible] তিন বচ্ছর হতে চল্‌লো! রাধানাথ জমিটে আমার কাছে হাজার টাকা[illegible] রেখে ছিল!"

"হাজার টাকা!!" ললিতা দেবী চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন "হাজার[illegible]

ভুবনচন্দ্র বলিলেন হ্যাঁ!"

ললিতা দেবী বলিলেন "তিন বৎসর জমিটা বন্ধক দিয়াছেন, অথ[illegible] একদিনের জন্য জানতে পারলুম না! এ কি রকম কথা!"

ভুবনচন্দ্র বলিলেন "তা কি করব আমি! রাধানাথ এ কথা প্রকাশ[illegible] বারণ করে ছিল তাই আমি কাকেও বলিনি। রাধানাথ বলেছিল আমা[illegible] ধান বেচে টাকা শোধ করবে। তার পর উপর উপর দু বৎসর অজন্মা[illegible]

বাধা দিয়া ললিতা দেবী বলিলেন তিনি তো অপব্যয়ী ছিলেন [illegible] লুকিয়ে এত টাকা নিয়ে কি করবেন তিনি?

গাম্ভীরভাবে ভুবনচন্দ্র বলিলেন "কি করবেন তা' আমি কেমন করে [illegible] নিয়ে ছিল তা জানি। আমি প্রথমে দিতে চাইনি! তাতে অনেক [illegible]

[illegible] পাগল, কি করি হাজার হোক মায়ের পেটের ভাই তাই দিতে হয়েছিল, [illegible] এখন তো আমি অত টাকা ছেড়ে দিতে পারি না, সত্য মিথ্যা এই দেখ [illegible] দলিল।" বলিয়া ভুবনচন্দ্র তাঁহার হস্তস্থিত এক খণ্ড কাগজ ললিতাকে [illegible]ইলেন। আরও বলিলেন "তিন বৎসর হয়ে এল বলে এ দলিল তামাদি [illegible] যাবে, আর আমি ফেলে রাখতে পারব না। সুদে আসলে আমার প্রায় [illegible] হাজার টাকা হয়েছে হয় আমার টাকা ফেলে দেওয়া হোক, না হয় জমি [illegible]ড়ে দিতে হবে।"

[illegible] ললিতার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ঐ জমি টুকুই যে, তাঁহার [illegible]বনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার একমাত্র অবলম্বন। ও জমিটুকু গেলে তাঁহার [illegible] কি ভীষণ হইবে তাহা তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যেই বুঝিয়া লইলেন, কিন্তু রাধানাথ [illegible] প্রকৃতই জমিটা বন্ধক রাখিয়া গিয়াছেন, এ কথা ললিতার আদৌ বিশ্বাস [illegible]ল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন ইহা ভুবনচন্দ্রেরই চক্রান্ত। কিন্তু উপায় [illegible]? ভুবনচন্দ্রের প্রকৃতি ললিতার অজ্ঞাত ছিল না। তথাপি মনে করিলেন, [illegible]ভুবনচন্দ্রের হাতে পায়ে ধরিয়া জমিটুকু ছাড়াইয়া লইবেন। বলিলেন "দেখতে [illegible]তো পাচ্ছেন আমি নিরুপায়! ঐ জমিটুকুই কেবল আমার ভরসা। সুরেশ্বর [illegible] আপনার পর নয়, আপনার নিমু যদুও যে সুরেশ্বরও সেই, পিতৃহীন নাবালক [illegible]ইপোকে দয়া করে জমিটুকু ছেড়ে দিন।"

ভুবনচন্দ্র অম্লানবদনে বলিলেন "আচ্ছা বেশ! তোমার জমি ছেড়ে দিতে ত [illegible]মি প্রস্তুত আছি। আমার দেড় হাজার টাকা ফেলে দাও। জমি আমি [illegible]খুনি ছেড়ে দিচ্ছি। জমিতে আর আমার কি হবে?"

দেড় হাজার টাকা!! দেড় শত টাকার সংস্থান ললিতার নাই তা দেড় [illegible]হাজার টাকা তিনি কোথায় পাইবেন? বলিলেন টাকা দেবার ক্ষমতাই যদি [illegible]থাকবে তবে আর আপনাকে বলব কেন?"

ভুবনচন্দ্র বলিলেন "তবে আর কি করব বাছা! এতগুলি টাকা কি কেউ [illegible]অমনি জলে ফেলে দিতে পারে? অনেক কষ্টে টাকা রোজগার করেছি [illegible]অনেক কষ্টে দু পয়সার সংস্থান করেছি এতগুলি টাকা জলে দিয়ে শেষে স্ত্রী [illegible]পুত্রকে রাধানাথের মতন পথে বসিয়ে যাই আর কি! রাধানাথের মতন আমি [illegible]বোকা নাই। কাজেই আমাকে জমি দখল করে নিতে হবে। বলিয়া তিনি

চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। দর দর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া ললিতার কাপড়টা ভিজিয়া যাইতেছিল যোড় হাত করিয়া বলিল "শুনুন যাবেন না।"

ভুবনচন্দ্র ফিরিলেন। ললিতা তেমনি মর্ম্মভেদী কাতরস্বরে হাত ধরিয়া বলিলেন "এই আপনার ভাইপোর মুখের দিকে চেয়ে দেখুন থেতে না পেলে আপনার খেতে দিবার কথা! একে দয়া করে ঐ ভিক্ষা দিন, আমি আপনার কুলের বৌ ভাতের জন্য কোথা গিয়া আমাকে একটু দয়া করুন ও জমিটুকু গেলে আমরা না খেয়ে মা আমাদের উপর একটু দয়া করুন!'

ললিতার কাতর উক্তিতে পাষাণ হৃদয় ভুবনচন্দ্রের হৃদয় গলিল না সঙ্কল্প অটল! জমি ছাড়িয়া দিবেন বলিয়া তিনি আসেন নাই।

'অত দয়া করতে গেলে সংসার চলে না' বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার উদ্যত হইলেন। ললিতার তখন ক্রোধে আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল সম্বরণে অসমর্থ হইয়া বলিয়া উঠিলেন 'সমস্ত মিথ্যাকথা! তিনি কখনও এত টাকা ধার করেন নি ধার করলে আমি নিশ্চয় পারতুম। এ কেবল আমাকে ফাঁকি দেবার মতলব।'

ললিতার এই নিষ্ফল ক্রোধ দর্শনে ভুবনচন্দ্র মনে মনে হাসিলেন পর বলিলেন 'সত্য মিথ্যা আদালত থেকে প্রমাণ হবে।' বলিয়া তিনি গেলেন। যাইবার পূর্ব্বে পুনর্ব্বার তিনি মনে মনে হাসিয়া বলিলেন হয়েছে কি তোমার! তোমার ভিটেয় ঘুঘু চড়া তবে ছাড়ব। নাম ভুবনচন্দ্র! রাধানাথের ঐ জমিটা ভুবনচন্দ্রের জমিরই সংলগ্ন ভুবনচন্দ্রের জমি অপেক্ষা রাধানাথের জমিটা অধিক উর্ব্বরা। তাহাতে ফসল জন্মিত। তাহা দেখিয়া দেখিয়া ঈর্ষায় ভুবনচন্দ্রের হৃদয় জ্বলিত একবার তিনি কিছু টাকা দিয়া রাধানাথের নিকট হইতে জমিটা লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন! কিন্তু রাধানাথ তাহাতে সম্মত তদবধি ছলে বলে কৌশলে জমিটা গ্রাস করিবার জন্য ভুবনচন্দ্রের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এতদিন রাধানাথের সাহস ও সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই, এখন রাধানাথের মৃত্যুতে সুযোগ বুঝিয়া ইষ্টসিদ্ধির জন্য জাল দলিল প্রস্তুত করিয়া নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্রের গ্রাস করিবার নিমিত্ত কৃত সংকল্প হইলেন। তিনি জমিদারী সেরেস্তায় নায়েবের কার্য্য করিতেন জাল জুয়াচুরি দাঙ্গা হাঙ্গামায় ভুবনচন্দ্রের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁহার নাম শুনিলে লোকে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত। তিনি যদি তাঁহার অভিপ্সিত জমিটুকু বিধবা ও নাবালকের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইবেন তবে আর তাঁহার জমিদারী সেরেস্তায় চাকুরী করিয়া লাভ কি?

ভুবনচন্দ্রের ভয়েই হউক, আর রজতখণ্ডের মহিমাতেই হউক গ্রামে কয়েকজন মাতব্বর লোকের এই জাল দলিলে স্বাক্ষীর স্বাক্ষর ছিল। ভুবনচন্দ্র চলিয়া গেলে হরিশ বলিয়া উঠিল মা ঠাকুরাণ এ যে জাল!

একটা বড়রকম দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ললিতাদেবী বলিলেন 'আমার তো তাই বোধ হয়!

হরিশ সদর্পে বলিল 'বোধ হয় কি নিশ্চয়! ও বুড়াবেটার অসাদ্ধি কোন কাজ আছে?'

ভুবনচন্দ্রের বার্দ্ধক্যের সীমায় পৌঁছিতে যদিও এখনও ঢের বিলম্ব ছিল, কিন্তু গায়ের জ্বালায় হরিশ তাহাকে বুড়ো বলিয়া অভিহিত করিল। ললিতাদেবী চিরপরাধিনী বঙ্গরমণী, অসহায় হুতাশভাবে বলিলেন 'এখন আর উপায় কি হরিশ!'

হরিশ অম্লান বদনে বলিল—'উপায় আদালত। আমি এখুনি কাচারীতে গিয়ে বুড়োবেটার নামে নালিস রুজু করে দিয়ে আসচি। ভয় কি?'

ললিতা বলিলেন না হরিশ ও কাজ করো না। ও রকম মামলাবাজ লোকের সঙ্গে মোকর্দ্দমা করতে তুমি পারবে না। শেষে নিজেই বিপদে পড়বে। শুনলে না উনিই আমাকে শাশিয়ে গেলেন আদালত থেকে জমি বের করে নেবেন বলে!

হরিশ বলিল ওঃ শাসিয়ে অমনি গেলেই হল! এ মগের মুল্লুক নয় ইংরাজের রাজত্বি। রাজার আইন এখানে বড় কড়া! ভয় অমনি দেখালেই হোল না ধর্ম্মের বিচারে অধর্ম্ম টিকবে না।'

ললিতা বলিলেন 'নালিস মোকর্দ্দমা করতে গেলে পয়সার দরকার মোকর্দ্দমা খরচের পয়সাই বা আমাদের কোথায়?

হরিশ বলিল সে ভাবনা আপনি কিচ্ছু ভের না। সে সব [illegible] ঠিক করে নেব অখন! কতই বা খরচ!

হরিশ হাজার সাহস দান করিলেও নালিস মোকর্দ্দমা করিতে [illegible] আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তিনি যেন অদূর ভবিষ্যতে একটা ঘোর [illegible] ছায়া স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছিলেন। যাহার সহিত বিরোধ করিতে [illegible] মামলাবাজ লোকের ভয় করে যাহার প্রবল প্রতাপে লোকে থরথরি [illegible] হয় সেই ভুবনচন্দ্রের সহিত বিবাদে দরিদ্র সরল অন্তঃকরণ, নিরক্ষর [illegible] হরিশ কেমন করিয়া জয়লাভ করিবে ললিতা কেবল সেই [illegible] ভাবিতেছিলেন সেই জন্যই হরিশকে নালিস করিতে বার বার নিষেধ [illegible] ছিলেন। ললিতা বলিলেন 'নালিস করে কাজ নাই হরিশ অদৃষ্টে যা [illegible] তাই হবে।'

কিন্তু হরিশের মাথায় তখন রোখ চাপিয়াছে, হরিশ কিছুতেই [illegible] কথা শুনিল না। সেই দিনেই কাছারিতে গিয়া ভুবনচন্দ্রের নামে [illegible] রুজু করিয়া দিয়া আসিয়া তবে স্নানাহার করিল। ভুবনচন্দ্রের [illegible] সুবিধা ভিন্ন অসুবিধা কিছু হইল না। হরিশ পনর দিন কাল ধরিয়া আদা[illegible] হাঁটাহাটী করিল। হরিশ বড় আশা করিয়াছিল ইংরেজ রাজত্ব মগের [illegible] নয়, এখানে অবিচার হইবে না কিন্তু তাহার বিপরীত ফল ফলিল। মোক[illegible] খরচায় তাহার স্ত্রীর হাতের রূপার পৈঁছা এবং তাবিজ গেল, হাল গরু [illegible] বড় বকনাটাও গেল, তথাপি মোকর্দ্দমায় জয়লাভ হইল না। আইনের কূট[illegible] সাক্ষী সাবুদের জোরে বিচার বিভ্রাট ঘটিয়া গেল। হরিশ হারিল ভুব[illegible] জমি দখল করিবার ডিক্রি পাইলেন। আর ভুবনচন্দ্রকে পায় [illegible] নির্দ্দিষ্টদিনে তিনি মহানন্দে আদালতের লোকজন সঙ্গে লইয়া বিধবা ব্রা[illegible] উদরান্নের সংস্থান জমিটুকু দখল করিতে গেলেন।

হরিশের বহু পরিশ্রমজাত সুপক্ক ধান্যগুলি ভুবনচন্দ্রের লোকে [illegible] ভুবনচন্দ্রের বাড়ীতে লইয়া যাইতে লাগিল। নিকটেই হরিশের বাটী [illegible] তখন স্নান করিয়া আসিয়া গৃহের দাওয়ায় ভাত খাইতে বসিয়া[illegible] সবে দুই গ্রাস ভাত মুখে দিয়াছে, এমন সময় ভুবনচন্দ্র ও তাহার লোকজনদি[illegible]

[illegible] কোলাহল ধ্বনি তাহার কর্ণে তীরবৎ বিদ্ধ হইল, এবং তাহারই সম্মুখ [illegible] ভুবনচন্দ্রের লোকজনরা ধান কাটিয়া বোঝা বোঝা ধান মাথায় করিয়া [illegible] যাইতে লাগিল। হরিশ সারাটি বৎসর গায়ের রক্ত জল করিয়া খাটিয়া [illegible]তে, হিমে, রৌদ্র, বর্ষায়, অবিরত পরিশ্রম করিয়া যে আবাদ করিয়াছিল, [illegible]হার সেই বহু কষ্টার্জ্জিত ধন আজ কিনা একটা জুয়াচোরে ঠকাইয়া লইয়া [illegible]য়াছে, হরিশ ভাবিল আর ধর্ম্ম ইহা দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন! ভুবনচন্দ্রের মস্তকে [illegible] পতন হইতেছে না! তাহার লোকজন দিগকে মা বসুমতী গ্রাস করিয়া [illegible]তেছেন না! হরিশ আরও ভাবিল "না কলিকালে ধর্ম্ম টর্ম্ম কিছু নেই [illegible] ফাঁকি"! জোর জবরদস্তিই এখনকার সম্বল! হরিশের মাথার রক্ত গরম [illegible] গেল, সে আর নীরবে সহ্য করিতে পারিল না। ভাত ফেলিয়া তাড়াতাড়ি [illegible]ঠিয়া গৃহের কোন হইতে তাহার তৈলপক্ক বংশযষ্টিগাছা লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে মাঠের [illegible] দৌড়িল। তাহার স্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত দুটা ধরিয়া বলিল 'ওগো ফিরে এস, তোমার পায়ে পড়ি খুনোখুনী কোরোনা। কিন্তু হরিশ সে কথা কানে তুলিল না। সে জোর করিয়া হাত ছিনাইয়া লইয়া স্ত্রীকে ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। ওঃ! ধানগুলি দেখিয়া তাহার মনে হইতেছিল যেন তাহার বুক চিরিয়া হৃদপিণ্ডটা বাহির করিয়া লইয়া যাইতেছে। যথার্থই এই ধানের [illegible]তর কতকগুলি লোকের জীবন নিহিত ছিল। "শালারা কার ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছিস্ রে! মাথা ফাটিয়ে ফেল্‌ব না!" বলিয়া উগ্রমূর্ত্তিতে হরিশ সেই লাঠি ঘাড়ে করিয়া মাঠে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার সেই প্রচণ্ড ভৈরব [illegible]র্ত্তি দর্শনে ভুবনচন্দ্র পর্য্যন্ত ভয়ে পিছাইয়া গেলেন। যাহারা ধান কাটিতেছিল তাহারা প্রাণ লইয়া পালাইল! মুহূর্ত্ত পরে ভুবনচন্দ্র সাহস সঞ্চয় করিয়া 'মার শালাকে, ধর শালাকে, বাঁধ ব্যাটাকে ইত্যাদি বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেঁচামেচির ফলে কতক লোক অগ্রসর হইল। যাহারা হরিশকে ধরিতে আসিল, হরিশ তাহাদিগকে প্রহার করিল, তাহারাও হরিশকে উত্তম [illegible]ধ্যম রূপ দিতে ছাড়িল না। ফলে একটা দাঙ্গা হইয়া গেল, কিন্তু যত দোষ বেচারা হরিশের একার ঘাড়েই সমস্ত পড়িল। পুলিস আসিয়া হরিশের হাতে হাতকড়ি পরাইয়া চালান দিল। আদালতের লোকের অবমাননা এবং দাঙ্গা করার অপরাধে হরিশের পাঁচ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল। এ সংবাদ

অচিরে ললিতা দেবীর নিকট গিয়াও পৌছিল। হরিশের স্ত্রী কাঁদিতে কাঁ[illegible] ললিতাদেবীর নিকটে আসিয়া সমস্ত বলিল। ললিতা দেবী মাথায় হাত [illegible] বসিয়া পড়িলেন হরিশের স্ত্রীকে সান্ত্বনা করিবেন কি, তিনি নিজেই কাঁদিয়া [illegible] হইলেন জগতের মধ্যে তাঁহার একমাত্র অকৃত্রিম বন্ধু ছিল হরিশ। ভগবা[illegible] ও তাহাকে এইরূপ বিপদে ফেলিলেন। অসহায়া নারী তবে দাঁড়ায় কোথা[illegible] হরিশের স্ত্রী গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করিয়া নিজের সন্তান[illegible] গুলিকে প্রতিপালন করিতে লাগিল; আর ললিতা দেবী ভাবিয়া ভাবিয়া বি[illegible] রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে বিপদজালে তাঁহাকে ঘে[illegible] ফেলিয়াছে। আপনার জনশত্রু কেমন করিয়া তিনি ছেলেটীকে লইয়া নির্ব্বি[illegible] দিনাতিবাহিত করিবেন, সেই চিন্তা তাঁহার প্রবলতর হইয়া উঠিল। বুঝি[illegible] স্বামীর ভিটায় বাস করা আর চলে না। স্বামী পরলোকগত, যে অনুগত বি[illegible] বন্ধু হরিশ ছিল, সে হরিশ আজ এইরূপ ঘোরতর বিপদগ্রস্ত। পুত্র নাবাল[illegible] ভাবিতে ভাবিতে ললিতা দেবীর দুই চক্ষের জল বাহিয়া উপাধান সিক্ত হই[illegible] যায়, মনে মনে বলেন "নারায়ণ! এ জন্মে ত এমন কোন পাপ করিনি, [illegible] জন্মে আমাকে এমন শাস্তি ভোগ করতে হইবে। তবে কি জন্মান্তরের পাপ[illegible] অথবা বাঙ্গলার নারী জন্মগ্রহণ করেছি বলে তাই এ নিগ্রহ? বলে দাও প্রভো[illegible] কোন পাপে আমাকে এমন বিপদে ফেল্লে?

একদিন রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর হইবে। মাতা পুত্র এক শয্যায় শয়[illegible] করিয়া আছেন, বালক সুরেশ্বর অনেকক্ষণ হইল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ললিতা[illegible] চক্ষে ঘুম নাই। শুইয়া শুইয়া তিনি আকাশ পাতাল কতকি চিন্তা করিতে ছিলে[illegible] এমন সময় তাঁহার মনে হইল যেন গৃহের পশ্চাতে বাতায়ন পার্শ্বে কাহারা ধীরে[illegible] ধীরে স্পষ্টভাবে কথা কহিতেছে। ললিতা ভাবিলেন, কারা এরা? চোর কি[illegible] কিন্তু আমার কি আছে যে চোরে চুরি করিতে আসবে! অথচ যে রকম দি[illegible] কাল পড়েছে আমার চারিদিকে শত্রু, চারিদিকে বিপদ, জানিনা কখন আর কি[illegible] নূতন বিপদ ঘটবে। কিছু পরে আবার তাঁহার মনে হইল যেন দুই ব্যক্তি ছুটিয়া[illegible] চলিয়া যাইবার মত দুম্ দুম্ করিয়া শব্দ হইল। ললিতা শঙ্কিতভাবে উৎকর্ণ[illegible] হইয়া শুনিতে লাগিলেন। তাহার পর শুনিতে পাইলেন কিসের যেন একটা[illegible] শব্দ হইতেছে। কি সর্ব্বনাশ! এ কি!! তাঁহার মস্তকের উপর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত[illegible]

[illegible]জ্বলিয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ এক বিপদ! ললিতা বুঝিতে পারিলেন [illegible] গৃহের চালে আগুন ধরাইয়া দিয়া গিয়াছে। কিন্তু আর ভাবিবার [illegible] ললিতা ত্রস্তে উঠিয়া সুরেশ্বরকে জাগাইয়া তুলিলেন, তাহার পর [illegible]বেগে সুরেশ্বরের হাত ধরিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের [illegible]হাদের চিরপ্রিয় কুটীরখানি দগ্ধ হইতে লাগিল। মাতা পুত্র নির্ব্বাক-[illegible]ইয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন। হুতাশন তাঁহার লেলিহান সহস্র [illegible] বিস্তার করিয়া গৃহ এবং গৃহস্থ সমস্ত দ্রব্য সম্ভার ভস্মসাৎ করিয়া [illegible]। এমন কি তাঁহাদের মাতা পুত্রের পরিধেয় দ্বিতীয় বসনখানি পর্য্যন্ত [illegible]। প্রতিবেশী বা জ্ঞাতিবর্গ কেহ একবার উঁকি দিয়া দেখিল না, [illegible] শত শত শিখা দর্শন করিয়াও কেহ তাঁহাদের কুটীরখানি বা জিনিসপত্র [illegible] আসিল না। কে আর আসিবে, কেই বা আর আছে তাঁহাদের? [illegible] নাই যে প্রাণ তুচ্ছ করিয়া অগ্নির মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। সমস্ত রাত্রি [illegible] প্রভাতে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। মাতা পুত্র সেই ভস্মস্তূপের [illegible] বসিয়া নিজ নিজ অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন। শোকে দুঃখে কষ্টে [illegible] ললিতার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া গিয়াছিল। প্রভাতে উঠিয়া জনকতক [illegible]বেশী এবং প্রতিবেশীনীরা আসিয়া সমবেদনা জানাইয়া গেলেন। দুই একটা [illegible] পরিত্যাগ করিতেও কসুর করিলেন না। পূর্ব্বোক্ত দত্ত পিসী আসিয়া [illegible]লেন "বউ মা, ছোটলোকের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগে, সেই কালেই ত [illegible]ছিলুম বাছা, যে বাপের বাড়ী চলে যাও, ভায়ের সংসারে রাজার হালে [illegible]বে, ছেলেটারও একটা কিনারা হবে, তা' বাছা তখন শুনলে না, স্বামীর [illegible]টে, স্বামীর ভিটে বলে, একটা চাষার ভরসায় মাটী কামড়ে পড়ে রইলে। [illegible] এখন? এখন কি হয়? এখন দাঁড়াবে কোথায়? খাবে কি? জানিনে [illegible]বা, তোমরা এখনকার মেয়ে সব কেমন এক বগ্গা, একল সেঁড়ে, একলা [illegible]কতে ভালবাস, কারু ঘেঁস সইতে পার না। মায়ের পেটের ভাই, তার ছিল্লেয় [illegible]কবে, তারা ছাড়া আর কি আছে? দুধের ছেলে নিয়ে এমন করে থাকাটাই [illegible] তোমার ভাল দেখায় বাছা!

দত্ত পিসী একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বিধবা হইয়া পিতৃগৃহেই অবস্থান

করিতেছিলেন। ভ্রাতার গৃহে গৃহিণীপনাটা তাহার বেশ ভালরূপেই ... তাঁহার অমিত প্রতাপে সরলা ভ্রাতৃবধূ ছুটী ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত। ... বলিত দত্ত পিসীর মত পাড়া কুঁদুলী সে গ্রামে আর কেহ ছিল না।

ক্রমশঃ

শ্রীমতী চারুশীলা ...

কবিতাগুচ্ছ।

নিবেদন।১

সারা জীবনের হৃদয়-বেদনা
হইয়াছে পুঞ্জিভূত মহাভার;
সে বিষম ভার না পারি সহিতে
রাখিতে এসেছি নাথ, তব দ্বারে।১
মুহূর্ত্তের তরে দাও দ্বার খুলি
হে হৃদয় প্রভু, হে হৃদয় রাজ!
শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে করুণা যাচিতে
তোমার চরণে এসেছি যে আজ।২
ব্যথিত ব্যাকুল এ হৃদয় মম
ওগো এ মোর অবসন্ন প্রাণ,—
লুটিয়েছে নাথ, চরণে তোমার
বড় আশা এই পদে পাবে স্থান।৩
হিংসা ক্রোধ দ্বেষ সবে মিলি
নিরন্ত করিছে শত অত্যাচার;
সংসার শ্মশানে দহিছে এ হৃদি
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে করিছে অঙ্গার।৪
দূর দূর করি ঠেলিছে জগৎ
অভাগার হেথা নাহিক ঠাঁই;
তোমার চরণে লভিতে বিরাম
হে দয়াল প্রভু! এসেছি যে তাই।৫
পাপী-তাপী বলি ঘৃণি অকিঞ্চনে
দিওনাহে দয়াল দূরেতে ঠেলি;
হই শত ঘৃণ্য, তুচ্ছ অভাজন
পদে দলিবারে চরণের ধুলি।৬

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা কবিরত্ন।

জীবে দয়া।২

এ ঘোর দুর্দ্দিনে বিমুখ করোনা তারে,
চির বিষাদে মলিন,
নিরাশ্রয় দীনহীন,
আসিয়াছে তব পাশে মুষ্টিভিক্ষা তরে,
এ ঘোর দুর্দ্দিনে বিমুখ করোনা তারে। ১
কোন্ বেশে কেবা আসে কে বলিতে পারে,
আলো কিম্বা অন্ধকার,
সাধু কিম্বা দুরাচার,
একেরই অভিব্যক্তি অখিল সংসারে,
এক ঐশ শক্তি বিভিন্ন আকারে। ২
লতা পাতা তরু গিরি বন উপবন,
অনল অনিল চারু,
ধূ ধূ করা অই মরু,
বিষাদে বিষণ্ণ প্রাণ সুখস্নাত জন,
এক ভগবান স্রষ্টা নহে অন্যজন। ৩
বুভুক্ষার তাড়নায় কত যন্ত্রণায়,
কত দুঃখে কত ক্লেশে,
আসিয়াছে তব পাশে,
ভ্রাতা কিম্বা ভগ্নী তব বড় দুর্দ্দশায়,
কে রক্ষিবে এ দুর্দ্দিনে কে আছে হেথায়। ৪

দয়ার্দ্র হৃদয় কিহে নাহি এ ধরায় ?
তোমরা যে ভাই ভাই,
কিছুই কি মনে নাই,
ভুলিয়া গিয়াছ মোহে গভীর নিদ্রায়,
কতকাল র'বে ডুবে বিস্মৃত বন্যায়। ৫
মনে কি পড়েনা কভু শেষের সে দিন,
সুরম্য প্রসাদ তব,
পুত্র কন্যা কি বিভব,
ত্যজিতে হইবে সবে হ'বে দীনহীন,
হইবে অনাথ হ'বে আশ্রয় বিহীন। ৬
ধর্ম্মধন বিনা কিছু পাথেয় সেথানে,
লইতে পারেনা কেহ,
সর্ব্বজীবে অহরহ,
কর দয়া কর যত্ন দুঃখ বিমোচনে,
যদি চাও শান্তি সুখ শেষের সে দিনে। ৭
জীবের সেবায় যদি পার কিছু দিতে,
লভিবে পরম পুণ্য,
হইবে জীবন ধন্য,
হাসিতে হাসিতে তবে পারিবে ত্যজিতে
এ নশ্বর দেহ দুঃখ হ'বেনা ভুঞ্জিতে। ৮

প্রকৃতির বস্তু বিতানে মানব-জীবন। ৩

এ দেহ পিঞ্জরে যবে দুঃখের তাড়নে
তাপিত পরাণ কাঁদে সান্ত্বনা না শুনে।
তখন সৈকত ভূমি সুন্দর কানন,
স্নিগ্ধা বিভাবরী আর বিমল গগন
শুভ্র নিশানাথ জ্যোতি বিস্তীর্ণ প্রান্তর,
বায়ু তারারাজি আর হ্রদ মহীধর,

সুখের অমিয় ধারা কতরূপে ঢালে
সেই জানে প্রাণ যার দগ্ধ শোকানলে। ১
সাধের সে ধ্রুব তারা ডুবেছে যাহার,
নিবেছে দেউটি হায়! জ্বলিবে না আর
গভীর নিশীথে দূর বাঁশরীর স্বরে,
নির্জ্জনে বিষাদ-গীতি যদি কভু ক্ষরে—
কেমনে যে তাহা তার হৃদিতলে খেলে
সেই জানে প্রাণে যার দুঃখানল জ্বলে। ২
কুমুদ কহ্লার আদি সরোরুহ চয়,
শিশির আকাশ তরু মৃদুমন্দ বায়,
মঞ্জুরিত তরুলতা, রম্য উপবন,
শ্যামল শস্যের শোভা বিহঙ্গ কূজন
সুললিত বামাকণ্ঠ প্রিয় সম্মিলন
জুড়ায় তাপিত প্রাণ বিদগ্ধ জীবন। ৩
দীপ্ত সৌন্দর্য্যে যবে শোভে সীমন্তিনী,
লাবণ্য লহরী যবে উছলে অবনী
প্রেম-সরোবরে সদা হ'য়ে কুতূহলী
ডুবে থাকে মনসাধে মানব-মণ্ডলী
ভুলে যায় আত্মপর ভেদাভেদ জ্ঞান
তেজ বীর্য্য দম্ভ ক্রোধ স্পর্দ্ধা অভিমান। ৪
হেন রূপে প্রকৃতিতে মানব অন্তর,
অলক্ষ্য সূত্রেতে যেন বাঁধা দৃঢ়তর।
তাইতো নির্জ্জনে যবে বিধান এমন
চিন্তার লহরী সদা করে উচাটন।
জন সমাগমে যবে দুঃখার্ত্ত জীবন
ভুলে যায় বিষাদের করুন নিক্বণ। ৫
হায়! যদি ছায়াপথে করি অবস্থান,
নক্ষত্র, নক্ষত্রে করে আদান প্রদান—

যেই নিরমল জ্যোতি বিধাতৃ বিধানে
পারে নাকি জীব তবে দেহ অবসানে
আত্মায় আত্মায় সদা করিতে তর্পণ
প্রীতি স্নেহ ভালবাসা বিশ্ব বিমোহন ?
বিরহ-বিধুর কেন বিষাদে মগন
কেন তবে অহর্নিশ অশ্রু বিসর্জ্জন ?
ভুলে আছি প্রকৃতির প্রিয় সম্ভাষণ
তাইতো হৃদয়ে জ্বলে কালান্ত দহন। ৬

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

আশা। ৪

জনম তোমার কোথায় ?
তুমি বলগো আমায়।
এ বিশ্বে' কর অভিনয়,
কিন্তু তোমা' চেনা দায়।
তোমার পরশে, অন্তরে
সুখ জাগে কত শত ;
স্বপন সম তাহা, মোরে
করে যেন অভিভূত ?
ইন্দ্রজালময়ী—না দেবী ?
কিছুই বুঝিতে নারি।
তোমার 'প্রলোভনে' ডুবি—
তোমা' তুলিতে না পারি।
(এবে) চিনেছি, চিনেছি তোমা—
তোমারে সুধায়ে যাই,
'আশা' রূপী তুমি বামা,
'অনন্ত' জনম ঠাঁই।

শ্রীআশুতোষ দত্ত।

শ্রীকৃষ্ণের কপট নিদ্রা।৫

—:০:—

কৌরব পাণ্ডব দলে
হইল সমর ঘোষণা ॥
মাতিল সেনানী কুল
উঠিল সমর বাজনা ॥১
রাজা দুর্য্যোধন তবে
স্বদল প্রবল করিতে
দূত পাঠাইল যত
সামন্ত নৃপতি বরিতে ॥২
কৃষ্ণের সঙ্গতি ভাবি
সকল মঙ্গল সাধিকা
সত্বরে আপনি চলে
তাঁহার নিকটে দ্বারিকা ॥৩
কেননা শ্রীভগবান
কহিয়াছিলেন প্রকাশি
ভারত-সমরে মোর
থাকিতে বাসনা উদাসী ॥ ৪
তবে যে আপনি আসি
বরিবে আমারে আগেতে
তাহারি পক্ষেতে থাকি
সহায় হইব রণেতে ॥৫
তাই দুর্য্যোধন রাজা
সত্বরে আপনি চলিল
ভাবিল পাণ্ডবগণ
বারতা কিছুনা জানিল ॥৬

যুধিষ্ঠির নৃপতিও
কৃষ্ণেরে আনিতে সহায়ে
তখনি দ্বারিকাপুরে
অর্জ্জুনে দিলেন পাঠায়ে ॥৭
উভয়ে অলক্ষ্যভাবে
ধাইল দ্বারিকা মুখেতে
কৃষ্ণের সহায় আশা
বাঁধিয়া দুজনে বুকেতে ॥৮
হোথায় শ্রীহৃষিকেশ
হোলেন অন্তরে চিন্তিত
প্রতিজ্ঞা রাখিতে এবে
কি করি উপায় বিহিত ॥৯
বাসনা আমার আছে
পাণ্ডবে সহায় হইব
আজ দুর্য্যোধন আসে
কেমনে তাহারে ছলিব ॥১০
চক্র এক চক্রধারী
করেন মনেতে রচনা
তুষিয়া সে দুর্য্যোধনে
পূরাব আপন বাসনা ॥১১
সুখ-শয্যা বিরচিয়া
আপন আরাম আগারে
রাখিয়া দিলেন আনি
দ্বিবিধ আসন দুধারে ॥১২
শিরোদেশে সিংহাসন
বিবিধ রতনে খচিত
কুশাসন পাদমূলে
সামান্য তৃণেতে গথিত ॥১৩

আপন শয্যায় নিজে
কি জানি কি মনে ভাবিয়া
রহিলেন নিদ্রাবেশে
কপটী কপট করিয়া ॥১৪
কতক্ষণে দুর্য্যোধন
আসিয়া উদয় হইল
নিদ্রাবেশে হৃষীকেশে
গৃহেতে প্রবেশি দেখিল ॥১৫
সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত
দেখিয়া ভাবিল অন্তরে
আমার সম্মান লাগি
রেখেছে আসন সাদরে ॥১৬
আগমন বার্ত্তা মম
বুঝিবা কেমনে শুনিয়া
স্থিতিরক্ষা হেতু রাখে
এ হেন বিধান করিয়া ॥১৭
হোলেও গোপের সুত
থাকিয়া ভব্যের সহিতে
শিখিয়াছে ভালরূপে
বিশিষ্টে সম্মান করিতে ॥১৮
এত ভাবি সিংহাসনে
আসিয়া আপনি বসিল ॥
শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ
অপেক্ষা করিয়া রহিল ॥১৯
এইরূপে দুর্য্যোধন
আছয়ে তথায় বসিয়া
হেন কালে উপস্থিত
হইল অর্জ্জুন আসিয়া ॥২০

প্রবেশ করিয়া গৃহে
দেখিয়া নিদ্রিত কেশবে
পাদমূলে কুশাসনে
বসিল যাইয়া নীরবে ॥ ২১
মদগর্ব্বী দুর্য্যোধন
দেখিয়া তাহার ব্যাভার
মনে মনে অর্জ্জুনেরে
দিল যে শতেক ধিক্কার ॥ ২২
ক্ষত্রসুত হোয়ে নিজ
মর্য্যাদা নাহিক বুঝিল
অন্ত্যজ গোপের সুত
চরণ তলেতে বসিল ॥ ২৩
এত কি পাণ্ডবগণ
হয়েছে মর্য্যাদা রহিত
স্বীকরিতে এ আসন
না হলো অন্তরে লজ্জিত। ২৪
যাঁহার চরণ তলে
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বসিছে
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল
যাঁহার চরণ সেবিছে ॥ ২৫
তাঁহারি চরণে স্থিতি
স্থিতির ব্যাহতি ভাবিল
মদ গর্ব্বে দুর্য্যোধন
রহস্য নাহিক বুঝিল ॥ ২৬
অর্জ্জুনের ব্যবহারে
হইয়া মরমে আহত
মহামানী দুর্য্যোধন
নাহিক সুধায় স্বাগত ॥ ২৭

এইরূপে দুইজনে
বিভিন্ন আসনে বসিয়া
নিদ্রাভঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের
রহিল অপেক্ষা করিয়া ॥ ২৮
কতক্ষণে ভগবান
বুঝিয়া সময় আগত
নিদ্রাভঙ্গ ভাণ করি
মেলিলা লোচন আয়ত ॥২৯
আগেই তাঁহার লক্ষ্য
পড়িল অর্জ্জুন উপরে
বসিলেন শয্যাপরি
সম্ভ্রমে উঠিয়া সত্বরে ॥৩০
"কতক্ষণ সখে" বলি
সুধান স্বাগত বারতা
"আছিলাম নিদ্রাবেশে
মনে না করিহ অন্যথা" ॥৩১
"অনেক দিনের পর
দেখিনু এখানে তোমারে
কোরেছেন ধর্ম্মরাজ
কোন কি আদেশ আমারে" ?৩২
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা
অর্জ্জুন উত্তর করিল
"ধর্ম্মের নিয়োগ বশে
আসিতে আমারে হইল" ॥৩৩

(ক্রমশঃ)

শ্রীমুরারীমোহন করবর্ম্মা।
চন্দননগর (হুগলি) সারস্বতাশ্রম

সফল স্বপ্ন।

অদ্য গুড্‌ফ্রাইডে; খ্রীষ্টানদিগের আনন্দজনক ও পবিত্র উৎসবে ইহা অন্যতম। সমস্ত ইউরোপ জুড়িয়া আনন্দের হিল্লোল ছুটিয়াছে। রাত্রিতে যেমন সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি প্রতিফলিত হয় সেইরূপ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্দের তুফান।

লণ্ডনের ওয়েষ্ট মিনিষ্টার চার্চ্চে বড় জনতা; লণ্ডনের প্রত্যেক নরনারী পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া ঈশ্বর উপাসনার্থ গির্জ্জায় আসিয়াছে। বাসগৃহ আপন শ্রেণীর সম্মুখ দ্বার বহুবিধ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত। আজ খ্রীষ্টের জন্মদিন—আজ খ্রীষ্টানদিগের পরমোৎসব।

সন্ধ্যার সময় মাষ্টার উডলেন উপাসনা শেষ করিয়া বাহিরে আসিয়া মাষ্টার উডলেনের বয়ক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসর, শরীরের গঠন প্রণালী সুন্দর ভদ্রভাব ব্যঞ্জক। তিনি একজন লেখক; লণ্ডনের অধিকাংশ দৈনিক সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রে তাঁহার রচনা বাহির হইত। প্রত্যেক সম্পাদক আপনার সম্পাদিত পত্রে, মাষ্টার উডলেনের রচনা প্রকাশ করিতে যথেষ্ট আনন্দিত হইতেন। কারণ তৎকালে লণ্ডনের কৃতবিদ্য ব্যক্তি তাঁহার রচনা পড়িতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

মাষ্টার উডলেন দুই চারি কথায় নিজের বক্তব্য বিষয়কে সুন্দরভাবে করিতে পারিতেন। তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বিষয় অবলম্বন করিয়া, সুন্দর শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিতেন—তাই তাঁহার রচনার আদর।

মাষ্টার উডলেন সজ্জিত দীপমালার উজ্জ্বল আলোকে দেখিতে পান জনতার মধ্যে একটী পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকা একাকী ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার আকৃতি পরম সুন্দর, শরীর নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব পরিধানে মূল্যবান পরিচ্ছদ না হইলেও পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন বটে। বালিকার ভয়চকিত ও ললাটে উদ্বেগের রেখা প্রকটিত।

মাষ্টার উডলেন বালিকার বস্ত্র প্রান্ত চুম্বন করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন 'পবিত্র কুমারীর জয় হউক।'

বালিকা চকিত দৃষ্টিতে উডলেনের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল মহাশয়কে ধন্যবাদ!

উডলেন গম্ভীর স্বরে কহিলেন অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, আপনার উদ্বেগের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

বালিকা শান্তদৃষ্টিতে উডলেনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল আমার মাতামহীর সহিত গির্জ্জায় আসিয়াছিলাম, এখন তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না।

জনতায় তাঁহাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন?

হাঁ।

উডলেন কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর কহিলেন তাহা হইলে আপনি বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন; আচ্ছা, আমি তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে আপনাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।

বালিকা সম্মুখ দিকে চাহিয়া হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে কহিল ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের কষ্টের অবসান হইয়াছে, আমার মাতামহী এই দিকেই আসিতেছেন।

উডলেন দেখিলেন একজন বৃদ্ধা অস্থিরগতিতে এই দিকেই আসিতেছেন। বৃদ্ধার মুখমণ্ডল পরুষ ভাবব্যঞ্জক। চক্ষু দুইটী ক্ষুদ্র ও তীব্রতর দৃষ্টি বিশিষ্ট। বৃদ্ধা কর্কশকণ্ঠে বালিকাকে বলিলেন এখানে দাড়িয়ে কি করছিস?

বালিকা কি বলিতে যাইতেছিল, বৃদ্ধা সেদিকে মনোযোগ না দিয়া উডলেনকে নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কহিলেন এ কে?

বালিকা তাহার মাতামহীর এইরূপ অভদ্র ব্যবহারে লজ্জিতা হইয়া কহিলেন ইনি এক জন ভদ্রলোক।

বৃদ্ধা বক্রদৃষ্টিতে উডলেনেরদিকে চাহিয়া কহিলেন তা হ'তে পারে, তুই আয়।

বালিকা একবার সলজ্জ দৃষ্টিতে উডলেনের দিকে চাহিয়া তাহার মাতামহীর সহিত চলিয়াগেল। মাষ্টাব উডলেন বৃদ্ধার এইরূপ ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াগেলেন। বৃদ্ধার এইরূপ অভদ্র আচরণ ও নিষ্ঠুর স্বভাব দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি পূর্ব্বাপর ভুলিয়া সেই উন্মুক্ত স্থানে

দাঁড়াইয়া বালিকার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। উন্মত্ত ঝটিকারমত এই ... তাঁহার প্রশান্ত হৃদয়ে প্রবল তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছিল।

সহসা উচ্চব্যঙ্গ পূর্ণ হাস্যে তাঁহার চিন্তা ভঙ্গ হইল। উডলেন পশ্চাৎদিকে ... ফিরাইয়া দেখিলেন ফিলিপ উডমণ্ড একটী চুরুট দন্তে চাপিয়া হাস্য করিতে... ছেন উডলেন অপ্রতিভ হইয়া উডমণ্ডের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন। ... হাসি কেন? উডমণ্ড কোন উত্তর দিলেন না। মাষ্টার উডলেনের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন।

উডলেন পুনরায় কহিলেন, হাসিতেছ কেন কি হইয়াছে?

উডমণ্ড পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, মেয়েটী কে?

উডলেন আকুলকণ্ঠে কহিলেন মেয়েটী কে তাহা জানিনা।

উডমণ্ড পুনরায় উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন উডলেন মৃদুকণ্ঠে কহিলেন ঈশ্বরের শপথ তাহাকে আমি চিনি না।

উডমণ্ড বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন তাহার সহিত খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে কথা কহিতেছিলে, আমি মনে করিয়াছিলাম মেয়েটী তোমার পরিচিত।

না, সে জনতার মধ্যে তাহার মাতামহীকে খুঁজিতেছিল কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে না পাওয়ায় অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। আমি তাহাকে ভয়াকুল চিত্তে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে দেখিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হই এই স্থলে তাহার সহিত আমার কথোপকথন হয়।

উডমণ্ড তাহার স্বভাব সুলভ হাস্য করিয়া কহিলেন তা বেশ এখনতো সে চলিয়াগিয়াছে তবে আর পথে দাঁড়িয়ে কেন?

উডলেন ধীরে ধীরে কহিলেন চল।

উডলেন চলিতে চলিতে বলিলেন মেয়েটীর স্বভাব বেশ ধীর, অল্পক্ষণের আলাপেই আমি তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। তাহার কথাবার্ত্তার ভাবও বেশ মনোহর।

উডমণ্ড হাসিতে হাসিতে কহিলেন চাঁদ সুন্দর সুতরাং চাঁদের কিরণও সুন্দর মেয়েটী বেশ সুন্দর নহে কি? আমারতো দূর হইতেই তাহাকে সুন্দর বলিয়া মনে হইল। যে নিজে সুন্দর তাহার সমস্তই সুন্দর।

উডলেন খুব মনোযোগের সহিত উডমণ্ডের কথাগুলি শুনিলেন। তাঁহার কথা সমাপ্ত হইলে উডলেন অধীরকণ্ঠে কহিলেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

মেয়েটী বেশ সুন্দরী।

যাক সে কথা ভাবিয়া আর কি হইতেছে, লর্ডমণিংটনের বাড়ী যাইবে তো?

হাঁ যাইব, সেখানে আমারও নিমন্ত্রণ আছে।

তবে চল।

সাড়ে আটটার সময় তাঁহারা মণিংটনের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। মণিংটনের পুত্র অ্যাণ্ডু মণিংটন দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া নিমন্ত্রিতগণের অভ্যার্থনা করিতেছিলেন। উডলেন ও উডমণ্ড সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তথায় বহু নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আহার করিতেছিলেন। উডলেন ও উডমণ্ড তাহাদের পার্শ্বে একটী টেবিলে আহার করিতে বসিলেন।

উডমণ্ড আহার করিতে করিতে একবার দক্ষিণ পার্শ্বে চাহিলেন চাহিবামাত্র তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল। বসন্তের কোকিলের মত তাঁহার চিরফুল্ল হৃদয়ে কি যেন দারুণ আঘাত লাগিল। উডমণ্ড নিজ মনোভাব গোপন করিবার জন্য আত্মসংযমের চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু যদি কেহ তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিত তাহা হইলে সে বুঝিতে পারিত—উডমণ্ড তাঁহার ক্রোধব্যঞ্জক ভাবকে গোপন করিতে বৃথা চেষ্টা করিতেছেন।

উডমণ্ড ভাল করিয়া আহার করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া উডলেন কহিলেন—'খাদ্যগুলি কি আহারের পক্ষে উত্তম নহে?'

উডমণ্ড উডলেনের কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া কহিলেন 'দেহটা বেশ ভাল নহে।'

উডলেন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন 'আহার করিবার পূর্ব্বেও দেহ সুস্থ ছিল বোধ হয়—হঠাৎ অসুস্থ হইবার কারণ কি?'

উডমণ্ড কোন উত্তর করিলেন না। উডলেন চিরফুল্ল চিরবাচাল উডমণ্ডের এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

আহার শেষ হইলে উডমণ্ড গম্ভীর বদনে কহিলেন 'আমার দেহ অসুস্থ

হইলেও বিশেষ একটু কারণে আমাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। তোমার সহিত যাইতে পারিব না।'

'আচ্ছা তুমি এস'। বলিয়া উড্ডলেন ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। দুইটী চেয়ারে পাশাপাশি বসিয়া একটী যুবক ও একটী যুবতী কথোপকথন করিতেছিল। উডমণ্ড ধীরে ধীরে তাহাদের পশ্চাতে কিছুদূরে একটী চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। তাহাদের কথা কেহ শুনিতে পারে বলিয়া যুবক যুবতীর ধারণা ছিল না তাহারা নিশ্চিন্ত মনে কথা কহিতেছিল। যুবক বলিতেছিল 'প্রকৃত প্রণয়ীর উপর বিধাতার অভিশাপ আছে ফ্লোরা, তাহা হইলে আমার এমন বিড়ম্বনা কেন?

'সে জন্য কিছু ভাবিও না, প্রবাহমুখে তৃণের ন্যায় সমস্ত বাধাবিঘ্ন ভাসিয়া যাইবে। প্রণয় কাহারও কথার বশীভূত নহে, সে আপনার মনে আপনই বর্দ্ধিত হয়।'

'তা বটে তবে তোমার পিতামাতার অমতে'

'সেজন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না, পিতামাতার মতের ভার আমার উপরে রহিল।'

'দেখিও ফ্লোরা, আমার আশা আমার আনন্দ সমস্তই তুমি। যদি তোমাকে না পাই, যদি তুমি অন্যের পরিণীতা স্ত্রী হও, তবে পৃথিবীর সহিত আমার সমস্ত সম্বন্ধ দূর হইবে।'

'অত বলিতেছ কেন প্রিয়তম, তুমিওতো আমার তাই। তুমি আমার অতীত সুখস্মৃতি—তুমি আমার ভবিষ্য আনন্দের উজ্জ্বল চিত্র। আমিও যদি তোমাকে না পাই তবে পৃথিবীতে বাস আমার কি ভারবোধ হইবে না?

যুবক তখন কতকটা সুস্থ হইয়া কহিল 'তবে আজ আসি, রাত্রি অধিক হইতেছে।'

'আচ্ছা, এস।'

যুবক একবার সতৃষ্ণনয়নে যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল। যুবক চলিয়া যাইবামাত্র উডমণ্ড যুবতীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন 'ফ্লোরা!'

যুবতী উডমণ্ডের মুখের দিকে চাহিয়া অবনতমুখী হইল।

'মানব হৃদয় কি ক্রীড়ার সামগ্রী?'

ফ্লোরা নীরব! এ নীরবতা ঝটিকার পূর্ব্বে প্রকৃতির নীরবতার ন্যায়। কিছুক্ষণ পরে কহিল 'মানব হৃদয় ক্রীড়ার সামগ্রী নহে তাহা জানি বলিয়াই নিজের ভ্রম সংশোধন করিয়া লইয়াছি।'

'তোমার মত রমণীর মুখদিয়া এমন কথা বাহির হইল কি করিয়া? বজ্রসারে তোমার হৃদয় গঠিত। তোমার মন অতি লঘু, তোমার সংকল্প বহুরূপীর ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হয়।'

'আমার মন ও হৃদয়ের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার তোমার কতদূর সঙ্গত অধিকার আছে, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল। যাহাই হউক তোমার বক্তব্য বোধ হয় শেষ হইয়াছে!

উডমণ্ড করুণস্বরে কহিলেন একবার দাঁড়াও আমার কথা এখনও শেষ হয় নাই; নিষ্ঠুর ফ্লোরা তোমার বদন অমন সুন্দর—তোমার অধরের হাসি অতি মধুর কিন্তু তোমার হৃদয় অত কঠোর কেন? তোমার বিরাগের কারণ জানিতে পারিনা কি?

যুবতী মৃদুস্বরে বলিল কারণ শুনিয়া কি হইবে, অপ্রীতিকর বিষয়ের যত অল্প আলোচনা হয় ততই ভাল।

উডমণ্ড আকুলস্বরে বলিলেন তা হয় হউক, ছিন্নমূল তৃণ অধিকক্ষণ সজীব থাকেনা বটে, তবু কিছুক্ষণের জন্যও হরিদ্বর্ণবিশিষ্ট ও মনোহর দেখায়। ফ্লোরা, তোমাকেই আমি সৌন্দর্য্যসম্পন্ন রমণী রত্ন মনে করেছিলাম তোমার সৌন্দর্য্যই আমার নয়নকে সর্ব্বাগ্রে মুগ্ধ করিয়া ছিল, তোমারই অধর প্রান্তবিহারী হাস্য রেখাকেই আমার দুঃখ ও দৈন্যে পরম সান্ত্বনার বিষয় মনে করিয়াছিলাম কিন্তু তোমার অপ্রত্যক্ষীভূত অন্তঃকরণ যে এত ক্রুর তাহাতো জানিতে পারিনাই ফ্লোরা!

আমি আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না, আমার পিতা বোধ হয় আমাকে খুঁজিতেছেন।

আর একবার দাঁড়াও, তুমি নিষ্ঠুর তুমি হৃদয়হীন তাহা বুঝিতে পারিয়াছি

কিন্তু তুমি পরম সুন্দর ! তোমার নীল নয়নের জ্যোতি অতি উজ্জ্বল, হাস্য উইলো ফুলের ন্যায় হৃদয়রঞ্জনকারী ; আইভি লতার মত তোমার তনু সতত ক্রীড়াশীল ; গমনে কম্পিত নৃত্যে তরঙ্গিত—আন্দোলনে, তুমি একবার দাঁড়াও—তুমি নিষ্ঠুর হইলেও অপরূপ অধিকারিণী ।

ফ্লোরা কিন্তু দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে কক্ষান্তরে গমন করিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মুখোপা

নালিকুল ট্রেনিং স্কু

রামপাল ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ৮ম প্রবন্ধ ১৩২৫ চৈত্রসংখ্যা ৫৫০ পৃষ্ঠা হ

প্রায় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে বল্লালী বিক্রমপুরের কুলীনব গিয়া চন্দ্রদ্বীপ প্রতিষ্ঠাতা রাজা দনুজমর্দ্দন চন্দ্রদ্বীপ সমাজ স্থাপনের চে বঙ্গজ কুলীন কায়স্থগণের আদিভূমি বল্লাল প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন বিক্রমপু তদানীন্তন আয়তন বর্ত্তমান বিক্রমপুরের ত্রিগুণ ছিল। আধুনিক বাজু ও ফতেয়াবাদ প্রাচীন বিক্রমপুর সমাজেরই বিভিন্ন অংশ। বল্লা পুর সমাজ স্থানের পূর্ব্বদিকে মেঘনানদী, উত্তর দিকে ধলেশ্বরী, বঙ্গ ও বারেন্দ্রের সীমা নির্দ্দেশক ইছামতী, এবং দক্ষিণ দিকে অন প্রাচীন বিক্রমপুরের পশ্চিম বাজু যাহা পরবর্ত্তীকালে চন্দ্রদ্বীপের কারিকায় কেবল 'বাজু' নামে পরিচিত হইয়াছিল, তাহার উত্তর ধলেশ্বরী আজও প্রবাহিত; উক্ত ধলেশ্বরী নদীই প্রাচীন পদ্মা বা আদি স্রোত। বর্ত্তমানে ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার মধ্যবর্ত্তী পদ্মা নূতন স্রোত যে আধুনিক তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেই অবগত আছে কায়স্থ কুলীনগণের বীজপুরুষ মকরন্দ, দশরথ, বিরাট ও কালিদাস ঠাকুরগণ হইতে ৩য় ও ৪র্থ পর্য্যায়ে পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর মহারাজ কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান করেন এবং এই সময়ে ব্রাহ্মণ ও কা ব্যতীত অন্য কেহ এই কুলমর্য্যাদা বা আভিজাত্যের গৌরব

নাই। যাহা অপ্রতিবাদিত সত্য বলিয়াই প্রাচীন কুলশাস্ত্রে আমরা দেখিতে —বারেন্দ্র কায়স্থ, বৈদ্য, বৈদিক ব্রাহ্মণ'—এই সমাজ ত্রয় বঙ্গীয় সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াও সেই কৌলীন্য লাভ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক কায়স্থ কুলীনবর্গের ৩য় ও ৪র্থ পর্য্যায়ে কৌলীন্য মর্য্যাদা লাভ করিবার পর তাঁহারা ১০ম ও ১১শ পুরুষ পর্য্যন্ত বল্লাল প্রতিষ্ঠিত সেই প্রাচীন বিক্রমপুর সমাজেরই গৌরববর্দ্ধন করিয়া আসিতেছেন। এই সমস্ত কায়স্থ কুলীনবর্গের ১১শ পর্য্যায়ের কুলীনগণের কেহ কেহ চন্দ্রদ্বীপের 'দে' রাজাদিগের বৃত্তি ও শাসন গ্রাম লাভ করিয়া অভিনব চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, কিন্তু আত্মমর্য্যাদায় যাঁহারা 'বল্লালী বিক্রমপুর' সমাজের বিশেষ প্রতিষ্ঠ ছিলেন তাঁহারা কেহই এরূপ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কিন্তু সেই প্রাচীন বিক্রমপুর সমাজ এই সময়ে কোনও শক্তিসম্পন্ন রাজার অধিকারে সময়ে যাঁহারা চন্দ্রদ্বীপে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের যে কিরূপ দুর্দ্দশা তাহা সহজে বোধগম্য ! যে সকল প্রাচীন কুলীন বংশ স্থানভ্রষ্ট হইয়া কুলচ্যুত হইবার আশঙ্কায় আদি বাসভূমি পরিত্যাগ করেন নাই, তাহাই আমাদিগের প্রাচীনত্বের নিদর্শন। চন্দ্রদ্বীপ প্রস্থান কুলীনগণ এবং দ্বীপের রাজগণ তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে বারংবার অযৌক্তিক বাক্য প্রয়োগ প্রাচীনত্বের নিদর্শনটুকুও নষ্ট করিবার বহু প্রকারে চেষ্টা করিয়াছেন। এমন কি তাঁহারা প্রাচীন কুলীনগণের আবাস স্থল বল্লালী বিক্রম-কেহ ভ্রষ্টস্থল বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য প্রলুব্ধ ঘটকদিগের অযথা চীৎকার করিয়া গিয়াছেন ! প্রাচীন কুলীনগণকে 'কুলজ্ঞ' নামক আখ্যায় পরিচিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন ! আভিজাত্যের গৌরবস্পর্দ্ধী কুলীনগণ কৌলীন্যের বীজভূমি বল্লালী বিক্রম-সমাজের সম্মান কখনও ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। যশোহর বা বাকী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় চন্দ্রদ্বীপ সমাজের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। এমন কি চন্দ্রদ্বীপ সমাজ প্রতিষ্ঠা হওয়ায় বিক্রমপুর ও আদি বল্লালী নিয়মের যে ক্ষতি ছিল বলিয়াই, নাবালক রামচন্দ্র প্রতাপের কন্যাকে বিবাহ করিয়া সেই পুরুষের আশ্রয়-গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বীপের অন্নদাস ঘটকবর্গ বালককে রক্ষা করার জন্য অনেক প্রলাপ বকিয়াছে, কিন্তু নাবালক রামচন্দ্র

যে প্রবল প্রতাপান্বিত যশোহর রাজের আশ্রিত না হইলে তাঁহার পরিণাম কি হইত তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেই সহজে অনুমান করিতে প্রতাপকে বিশ্বাসঘাতক প্রতিপন্ন করিবার জন্য চন্দ্রদ্বীপের অন্নদাসগণ সকল মিথ্যা কথার প্রচার করিয়াছে, অতিবড় গণ্ডমূর্খ ব্যতীত তাহা করিতে পারে না। যাহা হউক এ সকল সামাজিক লড়াই পরমানন্দী অনেক পরে হইলেও, তথনও, চন্দ্রদ্বীপ ব্যতীত অন্য কোনও স্থানের কুলীনবর্গ চন্দ্রদ্বীপের অন্নদাস হইয়া স্ব স্ব স্বাধীনতা নষ্ট করেন নাই। অন্নদাসগুলী এতদূর 'নমকহারাম' হইয়া উঠিয়াছিলেন যে পিতা, পিতামহ প্রপিতামহদিগের কৌলীন্য স্থান প্রাচীন বিক্রমপুর সমাজকেই চন্দ্রদ্বীপের গ্রন্থে "ভ্রষ্টস্থান" বলিয়া ঘোষণা করিতেও লজ্জা বোধ করেন নাই! মতঃপরম্? এই সব পরমানন্দী স্বার্থপরতা। বল্লালী কৌলীন্যের প্রাচীন বিক্রমপুরকে 'ভ্রষ্টস্থান' বলিয়া নির্দ্দেশ করা সেই মাতামহ রই কার্য্য। বল্লালী নিয়মের বিরুদ্ধে আধুনিক চন্দ্রদ্বীপকে শ্রেষ্ঠ স্থান জন্য পরমানন্দ ও ঘটক রামানন্দ কৌশল করিলেন :—কারণ—

"ভ্রষ্টস্থান নিবাসী চ সদ্বংশশ্চ ভবেন্নরঃ।
পদচ্যুতোঽপি তৎকুলৈঃ কথ্যন্তে কুলভূষণৈঃ॥
কুর্য্যাচ্চেৎ কুলকর্ম্মাণি তত্রকুলে ক্রমাগতঃ।
'কুলজ্ঞশ্চ' সমাখ্যাতঃ কথ্যন্তে গ্রন্থকারকৈঃ॥

চন্দ্রদ্বীপের তথাকথিত কুলভূষণ এবং অন্নদাস ঘটক গ্রন্থকার গায়ের জোড়ে বাঁদ্‌লেন সমাজকে বিক্রমপুরের গৌরবমণ্ডিত স্বর্ণাসনে জন্য লালায়িত। বল্লালী বিক্রমপুরকে 'ভ্রষ্টস্থান' ও প্রকৃত কুলীন "কুলজ" নামক নূতন পদ্ধতিতে আবিষ্কার করার অন্য কোন উদ্দেশ্য বঙ্গদেশে ঘোস ঠাকুর ও বসুঠাকুর মহাশয়গণের ৩য় পর্য্যায়ে বঙ্গজ কুলীন প্রতিষ্ঠিত। দেবীবর বলিয়াছেন :—

"ঘোষেষু চ সমাখ্যাতশ্চতুর্ভুজ মহাকৃতী।
বসুবংশে চ মুখোদ্দীন রাক্ষণ পুষণো॥
গুহে দশরথশ্চৈব মিত্রে তারাপতিস্তথা।
দত্তে নারায়ণশ্চৈব এতেচ বঙ্গজাঃ স্মৃতাঃ॥

কুলশাস্ত্রে দেখা যায় যে ১১শ পর্য্যায়ে, রাম দে বংশীয় সদানন্দের পুত্র কংশারী ...নাথের পুত্র শুক্লাম্বর, কার্ণ ঘোষ বংশ ... পর্য্যায়ের ছয়কড়ি ঘোষজ ১১শ পর্য্যায়ের কামদেব বল্লালী প্রাচীন বিক্রমপুর সমাজ হইতে গিয়া 'দে' রাজ কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ হইয়া বংকুলে স্বকীয় কুল বিসর্জ্জন দিয়াছেন; বসুবংশে পুরবসুর প্রপৌত্র ও বিক্রমপুর সমাজের কুলীন ষষ্ঠী থাকে পুত্র চক্রপাণি, তাঁহারই প্রথম পুত্র মার্কণ্ডেয় বসু চন্দ্রদ্বীপ সমাজে গিয়াছিলেন, এবং উক্ত মার্কণ্ডের পৌত্র বলভদ্র 'দে' রাজার কন্যা বিবাহ করিতেও লজ্জা বোধ করেন নাই। নব প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের 'দে' রাজগণ কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ হইয়াই বিক্রমপুর সমাজের কোন কোন কুলীন চন্দ্রদ্বীপ সমাজ ভুক্ত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অর্থের প্রলোভনে বিক্রমপুরের কুলীনকুলভূষণ মহামতি থাকবসুর বংশধর হইয়াও নষ্টবুদ্ধি বলভদ্র 'দে'বংশে বিবাহ করিয়া নিজ বংশকেও কলঙ্কিত করিয়াছিলেন। মহামতি থাকবসুঠাকুরের 'সমীকরণ' পাঠ করিলেই কুলীনগণ মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে বল্লালী বিক্রমপুর সমাজে তিনি কুলীন শ্রেষ্ঠগণের অন্যতম ও মহাকুল সম্পন্ন মহাকৃতী ছিলেন। তাহা এই :—

"আত্মোভীতশ্চ ভীমশ্চ গুহোমুক্তিবসুস্তথা।
মতিঘোষস্তথা বাচুস্থাকাথ্য বসুকস্তথা।
বিভাকরাথ্য ঘোষশ্চ সমাশ্চাষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

ইঁহারা ঘৃণ করিয়াই চন্দ্রদ্বীপ যান নাই; কৌলীন্যের আদিভূমি বিক্রমপুরে ইঁহারা সকলেই কুলীন। সুতরাং ইঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে কেহ ... সামান্য প্রলোভনেই সম্মান বিক্রয় করেন নাই; তাহা নির্ব্বোধেরও বোধগম্য। কারণ তাঁহাদিগের কুল ... জলের ন্যায় নির্ম্মল ছিল। যাহা হউক পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে রামপাল কায়স্থ পালরাজের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিমন্দির। যাদব কুলসম্ভূত যে বর্ম্মরাজ জাতবর্ম্মা কৈবর্ত্তপতি দিব্যের ভুজশ্রীকে নিন্দা করিয়া (নিন্দন্দিব্য ভুজশ্রিয়ং) ছিলেন পঞ্চগৌড়াধিপ রাজাধিরাজ রামপালের পক্ষ সমর্থন করিয়া যে স্থলে কৈবর্ত্ত সেনাপতি দিব্যকে পরাজয় করিয়াছিলেন এবং রাজাধিরাজ রামপালের বাহুবল চিরস্মরণীয় করিবার জন্য সেই স্থলে রামপাল নামক সুপ্রসিদ্ধ নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই জাতবর্ম্মা চেদিপতি কর্ণ-

দেবের জামাতা। পক্ষ গৌড়াধিপ ৩য় বিগ্রহপাল সেই চেদিপতি কর্ণদেবের অপর কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এজন্য দেব পাল ও বর্ম্মা পরস্পর সকলেই আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। চেদিপতি কর্ণদেব যৎকালে অঙ্গ, বঙ্গ ও কামরূপ আক্রমণ করেন তৎকালে তাঁহার জামাতা জাতবর্ম্মা সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সূত্রেই তিনি বঙ্গ বা বিক্রমপুর অধিকার করিয়া বঙ্গের সিংহাসনে অধিকারী হইয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বের ঘটনা বলিব। মহাকবি বিহ্লনের বিক্রমাঙ্কচরিত পাঠ করিলে দেখা যায় যে তৎপূর্ব্বেই গৌড়বঙ্গে কর্ণাটগণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হইতেছিল এবং তাঁহাদিগের অধিনায়ক কল্যাণের চালুক্যরাজ ১ম সোমেশ্বর আহবমল্লের পুত্র কুমার বিক্রমাদিত্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সমতট বা বঙ্গরাজ্য জয় করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার নামানুসারেই তিনি সমতট বা বঙ্গ নামের পরিবর্ত্তে বিক্রমপুর ভুক্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নতুবা পালরাজগণের বীজপুরুষ গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপালের সময়েও সমতট বা বঙ্গ বলিত এবং বঙ্গদেশীয় সেনাগণ "বঙ্গাল" নামেই অভিহিত হইত। সেই সময়েই কর্ণাট ক্ষত্রিয় সেনরাজগণের বীজপুরুষ সামন্তসেন রাঢ়দেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়াই এখন অনেকে অনুমান করেন। গৌড়রাজ মালাকার রমাপ্রসাদ বাবুর এই অনুমানের পক্ষপাতী কিন্তু পণ্ডিত প্রবর প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় এ অনুমান সঙ্গত মনে করেন না। তিনি বলেন কুমার বিক্রমাদিত্যের গৌড়বঙ্গ আক্রমণের বহুপূর্ব্বে সামন্ত সেনের অভ্যুদয়।

যাহা হউক চেদি ও পালবংশের সহিত বিক্রমপুরের বর্ম্মবংশ সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন এবং সেই কারণে গৌড়ে কৈবর্ত্ত বপ্লব না হওয়া পর্য্যন্ত গৌড়মণ্ডল শান্তির সুখময় ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া নানাবিধ উন্নতর পথে অগ্রসর হইয়াছিল। যে সময়ে কৈবর্ত্ত সেনাপতি দিব্যের পরাজয়ে গৌড়ের সামন্তরাজ বর্ম্মারাও মহারাজ রামপালের নামানুসারে বিক্রমপুরে 'রামপাল' নামক সুপ্রসিদ্ধ নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন সেইসময়ে গৌড়াধিপ স্বয়ং বিক্রমপুরে উপস্থিত ছিলেন, তাহাও রাজকবির লিখিত শ্লোকে তিনি আভাস দিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চেদিপতি কর্ণদেবের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী বীরশ্রীকে বীরবর্ম্মরাজ জাতবর্ম্মা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারই গর্ভে শ্যামল বর্ম্মার জন্ম। শ্যামলের জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহারাজ হরিবর্ম্মাই জাতবর্ম্মার জ্যেষ্ঠা পত্নির গর্ভজাত সন্তান। গৌড়েশ্বর রামপালের পিতা তৃতীয় বিগ্রহপালও চেদিপতি কর্ণদেবের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী যৌবনশ্রীকে বিবাহ করেন সুতরাং রামপাল ও শ্যামলবর্ম্মা উভয়েই ভ্রাতৃস্নেহে আবদ্ধ; একে অন্যের মাতৃষসা পুত্র। বিলোলাশ্রীর অপর নাম বীরশ্রী ছিল।

একণে আমরা বঙ্গে বা রামপালে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-আগমনের ইতিহাস কিছু আলোচনা করিব।

জাতবর্ম্মা কিছুকাল শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া, তদীয় পুত্র ও শ্যামল বর্ম্মার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিবর্ম্মাকে স্বায়ম্ভুব মনুরূপে স্থাপন করিয়া আপনি রাজা না হইয়াও, আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। শ্যামলবর্ম্মার পুত্র ভোজবর্ম্মার শাসনলিপিতে হরিবর্ম্মাই আদিরাজ বা আদ্যপুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। গ্রহণ করিলেও শ্যামল বর্ম্মাকেই "শ্রীমাঞ্জগৎপ্রথম মঙ্গলনামধেয়ঃ" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। শ্যামলবর্ম্মা কনৌজরাজ নীলকণ্ঠের সুদক্ষিণা নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। শ্যামলবর্ম্মা অনেক রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তন্মধ্যে জগদ্বিজয় মল্লের কন্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরী মালব্য দেবীর এবং কনৌজরাজ নীলকণ্ঠের কন্যা সুদক্ষিণা দেবী ইতিহাসে প্রথিতা হইয়াছেন সুতরাং শ্যামলের মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল ভারত প্রসিদ্ধ। বারাণসীর পশ্চিমে কর্ণাবতী সমাজ সামলের মাতামহ কর্ণদেবই প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালে কর্ণাবতী কানোজ সমাজই বেদবেদাঙ্গ পারগ ব্রাহ্মণগণের কেন্দ্রভূমি ছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা, রঙ্গপুর।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

কায়স্থোপনয়ন :—বীরভূম জেলার হিলোড়া গ্রাম নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন :—জাজীগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মিত্র মজুমদার ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ ভোলানাথ মিত্র মজুমদার মহাশয় ৮ কাশীধামে গত ২১শে কার্ত্তিক চন্দ্রগ্রহণের দিবস তত্রত্য পুরোহিত ও আচার্য্য এবং পণ্ডিতগণ দ্বারা ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ

করিয়াছেন। স্থানীয় কায়স্থগণ আর কাল বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া নিদ্রিত উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থকে জাগরিত করিবেন যেন ইহাই প্রার্থনা। সৎকার্য্যে ভগবান সহায় ও সন্তুষ্ট হইবেন।

২। কায়স্থোপনয়ন।—খাজুরা মধ্য ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত মধুসূদন মিত্র মহাশয় লিখিতেছেন :—"যশোহরের ভূতপূর্ব্ব উকীল ৺ভারতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বিগত ... অগ্রহায়ণ তারিখে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা কায়স্থজাতির গৌরবের বিষয়।

৩। ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ :—উক্ত মিত্র মহাশয় লিখিতেছেন :—উক্ত ৺ভারতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া গত ২৬শে কার্ত্তিক পরলোক গমন করেন বিগত ৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে তাহার আদ্যকৃত্য যথাবিধি ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশাহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

৪। ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ।—রঙ্গপুর কায়স্থ সভা হইতে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ মহাশয় লিখিতেছেন :—অত্রস্থ ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টের কেরাণী শ্রীযুক্ত রসিকলাল বসুবর্ম্মা মহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধ বিগত ৩রা অগ্রহায়ণ ত্রয়োদশাহে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। রসিক বাবু রায়েরকাঠির প্রসিদ্ধ বসুবংশীয় দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কুলীন। তাহার সৎসাহস ও এবং শাস্ত্রানুসরণ অতীব প্রশংসনীয়। স্থানীয় উপবীতী ও অনুপবীতী কায়স্থমণ্ডলী রসিকবাবুর পিতৃশ্রাদ্ধে যোগদান ও আহারাদি করিয়াছিলেন। রসিকবাবুও সাধ্যানুসারে ব্যয় করিতে ত্রুটি করেন নাই। রঙ্গপুর সহরবাসী ব্রাহ্মণ পুরোহিত বিক্রমপুর রুদ্রকরের শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় উৎসাহ সহকারে সকল বিষয় তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। ক্ষত্রোচিত কার্য্য করার জন্য আমরা রসিকবাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

৫। শোক প্রকাশ।—আমরা সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে কায়স্থ কুল গৌরব স্বজাতিবৎসল, কায়স্থসভার স্তম্ভ স্বরূপ দিনাজপুর মহারাজা গিরিজানাথ রায়বর্ম্মা বাহাদুর কে, সি, আই, ই বিগত ৬ই পৌষ পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র কায়স্থ সমাজ মুহ্যমান। তদীয় ... কুমার বাহাদুরকে এবং তাহার পরিবারবর্গকে তাহাদিগের শোকে আমাদিগের সমবেদনা সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবঃ শরণম্

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক পত্রিকা।

১২শ খণ্ড। পৌষ মাস ১৩২৬ সাল। ৯ম সংখ্যা

কর্ম্মজীবন ও সাকার উপাসনা।

(শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত)

ক্রিয়া ব্যতিরেকে সিদ্ধিলাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। এই নিমিত্তই উল্লেখ আছে যে,—

"সদাক্রিয়া প্রকর্ত্তব্যা ক্রিয়াখ্যা সিদ্ধিমুত্তমাম্।
প্রাপ্নোতি সাধকশ্রেষ্ঠ অতএব ন চ ত্যজেৎ॥

মুণ্ডমালা তন্ত্র। ২ পটল।

সর্ব্বদা ক্রিয়া তৎপর হওয়া উচিত, কারণ সাধকবৃন্দ ক্রিয়াদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। অতএব ক্রিয়া পরিত্যাগ করা কদাচ উচিত নহে।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২০শ শ্লোক পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, জনকাদি মহাত্মারা কর্ম্মদ্বারাই জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। অতএব মনুষ্যদিগের ধর্ম্মে প্রবৃত্তির কারণ তোমার কর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, কর্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিত নহে।

বেদান্ত দর্শনে দেখা যায়—

"সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদি শ্রুতেরশ্ববৎ।"২৬।

বেদান্ত। ৪র্থ পাঃ।৩

অর্থাৎ যেরূপ অভিলষিত স্থান প্রাপ্তির নিমিত্ত অশ্বের প্রয়োজন, জ্ঞান প্রাপ্তির নিমিত্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মের প্রয়োজন। জ্ঞানোৎপন্ন হইলেও কর্ম্মের আবশ্যক আছে। যথা—

"শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ

বেদান্ত। ৩অঃ।

জ্ঞানোৎপত্তি হইলেও, শমদমাদির অপেক্ষা আছে। গীতাদিতে আছে যে, জ্ঞানোৎপত্তি হইলেও ফলাভিসন্ধানে বিরত হইয়া সকল অনুষ্ঠান করিবে।

জ্ঞানোৎপত্তি হইলেও কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন এই যে, কর্ম্মে বিরত উৎপন্ন জ্ঞানের ব্যাঘাত জন্মে। যেরূপ গান্ধর্ব্ব বিদ্যার সুশিক্ষিত স্বরসাধন পরিত্যাগ করিলে শিক্ষিত বিদ্যার লোপ হয়, তদ্রূপ জ্ঞান কর্ম্মাদি, জ্ঞান জন্মিলেও করা কর্ত্তব্য। তদ্ব্যতীত 'আমার জ্ঞান বলিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে জ্ঞান ভ্রষ্ট হয়, এবং কর্ম্মত্যাগ নিমিত্ত নরক হয়। যথা—

"অহং জ্ঞানীতি মত্বাবৈত্যজেৎ কর্ম্মাণি মূঢ়ধীঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং রৌরবং পিতৃভিঃ সহ॥"

বেদান্ত শি

আমি জ্ঞানী হইয়াছি, আমার কর্ম্মের আবশ্যক নাই বলিয়া ব্যক্তি কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সেই মূঢ় পিতৃগণের সহিত ঘোর নরক করে।

গীতায় লিখিত আছে,—

"আরুরুক্ষোর্ম্মনের্যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥"

গীতা, ৬ষ্ঠ, ৩

যে মুনি জ্ঞানযোগে আরোহণ করিতে অভিলাষ করেন, কর্ম্মই তাঁহার প্রতি ণ, আর যোগারূঢ় ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি জ্ঞানযোগে আরূঢ় হইয়াছেন, কর্ম্ম াগই তাহার কারণ রূপে উক্ত হইয়াছে।

াজ্ঞবল্ক্যের উক্তিতে একস্থানে দেখা যায়—

"স সন্দিগ্ধমতিঃ কর্ম্মফলমস্তি ন বেত্তিবা।
বিপ্লুতঃ সিদ্ধমাত্মানমসিদ্ধোপি হি মন্যতে॥"

কর্ম্মফল আছে কি না আছে, এরূপ সন্দিগ্ধমতি যে ব্যক্তির বিপ্লুত চিত্ত হয়, ুক জ্ঞান সাধনে অসিদ্ধ অর্থাৎ অনধিকারী বলিয়া জান।

অতএব কেবল বাক্যদ্বারা আত্মজ্ঞান সিদ্ধ হয় না। শাস্ত্রোদিত কার্য্যা- নের আবশ্যক করে। কারণ মনঃস্থির না হইলে আত্মজ্ঞান লাভ করা না। এই হেতু বেদ ও অপরাপর শাস্ত্র কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে অনুশাসন াছেন। যথা—

"বেদানুবচনং যজ্ঞো ব্রহ্মচর্য্যং তপোদমঃ।
শ্রদ্ধোপবাস স্বাতন্ত্র্যমাত্মনো জ্ঞানহেতব॥"

বেদের এই অনুশাসন যে, যজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, দম, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, অর্থাৎ শাস্ত্রোক্তি প্রতি বিশ্বাস, উপবাস অর্থাৎ একাদশ্যাদি ব্রত এবং াধীনতা এই সকল আত্মজ্ঞানের কারণ।

তন্ত্রে দেখা যায়—

"জ্ঞানস্য কারণং শাস্ত্রং জ্ঞানং শাস্ত্রং বিনাশনং।
ফলস্য কারণং পুষ্পং ফলং পুষ্পং বিনাশনং॥"

ইতি তন্ত্রবাক্য।

অপিচ—

"জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তিঃ ভক্তিস্তজ্ঞানস্য কারণং।
ধর্ম্মাৎ সংজায়তে ভক্তিঃ ধর্ম্মোযজ্ঞাদি কোমতঃ॥"

তন্ত্রবাক্য।

যদি কেহ এখন বলেন যে, ব্রহ্ম এক ভিন্ন আর দুই নহে তখন ব্রহ্মোপাসনা ব্যতীত যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ব্রত উপবাসাদি করিবার আবশ্যকতা দেখা যায় না। না, তাহা কখনই বলিতে পারা যায় না। কারণ ভিন্ন ভিন্ন

বস্তু প্রত্যয়ের অধ্যাস থাকিতে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইতে ... কেননা, এক ব্রহ্ম পঞ্চধারূপে অবস্থিতি করিতেছেন। সুতরাং মায়াসা... রূপে পরব্রহ্মের উপাসনা কদাচ হইতে পারে না। এবং মায়াসক্ত না... ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যয় হয় না। কারণ—'যত্রনাস্তি মহামায়া তত্র কিঞ্চি... অর্থাৎ যেখানে মায়ার সম্পর্ক নাই সেখানে কিছুই নাই। অতএব মা... ব্যতীত ব্রহ্মোপাসনা কেবল খ-পুষ্প ভাবনা মাত্র। এখন শরীরধারী ... কর্ম্মযোগ দ্বারা সশক্তিক পরমেশ্বর ভিন্ন নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা অসম্ভব... বিনা কর্ম্মে শরীর স্থায়ী নহে। যথা—

"যথা দীপস্য দীপত্বং স্নেহযোগেন দৃশ্যতে।
তথা কর্ম্ম নরঃ প্রাপ্য শরীরং সমজায়তে॥"

বিষ্ণু...

অর্থাৎ যদ্রূপ তৈল বিনা দীপের দীপত্ব থাকে না, তদ্রূপ বিনা কর্ম্মে পু... শরীরত্ব থাকিতে পারে না।

অতএব যখন কর্ম্মের অবিশ্রান্ত গতি রোধ করিবার যো নাই, তখ... পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা কিরূপে সম্ভবপর হইবে? এজন্য ... উপদেশ এই যে,—

"আদৌ শম দম প্রায়ৈঃ গুণৈঃ শিষ্যং প্রবোধয়েৎ।
পশ্চাৎ সর্ব্বমিদং ব্রহ্ম শুদ্ধং খমিব বোধয়েৎ॥"

যোগবাশিষ্ঠ রা...

অর্থাৎ গুরুদেব সর্ব্বপ্রথমে শমদমাদি গুণের দ্বারা শিষ্যকে প্রবোধিত ... পশ্চাৎ শুদ্ধ নির্ম্মল আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে বোধ করাইবেন।

দেখা যায় সকল শাস্ত্রেই (শাস্ত্রকারগণ) এই অভিপ্রায় প্রকাশ করি... যে, যখন মনস্থৈর্য্য না হইলে কোন পদার্থেরই ধ্যান হইতে পারে না, যে পদার্থের ধ্যান করিতে হইবে তাহার নাম রূপ না জ্ঞাত থাকিলেও ... করা যায় না, তখন নির্গুণ নিরাকার পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে হইলে ... করিবে? মন যতক্ষণ না কোনরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থে সংলগ্ন হয়, ... তাহার স্থৈর্য্যতা সম্পন্ন হয় না। সুতরাং সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধি...

...ও রূপবিবর্জ্জিত নিরাকার পরব্রহ্মে মূর্ত্তিযোজনা করিয়া ধ্যান করিতে ...। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে যে,—

"দেবাশ্চ বিদুষাং শ্রেষ্ঠাঃ স্তোতুং শক্তাশ্চ লক্ষতঃ।
নির্লক্ষং কঃ ক্ষম স্তোতুং তন্নিরীহং নমাম্যহং॥"

ব্রঃ বৈঃ পুরাণ।

ইহার অর্থ এই যে, স্বরূপ ব্যতীত পরমেশ্বরের ধ্যান ও স্তবাদি করিতে ... দেবতারাও অসমর্থ হন, নির্লক্ষ পদার্থের স্তবাদি করিতে কে সমর্থ হইতে পারে।

অপিচ—

"নিরাকারং তথাধ্যেয়ং যথাত্মাচ তনুং বিনা।"

ব্রঃ বৈবর্ত্তপুরাণ।

ইহার অর্থ এই—যদ্রূপ শরীর ব্যতীত আত্মা অধ্যেয়, তদ্রূপ সাকার ব্যতীত নিরাকার রূপও অধ্যেয়, অর্থাৎ ধ্যানের অতীত।

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে—

"অমূর্ত্তশ্চেৎ স্থিরোন স্যাত্ততো মূর্ত্তিং বিচিন্তয়েৎ॥"

ইহার অর্থ এই যে, অমূর্ত্তি চিন্তায় চিত্ত স্থির হয় না বলিয়া মূর্ত্তি চিন্তা করিবে। অপিচ—

"সেবাধ্যানং ন ঘটতে ভক্তানাং বিগ্রহং বিনা।"

অর্থ।—মূর্ত্তি ব্যতিরেকে ভক্তগণের কোনরূপ সেবা বা ধ্যান সংঘটন হয় না।

শাস্ত্রকারগণ আরও কহেন যে—

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা।"

অর্থ।—সাধকবৃন্দের হিতসাধনার্থ সেই নামরূপ রহিত পরব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হইয়াছে।

যদ্যপি কেহ এরূপ মনে করেন যে তবে পরব্রহ্মের রূপ কল্পনা বাস্তবিক কল্পনা মাত্র, উহা কোনরূপেই সত্য নহে; তাহার উত্তরে শাস্ত্র বলিয়াছেন,— না; তাহা মনে করিবে না। তাঁহার রূপকল্পনা বৃথা নহে। তিনি যেমন নির্গুণ তেমনই আবার সগুণ। এই উভয় পক্ষই সত্য। কেবল সাধকের

ইচ্ছানুসারে যে যে ভাবে প্রীতি প্রাপ্ত হয়, তিনি সেই সাধকের পক্ষে তদ্রূপ বিধান করেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং ॥"

গীতা। ৭ম অঃ। ২১ শ্লোক।

অর্থ—যে যে ভক্ত শ্রদ্ধা সহকারে যে কোন রূপ দেবমূর্ত্তি অর্চ্চনা করিতে অভিলাষ করেন আমি তাহাদিগকে সেইমত অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করিয়া থাকি।

এই মত সমর্থনসূচক একটী শ্লোক মুণ্ডমালা তন্ত্র হইতে তুলিয়া দিলাম। যথা—

"নির্গুণা প্রকৃতি সত্যা মহমেব চ নির্গুণঃ।
যদৈব সগুণাত্বং হি সগুণোহং সদাশিব ॥
সত্যং হি সগুণাদেবী সত্যং হি নির্গুণঃ শিবঃ ॥
উপাসকানাং সিদ্ধার্থং সগুণা সগুণোমতঃ ॥"

মুণ্ডমালা তন্ত্র। ৭ পটল।

এই শ্লোকের বঙ্গানুবাদ নিষ্প্রয়োজন; শ্লোক সহজে কঠিন নহে।

যদিও শাস্ত্রমধ্যে, উপাসনা হেতু, নানাবিধ উপায়ের উল্লেখ আছে, তথাপি যদৃচ্ছা উপায় অবলম্বন দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় না। যিনি যেরূপ ধারণা করিতে সমর্থ, তিনি শাস্ত্রানুসারে গুরুদেব কর্ত্তৃক সেইরূপ উপাসনায় দীক্ষিত হইয়া সিদ্ধিলাভ করেন। প্রথম প্রবৃত্ত অজ্ঞ অর্থাৎ অজ্ঞান সাধকের সুবিধার নিমিত্ত নির্গুণ নিরাকার নামরূপ বর্জ্জিত পরব্রহ্মের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ধ্যানের বিধান আছে। যথা—

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥"

জমদগ্নি কল্প।

অর্থ—জ্ঞানস্বরূপ অদ্বিতীয় উপাধিশূন্য শরীর রহিত পরমাত্মার রূপ কল্পনা কেবল সাধকদিগের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত।

নিরাকার ভাব একেবারে কেহই ধারণা করিতে পারে না। সাকার উপাসনা অভ্যাস করিতে করিতে, বহুদিনে, বহু জ্ঞানলাভের পর, বহু সাধনায় নিরাকার ভাব ক্রমে উদয় হইতে পারে, এজন্য প্রথমতঃ সাকার উপাসনার আবশ্যক হয়। যথা—

"সাকারেণ মহেশানি নিরাকারঞ্চ ভাবয়েৎ।
সাকারেণ বিনাদেবী নিরাকারং ন পশ্যতি ॥"

কুব্জিকা তন্ত্র। ৯ পটল।

অর্থ।—হে মহেশানি! সাকার উপাসনার দ্বারা নিরাকার ভাবের বোধ জন্মিয়া থাকে। সাকার ব্যতীত নিরাকার ভাবের দর্শন হয় না।

সাকার উপাসনা করিতে হইলে, হয় পুরুষ না হয় রমণী মূর্ত্তি কল্পনা করিতে হয়। যথা—

"রূপস্থানাং দেবতানাং পুং স্ত্র্যংশাদি কল্পনা।"

অর্থ।—দেবতাদিগের রূপাদি কল্পনাকরিতে হইলে পুরুষের বা স্ত্রীর অবয়ব মানসে কল্পনা করিতে হয়।

এরূপ আকৃতি কল্পনা না করিলে, মূঢ় ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপাসনা কার্য্য একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে। যদিও সেই পরমাত্মা স্ত্রী বা পুরুষ নহেন, তথাপি মূঢ়গণের উপদেশের নিমিত্ত এরূপ কল্পনা না করিলে চলে না। অজ্ঞগণের বুদ্ধি একেবারে নিরাকার ব্রহ্ম ধারণা করিতে সমর্থ হয় না। যথা—

"এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্প মেধসাং ॥"

শাতাতপ।

অর্থ।—এইরূপ গুণানুযায়ী নানাপ্রকার রূপ কেবল অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে।

যে পর্য্যন্ত না মন নির্ম্মল হয়, চিত্ত প্রশান্ত হয়, আপনার হৃদয় মধ্যে ব্রহ্ম সত্ত্বা অনুভব হয়, এবং আপনাকে আত্মারূপে সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত বলিয়া না বুঝিতে পারা যায়, সেই পর্য্যন্ত সেই পরমাত্মার স্ত্রী বা পুরুষ রূপ আকৃতি কল্পনা করিয়া প্রতিমাদিতে অর্চ্চনা করিতে হয়। ক্রমে উন্নতি করিতে পারিলে জ্ঞানোৎপত্তির

ইচ্ছানুসারে যে যে ভাবে প্রীতি প্রাপ্ত হয়, তিনি সেই সাধকের পক্ষে তা বিধান করেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"যো যো যং যং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং॥"

গীতা। ৭ম অঃ। ২১ শ্লোক

অর্থ—যে যে ভক্ত শ্রদ্ধা সহকারে যে কোন রূপ দেবমূর্ত্তি অর্চ্চনা করিতে অভিলাষ করেন আমি তাহাদিগকে সেইমত অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করিয়া থাকি।

এই মত সমর্থনসূচক একটী শ্লোক মুণ্ডমালা তন্ত্র হইতে তুলিয়া দিলাম। যথা—

"নির্গুণা প্রকৃতি সত্য মহমেব চ নির্গুণঃ।
যদৈব সগুণাম্বং হি সগুণোহং সদাশিব॥
সত্যং হি সগুণাদেবী সত্যং হি নির্গুণঃ শিবঃ॥
উপাসকানাং সিদ্ধার্থং সগুণা সগুণোমতঃ॥"

মুণ্ডমালা তন্ত্র। ৭ পটল

এই শ্লোকের বঙ্গানুবাদ নিষ্প্রয়োজন; শ্লোক আদৌ কঠিন নহে। যদিও শাস্ত্রমধ্যে, উপাসনা হেতু, নানাবিধ উপায়ের উল্লেখ আছে, তথাপি যদৃচ্ছা উপায় অবলম্বন দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় না। যিনি যেরূপ ধারণা করিতে সমর্থ, তিনি শাস্ত্রানুসারে গুরুদেব কর্ত্তৃক সেইরূপ উপাসনায় দীক্ষিত হইয়া সিদ্ধিলাভ করেন। প্রথম প্রবৃত্ত অজ্ঞ অর্থাৎ অজ্ঞান সাধকের মুক্তির নিমিত্ত নির্গুণ নিরাকার নামরূপ বর্জ্জিত পরব্রহ্মের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ধ্যানের বিধান আছে। যথা—

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"

জমদগ্নি কল্প

অর্থ—জ্ঞানস্বরূপ অদ্বিতীয় উপাধিশূন্য শরীর রহিত পরমাত্মার রূপ কল্পনা কেবল সাধকদিগের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত।

নিরাকার ভাব একেবারে কেহই ধারণা করিতে পারে না। সাকার উপাসনা

অভ্যাস করিতে করিতে, বহুদিনে, বহু জ্ঞানলাভের পর, বহু সাধনায় নিরাকার ভাব ক্রমে উদয় হইতে পারে, এজন্য প্রথমতঃ সাকার উপাসনার আবশ্যক হয়। যথা—

"সাকারেণ মহেশানি নিরাকারঞ্চ ভাবয়েৎ।
সাকারেণ বিনাদেবী নিরাকারং ন পশ্যতি॥"

কুব্জিকা তন্ত্র। ৯ পটল।

অর্থ।—হে মহেশানি! সাকার উপাসনার দ্বারা নিরাকার ভাবের বোধ জন্মিয়া থাকে। সাকার ব্যতীত নিরাকার ভাবের দর্শন হয় না।

সাকার উপাসনা করিতে হইলে, হয় পুরুষ না হয় রমণী মূর্ত্তি কল্পনা করিতে হয়। যথা—

"রূপস্থানাং দেবতানাং পুং স্ত্র্যংশাদি কল্পনা।"

অর্থ।—দেবতাদিগের রূপাদি কল্পনা করিতে হইলে পুরুষের বা স্ত্রীর অবয়ব মানসে কল্পনা করিতে হয়।

এরূপ আকৃতি কল্পনা না করিলে, মূঢ় ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপাসনা কার্য্য একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে। যদিও সেই পরমাত্মা স্ত্রী বা পুরুষ নহেন, তথাপি মূঢ়গণের উপদেশের নিমিত্ত এরূপ কল্পনা না করিলে চলে না। অজ্ঞগণের বুদ্ধি একেবারে নিরাকার ব্রহ্ম ধারণা করিতে সমর্থ হয় না। যথা—

"এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্প মেধসাং॥"

শাতাতপ।

অর্থ।—এইরূপ গুণানুযায়ী নানাপ্রকার রূপ কেবল অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে।

যে পর্য্যন্ত না মন নির্ম্মল হয়, চিত্ত প্রশান্ত হয়, আপনার হৃদয় মধ্যে ব্রহ্ম সত্তা না অনুভব হয়, এবং আপনাকে আত্মরূপে সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত বলিয়া না বুঝিতে পারা যায়, সেই পর্য্যন্ত সেই পরমাত্মার স্ত্রী বা পুরুষ রূপ আকৃতি কল্পনা করিয়া প্রতিমাদিতে অর্চ্চনা করিতে হয়। ক্রমে উন্নতি করিতে পারিলে জ্ঞানোৎপত্তির

সঙ্গে সঙ্গে 'আকৃতি কল্পনার মিথ্যাত্ব' যতই অনুভব হইতে থাকে, ততই
আকৃতির রূপান্তর হইতে থাকে। যথা—

"অপ্সু দেবা মনুষ্যানাং দিবিদেবা মণীষিণাং।
কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খানাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা॥"

শাতাতপ।

অর্থ।—স্বল্পমতি মনুষ্যগণের দলেতে দেবতা বুদ্ধি হয়; অপেক্ষাকৃত
বুদ্ধিমানদিগের আকাশেতে দেবতাবুদ্ধি হয়; মূর্খ ব্যক্তিগণের কাষ্ঠলোষ্ট্রাদিতে
দেবতা জ্ঞান হয়; এবং যোগযুক্ত ব্যক্তিদিগের আত্মাতে দেবতা বুদ্ধি হইয়া
থাকে।

দেবহূতিকে কপিলদেব কহিয়াছিলেন,——

"মৃদাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্নবেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং॥"

ভাগবত।৩।২৯।২১।

অর্থ—যে পর্য্যন্ত মনুষ্যগণ আমাকে আপন হৃদয় মধ্যে সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত
বলিয়া বুঝিতে না পারিবে, তাবৎকাল প্রতিমাদিতে আমার অর্চনা
করিবে।

কৌশল্যাদেবীকে শ্রীরাম কহিয়াছিলেন,—

"তাবন্মামর্চ্চয়েদ্দেবং প্রতিমাদৌ স্বকর্ম্মভিঃ।
যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থিতং চাত্মনি ন স্মরেৎ॥

রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড।৭।৭৬।

অর্থ।—হে মাতঃ যে পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে আত্মারূপে আমার অধিষ্ঠান না
জানিতে পারিবে, তাবৎকাল তুমি প্রতিমাদতে আমাকে অর্চনা
করিবে।

অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছিলেন,—

"অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং মুনিনাং হৃদি দৈবতম্।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং সর্ব্বত্র সমদর্শিনাম্॥"

উত্তরগীতা। ৩য় অধ্যায়। ৮ম শ্লোক।

অর্থ।—হে অর্জ্জুন! দ্বিজাতিগণ আমাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে।

আপনাপন হৃদয় মধ্যে পরমাত্মাকে পূজা করেন। আর স্বল্পবুদ্ধি মূঢ়গণ
প্রতিমাদিকে দেবতা জ্ঞান করিয়া পূজা করিয়া থাকে।

সাকার উপাসনা অতি নিকৃষ্ট উপাসনা। কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তিবৃন্দের সুবিধার
নিমিত্ত প্রথমে সাকার মূর্ত্তির পূজা ও উপাসনার আবশ্যক হয়। তাহারা নির্গুণ
ভাব হৃদয়ে অনুভব করিতে পারেনা। সাকার উপাসনার প্রয়োজন
যদৃচ্ছা অবয়ব মনে করিয়া উপাসনা করা হয় না। তাহা একেবারেই
এজন্য যাহাতে শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মে এরূপ আকৃতি ভাবনা করিতে
কিন্তু সেরূপ আকৃতি গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে আপনা আপনি স্থির
করিয়া লওয়া যাইতে পারে না এজন্য সময়ে সময়ে পরমাত্মা স্বয়ং লোক
শিক্ষার্থ সাকাররূপে অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া দেবার্চ্চন পদ্ধতির উপদেশ দিয়া
থাকেন।

যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, অর্থাৎ ব্রহ্মের নিরাকার ভাব যাঁহারা বুঝিতে সমর্থ
হইয়াছেন, অর্থাৎ আত্মারূপে তিনি সর্ব্বকালে সর্ব্বভূতে অবস্থিত আছেন, ইহা
যাঁহারা মনে প্রাণে বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা যদি ব্রহ্মের সে ভাব পরিত্যাগ-
পূর্ব্বক, প্রতিমাদির পূজায় নিযুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারা কেবল তদ্দ্বারা
বিড়ম্বিত হন মাত্র। যথা,—

"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনং॥ ১৮॥
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥" ১৯।

শ্রীমদ্ভগবত ৩।২৯—১৮—১৯॥

অর্থ—আমি সকল ভূতের আত্মস্বরূপ হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে অবস্থিত থাকি,
আমার সেই সর্ব্বভূতশায়ী আত্মরূপী ভাবকে অবজ্ঞা করিয়া যদি কেহ অন্যপ্রকারে
প্রতিমাদিতে আমার পূজা করে, তাহা হইলে সে বিড়ম্বিত হয়। ১৮।

সকল ভূতে আত্মা ও ঈশ্বররূপে আমার অর্চ্চনা না করিয়া মূর্খতা বশতঃ,
সে ভাবের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া যে মূর্খ প্রতিমা পূজা করে সে ভস্মে
ঘৃতাহুতি প্রদান করে। ১৯।

সাকার উপাসনা যে কেবলমাত্র নিরাকার উপাসনায় একান্ত অসমর্থ [illegible] ব্যক্তিদিগের জন্যই শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা ভগবান শিবও অনেক [illegible] সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। একটী এই,—

"এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং ॥"

মহানির্ব্বাণতন্ত্র ১৩।১৩ শ্লোক।

অর্থ।—এই গুণ অনুসারে নানাপ্রকার রূপ অর্থাৎ নানাবিধ সাকার [illegible] অল্পবুদ্ধি ভক্তগণের জন্যই কল্পনা করা হইয়াছে। ১৩।

শাতাতপ বচনের একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল—

"অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবা মনীষিণাং।
কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা ॥

রঘুনন্দন স্মৃতি। আহ্নিক তত্ত্বে,
দেবপূজা প্রকরণে, শাতাতপ বচন।

অর্থ—সামান্য বুদ্ধি মানবগণের জলেতে দেবতাবুদ্ধি হয়, অপেক্ষাকৃত [illegible] মান ব্যক্তিগণের আকাশেতে দেবতা বুদ্ধি হয়, মূর্খ মানুষদিগের কাষ্ঠলোষ্ট্র নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে দেবতাবুদ্ধি হয়; আর যোগশীল ব্যক্তিবৃন্দের আত্মাতে [illegible] বুদ্ধি হইয়া থাকে।

ভগবান শিব কহিয়াছেন,—

"উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বাহ্যপূজাধমাধমঃ ॥"

মহানির্ব্বাণতন্ত্র ১৪।১২

অর্থ—মানবগণের পরব্রহ্মেতে চিত্ত স্থির হইলেই, তাহা শ্রেষ্ঠ [illegible] বলিয়া জানিবে। ধ্যান ধারণাদি মধ্যম। স্তব, জপ, স্তুতি, স্তোত্র পাঠাদি [illegible] অবস্থা অর্থাৎ অধম উপাসনা। দূর্ব্বা পুষ্পাদি দ্বারা প্রতিমার বাহ্যপূজা [illegible] অধম। অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অধম অবস্থা জানিবে।

যাঁহারা অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত সাকার মূর্ত্তির পূজা ও ধ্যান ধারণায় নি[illegible] আছেন, তাঁহারা যাহাতে ক্রমশঃ নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনার উপযুক্ত [illegible] [illegible] পারেন, তজ্জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতে কোন ক্রমেই ত্রুটি করিবেন না। [illegible] অন্যথা কাজ নাই। চেষ্টার ফল সিদ্ধি।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ, কাব্যরত্নাকর।
কোন্নগর।

দরিদ্র নারায়ণ।

"দরিদ্র নারায়ণ" তাহার প্রকৃত নাম নহে। শৈশবে জনকজননী তার [illegible] রাখিয়াছিল, নারায়ণ; কিন্তু সে বড় গরীব, তাই লোকে বলিত "দরিদ্র নারায়ণ" সে জাতিতে নাপিত। জাতীয় ব্যবসায় তার ক্ষৌরী করা। দু' [illegible] বাটা ধানের জমি, দশ পাঁচ ঘর গ্রাহক, তাহার জীবন-সম্বল। ক্ষুদ্র পরিবার [illegible] সে নিজে তাহার স্ত্রী এবং একটী পাঁচ বৎসরের ক্ষুদ্র শিশু, এই ত্রিমূর্ত্তিতে তাহার [illegible] গঠিত। এ সংসারে তাহার আর কেহ নাই। যারা ছিল, তারা বহু দিন [illegible] তাহার স্নেহের ডোর কাটিয়া চলিয়া গিয়াছে।

সে আপন জমিটুকু চষিয়া বাটীর ফল-শস্য বিক্রয় করিয়া এবং গ্রাহকের [illegible] কাজ করিয়া অতি ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। দেশে দারুণ [illegible] ভিক্ষ; তাহার দিন আর চলে না। দু' বেলা দূরে থাকুক, সকল দিন এক বেলা শাকান্ন জুটিয়া উঠে না! তাহার আপন জন—ব্যথার ব্যথী এমন কেহ নাই, যে এ দুর্দ্দিনে এক মুষ্টি অন্ন কি একখানি ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা তাহার একটুকু সাহায্য করে। সে বান্ধবহীন কাঙ্গাল,—সে চির দিন—চির রিক্ত।

গ্রাহকগণ কাজ করায়, কিন্তু বহুদিন বেতন দেয় না। তাহারা আপনারাই [illegible] অভাবের ভীম তাড়নায় নিয়ত অস্থির। দশ-বার টাকা চাউলের মণ, দুই টাকা আড়াই টাকা মরিচ সের, পাঁচ সিকা তৈল সের. চারি পাঁচ আনা [illegible] কেরাচিনের বোতল, চারি আনা ডাইল সের, পাঁচ সাত টাকায় এক জোড়া মোটা কাপড় মিলা ভার; আমরা নিজেরাই খাইয়া বাঁচি না, তা তোমার বেতন দিব কোথা হইতে নারায়ণ? আশীর্ব্বাদ কর দেবতার কৃপায় আবার সুদিন ফিরিয়া আসুক, আবার পৃথিবী ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ হউক, তখন কড়ায় গণ্ডায় সব

বু'ঝায়া পাইবা। "শুধু আশীর্ব্বাদে উদরপূর্ণ না হইলেও এ সব কথায় [illegible]
নিরীহ দরিদ্র নারায়ণ আর কি বলিবে ?—আর ব'লয়াই বা ফল কি? [illegible]
সর্ব্বত্রই যে এক কথা,—সর্ব্বত্রই প্রায় অভাবের হা হু তাশ এবং অনন্ত দুঃখ [illegible]
নিদারুণ উষ্ণ নিশ্বাস ! যারা সমর্থ—যারা দু' পয়সা দিতে পারে, আপন [illegible]
ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তারাও বড় কেহ এক কড়া হাতের বাহির করে না। [illegible]
জীবন-সংগ্রামে সকলেই আত্মচিন্তায় অতি ব্যস্ত—আপনারে লইয়াই মহা [illegible]
তা পরের মুখে ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল উঠিল কিনা সে চিন্তার অবসর কো [illegible]
এ বিশ্ব রসাতলে যাউক, আমার ভোগসুখের ব্যাঘাত না হইলেই হইল; [illegible]
এখন প্রায় সর্ব্বত্র। সহস্র দরিদ্র-নারায়ণ অনশনে অকালে কালের [illegible]
ঢ'লিয়া পড়ুক তাহাতে ক্ষতি কি ? আমার সোনার অঙ্গে একটুকু [illegible]
লাগিলে—আমার [illegible] দুলাল দুধে ভাতে বাঁ'চিয়া থাকিলেই হইল। [illegible]
এ সংসারে দুঃখ ভোগ করিতে মরিতে আসিয়াছে, দুঃখ ভোগ করিবে, [illegible]
তাহাতে ধনীর ক্ষতি কি ? ধনীর কাজ চলুক, নির্ধন দরিদ্র নারায়ণের [illegible]
অন্ন তৃষ্ণায় জল এবং লজ্জা নিবারণের বস্ত্র নাই বা মিলিল, তাহাতে [illegible]
পুত্রের আসিয়া যায় কি ? এ ধরা দরিদ্র নারায়ণের সেবাশ্রম নহে, ইহা [illegible]
বিলাস নিকেতন ইহা ঐশ্বর্য্যবানের ভোগস্বার্থের পরিপূরণের প্রসাদ ভবন। [illegible]

বিগত দুই তিন বৎসর যাবৎ দরিদ্র নারায়ণের ক্ষেতে ভাল ফসল হইতে [illegible]
না। যাহা কিছু জন্মিয়াছিল, ক্ষুধিতের মুখে তাহাতে দু' মাসও সঙ্কুলন হয় [illegible]
অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায়, মরুভুমে বারিসিঞ্চনের মত তাহা নিশ্বাসে সব [illegible]
গিয়াছে। কোন দিনই তাহার সংস্থান কিছু ছিল না; গৃহে থালা, ঘটী [illegible]
গ্লাস প্রভৃতি দু' চারিটা যৎসামান্য তৈজসপত্র যাহা কিছু ছিল, অভাবের [illegible]
তাড়নায় সে বহুদিন সে সব দ্রব্যের মায়া কাটাইয়া বসিয়া আছে। [illegible]
ম্যালেরিয়ায় অনশন ও অচিকিৎসায় সে নিজে কঙ্কালসার শীর্ণ দেহ-যষ্টি [illegible]
এখনও কোনরূপ বাঁচিয়া আছে, কিন্তু তাহার প্রাণের চেয়েও অধিকতর [illegible]
মনে করিয়া সে জীবনের সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া এতদিন যাহাকে লালনপালন
ও পরিবর্দ্ধন করিয়া আপনার প্রাণে আপনি বিপুল প্রীতি অনুভব [illegible]
আসিতেছিল, দরিদ্রের সর্ব্বস্ব ধন সে সুকুমার শিশুটী আজ [illegible]
বৈশাখের একটা ঘোর ঝঞ্ঝা-বাদলের দিনে দু' দশ ফোঁটা বেদানার রস, [illegible]

[illegible] একটুকু দুগ্ধ এবং এক ফোঁটা ঔষধ পথ্যের শীত-বাত-তাপ
[illegible] উপযুক্ত শয্যা ও বস্ত্রাদির অভাবে, দারুণ রোগযাতনায় ক্ষুৎপিপাসার
[illegible] তাড়নায় নীরবে জনকজননীর স্নেহ পাশ ছিন্ন করিয়া যেখানে ক্ষুধা নাই
[illegible] নাই, আপন পর ভেদ নাই, যেখানে রোগ নাই, শোক নাই, দুঃখ-দৈন্যের
[illegible] নাই, যেখানে মৃত্যু নাই, কিন্তু অমৃত পানের অমরত্ব লাভ করা যায়,
[illegible] চলিয়া গিয়াছে। দরিদ্র নারায়ণের গৃহ পিঞ্জর শূন্য; তাহার অতি
[illegible] পোষা পাখী সহসা কি জানি কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। দীনের গৃহ—
[illegible] হৃদয় আজ জীবন্ত শ্মশান—নিয়ত হাহাকার পরিপূর্ণ !

সে আজ তিন দিন উপবাসী। তাঁহার স্ত্রীর মুখেও এ তিন দিন এক গ্রাস
[illegible] এক ফোঁটা জল যায় নাই। তাহাদের এ উপবাসব্রত নিয়মে নহে,
[illegible] অভাবে। তাহারা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া পয়সা কড়ি, চাউল, ডাইল, তৈল, লবন,
[illegible] করিবার জন্য বহু প্রয়াস পাইয়াছে। দোকানদারের নিকট হইতে ধারে
[illegible] করিবার নিমিত্ত বহু যাতায়াত কত কাকুতি-মিনতি করিয়াছে, কিন্তু
[illegible] আশা না থাকিলে ঋণ দেয় কে ? তাই আজ তিন দিন তাহাদের
[illegible] অনশন। পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, এতদিন মাথা রাখিবার যে ক্ষুদ্র
[illegible] কুটীরখানি ছিল, বৈশাখের ঝড়ে বর্ষার বাদলে তাহাও মনুষ্যবাসের অযোগ্য
[illegible] পড়িয়া গিয়াছে। গৃহের আচ্ছাদন তৃণগু'লর অধিকাংশ প্রবল বাত্যায়
[illegible] উড়িয়া গিয়াছে। অর্থের মধুর ঝঙ্কার ব্যতীত সে প্রাণহীন নির্দ্দয় তৃণ-
[illegible] আর সে গৃহ-চূড়ে ফিরিয়া আসিবে না। হায় নির্জ্জীব তৃণদল ! নিশ্চল
[illegible] মানবের ন্যায় তোমরাও যে অতি নিষ্ঠুর ! দরিদ্রের প্রতি সকলেই যে সমান বিমুখ

সে অর্দ্ধখানি পরিমাণ শততালিযুক্ত মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া বাটীর অদূরে
তাহার আশার শেষ সম্বল ক্ষুদ্র জমিটুকুর এক প্রান্তে ব'সয়া ক্ষেত্রের ভাবী শস্য,
মধ্যাহ্নগগনের প্রখর সূর্য্যের অগ্নিময় বিরাট বিচিত্রমূর্ত্তি কি তদপেক্ষাও ভীষণতর
অতি বিচিত্র আপন অদৃষ্টের অদ্ভুত খেলার বিষয় চিন্তা করিতেছে, এমত সময়
তাহার জনৈক দূরাগত সজাতীয় বান্ধব আসিয়া বলিল, "উঃ বড় পিপাসা !
বেলাও অধিক হইয়াছে, চল নারায়ণ, আজ এ বেলা তোমার বাটীতেই বিশ্রাম
করিয়া যাইব।"

সে প্রমাদ গণিল। তাহার অনশনক্লিষ্ট বিশুষ্ক বদনমণ্ডল যেন মুহূর্ত্তে

আরও শুকাইয়া গেল। সে আজ তিনদিন উপবাসী, ক্ষুৎপিপাসায় [illegible] কণ্ঠতালু সব শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, চক্ষু তাহার কোটরগত, শরীর কঙ্কাল[illegible] দুর্ব্বলতায় তাহার মুখের কথাটী ফোটে না। গৃহে তাহার সরলা সহধর্ম্মিণী[illegible] তাহার পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নী অনশনে মরিতে বসিয়াছেন, এ দুর্দ্দিনে [illegible] অদৃষ্টে একি ভীষণ অভিশাপ? নির্দ্দয় বিধাতার একি নিষ্ঠুর পরিহাস? [illegible] একি বিচিত্র খেলা? একি ভয়াবহ অগ্নি পরীক্ষা।

সে মনে মনে ভাবিল, তাহার গৃহ আজ গৃহস্থের বাসভবন [illegible] সে গৃহ আজ অন্ন-জলের আধার নহে; সে গৃহ আজ অন্ন-জলহীন [illegible] মরুভূমি, সে গৃহ আজ শোকের ভীষণ শ্মশান; সেখানে আজ [illegible] দৈন্যের ভীষণ রাজত্ব, সেখানে আজ বিসর্জ্জন আছে কিন্তু আবাহন [illegible] সে গৃহ আজ অতিথি সৎকারের সম্পূর্ণ অযোগ্য। দরিদ্রনারায়ণ এ[illegible] প্রকৃতিস্থ হইয়া, হৃদয়ে বলসঞ্চয় করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে অতি[illegible] আপনার বাটী দেখাইয়া দিয়া ধীর নম্রবচনে বলিল, ঐ আমার বাটী[illegible] যাইতেছে। মহাশয় তথায় যাইয়া বিশ্রাম করুন, জলপান করিয়া এ[illegible] শীতল হউন, আমার স্ত্রী আছেন, আপনার অযত্ন হইবে না, [illegible] একটা অতি আবশ্যকীয় কাজ সারিয়া এখনই আসিতেছি।

অতিথি দরিদ্রনারায়ণের বাসভবনাভিমুখে চলিয়া গেল।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর, মাথার উপর বৈশাখের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড অ[illegible] করিতেছেন। পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র বাজারের এক ক্ষুদ্র বিপনীতে দোকা[illegible] আপন পসরা লইয়া দূরে গ্রামান্তরে হাটে যাইবার জন্য ব্যস্ত। এমত [illegible] দরিদ্রনারায়ণ অতি নম্র অতি করুণস্বরে বলিল, ভাই বড় বিপদে [illegible] আজ আবার তোমাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি। দাও ভাই দয়া [illegible] আমাকে একসের চাউল দাও, এই দুপুর বেলা গৃহস্থের দ্বারে এখনও [illegible] অতিথি বসিয়া আছেন, আজ আমাকে একসের চাউল কিছু ডাউল [illegible] এতটুকু তৈল লবন ধারে বিক্রয় করিয়া গৃহস্থের লজ্জা, জাতি ও ধর্ম্মরক্ষা [illegible] দোহাই তোমার আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার কর। আমি যেমন [illegible] পারি, তোমার এ ঋণ শোধ না করিয়া আর জলবিন্দুও [illegible] করিব না।

[illegible] দোকানদার চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া অতি রুক্ষস্বরে বলিল, না, সেটি হইবে [illegible] কাহাকেও আর এক কড়ার মালও বাকী বিক্রয় করিতে পারিব না; [illegible] বাকীর দিন চলিয়া গিয়াছে। যাও তুমি অন্যত্র চেষ্টা দেখ গিয়া— [illegible] হইতে দূর হও! এই বলিয়া দোকানী আপন পসরা মাথায় বহিয়া [illegible] পথে চলিয়া গেল।

[illegible] দরিদ্রনারায়ণ কত দোকানে গেল—কত গৃহস্থের দ্বারস্থ হইল, কত বা [illegible] মিনতি কত উষ্ণ অশ্রুপাত করিল—হাতে পায়ে ধরিল, কিন্তু [illegible] কর্দ্দম নাস্তি' কাঙ্গালের রোদনে কাহারও পাষাণ কঠোর প্রাণ গলিল [illegible] কেহবা একমুষ্টি চাউল প্রদান করিয়া দরিদ্রনারায়ণের অতিথি পূজার সহায় [illegible] না, তাহার গৃহস্থ ধর্ম্ম রক্ষা করিল না।

[illegible] গৃহদ্বারে ক্ষুৎপিপাসাতুর অতিথি ডাকিয়া বলিতেছেন, ঘরে কে [illegible] বড় পিপাসা;—একটু শীতল জল দিয়া অতিথির প্রাণ রক্ষা [illegible]

[illegible] দরিদ্রনারায়ণের সহধর্ম্মিণী তখন গৃহকোণে বসিয়া আপনাদের শোচনীয় [illegible] দৈন্যের বিষয় চিন্তা করতঃ নীরবে অশ্রুপাত করিতেছিল। হায়! আজ [illegible] তিনদিন সে তাহার স্বামীকে একমুষ্টি অন্নদানে সমর্থ হয় নাই। এ তিনদিন [illegible] নিজেও সে জলবিন্দু গ্রহণ করে নাই, সে নিজেই ক্ষুৎপিপাসায় যারপর নাই [illegible] কাতর। ক্ষুধায় তাহার হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছিল, অত্যাধিক দুর্ব্বলতায় তাহার [illegible] শরীর অবসন্ন বোধ হইতেছিল—মস্তক ঘুরিতেছিল, চক্ষু আঁধার হইয়া [illegible] আসিতেছিল; সাধ্বীর সে বিষয়ে যেন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সে কেবলই তাহার [illegible] স্বামীর দুরবস্থার বিষয়, তাঁহার অনশন ক্লেশের কথা ভাবিয়া অশ্রুজলে ধরা সিক্ত [illegible] করিতেছিল, আর থাকিয়া থাকিয়া প্রার্থনা করিতেছিল, ভগবান্! [illegible] আমার স্বামীর এ অবস্থা দূর কর—তাঁহার ক্ষুধার অন্ন মিলাইয়া দাও। [illegible] কাঙ্গালের কাতর প্রার্থনা ভগবানের দয়ার দরবারেও পোঁছে [illegible] নাকি?

[illegible] বস্ত্রাভাবে সে অর্দ্ধ উলঙ্গিনী; তাই অতি প্রচ্ছন্নভাবে গৃহপ্রাঙ্গনে বসিয়াছিল, [illegible] আতিথির হাবভাবে তাহার চিন্তাস্রোত বাধা প্রাপ্ত হইল,—তাহার চিন্তামগ্ন [illegible] চিত্তের সুপ্তপ্রায় সুপ্ত চৈতন্য যেন প্রাণের কোন এক গুপ্ত কক্ষ হইতে পুনঃ

আরও শুকাইয়া গেল। সে আজ তিনদিন উপবাসী, ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণ [illegible] কণ্ঠ-তালু সব শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, চক্ষু তাহার কোটরগত, শরীর কঙ্কালসার [illegible] দুর্ব্বলতায় তাহার মুখের কথাটী ফোটে না। গৃহে তাহার সরলা সহধর্ম্মিণী [illegible] তাহার পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নী অনশনে মরিতে বসিয়াছেন, এ দুর্দ্দিনে তাহার [illegible] অদৃষ্টে একি ভীষণ অভিশাপ? নির্দ্দয় বিধাতার একি নিষ্ঠুর পরিহাস? [illegible] একি বিচিত্র খেলা? একি ভয়াবহ অগ্নি পরীক্ষা।

সে মনে মনে ভাবিল, তাহার গৃহ আজ গৃহস্থের বাসভবন নহে [illegible] সে গৃহ আজ অন্ন-জলের আধার নহে; সে গৃহ আজ অন্ন-জলহীন [illegible] মরুভূমি, সে গৃহ আজ শোকের ভীষণ শ্মশান; সেখানে আজ [illegible] দৈন্যের ভীষণ রাজত্ব, সেখানে আজ বিসর্জ্জন আছে কিন্তু আবাহন [illegible] সে গৃহ আজ অতিথি সৎকারের সম্পূর্ণ অযোগ্য। দরিদ্রনারায়ণ একটু [illegible] প্রকৃতিস্থ হইয়া, হৃদয়ে বলসঞ্চয় করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে অতিথিকে [illegible] আপনার বাটী দেখাইয়া দিয়া ধীর নম্রবচনে বলিল, ঐ আমার বাটী [illegible] যাইতেছে। মহাশয় তথায় যাইয়া বিশ্রাম করুন, জলপান করিয়া একটু [illegible] শীতল হউন, আমার স্ত্রী আছেন, আপনার অযত্ন হইবে না, আমি [illegible] একটা অতি আবশ্যকীয় কাজ সারিয়া এখনই আসিতেছি।

অতিথি দরিদ্রনারায়ণের বাসভবনাভিমুখে চলিয়া গেল।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর, মাথার উপর বৈশাখের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড অগ্নি [illegible] করিতেছেন। পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র বাজারের এক ক্ষুদ্র বিপনীতে দোকানদার [illegible] আপন পসরা লইয়া দূরে গ্রামান্তরে হাটে যাইবার জন্য ব্যস্ত। এমত সময় [illegible] দরিদ্রনারায়ণ অতি নম্র অতি করুণস্বরে বলিল, ভাই বড় বিপদে পড়িয়া [illegible] আজ আবার তোমাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি। দাও ভাই দয়া করিয়া আমাকে একসের চাউল দাও, এই দুপুর বেলা গৃহস্থের দ্বারে এখনও অভুক্ত অতিথি বসিয়া আছেন, আজ আমাকে একসের চাউল কিছু ডাউল [illegible] এতটুকু তৈল লবন ধারে বিক্রয় করিয়া গৃহস্থের লজ্জা, জাতি ও ধর্ম্মরক্ষা কর [illegible] দোহাই তোমার আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার কর। আমি যেমন করিয়া [illegible] পারি, তোমার এ ঋণ শোধ না করিয়া আর জলবিন্দুও গ্রহণ [illegible] করিব না।

দোকানদার চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া অতি রুক্ষস্বরে বলিল, না, সেটি হইবে না। কাহাকেও আর এক কড়ার মালও বাকী বিক্রয় করিতে পারিব না; আর বাকীর দিন চলিয়া গিয়াছে। যাও তুমি অন্যত্র চেষ্টা দেখ গিয়া—[illegible]স্থান হইতে দূর হও! এই বলিয়া দোকানী আপন পসরা মাথায় বহিয়া [illegible] পথে চলিয়া গেল।

দরিদ্রনারায়ণ কত দোকানে গেল—কত গৃহস্থের দ্বারস্থ হইল, কত বা [illegible]কুতি মিনতি কত উষ্ণ অশ্রুপাত করিল—হাতে পায়ে ধরিল, কিন্তু [illegible] ভাগ্যে বর্দ্ধম নাস্তি' কাঙ্গালের রোদনে কাহারও পাষাণ কঠোর প্রাণ গলিল [illegible] কেহবা একমুষ্টি চাউল প্রদান করিয়া দরিদ্রনারায়ণের অতিথি পূজার সহায় [illegible] না, তাহার গৃহস্থ ধর্ম্ম রক্ষা করিল না।

[illegible] গৃহদ্বারে ক্ষুৎপিপাসাতুর অতিথি ডাকিয়া বলিতেছেন, ঘরে কে [illegible]? বড় পিপাসা;—একটু শীতল জল দিয়া অতিথির প্রাণ রক্ষা করুন।

দরিদ্রনারায়ণের সহধর্ম্মিণী তখন গৃহকোণে বসিয়া আপনাদের শোচনীয় দৈন্যের বিষয় চিন্তা করতঃ নীরবে অশ্রুপাত করিতেছিল। হায়! আজ তিনদিন সে তাহার স্বামীকে একমুষ্টি অন্নদানে সমর্থ হয় নাই। এ তিনদিন নিজেও সে জলবিন্দু গ্রহণ করে নাই, সে নিজেই ক্ষুৎপিপাসায় যারপর নাই কাতর। ক্ষুধায় তাহার হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছিল, অত্যধিক দুর্ব্বলতায় তাহার শরীর অবসন্ন বোধ হইতেছিল—মস্তক ঘুরিতেছিল, চক্ষু আঁধার হইয়া আসিতেছিল; স্বাধ্বীর সে বিষয়ে যেন ভ্রুক্ষেপ ছিল না। সে কেবলই তাহার স্বামীর দুরবস্থার বিষয়, তাঁহার অনশন ক্লেশের কথা ভাবিয়া অশ্রুজলে ধরা সিক্ত করিতেছিল, আর থাকিয়া থাকিয়া প্রার্থনা করিতেছিল, ভগবান্! আমার স্বামীর এ অবস্থা দূর কর—তাঁহার ক্ষুধার অন্ন মিলাইয়া দাও। কাঙ্গালের কাতর প্রার্থনা ভগবানের দয়ার দরবারেও পৌঁছে নাকি?

বস্ত্রাভাবে সে অর্দ্ধ উলঙ্গিনী; তাই অতি প্রচ্ছন্নভাবে গৃহপ্রাঙ্গনে বসিয়াছিল, অতিথির হাবভাবে তাহার চিন্তাস্রোত বাধা প্রাপ্ত হইল,—তাহার চিন্তামগ্ন চিত্তের সুপ্তপ্রায় সুপ্ত চৈতন্য যেন প্রাণের কোন এক গুপ্ত কক্ষ হইতে পুনঃ

ফিরিয়া আসিল। সে ত্রস্তে উঠিয়া একটা মৃণ্ময় পাত্রে জলপূর্ণ করিয়া অন্তরালে আত্মগোপন করতঃ হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক অতিথিকে জল প্রদান অনন্তর সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে বিনীতভাবে বলিল, ওখানে আসন আছে দয়া বসুন—জলপান করুন। গৃহস্বামী বাড়ী নাই, তিনি না আসা অপেক্ষা করুন।

অতিথি জলপান করিয়া অলিন্দে নির্দ্দিষ্ট কাষ্ঠাসনে উপবেশন বিশ্রাম করিতে লাগিল, কিন্তু বহুক্ষণ অতীত, তথাপি দরিদ্রনারায়ণ প্রত্যাবর্ত্তন না করায় তাহার মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল! সে যে শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত্ত।

কিয়ৎকাল অন্তে দরিদ্রনারায়ণ রিক্তহস্তে বাড়ী ফিরিল। সে যোড়হস্তে অতিথিকে বলিল, মহাশয়ের বড় কষ্ট হইয়াছে, কিন্তু কি উপায় নাই; বড় ঠেকিয়া পড়িয়াছিলাম; ক্ষমা করুন। এই বলিয়া প্রবেশ করিল।

এদিকে গৃহমধ্যে ক্ষণকাল মাত্র অতি মৃদুস্বরে পতি-পত্নীতে কি যেন আলাপ হইল। অনন্তর অতি মৃদু আত কম্পিতস্বরে দম্পতীর প্রাণের আবেগপূর্ণ করুণ প্রার্থনা যেন শ্রুত হইল। পরে গৃহমধ্যে হস্তপদ বিক্ষেপ —একটুকু অস্পষ্ট গোঁঙানী যেন অতিথির শ্রুতিগোচর হইল। তারপর গৃহে আর জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই! একটী প্রাণীর নিশ্বাস বায়ুও যেন বহিতেছিল না! নীরব! মুহূর্ত্তে সব নীরব! প্রবল ঝড়ের পরে যেন নীরব-নিস্তব্ধ শান্ত প্রকৃতি!

কে যেন একটা অভূত পূর্ব্ব আতঙ্কের কালছায়া অতিথির প্রাণে ঢালিয়া দিল। ভয়ে তাহার শরীর মহাস্ফীত—রোমাঞ্চিত হইল।

আর্ত্ত বিস্ময়াভিভূত কম্পিতকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে নারায়ণ! নারায়ণ! দরিদ্রনারায়ণকে দুইচারিবার ডাকিল; কিন্তু কোথা হইতে কেহ উত্তর করিল না। তখন সে চীৎকার করিয়া প্রতিবাসীদিগকে ডাকিল। তথায় সমবেত হইলে দরিদ্র নারায়ণের গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত হইল। হরি! হরি! দম্পতীর এ কি অভাবনীয় শোচনীয় লোমহর্ষণ পরিণাম!! গৃহ বিকট—এ কি করুণ দৃশ্য! অর্দ্ধ উলঙ্গ দম্পতীর অনশন-ক্লিষ্ট প্রাণহীন

ঝুলিতেছে। কাঙ্গালের দুঃখ-দৈন্যের চির অবসান হইয়াছে,— গিয়াছে।

কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা কবিরত্ন

আত্মকথা।

বাধা অনেক—বিঘ্ন বহুতর। যে কোন সৎকার্য্যই হউক সাফল্য দান করিতে হইলে প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা, একান্ত আগ্রহ ও যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অনন্যচিন্ত হওয়া প্রয়োজন। নতুবা কোন সৎ ও শুভ-কার্য্যে ফল লাভ করা অতীব সমাজসেবায় প্রাণমন সমর্পণ না করিলে কেবল মুখের কথায় কাজ সিদ্ধ হয় না—আশা অপূর্ণ রহিয়া যায়। সুতরাং তুমি যতটুকু আর তুমি যত বড় বুগত্তমই হও একাগ্রতা—এক নিষ্ঠত্ব লইয়া কার্য্যে হইলে তোমার আশালতা ফলবতী হইবে না—অকালে শুষ্ক হইয়া নিশ্চেষ্টতা, নিরুদ্দমতা বিঘোষিত করিবে। সুতরাং হৃদয়কে যিনি যে দান করিতে পারেন, অবিচলিতভাবে সাফল্য লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত থাকিতে পারেন তাঁহার ভাগ্যে অভিষ্ট ফল লাভ হইবেই হইবে।

সভার কর্ণধারবর্গ তাঁহাদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য করাইবার জন্য আজ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন; প্রবন্ধ দ্বারা, বক্তৃতা দ্বারা পুস্তক প্রচার দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়াও এ পর্য্যন্ত আশানুরূপ করিতে পারিলেন না। কেন? আমাদের একাগ্রতা নাই—আত্ম- নাই—স্বকীয় শক্তিসামর্থ্যে বিশ্বাস নাই এবং সর্ব্বোপরি জাতীয় উন্নতি ইচ্ছারও অভাব; তন্নিবন্ধনই এই দীর্ঘসময়ের মধ্যেও আমরা সমন্বত করতঃ সকলেই একই পবিত্র ও প্রকৃষ্টপথের পথিক হইতে না—একই মহামন্ত্রে অভিমন্ত্রিত হইতে পারিলাম না, একই উপাস্য- তলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলাম না। যাহাদের মনে মুখে মিল জাতির সকলেই স্ব স্ব প্রধান—যে জাতির এখনও জাত্যাভিমানের

ফিরিয়া আসিল। সে ত্রস্তে উঠিয়া একটা মৃণ্ময় পাত্রে জলপূর্ণ করিয়া
অন্তরালে আত্মগোপন করতঃ হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক অতিথিকে জল প্রদান
অনন্তর সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে বিনীতভাবে বলিল, ওখানে আসন আছে দয়া
বসুন—জলপান করুন। গৃহস্বামী বাড়ী নাই, তিনি না আসা
অপেক্ষা করুন।

অতিথি জলপান করিয়া অলিন্দে নির্দ্দিষ্ট কাষ্ঠাসনে উপবেশন
বিশ্রাম করিতে লাগিল, কিন্তু বহুক্ষণ অতীত, তথাপি দরিদ্রনারায়ণ
প্রত্যাবর্ত্তন না করায় তাহার মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে যে শ্রান্ত, ক্লান্ত
ক্ষুধার্ত্ত।

কিয়ৎকাল অন্তে দরিদ্রনারায়ণ রিক্তহস্তে বাড়ী ফিরিল। সে
যোড়হস্তে অতিথিকে বলিল, মহাশয়ের বড় কষ্ট হইয়াছে, কিন্তু কি
উপায় নাই; বড় ঠেকিয়া পড়িয়াছিলাম; ক্ষমা করুন। এই বলিয়া
প্রবেশ করিল।

এদিকে গৃহমধ্যে ক্ষণকাল মাত্র অতি মৃদুস্বরে পতি-পত্নীতে কি যেন
আলাপ হইল। অনন্তর অতি মৃদু আত কম্পিতস্বরে দম্পতীর প্রাণের
আবেগপূর্ণ করুণ প্রার্থনা যেন শ্রুত হইল। পরে গৃহমধ্যে হস্তপদ বিক্ষেপ
—একটুকু অস্পষ্ট গোঙানী যেন অতিথির শ্রুতিগোচর হইল। তারপর
গৃহে আর জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই! একটী প্রাণীর নিশ্বাস বায়ুও যেন
বহিতেছিল না! নীরব! মূহুর্ত্তে সব নীরব! প্রবল ঝড়ের
পরে যেন নীরব-নিস্তব্ধ শান্ত প্রকৃতি!

কে যেন একটা অভূত পূর্ব্ব আতঙ্কের কালছায়া অতিথির প্রাণে
ঢালিয়া দিল। ভয়ে তাহার শরীর মহাস্ফীত—রোমাঞ্চিত হইল।

অতিথি বিস্ময়াভিভূত কম্পিতকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে নারায়ণ! নারায়ণ!
দরিদ্রনারায়ণকে দুইচারিবার ডাকিল; কিন্তু কোথা হইতে কেহ উত্তর
করিল না। তখন সে চীৎকার করিয়া প্রতিবাসীদিগকে ডাকিল।
তথায় সমবেত হইলে দরিদ্র নারায়ণের গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত হইল। হরি!
হরি! দম্পতীর এ কি অভাবনীয় শোচনীয় লোমহর্ষণ পরিণাম!!
বিকট—এ কি করুণ দৃশ্য! অর্দ্ধ উলঙ্গ দম্পতীর অনশন-ক্লিষ্ট প্রাণহীন

ঝুলিতেছে। কাঙ্গালের দুঃখ-দৈন্যের চির অবসান হইয়াছে,—
গিয়াছে।

কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা কবিরত্ন

আত্মকথা ;

কার্য্যের বাধা অনেক—বিঘ্ন বহুতর। যে কোন সৎকার্য্যই হউক
সাফল্য দান করিতে হইলে প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা, একান্ত আগ্রহ ও
যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অনন্যচিন্ত হওয়া
প্রয়োজন। নতুবা কোন সৎ ও শুভ-কার্য্যে ফল লাভ করা অতীব
সমাজসেবায় প্রাণমন সমর্পণ না করিলে কেবল মুখের কথায় কাজ
অভিষ্ট সিদ্ধ হয় না—আশা অপূর্ণ রহিয়া যায়। সুতরাং তুমি যতটুকু
আর তুমি যত বড় বুগত্তমই হও একাগ্রতা—এক নিষ্ঠত্ব লইয়া কার্য্যে
হইলে তোমার আশালতা ফলবতী হইবে না—অকালে শুষ্ক হইয়া
নিশ্চেষ্টতা, নিরুদ্যমতা বিঘোষিত করিবে। সুতরাং হৃদয়কে যিনি যে
দান করিতে পারেন, অবিচলিতভাবে সাফল্য লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত
থাকিতে পারেন তাঁহার ভাগ্যে অভিষ্ট ফল লাভ হইবেই হইবে।
সভার কর্ণধারবর্গ তাঁহাদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য করাইবার জন্য আজ
চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন; প্রবন্ধ দ্বারা, বক্তৃতা দ্বারা পুস্তক
প্রচার দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়াও এ পর্য্যন্ত আশানুরূপ
করিতে পারিলেন না। কেন? আমাদের একাগ্রতা নাই—আত্ম-
নাই—স্বকীয় শক্তিসামর্থ্যে বিশ্বাস নাই এবং সর্ব্বোপরি জাতীয় উন্নতি
ইচ্ছারও অভাব; তন্নিবন্ধনই এই দীর্ঘসময়ের মধ্যেও আমরা সমন্বিত
করতঃ সকলেই একই পবিত্র ও প্রকৃষ্টপথের পথিক হইতে
না—একই মহামন্ত্রে অভিমন্ত্রিত হইতে পারিলাম না, একই উপাস্য-
চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলাম না। যাহাদের মনে মুখে মিল
জাতির সকলেই স্ব স্ব প্রধান—যে জাতির এখনও জাত্যাভিমানের

পরিমাণের অল্পতা লক্ষিত হইতেছে যে জাতির স্বার্থপর, নীচমনা, [illegible]
আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানবিহীন অপরিণামদর্শী ব্যক্তিবৃন্দের দ্বারা জাতীয় উন্নতির [illegible]
সমাজের কলঙ্ক ক্ষালনের আশা— সমাজে ভিন্নত্ব পরিহার ও একত্বের [illegible]
আশা সুদূর পরাহত নহে কি?

কায়স্থসভার প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ [illegible]
বৎসরে আমরা কত কত বাক্যবীরের সন্দর্শন লাভ করিলাম, কত কত [illegible]
পয়োমুখ বন্ধুর শ্রীমুখ সন্দর্শন করিলাম, কত কত হামবড়া জীবের সন্দর্শন [illegible]
করতঃ ধন্য হইলাম; কিন্তু এই সকল নাম সর্ব্বস্ব—পরিণাম চিন্তাহীন [illegible]
সুখবিভোর ব্যক্তিব্যূহের নিকট হইতে এতদিনেও কিছুমাত্র সুফলো[illegible]
করিতে পারিতেছি না। এই সকল "পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিতে [illegible]
জীবসংঘ এরূপ ধারণা পোষণ করিতেছেন যে, তাঁহাদের নির্দ্দেশিত পথ [illegible]
পৃথক হউক তাঁহারা ভ্রমেও সে পথে পদার্পণ করিবেন না; তাঁহাদের [illegible]
অন্যে উত্তেজিত হইয়া জাতীয় কর্ত্তব্যে আস্থা স্থাপন করুক তাঁহারা [illegible]
"মাঝের মাছখানি" হইয়া সংস্কারবিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিবেন। ঈদৃশ [illegible]
বেশ হইয়া যে বহুরূপী কায়স্থসভার পবিত্র বিশালবক্ষে তাণ্ডবে নৃত্য [illegible]
সভাকে কলঙ্কিত ও নিন্দনীয় এবং আত্মকানুযায়ী কর্ত্তব্যবিমুখ [illegible]
এই অষ্টাদশ বর্ষ ব্যাপী আন্দোলন আলোচনাতেও এ রোগের উপশম [illegible]
এ দারুণ ব্যাধি প্রশমিত হইল না; কোনকালে যে উপযুক্ত [illegible]
ইঁহারা এই স্বেচ্ছাকৃত ব্যাধি হইতে বিনির্মুক্ত হইবেন সে আশা [illegible]
করিতে পারিতেছি না এবং তাহা আমাদের নিকট আকাশকুসুমের [illegible]
বোধ হইতেছে।

"ধরি মাছ না ছুঁই পানি" এই মন্ত্রের উপাসক যাঁহারা, তাঁহারা [illegible]
পরম হিতৈষী বন্ধু বটেন—'সফরাজতে' সভার এক নম্র সেবক [illegible]
কার্য্যকালে "খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ।" কার্য্য করিয়া আদর্শ [illegible]
পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে অভ্যস্ত [illegible]। ফলতঃ ঈদৃশহীন চিত্ত [illegible]
সঙ্কীর্ণহৃদয় [illegible] সমূহ পরিবেষ্টিত সভা [illegible]
মধ্যে কেহ কেহ দলপতি, উপদেশদাতা, উৎসাহদাতা, পরিশ্রমদাতা [illegible]
সভাকে উপকৃত করেন কিন্তু ইহারা যে 'আপনি আচরি ধর্ম্ম পরকে [illegible]

[illegible] তুল্য উপদেশবাণী বিস্মৃত হইয়া সভাকে ও সমাজকে উপহসিত ও
[illegible] বিমুখ করিতেছেন, বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে তাঁহারা আদৌ
[illegible] মনোযোগ দেন না বা দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন না। তাঁহারা
[illegible] তাঁহাদের উর্ব্বর মস্তিষ্কপ্রসূত উপদেশাবলী অন্যে গ্রহণ করিয়া
[illegible] উন্নত করুক আমরা মাত্র 'মজা' দেখি। এরূপ সংকীর্ণতা দ্বারা
[illegible] হওয়া দূরে থাকুক, পদে পদে নিষ্ফলতাই লাভ হয়; যাঁহারা কার্য্য
[illegible] তাঁহাদেরও উৎসাহ উদ্যম এই সব দেখিয়া শুনিয়া অকালে সমাধিস্থ
[illegible] থাকে।

[illegible] তে কার্য্য হয় না—সমষ্টিক্ষেত্রে সকল বিষয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পাদিত
[illegible] এই অনর্গল অবনীমণ্ডলের চিরন্তন নিত্যপ্রথা। যাঁহারা এখনও সভার
[illegible] এরূপ কার্য্য করিতে পশ্চাৎপদ রহিয়াছেন তাঁহারা একবার ভগবানের
[illegible] হইয়া প্রকাশ করুন তাঁহাদের দ্বারা এই উন্নতিকামী জাতির বর্ত্তমানে ইহ
[illegible] কি অনিষ্ট সংসাধিত হইতেছে; একবার স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া
[illegible] সমাজ তাঁহাদের নিকট কিছু উন্নতির আশা করেন কিনা; ধনে, মানে,
[illegible] শীলে যাঁহারা বড় তাঁহারাইত আদর্শ হইবেন—তাঁহারাইত কর্ণধার হইবেন।
[illegible] দেখিয়া আর দশজনে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু আমাদের এই জাতীয়
[illegible] বিপরীত দেখিতেছি। যাঁহাদের পুরোবর্ত্তী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য
[illegible] অনেকেই পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া কায়স্থকার্য্যের বিষম অন্তরায় ঘটাইতেছেন।
[illegible] ইচ্ছা করিলে সুসংস্কৃত হইয়া সভাকে ও সমাজকে ধন্য করিতে পারেন
[illegible] সদিচ্ছার অভাবই তাঁহাদিগকে বিষম অন্তরায়ে নিপতিত করিয়াছে।
[illegible] কি তাঁহাদিগকে সদিচ্ছা প্রণোদিত করাইবেন? নেতাগণ কি সভার
[illegible] অনুযায়ী পথের পথিক হইয়া আপনাদের গৌরবোজ্জ্বল মহিমামণ্ডিত মহান্
[illegible] অধিকতর উজ্জ্বলীকৃত করিতে কৃতসংকল্প হইবেন। সময় সময় বিদ্বেষী-
[illegible] সভার অনুপবীতী নেতৃবৃন্দের নামোল্লেখ করতঃ আমাদিগকে বড়ই
[illegible] লাঞ্ছিত ও উপহাসিত করেন বলিয়া আমরা আজ এই কয়েকটী কথার
[illegible] আলোচনা করিলাম—সময় সময় আমাদিগকে বিদ্বেষীবৃন্দ বড়ই বাক্যবাণে বি-
[illegible] করেন বলিয়াই আমরা বাধ্য হইয়া এই অপ্রিয় সত্যের উল্লেখ

করিলাম। আশা করি নেতৃবৃন্দ আমাদের এই প্রগলভতা উপেক্ষা... কর্ত্তব্য প্রণোদিত হইবেন।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী

রামপাল।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ৯ম প্রবন্ধ)

বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে ৯৯৪ শক স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কি; বঙ্গীয় ব... কায়স্থ এই উভয় সমাজের কুলগ্রন্থে এই '৯৯৪' শকাব্দে, আশ্বিন মাসে, ... বারে পূর্ণিমাতিথিতে পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চকায়স্থ (উপযুক্তা দ্বিজাদর্শঃ) ... যজ্ঞভূমিতে সমাগত হইয়াছিলেন বলিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এ সময়ে ... বঙ্গ ও গৌড় (বারেন্দ্র ও মগধ) ভিন্ন রাজ্য বলিয়া গণ্য ছিল। এই ...

"বিজিত্যারিপুশার্দ্দূলং বঙ্গদেশ নিষ্কণ্টকং।
রাজাসীৎ পরমধর্ম্মজ্ঞো নাম্না সামলবর্ম্মকঃ॥
জিত্বা ধর্ম্মমহীপতিং ভুজবলৈঃ পঞ্চশতুল্যোবলী
শ্রীমদ্বিক্রমপুরনামনগরে রাজা ভবন্নিশ্চিতম্।
ভূপালেন্দ্রকুলাবতারকলিতঃ ক্ষৌণীসরঃ পঙ্কজঃ
সোঽয়ং বঙ্গশিরোমণিঃ ক্ষিতিতলে ব্যালেন্দুকীর্ত্তিপরা।

নিজ বাহুবলে শত্রুগণকে পরাভূত করিয়া পরমধর্ম্মজ্ঞ রাজা সা... শ্রীমদ্বিক্রমপুরে রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরি বর্ম্মাকে ... করিয়াই 'জিত্বা বর্ম্মমহীপতিং' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছিল। সেই সময়ে ...

"গঙ্গায়াঃ পূর্ব্বভাগঞ্চ মেঘনানন্তশ্চ পশ্চিমং।
উত্তরাল্লবণাব্ধেশ্চ বারেন্দ্রাচ্চৈব দক্ষিণম্॥"

যেরূপ অবস্থিত ছিল এখনও প্রায় তদ্রূপ আছে, ফলতঃ উক্ত ... স্থানই পরে বল্লালী বিক্রপুরসমাজ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া... বর্ত্তমান ঢাকা ডিভিসনের ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি বাদে যশোহর... প্রাচীন বিক্রমপুরসমাজের মধ্যবর্ত্তী ছিল। নদীয়ার ও ২৪ পরগণার ...

সেই সময়ে প্রাচীন বিক্রমপুরেরই অন্তর্গত ছিল বুঝা যায়। রাঢ় অপেক্ষা বঙ্গের সম্মান এই জন্যই প্রাচীন গ্রন্থে অপেক্ষা কৃত অধিক। হিন্দুস্বাধীন রাজাও বঙ্গ-বাসীর অধিক ছিলেন তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যেখানে হিন্দু স্বাধীন রাজা সেই খানেই সমাজস্থান। আরও এ কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন যে কিছুদিন পূর্ব্বেও ফরিদপুর, ঢাকা জেলারই মহকুমা এবং খুলনা, যশোহর জেলার একটী মহাকুমা ছিল। যশোহর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত বঙ্গসমাজেরই অন্যতম কেন্দ্রভূমি। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি মহাত্মা কালিদাস চৌধুরীই যশোহরে রাঢ়ীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন মাত্র। পাবনা বারেন্দ্রভূম।

যাহা হউক যে ৯৯৪ শকে বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-ক্ষত্রিয়াগমনের সংবাদ কুলগ্রন্থে পাওয়া যায়, সেই ৯৯৪ শকেই যাদব ক্ষত্রিয় বঙ্গেশ্বর শ্যামল বর্ম্মা শ্রীমদ্বিক্রমপুর রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে আছে :—

'না ব্রহ্ম ক্ষত্র মৃধ্নোতি না ক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্ম ক্ষত্রঞ্চ সম্পৃক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে॥'

অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ব্যতীত চলিবে না, কারণ তাহাতে কেহই বর্দ্ধিষ্ণু হইতে পারেন না, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় একত্র থাকিলেই উভয়ে বর্দ্ধিষ্ণু হন এবং চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্ত হন। "রক্ষাং বিনা যাগাদি কর্ম্মানিষ্পত্তেঃ" এ জন্য ক্ষত্রিয়ের আগমনও আবশ্যকতা। বিশেষতঃ "শুশ্রূষা ব্রাহ্মণানাঞ্চ রাজ্ঞাং শ্রেয়স্করং পরম্॥" ইহা মন্বাদির বিধি। সাগ্নিক দ্বিজগণ সে কালে শাস্ত্রবিধি মানিয়াই চলিতেন। বেদবিৎ সাগ্নিক বিপ্রের শূদ্রসংস্রব যাহারা কল্পনা করে তাহারা মহাপাপী এবং হিন্দুকুলাঙ্গার, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্যামল বর্ম্মা 'বেদ-গ্রহ গ্রহমিতে' অর্থাৎ ৯৯৪ শকাব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া কিছু পরেই কনৌজরাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং সেই বৎসরেই এক যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু সিদ্ধবাক্ বিশুদ্ধ ও বেদবিৎ ব্রাহ্মণ তখন এ বঙ্গ-ভূমে না থাকায় পাঁচজন শাস্ত্রজ্ঞ বৈদিক কর্ম্মঠ ব্রাহ্মণ কর্ণাবতী বা কান্যকুব্জ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণগণেরও 'উষ্ণীষ কোদণ্ড শিরোমুখাস্থৈঃ পাশ্চাত্যবৈশেষ্যবাহনাস্তে।' অর্থাৎ মস্তকে উষ্ণীষ ও হস্তে শরচাপ ছিল এবং ইঁহারা অশ্বারোহণে থাকিয়া রাজাকে দূর্ব্বা তণ্ডুলদ্বারা

আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। এ স্থলে পাঠক লক্ষ্য রাখিবেন যে [illegible]
কনৌজাগত ব্রাহ্মণগণের এইরূপ বেশ ও এই প্রকার ব্যবহারে বিরক্ত [illegible]
অন্তঃপুরে চলিয়া গিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণ রাজাকে না পাইয়া প্রাসাদের [illegible]
ভাগান্তে পোথিত কাষ্ঠে আশীর্ব্বাদ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই কাষ্ঠ [illegible]
পালের গজারীবৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেদারনাথ ঘোষ [illegible]

রঙ্গপুর। [illegible]

সফল স্বপ্ন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি দ্বিতীয় প্রবন্ধ)

বেলা ৭ টা সূর্য্যকিরণ বিরল পল্লব তরুর অশোভন দেহে অঙ্গরাগ [illegible] শোভা পাইতেছে। উডমণ্ড একটী ছড়ি লইয়া নদীর ধারে বেড়াইতেছিল [illegible] নদীতীরে বহুলোক বিভিন্ন উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান বা গমনাগমন করিতেছে [illegible] উডমণ্ড একটী বালককে দেখিতে পাইয়া তাহার ছড়ি উত্তোলন করিয়া ডাকিল [illegible]

সেনলফ!

বালক ফিরিয়া দাঁড়াইল উডমণ্ড তাহাকে নিকটে ডাকিল। সেনিলফ [illegible] উডমণ্ডের সম্মুখে আসিয়া তাহাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।

[illegible] সেনলফ, তুই কত মাহিনা পাস?

[illegible] মৃদুস্বরে কহিল পাঁচ পাউণ্ড।

[illegible]! ফিলিংস তো বড় অবিবেচক দেখিতেছি। এতে [illegible]

[illegible] সঙ্কুলন হয়?

সে [illegible] হইয়া উডমণ্ডের মুখের দিকে চাহিল।

[illegible] লোক?

[illegible] ছোট [illegible] আর [illegible] না।

[illegible] আচ্ছা সেনলফ তোমাকে যদি এক [illegible]
[illegible] করিয়া দিতে পার? কাজটী বড় [illegible]

—আচ্ছা তোমাকে দুই পাউণ্ড দিব।

বালক বিস্মিত হইয়া কহিল কি কাজ?

উডমণ্ড বালকের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কাণে কাণে [illegible] কি বলিল; বালক [illegible] হইয়া বলিল তা কি কখন হয়!

উডমণ্ড ধীরভাবে বলিল ভয় কি হইবে না কেন?

তাহার জীবনের কোন হানি হইবে না তো?"

কিছুনা কিছুনা,—কেবল দিনকতক ভুগিবে মাত্র। আমার একটী বিশেষ [illegible] আছে, তাই তোমাকে এইরূপ করিতে অনুরোধ করিতেছি, আমার উপকার হইবে তাহারও কোন ক্ষতি হইবে না—তুমিও কিছু পাইয়া যাইবে।

সেনিলফকে নীরব দেখিয়া উডমণ্ড কহিল কি বল?

যদি পাঁচ পাউণ্ড দাও চেষ্টা করিয়া দেখিব।"

পাঁচ পাউণ্ডই দিব এখন দুই পাউণ্ড নাও পরে সমস্ত পাইবে।

সেনিলফ মুদ্রাগুলি পকেটের ভিতর রাখিয়া দিয়া কহিল—কখন আপনার সহিত দেখা করিব।

সন্ধ্যার সময় আসিও।

বালক আচ্ছা বলিয়া চলিয়া গেল। উডমণ্ড আর সেখানে দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে বাজারের মধ্যে চলিয়া গেল জেমলাইনীর একটী ক্ষুদ্র ঔষধের দোকান আছে। জেমলাইনী প্রাচীনা তাহার আর কেহ ছিল না। জেমলাইনীর পিতা একজন রসায়নবিদ্ ছিলেন। লাইনী বিধবা হইয়া পিতার সহিত বাস করিত এবং তাহার পিতার নিকট হইতে কিছু কিছু রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিল। তাহার পিতার মৃত্যু হইলে বারট্রাণ্ড নামক একজন যুবকের সহিত তাহার পিতার দোকান চালাইতেছিল। লোকে বলিত এই যুবকের তাহার চরিত্র কলুষিত হইয়াছিল। সম্প্রতি এই যুবকের মৃত্যু হইলে লাইনী পূর্ব্ব দোকানগৃহ পরিত্যাগ করিয়া এই ক্ষুদ্র গৃহে দোকান করিয়াছে। উডমণ্ড বৃদ্ধার দোকানে প্রবেশ করিবামাত্র বৃদ্ধা একবার উডমণ্ডের দিকে তাহার চশমাযুক্ত চক্ষু স্থাপন করিয়া কহিল—আসুন, আসুন,—এই চেয়ারে বসুন।

উডমণ্ড চেয়ারে উপবেশন করিয়া কহিল আপনার অসুখ শুনিয়াছিলাম, এখন একটু সুস্থ হইতে পারিয়াছেন।

হাঁ এখন অনেকটা সুস্থ আছি।

যে কথাটা আপনাকে বলিয়াছিলাম তাহার শেষ হইয়াছে কি?

হাঁ।

তাহা হইলে আপনার পারিশ্রমিক কত?

বৃদ্ধা ঈষৎ হাসিয়া কহিল ৮টী গিনি।

উডমণ্ড-বিনা বাক্যব্যয়ে পকেট হইতে ৮টী গিনি বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিল। ভেমলাইলী সেগুলি যত্নের সহিত তুলিয়া লইয়া উডমণ্ডকে একটী কাগজের মোড়ক দিল। উডমণ্ড কাগজের মোড়কটী হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল আপনাকে যেরূপ বলিয়াছিলাম সেই রকম ভাবের জিনিষতো?

হাঁ হাঁ,—জীবনের কোন হানি হইবে না। কিছুদিন তুর্ব্বলতা মাত্র।

আমি তাহাই চাই একটা নরহত্যা হউক ইহা আমার অভিপ্রেত নহে।

সে বিষয়ে আপনার কোন আশঙ্কা নাই।

উডমণ্ড কাগজের মোড়কটী সযত্নে জামার পকেটে করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় উডমণ্ড বৈঠকখানায় বসিয়া তাহার ভৃত্যকে বলিল একটী বালক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে। সে আসিলেই আমার নিকট লইয়া আসিবে। যদি অপর কেহ আসে তাহা হইলে তুমি বলিও তিনি বাড়ীতে নাই।

যে আজ্ঞা বলিয়া ভৃত্য চলিয়া গেল। উডমণ্ড কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর বলিল—ফ্লোরা, তোমাকে ত্যাগ করাই উচিত, তুমি সাইপ্রেস ফুলের মত সুন্দর হইলেও র‍্যাটল সর্পের মত ভয়ঙ্কর তবু আমার মন তোমার ভীষণতা ভুলিয়া তোমার সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়। ভুলিবার চেষ্টা করিলেও ভুলিতে পারি না, তাই তোমাকে পাইবার জন্য এত চেষ্টা ভদ্র বিগর্হিত কার্য্যের অবতারণা। আমার এই হৃদয়ের দুর্ব্বলতাকে আমি নিজেই ঘৃণা করি। প্রতারণায় প্রেম লাভের চেষ্টা নিতান্তই অন্যায়। প্রণয় দেবতা—আমি রূপমুগ্ধ বলিয়া আমাকে

করিবেন। তোমাকে পাইবার জন্য এইরূপ কার্য্যও আমার স্পৃহনীয়।

এমন সময় ভৃত্য একজন বালককে সঙ্গে লইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। সেনিলফ। উডমণ্ড ভৃত্যকে প্রস্থানের ইঙ্গিত করিয়া সেনিলককে বসিতে বলিল। ভৃত্য নিঃশব্দে চলিয়া গেল। উডমণ্ড সেনিলফের হস্তে কাগজ মোড়ক দিয়া বলিল—খুব সাবধানের সহিত কার্য্য করিও।

সেনিলফ মোড়কটী হাতে লইয়া কহিল আমি বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিব।

তোমাকে অপেক্ষা করিতে বলিতেছি না, অপেক্ষা করিবার দরকারও নাই তুমি এখনই যাইতে পার।

সেনিলফ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, উডমণ্ড কহিল খুব সাবধান।

সেনিলফ সম্মতিসূচক মস্তক আন্দোলন করিয়া চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিশ্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

নালিকুল ট্রেনিং স্কুল।

বঙ্গনারীর অদৃষ্ট।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ৩য় প্রবন্ধ)

অসহায়া বিধবা, অভাগিনী ললিতা যখন নিরুপায়ে ঠেকিয়া নাবালক পুত্রটীর হাত ধরিয়া কৃষ্ণনগরে ভ্রাতার গৃহে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলাবাহুল্য ভ্রাতৃজায়া হেমাঙ্গিনী তাহাদের বড় একটা স্নেহের চক্ষে দেখিলেন না। মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন "তা আগে থাকতে একটা খপর টপর না দিয়ে একেবারে ঘরে এসে পড়বার কি দরকার? এতে ত' ওঁরই অপমান করা হয়।

ললিতা দুঃখিত হইয়া বলিলেন খপর দেবার আর কি সময় পেয়েছিলুম বউ!

রাত দুপুরে হঠাৎ ঘরে আগুন লেগে একেবারে আমাদের নিরাশ্রয় ক
ভগবান্ মাথা গুঁজে দাঁড়াবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত আর নেই! ছেলেটা
সমস্ত দিন কিছু খাওয়া হয়নি। নিজের কথা আর বলিলেন না।
আজ দুই দিন হইতে স্নান পর্য্যন্ত হয় নাই। তিনি খিড়কির পুকুরে গিয়া
ডুব দিয়া আসিলেন আসিয়া ভ্রাতৃযায়াকে বলিলেন "কি কর
একখানা কিছু বাধা দিয়া হেমাঙ্গিনী বলিলেন "একখানা পরণের
কি ছাই, হাতে করে আনতে নেই? তা আর তোমার কে গেছে
দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ললিতা বলিলেন "কিছু কি আর আছে বউ!
আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

বিরক্ত হইয়া হেমাঙ্গিনী বলিলেন "তোমা"র দাদার একখানা
ঐ জানলায় গোঁজা আছে পর, নূতন কাপড় আর এখন আমি তোমা
কোথায় পাব?

ঐ "চেয় হবে" বলিয়া ললিতা ভ্রাতার পরিত্যক্ত সেই শত ছি
যাই হউক করিয়া লজ্জা নিবারণ করিলেন। তাহার পর নিজের
বস্ত্রখণ্ড রৌদ্রে শুকাইতে দিবার জন্য ছাদে চলিয়া গেলেন। বাহিরে
বসিয়া সুরেশ্বর চিন্তা করিতেছিল এই মামার বাড়ী! এই
এখানে সে কেমন করিয়া তিষ্ঠিতে পারিবে তাহাই ভাবিতেছিল। দশ
পূর্ব্বে মাতামহীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে মাতার সহিত দুই একদিনের জন্য
মাত্র সে এখানে আসিয়াছিল, তখন সে নিতান্ত শিশু! তাহার
মাতুলালয়ের সঙ্গে তাহার আর কোন সংস্রব ছিল না। আজ দুর্দ্দিনে
তাহাকে মাতুলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। সুরেশ্বরের মাতুল
পুত্র হরিপদ সুরেশ্বরের অপেক্ষা বয়সে কিঞ্চিৎ বড়। এতক্ষণ সে
তক্তপোষের উপর শয়ন করিয়াছিল, কোন কথাই বলে নাই, এখন
বলিল ওঠনামা শুনলে না পিসিমাদের কাল অবধি খাওয়া হয়নি,
দাওনা হেমাঙ্গিনী তাহার কন্যা টুনীর জন্য একটা সেমিজের লেস
পুত্রের কথা শুনিয়া ঝঙ্কার করিয়া বলিয়া উঠিলেন পিসিমা
আর কুটুম্বিতে করতে আসে নি! নিজে নিয়ে খেতে পারবে না?

উঠিয়া বাহিরের রকে সুরেশ্বরের পাশে গিয়া বসিল এবং কিরূপে
ভাইটীর সহিত আলাপ করিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল।
বলিল তুমি কি স্কুলে পড়!
নাড়িয়া সুরেশ্বর জানাইল হাঁ।
বলিল কোন ক্লাশে পড় ভাই?
মিষ্ট সম্ভাষণে সুরেশ্বরের প্রাণে যেন একটা তৃপ্তি অনুভব করিতে
ঘাড় তুলিয়া হরিপদের দিকে চাহিয়া বলিল এই বছর ফাষ্টক্লাশে
!
কথা হইয়া হরিপদ বলিল—ওঃ বাবা ফাষ্ট ক্লাশ! আমিতো মোটে
শে পড়ি। তুমি কি এখানকার স্কুলে পড়বে নাকি?
রেশ্বর বলিল ইচ্ছে ত আছে।
আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে আমাদের স্কুলে ভর্ত্তি করে
বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল তোমার স্কুলের মাইনে কে দিবে
রেশ্বর বলিল আমার স্কুলের মাইনে লাগবে না। বাবা মারা যাবার পর
লের স্কুল আমাকে ফিরি করে দিয়েছে। আমার কাছে সার্টিফিকে
আর হেডমাষ্টারের নামে একখানা চিঠি লিখে দিয়েছে, তা দেখালেই
য় আমি অমনি ভর্ত্তি হতে পারব।
বে আর ভাবনা কি! বলিয়া হরিপদ সুরেশ্বরের হাত ধরিয়া বাগানের
লইয়া গেল। তখন বৈশাখ মাস, বাগানে লিচু, গোলাপজাম, জামরুল,
প্রভৃতি ফলের অভাব ছিল না, হরিপদ তাহা পাড়িয়া অভুক্ত সুরেশ্বরকে
তে লাগিল কে জানে কেন সুরেশ্বরের মলিন মুখখানি দেখিয়া হরিপদের
য়ার সঞ্চার হইয়াছিল। পরদিন হরিপদ যখন সুরেশ্বরকে লইয়া স্কুলে
রিয়া দিতে গেল তখন সমভিব্যাহারী হরিপদ এবং সুরেশ্বরের মলিন
দেখিয়া শিক্ষকগণ বড় একটা গ্রাহ্য করিলেন না। কারণ ডানপিটে
বলিয়া স্কুল মধ্যে বেশ একটা নামবাহির হইয়াছিল। সুতরাং হরিপদর
আর একটী দুর্দ্দান্ত ছেলেকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া স্কুলের অলঙ্কার বৃদ্ধি
তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল না। শেষে যখন রাজাগঞ্জের স্কুলের সার্টিফিকেট

এবং সেই অনুরোধপত্রখানি সুরেশ্বর শিক্ষক মহাশয়ের হাতে দি
তাঁহারা সুরেশ্বরকে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই
সুরেশ্বরের অদ্ভুত মেধাশক্তির পরিচয় পাইলেন। সুরেশ্বরের
হেমাঙ্গিনীর হৃদয়ে হিংসাবহ্নি দ্বিগুণ বেগে প্রধূমিত হইতে লাগিল
একটা কারণও ছিল, সুরেশ্বর যেমন নিজগুণে দিন দিন সকলের
উঠিল, হরিপদ তেমনি দিন দিন বদমায়েসীতে পরিপক্ক হইয়া
বিষ হইয়া পড়িল। সুরেশ্বর ও হরিপদ এক সঙ্গে ভাত খাইয়া বাহি
সুরেশ্বর স্কুলে যাইত, হরিপদ তাহার অমূল্য সময় টুকু ঘুড়ি লাটাই ও
লইয়া তাস পাসা খেলিয়া সময় অতিবাহিত করিত। তাহার পর
বাটী ফিরিয়া হরিপদ গরম লুচি, এবং সুরেশ্বর বাসী ভাত খাইত।
হেমাঙ্গিনী সন্তোষ হইতেন না। বলিতেন রাক্ষস ছেলে তিনবার ক
খেয়ে খেয়ে আমার সর্ব্বনাশ করবে দেখতে পাচ্ছি!

ললিতা গোপনে বসনাঞ্চলে অশ্রুটুকু মুছিয়া ফেলিতেন।
সেই দত্তপিসির কথা 'রাজার হালে' থাকার কথাটা চট করিয়া
যাইত। ক্রমশঃ হেমাঙ্গিনী চাউল রান্নার পরিমাণ কমাইয়া দিলেন।
নিজের অন্ন ব্যঞ্জন হইতে পুত্রের জন্য অর্দ্ধেক রাখিয়া দিতেন। কি
হইতে সুরেশ্বর জানিতে পারিল মাতা অর্দ্ধাশনে থাকিয়া তাহার
জন্য ভাত রাখিয়া দেন, সেই দিন হইতে সুরেশ্বর ভাত খাওয়া ত্যাগ
স্কুল হইতে আসিয়াই বই লইয়া বাহির হইয়া যাইত, তাহার পর
ভাত খাইয়া টুনীকে পড়াইতে বসিত। রজনীনাথের অবস্থা যে
ছিল, বিষয় সম্পত্তি, নগদ টাকা, তেজারতি কারবার তাহার যে
দাস দাসী, পাচক ব্রাহ্মণ, এ সকল বিষয়েও তাঁহার অভাব ছিল না
যেদিন হইতে ললিতাদেবী ভ্রাতার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন, তা
পাচক ব্রাহ্মণ বিনা কারণে হেমাঙ্গিনীর নিকট তিরস্কৃত হইয়া বি
করিল। ললিতাদেবী রন্ধন গৃহের ভারপ্রাপ্ত হইলেন। তাহার
বাজারের পয়সা চুরি করে বলিয়া বাজার করিবার ভার
সুরেশ্বরের উপর। সুরেশ্বর সকাল বেলায় আর পড়িবার অবসর
বাজার করিয়া আসিয়া দুটো ভাত নাকে মুখে গুজিয়া স্কুলে চলিয়া

স্কুল হইতে আসিয়া আবার পড়িতে বসে তাহার পরীক্ষা অতি সন্নিকট,
সময় এখন বড় মূল্যবান, কিন্তু হেমাঙ্গিনী বৈকালে তাঁহার কন্যা
টুনীকে দ্বিতীয় ভাগখানা পড়াইবার জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কাজেই
অবনত মস্তকে সুরেশ্বরকে সে আদেশও প্রতিপালন করিতে হইল অথচ
রাত্রি পর্য্যন্ত তেল পোড়াইয়া পড়িবারও হেমাঙ্গিনী বিরোধী ছিলেন!
সুরেশ্বর বিপদে পড়িল। কি প্রকারে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, কেমন
করিয়া সে ভবিষ্যতে 'দশজনের' একজন হইয়া মাতার এ দুঃখ দূর
করিবে, ইহাই ছিল তাহার প্রধান চিন্তার বিষয়। একদিন তাহার শিক্ষক
তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন সুরেশ্বর তুমি মন দিয়া লেখাপড়া কর, ভাল
একজামীন দিতে পারলে তুমি স্কলারসিপ পাবে।

সুরেশ্বর বলিল আমার সময় বড় কম! বাড়ীতে পড়বার সুবিধা আমার
মোটেই হয় না, বলিয়া সুরেশ্বর সমস্ত কথা বলিল, শুনিয়া শিক্ষক মহাশয়
কৃপা পরবশ হইয়া বলিলেন আচ্ছা ছুটীর পর আমি তোমাকে দুঘণ্টা করে
পড়াব।

কৃতজ্ঞতায় বালকের চক্ষুদুটী সজল হইয়া উঠিল। প্রতিশ্রুতি মত শিক্ষক
মহাশয় সুরেশ্বরকে দুই ঘণ্টা করিয়া পড়াইতে লাগিলেন। যথাসময়ে পরীক্ষা
শেষ হইয়া গেল, সুরেশ্বর ভাল পরীক্ষা দিয়াছিল, প্রথম বিভাগে পাশ হইল,
মাসিক দশটাকা করিয়া বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল। ঈর্ষ্যায় হেমাঙ্গিনীর অন্তর
দগ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহার ছেলে আজ তিন বৎসর হইতে একটা ক্লাসে
উঠিতেও পারে নাই, আর কোথাকার কে, একটা হতভাগা ছোঁড়া, তাঁহার
অন্নদাস, সে কিনা, একেবারে প্রথম বিভাগে পাশ! তাহার উপর দশটাকা
জলপাণি! হেমাঙ্গিনী রাগ করিয়া নিজের ছেলেকে কতকগুলো বকিলেন,
তাহার পর সুরেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন হরিপদ স্কুলে যাওয়া একেবারে
পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহার অমূল্য সময় টুকু তাস, পাসা, ঘুড়ি, লাটাই
লইয়াই অতিবাহিত করে। কতকগুলো ছোঁড়ার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে তাহাকে
রায়ধন শুঁড়ীর দোকানে যাইতে দেখা যায়। হেমাঙ্গিনী রজনীনাথকে
সমস্ত বলিয়া দিলেন তিনিও হরিপদকে খুব ধমকাইলেন। বলা বাহুল্য পিতার
নিকট হইতে স্কুলের মাহিনা এবং জলখাবার পয়সা লইয়া, কখন কখন বা

পিতার পকেট হাতড়াইয়া, মাতার বাক্স ভাঙ্গিয়া হরিপদ অর্থ সংগ্রহ [illegible] সে দোষটা অবশ্য হেমাঙ্গিনী হরিপদর ধরিতেন না। অভাগিনী ননদ [illegible] অথবা ঐ হতভাগা ছোঁড়া সুরেশ্বরেরই যে এ কাজ, এ কথা বুঝাইতে [illegible] ক্রটী করিতেন না। রজনীনাথ কাহাকেও কিছু না বলিয়া চুপ [illegible] থাকতেন।

পিতামাতার নিকট তিরস্কৃত হইয়া হরিপদ সুরেশ্বরের উপর চটিল। তাহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিল তোমার সঙ্গেতো আমার কোন শত্রুতা নেই, তবে তু[illegible] কেন আমার পেছুতে লেগেছ? আমার পেছুতে লাগলে তোমার ভাল হবে [illegible] বলে দিচ্ছি! আমার বন্ধু বান্ধবদের দিয়ে এমন করে মারব তাহলে যে মাথা[illegible] একেবারে দোফাঁক হয়ে যাবে।

ভীত হইয়া সুরেশ্বর বলিল কেন আমি তোমার কি করেছি?

হরিপদ বলিল কেন মায়ের কাছে বলে দিয়েছ যে আমি স্কুলে যাই না[illegible] আমি স্কুলে যাই না যাই তোমার তাতে কি? আর আমার অবস্থা ত তোমা[illegible] মত নয় যে চাকরী না কল্লে খেতে পাব না! আমার বাপের অগাধ পয়সা[illegible] আমার ভাবনা কি? আমার ও সব পড়াশুনো করতে মোটেই ভাল লাগে না, যা ভাল লাগে না তাকি মানুষ কর্ত্তে পারে? আমার পেছনে লাগলে তোমা[illegible] অনিষ্ট বই ইষ্ট হবে না বলে দিচ্ছি! নইনে তোমার ভালর চেষ্টা করব।

ভয়ে ভয়ে সুরেশ্বর বলিল আমার কি করতে হবে বল?

সুরেশ্বরের ভাব দেখিয়া হরিপদ হাসিয়া ফেলিল বলিল কিছুই করতে [illegible] না, কেবল যে জিজ্ঞাসা করবে, বলবে যে হ্যাঁ আমি রোজ স্কুলে যাই। সুরেশ্বর বলিল মিথ্যাকথা বলব? হরিপদ বলিল দোষ কি? সুরেশ্বর বলি[illegible] না ভাই, আমি মিথ্যা কথা বলতে পারব না, তার চেয়ে আমি বলব আমি [illegible] জানি না কেমন?

অগত্যা হরিপদ সম্মত হইল। কিন্তু সুরেশ্বরের নিষ্কৃতি ছিল না। কিছুদি[illegible] পরে আর একদিন হেমাঙ্গিনী সুরেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন হ্যাঁরে হরি[illegible] এখন স্কুলে যায়।

[illegible] প্রতিশ্রুত মত সুরেশ্বর বলিল এখন ত আর ওদের ক্লাসের ছেলেদের [illegible] আমাদের দেখা হয় না মামীমা! আমাদের ক্লাস যে এখন উপরে [illegible]

[illegible] করিয়া হেমাঙ্গিনী বলিয়া উঠিল হ্যাঁগো হ্যাঁ জানি এখন তুমি পাণ্ডিত [illegible] তা ব'লে মুখ ভাইটে কি করে না করে তার একটু খোঁজও কি দয়া [illegible] রাখতে নেই?

[illegible] তাহার পর তিনি প্রতিবেশীদের নিকট বলিয়া বেড়াইতেন, দেখেছ [illegible] কি বেইমান! খাইয়ে পড়িয়ে মানুষ করলুম, আমার ছেলেটা পড়াশুনা [illegible] কি না কচ্ছে, এ খপরটুকু আমাকে দিয়েও একটা উপকার করতে পারে [illegible] ওরা কি কম হিংসুটে! আমার ছেলেটি লেখাপড়া শিখে মানুষের মতন [illegible] বে তা ওদের প্রাণে সইবে কেন!

একদিন সুরেশ্বর কলেজ হইতে আসিয়া বইগুলো ধপাস করিয়া বিছানার [illegible] পর ফেলিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার মুখখানি বড় বিমর্ষ, চিন্তাযুক্ত! ললিতা-[illegible] দেবী কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন অমন করে শুয়ে পড়লি কেন বাবা!

সুরেশ্বর একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—কি করব তাই ভাবছি মা!

ললিতা বলিলেন কিসের কি করবি!

সুরেশ্বর বলিল এমন করে ত আর পারা যায় না মা! দিবারাত্রি খিটিমিটি, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা অসহ্য হয়ে উঠেছে! তাই মনে কচ্ছি পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে [illegible]ইবার একটা চাকরি বাকরির চেষ্টা করি।

ললিতা দুঃখিত হইয়া বলিলেন এর মধ্যেই পড়া ছাড়বি?

সুরেশ্বরের জ্ঞানপিপাসা, সুরেশ্বরের উচ্চাভিলাষ, কিছুই ললিতার অজ্ঞাত ছিল না। ইহার মধ্যেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলে তাহার ভবিষ্যত উন্নতির আশা যে একেবারে মূলচ্ছেদ হইয়া যাইবে, তাই ললিতা দুঃখিত হইয়া বলিলেন এর মধ্যে পড়া ছাড়বি?

সুরেশ্বর বলিল কি করব মা, নইলে আর যে কোন উপায় নেই।

ললিতা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন চাকরিই কি সহজে মিলবে বাবা মুরব্বির জোর নেই।

সুরেশ্বর বলিল আমি বীরেশ্বর বাবুকে পত্র লিখেছিলুম। আজ সে চিঠির জবাব পেয়েছি। তিনি আমাকে সেখানে যেতে লিখেছেন। তিনি লিখেছেন সেখানে গেলে পর যাহোক একটা ব্যবস্থা করে দিবেন। তাই মনে করেছি তাঁর কাছেই যাই! তোমাকেও নিয়ে যেতে লিখেছেন।

ললিতা একটী গভীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন 'আবার পরের আশ্রয়ে?

সুরেশ্বর বলিল মা বীরেশ্বর বাবু সে রকম লোক নন। তাঁর চিঠিখানার ভাব দেখেই আমার মনে ভারি আমোদ হল। এ আপনার জনের চেয়ে ও রকম পর ভাল মা!

তবে যা ভাল বুঝিস তাই কর! বলিয়া ললিতাদেবী চুপ করিয়া রহিলেন। কথাগুলো সমস্তই হেমাঙ্গিনীর কাণে উঠিল। আড়ি পাতিয়া অপরের কথা শোনা তাঁহার একটা ব্যাধির মধ্যে ছিল।

রাত্রে আহারাদির পর রজনীনাথ যখন শয়ন করিতে আসিলেন তখন হেমাঙ্গিনী বলিলেন ওগো শুনেছ তোমার ভাগ্নে যে এইবার চাকুরি করতে বেরুবে!

রজনীনাথ হাসিয়া বলিলেন বটে! একটা পাশ করে একেবারে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হবে নাকি!

হেমাঙ্গিনী বলিলেন তোমার এক কথা! জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হবে কি আর বলছে! কে নাকি ওদের কোন দেশে আছে সেই চাকরি করে দেবে লিখেছে। মায়ে পোয়ে সেই পরামর্শই হচ্ছিল!

বেশত! বলিয়া রজনীনাথ চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া হেমাঙ্গিনী বলিলেন আর কি বলেছে শুনেছ?

রজনীনাথ বলিলেন কি?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন একবার চাকরিটী হলে হয়, তখন এমন মামীর মুখে লাথি মেরে চলে যাব।

শুনিয়া রজনীনাথ ক্রোধে স্ফীত হইয়া বলিলেন কি—এত বড় ...

...জায়গা দিয়েছিলুম বলে! নইলে পাশ করতেন কোথাথেকে? হাড়ীর ...রে! থাক কালই যেন আমার বাড়ী থেকে চলে যায়—বলে দিও ...মার বাড়ীতে জায়গা হবে না।

...ঙ্গিনী খুসি হইয়া বলিলেন শুধু আমার কথাতেই কি হবে? তুমি নিজে ...কে বলে দিও।

...ক যেমন অতিরিক্ত বারিবর্ষণ ও কর্ষণ দ্বারা জমীটিকে উর্ব্বর এবং ...নের যোগ্য করিয়া তুলে, হেমাঙ্গিনীও তেমনি এতদিন ধরিয়া ...মীর হৃদয়-ক্ষেত্রটী অবিরত, নানাপ্রকার কথার দ্বারা কর্ষণ করিয়া ...ন করিতেছিলেন। আজ তাহার ফল ফলিল। হেমাঙ্গিনী মনে মনে ...সি হইলেন। আবার বলিলেন তোমার বোনটী কি কম! মিন্‌মিনে ...লে খাবার রাক্ষস, সেই যে লোকে কথায় বলেনা! উনিও সেই তাই! ...র পাল্লে জুটেইতো আমার হরিপদকে বিগড়ে দিলে! নইলে আমার ...কি অমন ছিল।

...ক সব আপদ কাল বিদায় করে দিচ্ছি বলিয়া রজনীনাথ পাশ ফিরিয়া নিদ্রাদেবীর আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন।

...তি প্রত্যুষে উঠিয়া হেমাঙ্গিনী রান্না চড়াইয়া দিলেন। এই অভূতপূর্ব্ব ...দেখিয়া ললিতাদেবী বিস্মিত হইলেন। কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা ...তে তাঁহার সাহস হইল না। একটা যে কিছু ঘটিয়াছে তাহার আভাস ...ন হেমাঙ্গিনীর মুখ দেখিয়া বুঝিলেন। কিছু পরে রজনীনাথ উঠিয়া ...রকে ডাকিয়া বলিলেন তুই চাকরী করবি বলছিলি, তাই করগে যা বাপু ...মাকে নিয়ে চলে যা, যেখানে গিয়ে সুখী হস সেইখানে চলে যা। দিনরাত ...টি কলহ কিরকিরি, আমার আর ভাল লাগে না।

...সদ্য সদ্য এই চাকরী করার কথাটা মাতুলের কর্ণে যে কেমন করিয়া ...ল, ভাবিয়া সুরেশ্বর একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সেও এখান হইতে ...যাইবার সঙ্কল্পই মনে মনে স্থির করিয়াছিল, তাহার পর মাতুলের এই ...আদেশ! সুরেশ্বরের আর মুহূর্ত্তও এখানে বাস করিবার ইচ্ছা ছিল না ...তাহাকে কলেজ হইতে একখানা সার্টিফিকেট লইতে হইবে। আর

একটা দিন পরে বৃত্তির দশটাকা পাইবে তাহার হাতে ত একটাও পয়সা
মাসে মাসে যে দশটা করিয়া টাকা পায় তাহা মাতুলের হাতে তুলিয়া
ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল পরশুদিন যাব মামাবাবু!

সুরেশ্বরের উত্তর শুনিয়া রজনীনাথ আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন
না আর একদিনও আমার এখানে জায়গা হবে না। আমি আর
খরচ চালাতে পারব না, বলিয়া রজনীনাথ চুপ করিলেন। হা
খরচের জন্যই সুরেশ্বর যে দশটা টাকা পায় তাহা মাতুলকেই আনিয়া
তবুও এ খরচের খোটা দিতে হেমাঙ্গিনী ছাড়েন না, আজ রজনীনাথ
তাহার পর রজনীনাথ বলিতে লাগিলেন 'মামামামীর মুখে লাথি মেরে চ
মার? ওঃ এতদূর তেজ হয়েছে তোর? তোর গুরুজন নয় রে!
শিখে এতদূর উন্নতি হয়েছে?

এ কথা শুনিয়া সুরেশ্বর যেরূপ আশ্চর্য্য হইল তেমনি মর্ম্মাহত হই
একটু উত্তেজিত ভাবে বলিল এ কথা কে বল্লে মামাবাবু? আমি য
থাকি, তা হলে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হবে, আর যদি না বলে
তা হলে জগদীশ্বর এর বিচার করবেন। বলিতে বলিতে সুরেশ্বর
ফেলিল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ বড় ধার্ম্মিক হয়েছিস্! ঈশ্বর দেখাতে শিখেছিস্। চিনতে
এতদিন দুধ দিয়ে কালসাপ পুষছিলুম। যা বাপু আর কোন কথা
নেই যেখানে গিয়ে সুখে থাকিস যা। এখানে আর থাকবার দরকা
বলিয়া রজনীনাথ চলিয়া গেলেন। সুরেশ্বর ভাবিল আর এখানে
নয়,—রাজাগঞ্জের সেই পৈতৃক ভিটার ভস্মস্তূপের উপর পড়ে থাকব
মরব, তবুও এখানে আর নয়।

মাকে লইয়া সে তখনই বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। বেলা
প্রায় দশটা বাজিয়াছে. সুরেশ্বর ও ললিতা রাস্তার ধারে বাঁধা অশ্ব
বসিয়া বিশ্রাম করিতে ছিল। দুঃখে কষ্টে ললিতার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গি
বেশী পরিশ্রম বা অনেকটা রাস্তা চলিবার মত সামর্থ্য আর তাঁহা
আদৌ ছিল না। রাধানাথের বাল্যবন্ধু বীরেশ্বর এলাহাবাদ
ওকালতি করিয়া বেশ পশার ও খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করি

বরকেই পত্র লিখিয়াছিল এবং মাতাকে লইয়া তাঁহারই নিকটে
বলিয়া মনস্থ করিয়া ষ্টেসনের অভিমুখে যাত্রা করিল। রজনীনাথের
হইতে কৃষ্ণনগরের স্কুল প্রায় তিন ক্রোশ! এত পথ হাটিয়া
শক্তি ললিতার দেহে ছিল না। অথচ হাতে পয়সা ছিল না যে ঘোড়ার
ভাড়া করেন। কাজে কাজেই মাতা পুত্র এই তিন ক্রোশ পথ উঠিয়া,
দাঁড়াইয়া কোনও রকমে অতিক্রম করিতেছিলেন। বালক সুরেশ্বর
জননীকে লইয়া সংসারের অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছে অর্থহীন সহায়হীন
তাই আজ বড়ই চিন্তাযুক্ত! পিতার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ পিতার একটী
অঙ্গুরীয় সুরেশ্বরের হাতে ছিল। সুরেশ্বর ভাবিল কৃষ্ণনগরের ষ্টেসনে
কোন পোদ্দারের দোকানে অঙ্গুরীয়টি বিক্রয় করিয়া সেই টাকাতে এলাহা-
টিকিট ক্রয় করিবে। এমন সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে হরিপদ
আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিপদকে ওদবস্থায় আসিতে দেখিয়া
পুত্রে উভয়েই বিস্মিত হইলেন। ললিতা বলিলেন কি হরিপদ! অমন
ছুটী করে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে কেন আসছ?

হরিপদ পিসিমার পার্শ্বে বসিয়া কোঁচার খুঁট নাড়িয়া বাতাস করিয়া নিজের
কে একটু ঠাণ্ডা করিয়া লইয়া বলিল তোমরা কখন চলে এলে আমিত
তে পারিনি পিসিমা! মনে করে ছিলুম আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হবেনা
ছুটতে ছুটতে দেখা করতে এলুম! ভাগ্যে তোমরা এইখানটায় বসে আছ,
না আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হতনা।

তা বলিলেন আমরা যে এদিকে এসেছি তা তুমি কেমন করে জানলে?
একটু হাসিয়া বলিল তা আমি ঠিক জানতে পেরেছি। তোমরা কোথায়
, তা আমি জানি। এই বলিয়া হরিপদ দুই খানা দশ টাকার নোট বাহির
করিয়া ললিতার হাতে দিতে গেল। বলিল তোমাদের হাতে তো কিছু নেই
মা এই টাকা কটা রাখ, আনেক দরকারে লাগতে পারে।

ললিতা বলিলেন না বাবা, তুমি ছেলে মানুষ, তোমার টাকা আমি নোব কেন?
সুরেশ্বর হাত বাড়াইয়া নোট দুই খানা গ্রহণ করিয়া বলিল তোমার টাকা
আমি নিলুম হরিদা। কিন্তু আমি যখন উপার্জ্জন করতে পারব তখন এ টাকা
তোমাকে ফিরিয়ে দোব। তখন কিন্তু নিতে হবে। আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে!

বলিয়া হরিপদ একটু হাসিল। তাহার পরে ললিতা দেবীকে একটা প্রণাম ... বলিল তবে চল্লুম পিসিমা যদি কখনও তোমায় দেশে ফিরে এস, তবে আবা... দেখা হবে। বলিয়া হরিপদ চলিয়া গেল। হরিপদ চলিয়া যাইবার পর ... ললিতাকে বলিল হরিদা কুসঙ্গে পড়ে বিগড়ে গেছে বটে, কিন্তু ওর ... উদার।

উপরি উক্ত ঘটনার পর, আরও দশবৎসর অতীত হইয়াছে কালের ... গর্ভে, একটি একটি করিয়া আরও দশ বৎসর লীন হইয়া গিয়াছে। দশ বৎসর মধ্যে সংসারে কত ঘটনা ঘটিয়াছে। কত জন মৃত্যুমুখে ... হইয়াছে, কত লোক অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াছে, কতলোক দরি... হইয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। কাহাকেও হাসাইয়া, কাহা... কাঁদাইয়া ছোটকে বড় করিয়া, বড়কে ছোট করিয়া সময় চলিয়া গি... বীরেশ্বর বাবুর যত্নে সুরেশ্বর উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সে আজ এলাহাবা... কোর্টে ওকালতি করিতেছে। কিন্তু হায়! পুত্রের এ সুখ সৌভাগ্য ... ললিতার অদৃষ্টে ঘটে নাই। অবিরত সংসারে ধাকা খাইয়া পূর্ব্ব ... ললিতার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর পতিগৃহ ও পিতৃগৃহ ... বঞ্চিত হইয়া বিদেশে পরের আশ্রয়ে আসিয়া ভগ্ন হইতে লাগিল তাহা... তাহার দুঃখময় জীবন শোকদুঃখের অতীত স্থানে গিয়া সেই সর্ব্বময় ... ভগবানের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিল। প্রয়াগের ত্রিবেণী তীরে ... পঞ্চভূতময় দেহ ভস্মীভূত হইয়া অনন্ত শান্তিলাভ করিল। আজ ... নিজের ঐশ্বর্য্য পূর্ণ সুখের দিনেও মাতার সেই দুঃখময় স্মৃতি একটুও ... পারে নাই। সুরেশ্বর রাজাগঞ্জের পৈতৃক ভিটার উপর সুন্দর একখানি ... প্রস্তুত করিয়াছে। সেই বাটীর সন্মুখে কারুকার্য্যবিশিষ্ট সুন্দর একটি ... কিন্তু সে মন্দিরে কোন দেবদেবীর মূর্ত্তি রক্ষিত হয় নাই। সুদক্ষ ভাস্কর ... আনাইয়া সুরেশ্বর সে মন্দির মধ্যে নর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা নিজের মাতৃমূর্ত্তি ... করাইয়া স্থাপন করিয়াছে। প্রতি বৎসর পূজার বন্ধে বাটী আসিয়া ... সেই মাতৃমূর্ত্তির পূজা করিয়া যায়। এবং সেই মন্দিরের সম্মুখে ... অনাথ দীনদরিদ্রদিগকে অন্ন বস্ত্র ও পয়সা বিতরণ করে। অভাগিনী ...

...অভাবে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া গিয়াছেন। এ ব্যথাটা সুরেশ্বরের ... বুকে শালাঘাতের চিহ্ন সমান বিদ্যমান রহিয়াছে। এ ক্ষত চিহ্ন এ জীবনে ... মিলাইবার নহে। হরিশ এখনও বাঁচিয়া আছে। সুরেশ্বর হরিশকে নিজ ... পরিবারভুক্ত করিয়া লইয়াছে। হরিশ এখন সুরেশ্বরের গৃহের সর্ব্বময় কর্ত্তা। সুরেশ্বরের শিশু পুত্রটী হরিশের বড়ই অনুরক্ত! হরিশ সুরেশ্বরের ঐশ্বর্য্যে বড়ই সুখী, কিন্তু তাহার মা ঠাকুরাণী যে এ সমস্ত কিছুই দেখিতে পাইলেন না, এ দুঃখ হরিশের মরিলেও যাইবে কিনা সন্দেহ! হরিশ প্রতিদিন প্রাতঃস্নান করিয়া ...শ্বরীর মূর্ত্তির চরণে জল ঢালিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করে, এবং করযোড়ে প্রার্থনা করে "মা, তোর ছেলে আজ রাজা হয়েছে, তুই স্বর্গে থেকে তাকে আশীর্ব্বাদ কর, সে যেন চিরজীবী হয়ে এই রকম দুঃখী কাঙ্গালকে ভাত কাপড় দেয়।"

শ্রীমতী চারুশীলা দেবী,
পালপুখুর রোড, হুগলি।

শ্রীকৃষ্ণের কপটনিদ্রা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)।

৩৪।

"কৌরব পাণ্ডবগণে
বুঝিবা সমর বাধিবে
পাণ্ডবের পক্ষ কৃষ্ণ
তোমারে হইতে হইবে।

৩৫।

পাঠালেন ধর্ম্মরাজ
ভরসা রাখিয়া তোমাতে
অপর কুশল সব
কেশব তোমার কৃপাতে।"

৩৬।

কহিলেন ভগবান্
অর্জ্জুনে তখন চাহিয়া
"আত্মীয়ে আত্মীয়ে দ্বন্দ্ব
অশিবে গণিবে ভাবিয়া।

৩৭।

যাহে পরিহার্য্য হয়
যতন তাহার করিবে
আমার বাসনা এই
কুশলে উভয়ে থাকিবে।"

৩৮।

শুনিয়া এ হেন উক্তি
কহিল অর্জ্জুন কেশবে
'হে কৃষ্ণ অপরিহার্য্য
সমর কৌরব পাণ্ডবে।

৩৯।

বহু যত্ন ধর্ম্মরাজ
করেন বিবিধ রূপেতে
যাহাতে নাহিক ঘটে
সমর উভয় পক্ষেতে।

৪০।

তুমিত আপনি কৃষ্ণ
কতই প্রয়াস করিলে
তবুও করিতে সন্ধি
বিফল যত্ন হইলে

৪১।

সে কথার আলোচনা
এখন না হয় উচিত

ধর্ম্মের প্রার্থনা মতে
কহ কি উত্তর ধরিত।"

৪২।

কহেন উত্তরে কৃষ্ণ
"শুনহ অর্জ্জুন সুমতি
প্রকাশিয়া কহি' তোমা
আমার রহস্য ভারতী।

৪৩।

কৌরব পাণ্ডবে আমি
সমান ভাবি যে অন্তরে
তাই ঔদাসিন্যে ইচ্ছা
কৌরব পাণ্ডব সমরে।

৪৪।

কিন্তু দেখি ঔদাসিন্য
আমাতে সম্ভব নহিবে
একপক্ষ অবশ্যই
সহায়ে আমারে বরিবে।

৪৫

তাই সে প্রতিজ্ঞা করি
আমারে যে জন আগেতে
বরিবে, তাহারি আমি
সহায় হইব রণেতে।

৪৬।

ধর্ম্ম আসি আগে মোরে
তোমার দ্বারেতে বরিল
অগত্যা আমারে তাঁর
সহায় হইতে হইল।

৪৭।

স্বীকার করিনু সখে
কহগে ধর্ম্মেরে যাইয়া"
বলিয়া আলস্য ছলে
জৃম্ভণ করেন ফিরিয়া।

৪৮।

ফিরিতে সে দুর্য্যোধনে
নয়ন পড়িল অমনি
সম্মান করিতে যেন
উঠেন দাঁড়ায়ে তখনি।

৪৯।

"কতক্ষণ মহারাজ"
বলেন সম্ভ্রম সহিতে
পরেতে স্বাগত প্রশ্ন
সুধান সম্মান রাখিতে।

৫০।

"আগমন আপনার
নিদ্রার আবেশে থাকিয়া
জানিতে নাহিক পারি
লউন সে দোষ ক্ষমিয়া।

৫১।

অনুগ্রহে আজ্ঞা হয়
নিয়োগ প্রকাশি আমারে
সাধ্যমত মহারাজ
সাধিব বিবিধ প্রকারে।

৫২।

এত বলি নম্র মুখে
দাঁড়ায়ে রহেন শ্রীহরি

দেখি দুর্য্যোধন রাজা
কহিতে লাগিল উত্তরি।

৫৩।

"এই আশা করি' মনে
আসি' যে তোমার গোচরে
সহায় হইবে মোর
কৌরব পাণ্ডব সমরে।"

৫৪।

শুনিয়া সলজ্জ হোয়ে
থাকিয়া বিনম্র বদনে
উত্তর করেন হরি
অতীব কাতর বচনে।

৫৫।

"মহারাজ আপনার
নিয়োগ কে পারে লঙ্ঘিতে।
নিয়োগ, পালন, তার
উভয় একত্র মহীতে।

৫৬।

তবে অর্জ্জুনের কাছে
ফেলেছি প্রতিজ্ঞা করিয়া
ভারত সমরে তব
থাকিব সহায় হইয়া।

৫৭।

বলুন প্রতিজ্ঞা এবে
লঙ্ঘন করিব কেমনে
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন পাপ
বিদিত আছয়ে ভুবনে।

৫৮।

তবে মহারাজ মনে
হবেন নাহিক দুঃখিত
আপনারি হিত লাগি
বলি যে উপায় বিহিত।

৫৯।

নারায়ণী সেনা নামে
সাহস বিক্রম অপার
আছয়ে সহস্র সপ্ত
শাসন অধীনে আমার।

৬০।

তাহাদেরে আপনায়
দিতেছি সহায় লাগিয়া
পাবেন পরম প্রীতি
সমর তাদের দেখিয়া।

৬১।

প্রতি নারায়ণী সেনা
আমার স্বরূপ বলেতে
পাবেন সহস্র সপ্ত
আপনি একের স্থানেতে।

৬২।

শুনি দুর্য্যোধন রাজা
অন্তরে আনন্দ লভিল
নারায়ণী সেনা লয়ে
আপন আবাসে চলিল।

৬৩।

তবে ভগবান চাহি
অর্জ্জনে কহেন ভারতী

যাহ সথে ধর্ম্মরাজে
কহগে আমার সম্মতি।

৬৪।

যাইতেছি পরে আমি
স্বদলে হস্তিনাপুরেতে
উৎসাহে তোমরা সবে
প্রযুক্ত হওগে রণেতে।

৬৫।

শুনি কৃষ্ণে সম্ভাষিয়া
চলিল অর্জ্জুন স্বালয়ে
শ্রীকৃষ্ণের কূটবুদ্ধি
ভাবিতে ভাবিতে হৃদয়ে।

৬৬।

উত্তম সাফল্য জন্য
উল্লাসে পূরিত অন্তরে
উপস্থিত হল আসি
অর্জ্জুন হস্তিনানগরে।

শ্রীমুরারীমোহন করবর্ম্মা।
"সারস্বতাশ্রম"
চন্দননগর।

উদয় ও অস্ত।

'উদয় মানব নেত্রে সদাই সুন্দর ;—
সুন্দর মিহির যবে উঠে পূবাকাশে,
সুন্দর দেখায় কলি ফুটে যবে হাসে।
বসন্ত উদয় কালে কোকিলের সুর ;—
কেমন ব[illegible] কর্ণে মধুর মধুর।

বরষা আগমকালে অতীব সুন্দর,
কেমন বহেগো নদী তর্ তর্ তর্।
'অন্ত' কিন্তু কভু নহে সুন্দর তেমন ;—
দিবাকর যান যবে অস্তাচল শিরে,
বিষাদের কাল ছায়া আসে ধীরে ধীরে ;
দিবসের শেষে এক বাতাসের ঘায়,
কুসুম ঝরেগো যবে পরিণাম হায় !
বসন্তের অবসানে গ্রীষ্মের উদয়,
কোকিল ডাকেনা হায় তপ্ত বায়ুবয় ।—
নদী পড়ে' রয় ভরা জল চ'লে যায় ;—
প্রাণী মরে হাহারবে ! তৃষ্ণায় তৃষ্ণায় !!
* * * *
জন্মের উদয় এবে শৈশব ক্রিড়ার,
জীবনের অবসানে 'জড়া' গুরুভার।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ নন্দী।

সন্ধ্যা।

সারাদিনটা বহুকষ্টে
আকাশ পাড়ি দিয়ে
পশ্চিমেতে গাছের কোলে
পড়ছে মণি নুয়ে।

রাখাল ফেরে গাভী নিয়ে
যার গুলা তার ঘরে,
কৃষক সেরে মাঠের কাজ
বোঝা মাথে পরে।

ছোট ছোট রাখাল বালক
বৎসগুলি নিয়ে,
এদিক ওদিক দৌড়ে বেড়ায়
মাঠের উপর দিয়ে।

বণিকগুলি ফির্ছে ঘরে
তুলে তাদের বাট
ক্রমে ক্রমে হচ্ছে যেন
শব্দ শূন্য মাঠ।

পাখীগুলি গাছের ডালে
আর যে নাহি গায়,
ঝাঁকে ঝাঁক উড়ে উড়ে
কোথায় চলে যায়।

মাঝে মাঝে শৃগাল ঘোরে
মাঠে ঘাটে ছুটে,
কোথায় পাবে ছাগ ভেড়া টা
কোন্‌টা খাবে লুটে।

বুনো বাগ্‌দির বৌগুলো যায়,
মাথে কাঁকে কলস্,
জলের ভারে কলসী রেগে
বল্‌ছে ছলৎ ছলস্।

গাছের আগায় রোদ উঠেছে
ধূলার খেলা সারা,
মা বলছে আহ্লাদীকে
সন্ধ্যাবাতি ধরা !

শ্রীনগেন্দ্রনাথ নন্দী।

পুরুষকারের প্রভাব।

অদৃষ্ট ও পুরুষকার এই দুইটী শব্দ ভাষা সৃষ্টির কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে বোধ হয় সেই সময় হইতেই বিভিন্ন রুচিবিশিষ্ট মানবদিগের মধ্যে দুই দলেরও সৃষ্টি হইয়াছে। একদল অদৃষ্টবাদী একদল পুরুষকার বাদী। অদৃষ্টবাদীর দল বলেন 'ঈশ্বরের অব্যাহত নিয়মে নিজের কর্ম্মফল অনুসারে

মানবগণ সুখ দুঃখ ভোগ করে। মানবের নিজের কোন শক্তি নাই, কর্ম্মফল গঠিত অদৃষ্টের ইঙ্গিতেই যন্ত্রারূঢ় পুত্তলীবৎ চালিত হয়।" কিন্তু পুরুষবাদীর দল বলেন মনুষ্য এত হীন নহে, তাহার কিছু সারবত্তা আছে। সে চেষ্টা করিলে অদৃষ্টের দুঃচ্ছেদ্য শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে পারে।

সেই জন্যই তাঁহারা উদাত্ত স্বরে উচ্চারিত করিয়াছেন উদ্যোগী পুরুষসিংহ তাঁহার পুরুষার্থের দ্বারা অসাধ্য সাধন করিয়া থাকেন।

বস্তুতঃ যাহারা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া পুরুষকারকে উপেক্ষা করেন তাঁহারা জড়পদ বাচ্য। তাঁহাদের উন্নতি সুদূর পরাহত। ধ্রুব নক্ষত্রের অবস্থানের ন্যায় তাঁহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না, অথবা গিরিশৃঙ্গ স্খলিত উপল খণ্ডের ন্যায় নিম্নগামী হয়। অধ্যবসায়শীল পুরুষকারবান মানবই যথার্থ মানব ও মনুষ্য সমাজে আদর্শ পুরুষ।

নানা কারণে হিন্দুজাতির জাতীয় অবনতি ঘটিয়াছে। ইহার জন্য অপর কেহ দোষী নহে—দোষ আমাদেরই। আমাদের মনের দুর্ব্বলতাই ইহার প্রধানতম কারণ। এজন্য অপরের স্কন্ধে নিজের দোষ চাপাইয়া নিষ্ফল বিলাপ মূঢ়ের কার্য্য। ক্ষেত্র অনুর্ব্বর হইয়া পড়িলে গোময়াদি সার প্রয়োগে যেমন উর্ব্বর হয়, পীড়ায় শরীর আক্রান্ত হইলে ঔষধ ব্যবহারে যেমন সে পীড়ার শান্তি হয়; তেমন পুরুষকারকে অবলম্বন করিয়া সৎসাহস দ্বারা আমাদের আত্মমর্য্যাদা পুনরুদ্ধার করিয়া লইতে হইবে। নিন্দা উদার নীতিকের কার্য্য নহে। তাহাতে কুফলই প্রদান করে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন; তাঁহাদের সে প্রয়াসের প্রতিকূলে বা অনুকূলে কোন কথা বলা এ বক্ষমাণ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কারণ এই প্রবন্ধের লেখকগণ সকল তত্ত্বে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কেবল তাঁহার পরিচিত কয়েকজন তরলমতি কায়স্থ যুবককে (তাঁহারা 'কায়স্থ-প্রতিভা'র গ্রাহক) কয়েকটী কথা বলিবার জন্য এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা। তাঁহাদের ভাব দেখিয়া বোধ হয়

যে তাঁহারা আপনাদের ক্ষত্রিয়ত্ব সপ্রমাণ অপেক্ষা ব্রাহ্মণ নিন্দা করিতে পারিলে যথেষ্ট সুখী হয়েন; কিন্তু আমার মতে তাঁহাদের এই অনাবশ্যক ব্রাহ্মণ নিন্দার উপর লক্ষ্য না করিয়া নিজ সংকল্পিত উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখাই কর্ত্তব্য।

সত্য কখনও গোপন থাকে না, যদিও মিথ্যার মায়াময় কুহকে সত্য আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে—সূর্য্যের কিরণে কুহেলিকার ন্যায় তাহা অচিরে বিলুপ্ত হইয়া যায়। আবার সত্যের প্রোজ্জ্বল দ্যুতিতে জগন্মণ্ডল সমুদ্ভাসিত হইয়া পড়ে। যখনই কোন মহাপুরুষ কোন মহাসত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, তখনই তাঁহাকে পুরুষকার ও অধ্যবসায়ের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। অপরের নিন্দাবাদ করিয়া অসার আস্ফালনে উন্মত্ত প্রায় হইয়া নিজেকে কলঙ্কিত করেন নাই। নদী যেমন তরঙ্গবেগে লতা গুল্ম দলিয়া তরুকে উন্মূলন করিয়া উপল খণ্ডকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া গন্তব্য স্থানে সমুপস্থিত হয়, তাঁহারাও তদ্রূপ পুরুষকার ও অধ্যবসায়কে অবলম্বন করিয়া শত বাধা বিপত্তির উপদ্রব নত মস্তকে সহ্য করিয়া আপনার ঈপ্সিত সাধনে তৎপর হইলে পরিণামে জয়যুক্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

'আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা'র গ্রাহকগণের নিকট বিগত ১৩২৫ ও বর্ত্তমান ১৩২৬ সনের চাঁদা অনেকের নিকট বাঁকী পড়িয়াছে। আমরা তাঁহাদের নিকট আগামী মাঘমাসের প্রতিভা ভিঃপিঃতে প্রেরণ করিব। আশাকরি গ্রাহক মহোদয়গণ উহা সাদরে গ্রহণ করিয়া প্রতিভার উন্নতি সাধন করিবেন। প্রত্যেক ভিঃপিঃ ফেরৎ আসিলে আমাদের ৵০ আনা পোষ্টেজ ক্ষতি ও শারীরিক পরিশ্রম ব্যর্থ হয়। এ জন্য

আমরা পূর্ব্বেই জানাইতেছি যে আমাদের সহৃদয় গ্রাহকগণ যে আমাদের ভিঃপিঃ প্রাপ্তমাত্র গ্রহণ করিয়া আমাদের জাতীয় কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করেন। ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ।—অশীতি পর বৃদ্ধ অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ও রাজসাহীর অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ৺ কালীমোহন চৌধুরী বর্ম্মা মহাশয় গত ১৪ই অগ্রহায়ণ তারিখে প্রাতে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তদীয় শ্রাদ্ধ তাঁহার উপযুক্ত পুত্র নড়াইলের পুলিস ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত অজিতমোহন চৌধুরী বর্ম্মা, রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলের অন্যতম শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন চৌধুরী বর্ম্মা বি, এ ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র-মোহন চৌধুরী বর্ম্মা এল, এম, এস মহাশয়গণ বেশ ধুমধামের সহিত পিতার শ্রাদ্ধকার্য্য ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার কাব্যতীর্থ মহাশয় শুভাগমন করিয়া কৃতিত্রয়কে ধন্য করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধের দিন স্থানীয় গণ্যমান্য অনেক ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধসভার সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত ও ২৬ জন ব্রাহ্মণ পরিতোষ সহকারে ভোজন করেন। বিগত ২৮শে অগ্রহায়ণ তারিখে ব্রাহ্মণ ভোজন স্বজাতি এবং অন্যান্য লোকদিগকে ভোজন করান হয়। এই দিন ৪০।৫০ জন ব্রাহ্মণ ২৫০ শতাধিক স্বজাতি ও প্রায় ১৫০ শত অন্যান্য লোক পরিতোষ সহকারে ভোজন করেন। তৎপর ... পৌষ তারিখে কাঙ্গালী ভোজন হয়। খিচুড়ী, ফুলকপির তরকারী অম্বল ও জিলাপী কাঙ্গালী ভোজনের উপাদান ছিল। অন্যূন দেড় হাজার কাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে বেশ তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া কৃতিগণের উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ করিয়াছে। এই শ্রাদ্ধে সামাজিক কোনরূপ গোলযোগ হয় নাই এবং স্থানীয় পুরোহিতগণই শ্রাদ্ধক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়াছেন।

সম্পাদক।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেব শরণং

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক পত্রিকা।

খণ্ড { মাঘমাস ১৩২৬ সাল। } ১০ম সংখ্যা

আত্মা ও প্রকৃতি

(শাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত)

পরমাত্মার মায়াকেই প্রকৃতি বলা যায়, পরমাত্মা যৎকালে মায়াবিশিষ্ট হন, তখন তাঁহাকে মায়ী বলা হইয়া থাকে। সেই মায়াবিশিষ্ট পরমাত্মার অবয়ব সমুদায় দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। শাস্ত্র এই ... সমর্থন করিতেছেন যথা :—

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরং।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদংজগৎ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ৪র্থ অঃ; ১০ম শ্লোক।

গীতা বলিতেছেন—

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥

গীতা। ১৩অঃ, ১৯ শ্লোক।

অর্থ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি বিকার এবং ... ও দুঃখ ও মোহ প্রভৃতি গুণ সমস্ত প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে।

পরমাত্মা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াই যে সৃষ্টিকার্য্য সাধন করেন
সাক্ষ্য দিতেছেন; যথা—

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ॥
গীতা। ১৩অঃ,

ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে গীতা বলিতেছেন—

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥
গীতা। ১৩অঃ,

অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ, অর্থাৎ শরীর এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতির কর্ত্তৃ
প্রকৃতিই কারণ এবং সুখ ও দুঃখ ভোগ বিষয়ে পুরুষই কারণরূপে
হইয়াছে।

প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়াত্মক ব্রহ্ম জগৎরূপে বিরাজিত হইয়াছেন
"হরগৌর্য্যাত্মকংজগৎ" বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃতি
যোগে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি হওন জন্য সেই একমাত্র পরমাত্মায় দ্বৈতাধ্যাস
হইয়াছে। কিন্তু এই দ্বৈতাধ্যাস মিথ্যা। কারণ "শক্তি শক্তিমতো
বিভেদঃ কথঞ্চন" অর্থাৎ শক্তিমান হইতে শক্তি কখনও বিভিন্ন হইতে
বায়ুপুরাণ এই বাক্যের সম্যক সমর্থন করিতেছেন যথা—

যথা শিবস্তথা দেবী যথা দেবী তথা শিবঃ।
নানয়োরন্তরং বিদ্যাচ্চন্দ্রচন্দ্রিকয়োর্যথা॥
বায়ুপুরাণ।

চন্দ্র হইতে চন্দ্রের জ্যোৎস্নার যেরূপ পৃথক সত্তা নাই, শিব এবং
সেইরূপ স্বতন্ত্র সত্তা নাই। এই হেতু যেখানে শিব সেই খানেই শক্তি
যে স্থানে শক্তি সেই স্থানেই শিব।

পাঠক অনুগ্রহপূর্ব্বক পঞ্চদশীর ভূতবিবেক, ২প, ৪২ এবং ৪৩
দেখিবেন। দীর্ঘ সমাস সংযুক্ত শ্লোক দুইটী আর এস্থলে উদ্ধৃত
উহাদের অর্থ এই, জগৎকারণ পরব্রহ্ম হইতে পৃথক—সত্তারহিত যে
শক্তি তাহাকে মায়া বলা যায়। যেমন দাহাদি কার্য্যদ্বারা অগ্নির

লোকে তোমায় বলবে কি? আর দেখ, যদি পাঁচ রকমে জামাইকে
। নইলে জামাই যদি মেয়েকে চ'খে না দেখে তা'হলে মেয়েটার
হবে কি? মেয়ে দিয়েছ তোমাকে তাদের খোসামোদ করতেই হবে।
হলেও উপায় নেই।"

লীলার পিতা চিন্তা করিয়া দেখিলেন সত্যই তাঁহার গত্যন্তর নাই।
পূর্ব্বকৃত পাপে তিনি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া কন্যার পিতা
, সুতরাং তাঁহাকেত' চিরদিনই নীরবে সমস্ত সহ্য করিতে হইবে।
পিতামাতার পদানত হইয়া "কীল খাইয়া কিল চুরি" করা তাঁহার যে
তখন তিনি বাজারে গিয়া স্বয়ং কন্যা জামাতার উত্তম বসন ভূষণ এবং
অসবাবপত্রও অতি উপাদেয় মিষ্টান্নরাশি ক্রয় করিয়া বহুলোকের
সেই সমস্ত দ্রব্যাদি দিয়া লীলার শ্বশুর বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু
তাঁহাদের আশা সফল হইল না। দ্রব্যাদি দেখিয়া সন্তুষ্ট হওয়া দূরে
তিনি বৈবাহিকের উদ্দেশে নানাকথা শোনাইয়া দিলেন এবং এতগুলি
পাঠাইয়া তাঁহার অনর্থক লোকবিদায়ী কতগুলি টাকা খরচ করানই যে
পিতার অভিপ্রায় এক 'ঠার্ট' করিয়া বড় মানুষী জানানো হইয়াছে সে
বলিতেও ভুলিলেন না।" শ্রীমান্ ক্ষিতীশচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া "পোষাক-
যাচ্ছে তাই" কদর্জ ভদ্রলোকের ব্যবহারের অনুপযোগী" হইয়াছে বলিয়া
ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া এসেন্স গন্ধ তৈল প্রভৃতির শিশি ভাঙ্গিয়া ভদ্রতার
পরিচয় দান করিতে লাগিল। ব্যাপার দেখিয়া যাহারা তত্ত্ব লইয়া
ছিল তাহারা বিদায়ের আশা পরিত্যাগ করিয়া সভয়ে পলায়ন করিল।
চলিয়া গেলে পর ক্ষিতীশচন্দ্রও তাঁহার গর্ভধারিণী কিঞ্চিৎ শান্তমূর্ত্তি
করিলেন। সুরমা ক্ষিতীশের হাতটা ধরিয়া একটা নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে
লইয়া গিয়া বলিল "ছিঃ—দাদা আজকের দিনে কি ও রকম করতে আছে?
করবে এস। সুরমা যদিও ক্ষিতীশের ছোট বোন বটে, কিন্তু সে
আদরের বলিয়াই হউক আর তাহার নিজের গুণেই হউক পিত্রালয়ে
একটু প্রভুত্ব খাটিত। ক্ষিতীশও তাহার কথার বাধ্য ছিল সুরমা
ক্ষিতীশকে গৃহমধ্যে আনিয়া বলিল "দাদা কাপড় চোপড় ছাড় অনেক রাত হয়ে
আর দেরি কোর না।"

ক্ষিতীশ কিন্তু শ্বশুরবাড়ীর কাপড় পরিয়া শ্বশুরের কন্যাকে লইয়া এক… বসিয়া "ক্ষীর মুর্‌কি খাইতে এবং শ্বশুরের কন্যাকে লইয়া এক শয্যায়… করিতে একান্তই নারাজ। সুরমার কথা শুনিয়া তাই সে চটিয়া উঠিয়া… "খপরদার! ও কাল পেচিকে আমার সুমুখে আনিস্‌নি বলে দিচ্ছি! … কিন্তু ভাল হবে না।" সুরমা গম্ভীরভাবে বলিল "দাদা, আর চেঁচামিচি কোর… যে কেলেঙ্কারিটা করেছ, তাতে পাড়া শুধু লোক তোমায় ছি ছি ক… ক্ষিতীশ বলিল "পাড়ার লোকের কি? পাড়ার লোকের ত আর … ঘর করতে হবে না। আমি অমন কাল পেচিকে চাই না, তাতে যে যা… বলুক গিয়ে। আমি তাতে পচে যাব না।" সুরমা বলিল "অমন কথা বো… দাদা, বাবা, দেখেত' এনেছেন, বাবার অপমান কোর না।"

ক্ষিতীশ তেমনি ভাবে উত্তর ক'রল "আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ! তো… গিন্নীপন্না করতে হবে না। বাবা দেখে এনেছেন, বাবাই ও… থাকুন, আমি চাই না।"

বিরক্তভরে সুরমা বলিল "ছি ছি দাদা! ও কথা কি বলতে আছে… না লেখাপড়া শিখেছ? জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে—তোমার মুখে এই কথা?"

সুরমার মৃদু ভর্ৎসনায় ক্ষিতীশ কেমন থতমত খাইল। কিছু বলি… চুপ করিয়া রহিল। সুরমা আবার বলিতে আরম্ভ করিল "বউটী মন্দই বা… এমন? কুলের মেয়ে কি আর নিখুঁত সুন্দরী পাওয়া যায়। কেমন নাক… পেটন, ভাসা ভাসা চোখ দুটি, ছোট্ট কপালখানি, রংটাই না হয় খু… কিন্তু চুলগুলি যেমন, আজ কালকার মেয়েদের প্রায় অত চুল আর… পরিষ্কার চুল দেখতে পাওয়া যায় না।"

শ্লেষভরে ক্ষিতীশ বলিল "তবে আর কি! চুল নিয়ে ধুয়ে খাব! … দরকার থাকে তুই নিয়ে যা'স্‌।"

সুরমাও ছাড়িবার পাত্রি নহে। ক্রুদ্ধ হইয়া সুরমা বলিল "আচ্ছা … যাব। কিন্তু আজকার নিয়ম কর্ম্মটা তো তোমাকে করতে হবে। … পায়ে পড়ি দাদা, আর চেঁচামিচি কোর না, আর কেলেঙ্কারি বাড়িও না।" সুরমা জোর করিয়া ক্ষিতীশচন্দ্রকে কাপড় ছাড়াইয়া খাওয়াইতে বসি… লীলাকে আনিয়া পার্শ্বে বসাইয়া দিল। নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য দ্র…

…শ্রীমান্‌ ক্ষিতীশচন্দ্র ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া সুবোধ বালকের ন্যায় সেগুলি …সাৎ করিয়া ফেলিলেন। তাহার ভুক্তাবশিষ্ট লইয়া সুরমা লীলাকে …ইতে গেল, কিন্তু কাঁদিয়া কাঁদিয়া লীলার পেট ফুলিয়া উঠিয়াছিল তা …বে কি? সুরমা ফুল দিয়া বিছানাটা উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল, …তীশও লীলাকে সেই ফুলশয্যায় খাটের উপর বসাইয়া দিয়া, সুরমা ছুটিয়া …কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া গেল, এবং বাহিরে গিয়া দ্বারে শিকল তুলিয়া দিয়া …রা বন্ধ করিয়া দিয়া গেল। জালবদ্ধ শার্দ্দুলের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া ক্ষিতীশ …ল "সুরি,—দোর খুলে দে!" সুরি তখন খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া ছুটিয়া …লিয়া গেল। সুরমা ভাবিয়াছিল, "পতি-পত্নী সম্মিলনে ক্রমশঃ দাদার এখন …নিয় দূর হইয়া যাইবে। মা, যাহাই করুন, দাদা, কখনও বৌকে ফেলতে …পারবে না।" কিন্তু তাহা হইল না। ক্ষিতীশ বাহির হইতে না পারিয়া ক্ষণেক …ফোঁস ফোঁস করিয়া খাটের উপর শয়ন করিয়া পড়িল, এবং একটা পা দিয়া লীলাকে ঠেলিয়া দিয়া গর্জ্জিয়া বলিল "উঠে যাও খপরদার আমার কাছে এস না বলছি।"

লীলা স্বামীর মুখে এই মধুর সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইয়া সভয়ে উঠিয়া গৃহের এক কোণে গিয়া বসিল। ক্ষিতীশ খাটের উপর শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল আর লীলা সেই মাঘ মাসের শীতে গৃহতলে পড়িয়া কাঁপিতে কাঁপিতে রাত্রি অতিবাহিত করিল। পরদিন লীলার পিতা লীলাকে লইতে আসিলেন। লীলার শাশুড়ী বলিয়া বসিলেন "পাঠানো হইবে না।" লীলার পিতা প্রমাদ গণিলেন। পত্নীর উপদেশমত কতকগুলি মিনতির বাঁধা বুলি শিখিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু সমস্তই গোলমাল হইয়া গেল। লীলার শাশুড়ীর ব্যবহার দর্শনে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। অনেক কষ্টে তিনি উচ্ছ্বসিত ক্রোধবেগ প্রশমিত করিয়া যাহা বলিলেন বলাবাহুল্য লীলার শাশুড়ীর অন্তর তাহাতে দ্রব হইল। শেষ কি জানি কি ভাবিয়া তিনি আপনা হইতেই আবার লীলাকে পাঠাইতে স্বীকৃত হইলেন। এবং লীলার গাত্র হইতে সমস্ত অলঙ্কারাদি উন্মোচন করিয়া লইয়া মাত্র এক বস্ত্রে লীলাকে লীলার পিতার সহিত পাঠাইয়া দিলেন। লীলাকে পাইয়া লীলার পিতা হাতে স্বর্গ পাইলেন। বস্ত্র অলঙ্কারের কোন কথাই আর তিনি উল্লেখ করিলেন না। বাহিরে তাঁহার গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল, তিনি লীলার হাত ধরিয়া

গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন। এ দিকে লীলার শাশুড়ী পুনর্ব্বার ক্ষিতীশের
দিবার নিমিত্ত স্বামীকে ধরিয়া বসিলেন। কিন্তু হরিশ বাবু এবার স্ত্রীকে
বলিলেন "আমি কাল এক ভদ্রলোকের মেয়ে এনেছি, আর আমি ছেলের
দিতে পারব না। তোমাদের যা খুসী হয় তাই কর।" আরও তিন
অতীত হইয়া গেল। লীলার শ্বশুর শাশুড়ী কেহই আর লীলার কোন
লইলেন না। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠিত চিত্তা লইয়া লীলার পিতামাতার মন
না। তাহার পর এক দিন হঠাৎ তসরের সাড়ী পরিয়া সোনার অন
দিয়া লীলার শ্বশুর বাড়ীর ঝি আসিয়া লীলার পিত্রালয়ে দর্শন দিল।
শ্বশুরবাড়ীর সেই দাসীটিকে দেখিয়াও যেন লীলার পিতামাতার মনে
সঞ্চার হইল। ঝি হাত নাড়িয়া মুখ ঘুরাইয়া লীলার মাতাকে বলিল "মা ঠা
বৌকে নিয়ে যাবার জন্তে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন, তা' আপনারা পাঠাইবে
সেইটে আমাকে বল ?"

দাসীর হাত মুখ নাড়া এবং ঝড়ের মতন কথাবার্ত্তা শুনিয়া শঙ্কায়
মাতার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গিয়াছিল। তিনি ধীরভাবে বলিলেন "সে কি
মেয়ের বিয়ে দিয়েছি শ্বশুরবাড়ী পাঠাব না ? পাঠাব বইকি।" বলিয়া
সযত্নে আসন পাতিয়া ঝিকে বসাইয়া জলযোগের নিমিত্ত মিষ্টান্নপূর্ণ থালা
দিলেন। তাহার পর লীলাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইবার আয়োজন
লাগিলেন। কিন্তু লীলা শ্বশুরবাড়ী যাইতে কিছুতেই সম্মত নহে। বিবাহ
পর শ্বশুরবাড়ী গিয়া সে যেরূপ নমুনা দেখিয়া আসিয়াছে তাহাতেই তাহার
বালিকাহৃদয় একটা ভয়ঙ্কর বিভীষিকায় পূর্ণ হইয়াছিল। ভীতা কুরঙ্গ-শাবক
ন্যায় সে মাতার কক্ষে লুকাইয়া বলিল "তোমার পায়ে পড়ি মা! আমা
পাঠিও না। সেখানে গেলে আর আমি বাঁচব না।"

মাতা সস্নেহে কন্যার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে অনেক বুঝাইলেন
উপদেশ দিলেন, কন্যাকে সান্ত্বন দিয়া বলিলেন "তা কি হয় মা! শাশুড়ী
পাঠাইয়াছেন, না গেলে কি চলে ? জামাই যে তা হলে রাগ করবেন।
মানুষের স্বামীই যে সব। স্বামীর প্রতি কখনও অশ্রদ্ধা কোর না।"
ভয় কি,—আবার তোমাকে শীগগির নিয়ে আসব।" তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা
হইত গুণবান্ জামাতা পাছে আবার বিবাহ করিয়া বসেন। কোন

যদি তিনি সোনার চক্ষে দেখেন তাহা হইলেই তিনি কৃতার্থ হয়েন।
লীলার শত আব্দার সহস্র অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও তিনি লীলাকে পাঠাইতে
হইতে পারিলেন না। পুনর্ব্বার লীলাকে বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া
বিধ দ্রব্য সম্ভারে গাড়ী পূর্ণ করিয়া দিয়া সেই দাসীর সহিতই লীলাকে
বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। লীলা পিতামাতার চরণে প্রণত হইয়া ফুলিয়া
কাঁদিতে কাঁদিতে শশঙ্কচিত্তে ঠিক যেন ব্যাঘ্রবিবরে প্রবেশ করিবার জন্যই
লীলা শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া এবারে যে প্রকার আদর যত্ন পাইল তাহা
প্রকাশ করিবার অযোগ্য। শুনলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে দেখিলে বুক ফাটিয়া
লীলার পিতা পুনর্ব্বার লীলাকে যে সমস্ত বসনভূষণ দিয়াছিলেন লীলার
শ্বশুরী আবার তাহা কাড়িয়া লইলেন। বালিকা রুক্ষ মাথায় মলিন বসনে
কারে খাটিয়া খাটিয়া অর্দ্ধাসনে দিন কাটাইতে লাগিল। সময়ে
হইতে পাইত না। যাহা পাইত, তাহাও কদর্য্য অখাদ্য। অসুখ হইলে
দেখা পাইত না, কেহ তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিত না! কাহারও নিকট
টু সহানুভূতি বা সমবেদনা পাইত না। কোনও কার্য্যে বিন্দুমাত্র ত্রুটি
তাহার লাঞ্ছনা গঞ্জনার সীমা থাকিত না। এমন কি শ্রীমান্ ক্ষিতীশচন্দ্র
তাহাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিতেন। এমন করিয়াই ধনাঢ্য পিতামাতার আদরের
যত্নে পালিতা লীলাবতীর শ্বশুরবাড়ীতে দিনপাত হইতে লাগিল। লীলার
পিত্রালয় হইতে কেহ লীলাকে যদি দেখিতে আসিত, লীলার শাশুড়ী তাহাকে
লীলার সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিতে দিতেন না লীলা মাতার উপদেশানুযায়ী
স্বামী এবং শাশুড়ী শ্বশুরের সেবা-শুশ্রূষায় কোন দিন অবহেলা করে নাই, কিন্তু
তাহার দুর্ভাগ্য বশতঃ কিছুতেই সে কাহারও স্নেহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ
হইল না। তাহার কাল বর্ণই তাহার কাল স্বরূপ হইয়াছিল। ক্ষিতীশ লীলাকে
স্নেহের চক্ষে দেখিত না, কিন্তু আবশ্যক অনাবশ্যক সকল কারণেই লীলাকে
মারিতে ছাড়িত না, শ্রীমান্ ক্ষিতীশচন্দ্র থিয়েটার দেখিতে গমন করিল। লীলা
যথারীতি সাংসারিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে শয়নকক্ষে আসিয়া
ক্ষিতীশের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। কারণ ক্ষিতীশ যদি আসিয়া লীলাকে
নিদ্রিত দেখে তাহা হইলে রক্ষা রাখিবে না। কিন্তু পোড়া নিদ্রা ক্ষিতীশের
ন্যায় কিছুমাত্র ভীত নহে কেমন করিয়া সে লীলার অজ্ঞাতে আসিয়া চক্ষুদ্বয়

অধিকার করিয়া বসিল। লীলা ঢুলিয়া ঢুলিয়া অবশেষে শয্যা
প্রান্তে মাথা দিয়া মাটীতে ঘুমাইয়া পড়িল। লীলা
পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু কক্ষদ্বার মুক্তই ছিল। রাত্রি তিনটার সময়
যখন থিয়েটার দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল তখন অবাধে কক্ষমধ্যে প্রবেশ
দেখিল লীলা নিদ্রিতা; দেখিয়া ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল
পর বস্ত্র পরিবর্ত্তনের জন্য যখন হাতের গোড়ায় কাপড়খানি দেখিতে
না তখন লীলাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে ক্ষুধিত
ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল যে সেই গর্জ্জনে লীলার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া
লীলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া আতঙ্কে কাঁপিতে কাঁপিতে আলনা হইতে কা
লইয়া ক্ষিতিশের হাতে দিতে গেল কিন্তু ক্রুদ্ধ ক্ষিতীশ কা
করিল না তৎপরিবর্ত্তে ভিত্তিপার্শ্বস্থিত ঘোড়ার চাবুকটা
লইয়া গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে লীলার পৃষ্ঠে 'সপাত সপাত করিয়া'
বসাইয়া দিল। বালিকার কোমল অঙ্গ সেই আঘাতে কাটিয়া রক্ত পা
লাগিল। ব্যথিত লীলা কিন্তু একটুও যন্ত্রণা প্রকাশ করিল না, এ
বিকৃত করিল না। বালিকা ধীর প্রশান্ত ভাবে সে প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করি
আসিয়া ছাদের রেলিংএ ভর দিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। পিঠ দিয়া
করিয়া রক্ত পাত হইয়া বস্ত্রাদি ভিজিয়া যাইতে লাগিল। লীলা
লাগিল 'এ জীবনে আর কি প্রয়োজন? শ্বশুর বাড়ীতে এই সুখ, বাপ
আমাকে স্থান দিতে অশক্ত, নারী-জীবনে যে সার সুখটুকু সেই স্বামী
আমি বঞ্চিত। তবে আর বাঁচিয়া থাকিয়া আমার কি লাভ! আ
আমার ত শান্তি নাই।'

হায়! তাহার অন্তরে যে কি বিপ্লব বহিতেছিল তাহা কে
পারিবে? বালিকার প্রাণে আর কত সয়? তাই লীলা মৃত্যুকে
মনে করিয়া মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল
ভাবিয়া ভাবিয়া কি স্থির করিল তাহা সেই জানে। রাত্রি প্রায়
আসিল পূর্ব্বদিকে উষার তরুণ আভা দেখা দিল চাহিয়া দেখিয়া লী
গভীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিল মা, বাবা
আদরের লীলা আজ চল্লো! এ জীবনে তোমাদের সঙ্গে আর দেখা

আমি গেলে তোমাদের খুব কষ্ট হবে, কিন্তু কি করিব, আমি যে আর
সহ্য করতে পাচ্চি না; বলিয়াই লীলা তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া
এবং নীচ হইতেএক বোতল কেরোসিন তৈল এবং একটা দিয়েশলাইয়ের
সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বরাবর ত্রিতলের ছাদে চলিয়া গেল। ছাদে
বোতলের সমস্ত কেরোসিন তৈলটা নিজের গায়ে ঢালিয়া পরিধেয়
দি সিক্ত করিল, তাহার পর একটা দীপসলাকা প্রজ্জ্বলিত করিয়া বসনের
প্রান্তে অগ্নি-সংযোগ করিয়া দিল। তাহার পরিধানে মোটা একটা সেমিজ
মোটা একখানা সাড়ী ছিল। কেরোসিন-সংযুক্ত বস্ত্র অগ্নি-সংস্পর্শে
করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আর লীলা নির্ব্বাক দীপশিখার ন্যায়
াইয়া রহিল। পাশের বাড়ীর বাতায়ন পথ হইতে একটী মেয়ে এ দৃশ্য
খিতে পাইয়াছিল, সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বাটীর সকলকে জাগরিত
রিয়া এই লোমহর্ষণ ব্যাপার বলিল। শুনিয়া সকলে ত্রস্তে সেই বাতায়ন
ধ্যে সমবেত হইয়া মূহুর্ত্ত মাত্র এ দৃশ্য দেখিলেন। তাহার পর এক ব্যক্তি
তপদে নীচে নামিয়া লীলার শ্বশুর বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিলেন
ং আর একজন ছুটিয়া লীলার পিত্রালয়ে সংবাদ দিতে গেলেন। তাঁহারা
রিশবাবুর প্রতিবেশী। লীলার প্রতি লীলার শাশুড়ী ও স্বামীর অত্যাচারের
কথা তাঁহাদের অবিদিত ছিল না। তাই তাঁহারা পরামর্শ করিয়া লীলার
পিত্রালয়ে সংবাদ প্রেরণ প্রয়োজন মনে করিয়া সংবাদ দিতে ছুটিলেন।
কিন্তু হায়! সংবাদ পাইয়া লীলার পিতা এবং খুল্লতাত ডাক্তার বসু মহোয়দ
যখন লীলাকে দেখিতে আসিলেন তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে! এই
পতাপময় সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা সকল প্রকার অত্যাচারের হাত হইতে নিষ্কৃতি
ভ করিয়া লীলার পবিত্র আত্মা তখন শান্তিময়ের শান্তিধামে গিয়া বিশ্রাম
লাভ করিতেছিল! কি ভয়ঙ্কর পৈশাচিক ব্যাপার! হে ভারতেশ্বর
হে সম্রাট! আমাদের এই অসহায়া অভাগিনী চিরপরাধিনী কন্যা ও ভগিনী-
গণকে রক্ষা কর! তোমার অভয় হস্ত উত্তোলিত না হইলে আর তাহাদের
রক্ষার উপায় নাই। অভাগিনী বঙ্গবালিকাদিগকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য
পিতামাতার নাই, বুঝি বিধাতারও নাই। নচেৎ এই শত শত নারীর
র্ম্মভেদী গোপন হাহাকার, করুণ প্রার্থনা সত্ত্বেও বিধাতা কেমন করিয়া

নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন! হে আমাদের রাজা! নারীর দুঃখ
তোমাদের স্বদেশবাসীর হৃদয় বিগলিত হয়। নারী নির্য্যাতন কেবল
দেশবাসীরাই সহ্য করিতে পারে না। বাঙ্গলায় নারীর মুখ চাহিতে
নাই। নারীর বেদনায় কাহারও অন্তর ব্যথিত হয় না। তাই বলি
হে আমাদের রাজা! হে বঙ্গেশ্বর! হে সম্রাট! তোমার বঙ্গব্যাপি
ভগিনী ও কন্যাগণকে রক্ষার নিমিত্ত তোমার অভয় হস্ত উত্তোলিত না হ
আর তাহাদের নিষ্কৃতি নাই। এই যে বিরপণ বধূ নির্য্যাতনের হেতু
বালিকাগুলি অকালে ভীষণ বৃন্তচ্যুত হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে ইহাদের
আমাদের দেশবাসীরা ত' একটু উচ্চ বাচ্য করিতেছে না! সমাজের
কই একবারও এদিকে পতিত হইতেছে না! আমাদের স্বদেশবাসীরা
ইহাদের রক্ষার নিমিত্ত কোন প্রতিবিধান করিতেছেন না। তাঁহারা এ
একেবারে উদাসীন। দৈবাৎ কোন সভাসমিতিতে নিষ্ফল চিৎকার করি
সকলে নিরস্ত হইতেছেন। এই বালিকা হত্যার জন্য কোনও প্রতিবি
করিতেছেন না। কিন্তু আজ যদি কেহ বালবিধবা কন্যার বিবাহ
তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে সমগ্র বঙ্গ আলোড়িত হইয়া উঠি
সমাজপতিগণের তাড়নায় প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিবে। এবং আত্মীয় ব
তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিয়া উল্লাসে নৃত্য করিতে থাকিবে। তা
আবার বলিতেছি,—হে আমাদের রাজা! আমাদের এই চির অভাগি
একান্ত অসহায়া বালিকা কন্যা ও ভগ্নিদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তোমা
একটা বিশেষ বিধি আজ্ঞা প্রচারের নিতান্ত প্রয়োজন! নচেৎ এ বালামে
যজ্ঞের কিছুতেই অবসান হইবে না। স্নেহলতা যে সাঙ্ঘাতিক যজ্ঞের অনুষ্ঠা
করিয়া গিয়াছে, দেখিতেছি ক্রমশঃই তাহার প্রসার বিস্তারিত হই
পড়িতেছে। রাজাদেশ ব্যতীত কিছুতেই এ বালামেধ যজ্ঞের নিবৃত্তি হই
না। যে সকল নরপিচাশদের অত্যাচারে এই বালামেধ যজ্ঞ সঙ্ঘটি
হইবে সেই সকল নরপশুদিগের দণ্ডবিধান নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

শ্রীমতী চারুশীলা দে।

হয়, সেইরূপ জগৎকার্য্য দেখিয়া পরমাত্মশক্তির সত্তা অনুমিত হইয়া
মাত্র। বাস্তবিক পরমাত্মা হইতে পরমাত্মশক্তির স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ৪২॥
রমাত্মশক্তি মায়াকে পরব্রহ্মের স্বরূপ কহা যাইতে পারে না; যেহেতু
নই আপনার শক্তি ইহা বলা অযুক্ত; যেহেতু অগ্নির দাহিকা শক্তিকে
স্বরূপ বলা যায় না। যদি পরমাত্মশক্তিকে পরমাত্মা হইতে অতিরিক্ত বস্তু
স্বীকার কর, তবে তাহার যথার্থ স্বরূপ কি তাহা বর্ণনা কর। অর্থাৎ
ত্মা হইতে তাঁহার শক্তি স্বতন্ত্র নহে। ৪৩॥

"শিবশক্তি বিভাগেন জায়তে সৃষ্টিকল্পনা।"

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

এই নিখিল বিশ্বসংসার শিব ও শক্তি, অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতিযোগে
পন্ন হইয়াছে।

"হরগৌর্য্যাত্মকং সর্ব্বং চরাচরমিদং জগৎ।
শুক্রশোণিত-সংযোগাৎ শরীরং পরিকল্পিতং॥

তন্ত্রবাক্য।

চরাচর সমুদায় জগৎ শিবশক্ত্যাত্মক, অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষাত্মক। যেহেতু
োণিত ও শুক্রসংযোগে শরীরের কল্পনা হইয়াছে। অতএব এতৎ শরীরধারীর
ত ভিন্ন অদ্বৈত ভাবোদয় কোন অংশেই সম্ভবেনা; সুতরাং অভিন্ন দ্বিদল
বং প্রকৃতিপুরুষ ভাবনাকেই অদ্বৈত জ্ঞান কহে।

"এষা মাহেশ্বরী সৃষ্টির্দ্বৈতভাবে ন সংস্থিতা।"

বিশ্বসারতন্ত্র।

এই মহেশ্বর-সম্বন্ধিনী সৃষ্টি দ্বৈতভাবেই সংস্থিতা আছে; এই নিমিত্ত
শিবশক্তিযোগে জগতের সৃষ্টি স্বীকার করিতে হয়।

যোগিবর গোরক্ষনাথ কহিয়াছেন,—

"কটুত্বং চৈব শৈত্যত্বং মৃদুত্বঞ্চ যথা জলে।
প্রকৃতি পুরুষস্তদ্বদ্ভিন্নং প্রতিভাতি মে॥"

গোরক্ষসংহিতা। ৫ম অঃ, ১১৫ শ্লোক।

জলের যে প্রকার কটুত্ব, শৈত্য এবং মৃদুত্ব, জল হইতে ভিন্ন নহে, তদ্রূপ
ত্মা ও প্রকৃতি আমার নিকট অভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। জল এবং

ক্ষুটুত্বাদি জল হইতে ভিন্ন হইয়াও যেরূপ অভিন্ন, আত্মা ও প্রকৃতি ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন।

"সৃষ্ট্যর্থমাত্মনো রূপং ময়ৈব স্বেচ্ছয়ার্পিতং।
ভূতং দ্বিধা নগশ্রেষ্ঠ পুমান্ স্ত্রী চ বিভেদতঃ॥"

ভাগবতী গীতা। ৪র্থ অঃ, ১২শ শ্লোক।

হে গিরিশ্রেষ্ঠ! আমি সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার রূপ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। তাহার মধ্যে এক ভাগের নাম পুরুষ এবং অন্য ভাগের নাম স্ত্রী। প্রকৃত পক্ষে আমি স্ত্রীও নহি, পুরুষও নহি।

পরমযোগী লব্ধমোক্ষপুরুষ গোরক্ষনাথ কহিয়া গিয়াছেন—

"ফুরত্যেব জগৎ কৃৎস্নমখণ্ডিত নিরন্তরং।
অহোমায়া মহামোহা দ্বৈতাদ্বৈত বিকল্পনা॥"

গোরক্ষসংহিতা। ৫ম অংশ ৯৩ শ্লোক।

এই জগৎ অখণ্ডিতরূপে নিরন্তর স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। এইরূপ জ্ঞান মায়ার কার্য্য। সুতরাং মহামোহাত্মিকা মায়া আশ্চর্য্য বস্তু। এই মায়াদ্বারা দ্বৈতাদ্বৈত অদ্বৈত কল্পনা হইয়া থাকে। ঐ মায়াকে নাশ করিতে পারিলেই অদ্বৈতজ্ঞান প্রতিপন্ন হয়। যথা—

"মায়ৈব বিশ্বজননী নান্যা তত্ত্বধিয়া পরা।
যদা নাশং সমায়াতি বিশ্বং নাস্তি তদা খলু॥"

শিবসংহিতা। ১ম পঃ ৭ শ্লোক।

অর্থাৎ অঘটন ঘটন-পটীয়সী মায়াই এই মিথ্যাভূত জগতের সৃষ্টিকর্ত্রী, তদ্ভিন্ন অন্য কেহ বিশ্বজননী নহে। আত্মজ্ঞান দ্বারা যখন মায়া তিরোহিত হয়, তখন এই মিথ্যাভূত জগৎ আর থাকে না। এজন্য শাস্ত্রের উক্তি এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষ এবং শিব ও শক্তি পরস্পর কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। উভয়াত্মকই অদ্বৈত ব্রহ্ম। যথা—

শিবঃ প্রধানঃ পুরুষঃ শক্তিশ্চ পরমা শিবা।
শিবশক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

ভগবতী গীতা। ৪র্থ অঃ, ১০ম শ্লোক।

শিবরূপে তিনি পরমপুরুষ এবং শক্তিরূপে তিনিই শিবানী ঐ

শক্তিকে যোগীগণ উভয়াত্মক ভাবে ব্রহ্মরূপে ধ্যান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ শিবরূপে তিনি চৈতন্য স্বরূপ পুরুষ এবং শক্তিরূপে তিনিই চৈতন্যরূপিনী প্রকৃতি।

প্রকৃতি পুরুষভাব, অজ্ঞান দ্বৈতবাদিগণের পক্ষে; অদ্বৈতযোগী পুরুষের পক্ষে নহে। এজন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে—

নৈবপ স্ত্রী পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স লক্ষ্যতে॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ৫ম অঃ, ১০ম শ্লোক।

অর্থাৎ আত্মা স্ত্রী নহেন, পুরুষ নহেন এবং নপুংসকও নহেন। তিনি যখন যে শরীর আশ্রয় করেন, তখন সেইরূপে প্রকাশ হয়েন। অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, প্রকৃতি ও পুরুষ বা শিব ও শক্তিজ্ঞান ভ্রমাত্মক। যে পর্য্যন্ত চিত্ত স্থির না হয়, সেই পর্য্যন্তই ঐ রূপ জ্ঞান হইতে থাকে। যোগদ্বারা চিত্ত স্থির হইলেই ভ্রমাত্মক দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হইয়া অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। যথা—

চলচ্চিত্তে বসেৎ শক্তিঃ স্থিরচিত্তে বসেৎ শিবঃ।
স্থিরচিত্তো ভবেদ্ যোগী স দেহস্থোঽপি সিদ্ধ্যতি॥

জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র, ৬৩ শ্লোক।

চঞ্চলচিত্তে শক্তি অর্থাৎ ভ্রান্তজ্ঞানে মায়া এবং স্থিরচিত্তে শিব অর্থাৎ যোগদ্বারা চিত্ত স্থির হইলে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান অবস্থান করে। স্থিরচিত্তে যোগী ব্যক্তি দেহস্থ হইলেও সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতি খণ্ডের ১ম অধ্যায়ের ১০ম শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করা গেল।

অতএব হি যোগীন্দ্রঃ স্ত্রীপুংভেদং ন মন্যতে।
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মন্ শশ্বৎ পশ্যতি নারদ॥

হে নারদ! যোগীন্দ্রগণ স্ত্রীপুরুষমধ্যে কোনরূপ বিভিন্নতা বোধ করেন না। প্রত্যুত কি পুরুষ, কি প্রকৃতি সমস্তই ব্রহ্মময় বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা,
বিদ্যাবিনোদ, কাব্যরত্নাকর।

রুটুত্বাদি জল হইতে ভিন্ন হইয়াও যেরূপ অভিন্ন, আত্মা ও প্রকৃতি ভিন্ন [illegible] হইয়াও অভিন্ন।

"সৃষ্ট্যর্থমাত্মনো রূপং ময়ৈব স্বেচ্ছয়ার্পিতং।
ভূতং দ্বিধা নগশ্রেষ্ঠ পুমান্ স্ত্রী চ বিভেদতঃ॥"

ভাগবতী গীতা। ৪র্থ অঃ, ১২শ শ্লোক।

হে গিরিশ্রেষ্ঠ! আমি সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার রূপ [illegible] ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। তাহার মধ্যে এক ভাগের নাম পুরুষ এবং [illegible] ভাগের নাম স্ত্রী। প্রকৃত পক্ষে আমি স্ত্রীও নহি, পুরুষও নহি।

পরমযোগী লব্ধমোক্ষপুরুষ গোরক্ষনাথ কহিয়া গিয়াছেন—

"ফুরত্যেব জগৎ কৃৎস্নমখণ্ডিত নিরন্তরং।
অহোমায়া মহামোহা দ্বৈতাদ্বৈত বিকল্পনা॥"

গোরক্ষসংহিতা। ৫ম অংশ ৯৩ শ্লোক।

এই জগৎ অখণ্ডিতরূপে নিরন্তর স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। এইরূপ জ্ঞান [illegible] কার্য্য। সুতরাং মহামোহাত্মিকা মায়া আশ্চর্য্য বস্তু। এই মায়াদ্বারা দ্বৈত [illegible] অদ্বৈত কল্পনা হইয়া থাকে। ঐ মায়াকে নাশ করিতে পারিলেই অদ্বৈত [illegible] প্রতিপন্ন হয়। যথা—

"মায়ৈব বিশ্বজননী নান্যা তত্ত্বধিয়া পরা।
যদা নাশং সমায়াতি বিশ্বং নাস্তি তদা খলু॥"

শিবসংহিতা। ১ম পঃ [illegible] শ্লোক।

অর্থাৎ অঘটন ঘটন-পটীয়সী মায়াই এই মিথ্যাভূত জগতের সৃষ্টি [illegible] তদ্ভিন্ন অন্য কেহ বিশ্বজননী নহে। আত্মজ্ঞান দ্বারা যখন মায়া তিরোহিত [illegible] তখন এই মিথ্যাভূত জগৎ আর থাকে না। এজন্য শাস্ত্রের উক্তি এই [illegible] প্রকৃতি ও পুরুষ এবং শিব ও শক্তি পরস্পর কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। উভয়াত্মকই অদ্বৈত ব্রহ্ম। যথা—

শিবঃ প্রধানঃ পুরুষঃ শক্তিশ্চ পরমা শিবা।
শিবশক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

ভগবতী গীতা। ৪র্থ অঃ, [illegible]

শিবরূপে তিনি পরমপুরুষ এবং শক্তিরূপে তিনিই শিবানী ঐ [illegible]

[illegible] দিকে যোগীগণ উভয়াত্মক ভাবে ব্রহ্মরূপে ধ্যান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ শিবরূপে তিনি চৈতন্য স্বরূপ পুরুষ এবং শক্তিরূপে তিনিই চৈতন্যরূপিনী প্রকৃতি।

প্রকৃতি পুরুষভাব, অজ্ঞান দ্বৈতবাদিগণের পক্ষে; অদ্বৈতযোগী পুরুষের [illegible] পক্ষে নহে। এজন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে—

নৈবপ স্ত্রী পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স লক্ষ্যতে॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ৫ম অঃ, ১০ম শ্লোক।

অর্থাৎ আত্মা স্ত্রী নহেন, পুরুষ নহেন এবং নপুংসকও নহেন। তিনি যখন যে শরীর আশ্রয় করেন, তখন সেইরূপে প্রকাশ হয়েন। অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, প্রকৃতি ও পুরুষ বা শিব ও শক্তিজ্ঞান ভ্রমাত্মক। যে পর্য্যন্ত চিত্ত স্থির না হয়, সেই পর্য্যন্তই ঐ রূপ জ্ঞান হইতে থাকে। যোগদ্বারা চিত্ত স্থির হইলেই ভ্রমাত্মক দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হইয়া অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। যথা—

চলচ্চিত্তে বসেৎ শক্তিঃ স্থিরচিত্তে বসেৎ শিবঃ।
স্থিরচিত্তো ভবেদ্ যোগী স দেহস্থোঽপি সিদ্ধ্যতি॥

জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র, ৬৩ শ্লোক।

চঞ্চলচিত্তে শক্তি অর্থাৎ ভ্রান্তজ্ঞানে মায়া এবং স্থিরচিত্তে শিব অর্থাৎ যোগদ্বারা চিত্ত স্থির হইলে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান অবস্থান করে। স্থিরচিত্তে যোগী ব্যক্তি দেহস্থ হইলেও সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতি খণ্ডের ১ম অধ্যায়ের ১০ম শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করা গেল।

অতএব হি যোগীন্দ্রঃ স্ত্রীপুংভেদং ন মন্যতে।
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মন্ শশ্বৎ পশ্যতি নারদ॥

হে নারদ! যোগীন্দ্রগণ স্ত্রীপুরুষমধ্যে কোনরূপ বিভিন্নতা বোধ করেন না। প্রত্যুত কি পুরুষ, কি প্রকৃতি সমস্তই ব্রহ্মময় বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা,
বিদ্যাবিনোদ, কাব্যরত্নাকর।

ভীমার্জ্জুনাবতার।

কলিযুগে ভীমার্জ্জুন এক দেহ হইয়া কায়স্থ ক্ষত্রিয় কুলে ঢাকা জেলার না... গ্রামে প্রফেসার মহেন্দ্রনাথ দাস মজুমদার নামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তি... একাধারে ভীম ও অর্জ্জুনের তুল্য গুণশালী। কএকবৎসর হইতেই তাঁহার ... প্রকটিত হইয়াছে। কলিকাতা মহানগরী ও অন্যান্য অনেক সহরেই তাঁহার অদ্ভুত বিক্রম অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পঁচিশ ঘোড়ার শক্তিযুক্ত দুইখানি মটোরকার দুই দিকে গতিশীল অবস্থায় তিনি দুই হস্তে আটক করিয়াছিলেন। ৬ টন অর্থাৎ ১৬২ মণ ওজনের রাস্তার কঠিন প্রস্তরাদি চূর্ণকারী রোলার তাঁহার বক্ষের উপর দিয়া টানিয়া লওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি তিনি এতদঞ্চলে তাঁহার রয়েল বেঙ্গল সার্কাস পার্টিসহ আসিয়াছিলেন। লেখকের স্বগ্রাম দাইহাটে তাঁহার ছাউনী পড়িয়াছিল, আমরা তাঁহার অলোকিক কার্য্যকলাপ দর্শনে মু... ও তাঁহার স্বজাতি বিধায় ধন্য হইয়াছি। মহেন্দ্র বাবু কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, ইহাতে কায়... মাত্রেরই আনন্দের কারণ হইয়াছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে আমরা জানিলাম,—মহেন্দ্র বাবু নবদ্বীপে যখন ৪ টন রোলার লয়েন, তখন টানিবার জন্য যে সকল লোক প্রস্তত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনের এমন আঘাত লাগিয়াছে যে তিনি হাঁটু ভাঙ্গিয়া চিকিৎসার্থে প্রেরিত হইয়াছেন। বর্দ্ধমানেও ৪ টন্ রোলার টানার পর দর্শকমণ্ডলী ও প্রধান রাজপুরুষগণ ধন্য ধন্য করিয়াছিলেন। কাটোয়া নগরীতে দুইটী রোলারের মধ্যে ৪ টন্টির জন্য মহেন্দ্রবাবু বক্ষ পাতিয়াছিলেন কিন্তু সমবেত লোকে টানিয়া তুলিতে পারে নাই অবশেষে দুই টনটী টানা হইয়াছিল আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির সবেমাত্র ২৭ মণ ওজনের রোলারটি অগত্যা টানা হইয়াছিল কারণ এখানে বড়রোলার ছিলনা। এখানে প্রত্যক্ষ দেখাগেল, তাহাছাড়া ২৫ মণ পাথর বুকেরাখিয়া সেই পাথরের উপর ৪ জন লোকের "মেরি-গো-রাউণ্ড" বা ঘোড়চক্রখেলা; একমণ ওজনের লৌহগোলা শূর্ণ্যে ছুড়িয়া বক্ষোপরি, চিবুকের উপর দণ্ড ও তদুপরি ঐ গোলার ভারগ্রহণ প্রভৃতি ভীমোচিত কার্য্য দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। কিছুদিন হইতে মহেন্দ্র বাবু অর্জ্জুনাদি

... ধনুর্ব্বিদ্যার চর্চ্চাকরিয়াও সফলকাম হইয়াছেন। আর্শির প্রতি দৃষ্টি ... বিপরীত দিকে অবস্থিত ঘূর্ণায়মান গোলক সংলগ্ন সূত্র চতুষ্টয় মধ্যে ...র নির্দ্দিষ্ট যে কোনটি বাণদ্বারা কর্ত্তন, বাণদ্বারা গুরুপ্রণাম, চক্ষুবাঁধিয়া ... শব্দ লক্ষ্যকরতঃ বাণনিক্ষেপ প্রভৃতি পুরাণ বর্নিত ধনুর্ব্বিদ্যার কৌশল ...ক করিয়া সকলই ধন্য ধন্য করিয়াছেন।

আমরা মহেন্দ্র বাবুর স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করি। তিনি শুধু কায়স্থ ...র গৌরব নন্, বাঙ্গালীর গৌরব-ভারতের গৌরব; এশিয়ার গৌরব ...লেও অত্যুক্তিহয়না। বড় বড় সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া তিনি মল্লযুদ্ধ ...আহ্বান করিয়াছিলেন, কেহই অগ্রসর হইতে সাহসী হন্ নাই কারণ ছয়টন্ রোলার টানা মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব; ইনিই তাহা সম্ভব করিয়াছেন। ...বালকগণকে উৎসাহ দিয়া কুস্তি কসরৎ শিখিবার ও স্বভাবচরিত্র ঠিক রাখিয়া স্বাস্থ্যোন্নতি লাভ করিবার উপদেশ তিনি সততই দিয়াথাকেন।

ইউরোপ বীরের বীরত্ব ও গুণের আদরজানে। সে দেশে জন্মিলে তাঁহার একদিন বিলক্ষণ প্রতিষ্টালাভ ঘটিত ও অবস্থার উন্নতিও হইত। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশ এখনও তদ্বিষয়ে অনেক পশ্চাৎপদ। মহেন্দ্র বাবুকে উৎসাহ দিয়া তাঁহার সার্কাস পার্টির প্রতি যদি দেশের লোকের দৃষ্টি পরিত তবেই সুখম হইত; কিন্তু এদেশের লোকের গুণগ্রাহিতা গুণের অভাবে তাঁহার পার্টির অবস্থা বড়ই শোচনীয়, দেখিয়া দুঃখ হয়।

রাই-থেমটার দল হইলে অনেক বড় লোকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি আকর্ষিত হয়; সখের থিয়েটারেও বহু অর্থ ব্যয়িত হয় কিন্তু হায়! দেশের গৌরব এতাদৃশ মহাত্মার অভাব-অভিযোগের প্রতি কেহই দৃষ্টিপাত করেন না। আমরা বাঙ্গালী মাত্রকেই বিশেষতঃ কায়স্থ জাতির নিকট মহেন্দ্র বাবুকে উৎসাহদানে দেশের মধ্যে যাহাতে তাঁহার আদর্শে ও শিক্ষায় বহুবালক উৎসাহিত হইয়া বীরত্ব লাভে বঙ্গজননীর ক্রোড় ধন্য করে তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করি।

শ্রীহরিহর ঘোষবর্ম্মা আগ্নিহোত্রী।

নিরাকার ও সাকার ব্রহ্ম।

সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থায় সেই ব্রহ্ম কেবলমাত্র সৎস্বরূপ নিরাকার এবং
সময়ে তিনি পরা প্রকৃতি স্বরূপ সাকার। অর্থাৎ অবস্থাভেদে তিনি সাকা
নিরাকার উভয় প্রকারই হইয়া থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি আত্মার
সুখ বাসনা করিবেন, তাঁহার সাকার ও নিরাকার এতদুভয়ের মধ্যে ভিন্ন
করা উচিত নহে। তন্ত্রপাঠে এ বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি হইয়া থাকে।

নিরাকারে নিরাকারা সাকারে প্রকৃতিঃ পরা।
তয়োর্ভেদো ন কর্ত্তব্যো যদীচ্ছেদাত্মনঃ সুখং॥

ইতি আবার

সাকার ও নিরাকারভেদে ব্রহ্ম দুই প্রকার। এই দুই প্রকার মধ্যে
মানব যে কোন এক পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহাতেই তাঁহার মুক্তি
প্রমাণ যথা—

সাকারঞ্চ নিরাকারং দ্বিবিধং ব্রহ্ম পার্ব্বতি।
তয়োরেক তরেণৈব মুক্তিং যাস্যন্তি মানবাঃ॥

তন্ত্রবচন।

সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে পঞ্চদশীতে দেখা যায়,—

চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিশ্চেতনেব বিভাতি সা।
তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ॥

পঞ্চদশী, ৩ প

অর্থাৎ নিত্য চৈতন্য পরব্রহ্মের শক্তিতে তাঁহারই অধিষ্ঠান বশতঃ
শক্তি চেতনবৎ প্রতীয়মান হন। সেই শক্তিরূপ উপাধি জন্য ব্রহ্মচৈতন্য
ঈশ্বরপদবাচ্য হন; সুতরাং ব্রহ্ম চৈতন্য যৎকালে নিরুপাধিক, তৎ
তাঁহাকে নির্গুণ এবং যখন মহাশক্তিরূপ উপাধি বিশিষ্ট, তখন তাঁহাকে
ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলা যায়।

নির্গুণ ব্রহ্মের লক্ষণ দেখুন,—

সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষম্ অবাঙ্মনসগোচরম্।
অসত্ত্রিলোকীসন্তানং স্বরূপং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ৩য় উল্লাস ৭ম শ্লো

—যাঁহার সত্তামাত্র উপলব্ধি হয়, যিনি নির্ব্বিশেষ, যিনি বাক্য এবং
চর, যিনি মিথ্যাভূত ত্রিলোকীমধ্যে সৎস্বরূপ প্রতিভাত হইতেছেন,
পরমব্রহ্ম। ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ।

র এই সকল উপদেশপাঠে উত্তমরূপ বুঝা যায় যে, পরব্রহ্ম
স্থায় নিরাকার এবং সগুণাবস্থায় সাকার। নিরাকার ব্রহ্ম যখন
স্ফুরণে সাকারত্ব প্রাপ্ত হইয়া জগদ্রূপে প্রকাশিত হন, কেবল সেই
তাঁহাকে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলা যায়, তদ্ব্যতীত উভয়ই নির্গুণ
প্রকৃতিও নির্গুণ নিরাকার এবং ব্রহ্মও নির্গুণ নিরাকার। কেবলমাত্র
সংযোগে বা প্রস্ফুরণে উভয়েই সগুণ ও সাকার বলিয়া কীর্ত্তিত হন।
য়ে মুণ্ডমালাতন্ত্রে দেখা যায়,—

নির্গুণা প্রকৃতিঃ সত্যমহমেব চ নির্গুণঃ।
যদৈব সগুণা ত্বং হি সগুণোঽহং সদাশিবঃ॥
সত্যং হি সগুণা দেবী সত্যং হি নির্গুণঃ শিবঃ।
উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং সগুণা সগুণো মতঃ॥

মুণ্ডমালাতন্ত্র, ৭ম পটল

অর্থাৎ—প্রকৃতি বস্তুতঃ নির্গুণা এবং আমিও (ব্রহ্ম) নির্গুণ। যে কালে
(প্রকৃতি) সগুণা হও, সে কালে আমিও গুণযুক্ত হই। প্রকৃতি যে সগুণা
সত্য এবং শিব যে নির্গুণ ইহাও সত্য; কেবলমাত্র উপাসকবৃন্দের
সিদ্ধির নিমিত্ত উভয়েই সগুণরূপে কল্পিত হই।

নির্গুণ পরমাত্মা (নিরাকার ব্রহ্ম) চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য নহেন;
তাঁহাকে সাকার কহা যায় না এবং পরিদৃশ্যমান জগতের মর্ম্মে মর্ম্মে
অধিষ্ঠান জন্য তাঁহাকে নিরাকারও বলা যায় না।

বহিরন্তর্যথাকাশং সর্ব্বেষামেব বস্তুতঃ।
তথৈব ভাতি সদ্রূপোহ্যাত্মা সাক্ষিস্বরূপতঃ॥

আত্মজ্ঞাননির্ণয়।

অর্থাৎ—আকাশ যেরূপ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাহ্য ও অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া
তি করিতেছে, পরমাত্মাও সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ব্বাহ্যে অবস্থিতিপূর্ব্বক
রূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

ভাবগম্যং নিরাকারং সাকারং দৃষ্টিগোচরম্।
ভাবাভাববিনির্ম্মুক্তমন্তরালং তদুচ্যতে ॥

অবধূতগীতা, ১ম অঃ ১৮

নিরাকার পদার্থ ভাবগম্য। অর্থাৎ ভাবনা বা ধ্যানদ্বারা জ্ঞাত হয় মাত্র; আর, সাকার পদার্থ দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারা দর্শন হইয়া থাকে। পরন্তু ভাবাভাব ববির্জ্জিত, একারণ তাঁহাকে অন্তরাল বলা যায়।

ভগবান্ শিব স্বয়ং কহিয়াছেন—

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
মম তত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈতববর্জ্জিতম্ ॥

কুলার্ণব তন্ত্র

অর্থাৎ ভগবান কহিয়াছেন যে,—কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, অদ্বৈতভাবই প্রশস্ত, কেহ বা বলিয়া থাকেন দ্বৈতভাবই প্রশস্ত, কিন্তু আমার তত্ত্ব তাহা তাঁহারা জ্ঞাত নহেন; কারণ আমি দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জ্জিত; আমি কেবল দ্বৈতও নহি বা কেবল অদ্বৈতও নহি; অর্থাৎ আমি অদ্বৈত এই উভয়াত্মক মিশ্রিত ভাবাপন্ন।

উপরি উক্ত সংস্কৃত শ্লোকগুলিন পরিদৃষ্টে অনেকেই কহিবেন যে, পরমাত্মা সাকার বলা যায় না এবং নিরাকারও কহা যায় না, তবে তাঁহাকে কি বলা যায়? এই কথার উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন যে,—

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥

কঠোপনিষৎ, ৬ বল্লী, ১২

সেই পরমাত্মাকে কেহই বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় না, কেহ দেখিতে পায় না, অন্য কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না এবং মনেও কেহ সেই আত্মাকে ধারণ করিতে পারে না। তিনি কেবল মাত্রে প্রকাশ পাইতেছেন। জগতের মূল কারণ বলিয়া অস্তিস্বরূপে তাঁহাকে যে ব্যক্তি জানিতে পারে জানা যায় মাত্র। অতএব অস্তিস্বরূপে তাঁহাকে যে ব্যক্তি জানিতে পারে তাহার জ্ঞানগম্য তিনি কি প্রকারে হইবেন?

কঠোপনিষদের ৬ষ্ঠ বল্লীর ১৩শ শ্লোকপাঠে অবগত হওয়া যায়

দুই প্রকারে জানা যায়। তিনি আছেন, মাত্র এইরূপ বিশ্বাস জানা যায়; আর, তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, এরূপ তত্ত্বভাবেই তাঁহাকে যায়। প্রথমতঃ; তিনি আছেন, এরূপ বিশ্বাস থাকিলে পরে তাঁহাকে ও জানা যায়। অর্থাৎ তাঁহার তত্ত্বভাব আপনিই প্রস্ফুরিত হয়। যথা—

আকাশং বাহ্যশূন্যত্বাদনাকাশঞ্চ চিত্ত্বতঃ।
অকিঞ্চিদ্ যদনির্দ্দেশ্যং বস্তু সদিতি কিঞ্চন ॥

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, উৎপ্রকরণ।

স্বরূপ না থাকা প্রযুক্ত, ব্রহ্ম আকাশ স্বরূপ নিরাকার এবং চিৎস্বরূপ জন্য অনাকাশ অর্থাৎ সাকার। তিনি (পরমাত্মা) "এইরূপ"—এই কথা তাঁহাকে কোন বস্তু স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যায় না বলিয়া তিনি অকিঞ্চিৎ তিনি একমাত্র সত্য বস্তু বলিয়া তিনি কিঞ্চিৎও হন।

অতএব তাঁহাকে সাকারও বলা যায় এবং নিরাকারও বলা যায়। তিনি কেবল নিরাকার, আদৌ সাকার নহেন, কিংবা কেবল সাকার আদৌ নিরাকার নহেন, এ কথা যায় না। এই নিমিত্ত শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে,—

দ্বৈতঞ্চৈব তথাদ্বৈতং দ্বৈতাদ্বৈতং তথৈব চ।
ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতমিত্যেতৎ পারমার্থিকম্ ॥

দক্ষস্মৃতি, ৭ম অঃ, ৪৮ শ্লোক।

দ্বৈত বা অদ্বৈত, কিংবা দ্বৈতাদ্বৈত, অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়, ইহার মধ্যে শুদ্ধ কি শুদ্ধ অদ্বৈত তাহা বলিবার যো নাই। এ জন্য তিনি দ্বৈতাদ্বৈত, অর্থাৎ কে দ্বৈত বলিলে বলা যায়, এবং অদ্বৈত বলিলেও বলা যায়; এ জন্য তিনি ত্মক, এবং এই উভয়াত্মক দ্বৈতাদ্বৈতই পারমার্থিক।

সাকারঞ্চ নিরাকারং নেতি নেতীতি সর্ব্বদা।
ভেদাভেদবিনির্ম্মুক্তো বর্ত্ততে কেবলঃ শিবঃ ॥

অবধূত গীতা। ১ম অঃ, ৬২ শ্লোক।

সাকার ও নিরাকার সম্বন্ধে—এরূপ নহে, ওরূপ নহে, ইত্যাদি বলিয়া, তর্ক করা যাইতে পারে; কিন্তু তিনি সকল প্রকার ভেদাভেদ বিনির্ম্মুক্ত স্বরূপ, অর্থাৎ কেবল পরমাত্মা মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ, কাব্য রত্নাকর।।

সফল স্বপ্ন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাজ পথের দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে মালা প্রজ্জ্বলিত—বড়ই সুন্দর দৃশ্য। কুয়াশার আবরণ দিয়া তৎগাত্রস্থ নক্ষত্র মালা অস্পষ্ট-ভাবে দেখা যাইতেছে।

মাষ্টার উডলেন পদব্রজে চলিতেছে—গতি-অতি ধীর। তাহার ভাব দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, তাহার হৃদয় চিন্তা সমাকুল মন্থর গতিও কখনও কখনও মন্থরতর হইতেছে। পথের দুই পার্শ্ববর্ত্তি শ্রেণী—নানা প্রকার বিক্রয়ের দ্রব্যে সুসজ্জিত। উডলেনের লক্ষ্য ঐ সকল দ্রব্য বিশেষের উপর নিবদ্ধ ছিলনা। যাহার হৃদয় চিন্তাপূর্ণ, তাহা উদাস ইহা যেন ধ্রুব সত্য; প্রাকৃতিক নিয়মের মত অপরিবর্ত্তনীয়। অরণ্যানী যখন উৎফুল্ল হইয়া উঠে, নব নব কিসলয়ে নব নব পুষ্প-মঞ্জরী তাহার অঙ্গ-কান্তি একটী সালঙ্কারা বরাঙ্গনার ন্যায় মনোহর হয়—তাহা কোকিল-বধূকে বিষণ্ণ দেখিয়াছ কি? শিশিরাগমে দারুণ তুহিন পাতে যখন শ্রীহীন হইয়া পড়ে, পত্র বিরস ও বিবর্ণ হইয়া যায়—ফুল ফোটে না, কেমন একটা নিরানন্দ ভাব,—তখন কোন ময়ূরকে প্রফুল্ল দেখিয়াছ যখন কোন ব্যক্তির হৃদয় চিন্তায় সমাচ্ছন্ন হয়, কল্পনা যখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মূর্ত্তিকে বিবিধরূপে পরিবর্ত্তিত করে—তখন সেই গতিশীল ব্যক্তির গতি বহুবিধ দ্রষ্টব্য সত্ত্বেও চক্ষুর দৃষ্টি লক্ষ্যহীন হয় না কি?

মাষ্টার উডলেন সেইরূপ ভাবে চলিতেছেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কণ্ঠে কে ডাকিল "মহাশয়, একবার দাঁড়াইবেন কি?"

উডলেন পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন একটী স্ত্রীলোক তাহাকে ডাকিতেছে আরও অগ্রসর হইয়া দেখিলেন—সেই কুমারী—কয়েকদিন পূর্ব্বে যাহাকে দেখিয়াছিলেন মাষ্টার উডলেনের হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

কুমারী কোমল কণ্ঠে কহিল "আমি অতি ভাগ্যহীনা রমণী, আমার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র। যাহার একটুও স্বাধীনতা নাই, যাহার প্রত্যেক কার্য্য অন্যের উপর নির্ভর করে, তাহার মত দুঃখময় জীবন আর কাহার? আজ এক স্বাধীনতা পাইয়াছি, আপনি সদাশয় লোক—আপনার সহিত কিছুক্ষণ কথা কহিতে ইচ্ছা করি।"

উডলেন নীরব, তিনি মনের আবেগে কথা কহিতে পারিলেন না। কুমারী উডলেনকে নীরব দেখিয়া কহিল "তবে যদি আপনার কোন বিশেষ কার্য্য থাকে, তাহা হইলে আমার কথা বার্ত্তায় বিলম্ব ঘটাইয়া আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে ইচ্ছা করি না—।"

উডলেন কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন "না না আমার বিশেষ কোন কার্য্য নাই, কিছুক্ষণ আপনার সহিত কথোপকথন করিতে পাইলে সুখী হইব।"

তখন তাহারা সম্মুখস্থ একটী দোকানের এক খানা বেঞ্চে বসিল। কুমারী কোমল কণ্ঠে কহিল "আমার দিদিমা বড় ভয়ঙ্কর লোক। তিনি বলেন আমাকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন, ভালবাসা যদি এইরূপ হয় তাহা হইলে আমাকে ঘৃণা করা বরং ভাল ছিল।"

উডলেন কহিল "আপনার মা—।"

"আমার মা বহু দিন পূর্ব্বেই মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন"

"আপনার পিতা—"

"তিনিও" বালিকা রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল তিনিও আমার জ্ঞান-সঞ্চারের পূর্ব্বেই মৃত্যু কবলিত হইয়াছেন"।

এখন তাহা হইলে আপনার দিদিমার কাছে আছেন?"

"হাঁ"

"আপনার দিদিমা অপনার উপর এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন কেন?"

"তাহা বলিতে পারি না, তিনি আমার উপর সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন; নিজের ইচ্ছামত আমি একবারও বাটীর বাহির হইতে পারি না। অধিকাংশ সময় আমাকে একাকীই থাকিতে হয়। কোন লোকের সহিত আমার মিশিবার যো নাই। একটী ক্ষুদ্র হামিং-বার্ডও আমার চেয়ে সুখী।"

আপনার দিদিমার আর কে আছে ?”

“আমি আমার পিতা মাতার নাম অবগত নহি।”

“বাস্তবিকই আপনি একজন দুঃখিনী বালিকা। আপনার [illegible]

আমি যেমন আহ্লাদিত তেমনই দুঃখিত। আপনার ন্যায় পরিব[illegible] দর্শনলাভ অতীব আনন্দের বিষয় কিন্তু আপনার অবস্থা শুনিয়া [illegible] হইবে ?”

“কিন্তু যখন আপনার কথা ভাবি, তখন দুঃখের মধ্যেও আমি [illegible] বাল্যে স্নেহ পাইয়াছি কিনা জানিনা ; এখন তো কেবল নিষ্ঠুরতা ও [illegible] উপভোগ্য। তবুও যখন মনেকরি এমন একজন আছেন তিনি আমাকে [illegible] বাসেন—তখন আমি পরম আহ্লাদিত হই। আবার যখন আমার দুর্ভাগ্য[illegible] স্মরণ হয়, তখন মনেহয় হয়তো আমি এ আনন্দ হইতেও বঞ্চিত হইব[illegible]

“আপনার অবস্থা বড়ই কষ্টপূর্ণ ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন[illegible] নাই যেহেতু ভগবান কুসুমে কীটের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন [illegible] জালেরনীচে সর্পকে বিচরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন। তবে, দেখিবেন [illegible] ক্ষুদ্রশক্তি আপনার মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত রহিল।”

বালিকা কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় তাহার পরিচারিকা আসিয়া [illegible] ঠাকুরাণী, আর দেরী করিবেন না ; অধিক বিলম্ব হইলে আপনার দিদিমা [illegible] করিবেন।”

বালিকা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল “এখন চলিলাম, আশা করি করু[illegible] ঈশ্বর আবার শীঘ্রই আপনার দর্শন লাভের সুবিধা করিয়া দিবেন।”

উডলেন মৃদু স্বরে কহিল “আপনার নামটি কি ?”

বালিকা তদপেক্ষা মৃদুস্বরে কহিল “ফিলিপাইনা।”

বালিকা আর সেখানে দাঁড়াইল না, দাসীর সহিত চলিয়া গেল।

মাষ্টার উডলেনের চিন্তা সাগরে এবার গভীর তরঙ্গ উঠিল। তাঁহার [illegible] তাহার হৃদয় আন্দোলিত হইল। উডলেন ক্লিষ্ট হৃদয়ে সে স্থান ত্যাগ করিয়া এ[illegible] প্রকাণ্ড বাড়ীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বাররক্ষকের সহিত তাঁহা[illegible] পরিচয় ছিল, সুতরাং বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে তাহার বিলম্ব হইলনা।

গৃহস্বামী সজ্জিত হইয়া বাহিরে আসিতেছিলেন ; তিনি উডলেনকে [illegible]

RN PAGE(S)

[illegible] কহিলেন [illegible] এখন সময় কি মনে ক’রে, এ কয়দিন তো তোমাকে একেবারে [illegible] নাই।”

[illegible] চলুন আপনার সহিত কথা আছে।”

[illegible] উডলেন, আমি বড়ই দুঃখিত যে তোমার সহিত এখন এক মিনিটের [illegible] কহিতে পারিব না। একটু বিশেষ কার্য্যের জন্য আমাকে এখনই [illegible] যাইতে হইবে।”

[illegible] তবে কাল সকাল বেলা আমার বাটীতে অপনার চাএর নিমন্ত্রণ [illegible] সেখানেই সমস্ত কথা হইবে।”

[illegible] “বেশ তাহাই হইবে” বলিয়া—সাদরে মাষ্টার উডলেনের কর-মর্দ্দন [illegible] রিত পদে বাহির হইয়া গেলেন। মাষ্টার উডলেনও তাঁহার অনুগমন [illegible]

[illegible] রবার্ট ফ্রেম একজন প্রিভায় ও ধনী ব্যক্তি। লণ্ডনের মধ্যে তিনি [illegible] ব্যবহারী জীব বলিয়া বেশ সুখ্যাতিও আছে। তাঁহার পরিচিতের [illegible] অনেকেই তাঁহাকে উত্তম পরামর্শদাতা বলিয়া বিশ্বাস করে। মাষ্টার [illegible] কোন বিশেষ কাজই তাঁহার পরামর্শ না লইয়া করিত না। আজ সে [illegible] বিষয়ের পরামর্শ করিতেই আসিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়।

(হাসাইল হরিসভায় পঠিত)।

আমরা তাঁহারি সব নরনারী
কেহ নহে কারোপর ;
এক ব্রহ্মরূপ হৃদয়ে হৃদয়ে
জ্বলিছে নিরন্তর !
তবে আর কেন ভাই
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই
এস প্রেমে গলে এক হ’য়ে যাই !”

হরিসভা শুধু জাতি বিশেষের সভা নহে, শুধু বৈষ্ণবের সভা নহে; ... সকল জাতির সকল ধর্ম্মের সভা। হরিসভা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের সার্ব্বজনিক ... উহা সর্ব্বজনীন ধর্ম্মের পরমপবিত্র শান্তিনিকেতন; উহা জাতীয় হিংসা-বিদ্বে... কলুষ সম্পর্কশূন্য বিশ্বমানবের মহাতীর্থ।

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥"

হে দেবদেব ঈশ্বর! তুমিই আমার মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই বন্ধু, তুমি... সখা, তুমিই বিদ্যা, তুমিই ধন এবং তুমিই আমার যথাসর্ব্বস্ব।

"ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুত, গগন,
ভূত-পঞ্চময় তুমি নারায়ণ!
অণু-পরমাণু তুমি, নির্ব্বিকার!
সর্ব্ব আত্মা রূপ তুমি নিরাকার!
তুমি সৃষ্টি, তুমি স্রষ্টা, হন্তা হও;
তুমি স্থাতা, তুমি স্থিত, গতাগত;
তুমি যোগ, তুমি যাগ, হর্ত্তা কর্ত্তা,
তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম ত্রাণদাতা।"

ইহা সকল ধর্ম্মের, সকল জাতির, সকল সম্প্রদায়ের প্রাণের কথা। ঈশ্বর... সর্ব্ববাদীসম্মত মহাসত্য; বিশ্ববাণী সে মহাসত্যেরই একমাত্র উপাস... সুতরাং শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গৌর, গানপত্য সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সকল... জাতিরই ভগবানের নামে উৎসর্গীকৃত সভায়—হরিসভায় যোগদান করিবার ... অধিকার আছে। যেখানে ভগবানের কথা, ধর্ম্মের আলোচনা, ঈশ্বর গু... কীর্ত্তন হয়, সে স্থানে সাম্প্রদায়িক হিংসা বিদ্বেষ, জাতীয় ঈর্ষ্যার দুর্গন্ধ তিষ্ঠিতে... পারে না। হরিসভা শান্তির পরমনিলয়—সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের পবিত্র ক্ষেত্র।

শ্রীভগবানের নামে উৎসর্গীকৃত সভাই হরিসভা—তাঁহার পবিত্র ... হরিমন্দির। সুতরাং ব্রহ্মের উপাসনামন্দির, খ্রীষ্টানের গির্জ্জা এবং মুসলমানের মস্জিদ সবই হরিসভা বা হরিমন্দির সদৃশ। তবে হিন্দুর হরিসভায় যা...

...ব্রাহ্মের উপাসনাগৃহে, খ্রীষ্টানের গির্জ্জায় এবং মুসলমানের মস্জিদে ...র ভক্তের মস্তক ভগবানের চরণোদ্দেশে আগত না হইবে কেন? ...বানের কৃপায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপার অনুগ্রহে যবন হরিদাস, ঠাকুর ...দাস হইয়াছিলেন। আজিও হিন্দু পরম বৈষ্ণব জ্ঞানে তাঁহার পূজা করে—...সাদ গ্রহণ করে। তবু কি হিন্দুধর্ম্মকে অনুদার ছুঁতমার্গের সাম্প্রদায়িক ...বলিতে হইবে? হিন্দুধর্ম্মের মত এমন উদার, এমন উচ্চ—এমন শ্রেষ্ঠ ...বাদ আবার জগতের কোন্ ধর্ম্মের কোন শাস্ত্রে আছে? একমাত্র হরিসভায় ...তর দিয়া হরিনামের মধুর বংশীরবে মুগ্ধ ও হরিনামামৃতে স্নাত ও পূত করিয়া ...বিশ্বমানবকে পৃথিবীর সকল জাতি ও সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে তাহার আপন ...র্মের সমুদার সমুন্নত সুবিশাল ক্রোড়ে স্থানদান করিতে পারে। জাতীয় ঘৃণা ...দ্বেষ ভুলিবার ইহা উজ্জ্বল নিদর্শন জীবন্ত আদর্শ। হিন্দু হউন, মুসলমান হউন, ...দ্ধ হউন, আর খৃষ্টানই হউন, সাধক মাত্রই আমার মাথার মণি, ঈশ্বর প্রেমিক ...ক মাত্রই আমার প্রীতি-ভক্তির প্রাণদেবতা।

মনুজ সকল হায়, ভিন্ন ভিন্ন পথে যায়,
ঈশ্বরে পূজিতে যার যথা অভিপ্রায়;
ভিন্ন লক্ষ্য নাহি কভু, সকলেরি এক বিভু
একই উদ্দেশ্যে সবে ভিন্ন পথে ধায়।
হেথা শুধু নাম ভেদ, বৃথা ঈর্ষ্যা বৃথা জেদ,
নাম ভেদে ভিন্নজ্ঞানে বৃথা করি ভুল;
থাকিলেও পক্ষাপক্ষ, সকলেরি এক লক্ষ্য,
সকলেরি বিভু সাধনার মূল।

জল পান করিলেই তৃষ্ণার্ত্তের পিপাসা নিবারণ হয়; সে জলের নাম জল, পানি, একোয়া বা ওয়াটার যাহাই কেন না হউক; তাহাতে ক্ষতি কি? ভক্ত তাহার প্রাণের ঠাকুরকে আরাধ্য দেবতাকে হরি, কৃষ্ণ, কালী, খোদা বা গড্ যে নামে ইচ্ছা অভিহিত করুক, তাঁহার প্রাণ পরিতৃপ্ত হইবেই। জগতের সমস্ত ...র্ম্মমতই একটা সনাতন সত্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত; সুতরাং

হরিসভা শুধু জাতি বিশেষের সভা নহে, শুধু বৈষ্ণবের সভা নহে; উহা সকল জাতির সকল ধর্ম্মের সভা। হরিসভা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের সার্ব্বজনিক সভা; উহা সর্ব্বজনীন ধর্ম্মের পরমপবিত্র শান্তিনিকেতন; উহা জাতীয় হিংসা-বিদ্বেষ কলুষ সম্পর্কশূন্য বিশ্বমানবের মহাতীর্থ।

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥"

হে দেবদেব ঈশ্বর! তুমিই আমার মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই বন্ধু, তুমিই সখা, তুমিই বিদ্যা, তুমিই ধন এবং তুমিই আমার যথাসর্ব্বস্ব।

"ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুত, গগন,
ভূত-পঞ্চময় তুমি নারায়ণ!
অনু-পরমাণু তুমি, নির্ব্বিকার!
সর্ব্ব আত্মা রূপ তুমি নিরাকার!
তুমি সৃষ্টি, তুমি স্রষ্টা, হস্তা হও;
তুমি স্থাতা, তুমি স্থিত, গতাগত;
তুমি যোগ, তুমি যাগ, হর্ত্তা কর্ত্তা,
তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম ত্রাণদাতা।"

ইহা সকল ধর্ম্মের, সকল জাতির, সকল সম্প্রদায়ের প্রাণের কথা। ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত মহাসত্য; বিশ্ববাণী সে মহাসত্যেরই একমাত্র উপাসক। সুতরাং শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গৌর, গানপত্য সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সকল জাতিরই ভগবানের নামে উৎসর্গীকৃত সভায়—হরিসভায় যোগদান করিবার পূর্ণ অধিকার আছে। যেখানে ভগবানের কথা, ধর্ম্মের আলোচনা, ঈশ্বর গুণ কীর্ত্তন হয়, সে স্থানে সাম্প্রদায়িক হিংসা বিদ্বেষ, জাতীয় ঈর্ষ্যার দুর্গন্ধ তিষ্ঠিতে পারে না। হরিসভা শান্তির পরমনিলয়—সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের পবিত্র ক্ষেত্র।

শ্রীভগবানের নামে উৎসর্গীকৃত সভাই হরিসভা—তাঁহার পবিত্র মন্দির হরিমন্দির। সুতরাং ব্রহ্মের উপাসনামন্দির, খ্রীষ্টানের গির্জ্জা এবং মুসলমানের মস্জিদ সবই হরিসভা বা হরিমন্দির সদৃশ। তবে হিন্দুর হরিসভায় যাহার

মত, ব্রাহ্মের উপাসনাগৃহে, খ্রীষ্টানের গির্জ্জায় এবং মুসলমানের মস্জিদে [illegible] ভক্তের মস্তক ভগবানের চরণোদ্দেশে আগত না হইবে কেন? ভগবানের কৃপায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপার অনুগ্রহে যবন হরিদাস, ঠাকুর হরিদাস হইয়াছিলেন। আজিও হিন্দু পরম বৈষ্ণব জ্ঞানে তাঁহার পূজা করে—নাম গ্রহণ করে। তবু কি হিন্দুধর্ম্মকে অনুদার ছুঁতমার্গের সাম্প্রদায়িক বলিতে হইবে? হিন্দুধর্ম্মের মত এমন উদার, এমন উচ্চ—এমন শ্রেষ্ঠ [illegible] আর জগতের কোন্ ধর্ম্মের কোন্ শাস্ত্রে আছে? একমাত্র হরিসভায় [illegible] দিয়া হরিনামের মধুর বংশীরবে মুগ্ধ ও হরিনামামৃতে স্নাত ও পূত করিয়া [illegible] বিশ্বমানবকে পৃথিবীর সকল জাতি ও সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে তাহার আপন [illegible] সমুদার সমুন্নত সুবিশাল ক্রোড়ে স্থানদান করিতে পারে। জাতীয় ঘৃণা [illegible] ভুলিবার ইহা উজ্জ্বল নিদর্শন জীবন্ত আদর্শ। হিন্দু হউন, মুসলমান হউন, [illegible] হউন, আর খৃষ্টানই হউন, সাধক মাত্রই আমার মাথার মণি, ঈশ্বর প্রেমিক [illegible] মাত্রই আমার প্রীতি-ভক্তির প্রাণদেবতা।

মনুজ সকল হায়, ভিন্ন ভিন্ন পথে যায়,
ঈশ্বরে পুজিতে যার যথা অভিপ্রায়;
ভিন্ন লক্ষ্য নাহি কভু, সকলেরি এক বিভু
একই উদ্দেশ্যে সবে ভিন্ন পথে ধায়।
হেথা শুধু নাম ভেদ, বৃথা ঈর্ষ্যা বৃথা জেদ,
নাম ভেদে ভিন্নজ্ঞানে বৃথা করি ভুল;
থাকিলেও পক্ষাপক্ষ, সকলেরি এক লক্ষ্য,
সকলেরি বিভু সাধনার মূল।

জল পান করিলেই তৃষ্ণার্ত্তের পিপাসা নিবারণ হয়; সে জলের নাম জল, পানি, একোয়া বা ওয়াটার যাহাই কেন না হউক; তাহাতে ক্ষতি কি? ভক্ত তাঁহার প্রাণের ঠাকুরকে আরাধ্য দেবতাকে হরি, কৃষ্ণ, কালী, খোদা বা গড্ যে নামে ইচ্ছা অভিহিত করুক, তাঁহার প্রাণ পরিতৃপ্ত হইবেই। জগতের সমস্ত ধর্ম্মই একটা সনাতন সত্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত; সুতরাং

ধর্ম্ম মাত্রই বিশ্বমানবের মাননীয়, তাহাতে সংশয় কি? একই স্থানে পঁহুছিবার বহুপথ থাকিতে পারে, কোনটী সরল, কোনটী বঙ্কিম, কোনটী বা কণ্টকাকীর্ণ, আবার কোনটী বা কুসুমাবৃত; কোন পথে অতি সত্বর, কোন পথে বা একটু বিলম্বে লক্ষ্যস্থলে পঁহুছা যাইবে মাত্র। এইরূপ বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বিভিন্নমত থাকিতে পারে; কোনও সাধনা কৃচ্ছ্রসাধ্য, কোনও সাধনা বা অতি সরল, কোনও সাধনায় অতি সত্বর, কোনও সাধনায় অতি বিলম্বে সাধকের সিদ্ধ বা মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ধর্ম্মমত ভেদের ইহাই নিদান। ধর্ম্ম সম্বন্ধে সরল বিশ্বাস ভাল; কিন্তু গোড়ামী ভাল নহে। গোড়ামীর চেয়ে ভাড়ামী দোষের, আবার গোড়ামীর ভাড়ামী আরও দোষের। ধর্ম্মজগতে মতভেদ থাকে থাকুক, কিন্তু মতভেদের ঝগড়া থাকা বাঞ্ছনীয় নহে।

"ধর সাঁচ্চা মেরীর বাচ্চা, কিংবা ধ্রুব প্রহ্লাদে;
বাজাও ঢক, টান নাক, আল্লা বল আহ্লাদে
নেইক' ক্ষতি; কিন্তু যদি ছাড়' ভড়ং বুজরুকি
দেখবে মজা— সবাই বাজায় একই তালে ডুগডুগি।"

(হেয়ালি)।

শব্দেরও একটা শক্তি আছে—প্রাণ আছে। 'হরি' শব্দের এমনি মহিয়সী শক্তি—এমনি অসাধারণ গুণ যে, 'হরি' এই শব্দটী উচ্চারণ মাত্রই বক্তা ও শ্রোতার দেহ, মন ও আত্মা পবিত্র হয়, মন কি যেন এক স্বর্গীয় পদার্থের অপার্থিব অমূল্য রত্নের অন্বেষণে ছুটিয়া বেড়ায়। আমি অম্ল-আচার ভক্ষণ করিতেছি না, আচার আমার নিকটেও নাই, তথাপি 'আচার' এই শব্দটী শ্রবণ বা উচ্চারণ মাত্রই কি যেন, কি একটা তীব্র লালসায় রসনা আর্দ্র হয়; সেইরূপ 'হরি' এই শব্দটী শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলেই হৃদয় প্রেম-রসে সিক্ত হয়, প্রাণ তাঁহার পদারবিন্দ লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। হরিনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তনে নিতান্ত পাপী পাষণ্ডের প্রাণেও ভগবদ্ভক্তির বাণ ডাকে। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়াছেন,—

"আয়রে মাধাই কাছে আয়,
হরিনামের বাতাস লাগুক গায়।"

হরিনামের বাতাস গায় লাগিলে অনধিকারী অধিকারী হয়, সংসারাসক্ত

...জীব ভক্তির পরশ-পাথর স্পর্শে মুক্তির শান্তিসোপানে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হয়। 'হরি' শব্দের এমনি অসাধারণ গুণ যে, পাপী, তাপী, পাষণ্ড ... হরিনাম শ্রবণ বা কীর্ত্তন করুক না কেন হরিনাম তাহাকেই ... পবিত্র পথে টানিয়া লইয়া যাইবে। বস্তুতঃ "হরিনামের এমনি শক্তি জন্মে ... ভক্তি, মুক্তি দেয় সে জোর ক'রে।"

... শব্দের প্রকৃতিগত এমনি শক্তি নিহিত আছে যে, সে শক্তি মনের ... অসাধারণ ক্রিয়া করিয়া শ্রোতাকে উন্মত্ত করিয়া তোলে। রণ-বাদ্য শ্রবণে ... প্রাণ না যুদ্ধ উল্লাসে নাচিয়া উঠে? সিংহের ভীম গর্জ্জনেই বা কোন ... পুরুষের প্রাণ আতঙ্কে না শিহরে? মধুর বংশীরব শ্রবণে কালভুজঙ্গও মুগ্ধ ...—মুহূর্ত্তে হিংসাবৃত্তি ভুলিয়া যায়। "নাচে শিখি শুনি মেঘধ্বনি, ডমরুর রবে ... কালফণী।" এ সব নিত্য প্রত্যক্ষিভূত মহাসত্য। সুতরাং হরিনামের ...—হরিনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তনে পাষণ্ডের দুষ্প্রবৃত্তি দূর হইবে, অভক্তের প্রাণে ... মধুর বন্যা প্রবাহিত হইবে, সংসারাসক্ত বিষয়ানুরক্ত জীব প্রেমের ... বাতাসে মুক্তির স্বর্গরাজ্যে ছুটিয়া যাইবে—হরিবোল! হরিবোল ... পাগল হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? কবি বলিয়াছেন, "নামরসে যার ... মজেছে, সে মানুষ কি আর মানুষ আছে?" নামরসে মন মজিলে সেত আর পৃথিবীর মানুষ থাকে না, সে যে স্বর্গের দেবতা হইয়া যায়।

... নাম ব্রহ্মস্বরূপ। হরিনাম অপৌরুষের সিদ্ধ শব্দ। এ নামের শক্তি মহা- ...দায়িনী। হরিনাম পতিতপাবন। 'হরি' শব্দের এমনি প্রকৃতিনিহিত ... সাধারণ গুণ যে," হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা "হরিনাম করিলেই পতিতের উদ্ধার হয়— ... বহুজন্ম সঞ্চিত পাপ বিদূরীত হয়।

"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ
পাদারবিন্দ বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্;
মন্যে তদর্পিত মনো বচনে হিতার্থ
প্রাণং পুনাতি সকুলং নতু ভুরিমানঃ। (শ্রীমদ্ভাগবত)।

প্রহ্লাদ, নৃসিংহ দেবকে বলিয়াছিলেন, যাঁহার মন, বাক্য, চেষ্টা, ধন সবই ভগবানের পাদপদ্মে উৎসর্গীকৃত এরূপ চণ্ডাল ও ভগবদ্ভক্তিহীন দ্বাদশগুণ ...শালী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যে হেতু সেই চণ্ডাল স্ববংশ পবিত্র করিয়

থাকে, কিন্তু ঐশ্বর্য্যগর্ব্বমত্ত ভক্তিহীন দ্বিজ স্বীয় আত্মাকে পবিত্র করিতে[illegible] নহে। "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ। হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বি[illegible] শ্বপচাধমঃ।" হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডাল ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আর হরিভক্তিবিহীন[illegible] চণ্ডালাধম। "অপি চেৎ শূদ্রাচারো ভজতে মননন্যভাক্। সাধুরেব স[illegible] সম্যক্ ব্যবসিতোঽহি সঃ॥ ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শ[illegible] নিগচ্ছতি। কৌন্তেয় প্রতিজ্ঞয় নাহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥" অতি [illegible] পাষণ্ডও যদি এক মনে হরিভজনা করে, তবে সেও অচিরে পাপমুক্ত [illegible] হইয়া থাকে। বিল্বমঙ্গল ও যবন হরিদাস প্রভৃতি ইহার উজ্জ্বল [illegible] শ্রাদ্ধপাত্র, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিতে হয়, সে যুগের বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডি[illegible] অদ্বৈত আচার্য্য মহাশয় কোনও ব্রাহ্মণ বংশজ ব্রাহ্মণ নামধেয় ব্যক্তিকে উ[illegible] করিয়াছিলেন। হরিদাস নিজকে অস্পৃশ্য নীচ জাতি জ্ঞান করিয়া শ্রী[illegible] মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন, "প্রভু! আমাকে ছুঁইও না," তদুত্ত[illegible] বলিয়াছিলেন, "হরিদাস! আমি স্বয়ং পবিত্র হইবার নিমিত্তই তোমা[illegible] করিতেছি, তোমার ন্যায় পবিত্রতাধর্ম্ম আমার নাই, কারণ হরিনামের [illegible]

"ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপোদান॥
নিরন্তর কর চারিবেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥"

অনন্তর শ্রীচৈতন্য দেবের শ্রীমুখে শ্রীভাগবতের এই শ্লোকটী উচ্চা[illegible] হইল। যথা :—

অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥"

হে প্রভু! যাহার জিহ্বাগ্রে তোমার মঙ্গলময় নামটী বর্ত্তমান, সে নীচ[illegible] জাতীয় হইলেও অতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। যিনি তোমার নাম করিতেছে[illegible] নিরন্তর তপস্যা, যজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থে স্নান ও চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতেছেন। [illegible] ভক্তের অনন্ত মাহাত্ম্য।

[illegible] স্বধর্ম্মী করিয়া লইবার বিজাতীয়কে স্বজাতীয় বলিয়া গ্রহণ [illegible] চির অবজ্ঞাত নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে উন্নীত করিবার ইহা [illegible] জানি না, ইহা অপেক্ষা উন্নত ধর্ম্মবাদ—নীচকে উচ্চ করিবার, [illegible] প্রদানের, পরকে আপন জন বলিয়া গ্রহণ করিবার এমন সুন্দর [illegible] পৃথিবীর আর কোন্ ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে? এই যে, খরস্রোতা [illegible] ধ্বংসের ন্যায় বিধর্ম্মার মায়ানদী নিয়ত হিন্দুজাতির লয় সাধন [illegible] আসিয়াছে, হিন্দুর উচ্চ জাতি ও উচ্চ শ্রেণীর সহিত জাতীয় স্নেহবন্ধনহীন [illegible] অশ্বথমূল-তরু বা বাপীতটস্থ মৃণ্ময় স্তূপের ন্যায় অবিরত বিধর্ম্মার [illegible] আত্মবিসর্জ্জন করিয়া হিন্দুর জাতীয় জীবন বিনষ্ট করিতেছে, [illegible] হরিনামের দোহাই দিয়া ইহাদিগকে পবিত্রীকৃত ও উন্নত করিয়া [illegible] জাতীয় ধ্বংসের পথ রুদ্ধ করা যায় না কি?

[illegible] হরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম করিয়া ঠাকুর হইয়াছিলেন। দুই দশবার [illegible] হরিবোল!' বলিয়াই তিনি হিন্দু হইতে—ঠাকুর হইতে—সিদ্ধ- [illegible] হইতে পারেন নাই। হরিনাম কীর্ত্তন ও শ্রবণে পুণ্য আছে,—হরিনামে [illegible] তৃপ্তি, মনের শান্তি, প্রাণের ভক্তি এবং দেহের পবিত্রতা লাভ হয়; তাই [illegible] উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতেন। সাধনা ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয় না। নাম- [illegible] মহাযজ্ঞ—নামসাধনা মহাসাধনা নামযজ্ঞ কখনও নিষ্ফল হয় না; যে যত [illegible] করিতে পারে, মোক্ষ তাহার তত নিকটবর্ত্তী।

[illegible] ভাই, সাধক! এস, ভাই শাক্ত-বৈষ্ণব! এস, ভাই ব্রাহ্ম খৃষ্টান! [illegible] ভাই হিন্দু-মুসলমান! তোমরা সকলে সমস্বরে 'হরিবোল' বলিয়া [illegible] ভগবানের অমিয় মধুরনাম কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হও—পবিত্র হও, মানবজন্ম [illegible] কর। তোমাদের শ্রীমুখের হরিবোল! হরিবোল!' মধুর-রবে এ বিশ্ব [illegible] হউক। সাধু ভক্ত তোমরা,—তোমাদের পদরজ-স্পর্শে—তোমাদের পবিত্র- [illegible] পবিত্র হরিনাম শ্রবণে, এ অধম-ধন্য হউক, পবিত্র হউক, আমার মনের [illegible] কুণ্ঠ—জাতীয় ঘৃণা বিদ্বেষ সব দূর হউক। তোমরা প্রাণ ভরিয়া তাঁহার [illegible]—যিনি শাক্তের শিব-দুর্গা, বৈষ্ণবের হরি-কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য,—যিনি ব্রহ্ম- [illegible] নিরাকার ব্রহ্ম, যিনি হিন্দুর ঈশ্বর, মুসলমানের খোদা এবং খৃষ্টানের গড্, [illegible] তাঁহার পবিত্র নামে আত্মসমর্পণ কর। 'হরিবোল! হরিবোল! বলিয়া

প্রাণের ব্যাকুলতায় সদা তাঁহাকে ডাক ; ভক্তের ভগবান্ তিনি, প্রেমের তিনি, দয়ার আধার তিনি—তোমাদের শুদ্ধা ভক্তিতে ব্যাকুল প্রাণের মহামা ক্রন্দনে তিনি অবশ্যই দয়া করিবেন। বল, সাধক! কবিরাম শুধু হরি বল ; হরিনামের মত এমন পতিতপাবন নাম পাতকী উদ্ধারের এমন স আর নাই।

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা

উপবীত মাহাত্ম্য।

সেদিন একজন ইংরাজ বলিতেছিলেন For England I can sacrifi all but myself respect বাস্তবিকই আত্ম-মর্য্যাদা-বিহীন ব্যক্তি দ্বারা স রের, সমাজের কিম্বা কোন জাতির কোনরূপ উন্নতি সাধিত হইতে পারে না যখন কোন জাতির অধিকাংশ ব্যক্তিরই এইরূপ আত্ম-মর্য্যাদা জ্ঞান জন্মে তখ সমষ্টি ভাবে সেই জাতি উন্নতি-মার্গে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হয়। আবা যখন ব্যষ্টিভাবে কোন জাতির মধ্যে এই আত্ম-মর্য্যাদার হ্রাসতা প্রাপ্ত হইতে থাকে তখনই সেই জাতি উন্নতির নিম্নতর সোপানে পতিত হইয়া থাকে। সেই জন্য ইংরাজ আজ অতুল বিজয়-গৌরব লাভ করিয়াছেন, সেই জন্য আ ক্ষুদ্র বেলজিয়ামের ভাগ্যে এইরূপ অভাবনীয় গৌরবলাভ। যত দিন ভারতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির যথোচিত সম্মান জ্ঞান ছিল ততদিন তাহাদের উন্নতি স্রোত অব্যাহত ছিল। কিন্তু তাহারা যে পরিমাণ আত্ম-মর্য্যাদা-জ্ঞান তুলিয়া ছেন সেই পরিমাণে তাহাদের অবস্থারও অধোন্নতি ঘটিয়াছে। যেদিন হইতে বঙ্গের কায়স্থ জাতি ধর্ম্মের বিকৃত ব্যাখ্যায় আত্ম-মর্য্যাদা বিহীন হইয়া পড়িয়া ছেন, সাম্য মৈত্রের বিকৃত ধারণায় শূদ্রদিগকে কোলে তুলিয়াছেন এ

উন্নতির সোপানে উন্নতি করার চেষ্টা না করিয়া নিজেরাই তাহাদের ত্বত্ব শূদ্রত্বে পরিণত হইয়াছেন, নিজের জাতিত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্ব ভুলিয়া ক্ষত্রিয়ত্বের শেষ চিহ্ন উপবীত পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া আত্ম-সম্মান দিয়াছেন সেই দিন হইতে বঙ্গীয় কায়স্থদের এই অধোন্নতির সূত্রপাত সেই দিন হইতেই তাহারা এই শূদ্রত্বের এই পূতি-গন্ধময় স্রোতে ত।

রা এই উপবীত ত্যাগ করিয়া অন্য জাতির চক্ষে কতদূর হীনতর হইয়া ছি সেই সম্বন্ধে আমি একটী প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করিব। ইহা আমার বনে প্রত্যক্ষীভূত।

২৩ সালের শারদীয়া বিজয়া দশমীর পরদিন প্রাতঃকালে প্রাতকৃত্য করিয়া নানা বিষয়ের কথোপকথন করিতেছিলাম। ক্রমে আমাদের ইবার কথা উঠিল। এমন কি সেই দিনই পুরী যাত্রা করা স্থির হইয়া সেদিন একাদশী তিথি। কিন্তু শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব দর্শনে যাইব বলিয়া নিদর্শন স্বরূপ সেই দিনের একাদশী জগদ্বন্ধুর পদে অর্পণ করিয়া, সকালে আহারের বন্দোবস্ত হইল, আহার অন্তেই আয়োজন ও যাত্রা। বাড়ী মাইল যাইয়া ষ্টীমার ধরিতে হয়। আমরা দুই সহোদর পদব্রজে -ঘাটে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম যে, উক্ত ষ্টীমার তাহার পূর্ব্ব দিন হইতে হইয়া আহার পরবর্ত্তী ষ্টেসনে অবস্থান করিতেছে এবং মাঝে মাঝে ভাঙ্গা -ধ্বনি করিয়া নিজ সজীবতার পরিচয় দিতেছে। শুভ যাত্রার প্রথম ই পরিতৃপ্ত হইয়া নৌকার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম এবং একখানা নৌকা করিয়া রাত্রি প্রায় ৯টার সময় খোক্‌সা পৌঁছিলাম। তথায় ঝিনাই- উকীল বাবু বিজয় চন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা হইল, তিনি ছুটিতে পশ্চিম ার ইচ্ছায় যাত্রা করিয়াছেন। আমরা রাত্রিতে কুষ্টিয়া অবতরণ করিয়া, মাতুলালয়ে অবস্থান করিলাম। পরদিন বিজয় বাবু আমাদের চন্দ্র- ইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমরাও তাঁহাকে পুরী জন্য অনুরোধ করিলাম। কিন্তু কাহারও মত পরিবর্ত্তিত হইল না ক তথায় মাতুল মহাশয় আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আমরা agong express এ কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া সেদিন তথায় অবস্থান

করিতে বাধ্য হইলাম। পরদিন বকরীইদ। গাড়ী ও মুটে পাওয়া হইল। যাহা হউক যথাসময়ে হাবড়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম এবং express এ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। ষ্টেসন যাত্রী-পূর্ণ। তথায় ধারণের স্থান ছিল না। গাড়ী আসিল, অগ্রবর্ত্তী সামান্য কিছু লোক পরই শুনা গেল গাড়ীতে আর স্থান নাই. কাজেই আর যাত্রী লওয়া না। একজন ইংরাজ ও কয়েক জন বাঙ্গালী বাবু তাহাদের সজোরে দ্বারে কড়া পাহারা দিতে লাগিলেন এবং অনেক সরল প্রকৃতি নির্দ্দোষী ধাক্কা খাইয়া দ্বার হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। আবার কে যেন কি মন্ত্রে উক্ত কর্ম্মচারীদের মুগ্ধ করিয়া গাড়ীর উদর পূর্ণ করিবার পাইতে লাগিল। আমরা এই সকল রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিবার ট্রেন যেন আমাদের মূর্খতার জন্য টিট্‌কারীদিয়া সগৌরবে ষ্টেসন করিয়া চলিয়াগেল। বাধ্যহইয়া আমাদের পরে বহু চেষ্টার ফলে passenger fraid এ যাত্রা করিতে হইল। আমরা যখন খড়্গপুরে হইলাম তখন প্রভাত হইয়াছে। আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে পাহাড়গুলি আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। এই আমাদের পর্ব্বত দর্শন। এই সমস্ত দূরবর্ত্তী পাহাড় দর্শনে মনে যেন বিপুল আনন্দ হইতে লাগিল।

আমরা বেলা ৩টা কি সাড়ে ৩টার সময় ভুবনেশ্বর ষ্টেসনে অবতরণ করি এবং গোযানের সহায়তায় প্রায় পনের মিনিটের মধ্যে মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। এখানকার পাণ্ডাদের ব্যবহার অতি অমায়িক।

এই ভুবনেশ্বরের প্রাচীন নাম একাম্রকানন উড়িষ্যার মধ্যে এই অতি প্রাচীন এমন কি পুরীধাম অপেক্ষা এই ভুবনেশ্বর প্রাচীনত্ব অধিকতর দাবী করিতে পারে। আমরা স্কন্দপুরাণে দেখিতে পাই যে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন অবন্তি হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রে গমন করিতেছেন পূর্ব্বে একাম্রকানন বা ভুবনেশ্বরের শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছে এবং তথায় ইন্দ্রদ্যুম্ন কিছুদিন অবস্থানও করিয়াছিলেন কিন্তু তখনও পুরীধাম সেবিত অরণ্যে পরিণত ছিল। এখন এই নগরটী ভগ্নাবস্থায় পরিণত কথিত আছে পূর্ব্বে এই স্থান ৭০০০ দেবমন্দিরে শুশোভিত ছিল।

বিক্ষিপ্ত বহু দেবমন্দির এখানে বিরাজিত আছে। পাণ্ডারা বলেন এখনও এখানে ৫০০ দেবমন্দির বর্ত্তমান আছে অনেক মন্দিরই ভগ্নাবস্থায় ধান্যক্ষেত্রে চতুর্দ্দিকের জঙ্গলে ও পতিত বহু ভূমিতে অল্প বিস্তর ভগ্ন মন্দির এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভুবনেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দির মহারাজ ললিতেন্দ্র কেশরী নির্ম্মাণ করেন। কোন মন্দির ও চাদনী মাত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল কেবল বর্ত্তমান নাটমন্দির ভোগমন্দির উহার বহুদিন পরে নির্ম্মিত হয়। মন্দিরের প্রতি ইঞ্চি স্থান ভাস্কর চাতুর্য্যের পরিচয় দিতেছে। ভারতের অন্য কোন মন্দিরে এমন চাতুর্য্য প্রকাশ পায় নাই। প্রথমে এখানে কেশরী বংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান ভুবনেশ্বরের মন্দিরের দক্ষিণে যে জঙ্গল দেখা যায় স্থানেই কেশরী বংশীয় রাজাদের রাজধানী অবস্থিত ছিল। কিছুদিন পরে কেশরীবংশীয় রাজাদের রাজধানী কণ্টকনগরে স্থানান্তরিত হয়, দিন হইতেই ভুবনেশ্বরের প্রকৃত দুরবস্থার সূত্রপাত হইয়াছে। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের উত্তরে বিখ্যাত বিন্দুসরোবর তাহার চতুর্দ্দিকে বহু মন্দির বর্ত্তমান আছে, এমন কি উহার কোন কোন তীরে ভূগর্ভস্থ অনেক মন্দির দৃষ্ট হয় এখনও উক্ত সরোবর চতুর্দ্দিকে ১০৮টী মন্দিরে সুশোভিত আছে সরোবরের মধ্য ঘাটের সম্মুখেই অনন্তদেবের মন্দির। নবাগত যাত্রীদের এই বিন্দু সরোবরে স্নান করিয়া সেই অনন্তদেব দর্শন করিতে হয়, তাহারা ভুবনেশ্বর দর্শন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই সরোবরের মধ্যভাগে এক জলবিহারের স্থান আছে তথায় জলবিহারের মন্দির দৃষ্ট হয় ঐ মন্দির [illegible] বৃক্ষে পরিশোভিত। উপলক্ষে এখানে ভুবনেশ্বর দেবের [illegible] সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ভুবনেশ্বরের মন্দির অতি উচ্চ ও প্রস্তর নির্ম্মিত। এক জগন্নাথদেবের মন্দির ভিন্ন ভারতে এত বড় প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির আর আছে কিনা সন্দেহ শিল্প ইহার খ্যাতি জগন্নাথদেবের মন্দির অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে উচ্চ অতি বিস্তৃত প্রাচীরে বেষ্টিত।

মন্দিরের ঊর্দ্ধভাগে এক অতি বৃহৎ ডুম অবস্থিত দ্বাদশটী প্রকাণ্ড মূর্ত্তির উপর ঐ প্রকাণ্ড ডুম সংস্থাপিত, তাহার উপর মন্দির চূড়া। চূড়ার উপরিভাগে ভগ্ন ত্রিশুলে সুশোভিত। ৮ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট এক সুন্দর গ্রেণাইট প্রস্তর দ্বারা বিখ্যাত। ভুবনেশ্বর শিবলিঙ্গ বিনির্ম্মিত। লিঙ্গ সমতল মন্দিরের মেজে হইতে প্রায় ৮ ইঞ্চি উচ্চ। প্রত্যহ প্রক্ষালন, স্নান ভোগআরতি কার্য্য নিয়মিতভাবে সমাহিত থাকে।

প্রতিদিন দ্বাবিংশবার উক্ত বিগ্রহের সেবা কার্য্য হইয়া থাকে, উহা দ্বাবিংশ ধূপ বলে। বিন্দুসরোবরের প্রায় সিকি মাইল পূর্ব্বে কোটী তীর্থে মন্দির এবং প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে ব্রহ্মেশ্বরের মন্দির অবস্থিত এবং ঐ মন্দিরে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে ব্রহ্মকুণ্ড এবং উক্ত কুণ্ডের নিকটেই ভাস্করেশ্বরের ভগ্ন মন্দির এবং উহার কিছু পশ্চিমেই রাজরাণীর সুন্দর মন্দির। উহার থামের গায়ে ৩টী উপবিষ্ট হস্তী ও সিংহ মূর্ত্তি আছে। এবং উহার কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে নটরাজ মূর্ত্তি বিরাজিত। মন্দিরের প্রায় ছয়শত হস্ত পরিমিত পশ্চিমে এক আরণ্য উহা সিদ্ধারণ্য নামে খ্যাত। ঐ কাননের সর্ব্বস্থানেই মন্দিরে সুশোভিত কিন্তু প্রায় সকল গুলিই ভগ্নদশাগ্রস্থ। এখন ২০।২৫টী মন্দির অভগ্নাবস্থায় আছে। উহাদের মধ্যে মুক্তেশ্বর, কেদারেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, পরশুরামেশ্বর প্রভৃতি মন্দির বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

মুক্তেশ্বর মন্দিরটী অতি ক্ষুদ্র হইলেও দেখিতে অতি সুশ্রী উহার ভিতরের মূর্ত্তিগুলি সজীব বলিয়া ভ্রম জন্মে একটী প্রকাণ্ড হস্তী আরোহিত সুন্দর যুবা এক সশস্ত্র অসুরকে আক্রমণ করিতেছে। কোন স্থানে গায়ক ও নর্ত্তকীগণ নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া নৃত্যগীত করিতেছে। দেখিলে মন আনন্দরসে অভিষিক্ত হয় এবং ভারতের অতীত শিল্পকলার গৌরবে হৃদয় মোহিত হয়। মন্দিরের পশ্চাতে গৌরীকুণ্ড নামক এক ক্ষুদ্র সরোবর। কয়েকটী ফোয়ারার জলে উহাকে পুষ্ট করিতেছে। উহাতে নানাবর্ণের মৎস্যও দেখিতে পাওয়া যায়। উহা দেখিবার জন্য সঙ্গে করিয়া মুরখী লইয়া গিয়াছিলাম। উহা জলে নিক্ষেপ করিবামাত্র বহুসংখ্যক মৎস্য আসিয়া আনন্দে উহা ভক্ষণ করিতে লাগিল এবং আমাদেরও বিশেষ আনন্দলাভ হইতে লাগিল। মৎস্যগুলি

...দের রোহিত ও মৃগেল জাতীয় তবে হরিদ্রাভ। উহার নিকটেই ...রের মন্দির এবং সম্মুখেই এক প্রকাণ্ড হনুমান মূর্ত্তি এবং তাহার ...টেই সিংহবাহিনী এক প্রকাণ্ড দুর্গামূর্ত্তি। এবং ঐ সরোবরের কিঞ্চিৎ ...মে পরশুরামের মন্দির। গৌরীকুণ্ডের জল অতি সুস্বাদু ও ...কর।

...ুবনেশ্বর নগরীর চারিদিকেই উচ্চ মালভূমি এবং সর্ব্বদিকেই ছোট ...ট পাহাড়ে সমাকীর্ণ। নগর হইতে একটু বাহিরের মৃত্তিকা একেবারে ...ার ন্যায় লাল কেহ যেন রাশি রাশি সুরকী স্তূপাকারে সাজাইয়া রাখিয়াছে ...শ্বরের ৩ মাইলের পশ্চিমে প্রসিদ্ধ খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি—আমরা একদিন ...গিরিদ্বয় দর্শনার্থ গাড়ীভাড়া করিলাম। গাড়োয়ান আমাদের কথামত ...সময়ে আসিল না। উদয়গিরি হইতে সূর্য্য দর্শন বড় রমণীয় পাছে সেই ...রম দর্শন সুখ হইতে বঞ্চিত হই এই ভয়ে আমরা আর গাড়ীর ...া না করিয়া পদব্রজে যাত্রা করিলাম এবং প্রাভাতিক সুমনোহর ...লোকে তৃপ্তিলাভ করিতে করিতে এবং মধুর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে ...তে গমন করিতে লাগিলাম। নগর ছাড়িয়া প্রায় ২ মাইল উচ্চ গৈরিক ...র উপর দিয়া যাইতে লাগিলাম। সেখানে আকন্দ, ঝাউ ও মাঝে ...কেওয়া ফুলের গাছ ভিন্ন অন্য কিছুই দৃষ্ট হইল না। পশ্চাতে দৃষ্টিপাত ...য়া দেখিলাম ভুবনেশ্বর সহরটী যেন অতি নিম্ন মৃত্তিকা মধ্যে অবস্থিত ...। কেবল মন্দিরের অত্যুচ্চ চূড়াটি তাহার লোহিতবর্ণ পতাকা উড্ডীয়মান ...বায়ুর সহিত ক্রীড়া করিতেছে। ক্রমে আমরা আবার সমতল ভূমিতে ...হইলাম। তখন রাস্তার উভয় পার্শ্বের ধান্যক্ষেত্রের শোভায় মোহিত ...লাগিলাম। মনে করিলাম ভগবান আমার পার্শ্বেই এইরূপেই কৌমুদীর ...লীলার সমাবেশ করিয়াছেন। পাহাড় হইতে একটী অতি ক্ষুদ্র ...স্রোত মৃদুমন্দ বহিয়া ধান্যক্ষেত্রের দিকে যাইতেছে। পথিমধ্যে অন্য ...কের সহিত অধিক দেখা হয় নাই। একটী ১৩।১৪ বৎসর বয়স্ক ভদ্র ...কের সহিত দুইটী ভদ্রবংশীয় যুবতী সেই নির্জ্জন প্রদেশে ভ্রমণ ...করিতেছিলেন। যুবতীদ্বয় আমাদের দেখিয়া যেন ব্রীড়ান্বিত হইয়া একপার্শ্বে ...আত্মগোপনের চেষ্টা পাইলেন। বালকটীর নিকট শুনিলাম তাহারা

বায়ু পরিবর্ত্তন মানসে তথায় অবস্থান করিতেছেন এবং নিকটেই তাহাদের বাসা আছে। এখানকার স্থানীয় অধিবাসীর সংখ্যা অতি অল্প। পর্ব্বতের তলদেশে কয়েকঘর দরিদ্রলোকের বসতি আছে। কয়েকটী দরিদ্র সন্তান কতকগুলি পাথরের বাটী বিক্রয় করিবার জন্য আমাদের নিকটে আসিল। সেই পাথরের বাটীগুলির শিল্পনৈপুণ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে শিল্পকলার অন্নপ্রাসনের কথা মনে একবার স্বতঃই উদিত হয়। পথের উভয় পার্শ্বে কেবল কুচীলার গাছ ভিন্ন অন্য কোন বৃক্ষ বড় দেখা যায় না।

উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি দুইটী ক্ষুদ্র পাহাড় (Solitary hillocks) পরস্পর অতি নিকটে দণ্ডায়মান। তাহার মধ্যে সামান্য একটী অপ্রসস্ত পথ মাত্র ব্যবধান। পথের উত্তরে উদয়গিরি ও দক্ষিণে খণ্ডগিরি। আমরা সূর্য্যোদয় দেখিবার জন্য প্রথমে উদয়গিরিতে গমন করি। প্রথমে প্রবেশ পথে দুইটী প্রকাণ্ড হস্তীর প্রস্তরময়ী প্রতিকৃতি। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই পাহাড়টীকে ক্ষুদিয়া ত্রিতলবিশিষ্ট একটী প্রকাণ্ড প্রাসাদে পরিণত করা হইয়াছে। প্রত্যেক তল বহু ঘর বিভক্ত। উহাদের ভীত্তে বহুপ্রকার মূর্ত্তি ক্ষোদিত সেগুলি দেখিলে যুগপৎ বিস্ময় ও গৌরবে মন পুলকিত হইয়া উঠে এবং প্রাচীনকালের হিন্দুশিল্পের কথা মনে পড়ে। রাজার গুম্ফ, রাণীর গুম্ফ, হস্তী গুম্ফ, প্রভৃতি বহু গুম্ফ বিদ্যমান আছে। এই পাহাড়ে বৃক্ষাদি খুব কম। পাহাড়ের শিরোপরে একটী বহু প্রাচীন কাঁটাল গাছ দৃষ্ট হইল। তাহার পর আমরা খণ্ডগিরিতে গমন করি। সে গিরিটীও ক্ষুদিয়া ত্রিতল প্রাসাদে পরিণত করা হইয়াছে। শিল্প চাতুর্য্যে যেন উদয়গিরি অপেক্ষা খণ্ডগিরির গৌরব অধিক। জৈনেরা এই গিরির শৃঙ্গের উপর দুইটী হিন্দু নির্ম্মিত সৌধ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন। আয়তনে উদয়গিরি অপেক্ষা এ গিরিটী বৃহত্তর। ইহার ভিতর ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয় আবার কতকগুলি প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া বৌদ্ধকালের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হয়। এই গিরির উপরিভাগে একটী বিস্তৃত স্থান দৃষ্ট হইল। তাহা দেখিয়া বোধ হয় তথায় পূর্ব্বকালে তপস্বীগণ শ্রমণদের সভা বা বিহারের কার্য্য চলিত। তথায় মাঝে মাঝে শ্রেণীবদ্ধরূপ বসিবার জন্য এক একটী পাথর উচ্চ আসন ক্ষোদিত আছে। এইরূপ প্রায় ২০০ শত আসন বিদ্যমান

...উচ্চ আসন ক্ষোদিত আছে। এইরূপ প্রায় ২০০ শত আসন বিদ্যমান ... এই পাহাড়টী যেন নির্জ্জনতার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। তথায় প্রবেশ ...লেই যেন ভগবানের চিন্তা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। একটী ভদ্রলোককে ...লাম তথায় তিনি এই নির্জ্জনতার বিমল শোভায় মোহিত ও বাহ্যজ্ঞান ...হইয়া কি যেন চিন্তা করিতেছেন এবং তাহার যুবতী কন্যাদ্বয় অল্পদূরে ...কি যেন দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বসিয়া আছে। আমরা প্রায় ১॥ টার ...ভুবনেশ্বরে ফিরিয়া আসিলাম। এই ভুবনেশ্বরের প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া ...তৃপ্তিলাভ করিলাম। অদ্য শারদীয়া পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নায় চারিদিক ...সিত। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে বহু যাত্রীর সমাবেশ হইয়াছে এবং প্রত্যেকেই ...রে এক একটী ঘৃতের প্রদীপ দিয়া যেন তৃপ্তিলাভ করিতেছে এবং চারিদিকে ...রের গুণ কীর্ত্তনে মুখরিত এই পূর্ণিমায় আমাদের দেশে কোজাগরী ...পূজা অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু এখানে তাহার কোন অনুষ্ঠান দেখিলাম না।

...ইহার পরদিন রাত্রের ট্রেণে আমরা পুরী যাত্রা করিলাম এবং প্রাতঃ ৪টার ...ক্ষণ পর পুরী ষ্টেসনে পৌছিলাম তখন একটু একটু অন্ধকার ছিল। ...বিশ্রামাগারের এক কোণে বিছানা বিছাইয়া একটু বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা ...ল কিন্তু পাণ্ডা মহাশয়দের জ্বালায় তাহা আর ঘটিল না। তাহাদের পরিচয় ...দি লওয়ার বাড়াবাড়িতে বিরক্ত হইয়া তাহাদের তাড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা ...রিলাম। কিন্তু একের পর এক করিয়া অনেকের শুভাগমন হইতে লাগিল। ...একটু ভোর হইলেই গাড়ীর চেষ্টায় যাইতেছিলাম আমার অভিপ্রায় বুঝিতে ...পারিয়াই একজন পাণ্ডা গাড়ী করিয়া আনিয়াছিল এবং অনুচরবৎ আমাদের ...জিনিষ পত্র গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আরম্ভ করিল এবং আমাদের অনুযাত্রী ...হইল।

... বাঙ্গলায় মুসলমান শাসন বদ্ধমূল হইবার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত উড়িষ্যার ...রাজধানী স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার শেষ হিন্দু নরপতি ...দেব শেষে দার্জ্জ ও তাহার সেনাপতি প্রসিদ্ধ কালাপাহাড় কর্ত্তৃক পরাজিত ...নিহত হন। তখন উড়িষ্যার দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলি পর্য্যন্ত মুসলমান অত্যাচার ...হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই। সেই জন্য এখনও লোকে বলিয়া থাকে

যে কালাপাহাড়ের ডঙ্কা নিনাদে হিন্দু দেব দেবীর হস্ত পদাদির দূরে ... হইত।

ক্রমশঃ—

শ্রীরতিকান্ত মজুমদার।

কালো বৌ।

গৃহস্বামী হরিশ বাবু পুত্রের বিবাহ দিয়া যথারীতি টাকার বস্তা, দ্রব্য সম্ভার ... এবং কিশোরী লীলাকে লইয়া বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নব ... ভূষণে বিভূষিতা বালিকালীলা নব-বধূ-বেশে স্বামীর সঙ্গে যখন গৃহপ্রাঙ্গনে ... আসিয়া দাঁড়াইল বলাবাহুল্য লীলার শাশুড়ী লীলাকে প্রীতিরচক্ষে দেখিলেন ... বরবধূ বরণ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতেই তিনি বেনারী সাড়ী পরিয়া ... তবিজ জশমের ঝাঁপা ঝুলাইয়া সুসজ্জিতা হইয়াছিলেন। পুরনারী ... ও প্রতিবেশিগণও যথাযোগ্য সজ্জিতবেশে স্ত্রী কুল, বরণডালা, মঙ্গল ঘট ... লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় বালকের দল "বর এসেছে ... এসেছে" বলিয়া একটা আনন্দ কোলাহল করিয়া উঠিল। অমনি পুরনারীগণ ... পোঁ পোঁ শব্দে শঙ্খধ্বনি করিয়া সমস্ত বাড়ীখানি মুখরিত করিয়া তুলিলেন ... বর বধূ প্রাঙ্গনে আসিয়া বর আলিপনাযুক্ত পীড়ি এবং বধূ দুধ অলতা গোলা ... থালার উপর দাঁড়াইল মহিলাগণ বরণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। গৃহিণী ... নিকটে আসিয়া বধূর দিকে চাহিয়া বলিলেন "ওমা! এই মেয়ের শ্রী! ঠিক ... যেন কুলী বাচ্ছা! দেখি মুখখানা!" বলিয়া বধূর অবগুণ্ঠন তুলিয়া দেখিলেন ... বালিকার সেই অশ্রুসজল সসঙ্কোচ, সরলতামণ্ডিত মুখ এবং সলজ্জ ছল্ ছল্ ... দেখিয়া গৃহিণীর প্রাণে করুণার সঞ্চার হইল না। তৎপরিবর্ত্তে ক্রোধভরে তিনি ... হাতের মঙ্গল ঘট দূরে নিক্ষেপ করিলেন মৃণ্ময় ঘট পড়িয়া শতধা চূর্ণ হইয়া গেল ... প্রাতিবেশীন ও পুরমহিলাগণ অমঙ্গল আশঙ্কায় সকলে একবার একটা অস্ফুট ... চীৎকার ধ্বনী করিলেন কিন্তু গৃহিণীর সেই রণরঙ্গনী মূর্ত্তি দর্শনে সকলে ... হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হায়! ইঁহারাই কি জননীর জাতি? নারীজনোচিত ... মমতা, দয়ামায়া সব যে কেমন করিয়া বিসর্জ্জন দিয়া বঙ্গনারী এমন নিষ্ঠুর প্রকৃতি ...

... তাহা অন্তর্যামীই বলিতে পারেন। যাহা হউক গৃহিণী ঘট ফেলিয়া ... নাড়িয়া ঝঙ্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন "ওমা এই মেয়ে? যেন ... গেরো! পোড়া কপাল বৌয়ের! আমার সোনার চাঁদ ছেলে এই তার ... এই বৌ নিয়ে আমি কেমন করে পাঁচজনকে দেখাব গো! ঘেন্নায় মরি! ... চাকরাণী যে এর চেয়ে ফর্সা! এই বৌ দেখে চোখ খেকো মিন্সে ভুলে ... ! চোখের মাথা খেয়ে কেমন করে এমন বৌ দেখে শুনে নিয়ে ... গো! আমি ত এ বৌ নিয়ে ঘর করব না! আমি আবার আমার ছেলের ... দেব।" বলিয়া গৃহিণী অত্যন্ত ক্রোধভরে আরও কত কি গজ গজ ... করিতে করিতে গৃহের ভিতর চলিয়া গেলেন। এক গৃহের ভিতর হইতেও ... স্বামীর উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার কুটুক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মাতার ... দেখি শ্রীমান্ ক্ষিতীশচন্দ্রও রাগে ফুলিয়া তিনটা হইয়া বধূর মাথার উপর ... সিন্দুরকৌটা সমেত ধান্যপূর্ণ কাঠা ধরিয়াছিল, তাহা ফেলিয়া দিল, কৌটাস্থিত ... এবং ধানগুলা পড়িয়া ছড়াইয়া গেল কতক মাটীতে পড়িল কতক লীলার ... পতিত হইয়া তাহার বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিয়া দিল; শ্রীমান্ ক্ষিতীশচন্দ্র ... মা নিকটে গিয়া উত্তেজিতভাবে বলিল "মা, আমি কিন্তু অমন কাল পেঁচি ... নিয়ে ঘর করব না, সেটা তোমায় আগে থাকতে বলে দিচ্ছি! শেষ যে ... তোমরা আমার গলায় গাতিয়ে দেবে, তা হবে না"

... শুনিয়া মাতা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "বালাই ষাট্ ষাট্! অমন বৌ নিয়ে ... তোমাকে ঘর করতে কেন হবে? এবার আমি নিজে দেখে তোমার জন্যে ... টুকটুকে বৌ নিয়ে আসব।

... পৌরনারী ও প্রতিবেশিনিগণ মাতা পুত্রের কার্য্য দেখিয়া পরস্পর ... মুখাবলোকন করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। মুহূর্ত্তমধ্যে আনন্দোচ্ছ্বাস যেন সব ... নিভিয়া গেল। যেন কি মহাসর্ব্বনাশই সঙ্ঘটিত হইয়াছে।

... ওদিকে বালিকা লীলা "দুধ আলতার থালায় দাঁড়াইয়া যুপকাষ্ঠ সান্নিধে ... ছাগশিশু যেমন কম্পিত হইতে থাকে লীলারও ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছিল, ... মাঘমাসের শীতের দিনেও ঘামে তাহার বস্ত্রাদি সমস্ত সিক্ত হইয়া যাইতেছিল। ... তাহার অবস্থা দেখিয়া ক্ষিতীশের ভগ্নী সুরমার প্রাণে করুণার সঞ্চার হইল

সুরমার অল্প দিন হইল বিবাহ হইয়াছিল, সেও বুঝি ভুক্তভোগী, তাই বুঝি [illegible] নারীহৃদয় সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সুরমা লীলার হাত ধরিয়া [illegible] লইয়া গেল, এবং একটা নির্জ্জন কক্ষমধ্যে লইয়া গিয়া জামা কাপড় খুলিয়া [illegible] বাতাস করিতে লাগিল। তাহার যত্নে লীলা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল। [illegible] আনন্দোৎসব একটা 'কুরুক্ষেত্র' পালায় পরিণত হইয়া গেল। আর [illegible] বেষ্টিত বালক অভিমন্যুর মত লীলা যে দিকে চাহিল সেই দিকেই [illegible] ঘনিভূত দেখিতে পাইল। প্রতিবেশিনীদিগের মধ্যে কেহ কেহ [illegible] ভিমুখে চলিয়া গেলেন। আবার কেহ বা গৃহিণীর মনস্তুষ্টি বিধানে [illegible] গৃহিণীর নিকটে বধূনিন্দার পালা জুড়িয়া দিলেন।

লীলার পিত্রালয়ের ঝি গিয়া যখন এই সমস্ত কথা লীলার পিতা [illegible] জানাইল লীলার পিতামাতা শুনিয়া প্রমাদ গণিলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া লীলার [illegible] বলিলেন "এত যদি ছেলের নাকাটা পরির দরকার তা হলে হরিশ বাবু [illegible] ছিল ছেলেকে আর স্ত্রীকে মেয়ে দেখতে পাঠান না। যাক বিয়ে দেয় [illegible] তাতে ভয় করি না, আমার একটা মেয়ে, আমি মেয়েকে এক মুঠা [illegible] পারিব। আমি এখনি গিয়ে আমার মেয়েকে নিয়ে আসব। এই বলিয়া [illegible] কোচম্যানকে ডাকিয়া গাড়ী যুতিবার আদেশ করিলেন। দেখিয়া লীলার [illegible] আরও অধিক চিন্তিত অধিক ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া [illegible] বলিলেন "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, এমন কাজ কোর না। কুটুম্বের [illegible] চটাচটি ক'রো না। কুটুম্বকে ঘাঁটালে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হবে না। [illegible] দিয়েছ, আরত বিয়ে ভেঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পারবে না। যদি [illegible] মেয়েকে না নেয়, তা হলে মেয়েটার যে চিরজন্ম দুঃখে যাবে। শুধু এক [illegible] ভাত পেলেই কি মেয়ের সুখ হবে? মেয়ে মানুষের স্বামীর চেয়ে [illegible] কে আছে! ফুলশয্যার দিন লীলার পিতা বলিলেন 'তত্ত্ব টত্ত্ব আমি কিছু [illegible] বিনা কারণে আমার মেয়েটাকে কষ্ট দিচ্ছে তত্ত্ব করে কেবল ভূতের প্রেট [illegible] বইত নয়! কাল গিয়ে আমি লীলাকে নিয়ে আসব। লীলার মাতা [illegible] প্রস্তাবও অনুমোদন করিলেন না। তিনি লীলার পিতাকে বুঝাইয়া [illegible] তা কি হয়? জগৎ শুদ্ধ লোকে ফুলশয্যার তত্ত্ব করে আসছে [illegible]

আধুনিক হিন্দুসমাজে বরপণ ও কন্যাদায়।

[illegible] আজকাল হিন্দুসমাজে কন্যাদায় যে প্রকার বিষম হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে [illegible] কায়স্থ ও বৈদ্য এই ত্রিজাতির ভিতর কি ধনী, কি নির্ধন সকলেই এই [illegible] দায়ে অস্থির। কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতা 'ভবঘুরের মত' এখানে সেখানে [illegible] অন্বেষণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানাপ্রকার লাঞ্ছিত হইয়া থাকেন। কি সম্পত্তিশালী [illegible] পিতা কি সহায়সম্পদহীন নিঃস্ব পিতা, উভয়েরই যদি একটী পুত্রসন্তান [illegible] তবে সম্প্রতি উভয়ই সমান, উভয়েরই আস্ফালনে তাহাদের নিকটে [illegible] দায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতার দাঁড়াইবার স্থান সঙ্কুলন হইয়া উঠে না। কন্যাদায়-[illegible] দরিদ্র পিতা কুলীনই হউন বা অকুলীনই হউন, উভয়েরই একদর। আর [illegible] বরের পিতা যদি সমাজের নিম্ন স্তরেরও কেহ হন এবং তাঁহার প্রতি যদি লক্ষ্মীর [illegible] সরস্বতীর কিঞ্চিৎ সুদৃষ্টি থাকে তবে তাঁহারই কুলীন দরিদ্র কন্যার পিতা [illegible] তে আদর অধিক। আর এককালীন যদি বরেরপিতা সমাজে কুলীন আখ্যাধারী [illegible] এবং সম্পত্তিশালী হন তবে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা ততোধিক সম্পত্তিশালী হইয়াও [illegible] তাঁহার পদানুসরণ করিতেও সক্ষম হয়েন না। এইরূপে কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র [illegible] পিতা নানাস্থানে বর-অন্বেষণ করিতে করিতে কন্যার বয়স হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত বর্ষকে [illegible] অতিক্রম করিয়া থাকে। হিন্দু-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন :—

অষ্ট বর্ষা ভবেৎগৌরী নব বর্ষা চ রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত উর্দ্ধং রজস্বলা॥

অর্থাৎ কন্যার অষ্টমবর্ষে বিবাহ দিলে তাহাকে গৌরী দান কহে, আর নবম [illegible] বর্ষে বিবাহ দিলে রোহিণী এবং দশম বর্ষে বিবাহ দিলে কন্যাদান কহে, অতঃপর [illegible] অর্থাৎ দশ বৎসরের উর্দ্ধে রজস্বলা জানিবে। অতএব কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার [illegible] কন্যার দশ বৎসর বয়সে বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য নচেৎ তদূর্দ্ধ বর্ষে কন্যা সম্প্রদান [illegible] করিলে পিতামাতাকে নরকগামী হইতে হয়।

কিন্তু হায়! কয়টি পিতা উক্ত শাস্ত্রোক্ত উপযুক্ত সময়ে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে

স্বীয় কন্যাদান করিয়া উক্ত নরক হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন? কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতা এককালীন মানসিক ও শারীরিক সুখশান্তি হারাইয়া ক্রমে ক্রমে কন্যাদায়ানলে দগ্ধ হইতে হইতে হীন হইয়া পড়ে। যখন কন্যার বয়স পনর কি ষোল হইয়া অরক্ষণীয়া হইয়া পড়ে তখন দীন পিতা স্বীয় আত্মজাকে কোনও চরিত্রহীন যুবকের করে কিম্বা কোন বৃদ্ধ দ্বিতীয় কি তৃতীয় বরের হস্তে সম্প্রদান করিতে বাধ্য হন। ব্রাহ্মণজাতির ভিতর বহুদিন হইল বরপণ প্রথা ছিল এবং তাহাতে ব্রাহ্মণের সবিশেষ অবনতিও হইয়াছে, কিন্তু কায়স্থ জাতির ভিতর গত পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বে কোন কোন স্থানে বরপণ প্রথা ছিল না। বরং কোথাও কোথাও কন্যাকেই পণ দিয়া সাধারণ মধ্যবিত্ত কায়স্থকে বিবাহ করিতে হইত। হায়! এখন বঙ্গের ঘরে ঘরে বরপণ ও কন্যাপণকে বিধ্বংস করিয়া সমাজের শোণিত পিপাসু ভীষণ রাক্ষসরূপে দাঁড়াইয়াছে। যদি কন্যার পিতা সম্পত্তিশালী হন এবং তাহার পণ দিবার শক্তি থাকে তবে তাহার নিকট হইতে বরের পিতা পণ লইতে পারেন, কিন্তু যদি কন্যার পিতা দরিদ্র এবং পণদানে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়েন তবে তাহার নিকট হইতে পণ লওয়া বরের সর্ব্বতোভাবে অনুচিত। মনু বলিয়াছেন :—

ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্ণীয়াচ্ছুল্কমণ্বপি।
গৃহ্ণন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী॥

অর্থাৎ—পণগ্রহণ দোষজ্ঞ কন্যার পিতা কন্যাদান নিমিত্ত অল্পমাত্র শুল্কও গ্রহণ করিবেন না। কারণ লোভবশতঃ শুল্ক (পণ) গ্রহণ করিলে পিতাকে অপত্য বিক্রয়ী হইতে হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি গত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও এই কন্যাপণ ছিল কিন্তু এখন বরপণ কন্যাপণকে গ্রাস করিয়া শোণিত পিপাসু রাক্ষসরূপে দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে কন্যাদান নিমিত্ত যেরূপ পণ গ্রহণ করিলে অপত্যবিক্রয়ী হইতে হইত সেইরূপ আজকাল পুত্রের বিবাহে পণ গ্রহণ করিলে কি আর তদ্রূপ অপত্যবিক্রয়ী হইতে হয় না? কালচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে বর্ষের পর বর্ষ চলিয়া যাইতেছে; ক্রমে ক্রমে অর্দ্ধ শতাব্দী গত হইল কিন্তু ইহার মধ্যেই সমাজের নানাপ্রকার রীতিনীতির উত্থান ও পতন সংঘটিত হইতেছে। বহু পূর্ব্বকাল হইতেই কন্যাকে পণ দিতে হইত, হিন্দুশাস্ত্র পণ্ডিতগণ পণপ্রথাকে দোষজ্ঞ বলিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনকালে সমাজে

বরপণ বন্ধন ছিল এবং এই প্রকার সামাজিক বন্ধনের দ্বারা তৎকালে কোনপ্রকার তেমন কুপ্রথার উৎপত্তি হইত না। বর্ত্তমান সময়েও সমাজের এক প্রকার বন্ধন আছে বটে, কিন্তু তাহা ঐ পূর্ব্বকালীন প্রকারের বন্ধন নহে।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য এই ত্রিজাতির ভিতর যেমন বহুদিন হইতেই বরকে পণ দিবার প্রথা আছে তদ্রূপ কোথায়ও সাহা মহাজন ও জমিদারগণের ভিতরেও ঐরূপ বরপণ দিবার প্রথা হইয়াছে। আমরা অবগত হইলাম যে ১৩২৫ সনের অগ্রহায়ণে দিনাজপুর নিবাসী ৺ রাধাগোবিন্দ চৌধুরী জমিদার মহাশয়ের একটী কন্যা সম্প্রদানে বরপণ সহ ১৪০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। আবার এ বৎসরও ফাল্গুনের ১০ই তারিখে তাঁহার কনিষ্ঠ তনয়ার বিবাহেও বোধ হয় প্রায় তদ্রূপই খরচ হইবে। ৺ রাধাগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়ের জমিদারী আছে বলিয়াই ত আজ দুই কন্যা সম্প্রদানে এত টাকা খরচ কুলাইতে পারিলেন। যদি কোন দরিদ্র পিতাকে উহারূপ টাকা ব্যয় করিতে হয় তবে সে তাহা কোথা হইতে সংগ্রহ করিবে? যদি সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই দুর্নীতি অপনয়নে চেষ্টান্বিত না হয় তবে ক্রমে ক্রমে না জানি দেশের ও সমাজের আরওকি দুর্দ্দশা ও অবনতি হইবে।

বর্ত্তমান প্রথানুসারে বহু দরিদ্র পিতা স্বীয় কন্যাকে উপযুক্ত সময়ে বিবাহ দিতে সমর্থ হয়েন না, সুতরাং কন্যার বয়স অধিক হইয়া পড়ে। যখন কন্যা ষোড়শ কি সপ্তদশ বর্ষ বয়স্কা হয় তখন কেহ কেহ চরিত্রহীনা হইয়া পড়ে, কেহ বা গঞ্জনা সহ্য করিতে না পারিয়া, কেহ কেহ বা সমাজের ঘৃণিত পৈশাচিক আচার দেখিয়া, অকালে অগ্নি-সংযোগে কি উদ্বন্ধনে সর্ব্বপ্রকার জ্বালার অবসান করিয়া থাকে। বরের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে দরিদ্র সমাজের যে কিরূপ অধঃপতন হইয়াছে তাহা স্মরণ করিতেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। খাদ্য ও বস্ত্র-সঙ্কটে দেশের কত দরিদ্র ও দরিদ্র-বধূ অকালে প্রাণ ত্যাগকরিতেছে; দেশের ভীষণ অবস্থা, পল্লীর দুর্দ্দশা ও দরিদ্র সমাজের অক্ষমতা ক্রমেই বাড়িতেছে, ক্রমেই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে। বাধ্যতামূলক পণপ্রথার বলে সম্পত্তিশালী লোকেরও উচ্চ কৌলীন্য হইতে হীনাবস্থার নিম্নস্তরে নামিয়া কৌলীন্য হইতে হীন হইতে হয়।

হিন্দু সমাজে বিবাহে কন্যা-পণ ছিল এবং পরে সম্ভবতঃ উপযুক্ত
দারিদ্র হেতু বিবাহে বরপণের সৃষ্ট হইয়াছে। ছেলের বিবাহ
না দিলেও হইতে পারে কারণ তাঁহার বিবাহ বর্ষ উত্তীর্ণ হইলে অদেয়
হয় না, কিন্তু কন্যার বিবাহ অবশ্য দেয়, দশম বর্ষ উত্তীর্ণ হইলেই
হইয়া পড়ে, সুতরাং কন্যার পিতাকে যে প্রকারেই হউক না কেন
বিবাহ দিতেই হইবে। তাই আজ কালচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে কন্যাগণ
রূপে কন্যাপক্ষের ভীষণ রক্তশোষক হইয়া সমাজের হীন দুর্দ্দশা আনয়ন
করিয়াছে। অনেক বিত্তশালী বরের পিতা পুত্র শিক্ষিত ও উপযুক্ত বিবেচনায়
কঠোরভাবে বরপণ আদায় করিয়া থাকেন। পুত্র যদি শিক্ষিত হয়
বরের পিতা কিছুতেই দরিদ্র সমাজে সম্বন্ধ স্থাপন করেন না, কারণ দরিদ্রের
নিকট তাহার পূর্ব্বোক্ত কঠোরতা খাটে না। সুতরা দরিদ্রও কোন প্রকারে
শিক্ষিত সমাজে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে না। বরের পিতার শিক্ষিত
হইলে অত্যাধিক পণ চাহিয়া বসেন বর্ত্তমান সময়ে এরূপও দেখা যায়
অনেক বরের পিতা কন্যার পিতার নিকট বরপণের সঙ্গে তত্তুল্য বা ততো
দ্বিতীয় বরপণ তুল্য 'পড়ার খরচ' এটা সেটা বহু চাহিয়া বসেন। (বারে
কায়স্থ সমাজেই এইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে) সমাজে বরপণ বা
কতকগুলি পৈশাচিক ভাব ব্যবহার থাকায় অনেক সময়ে উপযুক্ত বরের সহিত
মনোমত কন্যার কিম্বা উপযুক্ত কন্যার সহিত মনোমত বরের সম্মিলন হয় না।
ইহার ফলে স্বামী স্ত্রীর মনোমালিন্য সৃষ্টি হইয়া থাকে। শাস্ত্রে আছে:—

সন্তুষ্টো ভার্য্যায়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্রবে ধ্রুবম্॥

অর্থাৎ—যে পরিবারের ভিতর ভর্ত্তা ও ভার্য্যা উভয়ে পরস্পর পরস্পরের
উপর সন্তুষ্ট থাকেন, নিশ্চয়ই সেই কুলে কল্যাণ নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করে।
কিন্তু বর্ত্তমানে বহু সংসারে উক্ত বরপণ প্রভৃতি সমাজ ব্যাধির হেতু ভর্ত্তা ও
ভার্য্যা উভয়ের ভিতর প্রায়ই সুখশান্তি বিরাজ করে না। বরের পিতা কন্যার
পিতার নিকট অত্যাধিক পণ চাহিয়া বসেন এবং যে বিত্তশালী কন্যার-পিতা
তদ্রূপ পণদানে সমর্থ তিনিই অগ্রসর হন—ইহাই স্বাভাবিক; কিন্তু আবার
এরূপও শুনা যায় যে সম্পত্তিশালী কন্যার পিতা সুশিক্ষিত বরের সহিত

কন্যা সম্প্রদান করিবেন, এইরূপ জেদ করিয়া প্রথমেই অত্যাধিক
অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন। ইহার ফলে শিক্ষিত বরের মূল্য ক্রমশঃই
ইহাতে কন্যার পিতার কন্যাদায় ক্রমেই বিষম হইয়া উঠিতেছে।
অত্যাধিক পণ হেতু অনেক স্থলে কন্যা সম্প্রদান কালে কন্যা ভূষণাদি
মনোহর ভাবে সজ্জিত হয় না। শাস্ত্রে উক্ত আছে:—

স্ত্রিয়াস্তু রোচমানায়াং সর্ব্বং তদ্রোতে কুলম্।
তস্যাস্ত্বরোচমানায়াং সর্ব্বমেব ন রোচতে॥

ভাবার্থ।—স্ত্রী যদি ভূষণাদি দ্বারা মনোহর ভাবে সজ্জিত থাকেন তবে
গৃহই শোভা পাইয়া থাকে। আর স্ত্রী যদি রুচিকর না হয় তাহা
সমুদয় গৃহই শোভাবিহীন বোধ হয়। বস্ত্রাভরণাদি দ্বারা কান্তিমতী
হইলে স্ত্রী স্বামীর প্রীতিদায়িকা হয় না। বর্ত্তমানে বরপণ প্রথার হেতু
বিবিধ প্রকারে স্ত্রী স্বামীর কিংবা হয়ত স্বামী স্ত্রীর মনোমত না হইয়া যে
অকল্যাণকর হয় তাহা সমাজের প্রত্যেকেরই একটু চিন্তা করিয়া দেখা
উচিত। সামান্য একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় এই ভীষণ
প্রথা যে কতদূর অকল্যাণ ও অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কালচক্রে
সমাজ ক্রমশঃই যেরূপ অধঃপতিত ও হীন হইয়া পড়িতেছে তাহাতে
পুনরায় তাহাকে সঞ্জীবিত করিতে কর্ম্মপ্রাণ ও ধর্ম্মপ্রাণ কর্ম্মীর আবশ্যক।
দরিদ্রের রক্তশোধক এই ভীষণ সমাজ ব্যাধির অপনয়নে শিক্ষিত কর্ম্ম ও
ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ দরিদ্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া সংহারিণী মূর্ত্তি পণপ্রথার সংশোধনে
বিশেষ যত্নপর হইলে অচিরেই এই হিন্দুসমাজ আবার উন্নতিলাভ করিতে
পারে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, ভট্টকাক।
পোঃ দুর্গানগর (পাবনা)

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা আজ ১২শ বৎসর যাবৎ কায়স্থ জাতির উন্নতি পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। 'প্রতিভার' গ্রাহকগণের অন্যায়রূপে ভি ফেরৎ দেখিয়া আমরা অত্যন্ত স্তম্ভিত হইয়াছি। 'প্রতিভা'কে যে আর দিন রক্ষা করিতে পারি এইরূপ মনে করিতে পারি না। বহু দিন শরীরিক পরিশ্রম ও প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া প্রতিভার জীবন-রক্ষা আসিতেছিলাম। কিন্তু ফেরৎ দেওয়া ভিঃ পিঃ গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত আর আমরা মনে করিতে পারি না যে, প্রতিভা জাতীয় উন্নতি-কল্পে প্রচারিত হইতে থাকিবে। বিগত পৌষ সংখ্যা প্রতিভা বিগত ১৩২ ও ১৩২৬ সনের চাঁদার জন্য ১০১ খানা ভিঃপিঃতে পাঠান তন্মধ্যে ৪৪খানা ভিঃ পিঃর টাকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। বাকী ৫৩ মধ্যে ৫৩খানা ফেরৎ আসিয়াছে ও ৪খানা এখন পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত নাই। প্রতিভার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় বিধায় আমরা যে মাসের কাগজ মাসে বাহির করিতে পারিনা। ইহা ব্যতীত বিলম্বে বাহির হইবার কিছু কারণ নাই। প্রত্যেক ভিঃ, পিঃ ফেরৎ আসিলে আমাদের আনা পো ক্ষতি হয় এবং শারীরিক পরিশ্রম ব্যর্থ হয়। গ্রাহকগণ যদি তাহাদের দেয় মণিঅডারে পাঠান কিম্বা কোন সময়ে ভিঃ, পিঃ করিব তাহা যদি সামান্য পোষ্টকার্ডে আমাদের জানান তাহাহইলে আর আমাদিগকে অর্থ-দণ্ডে হইতে হয় না। অনেক গ্রাহক আছেন তাহাদের নিকট ভিঃ পিঃ গেলেই মেশন রাখিয়া দেন কিন্তু সেই সময়ে নারাখায় পিয়ন ডাক ঘরে কয়েক ডিপজিট রাখিয়া শেষে মালীক লইতে অনিচ্ছুক বা মালীক গ্রহণ করিল ফেরৎ ইত্যাদি লিখিয়া ফেরৎ দিয়া থাকে। যদি ভিঃ পিঃ গ্রাহক গণে পৌঁছা মাত্রই উহা গ্রহণ করেন তাহা হইলে আর ফেরৎ আসিবার থাকে না। যে সকল গ্রাহকগণের নিকট আমাদের ১৩২৫ ও ১৩২

বাকী আছে তাহাদের নিকট আমাদের করযোড়ে প্রার্থনা তাহারা যেন করিয়া নিজ নিজ চাঁদা মণি-অর্ডারে প্রেরণ করিয়া প্রতিভার জীবন রক্ষা তে প্রয়াসী হন। বার্ষিক যৎসামান্য চাঁদা ২/০ আনার জন্য যেন কেহই দের প্রেরিত ভিঃ পিঃ ফেরৎ দেন না। মাঘ সংখ্যা প্রকাশিত হইল। ও চৈত্র সংখ্যা একত্র বাহির হইবে। দেরিতে বাহির হইলে গ্রাহকগণ েবেন না। যে সমস্ত গ্রাহক ১৩২৭ সন হইতে প্রতিভা লইতে অনিচ্ছুক রা তাহাদের বাকী চাঁদা পরিশোধ করিয়া আমাদিগকে জানাইবেন। শ্রেণী হইতে তাঁহাদের নাম উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

সদনুষ্ঠান।—ঢাকা মালুচির সার্কেল পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোলকনাথ আচার্য্য ন লিখিতেছেন। আমি আহ্লাদ সহকারে জানাইতেছি যে মালুচী গ্রাম ী রাজা মাধবানন্দের বংশোৎপন্ন ঋষিকল্প স্বর্গীয় রায় প্রসন্ননাথ বসুচৌধুরী য়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ বসুচৌধুরী বিদ্যাবিনোদ ভক্তিভূষণ য় গত উত্তরায়ন সংক্রান্তির দিনে পিতৃ স্মৃতি মন্দিরে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া উচ্চবংশের উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে কলিকাতা, নবদ্বীপ, ময়মনসিংহ, এবং ফরিদপুর প্রভৃতি জেলার বহু পণ্ডিত উপস্থিত াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহোদয় তত্ত্বাবধান য়াছিলেন। নিমন্ত্রিত পণ্ডিতগণকে যথোচিতরূপে আদর আপ্যায়নে উপযুক্ত বিদায়দানে, পরিতুষ্ট করা হইয়াছিল। ঐ দিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ায় স্বজন ও নিকটবর্ত্তী ভদ্রমহোদয়গণকে ভুরি ভোজনে পরিতোষ করা াছিল। তৎপরবর্ত্তী ১লা মাঘ মহোৎসবে বিপুল আয়োজন করা। াছিল। ঐ দিনের অন্নদান একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা বর্ত্তী গ্রাম সমুদয়ের সকল লোক আত্মীয় স্বজন সহ উপস্থিত হইয়া ক আহার্য্যে পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। কেবল নিমন্ত্রিত নহে, অনি-

মন্ত্রিত বহু দীন, দুঃখী, অন্ধ, আতুর প্রভৃতিকে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন এবং উপযুক্ত বিদায় দানে সন্তুষ্ট করা হইয়াছিল। ঐ দিন প্রায় ৭ হাজার লোক যখন ভোজন করিতেছিল দীয়তাং ও ভোজ্যতাং রবে প্রকৃতই সেই দিন বিশেষ স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ইহার পর দিবস অর্থাৎ ২রা মাঘ নিকটবর্ত্তী গ্রামের মুসলমান ভ্রাতাদিগকে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করান হইয়াছিল। ঐ দিনও প্রায় ৪০০০ লোক আহার করিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছিল। ইহার পর ভক্তিভাবোদ্দীপক পদকীর্ত্তন ও প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের গান ও বাদ্যে, সকলের মনোরঞ্জন করা হইয়াছিল। এক কথায় সানুজ প্রিয়নাথ বসু স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, দীন দুঃখী নীর প্রতি অপরিসীম দয়া, হিন্দু মুসলমান সকলের প্রতি সমদর্শিতা প্রকাশ করিয়া সকলের আদর্শ স্থানীয় হইয়াছেন। আমরা কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করি। ইহারা ভ্রাতৃত্রয় দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিতে থাকুন। পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ বসু চৌধুরী মহাশয় বিদ্যাবিনোদ ও ভক্তিভূষণ উপাধিদ্বয় তৎকালে পাইয়াছিলেন। তাহার দুইখানি উপাধিপত্র পণ্ডিতগণ স্বাক্ষরিত আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। স্থানাভাব বশতঃ তাহা মুদ্রিত করিতে পারিলাম না।

সম্পাদক।

DOUBLE COLOUR

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক পত্রিকা।

১২শ খণ্ড { ফাল্গুন ও চৈত্রমাস ১৩২৬ সাল। } ১১, ১২শ সংখ্যা

কদলী।

ভারতবর্ষই কদলীর আদি বাসস্থান। এই কারণ বশতঃ, এদেশে ইহা নানাবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার বাঙ্গালা নাম—কলা; হিন্দী—কেলা বা কেরা; ডাক্তারী নাম *Plantain, Musa Sopic nlum* সংস্কৃত নাম কদলী, সুফলা, রম্ভা, মোচা, বারণবল্লভা, সুকুমারা, চর্ম্মণ্বতি, ত্বক্‌পত্রী, নগরৌষধি। ইহার অন্যনাম অংশুমৎফলা, কাষ্ঠীলা, কদল, সকৃৎফলা, গুচ্ছফলা, হস্তিবিষাণী, গুচ্ছদণ্ডিকা, নিঃসারা, রাজেষ্টা, বালকপ্রিয়া, উরুস্তম্ভা, ভানুফলা, বনলক্ষ্মী, মোচক, রোচক, আয়তচ্ছদা, তন্তুবিগ্রহা, অম্বুসারা ইত্যাদি।

কদলীর তুল্য প্রয়োজনীয় ফল আর দ্বিতীয় নাই। ইহা জন্মেও বিস্তর। বৎসরের সকল ঋতুতেই ইহার ফল জন্মে। তবে গ্রীষ্মকালেই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর ঐ সময়ের ফল অধিকতর কোমল, মধুর ও স্বাদু হয়।

কদলীর গাছ অবশ্য সকলেই দেখিয়াছেন, যেহেতু ইহা বাড়ীর উঠান-ধারে জন্মে, এবং বাগানেও জন্মে। অন্ততঃ পূজাপার্ব্বণেও মাঙ্গলিক উপাদান স্বরূপ

গৃহস্থের আলয়ে যত্ন সহকারে আনীত হইয়া থাকে। কদলী ভারতবর্ষ ব্যতীত বর্ম্মা, আমেরিকা প্রভৃতি মধ্যম-তাপযুক্ত স্থানসমূহে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই গাছ হস্তীর অতি প্রিয় খাদ্য, এই জন্যই ইহার সংস্কৃত নাম "বারণবল্লভা।" চর্ম্মের ন্যায় বিস্তৃত পাতা বলিয়া ইহার অপর এক নাম "ত্বক্‌পত্রী।" সূর্য্যের আলোক ব্যতিরেকে আদৌ জন্মিতে পারেনা বলিয়া ইহার আর একটী নাম "অংশুমৎফলা"। অনেক প্রকারের লম্বা লম্বা কদলী ফলগুলি দেখিতে কতকটা হস্তীর দন্তের মত বলিয়া ইহাকে সংস্কৃত ভাষায় "হস্তিবিষাণী" নাম দেওয়া হইয়াছে। একবার মাত্র ফল হইয়াই গাছ মরিয়া যায় বলিয়া ইহার অন্য একটী নাম "সকৃৎফলা।" কলাগাছের সার নাই বলিয়া ইহার নাম "নিঃসারা"; রাজগণের অতিশয় প্রিয় পদার্থ বলিয়া কদলীর একটী নাম "রাজেষ্টা।" বালকেরাও কদলীকে অত্যন্ত ভালবাসে বলিয়া ইহাকে সংস্কৃত ভাষায় "বালকপ্রিয়া" বলে। মানুষের পা স্থির ও সোজা হইয়া থাকিলে যেমন দেখিতে হয়, কলাগাছ অনেকটা ঠিক সেই মত বলিয়া ইহাকে উরুস্তম্ভা বলে। কাননে অপর জাতীয় বহুবিধ বৃক্ষসমূহের মধ্যে কদলীশ্রেণী থাকিলে ইহার বড়ই শোভা হয় বলিয়া কদলীর নাম বনলক্ষ্মী হইয়াছে। কদলীর পত্র বড় বড় বলিয়া ইহা আয়তচ্ছদা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার অঙ্গমধ্যে তন্তুসমূহ থাকে, এজন্য ইহাকে তন্তুবিগ্রহা বলা হয়। কদলী বৃক্ষের ভিতর কেবল জলই সর্ব্বস্ব বলিয়া ইহার নাম অম্বুসারা রাখা হইয়াছে। ভারতবর্ষই কদলীর প্রধান জন্মস্থান, তবে পার্ব্বত্যস্থানে ভালরূপ জন্মে না। হিমালয় পর্ব্বতের শৈলপুঞ্জোপরি একপ্রকার ছোট ছোট কলা হয়, তাহাতে বীজই অধিক, শাঁস বড় অল্প। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পক্ষীরা লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে দিগ্‌দিগন্ত হইতে আসিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ তাহাই খাইয়া জীবনরক্ষা করে। পূর্ব্ববঙ্গে ও মালাবার উপকূলে কলার অধিক আবাদ হয়। চট্টগ্রামের বন-প্রদেশে এত কলাগাছ আছে যে, দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। সে স্থানে হস্তী এবং গয়াল নামক মহিষজাতীয় প্রাণী উহাই ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করে। চট্টগ্রামের গ্রামসমূহেও কলাগাছ ঘাস দুর্ব্বার মত অপর্য্যাপ্ত দেখা যায়। মাঠ পড়িয়া থাকিলে এত কলাগাছ জন্মে যে, আবাদকালে তাহা মারিবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়। সিঙ্গাপুর, মালয় ও ভারতসাগরের দ্বীপপুঞ্জে ইহা বহুল পরিমাণে জন্মে। সেখানে প্রা-

...শি প্রকারের কদলী দৃষ্ট হয়। চীনদেশে একপ্রকার কলাগাছ আছে, ...ার আদৌ ফল হয় না। আর একপ্রকার আছে, উহা দেখিতে ডুমুরের মত। ...লণ্ডের দক্ষিণাংশে কলা হয়, কিন্তু উহার অন্যান্য অংশে তাপগৃহ (*Hot house*) ব্যতীত কদলী জন্মে না। আফ্রিকাতেও কলা হয়। বিলাতে ভাল ...া জন্মে না। রেঙ্গুণে প্রত্যেক বাটীতেই কলাগাছ দৃষ্ট হয়।

...কদলীর উদ্ভিদ তত্ত্ব বলা হইতেছে। কলাগাছকে উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদেরা ...কোমলকাণ্ড বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে গণনা করেন। যাহার কাণ্ডে অর্থাৎ গুঁড়িতে ...ভাগ অতি অল্প থাকে তাহাকেই কোমল কাণ্ড বলে। বাস্তবিক কদলী-...ের কোনরূপ কাণ্ড নাই। যাহা কাণ্ড বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা ...বৃক্ষ পাতার শেষভাগ; অর্থাৎ কাণ্ডকোষ মাত্র, যাহাকে বাঙ্গালায় কলার ...খোলা, বাসনা বা বাকল বলে তাহারই সমষ্টি মাত্র। কদলীবৃক্ষের পিণ্ডমূল— এঁটে আছে। এই পিণ্ডমূল বা এঁটে হইতেই একেবারে পাতা বাহির হয়। পিণ্ডমূলের ঠিক মধ্যস্থল হইতে একটী সরল, গোলাকার, শ্বেতবর্ণ মজ্জা উঠে, তাহারই চতুর্দ্দিকে স্তরে স্তরে কাণ্ডকোষগুলি ঢাকা পরিয়া কাণ্ডের ন্যায় আকার ধারণ করে; এই জন্যই ইহাকে কোমলকাণ্ড কহে। কালক্রমে ঐ মজ্জা পুষ্পদণ্ডে পরিণত হয়। যখন নূতন পাতা বাহির হয় তখন উহা একেবারে মূল হইতে জন্মে এবং মজ্জার পার্শ্ব দিয়া গুড়াইয়া সরু শুণ্ডাকারে উঠিতে থাকে; শেষে পত্র কক্ষ দিয়া বাহিরে পড়িয়া পাতা ছাড়িতে থাকে।

কলাগাছের পত্রভাগ, বৃন্তভাগ, কাণ্ডকোষ সমস্তই অংশুবিশিষ্ট। কলাগাছের ...মজ্জা, যাহাকে থোর বলে, তাহা অতি কোমল। ইহা কেবল কতকগুলি পাকান ...পাকান রসাধার শিরার সমষ্টি মাত্র। মজ্জাদণ্ডই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পুষ্পদণ্ডে পরিণত হইয়া থাকে। ইহার পুষ্পকে বাঙ্গলায় মোচা বলে। মোচা হইবার পূর্ব্বে ইহার স্কন্দদেশ হইতে একখানি অসিফলক নির্গত হয়। বাঙ্গলায় তাহাকে পাতমোচা কহে। ঐ পাতমোচার অভ্যন্তরেই মোচা থাকে। মোচা পুষ্ট হইলে ঐ পাতমোচা তলার দিকে কাটিয়া যায়, আর মোচা নিম্নমুখে ঝুলিয়া পড়ে। প্রত্যেক মোচায় ৮ হইতে ১২।১৩, এমন কি ১৮।২০ থাক্ ফল ধরে। এক এক থাক্‌কে ছড়া বলে। মোচার যত গুলি ফুল থাকে, সবগুলিতে ফল হইতে পারে না। সমস্ত ছড়া লইয়া ফলগুচ্ছকে বাঙ্গালায় কাঁদি বলে। একটী কলা

গাছে একবার মাত্র একটী কাঁদি ধরে। কলাগাছের গোড়া হইতে যে চারা নির্গত হয়, তাহাকে বাঙ্গালায় তেউড় বলে।

কলার প্রকারভেদ। কলা অনেক প্রকার আছে। সকল কলায় বীজ হয় না। বন্যকলায় এবং চট্টগ্রাম প্রদেশের এক জাতীয় কাঁচ কলায় বীজ হয়। এই বীজে গাছ হয় অপর কোন কোন জাতীয় কলার বীজ জন্মে বটে, কিন্তু সে বীজে চারা হয় না। পার্ব্বত্য প্রদেশে কদলীবৃক্ষ অতি অল্পই হইয়া থাকে। ঐ সকল স্থানে কলাগাছ বাড়িতেপারে না, কারণ অন্যান্য বৃক্ষেরপ্রতিযোগিতায় কলাগাছ পার্ব্বত্য প্রদেশের কঠিন মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ করিয়া নিজের পুষ্টিসাধন করিয়া উঠিতে পারে না, এই জন্য ইহার তেউড় হয় না। তেউড় হয়না বলিয়াই পার্ব্বত্য কলায় বীজ হইয়া থাকে। বীজও আবার এত অধিক হয় যে, ফলে শস্য কিছুমাত্র থাকেনা। পক্ষীরা কদলীর শস্য খাইবার নিমিত্ত, বহুদূর হইতে আসিয়া, পক্কফল লইয়া যায়; এবং সেই সকল প্রদেশে এই উপায়ে বীজ নীত হইয়া কলার গাছ জন্মে।

কদলীর আবাদ। অনেক স্থলে কলার আবাদ হয়। আবাদী কলায় প্রায়ই বীজ হইতে দেখা যায় না এবং উত্তরোত্তর ফলের উন্নতি হয়। আবাদের গুণে ভাল ভাল কলায় এখন আর মোটেই বীজ জন্মে না। উহাদের বীজোৎপাদিনীশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন কোন স্থানের জলবায়ু প্রভাবে, আবাদ করিলেও সহজেই উহাদের এ শক্তি রহিত হয় না। দুই একবারের ফলে হয়ত বীজ জন্মিতে পারে না, কিন্তু তৃতীয় আবাদেই বীজ হইয়া থাকে। যবদ্বীপের জলবায়ু এরূপ বটে। বাঙ্গালার কাঁটালি কলা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু আজিও তাহার বীজোৎপাদিনীশক্তি একেবারে নষ্ট হয় নাই। অতি অল্প দিনেই উহাতে বীজ জন্মে। এজন্য বাঙ্গলায় কাঁটালী কলার ঝাড় বেশী পুরাতন হইতে দেয় না। আবাদের গুণে ও জমির গুণে কাঁটালীকলার উন্নতি হয় মাত্র, কিন্তু কিছুমাত্র শক্তি নষ্ট হয় না। চীনদেশে একপ্রকার কলাগাছ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অতিশয় ক্ষুদ্রাকার এবং তাহার ফল হয় না ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

কদলীর জাতি ও শ্রেণী। বাঙ্গলা দেশে রামরম্ভা, অনুপান, মালভোগ, অপরিমর্ত্ত্য, মর্ত্ত্যমান্, চম্পক, চিনিচাঁপা, কানাইবাঁশী, ঘিয়ে, কালীবউ, কাঁটালী প্রভৃতি কয়েক জাতীয় কলা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহাদের মধ্যে প্রথম চারিপ্রকার কদলী একই শ্রেণীর অন্তর্গত। তাহার পরের চারিপ্রকারও এক শ্রেণীর। আর শেষ তিন প্রকারও এক শ্রেণীর কদলী। মর্ত্ত্যমান শ্রেণীকে বিশেষে চাটিম্ কলাও বলে। এই সকল কলায় আদৌ বীজ হয় না। এই জাতীয় অপরাপর কলাতেও বীজ দৃষ্ট হয় না। কেবল সুন্দ কাঁটালী যাহা বিখ্যাত তাহাই বহুদিন এক ভূমিতে থাকিলে বীজ বিশিষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন মদনী, মদনা, তুলসী, মহুয়া, রঙ্গবীর, পোড়ারঙ্গবীর প্রভৃতি কয়েক জাতীয় কলার কোন কোন জাতিতে অল্প বীজ হয়, আবার কোন শ্রেণীতে মোটেই বীজ হয় না। বাঙ্গালায় 'বীচাকলা' নানাবিধ। ইহাদের এক একটী কলায় যথেষ্ট বীজ হয়, কিন্তু মিষ্টতা বড় বেশী হয়। যশোহরে 'ঝাবকলা' নামে এক প্রকার বীচাকলা হয়, তাহার সরবৎ অতি সুস্বাদু হইয়া থাকে। বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে 'ডোগরে' কলা নামে একপ্রকার বীচাকলা হয়, ইহা খাইতে পারা যায় না, কিন্তু উহার মোচা বড়ই সুস্বাদু ও কোমল হয়। প্রধানতঃ মোচার জন্যই এই কলার আবাদ করা হয়। 'সয়া' নামক আর একপ্রকার বীচাকলা আছে, তাহার রসে নানারূপ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। কাঁচ কলা, কাঁচাকলা, আনাজীকলা, প্রভৃতি কাঁচকলা জাতীয়। এই শ্রেণীতে নানা আকারের কলা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা পাকিলে সুমিষ্ট হয় বটে, কিন্তু তরকারীতেই ইহা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। কাঁচ কলার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম *Musa paradisica*। কাঁটালী কলার কাঁচা ফলও খায়, ইহাকে ঠোঁটেকলা বলে। ঠোঁটেকলা আবার কাঁটালীকলার শ্রেণীকেও বলে। ইহা কাঁটালী জাতীয় একটী স্বতন্ত্র শ্রেণীও বটে। কাঁটালী জাতীয় 'কানাইবাঁশীকলা' এক ফুটের উপর লম্বা হয়। আর কালীবউকলা বেশ মোটা হয়। ঘিয়ে কাঁটালী হইতে ঘিয়ের ন্যায় সুগন্ধ নির্গত হয়, এবং উষ্ণদুগ্ধে নিক্ষেপ করিলে মাখনবৎ গলিয়া ভাসিয়া উঠে।

কলার প্রকার।—কাঁটালী কলা পাকিলে তাহার বর্ণ ঈষৎ পীত হইয়া উঠে। চাটিম্ কলা পাকিলে তাহার বর্ণ পীতাভ হয়; কিন্তু গাত্রে ফোটা ফোটা দাগ হয়। চাঁপাকলা পাকিলে ঘোর পীতবর্ণ হয়। কাঁটালীকলা

পরিপুষ্ট হইলে কতকটা চৌপলা, ঈষৎ বক্র ; চাটিম্ কলা সুগোল ও সরু, এবং চাপাকলা সুগোল অথচ খর্ব্বাকৃতি হইয়া থাকে। এ অঞ্চলে এক প্রকার রক্তবর্ণ কলা জন্মে তাহাকে সিন্দুরে কলা বা চিনে কলা বলে। মর্ত্ত্যমান কলা ও কাঁটালী কলার উদ্ভিজ্জ লাটিন্ নাম *Musasapientum*। বাঙ্গালায় কাঁটালী জাতীয় কলার শস্য কিছু কড়া হয়। মর্ত্ত্যমান জাতীয় কলার শস্য খুব সাদা ও মাখনবৎ কোমল ; এবং চম্পকজাতীয় কলার শস্য ঈষৎ অম্লরসযুক্ত, সুগন্ধবিশিষ্ট ও ফলের মধ্যে পীতাভ বর্ণ হয়। কাঁটালী কলার খোসা বড় পুরু। চাঁপার খোসা পাতলা হয়। বাঙ্গালীয় মর্ত্ত্যমান কলারই বেশী আদর করে। এ দেশবাসী ইউরোপীয়গণ চাঁপাকলাই পছন্দ করেন।

নানাস্থানের নানাপ্রকার কলার বিবরণ।—ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে ডিণ্ডিগল প্রদেশের পর্ব্বত সমূহে যে সকল কদলী জন্মে, এবং তাহার বনভাগে সাধারণতঃ যে সকল কদলী দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের ইংরাজী নাম *Musa superba* বেসিন্ প্রদেশের কলা সুগন্ধবিশিষ্ট। বরোচ্ প্রদেশের কলা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। নেপালে এক প্রকার কলা জন্মে, তাহার নাম নেপালী কলা *Musa Nepalensis* এদেশে এক প্রকার বৃহদাকৃতি কলা জন্মে, তাহাকে কাবুলে কলা বলে। মাদ্রাজে যত রকম কলা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে রসথলী কলা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। গণ্ডি জাতীয় কদলীর শস্য (শাঁস) বেশ কড়া ইহা পাকিতে বড় বিলম্ব হয়। কিন্তু মাদ্রাজের লোকেরা এই কলাই অত্যন্ত ভালবাসে বলিয়া, জাগ দিয়া পাকাইয়া বাজারে বিক্রয় করে। পাছা জাতীয় কলা খুব লম্বা হয়, কিন্তু পুষ্ট হইলেই পাকিয়া যায়। ইহার বর্ণ সবুজ, সুপক্ব অবস্থায়ও ইহার বর্ণের পরিবর্ত্তন হয় না। মাদ্রাজের পেবেলি জাতীয় কলা সুমিষ্ট, ইহা খাইতে বড়ই সুমধুর, কিন্তু তাহার বর্ণ পাঁশুটে। সেবেল্লি জাতীয় কলা অসাধারণ লম্বা হয়। ইহার বর্ণ লোহিত এবং দেখিতে বড়ই মনোহর। এতদ্ভিন্ন মাদ্রাজে বম্বে, বেঙ্গলা ষমেই, পে, সেরবা, যেন্নে, পান্নিয়ান, পিদিমোথে, প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর কলা পাওয়া যায়। এই সকল কলার বাঙ্গলা নাম নাই। মাদ্রাজীরা যে কলার যে নাম বলে, তাহাই লিখিত হইল। বঙ্গ

দেশে, বিশেষতঃ ২৪ পরগণা, হুগলী, যশোহর ও নদীয়া জেলায় মর্ত্ত্যমান কলা উত্তম জন্মে বটে, কিন্তু চট্টগ্রাম ও টেনাসারিম্ প্রদেশে বহুল পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এই উভয় প্রদেশের দক্ষিণে মর্ত্তাবান্ উপসাগর (*Gulf of Martaban*) অনেকে কহেন যে ঐ উপসাগর দিয়া এই কলা প্রথমে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম মর্ত্ত্যবান্ বা মর্ত্ত্যমান্ হইয়াছে। কিন্তু এ প্রবাদ সত্য নহে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে কথিত 'মর্ত্ত্য' নামক কদলীই বর্ত্তমানের মর্ত্ত্যমান কলা।

বোম্বাইয়ের কলা।—বোম্বাইয়ে নয় প্রকার কলা জন্মে। (১) সোনেরাই (২) মুখেলি (৩) তাম্বড়ি (৪) রজেনি (৫) লেখেণ্ডী (৬) সোনাকেলী (৭) বেসকেলী (৮) করঙ্গেলি ও (৯) নরসিঙ্গি। ইহাদের মধ্যে তাম্বড়ি রক্তবর্ণ কদলী।

ব্রহ্মদেশ ও অপরাপর স্থানের কলা।—ব্রহ্মদেশে পীত ও স্বর্ণবর্ণের নানাপ্রকার কদলী দেখিতে পাওয়া যায়। সিঙ্গাপুর, মলয় এবং ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ৮০ প্রকার ভোজনোপযোগী কলা জন্মে। ইহাদের মধ্যে অনেক গুলির আকারই বৃহৎ এবং উহাদের গন্ধও অতীব সুন্দর। ইহাদের মধ্যে 'পিস্যাং টিম্বানা' রক্তবর্ণ কলা। এই কলাকে সেই দেশের লোকেরা তামাটে কলা বা কাঁকড়া কলাও বলিয়া থাকে। 'পিস্যাং মূলুৎ বেবেক' জাতীয় কলার তলায় কতকটা খোসা বক্রভাবে হংসের ঠোঁটের মত হয়। 'পিস্যাং রাজা' কলাকে রাজকলা বলে 'পিস্যাং সু সু' কলাকে দুধেকলা বলে। আর এক প্রকার কলা আছে তাহাকে সোনাকলা কহে। শেষোক্ত তিনপ্রকার কলাই অতি সুন্দর, সুমিষ্ট ও সুগন্ধবিশিষ্ট।

যবদ্বীপ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, মলয় ও মরিশস্ দ্বীপের কদলী। যবদ্বীপে 'পিস্যাং টণ্ডক' নামে একপ্রকার কলা জন্মে, তাহা দৈর্ঘে প্রায় দুই ফুট হয়। বাঙ্গালায় বোধহয় এই জাতীয় কলাকেই 'কানাইবাঁশী' কলা কহে। যবদ্বীপে আরও এক প্রকার কলা হয়, তাহার একগাছে একটী মাত্র ফল ধরে। অন্যান্য গাছের ন্যায়, এই ফল মোচা সমেত কাণ্ডের বাহিরে নির্গত হয় না।

ইহা কাণ্ডের অভ্যন্তরে পাকিতে থাকে। যখন সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠে, [illegible] কাণ্ড ফাটিয়া যায়। ইহা এত বড় হয় যে, একটা ফলে ৪ জন লোকের [illegible] স্বচ্ছন্দে নিবৃত্তি হইতে পারে। এই সকল বিখ্যাত কলা ব্যতীত [illegible] কাঁটালী বা মর্ত্ত্যমান শ্রেণীর যে সকল কলা জন্মে তাহাতে বীজ হয়। [illegible] শ্রেণীর কলাকে তথাকার লোকেরা 'পিস্যাং বুট্ট' বলে। ফিলিপাইন [illegible] পুঞ্জের পার্ব্বত্য প্রদেশে এক এক প্রকার কলা হয়, তাহা এত বৃহৎ [illegible] একটা কলা একটা মানুষের উপযুক্ত বোঝা হইতে পারে। মলয় [illegible] সাধারণ কলার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম *Musa Glauca* মরিশস্ [illegible] গোলাপী বর্ণের এক প্রকার কলা পাওয়া যায়, তাহা [illegible] নাম **Musa** *Rosacea* অর্থাৎ গোলাপী কলা। আফ্রিকা [illegible] পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কাঁটালি ও মর্ত্ত্যমান জাতীয় কলারই আবাদ [illegible] পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এক প্রকার ক্ষুদ্রাকার বেগুণে বর্ণের কলা হয়, [illegible] গন্ধ অতি মনোহর। সে দেশের বড়মানুষেরা এই কলারই সমধিক [illegible] করে। এই জাতীয় কলাকে ইংরাজেরা *Fig Banana* বলে। এই [illegible] আর এক প্রকার ক্ষুদ্রাকার কলা আছে, তাহাকেও নিম্ন শ্রেণীর লো[illegible] বিশেষ আদর করিয়া থাকে। এই কলাকে ইংরাজীতে *Eig Sucrier* [illegible] *Lady finger* বলে। এই জাতীয় কলার বৈজ্ঞানিক নাম *Musa Orie*[illegible] এবং পূর্ব্বোক্ত *Fig Banana*র নাম *Musa Musculata*

মার্কিণ মুল্লুকের ও চীন দেশের কলা। আমেরিকার ফ্লোরিডা [illegible] "ওরঙ্কো" নামক কদলী অতি উপাদেয়। ইহা সে দেশের সকল স্থানেই [illegible] যায়। যদি এই কলা গাছপাকা হয়, তাহা হইলে তাহার সগন্ধে মনুষ্য, [illegible] কি পশু পক্ষী পর্য্যন্ত পাগল হইয়া উঠে। চীন দেশে এক প্রকার কদলী [illegible] তাহা খর্ব্বাকার হয়, ইহাকে ইংরাজেরা *Dwarf plantain* অর্থাৎ বামন [illegible] কহে। ইহা দুই জাতীয় আছে। এক জতীয়ের নাম *Musa Occinea.* [illegible] এক প্রকারের নাম *Musa Nana* চীন দেশের আর এক প্রকার কলার না[illegible] *Musa Cavendishi* তথায় খর্ব্বাকার আরও এক প্রকার কদলী জন্মে।

অন্যান্য স্থানের কদলী। আবিসিনিয়া প্রদেশে এক প্রকার কদলী জন্মে, [illegible] তাহা দেখিতে অতি সুন্দর তাহার বৈজ্ঞানিক নাম *Musa Ensete* [illegible]

[illegible] স্থানেও কলা পাওয়া যায়। প্রধানতঃ উষ্ণ প্রধান স্থানেই কলা [illegible] এসিয়ার পূর্ব্বে, চীন ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, এবং পশ্চিমে তুরস্কের [illegible] ইউফ্রেটিস্ নদীর তীর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশেই কলা জন্মে। অন্যান্য অংশে [illegible] ভূ-তাপ পৃথিবীর মধ্যভাগে অবস্থিত, সেই সকল স্থানেই কলা পাওয়া [illegible] ভারতে হিমালয় পর্ব্বতের শীতল প্রদেশে কলা জন্মে। ইহার পাদদেশে [illegible] উত্তর অক্ষাংশ পর্য্যন্ত কলা বেশ জন্মে। কিন্তু মুশৌরী, কুমায়ুন, ও [illegible] প্রদেশেও কলা জন্মে বটে, কিন্তু তাহাতে কেবল বীজ ব্যতীত শস্য [illegible] না বলিলেই হয়। সমুদ্র হইতে উর্দ্ধে ৭০০০ ফিট পর্য্যন্ত স্থানে কলা [illegible] পারে। দক্ষিণ আমেরিকাবাসিগণের বিশেষ চেষ্টায় অধুনা সে স্থানে [illegible] আবাদ যথেষ্ট হইতেছে। কারাকাস্, গোয়েনা, ডেমেরারা, জ্যামেকা, [illegible] প্রভৃতি স্থানেও একেবারে অনেকটা জমিতে কলার আবাদ হইয়া [illegible]। চট্টগ্রাম প্রদেশের বনমধ্যে কলাগাছ এত অধিক জন্মে যে, তাহা [illegible] বিস্মিত হইতে হয়। তথাকার পার্ব্বত্য প্রদেশে সাধারণতঃ যে সকল [illegible] জন্মে তাহাদিগকে **Musa ornata** (পাহাড়ে কলা) এবং বনমধ্যে [illegible] যে সকল কলা জন্মে তাহাদিগকে **Musa Saperba** অর্থাৎ বুনো [illegible] কহে। ইউরোপে দক্ষিণ স্পেনে কলা হইয়া থাকে। তাহার উত্তর অঞ্চলে [illegible] বা উষ্ণঘর (**Hot House**) ব্যতীত খোলা জায়গায় কলা জন্মে [illegible]। কিউবা দ্বীপের কোন কোন অংশে কলা হইয়া থাকে।

[illegible] অত্যতি প্রাচীনকালে এ দেশে কলা ফলকে মোচক অর্থাৎ মোচা বলিত। [illegible] অর্থে—মুক্ত হইয়াছে যাহা—অর্থাৎ প্রথমতঃ বৃক্ষের গর্ভ হইতে কলার [illegible] বাহির হয় তাহা একটী আবরণী মধ্যে থাকে। সেই আবরণী ফাটিয়া ফুল [illegible] হয়। প্রত্যেক ফুলটি আবার গুচ্ছগাত্রে অপর একটি আবরণে আবৃত [illegible]। সেই আবরণ মুক্ত হইলে ফল হয়। এই কারণে ফলকে মোচা বলে। [illegible] মোচা যে কলার অতি প্রাচীন নাম তাহা আমরা শিবপূজার মন্ত্রে দেখিতে পাই। যথা—

"এতৎ মোচাফলং নমঃ শিবায় নমঃ।"

কেহই এ স্থলে কদলী বা রম্ভা অথবা অপর কোন নাম ব্যবহার করেন না।

কদলী ও কদল অর্থে—যাহা জলেই পুষ্টি প্রাপ্ত হয়। কলাগাছ কিছু জলপ্রধান অর্থাৎ জলভেস্কা গাছ; এই গাছ সরস ভূমিতেই ভাল উৎপন্ন হয়। অংশু যৎফলা অর্থাৎ যাহার অংশু বা তন্তু আছে। কলাগাছের তন্তু বিশেষ বিখ্যাত। বারণবুসা ও বারণবল্লভা অর্থে হস্তীপ্রিয়া। সুকৃৎফলা অর্থে বৎসরে বৎসরে একটি গাছে একবার মাত্র ফল ধরে। ভানুফলা অর্থে সূর্য্যোত্তাপ প্রিয়া।

বিভিন্ন দেশে কদলীর বিভিন্ন নাম। কদলীকে আরবি ভাষায় মৌজ্ বলে। ইহা সংস্কৃত মোচা শব্দ হইতে উৎপন্ন। লাটিন ভাষায় মুসা বলে। ইহা আরবি ভাষার মৌজ্ শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইংরাজী ব্যানামা শব্দ গ্রীক্ ভাষার "আরিয়ানা শব্দ হইতে উৎপন্ন। গ্রীক্ আরিআনার অপর পর্য্যায় ঔরাণা (Ourana) ছিল। গ্রীক্ আরিয়ানা সম্ভবতঃ তৈলঙ্গী ভাষার অরিতি শব্দ হইতে উৎপন্ন। অনেকে গ্রীক্ ঔরাণা শব্দ সংস্কৃত বারণবুসা শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জ্ঞান করেন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। গ্রীক্ ভাষায় ভারতবর্ষীয় যে সকল ঔষধির উল্লেখ আছে, তাহার দেশীয় নাম অধিকাংশ দক্ষিণ দেশীয় ভাষা হইতে সংগৃহীত। ইংরাজী "প্লান্টেন্" শব্দ, গ্রীক গ্রন্থকার থিওফ্রাস্টাস্ বা প্লিনির লিখিত পল্ নামক বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন। পল্ বৃক্ষের ও তাহার ফলের বর্ণনা ঠিক কদলী বৃক্ষের এবং কদলীর ন্যায় বটে, এবং হিন্দুঋষিগণের খাদ্য বলিয়া উল্লিখিত। এই পল শব্দ যে সংস্কৃত ফল শব্দ হইতে অথবা তামিল বল্ শব্দ হইতে উৎপন্ন তাহা নিশ্চয়। কলাকে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কেলি, তামিল ভাষায় বল্ বা বেলা; তৈলঙ্গী ভাষায় অরিতি, সিংহলী ভাষায় কহিকাং; ব্রহ্মদেশে নেপিয়ান্; বালিদ্বীপে বিয়ু; জাপানী ভাষায় গজু। এবং মলয় ভাষায় পিস্তাং বলে।

কলার ব্যবহার। আমাদের দেশে এ অঞ্চলে কাঁচকলা, মোচা ও থোড় তরকারিতে ব্যবহৃত হয়। পাকা কলা শুধুই খাওয়া হয়। হিন্দুর চক্ষে কলা বড় পবিত্র পদার্থ। পূজা, শ্রাদ্ধ, বিবাহ প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই কদলী ব্যবহৃত হয়। হবিষ্যান্নে অপর কোন তরকারী খাইতে নাই; কিন্তু কাঁচকলা সিদ্ধ খাওয়া যায়। কলাপাতায় ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ভোজনপাত্রের কার্য্য করে। অধিক সংখ্যক লোক খাওয়াইতে হইলেই কদলীপত্র ব্যবহৃত হয়। মান্দ্রাজে, কানাড়ায় ও মালবার প্রদেশে কলার নিমিত্ত যত হউক না হউক,

কলাপাতার জন্যই কলার আবাদ করে। সে সকল স্থলে, সকল শ্রেণীর লোকেই কদলীপত্রে আহার করিয়া থাকে। এ দেশে গ্রাম্যপাঠশালায় তালপত্রে লেখা শেষ হইলে ছাত্রগণ কদলীপত্রে লেখা অভ্যাস করিতে থাকে। কলাপাতায় হাত পাকিলে কাগজে লিখিতে আরম্ভ করে। কলার মাজপাতা ব্লিষ্টারের ঘায়ের উপর ঢাকা দিলে জ্বালা নিবারণ হয়। মাজপাতা কাটিয়া তাহার সোজা পিঠে মাখন মাথাইয়া ঘায়ের উপর দিয়া ৪।৫ দিন বাঁধিয়া রাখিলে ব্লিষ্টারের ঘা ভাল হয়। পশ্চিম ভারতে বিড়ি চুরুট শুষ্ক কদলীপত্রে আবৃত করিয়া প্রস্তুত করে। সে দেশে কোন দ্রব্যাদি মুড়িবার নিমিত্ত শুষ্ক কদলীপত্র ব্যবহার করে। বঙ্গদেশে মালীরা ফুল ও ফুলের মালা মুড়িবার জন্য কলাপাতা ব্যবহার করে। চক্ষুরোগে কচি কলাপাতার আবরণ বড়ই উপকারক বলিয়া ব্যবহৃত হয়। আফ্রিকায় কলার পাতার দ্বারা ঘর ছাইয়া থাকে। বাঙ্গালায় গরীবেরা কলাপাতা পুড়াইয়া সেই ছাই দিয়া কাপড় কাচিয়া থাকে। বহুমূত্ররোগে কবিরাজগণ কদল্যাদি ঘৃতে ইহার শিকড়েরর রস ব্যবহার করেন। এই ঘৃত, বায়ু ও পিত্তদোষনাশক। কোলাপুর জেলায় কলাগাছের রস দিয়া রক্ত পড়া নিবারণ করে। জ্যামেকাতেও এইরূপে ব্যবহৃত হয়। যবদ্বীপে এক শ্রেণীর কলাগাছের পাতার উল্টাদিকে মোমের ন্যায় এক প্রকার আটাবৎ পদার্থ জন্মে। তথাকার লোকে তাহা সংগ্রহ করিয়া বাতি প্রস্তুত করে। কলার গাছেও অনেক কার্য্য সাধা হইয়া থাকে। যেখানে হঠাৎ বন্যা প্রবেশ করে, সেখানে বড় বড় কলাগাছ কাটিয়া, পাশাপাশি করিয়া গাঁথিয়া ভেলা প্রস্তুত করে। ইহাকে কলার মান্দাস বলে। আফ্রিকার অসভ্য মানুষে এবং ভারতের দাক্ষিণাত্যের লোকেরা কদলীবৃক্ষে লক্ষ্য করিয়া তীর ও তরবারি শিক্ষা করে। বাঙ্গালায় ষষ্ঠীপূজায়, বিবাহে এবং অধিবাসাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে এক ছড়া অখণ্ড কলা আবশ্যক হইয়া থাকে। মুসলমানেরাও পীরের সিন্নি দিবার সময়ে কলা ব্যবহার করে। বাসন্তী ও দুর্গাপূজার সময়ে নব পত্রিকায় কলার তেউড় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হিন্দুরা শুভকার্য্যে কলার তেউড় মঙ্গল চিহ্নরূপে ব্যবহার করে। উৎসবের সময় পূজা ও বিবাহাদির সময় হিন্দুরা দ্বারে ও পথে কলাগাছ দিয়া থাকে। হিন্দুদের বিবাহাদি সংস্কারে কলাতলা করে। কোন এক স্থানে একখানি পিঁড়ি রাখিয়া তাহার চতুষ্কোণে চারিটি কলার তেউড় বা বাল্দো

স্থাপন করে। এই স্থানে সংস্কারার্হ ব্যক্তির স্নানকার্য্য, ক্ষৌরকার্য্য, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, বরণ ইত্যাদি হইয়া থাকে। বোম্বাই সহরে পতিব্রতা কামিনীরা কদলীবৃক্ষকে ধন ও আয়ুপ্রদজ্ঞানে আগ্রহের সহিত পূজা করিয়া থাকে। শ্রাদ্ধে কদলীর কাণ্ডকোষ বা খোলা বড়ই আবশ্যক হয়। ইহা দ্বারা শ্রাদ্ধীয় নৈবেদ্য জল এবং ফল প্রদানের নিমিত্ত এক প্রকার ডোঙ্গা নির্ম্মিত হয়। পৌষ সংক্রান্তির দিনে বঙ্গদেশের সন্তানবতী রমণীরা কলাগাছের খোলার নৌকা প্রস্তুত করিয়া গাঁদা ফুল দিয়া সাজাইয়া তন্মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়া পুত্রের হাত দিয়া নদী অথবা পুষ্করিণীর জলে ভাসাইয়া দেয়।

কলার চাষ। বঙ্গদেশে কলার চাষে বিশেষ কিছু পারিপাট্য নাই। লোকে তেমন যত্নও লয় না। যেমন জমিতে, যেমন ভাবে ইহা লাগাইয়া দিলেই গাছ হইবে। কিন্তু যত্ন করিলে ভাল ফসল পাওয়া যায়। এ দেশে যদিও লোকে ইহার চাষে বিশেষ যত্ন করে না, তথাপি ইহার আবাদ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম আছে; সে নিয়মগুলি পালন করিলে বাস্তবিকই সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কঠিন, নীরস ও কেবল বালুকাময় স্থান ব্যতীত অপর সকল প্রকার মাটিতে ইহা হইতে পারে। স্যাঁতানে মাটিতে ও পুষ্করিণীর তোলা মাটিতে ইহা ভাল হয়। কলাগাছে বোদ মাটি (পুষ্করিণী কাটাইলে বা ঝালাইলে নীচের নিম্নস্তর হইতে যে কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা বাহির হয়, তাহা বহুদিনের বৃক্ষাদি পচা ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহাকেই চাষারা বোদমাটি বলে) ও ছাইয়ের সার দিতে হয়। বৈশাখ মাস হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় কলাগাছ লাগান যায়। কিন্তু বিদুষী খনা বলেন—

(১)

কি কর শ্বশুর মিছে খেটে,
ফাগুনে পোঁত এঁটে কেটে।
বেধে যাবে ঝাড় কি ঝাড়,
কলা বইতে ভাঙ্গবে ঘাড়।

(২)

যদি পোঁত ফাল্গুনে কলা,
কলা হবে মাস ফসলা।

(৩)

ডাক দিয়ে বলে খনা,
আষাঢ় শ্রাবণে কলা পুঁতো না।
কৃষি বটে, খাবিনে;—কলাতলায় যাবিনে;
লেগে যাবে জুঁয়ে,—কলা পড়্‌বে শুয়ে।

(৪)

সিংহ, মীন বর্জ্জে, কলা খাবি আর্জ্জে।

(৫)

ভাদ্দরে ক'রে কলা রোপণ,
সবংশে মরিল রাবণ।

উপরিউক্ত নিয়মগুলির মধ্যে, প্রথম ও দ্বিতীয় নিয়মে ফাল্গুন মাসে কলার এঁটে কাটিয়া লাগাইতে বলা হইয়াছে। কারণ তাহা হইলে কলা খুব শীঘ্র ফলিবে, এবং কাঁদি ও ছড়া বড় হইবে। ৩য় নিয়মে,—আষাঢ় শ্রাবণে কলা রোপণ করা নিষেধ হইয়াছে; কারণ ইহাতে 'জু য়ে' ধরিবার সম্ভাবনা। জুঁয়ে লাগিলে কলাগাছ শুইয়া পড়ে। ৪র্থ নিয়মে, চৈত্র ও আশ্বিন মাস কলা লাগাইতে দেওয়া হইয়াছে। ৫ম নিয়মে ভাদ্রমাসও পরিত্যক্ত হইয়াছে। আরও একটা খনার বচন পাওয়া যায়, তাহাতে কিন্তু আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে কলা লাগাইতে ব্যবস্থা দেওয়া আছে যথা—

ডাক দিয়ে বলে রাবণ,
কলা পুঁতগে আষাঢ় শ্রাবণ।

কলাবাগান করিতে হইলে প্রথমতঃ ক্ষেত্রে ৮ হাত অন্তর এক একটী শ্রেণী করিবার নিমিত্ত অন্যূন ১ হাত মাটি তুলিবে, এবং কোদাল দিয়া চাপ ভাঙ্গিয়া গগাড় ভরিয়া, ক্ষেত্র সমতল করিয়া দিবে। তেউড় লাগাইতে হইলে, প্রত্যেক তেউড়ের সহিত একটা করিয়া প্রাচীন বৃক্ষ বা এঁটের কিয়দংশ থাকা আবশ্যক। আর, এঁটে লাগাইতে হইলে এঁটেগুলি উর্দ্ধাধোভাবে ৪ বা ৮ খণ্ড করিয়া ক্ষেত্রময় রোপণ করিবে। প্রত্যেক চারা বা এঁটের টুকরা ৮ হাত অন্তর লাগাইবে। তেউড়ের গাছ দীর্ঘ হয়; আর এঁটের চারাগাছ খাটো হয়

বটে, কিন্তু ফল অধিক বড় ও সুস্বাদু হয়। বাগান করিবার সুবিধা না হইলে যে কোন স্থানে সারি দিয়া লাগাইলেও হয়; আর সারি দিবার সুবিধা না থাকিলেও, যেমনভাবে ইচ্ছা তেমন ভাবে লাগাইলেই হয়; তবে সার দেওয়া আবশ্যক। রোপণের সময় কোদলান মাটির সঙ্গে কিঞ্চিৎ বোদ মাটী মিশাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। তৎপরে মধ্যে মধ্যে চারার গোড়ায় ছাই দিলেই চলিবে। এ সম্বন্ধে খনার কয়েকটী নিয়ম আছে।

১। সাত হাতে তিন বিঘাতে, কলা লাগাবে মায়ে পুতে।
২। নলেকান্তর গজেক বাই, কলা রুয়ে খেও ভাই।
৩। সাত হাত অন্তর সাতহাত বাই,
কলা পুঁতে খাও চাষা ভাই।

প্রথম নিয়মে সাত হাত অন্তর, দেড় হাত গভীর করিয়া তেউড়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গাছ সমেত; দ্বিতীয় নিয়মে আট হাত অন্তর দুই হাত গভীর করিয়া; এবং তৃতীয় নিয়মে সাতহাত অন্তর ও পৌনে দুই হাত গভীর করিয়া, পগাড় কাটিয়া চারা লাগাইবে। কলার আয় সম্বন্ধে খনার, দুইটী উপদেশ আছে, তাহা অতি সুন্দর ও যথার্থ।—

১। কলা পুঁতে কেটোনা পাত,
তাইতে কাপড় তাইতে ভাত।

২। তিনশ ষাট্ ঝাড় কলা রুয়ে,
থাকগে গৃহস্থ ঘরে শুয়ে।

কলাগাছের পাতা কাটিলে গাছ বলহীন হইয়া পড়ে; সুতরাং মোচা হইতে বিলম্ব হয়। নতুবা যথাসময়ে ফল হইলে লাভ হওয়া সম্ভব। ৩৬০ ঝাড় কলা লাগাইলে ৮ মাস বাদে প্রায় সকল গুলি ফলিবে। সুতরাং একেবারে ৩৬০ ঝাড় কান্দিতে অতি অল্প হইলেও প্রায় ৩৫০৲ টাকা আয় হইবে। পল্লীগ্রামে মাসে যদি ২৫৲ টাকা খরচ করা যায়, তাহা হইলে ক্ষুদ্র পরিবারের

[illegible] চলিয়া যাইতে পারে। আর দুই বিঘা জমিতে ৩৬০ ঝাড় [illegible] হইতে পারে। কলাগাছ একবার লাগাইলে এক জমিতে প্রায় [illegible] বৎসর পর্য্যন্ত বেশ ফলে; কিন্তু তৎপরে অন্য ভূমিতে লাগান আবশ্যক।

বোম্বাই প্রদেশে সরস মাটিতে কলার চাষ করে। বোম্বাইবাসীরা [illegible] মধ্যে কখনও একটী কখনও বা দুইটী তেউড় রাখিয়া, বাকী সবগুলি কাটিয়া ফেলে। সে দেশে ফলের বীজ রোপণ করিয়া চারায় ছায়া রাখিবার নিমিত্ত প্রত্যেক বীজের পার্শ্বে এক একটী কলাগাছ রোপন করে। পরে চারাগাছ বড় হইলে ৭।৮ হাত বাদে যখন ঐ কলাগাছেই আবার উহাকে [illegible] সঞ্চারে বাধা দেয় তখন কাটিয়া ফেলিয়া দেয়।

মান্দ্রাজে দুই প্রকার চাষ হয়। তথাকার উচ্চ জমিতে "পাক্কা বলই," আর [illegible] জমিতে "থুরুবলই" চাষ হয়। সে দেশে কদলী ক্ষেত্রে রাঙ্গা আলু ইত্যাদি রোপণ করে। তথায় লাঙ্গল দেয়না। কেবল কোদ্‌লাইয়া কলার জমি তৈয়ার করে। [illegible] বৎসর পরে কলাগাছ মারিয়া, জমি কোদ্‌লাইয়া অন্য ফসল দেয়।

ব্রহ্মদেশ বাসিগণ কলার চাষে কোন রূপ যত্ন লয় না। কিন্তু তথায় প্রত্যেকের বাড়ীতে কলাগাছ আছে। যত্ন না করিলেও ব্রহ্মদেশে স্বচ্ছন্দে আপর্য্যাপ্ত উত্তম ফসল হইয়া থাকে।

পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপে, তথাকার লোকেরা কলার চাষে বড় যত্ন করিয়া থাকে। প্রতি তিন বৎসরে ইহার ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন তেউড় লাগায়। পুরাতন এঁটে সাররূপে ব্যবহার করে। এত যত্ন না করিলে ফলে বীজ জন্মে। ফিজিদ্বীপেও পুরাতন এঁটের সার দেয় বটে, কিন্তু তাহারা এ সার ভালবাসে না ইহাতে জমি টক হইয়া উঠে।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপে পুরাতন কলাগাছ কুচি কুচি করিয়া পুড়াইয়া ফেলে পরে তেউড় কাটিয়া সেই ছাইয়ের মধ্যে, দুইহাত অন্তর গাঁতি দিয়া গর্ত্ত করিয়া লাগাইয়া দেয় তার পর আর কোন চেষ্টা করে না!

Musa Textilis (যাহার সূতা অতি উত্তম হয়) ৬ ফিট্ হইতে ৯ ফিট্ অন্তর লাগাইতে হয়। শেষে এই ফাঁকেও চারা বাহির হয়। দুই বৎসরেই সূতা হইতে পারে; কিন্তু চারি বৎসর হইলে কিছু পাকা হয়। ইহার ফল

হইতে দিতে নাই ; কারণ তাহা হইলে সুতা খারাপ হয়। এই ফল হওয়া বন্ধ করিবার জন্য দুইটী পাতা মাত্র রাখিয়া আর সব পাতা কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হয়।

কদলীর গুণাগুণ।—এক্ষণে কদলীর গুণাগুণ সম্বন্ধে বৈদ্যক শাস্ত্রাদির অভিমত লিখিত হইতেছে। ভাবপ্রকাশের মতে—

সিদ্ধ কাঁচাকলা।—রস—মধুর। বিপাক—মধুর। বীর্য্য—শীত। গুণ—সংকোচক ও ঈষৎ উদরভারজনক ; কফনাশক, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, রক্তপিত্ত, দাহতৃষ্ণানাশক, ফুস্‌ফুসে ক্ষতজনিত যক্ষ্মা নাশক ও বায়ু প্রশমক।

পাকাকলার গুণ।—রস মধুর বিপাক—মধুর। বীর্য্য শীত। গুণ—শীতল, শুক্র ও রতিশক্তিবর্দ্ধক, দেহের স্থূলতাকারক, ক্ষুৎতৃষ্ণানাশক (ক্ষুধাতৃষ্ণাকালে উত্তম পাকা রম্ভা পাইলে আর কিছু আবশ্যক হয় না) নেত্ররোগহর, (বায়ু জনিত দৃষ্টিক্ষীণতা দূর করে) মেহনাশক, (জ্বালাযুক্ত মেহ ও বহুমূত্র নিবারক) রুচিকর এবং মাংসবৃদ্ধিকর।

রাজবল্লভ মতে কলার গুণ।—পাকাকলা মধুর, কষায়, বৃষ্য, নাতিশীতল, রক্তপিত্তহর, হৃদ্য, রুচিকর, শ্লেষ্মাবর্দ্ধক এবং গুরুপাক।

দ্রব্যগুণাভিধান মতে কদলীর গুণ।—কদলী—শীতল, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, মধুর, পিত্তরক্তঘটিত বিকার সমূহের প্রশমক, শ্বেতপ্রদরাদি দোষহর ও অশ্মরী (পাথুরী) নাশক। ইহা দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিগণের সদ্য বীর্য্যকারক, কিন্তু অগ্নিতেজোহীন ব্যক্তির উপকারী হয় না।

নির্ঘণ্টমতে কোমল কদলীর গুণ। কলা অত্যন্ত পক্কাবস্থায় কোমল হইলে মধুর, অম্ল, অত্যল্প কষায় এবং অধিক রুচিকর এবং বাতপিত্ত নাশক হয়।

মধ্যম কদলীর গুণ।—মধ্যম পক্ক অর্থাৎ ডাঁসাকলা—রক্তপিত্ত ও মেহ নাশ করে। ইহা সংকোচক, তিক্ত কষায় ও রুক্ষ। অধিক ভার ও রক্তাতিসার প্রশমক।

কদলীপুষ্পের গুণ।—কলার ফুল—স্নিগ্ধ, মধুর, কষায়, ঈষৎ গুরুপাক, বাতপিত্তহর, শীতল, রক্তপিত্ত ও ক্ষয়নাশক।

মোচার গুণ। কলার মোচা—হৃদ্য, কফঘ্ন, ক্রিমিনাশক, তৃষ্ণানিবারক, প্লীহা ও জ্বররোগীর উপকারী, দীপন ও বস্তিশোধক, মূত্রকৃচ্ছ্র, কষ্টরজঃ প্রভৃতি প্রশমক।

কদলী কন্দের গুণ। কলারকন্দ অর্থাৎ যে ডাঁটার চারিদিকে কলা বেষ্টন করিয়া থাকে, তাহা কচি অবস্থায় বলকর, কফপিত্তনাশক, গুরুপাক, ঈষৎ বায়ুকারক, রক্তরোধক, কষায়, রুক্ষ, শীতল,—কর্ণশূল, রজোদোষ, বিশেষতঃ বহুমূত্র প্রশমিত করে।

কদলীর ভেদ। 'দ্রব্যগুণ-বারিধি' হইতে কদলীর ভেদ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কদলীর নাম, আকার ও গুণাদি উদ্ধৃত হইল।—

মাণিক্য, মর্ত্ত্যমান, অমৃত প্রভৃতি কদলীর বহু প্রকার ভেদ আছে ; কিন্তু তাহাদের সকলেরই মধ্যে উক্ত গুণ সমুদয় বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান এবং তাহা নির্দ্দোষ ও লঘুপাক। দেশ বিদেশে সর্ব্বশুদ্ধ কত প্রকার কলা আছে, তাহার বিশেষ রূপে নির্দ্দেশ করা কঠিন। তবে মোটামুটি যতগুলি প্রধানতঃ জানা যায় তাহাদের নাম ও বর্ণনা দেওয়া হইল।—

১। মাণিক্য—এক প্রকার অতি উজ্জ্বলবর্ণ সুমিষ্ট কলা। ইহা বোম্বাই প্রদেশে জন্মে।

২। মর্ত্ত্যমান্—সুশ্রী, পীতাভ, সুগোল, গায়ে ফোটাফোটা হয় ; অতীব সুস্বাদু, বাঙ্গালীরা এই কলাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে। দুগ্ধ সহ ইহা বড়ই উপাদেয় হয়। ইহাকে চাটিম্ কলাও বলে।

৩। অমৃত—অতীব মিষ্ট ও কোমল। বোম্বায়ে উৎপন্ন হয়।

৪। চম্পক—চাঁপা কলা ঘোর পীতবর্ণ, খুব পাকিলে ঈষৎ অম্ল, কোমল, দেখিতে ছোট, বেশ সুগন্ধি।

৫। ঢাকাই মর্ত্ত্যমান—দেখিতে প্রায় সবুজ, তত সুশ্রী নহে। খাইতে বেশ উপাদেয়।

৬। কালিবৌ বা কাবুলী কলা—ফল কিছু খাট ও মোটা, গাছও খুব মোটা অথচ খর্ব্বাকৃতি ; কাঁদি নামিলে মাটিতে ঠেকে। এই কলা বড় নরম ; গরম দুধে ফেলিলে গলিয়া যায়, ইহা খাইতে বেশ মিষ্ট ও অতি উপাদেয়।

৭। কাঁঠালী কলা—পাকিলে ঈষৎ পীত হয়, মর্ত্তমান প্রভৃতি কলা অপেক্ষা কম স্বাদু। চটকাইলে আঠা আঠা হয়। ইহা পূজা-পার্ব্বণেই অধিক ব্যবহৃত হয়। ইহাকে পূর্ব্ববঙ্গে কদমা বলে।

৮। লতা কাঁঠালী—ইহাও এক প্রকার কাঁঠালী। পূর্ব্বোক্ত কাঁঠালী কলা অপেক্ষা ইহা অধিক সুস্বাদু।

৯। মালভোগ—সুমিষ্ট ও সু-তার। ইহা মর্ত্তমান কলারই প্রকারভেদ মাত্র।

১০। চিনিচাঁপা—ইহা এক প্রকার চাঁপা কলা; পূর্ব্বোক্ত চাঁপা কলা অপেক্ষা অধিক মধুর ও সু-তার বিশিষ্ট।

১১। ঠোঁটে কলা—ছোট ছোট কলা বলিয়া ইহাকে ঠোঁটে কলা বলে। ইহা ঘোর সবুজবর্ণ, পাকিলে অধিক মিষ্ট হয় না। কাঁচা অবস্থায় অত্যন্ত কষায়, এই নিমিত্ত উদরাময় রোগীর সুপথ্য।

১২। কাঁচ কলা—ইহা কেবল কাঁচা অবস্থায় রন্ধন করিয়া বা ভাতে দিয়া খাওয়া হয়। ইহা অতি উৎকৃষ্ট ও একটী প্রধান তরকারী। রোগীর পক্ষে কাঁচা কলা বড়ই উপকারী।

১৩। ডোগ্‌রেকলা—কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে এবং নদীয়া জেলায় অনেক পাওয়া যায়। ইহা পাকিলে এত বীজ হয় যে খাওয়া যায় না। কিন্তু ইহার মোচা বড়ই নরম ও সুস্বাদু। মোচার জন্যই এই কলার চাষ করা হয়। ইহার গর্ভমোচা অতি উৎকৃষ্ট।

১৪। সোনাকলা—ইহা দেখিতে ঠিক কাঁচা সোনার রঙ্। এ কলা মর্ত্তমান জাতীয় এবং বোম্বাই প্রদেশে জন্মে।

১৫। বীচাকলা—প্রথমে কাঁচ কলার মত দেখিতে, পাকিলে লালের আভা যুক্ত হলুদ বর্ণ হয়, বীচিতে পরিপূর্ণ; বীচি বাছিয়া খাইলে শাঁস অতীব সুমিষ্ট। প স্ত্রীলোকেরা ইহা পল্লীগ্রামে বড় ভালবাসে।

১৬। অগ্নিশ্বর—ইহার লাল রঙ্, ওজনে প্রায় তিন ছটাক হয়। গরম ভাতে ডুবাইলে ঘৃতের মত গলিয়া যায়। ইহা অতীব সুস্বাদু।

১৭। ঘিএ—ইহাও অগ্নিশ্বরের তুল্য-গুণ ও তুল্য-স্বাদ বিশিষ্ট। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট।

১৮। অনুপাম—ইহা মর্ত্তমান কলা জাতীয়। খাইতে বেশ নরম, [illegible] ও সুস্বাদু।

১৯। বত্রিশছড়ী—এই কলা বাঁকুড়া জেলায় জন্মে। এক কাঁদিতে ঠিক [illegible]ছড়া কলা জন্মে। ইহা চাঁপাকলার জাতীয়। নরম ও মিষ্টস্বাদ বিশিষ্ট।

২০। সিংগাপুরী—এই কলা সিংগাপুর হইতে জাহাজ যোগে এই দেশে [illegible]। এই কলা খুব বড় বড় হয়। পাকিলেও দেখিতে সবুজবর্ণ, কিন্তু [illegible] বড়ই মোলায়েম ও সুস্বাদু।

২১। কানাইবাঁশী—এই কলা প্রায় এক হাত লম্বা হয়, কিন্তু সরু, হরিদ্রাবর্ণ [illegible]ইতেও বেশ সুস্বাদু।

২২। মদনা—ইহা কাঁঠালী জাতীয়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড়। সকল [illegible]নে পাওয়া যায় না। খাইতে নিতান্ত মন্দ নহে।

২৩। তুলসীকলা—এই কলা ছোট ছোট হয়, কিন্তু বেশ সুস্বাদু ও সুগন্ধি [illegible] কলা পশ্চিমদেশে পাওয়া যায়।

২৪। দয়ে কলা—যশোহর জেলার স্থানে স্থানে জন্মে। ইহা এক [প্র]কার বীচে কলা; কিন্তু ইহার শাঁস অতি সুমিষ্ট, নরম ও সু-তার। চিনির [সহ]িত জলে গুলিলে অতি উত্তম সরবৎ প্রস্তুত হয়।

২৫। সয়া কলা—ইহাও এক প্রকার বীচে কলা, কাঁচা ফলের রস [illegible]নারূপ চক্ষুরোগে উপকারী।

২৬। সিন্দুরে কলা—এই কলা দেখিতে ঘোর লোহিত বর্ণ; মধ্যমাকৃতি, [illegible] বড়, খাইতে উত্তম, ইহাকে অনেকে চীনা কলাও বলিয়া থাকে।

২৭। বেসিনে কলা—এই কলা বেসিন্ দেশে জন্মে। স্বাদ অপেক্ষা ইহার গন্ধ অতি মনোহর; পুষ্প ফেলিয়াও ইহার ঘ্রাণ লইতে [ই]চ্ছা হয়।

২৮। রসথলী—এই কলা মাদ্রাজে জন্মে। ইহা বড়ই সু-রসাল; দেখিতে [প্র]ায় চাঁপাকলার মত।

২৯। যবদ্বীপের কলা—যবদ্বীপ (Java) ও তাহার সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জে এক প্রকার আশ্চর্য্য কদলী জন্মে। ইহার এক গাছে একটীমাত্র ফল হয়। [অর্থা]ৎ সমগ্র মোচাটা যেন জমাট বাঁধিয়া একটী মাত্র ফলে পরিণত হয়।

বাহিরে কলা প্রায় দৃষ্ট হয় না; কাণ্ডের ভিতরেই পরিপুষ্ট ও পক্ক হইতে থাকে; সম্পূর্ণ পাকিলে, গাছ ফাটিয়া বাহির হয়। ইহা এত বড় হয় যে, একটী মাত্র কলায় ৪।৫ জনের পূর্ণ আহার হয়। এই কলার বিষয় পূর্ব্বেও একবার কথিত হইয়াছে। উক্ত যবদ্বীপে আর এক প্রকার কলাগাছ আছে। তাহার পাতার উল্টা দিকে খোঁচা মারিলে, মোমের মত পদার্থ নির্গত হয়, তাহাতে বাতি প্রস্তুত হয়।

৩০। ফিলিপাইনে কলা—ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জে (Philipine Islands) উপরি কথিত যবদ্বীপের কদলী অপেক্ষাও একটী বড়কলা এক গাছে উৎপন্ন হয়। ইহা এত ভারি যে, ঠিক চারি জন লোকের বোঝা।

৩১। বেগুণে কলা—এই জাতীয় কলা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপে উৎপন্ন হয়। ইহা দেখিতে ছোট, খাইতে খুব সুমিষ্ট। তত্রত্য বড়লোকেরা ইহা অত্যন্ত ভালবাসে।

৩২। ওরঙ্কো—আমেরিকায় ফ্লোরিডা (Florida) দেশে ওরঙ্কো নামে এক প্রকার কলা হয়, ইহা গাছে পাকিলে ইহার সদ্গন্ধে চতুর্দ্দিক এতই আমোদিত হয় যে, শুধু মানুষে নহে, পশু পক্ষীরাও সেই সুগন্ধে উন্মত্ত হইয়া ছুটিতে থাকে।

কলার প্রয়োগ—কলা কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয়? এই প্রশ্ন করিলেই সর্ব্বাগ্রে স্বভাবতঃই মনে উঠে যে, ইহাকে দিব্য ঘন দুধের সহিত চট্‌কাইয়া উদরস্থাৎ করিতে হয়। বস্তুতঃ ইহা অপেক্ষা পক্ক রম্ভার সদ্ব্যবহার আর কি কল্পনায় আসে না। প্রাণী জগতে যেমন গরু, উদ্ভিদ জগতে তেমনই কলাগাছ। উভয়েই মৃদু প্রকৃতি ও মানুষের চিরসেবক। গরুর যেমন সর্ব্ব অবয়বই মানুষের ব্যবহারে আসে, কলাগাছেরও সেইরূপ। তাই বুঝি কলা ও দুধে এমন মিলন!! কলার থোড়, মোচা, এঁটে, পাতা, খোলা, ডাঁটা, ফল, ফুল, ভিতরকার জল, সকলই উপকারী; কিছুই ফেলিবার নহে। কলার থোড় অতি উত্তম। আমিষ নিরামিষ উভয়েই বেশ মজে। থোড়—অম্ল, হাপানি, মূত্রকৃচ্ছ, এবং বাতপিত্ত ঘটিত সমস্ত রোগে উপকারী। মোচার ঘণ্ট অতীব মধুর খাদ্য, অথচ বড়ই নির্দ্দোষ, সমস্ত রোগেই সুপথ্য। কলার গেঁড়ের (শিকড়ের) রস উপকারী। ইহা পরিষ্কার চিনির সহিত সেবন

করিলে হিক্কা আরোগ্য হয়। ইহার তরকারী করিয়াও খাওয়া যায়।

পরম পিতা পরমেশ্বর দরিদ্রদিগের আহারের নিমিত্ত সোনারূপার থালা কলার গাছে রাখিয়া দিয়াছেন বলা বাহুল্য যে, উহা কলার পাতা। এজন্য হিন্দুশাস্ত্রমতে ঐ পাতা ধাতব অপেক্ষা অধিক পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। হবিষ্যান্ন ভোজন বা যাগ যজ্ঞ পূজাদির উপাদান সংস্থাপন, কদলী পত্রেই করা থাকে।

কলার খোলার ভিতরকার জল বড়ই শৈত্যকর, ইহা মস্তকে মাখিলে মস্তিষ্করোগীর মস্তিষ্কও শীতল হয়। শাস্ত্রোক্ত হিমসাগর তৈলে এই জল বা কদলীমূলের রস আবশ্যক হয়।

কলার মোচার ফুল বা অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র কদলীর রস বহুমূত্র রোগে বিশেষ উপকারী। কবিরাজগণ সচরাচর ইহার রস উক্ত রোগের বটিকা সমূহের অনুপানার্থ ব্যবস্থা করেন। সুপক্ক কলা ও পুরাতন তেঁতুলের শাঁস জল সহ পিত্তের বায়ুপিত্ত জন্য আমাশয় ভাল হয়। দধি, চিনি, সুপরিপক্ক কলা ও পুরাতন তেঁতুলের শাঁস পিষিয়া খাইলে আমাশয় ও গ্রহণীরোগ আরোগ্য হয়। বহুমূত্র রোগের শাস্ত্রোক্ত মুষ্টিযোগ যথা—(১) পাকাকলা একটা, আমলকীর রস এক তোলা, মধু ৪ মাষা, চিনি ৪ মাষা ও দুগ্ধ এক পোয়া,—এই সমুদায় অতি উৎকৃষ্ট মূত্রধারক হইয়া থাকে। (২) পক্ক কদলী ফল, ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ ও কদলীর রস সমভাগে দুগ্ধ সহ সেবনে অতিরিক্ত মূত্রস্রাব নিবারিত হয়। (৩) কচি তালের কন্দের রস, খেজুর মূলের রস ও পাকাকলা দুগ্ধ সহ খাইলে মূত্রস্রাব নিবারিত হয়।

কলা অতি ভোজন জন্য রোগে হকিমেরা মধু, আদা, গঁদের জল খাইতে দিয়া থাকেন। পাকাকলা ও লেবুর রস চট্‌কাইয়া খাইলে কতকটা আম্লরসের মত লাগে। উহা অন্নে রুচিকারক, এবং যাহাদের আমাশয়ের ধাতু ও সর্ব্বদা পেট গরম হয়, তাহাদের বড়ই উপকারী। অতিরিক্ত কলা খাওয়া জন্য অজীর্ণে, আয়ুর্ব্বেদে সৈন্ধব লবণ জলে গুলিয়া খাইবার ব্যবস্থা আছে।

বহুমূত্রের কদলীকন্দ ঘৃতে ও হেমনাথ প্রভৃতি ঔষধে কলার মোচার

প্রয়োজন হয়। কাস, শোথ, গলগণ্ড, কোষবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগীর পক্ষে [illegible] কাঁচ কলা ব্যতীত সমুদায় পাকা কলাই কুপথ্য।

কলা সম্বন্ধে প্রবাদ।—বাঙ্গালীর মধ্যে কদলী সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবাদ আছে। একটী প্রবাদ—কলাগাছে বজ্রাঘাত হইলে, সে বজ্র আর উঠিয়া উপরে যাইতে পারে না। চোরেরা এই বজ্র লইয়া গোপনে, রাত্রিকালে জানালা দিয়া কামারবাড়ী দিয়া আসে। কামারেরা তাহাতে সিঁদকাটি গড়িয়া জানালায় রাখিয়া দেয়। চোর রাত্রে আসিয়া তাহা গোপনে লইয়া যায়। ইহা হইতেই প্রবাদ হইয়াছে যে,—"চোরে কামারে দেখা নাই।"

২য় প্রবাদ—ষষ্ঠী দেবী কদলী বড় ভালবাসেন। যথা,—"ষষ্ঠী, কলা খাবার গোষ্ঠী"

৩য় প্রবাদ—ইহা বৃদ্ধদিগের বড় প্রিয় খাদ্য। দন্ত না থাকিলেও সুপক্ক কোমল কদলী বুড়া বুড়ীরা অনায়াসে খাইতে পারে। যথা,—"কলা [illegible] ধুপ্ ধাপ্, বুড়ী খায় গুপ্ গাপ্।"

ইংরেজদের মধ্যেও এতদ্ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, ইহাই 'বাইবেলোক্ত' নিষিদ্ধ ফল ; (Fruit of forbidden tree) লভ্‌লক্ সাহেব কহেন [illegible] বাইবেলোক্ত 'ডুডোইম্' (Dudoim) ; ফলই কদলী। কেহ কেহ [illegible] ইহাকে নিষিদ্ধ ফল না বলিয়া স্বর্গোদ্যানে মানবের প্রথম প্রধান খাদ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। ফলে যাহাই হউক, ইহার সহিত স্বর্গোদ্যানের সংস্রব আছে বলিয়াই বোধ হয় ইহার নাম Paradisica (Paradise অর্থ স্বর্গ) হইয়াছে।

সখের কলাগাছ ও কলা প্রস্তুত—চারি জাতীয় কলার চারিটী তেউড়, এঁটে সমেত কাটিয়া আনিয়া, গাছ গুলি কাটিয়া ফেলিবে, এবং প্রত্যেক এঁটে হইতে এমন ভাবে ৫০ বার আনা রকম বাদ দিবে যে, ঐ চারিটী একত্র করিলে, যেন একটি পূর্ণ এঁটে হয়। তৎপর ঐ চারিটী একত্র করিয়া, পাট দিয়া উত্তম রূপে জড়াইয়া, তাহার উপর গোরব লেপিয়া দিবে। যে স্থানে ইহা পুঁতিতে হইবে, সেই স্থানে এক হাত গভীর একটি গর্ত্ত করিয়া, তাহার অর্দ্ধাংশ পচা খড়ে পূর্ণ [illegible], তাহার উপর ঐ এঁটেটি বসাইয়া, মাটী দিয়া ঢাকিয়া দিবে। কিছু দিন [illegible] চারা বাহির হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত মোচা বাহির না হয়, ততদিন ইহার [illegible] কোন পাট্ নাই। কেবল, গাছ মরিয়া না যায়, এইরূপ করিতে হইবে। [illegible] যখন দেখিবে যে, মোচা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, অথাৎ "পাত মোচা" [illegible], তখন গাছের অগ্রভাগ শক্ত রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া দিবে। তৎপরে গাছটিতে [illegible] কালে চারি দিক দিয়া চারি জাতীয়া চারিটি মোচা বাহির হইবে। [illegible] ভার রাখিতে পারে, এমন করিয়া মোচার ডাল গুলির নীচে তেকাটা [illegible] দিতে হইবে। নচেৎ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

একটি মর্ত্তমান বা চাঁপা কলার ছোট তেউড়, তলায় বড় ছিদ্র করা একটী [illegible] এমন করিয়া পুঁতিবে যে, তাহার তলদেশে, শিকড়ের নিচে, যেন খুব অল্প [illegible] ৮।১০ অঙ্গুলি মাটি থাকে। যতদিন চারাটি বেশ সতেজ না হয়, ততদিন [illegible] জল দিবে। পরে যখন দেখিবে যে, চারাটি বেশ সতেজ হইয়াছে, তখন [illegible] হাত উচ্চ একটী বাঁশের মাচার উপর তুলিয়া রাখিবে, এবং জল দেওয়া [illegible] করিবে। পরে সমস্ত পাতা ডাঁটা সমেত কাটিয়া ফেলিবে। পাতা আবার [illegible] আবার কাটিয়া দিবে। ওদিকে টবের ছিদ্র দিয়া শিকড় ঝুলিয়া পরিবে। [illegible] এই শিকড় গুলিতে জলের ছিটা দিবে। অবশেষে যৎকালে "পাত মোচা" [illegible] হইবে, তখন তাহার অগ্রভাগ কাটিয়া দিবে। ইহাতে যে মোচা হইবে [illegible] কলা গাছটির মাথার উপর ছত্রাকারে ফুটিয়া ফুলের মত দেখাইবে। যত্ন [illegible] সহকারে করিয়া উঠিতে পারিলে, ইহা দেখিতে অতি সুন্দর হয়। সখের [illegible] বাগানে এই রূপ দুই চারিটি "সখের বস্তু" থাকিলে বেশ হয়। *

ডাক্তার শ্রীজীবন বিহারী সিংহ,
গোঁড় পাড়া। চাকদহ (নদীয়া)।

* দ্রব্যগুণম্, দ্রব্যগুণাভিধানম্, দ্রব্যগুণতত্ত্ব, রাজবল্লভ, রাজনির্ঘণ্ট প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের এবং কয়েক খানি ইংরাজী গ্রন্থের ছায়ামাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক, নিজ অভিজ্ঞতার ফলে এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটী লিখিত হইয়াছে। কেবল মাত্র "দ্রব্যগুণ বারিধি" ও "বিশ্বকোষ" হইতে কিয়ৎ পরিমাণে সার সংগ্রহ ও উদ্ধৃত করা হইয়াছে। লেখক

মর্ম্ম-কথা।

বঙ্গীয় কায়স্থগণ! কত নিদ্রা যাবে আর
সময় কি হয় নাই তোমাদের উঠিবার?
অলসতা পরিহরি একবার আঁখি মেলে
চেয়ে দেখ, কেবা তুমি—জন্ম কোন্ মহাকুলে।
কাহার সন্তান হ'য়ে কিবা পরিচয় দাও,
কি উদ্দেশে আস, কিবা সাধিয়া চলিয়া যাও;
তাই বলি ভ্রাতৃগণ আর নিদ্রা নাহি যাও;
এখন(ও) উঠিয়া সবে চিত্রগুপ্ত নাম লও। (ক)
করযোড়ে নিবেদন তোমাদের শ্রীচরণে
প্রশ্রয় দিও না আর বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণে। (খ)
কায়স্থ-সন্তান হ'য়ে 'শূদ্র' পরিচয় দানে
বিন্দুমাত্র লজ্জা কি হে ভাবনাক' মনে মনে!
তোমরা বলিয়া থাক—'পিতৃ-পিতামহ যাহা
করে নাই, কখনও করিতে নারিব তাহা'—
ভাল, কিন্তু তাঁহাদেরও পিতৃ-পিতামহ ছিল
সে কথা কেন বা তবে বিস্মৃত হ'তেছ বল?
দেখ দেখি আলোচিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিবরণ,
অচিরে হইবে সব সন্দেহের নিরসন।
আর দেখ ভারতের অন্য অন্য প্রদেশের
যতেক কায়স্থ আছে, জিজ্ঞাসিলে তাঁহাদের,
তাঁহারা দিবে না কভু 'শূদ্র' বলি পরিচয়,
অশৌচ তাঁহারা কভু মাসেক নাহিক লয়।

(ক) অর্থাৎ চিত্রগুপ্ত দেবের নাম স্মরণ করিয়া সকলে উপনয়ন গ্রহণ ও শূদ্রাচার বর্জ্জন কর।

(খ) অবশ্য যাঁহারা কায়স্থ-দ্বেষী।

দেখিবে না তাঁহাদের একটী নিরুপবীতী
বাঙ্গালায় তোমরা সেই কায়স্থ, শূদ্রের জাতি!
আর দেখ এ দেশের কাহাকেও জিজ্ঞাসিলে
'ব্রাহ্মণ-কায়স্থ' উচ্চ বর্ণ ই সকলে বলে।
নহেক অলীক ইহা তোমাদের সুবিদিত
সমাজে দ্বিতীয়াসনে কায়স্থই অধিষ্ঠিত।
শাস্ত্রতর্ক ছেড়ে দাও, যদি না কুলায় জ্ঞানে
স্থূলকথা এই গুলি দেখ না বিচারি মনে।
এ সমস্ত দেখে শুনে তবু কি চেতনা নাই।
সবার পাদুকাঘাত কত আর সবে ভাই?
তাই বলি ভ্রাতৃগণ আর নিদ্রা নাহি যাও,
এখনও উঠিয়া সবে চিত্রগুপ্ত নাম লও।
আমাদের স্বজাতীয় সমাজ সেবকগণ
স্বজাতির এ কলঙ্ক করিবারে বিমোচন—
ভাঙ্গিবারে আমাদের সুগভীর মহাঘুম
দিবানিশি করিয়াছেন কতই না পরিশ্রম।
ঈশ্বর করেন্ন যেন তাঁহারা কুশলে রয়,
তাঁদের এ পরিশ্রম সম্পূর্ণ সফল হয়।
আরেক আশ্চর্য্য দেখি, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ
বুঝিয়াও বুঝিবেন না—এটী যেন দৃঢ়পণ।
কায়স্থের গলদেশে দেখিলেই উপবীত,
তাঁহাদের প্রাণ যেন হ'য়ে উঠে চমকিত।
বহুদর্শিতার ফলে কোন কোন মহামতি
দেছেন সচ্ছূদ্র আখ্যা কায়স্থ জাতির প্রতি।
আশ্চর্য্যের কথা এই,—এরূপ শিক্ষিত যাঁরা
কায়স্থ বিদ্বেষভাব তাঁদেরও অন্তর-ভরা।
নিবেদন এই সব ব্রাহ্মণের চরণেতে

ঃ

কায়স্থ বিদ্বেষভাব মুছে ফেলি হৃদি হ'তে
দয়া ক'রে তাঁরা যেন ভেবে দেখে একবার,
বিদ্যার-সাগর যিনি, কি ধারণা ছিল তাঁর।
অনেকে বলেন শুনি, 'ভারতে নাহিক আর
আজিকালি ক্ষত্রবৈশ্য দুই বর্ণ পূর্ব্বকার—'
অর্থাৎ ভারতে এবে লুপ্ত চাতুর্ব্বর্ণ্য রীতি,
(অবশ্য এরূপ স্থলে বৈশ্যরাও শূদ্র জাতি)।
তাঁহাদের এই কথা নিতান্ত অসারময়
যেহেতু গীতার বাক্য কখন অনিত্য নয়। (গ)
তাই বলি ভ্রাতৃগণ আর নিদ্রা নাহি যাও,
এখনও উঠিয়া সবে চিত্রগুপ্ত নাম লও।
আলস্যের স্রোতে গাত্র ভাসায়ে দিও না আর
অবিলম্বে উপবীত ল'য়ে, ত্যজ শূদ্রাচার।
আমাদের ধমনীতে ক্ষাত্ররক্ত প্রবাহিত
ক্ষাত্রোচিত সংস্কারেতে শীঘ্র হও সুদীক্ষিত।
মুছে ফেল হৃদি হ'তে ঘৃণিত শূদ্রত্ব-বাদ,
পালহ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ঘুচে যাবে অপবাদ।
দেখুক সকলে, শূদ্র নহেক কায়স্থ জাতি
জাগিয়া উঠুক বঙ্গে পুনঃ চাতুর্ব্বর্ণ্য রীতি।
সাধু যার ইচ্ছা তারে ঈশ্বর সদয় হয়
এই কথা যদা যেন তোমাদের মনে রয় ॥

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সিংহ বর্ম্মা।

(গ) গীতায় উক্ত—'চাতুর্ব্বর্ণ্যময়া সৃষ্ট গুণ-কর্ম্ম বিভাগশঃ' এই যে ভগবদ্বাক্য, ইহা কোন এক নির্দ্দিষ্ট কালের বা যুগের জন্য নয় যে, আগে ছিল, আজি কালি আর নাই।

প্রভাতের চন্দ্র

কেন ওহে নিশানাথ বিষণ্ণ আননে
একাকী বসিয়া আছ অনন্ত গগনে,
অশান্ত ব্যাকুল প্রাণে
চাহি' ধরিত্রীর পানে
কি চিন্তা উদিছে হৃদে হতাশের প্রায়,
বল না বল না শশি! বল না আমায়। ১ ॥

সুনীল অম্বরপরে আনন্দে ভ্রমিয়ে
এখন কাঁদিছ দুঃখে কিসের লাগিয়ে,
পক্ষীকুল অবিশ্রান্ত
অম্বর ভ্রমণে ক্লান্ত,
নিজ নিজ ধামে গেছে বিশ্রাম আশায়,
একাকী এ শূন্য-পথে ফেলিয়া তোমায়। ২ ॥

তোমার বিষাদ-মূর্ত্তি হে নিশাভূষণ
বিদরে হৃদয় মন করি বিলোকন,
অর্দ্ধ-তনু জ্যোতিঃহীন
ক্রমে তাও হ'বে লীন,
প্রবল তপন দেব উদি' ধীরে ধীরে
হরিবে সে আভা তব উদয়ে অচিরে। ৩ ॥

কোথা সে মাধুরী তব রজনী-জীবন
কোথায় লাবণ্য আর নবীন কিরণ
অমিয়-পূরিত শোভা
কুমুদিনী-মনোলোভা
যাহাতে প্রফুল্ল হয় বিশ্ব চরাচর
সে বিমল জ্যোতিঃ এবে কোথা শশধর। ৪ ॥

বিগত এখন তব নির্ম্মল প্রভাব,
ঘাত প্রতিঘাত যেনো বিশ্বের স্বভাব—
সুখ দুঃখ অবিরত
ঘুরিছে চক্রের মত,
তাই বলি নিশানাথ হ'য়ো না দুঃখিত
লভিবে প্রভাব পুনঃ যেমন অতীত। ৫ ॥

আবার আসিবে রাত্রি অসিত বসনে
হাসিবে জগৎ পুনঃ তব আগমনে,
আবার নবীন বাসে
উদিয়া তোমার পাশে
তারাকুল পুনরায় হাঁসিবে শোভায়
বিরাজিত তব সহ নবীন আভায়। ৬ ॥

সুদিন উদয় হবে হাসিবে আবার
মৃদু জ্যোতিঃ তারাকুল সহ পুনর্ব্বার,
তব আগমন জানি'
হাসিবে প্রকৃতি-রাণী
হাসিবে কুমুদ পুনঃ হেরিয়া তোমায়—
তা' সবা' হাসিবে ও গো আমার হৃদয়। ৭ ॥

শ্রীমুরারিমোহন করবর্ম্মা,
"সারস্বতাশ্রম"
চন্দননগর (হুগলি)।

উপবীত মাহাত্ম্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

...ন্নাথ দেবের বর্ত্তমান মন্দির মহারাজ অনিলঙ্গ ভীমের সময়ে নির্ম্মিত হয়। ...হইতে এক মাইল উত্তরে যে উচ্চ ভূমিখণ্ডোপরি উক্ত মন্দির অবস্থিত ...নীলাচল নামে বিখ্যাত। মন্দিরের চারিদিক ২০ ফুট উচ্চ ...দ্বারা বেষ্টিত। প্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রাচীর চূড়া হইতে এরূপ ভাবে ...শ্রেণী সজ্জিত যে, যে সময়ে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই সময়ের ...ত কোন অস্ত্রদ্বারা ইহা সহজে ধ্বংস করিবার উপায় ছিল না। উক্ত প্রাচীর ...ফুট দীর্ঘ ও ৩৩০ ফুট বিস্তৃত। উহার ভিতর ১২০টী ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর ...বৃহৎ মন্দির আছে। উহার মধ্যে জগন্নাথ দেবের মন্দিরই সর্ব্বপ্রধান। ...মন্দিরের চূড়া ১৯২ ফুট উচ্চ, বিষ্ণুচক্র ও সুদৃশ ধ্বজা দ্বারা পরিশোভিত,—...আবার বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ও রক্তবর্ণ ধ্বজা উহার চারিদিকে উড্ডিন করায় ...র সৌন্দর্য্য আরও মনোহর হইয়া থাকে।

...পুরাণে দৃষ্ট হয়, অতি পূর্ব্বকালে ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং নীলাচলে ...া বিরাজ করিতেন। তখন ঐ সকল স্থান জঙ্গলময় ছিল, তদ্বাসী অসভ্য ...রা ভগবানের কৃপায় তাঁহার লীলা প্রত্যক্ষ করিত। তন্নিকটবর্ত্তী রোহিণী ...বর নামে যে পবিত্র প্রস্রবণ ছিল, তথায় স্নান করিলে লোকে ...বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইত,—মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন এই সংবাদ পাইয়া অবন্তী ...হইতে তথায় গমন করেন এবং বহুদেশ অতিক্রম করিয়া একাম্র-কানন ...ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হন ও তথায় লিঙ্গরূপী মহেশ্বরকে দর্শনাদি করিয়া ...নীলাচলের দিকে অগ্রসর হন। ইতি মধ্যে নীলাচলে ঘোর ব্যত্যা ও ভূমিকম্প ...পস্থিত হয়, তাহাতে সেই পবিত্র রোহিণী সরোবর বিলুপ্ত ও ভগবান অদৃশ্য হন; ...তাহার পর মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তথায় আসিয়া স্বপ্নাদেশানুসারে শ্বেতদ্বীপ হইতে ...দেবপ্রেরিত নিম্বকাষ্ঠত্রয় লইয়া জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ...করেন। কিন্তু সেই মূর্ত্তিগুলি বর্ত্তমান বিগ্রহত্রয়ের ন্যায় হস্তপদাদি-শূন্য ছিল না। ...কারণে যে বর্ত্তমান বিগ্রহত্রয়ের হস্তপদাদির অভাব হইয়াছে, তাহার কোন ...বিশ্বাসযোগ্য ইতিবৃত্ত আমরা দিতে অক্ষম।

এই পুরীধামে শ্বেত সরোবর, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, মার্কণ্ডেয় সরোবর, [illegible] মার্ল্লি সরোবর ও চন্দন সরোবর প্রভৃতি পুণ্যতোয়া সরোবর আছে।

এখানে প্রথমতঃ হিন্দুরাজগণ উপনিবেশ স্থাপন করেন। ক্রমে [illegible] ও মুসলমানগণ রাজত্ব করেন। ৪৭৪ সালে কেশরী-বংশীয় যযাতি কে[illegible] মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া লুকাইত জগন্নাথ দেবকে উদ্ধার করে[illegible] মহাসমারোহে উঁহাকে পুরীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। কেশরী [illegible] পর গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণ উড়িষ্যায় প্রতিষ্ঠালাভ করেন; এই গঙ্গাবংশী[illegible] ভূপতি অনিলঙ্গ ভীম বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় বি[illegible] স্থাপিত করেন। তাহার পর, উড়িষ্যা মুসলমানদের হস্তে পতিত [illegible] ১৭৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যা প্রদেশ মহারাষ্ট্রদি[illegible] শাসনাধীন ছিল, তৎপরে ইহা ইংরাজ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

জগন্নাথ দেবের মন্দির চারিটী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। প্রথম ভোগমন্দির, দ্বি[illegible] নাটমন্দির, তৃতীয় প্রকোষ্ঠের নাম জগমোহন—এই স্থান হইতে সমাগত যাত্রী[illegible] জগন্নাথাদি মূর্ত্তিত্রয় দর্শন করিয়া থাকেন। চতুর্থ, বড় দেউল—তা[illegible] শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব, বলভদ্রদেব ও ভদ্রাদেবীর সহিত সমাসীন আছেন। জগন্না[illegible] দেবের প্রতিদিন চারিবার করিয়া নিয়মিত ভোগ হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির প্রাঙ্গনের চারিটী মাত্র দ্বার, তন্মধ্যে [illegible] পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দ্বার অধিকতর সমৃদ্ধিসম্পন্ন। দক্ষিণদ্বারে প্রকাণ্ড এক [illegible] প্রস্তরময় হনুমানের মূর্ত্তি। পূর্ব্বদ্বারকে সিংহদ্বার বলে। এই সিংহদ্বারের সম্মু[illegible] একখানি কৃষ্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত এক অপূর্ব্ব স্তম্ভ আছে। উহার শিরোদেশে [illegible] খোদিত-অরুণদেবের মূর্ত্তি বিরাজিত, তজ্জন্য ঐ স্তম্ভকে অরুণ-স্তম্ভ বলে। কথি[illegible] আছে এই স্তম্ভটী কনারকের কৃষ্ণমন্দির (*Black pagoda*) হইতে আনি[illegible] এখানে প্রথিত করা হইয়াছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই পুরীতে নানাপর্ব্বে সমারোহ হইয়া থাকে তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য :—চন্দনযাত্রা, স্নানযাত্রা, জন্মাষ্টমী, অভিষেক যাত্রা, মকরসংক্রান্তি, দোলযাত্রা, রামনবমী, দমনকভঞ্জিকোৎসব, রুক্মিণীহরণ, শয়ন, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও উত্থান একাদশী, ঝুলনযাত্রা, কালীয়দমন এবং বামন জন্মোৎসব এই পর্ব্বগুলি মধ্যে রথ যাত্রাই সর্ব্ব প্রধান। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথ

[illegible]র্ঘ ও উহার সম আয়তন প্রস্থ এবং ৪৫ ফুট উচ্চ। উহাতে ৭ ফুট [illegible] ১৬ খানা চক্র থাকে। বলরাম ও সুভদ্রাদেবীর রথদ্বয় অপেক্ষাকৃত [illegible] মন্দির হইতে এক মাইল দূরবর্ত্তী উদ্যান-গৃহ নামক মন্দির পর্য্যন্ত ঐ [illegible] গমন করিয়া থাকে।

[illegible] অবতার চৈতন্যদেব শেষ অবস্থায় নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন। [illegible] পরিহিত কন্থাদি আজও মিশ্র-ভবনে রক্ষিত হইতেছে। এখানে [illegible]ঃ হরিদাসের সমাধি এবং গদাধরের প্রতিষ্ঠিত কোটা গোপীনাথ [illegible] অবস্থিত আছেন। কথিত আছে, এই মন্দির হইতেই শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] হয়। সম্মুখে সেই বিশাল-বপু বঙ্গ সাগরের সৈকত ভূমি অপর দিকে [illegible] বপুঃ আবরিত করিয়া চটক পাহাড় লুক্কায়িত আছে; অদূরে [illegible] সাগর-তরঙ্গ কি এক মহান্ স্বরে ভৈরব হুঙ্কার তুলিতেছে, দূরাগত-[illegible]রোল সাগর-বক্ষ চুম্বন করিয়া কোটা গোপীনাথ-আশ্রমের ক্রমাবলীর [illegible] একতানে ব্রহ্মাণ্ডপতির অনন্ত গুণগান করিতেছে। এ হেন [illegible] সাধকপ্রবর, ভক্তির অবতার চৈতন্যদেবের হৃদয় কেন বিগলিত হইবে [illegible] তাই তিনি ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে অনন্তে লয় পাইবার জন্য অনন্তের [illegible] অনন্তকালের জন্য বিলীন হইয়া গিয়াছিলেন।

[illegible] এখানে আমাদের দেশীয় অনেক বন্ধু বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং [illegible] আদর অভ্যর্থনায় বড়ই প্রীত হইয়াছিলাম। তাহাদিগের মধ্যে জনৈক [illegible] আদরের কথা ভুলিবার নহে। তিনি আমাদের বাসাদি স্থির [illegible] দিতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। আত্মীয়টী রেলের একটী [illegible]চারী; তিনি আমাদের আহার করাইতে বড়ই চেষ্টা করেন। [illegible] তাঁহার বাসায় গিয়াছিলাম কিন্তু শরীর অসুস্থ থাকায় তাঁহার সে দিনের [illegible]রোধ পূর্ণ করিতে পারি নাই তজ্জন্য তিনি সেদিন বড়ই দুঃখ প্রকাশ [illegible]রেন; পুরী পরিত্যাগ করিবার দিন আহার করিয়া যাইব স্বীকার [illegible]লাম। পুরী পরিত্যাগের দিন সন্ধ্যার কিছু পরে আত্মীয়-প্রবরের বাসায় [illegible] উপস্থিত হইলাম। আমরা যাইবামাত্র আত্মীয়প্রবরের মুখমণ্ডল যেন শুষ্ক [illegible] গেল। একটু বিশ্রামের পর তিনি বলিলেন—"বড়ই দুঃখের বিষয় [illegible] আচ্ বহিয়া গিয়াছে। আপনাদের জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া

দেওয়া হউক।" তাহাকে বহু অসুবিধায় রহিতে হইবে বিবেচনায় বলি এজন্য আপনার দুঃখিত হইবার দরকার নাই আমরা ষ্টেসনে যাইতেছি সেখানে জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া লইব' এবং তাড়াতাড়ি আত্মীয় প্রবরের আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম কিন্তু তথায় আহারের কিছু মিলিল না। রাত্রি অনুমান ২টায় গাড়ী ছাড়িল এবং প্রাতঃকালে পৌছিলাম। তথায় প্রাতঃকৃত সমাপন করার পরই South Eastern C Line এর গাড়ী উপস্থিত হইলে আমরা সেই গাড়ীতে আরোহণ করি মাতুল মহাশয় সেই রাত্রেই গৃহে যাত্রা করিয়াছিলেন। আমাদের ট্রেণ দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিল। আমরা যতই দক্ষিণদিকে গমন করি লাগিলাম সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগি কয়েকটী ষ্টেসন অতিক্রম করিবার পরই দক্ষিণদিকে পর্ব্বতমালা দৃষ্ট হ লাগিল। রামধনুর ন্যায় ক্রমাগত এক পাহাড়ের পর অন্য পাহাড় তা পর আর একটী, এই প্রকারে অনন্ত পাহাড়শ্রেণী দৃষ্ট হইতে লাগিল। বুঝিতে পারিলাম ইহাই পূর্ব্বঘাট গিরিশ্রেণীর সূত্রপাত। সে বড় রমণীয় ক্রমে আমরা উড়িষ্যার সীমা অতিক্রম করিয়া সরকার প্রদেশে উপস্থিত হইলা একদিকে ঘাটগিরির অনন্ত বিস্তৃত অবয়ব অন্য দিকে বিপুল চিল্কা হ্রদ, কখন আবার চিল্কা হ্রদ হইতে যেন প্রকৃতির এই সুন্দর মূর্ত্তি অবলো করিবার ইচ্ছায় এক একটী পাহাড় উত্থিত হইয়া ধীরভাবে চতুর্দি নিরীক্ষণ করিতেছে। এই অনুপম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে প্রায় ১২টার সময় আমরা রম্ভা ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। এই ষ্টেস চিল্কা হ্রদের ঠিক উপরে অবস্থিত। বামদিকে চিল্কা হ্রদ ও দক্ষিণদিকে রমণ বৎ সুন্দর পাহাড়শ্রেণী। এই সকল ষ্টেসনে মাদ্রাজী কর্ম্মচারীই অধি বাঙ্গালী কর্ম্মচারী বড় দেখা গেল না। অধিবাসীদের ভাষা টেলে বাঙ্গালা কথা সে স্থানের লোক বুঝিতে পারে না। কাজেই ষ্টেসনে আম ইংরাজীভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই স্থানটী সাধারণ একটী গ্রাম অধিবাসীদের সাধারণতঃ বড়ই দরিদ্র বলিয়া বোধ হইল। ষ্টেসন হইতে প্রা ১॥ মাইল দূরে বাজার। বাজারটী সামান্য আকারের। বাজারের পার্শ্বে খালিকোটার রাজার এক প্রাসাদ (Palace) আছে। প্রাসাদটী বড়ই পারম

পারিজয়, ঠিক চিল্কা হ্রদের পার্শ্বে অবস্থিত; প্রাসাদের সম্মুখ ভাগ হইতে চিল্কা হ্রদ পর্য্যন্ত সুপ্রশস্ত সোপান শ্রেণী। রাজবংশের কেহই তখন সেই প্রাসাদে ছিলেন না। আমরা তথাকার প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট প্রাসাদ দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি আমাদের পরিচয় আদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং প্রাসাদ দেখিবার অনুমতি দিলেন। একজন ভৃত্য সমভিব্যাহারে আমরা প্রাসাদের সমস্ত দর্শনীয় পদার্থ দেখিলাম। প্রাসাদের মধ্যে দেখিবার উপযুক্ত অনেক পদার্থ আছে। এই সৌধের ঠিক সম্মুখ ভাগে চিল্কা হ্রদ হইতে একটি উচ্চ গিরি-শৃঙ্গ উত্থিত হইয়া প্রকৃতির শোভা আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। শৃঙ্গটি দেখিয়া মনে হয় যেন উহা সেই রমণীয় সৌধের বিপুল শোভা দর্শন-লালসায় সুবিস্তৃত চিল্কা হ্রদ হইতে উত্থিত হইয়া নিশ্চল ভাবে দণ্ডায়মান আছে।

পূর্ব্ব দিবসে অন্নাহারের বন্দোবস্ত না হওয়ায় জঠর অগ্নি রাত্রি হইতেই প্রবল হইয়াছিল। যখন আমরা রম্ভা ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম তখন বেলা ১২টা। সে সময়ের উদরের অবস্থার কথা বর্ণনা অপেক্ষা অনুমান করা ভাল। সেখানকার সাধারণ লোক বাঙ্গালা কথা একেবারে বুঝে না। আমরা ষ্টেসনের একটী কর্ম্মচারীর নিকট আহারের স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। লোকটী মান্দ্রাজী এবং অতি ভদ্রলোক। তিনি একটী চাকর ডাকিয়া আমাদিগকে বলিলেন—"এই লোকটী আপনাদের আহারের ব্যাবস্থা করিয়া দিবে। চাকরটী জাতিতে ক্ষৌরকার. ও কলিকাতায় চাকুরী করিত, বেশ বাঙ্গালা বলিতে পারে। সে আমাদিগকে বলিল—"এখানে হোটেল নাই আপনারা নিজে পাক করিয়া খাইবেন না কোন ব্রাহ্মণবাড়ীতে পাকের বন্দোবস্ত করিয়া দিব।" তখন বেলা প্রায় ১টা। আমরা ব্রাহ্মণবাড়ীতে আহার করাই সঙ্গত মনে করিলাম। এখানে মৎস্য অত্যন্ত সস্তা, চারি পাঁচ পয়সায় ১০৫ সিক্কার ওজনের এক সের মৎস্য পাওয়া যায়। আমরা নিকটস্থ একটী ইন্দারায় স্নানাদি শেষ করিলাম। কারণ চিল্কাহ্রদে স্নান করিলে অত্যন্ত গা চুলকায়। স্নান করিয়া একটু বিশ্রামের পরই আমাদের আহার করিবার ডাক পড়িল। নিজের গরজে তাড়াতাড়ি আহার করিতে গেলাম। দেখিলাম শালপত্রে আমাদের অন্ন দিয়াছে নিজেদের নিকট যে পানপাত্র ছিল তাহাতে আমরা

পানীয় জল খাইলাম। মাছ ভাজা, মাংসের ঝোল ও মাছের টক পাক হইয়াছে। মাছ ভাজা দিয়া কয়েক গ্রাস অন্ন গ্রহণ করার পর মৎস্যের ঝোল সংযোগে অন্ন মুখে দেওয়া মাত্রই আমাদের চক্ষু স্থির। মৎস্যে এত অধিক পেঁয়াজ ও রসুন দেওয়া হইয়াছে যে তখন বহুকষ্টে বিবিমিসার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিলাম। পূর্ব্বরাত্রে আহার হয় নাই বেলাও এখন ২টার অধিক, কি করা যায় চিন্তা করিতেছি। এমন সময় ভগবানের ইচ্ছায় কয়েকজন গোপরমণী গব্যদুগ্ধ বিক্রয় করিবার উদ্দেশে আমাদের গৃহদ্বারে উপস্থিত। দুগ্ধও অতি সস্তা। আমরা ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া কিছু দুগ্ধ ক্রয় করিলাম। তখন আর এক নূতন বিড়ম্বনা উপস্থিত। শালপাতায় রাখিয়া কি প্রকারে দুগ্ধ পান করিব। ঠাকুরাণীরাও কোন প্রকারে দুগ্ধ পান করিবার পাত্র দিবেন না। বাঙ্গালী উপবীতহীন ব্যক্তিদের তাহারা কোন প্রকারে নিজেদের ব্যবহার পাত্রাদি ব্যবহার করিতে দেন না। অনেক বাকবিতণ্ডার পর যখন আমার সহোদর নিজের পৈতা বাহির করিয়া তাঁহাদের দেখাইলেন তখন তাঁহারা আমাদের দুগ্ধ পানের পাত্র দিতে সম্মত হইলেন আমরাও সেই উপবীতে নিজের দুগ্ধান্ন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলাম।

উপবীতহীন ব্যক্তি বাঙ্গালার বাহিরে যে কিরূপ হেয়, তাহা মৎবর্ণিত ভ্রমণ কাহিনী হইতেই পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীরতিনাথ মজুমদার।

মনই মনুষ্যের বন্ধন ও মুক্তির কারণ।

নিত্য এবং অনিত্য বস্তু বিচার দ্বারা, নিত্য বস্তু নিশ্চিত হইলে, অনিত্য সংসারের সমস্ত সঙ্কল্প ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই সঙ্কল্প ক্ষয়ের নামই মোক্ষ।

সঙ্কল্প ও বিকল্প, এই দুইটী মনের ধর্ম্ম। মন স্বভাবতঃই অতিশয় চঞ্চল। চঞ্চল মনকে একাগ্র করিতে না পারিলে মোক্ষ লাভ হয় না।

মনের চঞ্চলতা বিদূরিত হইলে অর্থাৎ মনের একাগ্রতা জন্মিলে, সেই মনের

ব্যক্তিগণ মৃত বলিয়া থাকেন। সেই মৃত মনই তপস্যার প্রভাবে মোক্ষরূপ হইয়াই যোগবাশিষ্ঠ ও অপরাপর শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

বাস্তবিক, মনই মানবের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ হয়; যেহেতু মন বিষয়াসক্ত হইলেই বন্ধনের হেতু হয়; এবং বিষয়াদিতে বৈরাগ্য জন্মিলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

"চিত্তে চ নিশ্চলীভূতে যস্মান্মোক্ষঃ প্রজায়তে।
তস্মান্মোক্ষং স্থিরীকুর্য্যাদৌদাসীন্য পরায়ণঃ॥
চতুর্ব্বিধা মনোহবস্থা বিজ্ঞাতব্যা মনীষিভিঃ।
বিক্ষিপ্তঞ্চ গতায়াতং সুশ্লিষ্টঞ্চ সুলীনকং॥"

অমলস্ক গীতা। ৬২।৬৩ শ্লোক

অর্থ—জীবের অন্তঃকরণ যে সময়ে দৃঢ়তর উদাসীনভাব ধারণ করিয়া নিশ্চলাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সে সময়ে মোক্ষের আবির্ভাব ঘটে; অতএব মোক্ষের অবধারণ করা কর্ত্তব্য। মনোবিজ্ঞানদর্শী পণ্ডিতগণ বিক্ষিপ্ত, গতায়াত, সুশ্লিষ্ট ও সুলীনক—মনের এই চতুর্ব্বিধ অবস্থার বিষয় বর্ণন করেন।

বিজ্ঞগণ বুঝিতে পারেন যে, চিত্তের একাগ্রতা হইলেই মানবের জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় এবং সেই জ্ঞান হইতেই মুক্তি হইয়া থাকে। অতএব কি প্রকারে জীবগণ মুক্ত হইতে পারে এবং কি উপায়েই বা পরাৎপর পরমেশ্বরের ধ্যান করা যায়, সেই সকল উপায় যথাবিধি সদ্‌গুরুর নিকট উপদিষ্ট হইবে।

"যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধ"—এই পাতঞ্জল-সূত্রের ব্যাখ্যায়, ভাষ্যকার বলিয়াছেন, চিত্তের পাঁচটী অবস্থা; যথা—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও সমাধি। ক্ষিপ্তাবস্থা রজোগুণের কার্য্য। মূঢ়াবস্থা তমোগুণের কার্য্য। বিক্ষিপ্ত অবস্থা সত্ত্বগুণের কার্য্য। এই তিন অবস্থাই মুক্তির বিরোধী। অবশিষ্ট দুই অবস্থায় চিত্ত নিশ্চল ও দৃঢ় হয়। সুতরাং তাহাই মুক্তির কারণ।

"বিক্ষিপ্তঞ্চ গতায়াতং বিকল্পং বিষয়গ্রহং।
সুশ্লিষ্টঞ্চ সুলীনঞ্চ বিকল্পং বিষয়াপহং॥ অমলস্ক গীতা, ৬৫ শ্লোক।

অর্থাৎ—উক্ত অবস্থা কয়েকটীর মধ্যে বিক্ষিপ্ত ও গতায়াত, এই দুইটি অবস্থা বিষয়গ্রাহী, এই নিমিত্ত সংসারাসক্তির কারণ এবং সুশ্লিষ্ট ও সুলীন; এই দুইটী অবস্থা বিষয় বিঘাতী, এই জন্য বৈরাগ্য উপস্থিত করে।

সংসারে আসক্তি ত্যাগ হইলেই বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং সেই বৈরাগ্য সাধন চতুষ্টয় দ্বারা পরিপক্কতা লাভ করিলেই মোক্ষ সংঘটন হয় ;—অর্থাৎ সংসারে আত্যন্তিক বিরক্তির নাম মুক্তি। সাংসারিক ভোগাভিলাষ পূর্ণ না হইলে নিবৃত্তি হয় না। ভোগাভিলাষ পূর্ণ হইলেই সাংসারিক সুখদুঃখের নিবৃত্তি হইয়া সংসার কার্য্যে বৈরাগ্য, অর্থাৎ [illegible] বিরক্তি জন্মিয়া থাকে। চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলেই সাংসারিক সুখ-দুঃখোপভোগের কারণ স্বরূপ ইন্দ্রিয়গণের বহির্ম্মুখতার নিবৃত্তি হইয়া যায়। এরূপ নিবৃত্তি হওয়ার নামই মুক্তি। ইন্দ্রিয়গণের বহির্ম্মুখতার [illegible] সংসারে যে প্রবৃত্তি, তাহারই নাম বন্ধন। সেই বন্ধনের কারণ "কর্ম্ম" [illegible] উল্লিখিত হয়। কর্ম্ম কি ?—এরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইলে শাস্ত্রকারগণ কহেন—

"কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাহঙ্কারস্বরূপবন্ধনং জন্মাদিকর্থনিত্যনৈমিত্তিক যাগাদি ব্রতত [illegible] পোদানেষু ফলানুসন্ধানং যৎ তৎ কর্ম্ম।"

নিরালম্বোপনিষৎ।

অর্থাৎ—আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, এরূপ অহঙ্কার স্বরূপ যে বন্ধন, তাহা [illegible] কারণ এবং জন্মমৃত্যুর কারণ, নিত্য-নৈমিত্তিক যাগ, ব্রত, তপস্যা, দান ইত্যাদিতে [illegible] যে ফলের অনুসন্ধান,—তাহারই নাম—কর্ম্ম ; অর্থাৎ কর্ম্মই বন্ধনের প্রতিকারণ [illegible] কর্ম্ম নানাপ্রকার ; এজন্য বন্ধনও নানাপ্রকার। এই নানাপ্রকার বন্ধনে বন্দী হইয়া জীব আপনাকে অতিশয় ক্লিষ্ট বলিয়া মনে করে এবং তজ্জন্য দুঃখ ভোগ করে। [illegible] সাংখ্যাচার্য্যেরা এইরূপ দুঃখ-ভোগ করাকেই "হেয়" শব্দে উল্লেখ করিয়া থাকেন। "হেয়" কি ?—

"ত্রিবিধং দুঃখং হেয়ম্।"

সাংখ্যদর্শন।

ত্রিবিধ দুঃখ কি কি ?—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক। এই তিন প্রকার দুঃখের নাম—'হেয়'।

"প্রকৃতিপুরুষসংযোগেন চাবিবেকো হেয় হেতুঃ।"

সাংখ্যদর্শন।

প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ দ্বারা যে [illegible] জন্মে তাহাই "হেয়" হেতু। অর্থাৎ—প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ হইলে যে অবিবেক অর্থাৎ বিষয়-জ্ঞান জন্মে, তাহাই ত্রিবিধ দুঃখের প্রতিকারণ।

"তদত্যন্তনিবৃত্তির্হানম্।"

সাংখ্যদর্শন।

[illegible] অত্যন্ত নিবৃত্তিকে "হান" বলে অর্থাৎ মুক্তি বলে। সেই আত্যন্তিক [illegible] বা মুক্তির উপায় কি ?

"বিবেক-খ্যাতিস্তু হানোপায়ঃ।"

সাংখ্যদর্শন।

[illegible] খ্যাতিই হানোপায়—অর্থাৎ বিবেকই মুক্তির উপায় ; যেহেতু [illegible] পুরুষের সংযোগে অবিবেক উপস্থিত হইয়া দুঃখোৎপাদন করে এবং [illegible] পুরুষের বিয়োগে দুঃখের নিবৃত্তি হয়। প্রকৃতি-পুরুষের বিয়োগ বা পার্থক্য [illegible] দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেই বিবেকেই হানোপায় বলে—অর্থাৎ বিবেক-[illegible] দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইয়া মুক্তিপদ প্রাপ্তি হয়। যথা—

'প্রধানা বিবেকাদন্যাবিবেকস্য তদ্ধানে হানং।'

সাংখ্যদর্শন, ১ অঃ।

[illegible] প্রকৃতি-পুরুষের অবিবেকই বন্ধনের হেতু এবং প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকই [illegible] কারণ। দেহাদির অভিমান বর্ত্তমান থাকিতে মোক্ষ হইতে পারে না। [illegible] পুরুষাগত প্রকৃতির অবিবেকরূপ কারণ বশতঃই বুদ্ধি প্রভৃতির অবিবেক [illegible]; এজন্য যাহাতে পুরুষের বিবেক উৎপন্ন হয়, এরূপ কার্য্যানুষ্ঠানের [illegible] প্রয়োজন।

'বিবেক-চূড়ামণি' গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, সম্যক্ তত্ত্বদর্শন হইতে আবরণ [illegible] নিবৃত্তি হয়, আবরণ নিবৃত্তি হইতে মিথ্যাজ্ঞান নাশ হয় এবং মিথ্যাজ্ঞান নাশ [illegible] হইতে বিক্ষেপজনিত দুঃখের নিবৃত্তি হয়। রজ্জু-স্বরূপ জ্ঞান হইতে আবরণ, [illegible] বিক্ষেপ এবং মিথ্যাজ্ঞান এতৎত্রয় সম্যক্‌রূপ দৃষ্ট হয় ; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি [illegible] বন্ধনবিমুক্তির নিমিত্ত প্রকৃতির সহিত পরমপুরুষকে অবগত হইবেন। (বিবেক-চূড়ামণি—৩৪৯।৩৫০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

"ন প্রমাদাদনর্থোঽন্যো জ্ঞানিনঃ স্ব স্বরূপতঃ।
ততো মোহস্ততোঽহংধীস্ততো বন্ধস্ততো ব্যথা॥"

বিবেক-চূড়ামণি—৩২৪ শ্লোক

[illegible] ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির স্বকীয় ব্রহ্মভাবে যে অনবধানতা তাহা অপেক্ষা অনিষ্টকর

আর কিছুই নাই। কারণ, অনবধানতা হইতে মোহ, মোহ হইতে
অহং-বুদ্ধি হইতে বন্ধন এবং বন্ধন হইতে দুঃখ উপস্থিত হয়।

"কো বন্ধঃ ?"—(মণিরত্নমালা)।

অর্থাৎ—বন্ধন কাহাকে বলে ?

'নিরালম্বোপনিষৎ' হইতে উক্ত প্রশ্নের একটি সুন্দর উত্তর পা
তাহা এই :—

"পিতৃমাতৃসহোদরাপত্য-গৃহারামাদি ক্ষেত্রাদি সংসারাবরণসংকল্পো
কামাদিসংকল্পেকর্ত্তৃত্বাদ্যহঙ্কারশঙ্কালজ্জাভয় গুণসংশয়াদি সংকল্পো দেবম
নানাযজ্ঞব্রতদান নানাকর্ম্মসংকল্পো যমনিয়মঙ্গাদ্যষ্টাভ্য যোগাভ্যাস
সংকল্পমাত্রং বন্ধঃ।"

নিরালম্বো

অর্থাৎ—পিতা, মাতা, ভ্রাতা, সন্তান ও গৃহ, উপবন, ক্ষেত্র, বি
সংসারাবরণের সংকল্প, তাহাই বন্ধন এবং কর্ত্তৃত্বাদি অহঙ্কার, শঙ্কা,
গুণসংশয় প্রভৃতিকে কামাদিসংকল্প কহা যায় ; এবং দেবতা মনুষ্যাদির
ও ব্রত দানাদি কর্ম্মসংকল্প বলিয়া কথিত হয় ; এবং অষ্টাঙ্গ-যোগ সা
যোগাভ্যাস-সংকল্প। এই সমস্ত সংকল্পকে 'বন্ধন' বলা যায়।

মণিরত্ন-মালায় লিখিত আছে—

"বন্ধো হি কো ?—যো বিষয়ানুরাগঃ।
কোবা বিমুক্তি ?—বিষয়ে বিরক্তি ॥"

ইহার অর্থ এই যে,—বন্ধন কাহাকে কহে ?

উত্তর :—বিষয়-ভোগে মনের যে অনুরাগ তাহার নাম বন্ধন।

মুক্তি কাহাকে বলে ?

উত্তর :—বিষয়-বাসনা-রহিত বা বিষয়ে বিরক্তির নাম মুক্তি।

যোগাঙ্গীভূত কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা পাপাদির পরিক্ষয় হইলে জ্ঞানের
হইয়া বিবেক জন্মে। বিবেকদ্বারা মোহ-পাশ ছিন্ন হইয়া যায়;
হইলেই পরিমুক্ত হওয়া হইল। কপট-বৈরাগ্যদ্বারা পাশ ছিন্ন
বাক্যাড়ম্বরদ্বারাও হয় না এবং বলপূর্ব্বকও হয় না ; কেবল সাধনাদ্বা
লাভ হয়। সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন ব্যক্তিই যোগাভ্যাসে রত হইলে

য়। সেই পাশ অর্থাৎ বন্ধন, এক প্রকার নহে। সংসারে
বন্ধন আছে ; তন্মধ্যে আট প্রকার বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়। সেই দৃঢ়
ম 'অষ্টপাশ' বলে। অষ্টপাশের বিষয় বারান্তরে বলা যাইবে।

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ময়ী ঘোষ

মহারাজ গিরিজানাথ *

[শোক-সভায় পঠিত]

(সংক্ষিপ্ত পরিচয়)

ই পৌষ রবিবার অমাবস্যার রাত্রিশেষে মহারাজ সার গরিজানাথ রায়
কে,সি,আই,ই, নিত্য-ধামে গমন করিয়াছেন। বাঙ্গালার একটী অত্যুজ্জ্বল
সমাজের স্তম্ভস্বরূপ কায়স্থ-সমাজের আদর্শ-মহাপুরুষ আমাদিগকে শোক-
াইয়া চিরদিনের জন্য প্রস্থান করয়াছেন, তাঁহার সহিত কায়স্থ-
সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের তিরোধান ঘটিয়াছে, তাঁহার সহিত বঙ্গের হিন্দু-
অভিজাতগণের মধ্যে আদর্শ-মুকুটমণি খসিয়া পড়িয়াছে ! তাঁহার স্থান
রিবার আর কেহ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না !

মহাপুরুষ গত ১৮৬০ খৃঃ দিনাজপুর-রাজধানীতে জন্মগ্রহণ করেন।
মাতা মহারাণী শ্যামামোহিনীর যত্নে বারাণসীর কুইন্স কলেজ বিশ্ববিদ্যা-
হার শিক্ষা কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। বিদ্বজ্জনসেবিত ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু পরি-
বারাণসীধামে থাকিয়া গিরিজানাথের আদর্শ-চরিত্র উপযুক্তভাবে গঠিত হইয়া
তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেই ধর্ম্মনিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়া-
। দিনাজপুরের স্বর্গগত মহারাজ তারকনাথ রায় গিরিজানাথকে পোষ্য-
ণ গ্রহণ করেন। যখন গিরিজানাথের বয়স ৫ বৎসর মাত্র সেই সময় মহা-
তারকনাথ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এত অল্প বয়সে অতুল ঐশ্বর্য্যের
হইয়াও এক দিনের জন্য আত্মোন্নতির পথ হইতে বিচলিত হন নাই।

* কায়স্থ-পত্রিকা—পৌষসংখ্যা হইতে উদ্ধৃত।

তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন সেই বংশ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-
ঘোষের বংশ বলিয়া পরিচিত। বাসুঘোষ মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের এক
পার্ষদ ছিলেন। তাঁহার প্রেমভক্তির কথা, ভগবদানুরক্তির কথা গৌড়
মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ আছে। সেই মহাভক্তের বংশে জন্ম লইয়া তাঁহার
ও নিষ্ঠার বীজ মহারাজ গিরিজানাথে বিকশিত হইয়াছিল, বা
প্রৌঢ়ে "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুতা" ইত্যাদি বৈষ্ণবীয়
সার্থকতা আমরা সেই মহাপুরুষে লক্ষ্য করিবার যথেষ্ট অবসর পাই

বাঙ্গালার ইতিহাসে অনেকেই পাঠ করিয়াছেন, খৃষ্টীয় চতুর্দ
রাজা গণেশের অভ্যুদয়। রাজা দিব্যসিংহরচিত অদ্বৈতের "বা
দিনাজপুরাধিপ গণেশের অভ্যুদয়ের কিছু পরিচয় আছে। অদ্বৈতাচা
পুরুষ নরসিংহ-নাড়িয়াল রাজা গণেশের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, সেই
রাজা গণেশ গৌড়ের বাদ্‌সাহকে মারিয়া গৌড়ের অধীশ্বর হইয়া
সম্বন্ধে ঈশান নাগর তাঁহার অদ্বৈতপ্রকাশে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছে

"যাঁহার মন্ত্রণা বলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়ের বাদশাকে মারি গৌড়ে হৈল রাজা॥"
(অদ্বৈতপ্রকাশ)

সেই গৌড়েশ্বর গণেশের সভাতেই উদয়নাচার্য্য, কল্লুকভট্ট
মহাপণ্ডিতগণের অধিষ্ঠান। মুসলমানী রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া রাজা
পুত্র যদু ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও তাঁহার বংশীয় দেবদত্ত প্রভৃতি
মান প্রাধান্য কালেও হিন্দুধর্ম্মরক্ষার কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হন নাই।
উত্তর-বারেন্দ্রের রামন্তরাজরূপে বরাবর হিন্দুসমাজে আধিপত্য
আসিয়াছেন। গণেশপুত্র যদুর (মুসলমানী নাম জলাল উদ্দীন
গৌড়রাজ্য হারাইয়া বাঙ্গলার পশ্চিম প্রান্তে পূর্ণিয়া অঞ্চলে গিয়া বা
এখনও তথায় সেই বংশ বিদ্যমান্। এখনও তাঁহারা আপনাদিগকে
পুররাজসম্পর্কিত বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না
মুসলমান-সম্পর্কিত হইলেও দেবদত্তের বংশ দেবদ্বিজ-প্রতিষ্ঠায়
গৌরব রক্ষায় চিরদিন উৎসাহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; উত্তর
বহু স্থানে তাঁহাদের কীর্ত্তি-কলাপের নিদর্শন যথেষ্ট বিদ্যমান্।

যাঁহারা সংবাদ রাখেন, তাঁহারা জানেন অদ্যাবধিও দিনাজপুরের
মধ্যে দিনাজপুররাজের ব্যয়ে সহস্রাধিক কালীপূজা ও পঞ্চশতাধিক
ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে! সর্ব্বত্র লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবার ত কথাই
কান্তনগরের কান্তজিউর সেবা ও ঠাকুরগাঁয়ের গোবিন্দজিউর সেবা
কীর্ত্তি-কলাপ যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই দিনাজপুরের ধর্ম্মনিষ্ঠার কথঞ্চিৎ
পাইয়া থাকিবেন। রাজা গণেশের বংশ শাক্ত ছিলেন, তাই আমরা
পুর অধিকারের সর্ব্বত্র শক্তিপূজার অনুষ্ঠান দেখিতে পাই।

দিকে রাজা গণেশ-বংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্র অপুত্রক মৃত্যুমুখে পতিত হইলে
ভাগিনেয় শুকদেব ঘোষ মাতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী
এই সূত্রে শাক্ত দত্তবংশের অধিকার পরম বৈষ্ণব ঘোষ বংশের
হইয়াছিল। বৈষ্ণব-রাজবংশের হস্তে শাক্ত-কীর্ত্তির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য
নাই। পূর্ব্বতন রাজবংশ যেখানে যে দেবকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন,
তাঁহার সেবা অব্যাহত রহিয়াছে। তাই আমরা দিনাজপুরের
আনন্দময়ীর পূজার সঙ্গে কালীয়াকান্তজিউর পূজা দেখিতে পাই,—তাই পরম
ঘোষের বংশ শক্তিপূজায় কখন বিরত হন নাই, তাই আমরা পরম
গিরিজানাথের বৈষ্ণবীয় কোমলতা, দীনতা ও নম্রতার সঙ্গে একনিষ্ঠ
দৃঢ়তা, একাগ্রতা ও শক্তিশালিতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি।

বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে তাঁহার হস্তে রাজ্যশাসন-ভার অর্পিত হইবার পর হইতেই
দক্ষতার সহিত রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাতে তাঁহার শাসন-
ও ধীশক্তির প্রভূত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কি রজকীয়, কি সামাজিক,
ধর্ম্মনৈতিক, কি জনসাধারণের সকল হিতকর কার্য্যে সর্ব্বদাই তিনি সোৎ-
যোগদান করিতেন। তাঁহার শাসন-নীতির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়া গবর্ণমেণ্ট
অনেক সময় তাঁহার সদুপদেশ ও সৎপরামর্শ গ্রহণ করিতেন; এ সম্বন্ধে তাঁহার
একজন ইংরাজী জীবনীলেখক তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"His wide knowledge and ripe experience have enabled him to give useful aid to the authorities. He has always been fore-most in forwarding public movements of the day,

তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন সেই বংশ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমা
ঘোষের বংশ বলিয়া পরিচিত। বাসুঘোষ মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের একজ
পার্ষদ ছিলেন। তাঁহার প্রেমভক্তির কথা, ভগবদানুরক্তির কথা গৌড়ী
মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ আছে। সেই মহাভক্তের বংশে জন্ম লইয়া তাঁহার
ও নিষ্ঠার বীজ মহারাজ গিরিজানাথে বিকশিত হইয়াছিল, বাল্যে
প্রৌঢ়ে "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুতা" ইত্যাদি বৈষ্ণবীয়
সার্থকতা আমরা সেই মহাপুরুষে লক্ষ্য করিবার যথেষ্ট অবসর পাইয়া

বাঙ্গালার ইতিহাসে অনেকেই পাঠ করিয়াছেন, খৃষ্টীয় চতুর্দশ
রাজা গণেশের অভ্যুদয়। রাজা দিব্যসিংহরচিত অদ্বৈতের "বাল্য
দিনাজপুরাধিপ গণেশের অভ্যুদয়ের কিছু পরিচয় আছে। অদ্বৈতাচার্য্যে
পুরুষ নরসিংহ-নাড়িয়াল রাজা গণেশের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, সেই মন্ত্রীর
রাজা গণেশ গৌড়ের বাদ্‌সাহকে মারিয়া গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছি
সম্বন্ধে ঈশান নাগর তাঁহার অদ্বৈতপ্রকাশে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন

"যাঁহার মন্ত্রণা বলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়ের বাদশাকে মারি গৌড়ে হৈল রাজা॥"
(অদ্বৈতপ্রকাশ)

সেই গৌড়েশ্বর গণেশের সভাতেই উদয়নাচার্য্য, কল্লুকভট্ট প্রভৃ
মহাপণ্ডিতগণের অধিষ্ঠান। মুসলমানী রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া রাজ
পুত্র যদু ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও তাঁহার বংশীয় দেবদত্ত প্রভৃতি
মান প্রাধান্য কালেও হিন্দুধর্ম্মরক্ষার কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হন নাই।
উত্তর-বারেন্দ্রের রামন্তরাজরূপে বরাবর হিন্দুসমাজে আধিপত্য
আসিয়াছেন। গণেশপুত্র যদুর (মুসলমানী নাম জলাল উদ্দীন
গৌড়রাজ্য হারাইয়া বাঙ্গলার পশ্চিম প্রান্তে পূর্ণিয়া অঞ্চলে গিয়া বাস
এখনও তথায় সেই বংশ বিদ্যমান্। এখনও তাঁহারা আপনাদিগকে
পুররাজসম্পর্কিত বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না কি
মুসলমান-সম্পর্কিত হইলেও দেবদত্তের বংশ দেবদ্বিজ-প্রতিষ্ঠায়—হি
গৌরব রক্ষায় চিরদিন উৎসাহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; উত্তর বা
বহু স্থানে তাঁহাদের কীর্ত্তি-কলাপের নিদর্শন যথেষ্ট বিদ্যমান্। দিনা

শের যাঁহারা সংবাদ রাখেন, তাঁহারা জানেন অদ্যাবধিও দিনাজপুরের
র মধ্যে দিনাজপুররাজের ব্যয়ে সহস্রাধিক কালীপূজা ও পঞ্চশতাধিক
বের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে! সর্ব্বত্র লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবার ত কথাই
কান্তনগরের কান্তজিউর সেবা ও ঠাকুরগাঁয়ের গোবিন্দজিউর সেবা
কলাপ যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই দিনাজপুরের ধর্ম্মনিষ্ঠার কথঞ্চিৎ
পাইয়া থাকিবেন। রাজা গণেশের বংশ শাক্ত ছিলেন, তাই আমরা
পুর অধিকারের সর্ব্বত্র শক্তিপূজার অনুষ্ঠান দেখিতে পাই।

দিকে রাজা গণেশ-বংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্র অপুত্রক মৃত্যুমুখে পতিত হইলে
ভাগিনেয় শুকদেব ঘোষ মাতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী
ন। এই সূত্রে শাক্ত দত্তবংশের অধিকার পরম বৈষ্ণব ঘোষ বংশের
প্ত হইয়াছিল। বৈষ্ণব-রাজবংশের হস্তে শাক্ত-কীর্ত্তির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য
নাই। পূর্ব্বতন রাজবংশ যেখানে যে দেবকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন,
নও তাঁহার সেবা অব্যাহত রহিয়াছে। তাই আমরা দিনাজপুরের
নন্দময়ীর পূজার সঙ্গে কালীয়াকান্তজিউর পূজা দেখিতে পাই,—তাই পরম
বাসুঘোষের বংশ শক্তিপূজায় কখন বিরত হন নাই, তাই আমরা পরম
বের গিরিজানাথের বৈষ্ণবীয় কোমলতা, দীনতা ও নম্রতার সঙ্গে একনিষ্ঠ
ন্বিতা, দৃঢ়তা, একাগ্রতা ও শক্তিশালিতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি।

বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে তাঁহার হস্তে রাজ্যশাসন-ভার অর্পিত হইবার পর হইতেই
বার দক্ষতার সহিত রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাতে তাঁহার শাসন-
তি ও ধীশক্তির প্রভূত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কি রাজকীয়, কি সামাজিক,
ধর্ম্মনৈতিক, কি জনসাধারণের সকল হিতকর কার্য্যে সর্ব্বদাই তিনি সোৎ-
যোগদান করিতেন। তাঁহার শাসন-নীতির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়া গবর্ণমেণ্ট
নেক সময় তাঁহার সদুপদেশ ও সৎপরামর্শ গ্রহণ করিতেন; এ সম্বন্ধে তাঁহার
একজন ইংরাজী জীবনীলেখক তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"His wide knowledge and ripe experience have enabled him to give useful aid to the authorities. He has always been fore-most in forwarding public movements of the day,

and has shown himself willing to assist in all measures f... the welfare of the people with his purse, time and labo... His public gifts have been generous."

(Cyclopædia of India).

তিনি প্রজাসাধারণের জন্য প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া দিনাজপু... স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য খাল কাটাইয়া দিয়াছেন। বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া দিন... পুরের ডায়মণ্ড জুবিলী স্কুল, সংস্কৃত-চতুষ্পাঠী, বস্ত্র-বয়ন-শিক্ষালয় এবং ২টী দাত... চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এতদ্‌ভিন্ন তাঁহার জমিদারীর ... প্রধান কেন্দ্রে শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং দরিদ্র সেবার জন্য স্থায়ী বন্দো... করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি আপনার সুবৃহৎ জমিদারী... প্রধান তত্ত্বাবধায়কের কার্য্য নিজ হস্তে রাখিয়াছিলন। এ কারণ তাঁহা... প্রজাগণের সুখশান্তি ও অভাব অভিযোগের প্রতি নিয়ত লক্ষ্য রাখিতে... বলিতে কি ইদানীন্তন কালে এইরূপ প্রজারঞ্জন নরপতি বঙ্গদেশে নিতা... বিরল।

তিনি অসাধারণ দাতা ছিলেন, নাম জাহির করিবার জন্য তিনি প্রকাশ্যে... বেশী দান করিতেন না বটে, কিন্তু গোপনে কাহাকেও না জানাইয়া কত... দান করিতেন, তাহার সংখ্যা ছিল না। কেহ তাহার নিকট হইতে... রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসে নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি দেবদ্বিজের প্রতি তাঁহা... অচলা ভক্তি ছিল, বর্ণগুরু ব্রাহ্মণের তিনি একজন প্রকৃত ভক্ত ছিলে... ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিদায় উপলক্ষে তিনি প্রতি বর্ষে বহু সহস্র টাকা অকাত... ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে প্রথমে মহারাজ তৎপরে ১৯০৭... মহারাজ বাহাদুর, তৎপরে ১৯১৫ খৃঃ কে, সি, আই, ই উপাধিরূপ মহো... সম্মানে ভূষিত করেন। তদুপলক্ষে ছোটলাট বড়লাট সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহা... নানাগুণের পরিচয় ঘোষণা করিয়াছেন।

১৯০১ খৃঃ আমাদের বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার প্রতিষ্ঠা হয়, সেই সময় ... হইতে মহারাজ বাহাদুরের সহিত কায়স্থ-সভার সংশ্রব। উক্ত বর্ষের প্রারম্ভে... কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আফিসে বাঙ্গালীর জাতি-বিচারের বৈঠক বসে...

...সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেই বৈঠকে সভাপতি ছিলেন। ...সময় উক্ত বৈঠকে কায়স্থ জাতির পদমর্য্যাদা লইয়া আলোচনা হইয়াছিল। ...ভায় কায়স্থ-বিদ্বেষী অথবা জাতিতত্ত্বে অনভিজ্ঞগণ কায়স্থজাতিকে অবন-... করিবার চেষ্টা করেন। তৎকালে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ কায়স্থ মহাত্মাগণের প্রাণ ... হইয়া উঠে। সেই আন্দোলনের সময়ে আমি 'কায়স্থের বর্ণনির্ণয়' গ্রন্থ ...করি। তাহা পাঠ করিয়া স্বর্গীয় রায় নন্দলাল বসু ও স্বর্গীয় বরদাকান্ত ...মহাশয় কায়স্থ-সভার প্রাণস্বরূপ স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট ...লইয়া যান। সেখানে আমাদের কায়স্থ-জাতির মান-মর্য্যাদা রক্ষা ...র পরামর্শ হইল। তৎপর দিবস স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ, অমৃতবাজার ...র বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ মতিলাল ঘোষ মহাশয় এবং আমি এই তিন ...সার গুরুদাসের নিকট গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি। সার গুরুদাসের ...কায়স্থ-তত্ত্ব লইয়া যথেষ্ট আলোচনা হয়; কায়স্থ জাতি যে ক্ষত্রিয়বর্ণ সার ...দাস তাহা বিশেষভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন। তিনি আরও পরামর্শ দেন ...সকল সমাজের কায়স্থ একত্র হইয়া তাঁহাদের জাতিতত্ত্বের কথা ও সামাজিক ...নের কথা গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সার গুরুদাসের সেই ...মর্শে স্বর্গীয় রায় নন্দলাল বসু ও স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিগণের ...হেও মাদৃশ অধমের দৈহিক পরিশ্রমে কায়স্থ-সভা প্রতিষ্ঠার আয়োজন হয়। ...সময় স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে বহু কায়স্থ-নেতৃবৃন্দের সমীপস্থ ...র সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল এবং সেই উপলক্ষে মহারাজ গিরিজানাথের ...ও আমাদের ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ হয়। কায়স্থ-সভার আবশ্যকতা যখন সেই ...ষ্ঠ মহাপুরুষের নিকট প্রকাশ করি, তাঁহার উৎসাহ দেখিয়া আমরা বিস্মিত ...ইয়াছিলাম। কায়স্থ সমাজের উন্নতির জন্য, কায়স্থের জাতীয় সম্মান অক্ষুণ্ণ ...রাখিবার জন্য সেই দিন হইতে কর্ম্ম-জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ...বাসী মহারাজ বাহাদুর যেরূপ স্বজাতি-বৎসলতা এবং জাতীয়-নিষ্ঠার ...য় দিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়, অনুকরণীয় ও অভাবনীয়। কায়স্থ-সমাজের ...গণ্যমান্য মহাত্মা বিদ্যমান্ আছেন, অনেকের সহিত আমাদের ...স্থ-সভার সম্পর্ক ঘটিয়াছে, অনেকেরই উৎসাহে ও আগ্রহে আমারা কৃতার্থ ...ছি, কিন্তু স্বজাতির সম্মানরক্ষার জন্য প্রাণ কাঁদিতে এরূপ আর দেখি

নাই। তাই বলিতেছি সেই মহাপুরুষের সহিত আমরা যাহা হারাইয়া আমাদের কায়স্থ-সভার যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আর পূরণ হইবে সভার উপদেশকরূপে, সভাপতিরূপে এবং পৃষ্ঠপোষকরূপে তিনি সভার হিত যে কত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে। সৌভাগ্যক্রমে তিনি আমাকে প্রথম হইতেই অত্যন্ত স্নেহ করি কনিষ্ঠ সহোদরের মত ভাল বাসিতেন; কায়স্থ-সংক্রান্ত সকল বিষয়ই মনোযোগ সহকারে আমার সহিত আলোচনা করিতেন। তাঁহার ব্যাপার ইদানীন্তন কালে দিনাজপুরের একটী স্মরণীয় ঘটনা। তদুপলক্ষে ২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। সেই সময় মহারাজ বাহাদুর দিনাজপুরে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণের তত্ত্বাবধানের ভার এ অধমের উপর অর্পণ করিয়াছি তৎকালে মহারাজের উদারতার প্রভূত পরিচয় পাইয়াছিলাম। সেই স্বজাতীয় সম্মান-প্রতিষ্ঠার জন্য কতিপয় শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের সহিত আলোচনা হয়, তাহারই ফলে আমি দিনাজপুর হইতে কলিকাতা অধ্যাপক মণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া তাহাদের অনেকের সম্মুখে যথাশাস্ত্র শিত্রান্তে উপবীত গ্রহণ করি। বলা নিষ্প্রয়োজন, আমার এই সংস্কার-গ্রহণে মহারাজ বাহাদুরই প্রধান উদ্যোক্তা। ইহার পর তিনি প্রথমে মহারাজ জগদীশনাথকে ও জ্ঞাতি এবং আত্মীয়বর্গকে উপবীত-সংস্কারে প্রোৎসা করিয়া এবং অবশেষে স্বয়ং যথাশাস্ত্র উপবীত গ্রহণ করিয়া স্ব পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে কেবল ইংরাজী বিদ্যায় ছিলেন তাহা নহে, তিনি নানা সংস্কৃত শাস্ত্রে যথেষ্ট ব্যুৎপন্ন ছিলেন; পণ্ডিত হউক তাঁহার শাস্ত্র আলোচনা শুনিয়া বিমোহিত হইয়া গিয়াছেন

তিনি কেবল নিজ সমাজের নহে, তিনি কেবল আমাদের চাটি কায়স্থ-সমাজের নহে, তিনি সমগ্র ভারতবর্ষীয় কায়স্থ সমাজের নেতা ও পুরুষ বলিয়া সম্মানিত ও পূজিত হইয়া গিয়াছেন। এইরূপ আদর্শ মহাপু তিরোধানে সমগ্র ভারতীয়-কায়স্থ-সমাজ যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও ভিভূত, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বর্ম্ম

আমার জীবনের এক অধ্যায়।

খ্যাতনামা ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তাহার জীবন-চরিত লিখিত হয় এবং মতন নগণ্য বঙ্গনারীর জীবনচরিত কোন দিন লিখিত হয় নাই কেহ লিখিবেও না, ইহা জানি বলিয়াই আমি আজ নিজের চরিত নিজে লিখিতে বসিয়াছি। আরও জানি, আমার এই কর জীবন-কাহিনী পাঠ করিয়া ভগ্নীগণ ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত বেন, হয়ত আমার মুখাগ্নির ব্যবস্থাও স্থির করিয়া ফেলিবেন। এ সমস্ত যে আজ আমি কেন আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ ছি, তাহারও গূঢ় কারণ আছে,—যদি আমার মতন বড়লোকের ছাড়া, অন্তরে ও নির্ব্বোধ মেয়ে কেহ থাকেন, আমার এই কাহিনী পাঠ যেন তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার দর্শে, এই উদ্দেশ্যেই আমার ঘৃণিত ইতিহাস লেখা।

আমার পিতা একজন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার। তাঁহার প্রচুর অর্থ; দালান, গাড়ী-ঘোড়া, মোটর, বসন-ভূষণ, আহার-বিহার কিছুরই আমাদের অভাব ছিল না। আমার পাঁচটি ভাই, আমিই বাপ মার একটী মেয়ে, কাজেই আমার আদর যত্নের বিন্দুমাত্রও ত্রুটি ছিল না। দাস-দাসী, দারবান্ প্রভৃতিকে যখন যে আদেশ করিতাম, তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিত। আমার পিতা নিতান্ত হাল্ ফ্যাসানের লোক ছিলেন। তাঁহার চাল-চলন, আচার-ব্যবহার সমস্তই নব্যতন্ত্রোপযোগী ছিল। এ জন্য পরোক্ষে সকলেই তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত; কিন্তু পিতা তৎপ্রতি কটাক্ষপাতও করিতেন না। কথায় বলে—"অসাক্ষাতে লোকে রাজার মাকেও ডাইন বলে"—কিন্তু রাজার মায়ের তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই নাই। আমার পিতাও সেইরূপ—"নীচ যদি উচ্চ ভাসে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেঁসে"—এই মহাজন-বাক্যের পন্থা অনুসরণ করিতেন। নিন্দুকের রসনার ভয়ে তিনি তাঁহার কার্য্যের গতি পরিবর্ত্তন করিতেন না।

বড় হইয়া আমরাও ঠিক পিতার অনুকরণ করিতে শিখিলাম; পিতাও ভাল বাসিতেন। আমাদের দেখিলে কাহার সাধ্য বোঝে যে, আমরা হিন্দু

পরিবারভুক্ত বা আমরা বঙ্গবাসী। আমাদের সাজ-সজ্জা দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া লোকে "সাহেব বাচ্ছা"—বলিয়া টিট্‌কারি দিত; আমরা তাহা গ্রাহ্য করিতাম না। যেখানে ইচ্ছা বেড়াইতে যাইতাম, পিতার তাহাতে নিষেধ ছিল না। প্রভাতে বেহারা চায়ের টেবিলে চা, বিস্কুট, কেক্ প্রভৃতি সাজাইয়া দিয়া যাইত, পিতার সহিত যথা নিয়মে সে গুলির সদ্ব্যবহার করিতাম ও পিয়ানো বাজাইয়া পিতাকে গান শুনাইতাম। দশটার সময় গাউন, জুতা পরিয়া দোদুল্যমান বেণীবদ্ধ হইয়া "বাস্" গাড়ীতে চড়িয়া বেথুন স্কুলে পড়িতে যাইতাম। বাড়ীতে একজন শিক্ষক ছিলেন, দুই বেলা আমাদের ভ্রাতা-ভগ্নীদিগকে পড়া বলিয়া দিতেন। আর একজন ইংরাজ মহিলাও আমাকে গান বাজনা শিখাইতেন। অপরাহ্ণে আমরা সাহেবি পোষাকে মোটর চড়িয়া বাবার সঙ্গে ইডেন গার্ডেন, জুয়োলজিক্যাল গার্ডেন, গড়ের মাঠ প্রভৃতিতে বেড়াইয়া আসিতাম। প্রতি রবিবারে আমাদের বাটীতে সান্ধ্যভোজে বাবার সাহেব বন্ধুগণ নিমন্ত্রিত হইতেন ও নৃত্যগীত চলিত। ইংরাজী হাব ভাব সকলই আমরা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলাম। পূজা-পার্ব্বণ, ঠাকুর-দেবতা, বাঙ্গালীর রীতি-নীতি এমন কি বাঙ্গলা ভাষার উপর পর্য্যন্ত বাবা হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। তাঁহার শিক্ষানুযায়ী আমাদের চরিত্র গঠিত হইয়াছিল। বাবা আমাদের নামও ইংরেজী ধরনের রাখিয়াছিলেন।

মা কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত ছিলেন; ঠাকুর দেবতার নামে মায়ের অচলা ভক্তি। কোন একটা নূতন খাদ্য দ্রব্য বাড়ীতে আসিলে, মা তাহা দেবালয়ে আগে পাঠাইয়া দিয়া তবে আমাদের খাইতে দিতেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাড়ী করিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেন। ত্রিতলের সিঁড়ির পাশে একটা ছোট কুঠারি তাঁহার পূজাগৃহরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। সে ঘরে কিন্তু মা কোন দিনই আমাদের প্রবেশ করিতে দিতেন না। একদিন মায়ের অসাক্ষাতে সেই ঘরটার আসবাব দেখিয়া লইয়াছিলাম।—ঘরটার দেওয়াল হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তিতে ভরা, একটা কুলুঙ্গিতে একটা বড় পিতলের ঘড়ায় করিয়া গঙ্গাজল এবং আর একটা কুলুঙ্গিতে চন্দন কাষ্ঠ পীঁড়ি ও ধূপ-ধূনা-ধূনচি প্রভৃতি থাকিত। এক কোণে একটা পিতলের প্রদীপ, পিলশুজ, দিয়াশালাইয়ের বাক্স, একখানা কম্বলের আসন, কোশাকুশি, শাঁখ ঘণ্টা, থাল কতক

...বাসন; একটা ছোট শেল্‌ফে খান কতক বাঙ্গলা বই,—পড়িয়া দেখিলাম, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ—এই রকম উদ্ভট আরও কি কি ... সেই সব বইয়ের ভিতর কি যে লেখা ছিল, আমি তখন তাহার বিসর্গও জানিতাম না। বাবা প্রায়ই বলিতেন—"বাঙ্গলা বই আবার মানুষে ...—আমারও সেই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে বাঙ্গলা বইতে যাহা থাকে, তাহা ছাই-ভস্ম, অশ্লীল, অপাঠ্য। অতি ছেলেবেলায় সেই মায়ের ...প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ যাহা পড়িয়াছিলাম, তাহার পরই তাহাতে 'ইতি' ...বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ চুকাইয়া দিয়াছিলাম। আমি বেথুন ...একজন উচুদরের ছাত্রী—সেই গর্ব্বেই তখন আমার হৃদয় স্ফীত ...। যাক্,—কি বলিতেছিলাম,—হাঁ,—মায়ের সেই পূজার ঘরে আরও ...একখানা বড় পিতলের সিংহাসনে নুড়ি-নাড়া-পুতুল, সেগুলি নাকি মায়ের ...।

...মা প্রতিদিন ধূপ ধুনা জ্বালিয়া, নৈবেদ্য ও ফুল-চন্দনে সেইগুলির পূজা ...তেন। মা যখন পূজান্তে পট্টবস্ত্র পরিয়া এবং সিন্দুর ও চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া ...মাথার চুলগুলি এলাইয়া পূজাগৃহ হইতে বাহির হইতেন, তখন ...বাস্তবিকই যেন ভগবতীর মত দেখাইত। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য ...তাঁহার সে পবিত্র মূর্ত্তির মাধুর্য্য অনুভব করিতে সমর্থ হইতাম না। বাবা ...তাঁহার সে মূর্ত্তি দেখিয়া হাসিতেন, বিদ্রূপ করিতেন,—আমরাও তাঁহার ...দেখাদেখি হাসিয়া লুটাপুটি হইতাম। মা বিরক্ত হইয়া স্থানান্তরে ...যাইতেন।

...মা কখনও বেশী কথা বলিতে ভালবাসিতেন না। তাঁহার সেই গম্ভীর মূর্ত্তি ...আমরা সকলেই তাঁহাকে ভয় করিতাম, কেবল বাবার কাছে ভিন্ন ...অপর সময় মার মুখের দিকে চাহিয়া আমরা একটা কথা বলিতে সাহস করিতাম ...। বাবা যেমন আমাদের সকলের এক একটা ইংরেজী নাম রাখিয়াছিলেন ...তেমি তাঁহার ঠাকুর-দেবতার নামানুসারে আমাদের নাম রাখিয়াছিলেন। ...আমার নাম রাখিয়াছিলেন—লক্ষ্মী লক্ষ্মী ... কিন্তু তখন আমার দুই ...বিষ বলিয়া মনে হইত। আমাদের বাড়ীর ঝিদের মধ্যে একজনের নাম ...—লক্ষ্মী! আমি কি ঝি! আমি কি চাকরাণী! দাদারা আমার এই

নাম লইয়া আমাকে খেপাইয়া তুলিতেন। আমি কখনও স্বীকার চাহিতাম না যে আমার নাম—লক্ষ্মী! আমি বাবার আদরের 'বেলা'। মনে শতবার প্রতিজ্ঞা করিতাম, মা যখন 'লক্ষ্মী' বলিয়া ডাকিবেন তখন আমি উত্তর দিব না। কিন্তু মা যখন তাঁহার সেই ধীর গম্ভীর শান্তি-কোমল কণ্ঠে ডাকিতেন—'লক্ষ্মী' তখন কিছুতেই আর উত্তর না চুপ করিয়া থাকিতে পারিতাম না।

বাবার 'লাইব্রেরী' ঘরে বিস্তর ইংরাজী নভেল ছিল, বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে আমার নভেল পড়িবার প্রবৃত্তিও অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অপাঠ্য ইংরাজী কোন নভেলই আমি বাকী রাখি নাই। সংসারের কাজেরই ধার ধারিতাম না; কাজের মধ্যে, খাও দাও বেড়াও,—আর বাজনা কর, লেখা-পড়া কর, নভেল পড়,—বাস্!—দিবারাত্রি নভেল আমার মনটাও যেন নভেলের ছাঁচে ঢালা হইয়া গেল। বাবা কোনদিনই নিষেধ করিতেন না। যত নভেল পড়িয়াছিলাম, তাহার মধ্যে সেক্সপিয়রের "ওথেলো"ই আমার ভাল লাগিয়াছিল 'ওথেলো' পড়িয়া পড়িয়া, 'ওথেলো' কণ্ঠস্থ, মুখস্থ ও অন্তরস্থ হইয়া গেল। সময় সময় মনে হইত, আমিই যেন "ডেস্‌ডিমনা"। আমার ঘাড়ে ভূত চাপিল,—"ডেস্‌ডিমনা" হইবার সাধ আমায় চাপিয়া ধরিল! কিন্তু আমার "ওথেলো" কই? পিতার কৃপায় আমি বটে, রাস্তা-ঘাটে-মাঠে আমার অবাধ গতি ছিল, কিন্তু "ওথেলোর" কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। "ওথেলোর" জন্য আমার মনটা বড় হইয়া উঠিল। পাঠ্য পুস্তকে মনযোগ দিতে পারিলাম না, তাই সেই বর্ষে "প্রমোশন্" পাইলাম না। প্রাণটা আমার কেবল "ওথেলোর" জন্য হা-হা লাগিল। কই "ওথেলো"—কোথায় "ওথেলো"? এ জীবনে তবে কি "ওথেলো" মিলিবে না? তবেত আমার এ স্বাধীনতা বৃথা! শিক্ষা বৃথা! পড়া বৃথা! এ জীবনই বৃথা!—কই আমার সেই কৃষ্ণকায়, মূর, হৃষ্ট-পুষ্ট বীর "ওথেলো"! পোড়া বাঙ্গালী জাতিত বীরত্বের নাম গন্ধও জানে না! রাজত্বে মানুষ নিরুপদ্রবে বাস করিতেছে, যুদ্ধ বিগ্রহেরও নাম গন্ধ নাই। জার্ম্মাণ-রাজের দুর্ব্বুদ্ধিতে ইউরোপে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল বাঙ্গালীও যুদ্ধে গিয়াছিল কিন্তু তাহাও নির্ব্বাপিত। তবে ইহার মধ্যে

আমার 'ওথেলো' হইতে পারে না! তবে বুঝি এ জীবন বৃথা

আমার মনের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন সহসা একদিন আমাদের স্কুলের গাড়ীর কোচম্যান্ করিমবক্সের উপর আমার দৃষ্টি নিপতিত হইল! স্কুলের গাড়ীতে উঠিবার সময় চাহিয়া দেখিলাম—এই করিমই আমার 'ওথেলো'র উপযুক্ত পাত্র বটে! হৃষ্ট-পুষ্ট, দীর্ঘাকৃত, কৃষ্ণবর্ণ, সুবৃহৎ উষ্ণীষধারী, নাগরা জুতা-সমন্বিত, কোমরে কটিবন্ধ, দুইহাতে অশ্ব রজ্জু—আর চাই কি? আহা! কি বীরমুর্ত্তি! এই ত আমার 'ওথেলো'! কিন্তু কে জানে আমার ঐ 'ওথেলো' কোন দিন যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছিল কিনা। তাহার সহিত কথা কহিবার সুবিধাই পাই নাই, সে যুদ্ধে গিয়াছিল কিনা তাহাই বা জানিব কি প্রকারে? বাঙ্গালী যখন অস্ত্র ধরিতে শিখিয়াছে, তখন এই 'ওথেলো'র যুদ্ধে যাওয়াই বা অসম্ভব কি? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম—'ওথেলো' যখন পাইয়াছি, তখন ছাড়িই না, কতদূর কি হয়;—স্কুলের কাপড় ছাড়িয়া একখানা সোফার উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম। 'ওথেলো'র উদ্দেশ্যে একটা কবিতা লিখিবারও ভারি ইচ্ছা হইল, কিন্তু কোন দিনও কবিতা লেখা আমার আসিত না;—কি ইংরাজী, কি বাঙ্গলা! অনেকক্ষণ ভাবিয়া, বাঙ্গলা ভাষাতেই একটা কবিতা লিখিব স্থির করিলাম; তৎক্ষণাৎ টেবিলের নিকটে একখানা চেয়ারে বসিলাম ও কালী কলম লইয়া আমার 'ওথেলো' ওরফে করিম বক্সের উদ্দেশ্যে একটা কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলাম। ছন্দ মিলিল না,—না মিলুক—'সেক্সপিয়র'ও ছন্দ মিলাইয়া কবিতা লিখেন নাই, তবে আমার কবিতার ছন্দ না মিলিলে ক্ষতি কি? কিন্তু আমার সাধের কবিতা লেখা শেষ হইল না! আমার এগার বৎসর বয়স্ক ছোট ভাইটি আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কাকে চিঠি লিখ্‌ছ দিদি?"—এই বলিয়াই কবিতাটী দেখিয়া বলিল—"ওথেলো—করিম,—কে দিদি? প্রিয়তম কাকে বলে দিদি?"

পাশের ঘরে মা চুল বাঁধিতে ছিলেন, কথাট বোধ হয় তাঁহার কানে গিয়াছিল; তিনি ধীর ভাবে আমার কাছে আসিয়া বলিলেন—"কই চিঠি, দেখি!"—

তাঁহার সেই গম্ভীর কথাগুলি আমার কাণে যেন বজ্রনির্ঘোষের মত বাজিল। আমি কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। বোধ হয় আমার দেহটা তখন থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, হাত পা গুলি যেন অসাড় হইয়া পড়িল। মা ... করিয়া কাগজখানা টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া পাঠ করিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না; কাগজখানা হাতে করিয়া গম্ভীর ভাবেই তিনি সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন। লজ্জায় আমার মৃত্যু ইচ্ছা করিতে লাগিল! ছি-ছি— ... করিলাম! জানি না মা কি মনে করিবেন. হয় ত বাবাও কাগজ খানা দেখিবেন ... এ আমি কি করিতে কি করিয়া বসিলাম! ছোট ভাইটার উপর অত্যন্ত ... হইতে লাগিল। সেইত যত অনিষ্টের মূল! সে যদি আমার কাগজখানা না পড়িত, তাহা হইলে ত কেহ কিছু জানিতে পারিত না!

জানি না, মা বাবাকে কি বলিয়াছিলেন; বাবা আমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। মনে করিয়াছিলাম, কিছুক্ষণ স্কুলে গিয়া পাঠ-বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া এ লজ্জার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিব, কিন্তু তাহাও হইল না। বেড়াইতে যাইবার জন্যও বাবা আর আমাকে ডাকিতেন না। কয়েক দিন বাবাকে বড় একটা বাড়ীতেও দেখিতে পাইলাম না; কি একটা কাজে যেন তিনি ব্যস্ত! আসেন, নির্জ্জনে মার সঙ্গে কি পরামর্শ করেন, আবার চলিয়া যান। মা আমাকে চোখে চোখে রাখিতে লাগিলেন। ছোট ভাইটী সর্ব্বদা আমার কাছে থাকিত, আমি যেন ঠিক বন্দীর অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম।

তাহার পর, হঠাৎ একদিন শুনিলাম—আমার বিবাহ! শুনিয়া ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। আমি জানিলাম না, শুনিলাম না, দেখিলাম না—একেবারেই আমার বিবাহ! কি অন্যায়! কি অত্যাচার! এই যদি বাবার মনে ছিল, তবে কেন আমাকে এত ইংরাজি পড়াইলেন! আমার শিক্ষা দীক্ষা সবই বৃথা হইল! তাহা হইলে আমার "ডেস্‌ডিমনা" হওয়া অদৃষ্টে নাই! অঙ্কুরেই আমার প্রেম উন্মূলিত হইয়া গেল! রোষে-ক্ষোভে আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। কিন্তু আমার সে কান্না কেহ দেখিল না, কেহ সে অশ্রু মুছাইতে আসিল না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষ নিজেই চোখ মুছিয়া ফেলিলাম।

একদিন রাত্রে, বাদ্য-বাজনা ও আলোক-মালার মধ্যে আমার বিবাহ হইয়া গেল। আমি সাধারণ বঙ্গ-বালিকার মত বস্ত্র-ভূষণে সজ্জিতা ও ঘোমটা ...

... হইয়া স্বামীর সঙ্গে শ্বশুর বাড়ী চলিলাম! ছি, ছি! কি ঘৃণার কথা! আমার এ নভেল-পূর্ণ জীবনের কি শেষে এই পরিণাম ঘটল? আমি অন্তরে ... হইতে লাগিলাম। শাশুড়ী আমায় বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। রাশিকৃত মেয়ে আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। প্রায় সকলেই ঘোমটা তুলিয়া আমার মুখ দেখিয়া আমার হাতে গিনি, মোহর বা অলঙ্কার দিতে লাগিল। বিরক্তিতে আমার অন্তর পূর্ণ হইতে লাগিল। আমি কি সঙ্‌?

ভাবিয়া ভাবিয়া যখন দেখিলাম, আর কোনও উপায় নাই, তখন ভাবিলাম আমার "ওথেলোর" বাসনা, আমার এই স্বামীতেই পূরণ করিয়া লইব। এপর্য্যন্ত আমার স্বামীর প্রতিমূর্ত্তি কেমন, আমি তাহা দেখি নাই; ক্রোধ-বশে শুভদৃষ্টির সময় আমি চাহি নাই। ফুলশয্যার দিন আমি আমার স্বামীকে দেখিলাম। কিন্তু ও হরি! কোথায় আমার "ওথেলো"? এ যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ! "ওথেলোর" মূর্ত্তিতে ও আমার স্বামীতে কোন সাদৃশ্যই নাই! আমার স্বামীর চেহারা—একহারা উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষুদ্বয়, উন্নত নাসিকা, কাল রেশমের মতন মাথার চুল, মুখ খানা হাসি ভরা, সে মুখে আমি কেবল কোমলতা ভিন্ন পৌরুষের একটু চিহ্নও খুঁজিয়া পাইলাম না। তিনি আমাকে কথা বলিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু আমি কিছুতে একটীও কথা বলিলাম না, পাশ ফিরিয়া মুখ গুঁজিয়া শুইয়া রহিলাম। আরও দুইচারি দিন এমনি ভাবে কাটিল। তাহার পরে আমি পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু এবার আর বেশী দিন এখানে থাকিতে পারিলাম না। মাস দুই পরেই আবার শাশুড়ী আমাকে লইয়া যাইবার জন্য পত্র লিখিলেন। আমি ডাগর মেয়ে, ছেলে মানুষটি নই, সুতরাং এখন শ্বশুর বাড়ীতে থাকাই আমার উচিত, ইহাই আমার শাশুড়ীর মত। বাবা মাও এই মতের সমর্থন করিলেন। অগত্যা আমি আবার শ্বশুর বাড়ী চলিলাম। একটী প্রতিবাদ করিবারও আমার অধিকার নাই। হা অদৃষ্ট!

আমার শ্বশুর ২৪-পরগণা জেলার মধ্যে একজন খ্যাতনামা জমীদার ছিলেন তাঁহার বর্ত্তমানে আমার স্বামীই এখন সেই সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। এই অল্প বয়সে বিশাল সম্পত্তি হস্তগত হইলেও তাঁহার চিত্তের কিছুমাত্র বিকৃতি ঘটিতে পারে নাই। তাঁহার উচ্চ শিক্ষা এবং বিপুল অর্থ যেন তাঁহাকে বিনয়

গুণে অধিকতর ভূষিত করিয়া তুলিয়াছিল। আমার শাশুড়ীর সংসার—নিষ্ঠাবান [illegible] হিন্দুর সংসার। পৈতৃক গৃহদেবতা ৺রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ ছিলেন; তাঁহার [illegible] মন্দির, নাটমন্দির, অতিথিশালা প্রভৃতিও ছিল। প্রত্যহ তাঁহার ভোগের [illegible] প্রসাদ পাইয়া দীন-দুঃখীগণ উদর পূর্ণ করিয়া যাইত; ইচ্ছা করিলে যে-কেহ [illegible] আসিয়া খাইতে পারিত। ঠাকুরের সেবার জন্য তিন চারি জন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত [illegible] ছিলেন। আমার মার মত আমার শাশুড়ীও প্রতিদিন প্রাতঃস্নান করিতেন [illegible] তবে এখানে গঙ্গা নাই, গ্রাম সন্নিকটবর্ত্তী নদীর জলেই তাঁহার প্রাতঃস্নান [illegible] সম্পূর্ণ হইত। আহ্নিক পূজাতেও তাঁহার প্রায় দুই ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইত; তাহার পর তিনি সংসারের কাজে নিযুক্ত হইতেন। বাড়ীতে দাস-দাসীর অভাব ছিল না, কিন্তু তবুও আমার শাশুড়ীর কাজের একটুও অবসর ছিল না। আমি আশ্চর্য্য হইয়া কেবলই ভাবিতাম—"ইচ্ছা করিয়া এ[illegible] খাটিবার প্রয়োজনই বা কি?"—তিনি আহ্নিকপূজা সম্পন্ন করিয়া জলখাবার প্রস্তুত করিতেন ও সকলকে নিজে হাতে খাওয়াইতেন, তাহার পরে রান্না-ঘরে গিয়া রান্নার তদ্বির করিতেন, সেখানেও তাঁহার কাজের অপ্রতুল ছিল না [illegible] ভাঁড়ার দেওয়া, পান সাজা, কে কি খাইল, কি পাইল না পাইল, আহারান্তে দুধ মিষ্টি ইত্যাদি দেওয়া,—পান দেওয়া, এ সমস্ত তাঁহারই কার্য্য ছিল। প্রত্যেক দাস-দাসীর আহারের সময় পর্য্যন্ত তিনি উপস্থিত থাকিতেন [illegible] সকলের আহারাদি [illegible], তবে তিনি নিজে আহার করিতেন। তাঁহার জন্য প্রতিদিন ঠাকুরবাড়ী [illegible] ভোগ আসিত। প্রায় অপরাহ্ণ [illegible] অল্পক্ষণ মাত্র বিশ্রামান্তে আবার তিনি সংসারের কার্য্যে লাগিয়া যাইতেন।

আমাদের নিজ পরিবার-সংখ্যা অধিক ছিল না; আমার শাশুড়ী এবং [illegible] আমার স্বামী,—তদুপরি আমি যাইবার পরে সংখ্যায় একজন বৃদ্ধি হইয়াছিল। আমার একজন ননদ ছিলেন, মাঝে মাঝে তিনি কন্যা-পুত্রসহ আসিয়া কিছু [illegible] কাল বাস করিতেন। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-কুটুম্ব ও তস্য কুটুম্বে সেই বৃহৎ বাড়ী সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকিত। আমার শাশুড়ী কাহারও প্রতি বিন্দুমাত্র বিরূপ ছিলেন না; সকলকেই স্নেহ ও যত্ন করিতেন। আমি শাশুড়ীর একটী কাজেরও সাহায্য করিতাম না। কাহারও সহিত মিশিতাম না, কাহারও [illegible]

[illegible]আলাপ করিতাম না। আমি আমার এই নভেলপূর্ণ জীবন লইয়া [illegible] শয়ন-কক্ষে একাকী কেবল মনের আগুনে দগ্ধ হইতাম। আমি [illegible] শিক্ষিতা নারী, পল্লী-গ্রামের নীরবতা, পল্লী-মাতার শীতল-কুঞ্জ-[illegible] শ্যামল-হরিৎ-ক্ষেত্র প্রভৃতি কিছুতেই আমার মন মুগ্ধ করিতে পারিত [illegible] আমি এখানে থাকিতাম বটে, কিন্তু আমার মন পড়িয়া থাকিত—[illegible] সেই "লাইব্রেরি" ঘরে।

[illegible] আমার ননদ তাঁহার শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় আমার হাত দুই [illegible] ধরিয়া অতি মিনতি পূর্ণ স্বরে বলিলেন—"বউ, অমন করে উদাস হয়ে [illegible] না ভাই। দেবেনকে একটু যত্ন-টত্ন করিস! দেবেন বিয়েই করতে [illegible] আমরা একরকম জোর করেই তার বিয়ে দিয়েছি। তুই ভাই যদি [illegible] থাকিস, তা হলে তারও মন খারাপ হয়ে যাবে। যে স্বামী পেয়েছিস, এমন স্বামী লোকে অনেক তপস্যার ফলে পায়। দেখিস ভাই, যেন [illegible] হারাস্ না।"—আমার স্বামী শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ দেবের একজন ভক্ত ছিলেন। [illegible] তিনি সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া দরিদ্র ও পীড়িতের সেবার জন্য নানা-[illegible] যাইতেন এবং রামকৃষ্ণ মিশনে সেবাব্রতের জন্য অনেক অর্থও দিতেন; তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুগণের মধ্যে অনেকে আশঙ্কা করিত যে, কখন তিনি [illegible] ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। আমার ননদ আবার বলিতে আরম্ভ [illegible]লেন—"আর মাকেও একটু দেখিস ভাই। তুই তাঁর বড় আদরের বউ, [illegible] পাঁচটা ছেলে ম'রে, তবে ঐ দেবেন; তুই এ সংসারের একমাত্র বউ, [illegible] তুই যদি তাঁর মুখ না চাস, তা হলে আর কে চাইবে? একাদশীর দিন [illegible] খাটতে দিসনি, একটু আধটু তাঁর কাজে সাহায্য করিস।"—আমার ননদ [illegible] এখানে থাকিতেন, তখন মার কার্য্যের অর্দ্ধেক তিনিই সম্পন্ন [illegible]তেন। কিন্তু ননদের কথাগুলি শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। [illegible] কলিকাতার ব্যারিষ্টার-দুহিতা, আমি এই পাড়াগেঁয়ে অসভ্য ভূতগুলার [illegible] করিবার নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছি? আমার বড় দায় পড়িয়া [illegible]ছে! আর ওঁদের আমি যত্নই বা করিব কি? ওঁদেরই হ'ল ঘর সংসার, [illegible] ঘরের গৃহিণী, আমি দু'দিন এসেছি বইত নয়! আর স্বামীরই [illegible] কি করিতে পারি? তাঁহার খাওয়া-দাওয়া, সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিকে

সর্ব্বদাই শাশুড়ীর দৃষ্টি রহিয়াছে ; তিনিও কচি-খোকার মতন সর্ব্বদা
পিছনে পিছনে ঘুরিতেছেন ; যাহাই যখন চাহিতেছেন, তখনই
যোগাইতেছেন,—তবে আমি আবার বেশী করিব কি ?—বলা বাহুল্য,
ননদকে আমি প্রত্যুত্তরে একটা কথাও বলিলাম না। তিনি অনর্গল
গেলেন, আমি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি সংসারের একটা কাজেও হাত দিতাম না।
প্রতিদিন নিয়মিতরূপে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া কলের পুতুলের মতন
নির্দ্দিষ্ট কক্ষটীতে বসিয়া থাকিতাম। আমার ঘরের জানালা হইতে আ
ঠাকুরবাড়ী দেখা যাইত। ঠাকুরবাড়ীর বৃহৎ প্রাঙ্গনে অনাথ-আতুর,
খঞ্জ প্রভৃতি সমবেত হইয়া ৺গোবিন্দ জীউর প্রসাদ পাইত, কত লোক
যাইত, আমি জানালার নিকটে দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতাম,—ইহা
ভক্তিতে নহে, শুধু সময় কাটাইবার জন্য। আমার এই প্রেম-হীন নিরা
নারী-জন্ম কেমন করিয়া অতিবাহিত করি ? মনের ভিতর সর্ব্বদাই
অশান্তি ! আমার এ নভেল-পূর্ণ জীবনে নায়িকা সাজা হইল না !
ত মিলিলই না, "রোমিও" কিংবা "হ্যাম্‌লেট"ও এ পোড়া ভাগ্যে জু
আমার জন্য আত্মহত্যা কেহ করিল না, কোন যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিল না, কেহ
এ নভেলি-প্রেমের প্রতিদান দিল না, প্রত্যাখ্যানও করিল না—
কিনা শাঁখ বাজাইয়া, উলু দিয়া সাধারণ অশিক্ষিতা বঙ্গ-কুমারীর স্ত্রী
হইয়া গেল ! আমার এ নারী-জন্মই বৃথা !—এই সব স্মৃতিতে আমার
চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিত।

এক দিন বিকালে বাতায়নের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এমনি কত কি
করিতেছি, সহসা পিছন ফিরিয়া দেখি—আমার স্বামী ! আমি মুখ ফি
লইলাম। তিনি আমার হাত ধরিয়া একখানা বাঙ্গলা বই আমার
দিয়া বলিলেন—"দিন-রাত অমন একলা চুপ করে বসে থেকে মন খারাপ
না, বই-টই একটু আধটু পড়, তাতে মন ভাল থাকবে।"—তিনি চ
গেলেন। বাঙ্গলা বই দেখিয়া আমি অবজ্ঞাভরে পার্শ্বস্থ আলমারির উপর
ফেলিয়া রাখিলাম। বাবা বলিতেন—"রামায়ণ, মহাভারত কদর্য্য, অশ্লীলতা

আমার মানুষে পড়ে !"—আমারও তাই বিশ্বাস ছিল, সুতরাং
ভিতরে যে কি আছে তখন তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতাম না।
দিন পরে স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন—"বইখানা পড়া হয়েছি কি ?
আর একখানা এনে দেব।" আমি কোনই উত্তর দিলাম না।
আমি স্পর্শও করি নাই ; যেমন ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম, তেমনিই
ছিল। কিন্তু সময় আর কাটে না। এরূপ ভাবে বসিয়া বসিয়া দিনগুলি
দীর্ঘ হইতেও দীর্ঘতর বলিয়া মনে হইত। এক দিন স্বামীর প্রদত্ত
খানা বাহির করিয়া পড়িতে বসিলাম। পড়িতে পড়িতে মন্দ লাগিল না,
পড়িয়া ফেলিলাম। কি দেখিলাম ?—অসূর্য্যম্পশ্যা রাজরাণী শৈব্যার
ভোগ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া স্বামীর সঙ্গে বনযাত্রা,—স্বামীর ঋণ পরি-
র্থে অদ্ভুত আত্ম-বিসর্জ্জন, ব্রাহ্মণগৃহে সহস্র নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও দাসী-
কালক্ষেপ—কি সুন্দর ! কি নিঃস্বার্থ পতিপ্রেম ! তাহার পর—জনক-
সীতা ! রাক্ষসাধিপতির সহস্র প্রলোভন, অশোককাননে চেড়ীগণ কৃত
নির্য্যাতন, অবশেষে বিনাদোষে পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াও তৎপ্রতি
ভালবাসা, অসাধারণ শ্রদ্ধা, অপরিসীম প্রেম ! এ যে স্বর্গের মন্দাকিনী,
গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম ! কি আশ্চর্য্য !—এত ইংরাজী নভেল পড়িয়াছি, কিন্তু
কোন বইয়ে এমন নিঃস্বার্থ প্রেমের গন্ধও পাই নাই। বাবা
কেন বাঙ্গালা বইয়ের নিন্দা করিতেন ? আমার স্বামী বুদ্ধিমান, তিনি
ক্ষেত্রেই উপযুক্ত বীজ বপন করিতেছিলেন। বইখানা শেষ করিয়া
কে দিলাম, এবার পাইলাম—মহাভারত। বলা বাহুল্য বাঙ্গলা বই
বার জন্য আমার অন্তরে আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তিন চারি দিনেই মহাভারত
করিয়া ফেলিলাম। মহাভারতেও দেখিলাম—দময়ন্তী, চিন্তা, সাবিত্রী,
লোপামুদ্রা, আরো কত কি ! অদ্ভুত পতিভক্তি, আশ্চর্য্য ভ্রাতৃপ্রেম, গুরুজনে
দেব-দ্বিজে ভক্তি ! হিন্দুধর্ম্মের উজ্জ্বল রত্ন—মহাভারত। আমি নবজীবন
ত করিলাম।

বাঙ্গলা সাহিত্য, ইতিহাস, আরও কত কি পড়িলাম। ধীরে ধীরে আমার
ভেলী-জীবনের উপর যবনিকা টানিয়া যেন নবরাজ্যে উপস্থিত হইলাম।
ব্যবহারের কথা মনে করিয়া নিজকে শত ধিক্কার দিতে লাগিলাম।

যে দেশের মেয়েরা পরকে সুখী করিবার জন্য নিজের সমস্ত স্বত্ব ডুবাইয়া পারেন, যাঁহারা বিগত-জীবন স্বামীর সহিত জলন্ত অনলে আনন্দে ভস্মীভূত করিতে পারেন, আমি কি সেই দেশের মেয়ে? যাঁহারা সেবার জন্য স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিতে দ্বিধা করেন না, আমি সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া এমনই অপদার্থ হইয়া উঠিয়াছি। যে সাবিত্রী কন্যা হইয়াও, শ্বশুর শাশুড়ী ও স্বামী-সেবার জন্য স্বেচ্ছায় বনবাসিনী দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইতে দ্বিধা করিয়াছিলেন না; আর আমি বড় নারী-শক্তিটা অলসভরে অপব্যয় করিতেছি? ধিক্ আমায়! রা বহু-সম্পদ-ভোগরতা রাজকন্যা যাহা অকাতরে পারেন, আমি গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে হইয়া তাহা পারি না? এই শিক্ষা গর্ব্বে আমি হইয়া আছি! ধিক্ আমার শিক্ষায়!

সেই দিন হইতে আমি সংসারের কার্য্যে মন দিলাম। সহসা আমা 'লক্ষ্মী' হইতে দেখিয়া পৌর-মহিলাবর্গ একটু হাসিয়াছিল—আমি কি গ্রাহ্য করিলাম না। আমি সকালে উঠিয়া স্নানান্তে প্রথমেই আহ্নিকের আয়োজন ঠিক করিয়া রাখিলাম। তাহার পর ভাঁড়ার ঘরে কুটনা কুটিয়া, চাউল ডাউল প্রভৃতি রন্ধনের সমস্ত দ্রব্য পাচিকাকে একথালা ময়দা মাখিতে বলিলাম। শাশুড়ী দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট তিনি বলিলেন—"এই ত মা, তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী। তোমারি সব। তুমি সব দেখে-শুনে ক'রে-কর্ম্মে না নিলে কি হয়?" সেই দিন আমি শাশুড়ীর সহিত সকল কার্য্যেই যোগ দিলাম। খাইতে আমি দেখিলেন—আমি শাশুড়ীর সহিত কার্য্যে ব্যস্ত আছি, বলা বাহুল্য তিনি যে বড়ই সুখী হইলেন, তাহা আমি তাঁহার চোখ দেখিয়াই পারিলাম। আহারের পর তিনি ঘরে শুইতে আসিলে আমি যখন তাঁহার হাতে দিলাম, তিনি তাহা হইতে এক খিলি পান মুখে পুরিয়া দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন—"ওঃ, আজকের পান যে ভারি মিষ্টি কে সাজলে? তুমি বুঝি?"

দুই বেলা নিয়মিতরূপে গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া বিশ্রামকালটা পুস্তক পাঠে অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। আমার পুস্তক পাঠে

স্বামীও বড় আনন্দিত হইলেন। নিত্য নূতন নূতন পুস্তক আনিয়া তেন। আর্য্য-নরনারীগণের পুণ্য চরিত্র পাঠ করিতে করিতে হিন্দুর অপূর্ব্ব মায় আমার অন্তর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল,—বুঝিলাম আমিও একজন হিন্দু- রী; বুঝিলাম আমার জন্ম, আমার জীবন বৃথা নয়; আমারও একটা ব্য আছে। আরও বুঝিলাম—দেশ, কাল,পাত্র ব্যবধানে শিক্ষারও তারতম্য য়োজন। আমরা হিন্দুনারী, আমরা জননীর জাতি, মাতৃস্নেহ সুধা-ধারায় রের প্রাণ পূর্ণ করিয়া দিবার জন্যই আমাদের জন্ম। লোকে আমাদিগকে লক্ষ্মী বলিয়া থাকেন, সেই নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিয়া আমাদের গৃহ শান্তিতে পূর্ণ করাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। শুধু ইংরাজী নভেল পাঠই আমাদের চরম শিক্ষা নহে। আমাদের শিক্ষার পক্ষে "সেক্সপিয়র" "মিল্টন" হইতে কাশীদাস, কৃত্তিবাস ইত্যাদি অধিকতর প্রয়োজনীয়।—আমার র সম্মুখ হইতে সমস্ত কুজ্ঝটিকা অপসৃত হইয়া গেল।

একটা আত্মগ্লানির তীব্র কষাঘাতে আমার অন্তর নিয়ত জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। অজ্ঞানাবস্থায় নিজ নির্ব্বুদ্ধিতার বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বকৃত রপনেয় কলঙ্ক-কাহিনীর কথা যখনই আমি মনে করিতে লাগিলাম, তখনই আমার মনে দারুণ অনুশোচনা হইতে লাগিল। পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য রামায়ণ ও মহাভারতের বর্ণিত নরকের দৃশ্য যেন দিবানিশি আমার সম্মুখে প্রতিভাসিত হইতে লাগিল। জানি না কিরূপে আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব? নারায়ণ! আমার জন্য কোন্ নরকের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছ? স্থির করিলাম—স্বামীর নিকটে সমস্ত দোষ স্বীকার করিয়া আমার এ পাপের ভার কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব করিব।—একদিন সন্ধ্যার পরে, স্বামী খাটের উপর অর্দ্ধ শায়িত হইয়া একখানা মাসিক পত্রিকা পাঠ করিতেছিলেন, আমি গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র তিনি আমাকে বলিলেন—"এই দেখ লক্ষ্মি, এবার তোমার প্রবন্ধটা বেরিয়েছে। সম্পাদক তোমার প্রবন্ধের খুব প্রশংসা করেছেন।"

আমি একটা মাসিকে হিন্দুনারীর কর্ত্তব্য শীর্ষক একটা প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। স্বামী আগ্রহের সহিত আমার সেই প্রবন্ধটা পাঠ করিতে-

ছিলেন।—স্বামীর কথা শুনিয়া আমার বুকের ভিতরে কাঁটার মতন কি যেন একটা বিদ্ধ হইল। আমি নিজে অন্ধ, আমি আবার অন্যকে পথ প্রদর্শন করাইবার বাসনা করি? কি স্পর্দ্ধা! ধীরে ধীরে বলিলাম—"এ প্রশংসার প্রকৃত অধিকারী,—তুমি।"

স্বামী কাগজ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিমুখে বলিলেন—"কেন গা?" আমি বলিলাম—"আমি হিন্দুনারী নামের অযোগ্যা। হিন্দুনারীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আমি কিছুই জানতেম না; যা শিখেছি, তা শুধু তোমারই কৃপায়। আমি নরকের কীট, তুমি স্বর্গের দেবতা, তুমিই দয়া করে আমাকে আমার পথ দেখিয়ে দিয়েছ।"

স্বামী পূর্ব্ববৎ মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন—"ব্যাপারখানা কি বল ত? বেশ লেক্‌চার দিচ্ছ দেখতে পাচ্ছি—তুমি হিন্দুনারীর অযোগ্যা হলে কিসে শুনি? আমি ত দেখতে পাচ্ছি, তুমি হিন্দুনারীর একটী আদর্শ। মা ত লোকের কাছে শতমুখে তোমার প্রশংসা করে থাকেন।"

আমার আর সহ্য হইল না! সত্যই আমার দুই চক্ষু বহিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। আমার মনে হইল, তাঁহার এ অকপট ভালবাসার অধিকারিণী আমি কিছুতেই নই। আমি তাঁহার পা দু'খানা দুই হস্তে চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম—"না না,—সত্যই আমি হিন্দুনারী নামের অযোগ্যা। আমি পাপিষ্ঠা! আমি তোমার স্ত্রীর উপযুক্তা নই। আমার পূর্ব্ব কাহিনী শুনলে তুমি আমাকে স্পর্শ করতেও ঘৃণা করবে।"—বলিয়া আমি অকপটে আমার স্বামীর নিকটে আমার গত-জীবনের সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিলাম। কিন্তু শুনিয়া ঘৃণা করা দূরে থাকুক তিনি একটু বিরক্তও হইলেন না। তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ সুমধুর উচ্চ হাস্যে ঘরটী মুখরিত করিয়া আমার দেবতা আমাকে তাঁহার নিকটে টানিয়া লইয়া বলিলেন—"ও গো, তুমি যে হিন্দুর ঘরের মেয়ে, হিন্দুর ঘরের কুলবধূ, তোমার দেহে হিন্দুরক্ত প্রবাহিত হচ্ছে,—তোমার প্রাণে, তোমার অস্থিমজ্জায় হিন্দুধর্ম্ম জড়িত রয়েছে, তোমার সাধ্য কি যে তুমি আমাকে অশ্রদ্ধা কর।"—আমি শান্তি পাইলাম। এইরূপে আমার জীবনের এক অধ্যায় সম্পূর্ণ হইয়া গেল। ইতি—শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী।

লেখিকা—শ্রীমতী চারুশীলা দেবী।

বর্ষশেষে নিবেদন।

শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা" বহুপ্রকার বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া তাহার জীবনের দ্বাদশবর্ষ সম্পূর্ণ করিল। বস্তুতঃই, যে প্রকারে আমরা এই বৎসর ইহাকে জীবিত রাখিয়াছি, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরের বুঝিবার সাধ্য নাই। ছাপাখানার কর্ম্মচারীগণের অসুস্থতা নিবন্ধন স্থানীয় বাজারে সময়মত কাগজ না পাওয়ায় এবং অন্যান্য কারণে আমরা নিয়মিতরূপে পত্রিকা বাহির করিতে পারি নাই; তজ্জন্য গ্রাহক মহোদয়গণ সমীপে আমরা যুক্ত-করে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছি। আশা করি, এই ত্রুটিতে আমরা তাঁহাদিগের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইব না।

প্রজা,—রাজার নিকট অভাব-অভিযোগের কথা নিবেদন করিয়া তৎপ্রতিবিধানের আশা করে; পুত্র,—পিতার নিকট স্বীয় দুঃখ-কাহিনী বর্ণনা করিয়া তৎপ্রতিকারের ব্যবস্থা করে; দীনা "প্রতিভার" মর্ম্ম-কথা,—একমাত্র সহৃদয় গ্রাহকগণ সমীপেই উত্থাপিত হইবে। ইহার প্রতিকারের আশা কি নাই? আমরা যথাক্রমে "প্রতিভা"র অভাবের কথা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি:—

(ক) ভিঃ পিঃ সম্বন্ধে।—বড়ই দুঃখের বিষয়, এই বৎসর বহু সংখ্যক গ্রাহক অকারণে ভিঃ পিঃ গুলি ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে একটী উদাহরণ দিই।—মনে করুন, ১৩২৬ সালের মূল্যের জন্য ২৷৷০ টাকা ৬ষ্ঠ সংখ্যা "প্রতিভা" কোন গ্রাহকের নামে ভিঃ পিঃ করা হইল এবং তৎসহ একখানি পোষ্টকার্ডও প্রেরিত হইল। আমরা মূল্যের টাকা পাইব আশা করিতেছি,—এমন সময় সেই ভিঃ পিঃ খানি ফেরত হইয়া (Refused) আসিল। মোড়কের (Cover) পশ্চাদ্ভাগে পিয়নের "রিপোর্টে" প্রকাশ—"মালিক মূল্য দিয়া গ্রহণ না করায় ফেরৎ।" এই ক্ষেত্রে আমরা সেই পুরাতন বর্ষের খাতায় দেখি,—গ্রাহক "নূতন" কিংবা "পুরাতন"।

"নূতন" হইলে, যে কয় সংখ্যা পত্রিকা তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে, তাহার মূল্য প্রাপ্তির জন্য পত্র লিখা হয়। অনেক সময় এই মূল্য পাওয়া যায়, অনেক সময় তাহাও যায় না। গ্রাহক যদি "পুরাতন" হয়েন, তবে আমরা মনে করিয়াই লই যে, পিয়নের কোন ত্রুটিতেই (অনেক সময় এ... প্রকার হয়ও) ভিঃ পিঃটী ফেরৎ আসিয়াছে। তখন পুনরায় উক্ত ... সংখ্যা পত্রিকা "বুক্ পোষ্টে" গ্রাহকের ঠিকানায় প্রেরিত হয় এবং এই স... একখানি পোষ্টকার্ড (অনেক সময় Reply card) দ্বারা গ্রাহককে লিখি... হয়—"বোধ হয় পিয়নের ত্রুটীতেই ভিঃ পিঃ ফেরৎ আসিয়াছে। মূল্য... কোন্ সময় পর্য্যন্ত পাঠাইতে পারিবেন জানাইবেন"—ইত্যাদি। এ... "বুক্ পোষ্টে" প্রেরিত কাগজখানি কিন্তু ফেরৎ (Refused) আসি... না,—গ্রাহক রাখিলেন। তাহার পরে কিছুদিন নিয়মিতরূপে "প্রতিভা" দিবা... পরে উক্ত গ্রাহকের নামে ১৩২৬ সালের মূল্যের জন্য পুনরায় ১০ম সংখ্যা... পত্রিকা ২৶০ ভিঃ পিঃ করা হইল। এই বার নিশ্চয়ই ইনি ভিঃ পি... ফেরৎ দিবেন না, মনে করিয়া থাকিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এবারও... পত্রিকাখানি ফেরৎ আসিল। পিয়নের সেই মামুলী রিপোর্ট—"মালিক... মূল্য দিয়া গ্রহণ না করায় ফেরৎ।"—ব্যস্! বৎসরের মূল্য প্রাপ্তির... আশায় দুইবার ভিঃ পিঃ করিবার জন্য প্রতি বার ৵০ হিসাবে।০ আনা ক্ষতি... হইল। দরিদ্র সমাজ-সেবকের পক্ষে এই ক্ষতি কি সামান্য? অধিকন্তু... ।০ আনা ক্ষতি ত হইলই, তদুপরি যে কয় সংখ্যা পত্রিকা উক্ত গ্রাহকের নামে... প্রেরিত হইয়াছে, তাহার মূল্য প্রাপ্তির জন্য পুনরায় তাহাকে যুক্ত কার্ডে... নানাপ্রকার কাকুতি মিনতিপূর্ব্বক পত্র লিখিত হইলেও, তাহার কোন উত্তর... আসিল না।—গ্রাহকগণ একটু ভাবিয়া দেখিবেন, বর্ত্তমান দুর্ব্বৎসরে কয়টী... মাসিক কি সাপ্তাহিক পত্রিকা এই প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে পারে?

এই প্রকারে যদি দুই চারি খানি হয়, তাহা হইলেও কতকটা সহ্য করা... যায়; কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, প্রতি মাসে আমরা যে পরিমাণ ভিঃ পিঃ... করি, তন্মধ্যে বহু সংখ্যক ফেরৎ আইসে। এই সম্বন্ধে বর্ত্তমান বর্ষের বৈশাখ... হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ভিঃ পিঃ সম্বন্ধে একটী তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল। ... ইহা দেখিয়া গ্রাহকগণ বুঝিবেন,—আমরা কি সাধে কাঁদি?

	...যত সংখ্যা ভিঃ পিঃ করা হইল	যত সংখ্যা ফেরৎ আসিল	যত সংখ্যার কোন উদ্দেশ্যই পাওয়া গেল না
	৮০	৪০	×
	৮১	৩৯	২
	৮০	৩৫	২
	৮০	৩৪	১
	৫০	২০	×
	৫০	২২	×
	৬৪	৩১	×
...রণ *	৮০	২৪	১
	১০১	৫৬	১
	১১৩	৬৫	×
	৭৭৯	৩৬৬	৭

(* অগ্রহায়ণ মাসটী অপেক্ষাকৃত ভাল)।

...নর্থক কি গ্রাহকদিগের নিকট দুঃখ-কাহিনী নিবেদন করি? প্রতি সংখ্যা ... ভিঃ পিঃ করিতে ⁄১০ পয়সা খরচ; তাহার পর ইহার মধ্যে অনেকের নিকটই ...পত্রিকা পুনরায় প্রেরিত হয় ও কার্ড যায়। প্রতি ফেরৎ ভিঃ পিঃর জন্য ...আনা করিয়া খরচ ধরিলে উপরি প্রদত্ত তালিকা অনুসারে, আমরা কি ...পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হই, সহৃদয় গ্রাহকগণ একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন। ...গেল ভিঃ পিঃর কথা।

(খ) প্রবন্ধ সম্বন্ধে।—পত্রিকা পরিচালনা করিতে হইলেই সৎপ্রসঙ্গ ...দ্বারা ইহার কলেবর পুষ্ট করিতে হইবে মূল উদ্দেশ্য স্থির রাখিয়া—সামাজিক, ...নৈতিক ও ধর্ম্মমূলক গল্পাদি, নীতিবাক্য, মহাজনকথা, উপদেশাবলী ইত্যাদি; ...নানাবিষয় সম্বন্ধে গবেষণা, আলোচনাদি (Research and discourse), ...শাস্ত্রের সংস্কৃত গ্রন্থাদির সার-সংগ্রহাদি, রামায়ণ মহাভারতের বর্ণিত পুণ্য-...কাহিনী,—পূর্ব্বকালের ও বর্ত্তমান সময়ের সামাজিক আচার-ব্যবহার আলোচনা ...ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধ দ্বারা পত্রিকা সুরঞ্জিত করিতে হইলে, সুলেখক আবশ্যক

আমাদেরও যে তাহা নাই কিংবা ছিল না,—এমত বলিতে চাহি না। ... শ্রেণীর লেখকের সংখ্যা বড়ই অল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কয়েক ... এখন আর প্রতিভাতে আদৌ লিখেন না, তাঁহারা ইহাকে ... পরিত্যাগই করিয়াছেন। করুন, ক্ষতি নাই;—কারণ আমরা আদি, ... বিনিময়ে আর্থিক সাহায্য করিতে আমরা একেবারেই অপারগ। ... বোধ হয়, অনেক লেখক—এই পত্রিকায় যাঁহাদের হাতে খড়ি ... এক্ষণে সুলেখক বলিয়া অন্যত্র পরিচিত হইতেছেন—প্র... প্রবন্ধ পাঠাইতে বিরত হইয়াছেন;—কিন্তু উপায় নাই। যে কয় ... পর্য্যন্তও এই দীন সমাজ-সেবককে ভুলেন নাই, তন্মধ্যে কতিপয়ে... এই স্থানেই উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না; ইঁহারা নিজের শত ... পরিত্যাগপূর্ব্বক নিঃস্বার্থ ভাবে নানাবিধ প্রবন্ধাদি দ্বারা আমাদিগকে ... ধন্য করিতেছেন,—কোনও অবস্থাতেই প্রতিভাকে ভুলিতে পারিতেছেন ... ইহা কি কম প্রশংসার বিষয়!—প্রথমেই শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ কা... বিনোদ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবীর কথা উল্লেখ ... ইঁহাদের সহিত শ্রীমতী চারুশীলা দেবীর নামও করিতে হইবে— ... জীবনবিহারী সিংহ, শ্রীযুক্ত রতিনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষ ... শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা, প্রচারক ... মাখনলাল ধর বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি ... নিয়মিতরূপে প্রবন্ধ দ্বারা প্রতিভাকে জীবিত রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই ... শ্রীভগবান ইঁহাদিগকে দীর্ঘ জীবন দান করুন।

কিন্তু এই মুষ্টিমেয় লেখকদ্বারা কি এই বিরাট কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে ... অনেক সময় প্রবন্ধের অভাবে পত্রিকার মূদ্রণ কার্য্য বন্ধ থাকে এবং ... ফলে কাগজ বাহির হইতেও বিলম্ব হয়।

(গ) তাহার পরে, কাগজ সম্বন্ধে।—বর্ত্তমান সময়ে কাগজ ... দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহার দর যেরূপ হ্রাস-বৃদ্ধিশীল (fluctuating) ... তাহাতে একযোগে বহু পরিমাণে কাগজ ক্রয় করিয়া রাখা এক প্রকার অসম্ভব ... এবং তাহা সম্ভব হইলেই বা উপায় কি? প্রতিভার আর্থিক অবস্থা ... সচ্ছল নহে, যদ্দারা একযোগে ৭০৲ কিংবা ১০০৲ টাকার কাগজ ক্র...

... যেমন ভিঃ পিঃর টাকা আসিতে থাকে, তৎসঙ্গে কাগজ ক্রয় ... ছাপিতে দেওয়া হয়। ফলে, অনেক সময় টাকার অভাবে ... যায় না এবং ফর্ম্মা প্রস্তুত হইয়া প্রেসেই পড়িয়া থাকে; তাহার ... সংগ্রহ হইলে কাগজ আনিয়া সেই ফর্ম্মা ছাপা হয়। স্থানীয় দোকান- ... ব্যবস্থাও এরূপ নহে যে, বাকী রাখিয়া সর্ব্ব সময়ে কাগজ সরবরাহ ... পারেন; কারণ এই দুর্ব্বৎসরে তাঁহাদিগকেও নগদ মূল্যে কলিকাতা ... আনিতে হয়। প্রতিভার কাগজ স্থানীয় বাজার হইতেই ...

(ঘ) ছাপাখানা সম্বন্ধে।—মফঃস্বলে কম্পোজিটার সর্ব্ব সময়ে ... না। যে কয় জন কর্ম্মচারী প্রতিভা প্রেসে কার্য্য করিতেছেন, ... সকলেই স্থানীয় লোক। এই বৎসরে তাঁহাদিগের নিজের ও পরিবারস্থ ... অসুস্থতা নিবন্ধন, মূদ্রণকার্য্য সময়মত সম্পন্ন হয় নাই। একজন ... হইলে তখনই যে অতিরিক্ত (extra) একজন পাওয়া যাইবে, এরূপ ... এই সহরে অসম্ভব। এই কারণে বহু সময় আমাদিগকে বিশেষ ... হইতে হইয়াছে এবং প্রতিভা নিয়মিত সময়ে বাহির করিতে বিলম্ব ...

... এই ৪ দফা অসুবিধার জন্য কি প্রকারে নিয়মিতরূপে পত্রিকা ... হইতে পারে, সহৃদয় গ্রাহকগণ একটু বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ... হয়ত মনে করিতে পারেন—"এ আবার একটা বেশী কি? কিন্তু ... নিকট আমরা কেবলমাত্র বলিতে চাহি—"Judge not rashly— ... the Gospel"—কোন বিষয়ের গুরুত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া, তৎপরে ... করিলে আমরা কৃতার্থ হইব।

... যাহা হইবার, তাহা ত হইয়াছে। ভবিষ্যতে কি উপায় অবলম্বন ... প্রতিভা নিয়মিতরূপে বাহির হয়, তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। ... মনে রাখিবেন যে, প্রতিভা তাঁহাদেরই। তাঁহাদের কৃপাই ইহার ... তাঁহাদের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইলে—ইহার মৃত্যু অনিবার্য্য। ... জমিদার, মহাজন, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী, উকীল, মোক্তার ইত্যাদি ... সমাজের বক্ষে বিচরণ করিতেছেন। এত বড় একটা জাতির